সংখ্যা—১-৬

গীতমন্দির

—

সঙ্গীতশাস্ত্রের মাসিক পত্রিকা।

শ্রীঅক্ষয় কুমার নন্দী
শ্রীমতী সুশীলা নন্দী
সম্পাদিকা

৭ম বর্ষ—১৩৩৬

গীতমন্দির কার্য্যালয়
২৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

108.386

মাতৃমন্দির

[৭ম বর্ষ, বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৩৬]

মাসানুযায়ী বিষয় সূচী।

বৈশাখ

গৃহদ্বারে দিব না অর্গল (কবিতা)
শ্রীমতী কাদিনী রায়, বি-এ ... ১

বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ... ২

বৃষ্টি (কবিতা)
শ্রীহেমেন্দু দত্ত ... ৫

নবযুগের নারী (পত্র)
স্বামী স্বরূপানন্দ ... ৬

নবযুগ (কবিতা)
শ্রীসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৮

আত্মশক্তি (উপন্যাস)
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ... ৯

পূজা, ব্রহ্মমোহন রায় ও একেশ্বরবাদ
রায়বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু, এম-বি ... ১৫

"আবার বেরো" ধ্বনিকথা
ডাঃ অমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস ... ১৮

নব্যালোচনা ... ২৩

সুপ্তবর্ষা (কবিতা)
শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন ... ২৪

নব ভারতের প্রতি
শ্রীমতী দেবযানী ... ২৫

চলনীবেখার যাব না (কবিতা)
শ্রীমতী লীলা দেবী ... ২৮

চলিয়াছ একি খেলাঘরে (গল্প)
শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র ... ২৯

কথা ও কাজ
শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ ... ৪১

সুখী জয়ন্তী
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ... ৩৪

পত্র ও পত্রক (কবিতা)
শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ ... ৩৭

আশাহত (গল্প)
শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী ... ৩৩

নারীর স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছদ
শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল, বি-এ ... ৪১

দেশীয় মুষ্টিযোগ চিকিৎসা
শ্রীমতী দক্ষবালা দেবী ... ৪২

প্রাণের মূল্যে (গল্প)
শ্রীমতী কাননবালা গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪৪

রন্ধন-বিদ্যা
শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায় ... ৪৬

নানা কথা ... ৪৮

জ্যৈষ্ঠ

অনির্দ্দেশ (কবিতা)
শ্রীমতী চারুলতা দেবী

হিন্দু-সমাজ-সম্মিলন (অভিভাষণ)
শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ ...

জ্যৈষ্ঠ (কবিতা)
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম-এ ...

কালোর আলো (গল্প)
শ্রীমতী আশালতা দেবী, রত্নপ্রভা ... ৫৩

সাহিত্যে নারীর স্থান (প্রবন্ধ)
শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী ... ৫৮

গার্হস্থ্য ধাতু-বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)
শ্রীমতী সুশীলা নন্দী ... ৬৪

রুশিয়ায় নারী-জাগরণ (আলোচনা)
শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ ... ৬৬

প্রাচীনা মহিলাদের চিকিৎসা-জ্ঞান
কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ৬৮
দেবতা (কবিতা)
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ ... ৭০
বাংলার মেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতা (প্রবন্ধ)
শ্রীমতী রত্নমালা দেবী ... ৭১
প্রায়শ্চিত্ত (উপন্যাস)
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ... ৭৩
আশার আশে (কবিতা)
শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী ... ৭৯
শিশুমঙ্গল ও মাতৃশিক্ষা (প্রবন্ধ
ডাঃ শ্রীদিবাকর দে, রায়সাহেব ... ৮০
সাঁওতাল বালিকা (কবিতা)
শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক ... ৮৩
মরণোত্তর অভিসারে
শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা ... ৮৪
অবরোধ প্রথা
শ্রীমতী নীলাবতী সরকার ... ৮৯
শিশুর দৃষ্টিশক্তি ... ৯৭
নবযুগের নারী (গল্প)
স্বামী স্বরূপানন্দ ... ৯৯
মুখ-মঞ্চ (কবিতা)
শ্রীহরিপদ গুহ, বিদ্যারত্ন ... ১০০
ভারতী (জীবন কথা)
শ্রীনিগমপ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ ১০১
ত্যাগ (গল্প)
শ্রীকটিকচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ... ১০২
মাতৃমন্দির (কবিতা)
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ ... ১০৪
নানাকথা ... ১০৫

আষাঢ়

দার্জ্জিলিং ও কলিম্পং (ভ্রমণকাহিনী)
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ... ১১৭
মৎস্যের গুণাগুণ (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা ... ১২৩
প্রায়শ্চিত্ত (উপন্যাস)
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ... ১২৫
শিশুর খাদ্য (প্রবন্ধ)
শ্রীকুমুদরঞ্জন পাল, এম্‌-এ-সি, বি-ই ১২৭
"বুকের মাণিক নয়কো এরা তুচ্ছ সে" (কবিতা)
শ্রীবিকাশ দত্ত ... ১২৯
ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান (প্রবন্ধ)
শ্রীঅনিলকুমার বসু ... ১৩৫
প্রতাপাদিত্যের জীবন-সন্ধ্যা (কবিতা)
শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা ১৩৭
মায়ের কোলে (গল্প)
শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী ... ১৩৯
নবযুগের নারী (গল্প)
স্বামী স্বরূপানন্দ ১৪১
নবজন ... ১৪৩
নারীর কথা (প্রবন্ধ)
শ্রীরাধারাজ রায়সাহেব, বি-এ ১৪৫
বাংলার আবাদ (কবিতা)
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৮
ভুলের মাশুল (গল্প)
শ্রীমতী শান্তিলতা বসু ১৫৯
বিজলী বাতি (প্রবন্ধ)
শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন গুপ্ত ১৬৩
চিঠি (কাহিনী)
শ্রীমহিমারাণী নাগ চৌধুরী ১৬৭
নারী (কবিতা)
কবিরাজ শ্রীসতীচরণ সেন, কবিরত্ন ১৬৯
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা
ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৯) ১৮০
আই-এস-সি পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের
তালিকা (১৯২৯) ... ১৮১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা
ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৯) ... ১৮২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণা
ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৯) ... ১৮২

উপেক্ষিতার দান (কবিতা)
শ্রীগোপেশ্বর সাহা ... ১৪২
নানাকথা ১৪৩

শ্রাবণ

শ্রাবণে (কবিতা)
শ্রীমতী ভক্তিসুধা হাঁর ... ১৪৫
দার্জ্জিলিং ও কলিম্পং (ভ্রমণকাহিনী)
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ... ১৪৬
গ্রন্থালোচন ১৫১
রুশিয়ায় শিশু ও মাতৃমঙ্গল
শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ ... ১৫৩
মাষ্টার (গল্প)
শ্রীমতী সরোজপ্রভা দেবী ... ১৫৫
বঙ্কিমচন্দ্র (কবিতা)
শ্রীনরেন্দ্র দেব ... ১৫৮
আকাঙ্খা
শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী ... ১৫৯
অতৃপ্তি (কবিতা)
শ্রীমতী চারুলতা দেবী ... ১৬০
স্বরাজুল (চিত্র)
শ্রীরামগোপাল মুখোপাধ্যায় ... ১৬১
কুড়িয়ে পাওয়া মণি (কবিতা)
শ্রীমতী মাহমুদা খাতুন ... ১৬২
শিশু শিক্ষা
শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস ... ১৬৩
দাও (কবিতা)
কুমারী কল্পনা দেবী ... ১৬৮
রাজবংশী মহিলা প্রসঙ্গ
শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী ... ১৬৯
ভারতের সমস্যা (অভিভাষণ)
শ্রীমতী প্রভাবতী দাশগুপ্তা, এম-এ ... ১৭৩
সঙ্কলন ১৭৯
ব্যারামের আমদানী
অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা ... ১৮২
রন্ধন বিদ্যা
কুমারী রেণুকণা বসু, অমিয়া মুখার্জ্জী ১৮৩
শাসন
শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ভড় ... ১৮৪
বর্ষায় (কবিতা)
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম-এ ... ১৮৫
গার্হস্থ্য ধাতুবিজ্ঞান
শ্রীমতী সুশীলা নন্দী ... ১৮৬
নানা কথা ১৮৯

ভাদ্র

আলোচনা ১৯৩
সঙ্কলন ১৯৬
ও অধিকার
শ্রীমাখমলাল সমাদ্দার, বি-এ ... ২০১
সাজাহান (কবিতা)
শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা ... ২০৮
মহিলাদের রঙ্গমঞ্চে নৃত্যের পরিণাম
শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা ... ২০৯
খেয়ার শেষে (গল্প)
শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য ... ২১২
প্রহেলিকা (কবিতা)
শ্রীমতী চারুলতা দেবী ... ২১৫
বিধবার জীবন যজ্ঞ (সমালোচনা) ... ২১৬
বিলাতের পত্রাবলী
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ... ২১৮
কতদূর ? (কবিতা)
শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী ... ২২১
হিন্দু বিবাহ ও সহবাস-সম্মতির আইন ... ২২২
সন্তোষিতা সধবা রমণী (কবিতা)
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ... ২২৩
পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী (জীবন-কথা)
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ... ২২৪
খাদ্য সমস্যা
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ... ২২৫

স্ত্রীশিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তন
শ্রীমতী করুণা দেবী ... ২৩৩
মুক্তি
শ্রীপঞ্চানন সিকদার ... ২৩৫
আলোয় আলো (গল্প)
শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী ... ২৩৬
দন্তরক্ষা
অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা ... ২৩৮
নানা কথা ২৩৯

আশ্বিন

গৌতম বুদ্ধ ও রমণীগণ
ডক্টর বিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল,... ২৪১
সুখ ও দুঃখ (কবিতা)
শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর,... ২৫০
ভুল (গল্প)
শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী ... ২৫১
মা বাপের এই স্নেহ (কবিতা)
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ... ২৫৩
আলোক-চিত্র (বিজ্ঞান)
শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত ... ২৫৫
পরিবেশন পাত্রাদি
অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা ... ২৫৭
জাগরণ (কবিতা)
শ্রীঅরুণচন্দ্র ধর ... ২৬৮
মকর-মায়া (গল্প)
শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা ... ২৫৯
প্রাচীনা মহিলাদের চিকিৎসা জ্ঞান
কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ২৬২
আমি (কবিতা)
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ২৬৪
সঙ্কলন ২৬৫
রক্তাক্ষর (গল্প)
শ্রীমতী নির্ম্মলা ঘোষ ... ২৭০
পরিস্ফুট (কবিতা)
শ্রীমতী চারুলতা দেবী ... ২৭২
সমালোচনা ২৭৩
বাদলায় (কবিতা)
শ্রীসুকুমার সরকার ... ২৭৪
স্বর্গের সন্ধান (গল্প)
শ্রীবিমল সেন ... ২৭৫
স্বাধীন জীবনের গতি
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ... ২৭৮
কঞ্জুষির ফকির
শ্রীমতী সুশীলা নন্দী ... ২৮২
নানা কথা ২৮৭

কার্ত্তিক

শক্তিপূজা ... ২৮৯
বোধন (কবিতা)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক ... ২৯০
বাংলার মৃৎশিল্প (প্রবন্ধ)
শিল্পী শ্রীনিতাইচরণ পাল ... ২৯১
কবি অক্ষয় বড়ালের 'কনকাঞ্জলি' (আলোচনা)
শ্রীমতী বনমালা দেবী ... ২৯৪
মা (চিত্র)
শ্রীবিমল সেন ... ২৯৬
কৃষ্ণ নদীয়ের কথা (বিবরণ)
শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ ... ২৯৭
ভিক্ষা (কবিতা)
শ্রীবিকাশ দত্ত ... ২৯৮
মহামায়া (গল্প)
শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৯৯
ভরযা লয়ে তবু জাগি (কবিতা)
শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ ... ৩০২
অনুনয় (কবিতা)
শ্রীমতী মানকুমারী বসু ... ৩০৩
বিলাতের পত্রাবলী (চিঠি)
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ... ৩০৪
আগমনী (কবিতা)
শ্রীমতী চারুলতা দেবী ... ৩০৮

নারী কে ? (গল্প)
শ্রীসুধাংশুভূষণ বসু, বি-এ ... ৩০৯
মাতৃস্নেহ (কবিতা)
শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর ... ৩১২
পুরাতনী (প্রাচীন সাহিত্য)
শ্রীসুরেন্দ্রলাল মিত্র ... ৩১৩
রেডিয়মের উপকারিতা (বিজ্ঞান)
অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার ... ৩১৫
আমি (কবিতা)
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৩১৬
নবযুগের নারী (পত্র)
স্বামী স্বরূপানন্দ ... ৩১৭
বর্ষপরে আসিল আশ্বিন (কবিতা)
শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায় ... ৩১৮
বিদিলিপি (গল্প)
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ... ৩১৯
শারদ-প্রাতে (কবিতা)
শ্রীইন্দুভূষণ আচার্য্য ... ৩২১
পূজার অর্ঘ্য (কবিতাবলী)
শ্রীমতী ননীবালা রায়, শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ,
শ্রীপশুপতি আচার্য্য, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য,
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র,
শ্রীমতী কমলনীপ্রভা বিশ্বাস
ও শ্রী অনিলকুমার বসু ... ৩২২
সহিবিল (আলোচনা)
শ্রীঅমরেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩২৬
আজমনী-গীতি (গান)
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ... ৩২৭
ঐ স্বরলিপি
শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা ... ৩২৭
অন্ধ-বিদ্যা
শ্রীমতী লক্ষ্মীবালা দেবী ও
শ্রীমতী ইন্দুবালা রায় ... ৩৩২
রাজবংশী জাতির কয়েকটি বিবরণ (জাতিতত্ত্ব)
শ্রীমতী দুর্গেশনন্দিনী ঘোষ ... ৩৩৩
পূজা (গল্প)
শ্রীমনোমোহন নরসুন্দর ... ৩৩৪
শিশু মানুষ হওয়ার দশটি লক্ষণ (সঙ্কলন)
শ্রীমতী নির্ম্মলা বসু ... ৩৩৬

অগ্রহায়ণ

বেকার সমস্যায় নারী (আলোচনা)
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ... ৩৩৭
সঙ্কলন ৩৪০
সতীধর্ম্ম ও পতীধর্ম্ম (কবিতা)
শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর ... ৩৪৪
আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে তরুণের স্বেচ্ছাচারিতা
(আলোচনা)
শ্রীমতী অমিয়া রায় ... ৩৪৯
চন্দন (প্রবন্ধ)
রায়বাহাদুর শ্রীতারকনাথ সাধু ... ৩৪৬
স্মৃতি রেখা (কবিতা)
শ্রীমতী চারুলতা দেবী ... ৩৫৩
অন্ধের দৃষ্টি (গল্প)
শ্রীমতী নির্ম্মলা ঘোষ ... ২৫৪
সনেট্ (কবিতা)
শ্রী কমলচন্দ্র দত্ত ... ৩৫৮
বিবাহে পণপ্রথা (আলোচনা)
শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ ... ৩৫৯
সুখের সন্ধান (প্রবন্ধ)
শ্রীকমলকুমার সান্যাল, বি-এ, ... ৩৬২
পল্লী-প্রকৃতির প্রতি (কবিতা)
শ্রীনিকুঞ্জমোহন সামন্ত ... ৩৬৩
জন বুনিয়ান (জীবনী)
শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৩৬৪
চাষার বিরহ (কবিতা)
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৬৬
বসন্তের টীকা (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ ৩৬৭
ভালবাসার মূল্য (গল্প)
শ্রীমতী সুধাংশু সেনাপতি ... ৩৬৮

সমালোচনা ৩৭৩
লাউশাকের ব্যবহার (গৃহস্থালী)
শ্রীমতী দক্ষবালা দেবী ... ৩৭৪
নানা কথা ৩৭৫

পৌষ

প্রার্থনা (কবিতা)
শ্রীমতী প্রভা রায় ... ৩৭৭
শিশু শিক্ষা (আলোচনা)
শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল, বি-এ ... ৩৭৮
বাসর রাত (গল্প)
শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার ... ৩৮০
আয়ুর্বেদের কথা
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কবিরত্ন ... ৩৮২
পরিত্যক্তা (চিত্র)
শ্রীমতী বিজলীপ্রভা দেবী ... ৩৮৩
সমাজ সংস্কারে নারী
শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী ... ৩৮৫
মাতৃহারা (কবিতা)
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র ... ৩৮৭
মীরাবাই (নাটিকা)
শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত ... ৩৮৮
রজনীর বক্ষে জ্বলে তারা অগণন (কবিতা)
শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ ... ৩৯০
দেবোরা (গল্প)
শ্রীভীমাপদ ঘোষ, এম্-এ ... ৩৯১
শিশুদের সঙ্গীত শিক্ষার প্রয়োজন
শ্রীমতী বাণী দেবী ... ৩৯৬
মমতাজ (কবিতা)
শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা ... ৪০০
দেহাতি রাত (গল্প)
শ্রীনিধিরাজ বাগদার ... ৪০১
স্বপ্ন সুন্দরী (কবিতা)
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম-এ ... ৪০৪
ষড়রসের গুণ-দোষ
অধ্যাপক শ্রীরমেশ শর্ম্মা ... ৪০৬
বিহ্বল (কবিতা)
শ্রীমতী চারুলতা দেবী ... ৪০৭
ঠাকুমার মুখে শোনা গল্প
কুমারী অমলা নন্দী ... ৪০৮
সঙ্কলন ... ৪০৯
নাগমহাশয়ের কথা
শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্র ... ৪১২
নারীর গান
বন্দে আলী মিয়া ... ৪১৩
নানা কথা ... ৪১৪

মাঘ

মাতৃ সম্পর্কে খুব
শ্রীপঙ্কজকুমার নন্দী ... ৪১৭
কবি, [illegible] গোলাভির বিষয়ে একটু
শ্রীমতী [illegible] ঘোষ ... ৪২০
[illegible] (কবিতা)
শ্রীমতী [illegible] হার ... ৪২৪
নারীর [illegible] ... ৪২৫
পারিজাত (কবিতা)
শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ... ৪২৮
শিশু শিক্ষা (আলোচনা)
অধ্যাপক শ্রীরমেশ শর্ম্মা ... ৪২৯
গান
শ্রীবিভূতিভূষণ দাস, বিদ্যাবিনোদ ... ৪৩০
তিথারিণীর গীতি
শ্রীমতি মানকুমারী বসু ... ৪৩১
বিশ্বজননী (কবিতা)
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র ধর ... ৪৩৪
ওরিণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৪৩৫
ব্যথার সার্থকতা
শ্রীমতী চারুলতা দেবী ... ৪৩৯
স্মৃতির রেখা গল্প
শ্রীমতী হেমবালা রায় ... ৪৪২

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত ... ৪৯২
নানা কথা ... ৪৯৩

চৈতালী

শেষ নিবেদন
শ্রীমতী সুশীলা নন্দী ... ৪৯৭
সমাপ্তি
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ... ৫০১
প্রবাসী (গল্প)
শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা ... ৫০৫
বাণী আবাহন (গান)
শ্রীমতী লীলা দেবী ... ৫১১
শিশুর শরীরের মঙ্গলের জন্য দশটি উপদেশ ৫১২
একখানি গৃহযোগে
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস এম, এ ... ৫১৪
সঙ্কলন ৫১৫
জননী আমার
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র ... ৫২০
বাঙ্গলা পত্রিকা পরিচয় ... ৫২১
নারীকল্যাণ সম্বন্ধীয় আশ্রম ... ৫২৫
নানা কথা ... ৫২৬

ভারতের মঙ্গল, যাঁদিগের কয়েকখানি পুস্তক

পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মপানন্দ প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বয়ং পাঠ করুন এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে পাঠে উৎসাহ দিন।

১। সংযমসাধনা বা বীর্য্যরক্ষার প্রতীকার ॥০ আনা
২। সরল ব্রহ্মচর্য্য —৵০ আনা
৩। বিধবার জীবন যজ্ঞ—।৶০ আনা
৪। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য—১৲ টাকা
৫। আপনার জন—।৶০ আনা
৬। কর্ম্মের পথে—/১০ পয়সা
৭। পথের সাথী—/১০ পয়সা
৮। পথের প্রদীপ /১০ পয়সা
৯। পথের সন্ধান—/১০ পয়সা
১০। পথের সঞ্চয়—/১০ পয়সা
১১। প্রবুদ্ধ যৌবন—/১০ পয়সা
১২। সাধকের বাণী—/১০ পয়সা
১৩। ব্রহ্মচারীর দিনলিপি—।০ আনা
১৪। স্বাগতিক পত্র—৵০ আনা

ছোট বালকের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে; ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং

গিরগাও, বোম্বাই।

মাতৃমন্দিরের নিয়মাবলী

গ্রাহক-গ্রাহিকা—

বৈশাখে বর্ষ আরম্ভ হইয়া মাতৃমন্দির প্রতি বাঙ্গালা মাসের প্রথম দিবে বিক্রয়ার্থ প্রকাশিত হয়। যে কোন মাস হইতে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। মাতৃমন্দিরের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ডাকমাশুলসহ তিন টাকা। ডিঃপিঃতে ৩৷৷৹ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৴৩ পাই মাত্র। দুই আনার ষ্ট্যাম্প টিকিট পাঠাইলে নমুনা সংখ্যা ১খানা পাঠান হয়। গ্রাহকগণ ঠিকানা লিখিবার সময় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন এবং পত্রের উত্তরের জন্য টিকিট বা কার্ড অনুগ্রহপূর্বক পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানান আবশ্যক।

লেখক-লেখিকা—

এই পত্রিকায় মহিলাদিগের কলাকৌশলের নানা বিষয় প্রকাশার্থে সাদরে লিখিত প্রবন্ধাদি গৃহীত হইয়া থাকে। প্রবন্ধ ও কলাকৌশল স্পষ্ট ও সরল ভাষায় লেখা আবশ্যক। মহিলাদিগের মধ্যে যাঁহারা কোনরূপ শিল্প, কারুকার্য্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সেই সম্বন্ধীয় সংবাদ আমাদের পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধ লেখিকাদিগকে বিশেষ কিছু লিখিত হয় না। প্রবন্ধ পরিষ্কার করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। প্রবন্ধের শিরোনামে লেখক-লেখিকার পূর্ণ নাম-ধাম থাকা আবশ্যক। প্রবন্ধ সঙ্গে পত্রোত্তর না আসিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠাইবার নিয়ম নাই।

বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি

মাতৃমন্দির বাঙ্গালার অধিকাংশ ধনী ও শিক্ষিত গৃহস্থদের অন্তঃপুর মহলে সমাদরে পঠিত ও সযত্নে রক্ষিত হয়। এই সকল অন্তঃপুর মহলের পরামর্শ মতেই কর্ত্তারা গৃহস্থালীর আবশ্যক জিনিষপত্র খরিদ করিয়া থাকেন—তাই মাতৃমন্দিরের বিজ্ঞাপনে ব্যবসায়ীগণ লাভবান হইতেছেন।

বিজ্ঞাপনের মাসিক হার—

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	১৮৲	কভার ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা	২৮৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০৲	কভার ৪র্থ পৃষ্ঠা	৩০৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৬৲	বিজ্ঞাপনের মুখপাত	২৫৲
সূচীর অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲	লেখার মুখপাত	২৫৲
সূচীর সিকি পৃষ্ঠা	৮৲	লেখার শেষ	২২৲

স্থায়ী বিজ্ঞাপনদাতাগণ পত্র লিখিয়া বৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক বন্দোবস্ত করুন। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে সিকি টাকা কমিশন পাইবেন। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলে বাঙ্গলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

মাতৃমন্দিরের গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষার্থে বিজ্ঞাপন গ্রহণ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—মাতৃমন্দির; ২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

গৃহাঙ্গনে ছিন্ন না অর্গল (কবিতা)
শ্রীমতী কামিনী রায়, বি-এ ... ১

বাংলার হিন্দু-সমাজ
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ...

বর্ষ-সন্ধি (কবিতা)
শ্রীরাজেন্দ্র দত্ত ... ৫

নবযুগের নারী (পত্র)
স্বামী স্বরূপানন্দ ... ৬

নবযুগ (কবিতা)
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৮

প্রায়শ্চিত্ত (উপন্যাস)
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ... ৯

রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্মসভা
রায়বাহাদুর শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু, বি-এ ... ১৫

"পাদাবেদ" অস্ত্রকথা
ডাঃ রমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্ ... ১৯

সমালোচনা ... ২৩

[illegible] (কবিতা)
[illegible] ... ২৪

[illegible]
[illegible] ... ২৫

শুভ নববর্ষ

প্রমথ, পি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স

[illegible]

[illegible]

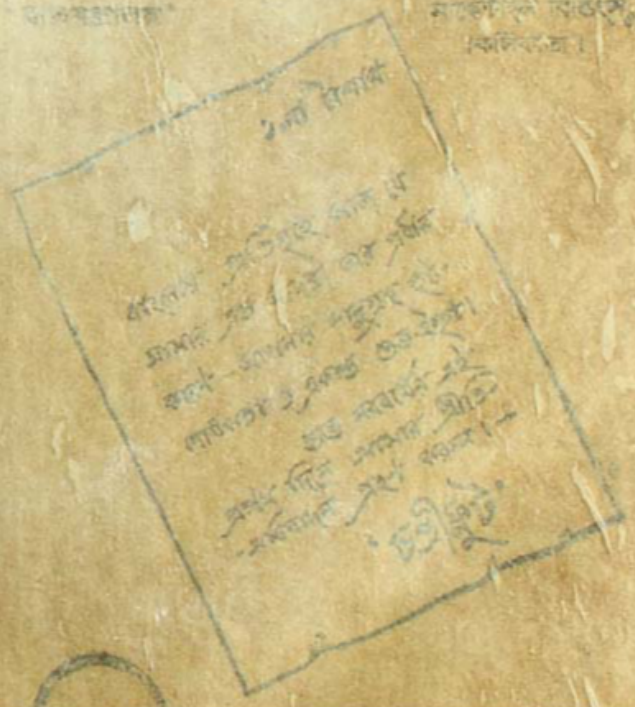

২৩৩৬

[illegible]

সূচী

নয়ন দেখায় যায় না (কবিতা)
শ্রীমতী লীলা দেবী ... ২৬

দুনিয়ার এই খেলাঘরে (গল্প)
শ্রীশচীন্দ্রপাল মিত্র ... ২৭

কথা ও কাজ
শ্রীশরৎচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ ... ২৯

সতী তমসতী
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র ... ৩০

পত্র ও পত্রক (কবিতা)
শ্রীমতী আশোদিনী ঘোষ ... ৩২

সূচী

আশাহত (গল্প)
শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী ... ৩৩

নারীর স্বাস্থ্য ও পারিচর্য্যা
শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল, বি-এ ... ৪১

দেশীয় মুষ্টিযোগ চিকিৎসা
শ্রীমতী রক্ষবালা দেবী ... ৪২

প্রাণের মূল্যে (গল্প)
শ্রীমতী কাননবালা গঙ্গোপাধ্যায় ... ৪৪

রন্ধন বিদ্যা
শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায় ... ৪৬

নানা কথা ... ৪৭

দুঃখের অবসান

করিতে ইহা সক্ষম। পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ জগৎ বিখ্যাত। স্ত্রীলোকের সর্ব্বব্যাধি নিরাময়ে অদ্বিতীয়। ইহা শরীরে ব্যবহার করিলে ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর জরায়ুর দোষ, কোষ কাঠিন্য ইত্যাদি দূরীকরণে অব্যর্থ। ইহার মূল্য ১৲ টাকা। নামটি হ'চ্ছে—

"চন্দ্রপ্রভা বটিকা।"

ইহার সহিত "ভগিটেবল" ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক ঘুর্ণন, হস্ত পায়ের আলা ইত্যাদি নিবারণ হয়। ইহা সুগন্ধেও অতুলনীয়। বাজারের অসার পদার্থ নহে। মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ও মুখের শ্রীবৃদ্ধি করিতে এমনটি নাই। শুধু বিজ্ঞাপন নহে, লিখনী ও কার্য্যে এক দেখিবেন। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। বিস্তারিত জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য লিখুন।

ঠিকানা—

ভ্যাকুয়াম-লিকুইড-ফার্মেসী

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস, কোসিমের জগদ্বিখ্যাত, বহু প্রশংসিত

রয়েল ফোল্ডিং অর্গ্যান

ইহার সৌন্দর্য্য, গঠন দর্শনে ও গুরুগম্ভীর হৃদয়স্পর্শী প্রাণ মাতানো মধুর স্বর শ্রবণে সংগুপ্ত হৃদয়েও আনন্দ আনয়ন করে; —তাই ইহা সঙ্গীতপ্রিয় পুরুষ ও মহিলাগণ বহুকাল হইতে আনন্দের সহিত আদরে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। দুই সেট রীড, চার অক্টেভ ১৫০৲ হইতে ১৪০৲ টাকা। ইহা ছাড়া নানা রকম বাদ্য যন্ত্র আমাদের নিকট পাওয়া যায়। বিনামূল্যে সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য অদ্যই পত্র লিখুন।

কলিকাতা হারমোনিয়ম হল

এস, কোসিম এণ্ড কোং

৪২৬, কারিসন রোড, কলিকাতা।

জাতীয় শিক্ষাই জাতির জীবন।

নদীয়া শান্তিপুরস্থিত "বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের" একবিংশ বার্ষিক পুরাণ পরীক্ষা অন্তান্ত বর্ষের ন্যায় আগামী ২৯শে ও ৩০শে আষাঢ় ১৩৩৬ সাল শনি ও রবিবার আদ্য পরীক্ষা, ৬ঠা ও ৭ই শ্রাবণ শনি ও রবিবার মধ্য পরীক্ষা, এবং ১০ই, ১১ই ও ১২ই শ্রাবণ শুক্র, শনি ও রবিবার উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ভারতবর্ষের যে কোনও স্থানের নরনারীই এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন; ন্যূনকল্পে ৪ জন পরীক্ষার্থী হইলেই উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অধীনে পরীক্ষা-কেন্দ্রের অনুমোদন করা হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইবেন। উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ "পুরাণরত্ন" ছাত্রীগণ "ভারতী" উপাধি পাইবেন। প্রত্যেক আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় গুণানুসারে অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পারিতোষিক প্রদত্ত হয়। পরীক্ষা মাতৃভাষায় লিখিত ভাবে গৃহীত হয়, বর্ত্তমানে পরিষদের পরীক্ষা হিন্দী ও বঙ্গভাষায় গৃহীত হয়। পরীক্ষার পাঠ্য, আদ্য :—১ম পত্র—ব্রতিবাসী রামায়ণ (সমগ্র), কাশীদাসী মহাভারতের আদি ও বনপর্ব্ব; ২য় পত্র—উদ্ভিদবিদ্যা পাঠ্য স্বদেশীয় রচনা। মধ্য :—১ম পত্র—কাশীদাসী মহাভারত (সমগ্র), চণ্ডী ও গীতার একাংশ (সমগ্র); ২য় পত্র—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, এম-এ ভাষাতত্ত্বরত্ন রচিত "বৈদিক ও লৌকিক আলোচনা" সহ বাঙ্গালার মহাভারত, গীতা ও চণ্ডী বিষয়ক রচনা। উপাধি :—১ম পত্র—বিষ্ণু পুরাণের দ্বিতীয় অংশ (সমগ্র) ও গীতার ১ম ষট্‌কম্‌; ২য় পত্র—শ্রীমদ্ভাগবতের ৯ম, ১০ম ও ১০ম স্কন্ধের রাসলীলা পর্য্যন্ত (বঙ্গানুবাদ) ও ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়; ৩য় পত্র—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ চণ্ডী ইত্যাদি বিষয়ক রচনা; "বৈদিক ও লৌকিক আলোচনা" এবং নিত্যনিকেতন বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রণীত নিম্নোক্ত পুস্তক হইতে রচনা। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে এক আনা হিসাবে পরীক্ষা দেওয়া পরীক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন। পরীক্ষার ফি আদ্য ॥০ আনা, মধ্য ১৲ টাকা, উপাধি ২৲ টাকা। বিশেষ বিবরণের জন্য ৵০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন—

শ্রীবনবীকান্ত মৈত্র, এম-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ ও শ্রীঅমিতকুমার ভাদুরত্ন।

সম্পাদক—বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ, পোঃ শান্তিপুর (নদীয়া)

পুরাতন মাতৃমন্দির

১৩৩৫ সালের পূর্ণ সেট ১২ খানি মাতৃমন্দির একত্রে সুন্দর বাঁধান মূল্য ৩৲ টাকা, ডাক মাশুল ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান

মাতৃমন্দির কার্য্যালয়

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দু-মিশন

হিন্দু-মিশন বুলেটিন—ইংরাজী ত্রৈমাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা ছয় আনা।

হিন্দু-মিশন—বাংলা পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র।

হিন্দু-সমাজের সুপণ্ডিত সংঘ, সাময়িক এবং নিত্য জীবনে নূতন ভাব, নূতন আদর্শ এবং নূতন কর্ম্মোদ্যমের উৎস, হিন্দুমিশনের মুখপত্র। এই পত্র দুই এবং সমাজ বিষয়ক বর্ত্তমান সমস্যাগুলি চিন্তাশীল লেখকগণের দ্বারা আলোচিত হইয়া থাকে।

লেখকপ্রবর শ্রীযুক্ত অনির্ব্বাণ রায়ের নূতন গ্রন্থ—

হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ

মূল্য ১০ আনা মাত্র। ইহাতে যাদুবিদ্যা, যজ্ঞযোগ, উপাসনা, বেদের পরিচয়, মধ্যে গোমাংস, বিবাহবিচ্ছেদ, মাংস কি নিরামিষ, ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ, ধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ, জাতীয় আন্দোলনে আধ্যাত্মিকতা—এই কয়টি সমস্যা আছে। হিন্দুমাত্রেরই স্বগৃহে থাকা চাই।

অন্যান্য বই :—গীতার বঙ্গানুবাদ ও টীকা, ১ম খণ্ড ১৲ সিকা, ২য় খণ্ড ২১০ টাকা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও হিন্দুসংগঠন (২য় খণ্ড)। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ সেন প্রণীত—হিন্দু সংগঠন—১৲ টাকা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এল প্রণীত

মহাভারতের সমাজনীতি, মূল্য ৩৲ টাকা।

এই পুস্তকে লেখক বলেন—ইহাতে যে কি নাই, সমাজ শাসনের কি অপূর্ব্বসামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা হইবে। ... আমরা বলি 'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।' এখানে বলিতেছি 'যা নাই মহাভারতে, তা নাই ভারতে।' ফলতঃ আর্য্য হিন্দুজাতির হিতার্থে অখণ্ড ভারতের মঙ্গলার্থে এই বই ঘরে ঘরে হওয়া চাই।

মিশনের প্রকাশিত বই

গীতাসার	৵০ আনা	মুক্তি সাধনা	৵০ আনা
		হিন্দু আচার ও স্তোত্রমালা	৵০ আনা
ভারতের জাতীয়তা	।০ আনা	বাঁচিবার পথ	৵০ আনা
হিন্দুর পুনরুত্থান	৵০ আনা	Ideals and Methods	As 1

হিন্দু-মিশন বাণীমন্দির। ৭, বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়

চিকিৎসা

আয়ুর্বেদ—বিশারদ কবিরাজ [illegible] এম, এ, বি, এল [illegible]

[illegible]

অকালবার্দ্ধক্য (স্বপ্নদোষ)

(নিস্তেজ ও অকর্মণ্য) [illegible] টাকা

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—[illegible] টাকা

শুক্রমেহ—[illegible] টাকা

স্বপ্নবিকার

[illegible]

অকাল ইন্সুরেঞ্জা

প্রয়োজন নাই

[illegible]

ঔষধ ও পত্রাদির ব্যবস্থার জন্য—[illegible]

SHIVAJI MEDICINE HOUSE

[illegible]

এক, এম, বসু এণ্ড সন্স

[illegible] নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

([illegible])

বিশুদ্ধ কালী কার্য্যালয়

বিশুদ্ধ বিদ্যুৎ পত্রিকার সংশোধক, বেদান্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক

পণ্ডিত—শ্রী জিতেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ

বিশুদ্ধভাবে হিন্দী, মারাঠী ও ইংরাজী ভাষায় কোষ্ঠী বিচার, প্রশ্ন ও বিচার, ঘোটক বিচার, হস্তরেখা দৃষ্টে ফলাফল নির্ণয় করিয়া দিতেছেন। মাতৃমঙ্গল কবচ, বংশরক্ষা কবচ, সর্ব্বগ্রহ কবচ, শ্রীকবচ, শনি কবচ প্রভৃতি পুরস্চরণ করিয়া দেন।

সূতিকা রোগে মাতৃমঙ্গল কবচ, মৃতবৎসা দোষে বংশরক্ষা কবচ অব্যর্থ।

প্রাপ্তিস্থান—অধ্যাপক ভবন

৯০।৩ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার এ, টি, দত্তের পেটেণ্ট পথ্য ও গ্রন্থ

সাগুর বার্লি— মূল্য ।৵০ আট আনা। মল্টেড মুড— মূল্য ।৵০ আট আনা।

পেটেণ্ট মটি— মূল্য ।৵০ ছয় আনা। মল্টেড মিল্ক— মূল্য ১৲ এক টাকা।

পেটেণ্ট রুটি কুচ— মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

গার্হস্থ্য ডাক্তার (এবাকার মানবজাতি গঠন মূলক গ্রন্থ) মূল্য ।৵০ আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—জি, সি, পাল এণ্ড কোং,

১১৫ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, বড়বাজার, এবং ২৯ নং কানিং ষ্ট্রীট, মুরগীহাটা, কলিকাতা।

গার্হস্থ্য-ডাক্তার-সঙ্ঘ, ৪৪ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

কাজের কথা

প্রসিদ্ধ চাকেশ্বরী-কটন-মিলের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত রজনী বসাক প্রভৃতি পরিচালিত ইষ্ট-বেঙ্গল-জুট মিলস্ লিমিটেডের অংশ গ্রহণেচ্ছু ও অংশ বিক্রয়ার্থ এজেন্সী প্রার্থীগণ শীঘ্র নিম্নোক্ত পত্রে লিখুন। চাকেশ্বরী কটন মিলেরও কিছু বাজেয়াপ্ত অংশ বিক্রয় হইতেছে, প্রয়োজন হইলে লিখুন।

ব্যাঙ্কস এণ্ড কোং

পাইতাগঞ্জ (ষ্টেশন), মোহনাবাদ

আসাম, চট্টগ্রাম ডিভিসন ও স্বাধীন ত্রিপুরার সোল এজেন্টস্ এবং পূর্ব্ববাঙ্গলার জেনারেল এজেন্টস্।

"মাতৃমন্দির" দেখিয়া বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখুন।

—নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র—

বার্ষিক সডাক ৪৲ টাকা

বিশিষ্ট সংখ্যা ৷৵ আনা

ষাণ্মাসিক ২৲ টাকা মাত্র

প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা

আগামী বৈশাখে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে।

সম্পাদক—শ্রীভানুভক্ত মিত্র ও শ্রীশান্তাশঙ্কর মিত্র।

নূতনত্বে, নবসাজে, পরিবর্দ্ধিত আকারে, গল্প, কবিতা, ঐতিহাসিক চিত্র, কবির জীবনী ধারাবাহিক উপন্যাস-সম্ভার লইয়া প্রতি মাসের প্রথমেই মাসিক [illegible] আশ্বিনে একখানি বিশিষ্ট সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্য্যালয়ঃ—১৪ নং জগন্নাথ মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা।

আশ্চর্য্যজনক তাজ্জব ব্যাপার

যোগবলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সিদ্ধি। ভিটামিনের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, ক্যাসন্ধ পরিব্রাজক যোগী, আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক স্বামী প্রেমানন্দজীর প্রবর্ত্তিত যোগসাধন প্রণালীতে আপনার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান আশ্চর্য্যরূপে অবগত হউন। যোগশক্তির এই অদ্ভুত পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এবং ভারতের বাহিরে বর্ম্মা, সিংহল প্রভৃতি দেশ হইতে শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণের রাশি রাশি অযাচিত প্রশংসাপত্র আসিতেছে। বিগত বার বৎসর যাবৎ আমাদের [illegible] ভাবে)—৫৲। [illegible] লিখিবার সময় পাঠাইবেন।

প্রফেসার—এস [illegible], বি-এ

৮ নং বিডন ষ্ট্রীট, (মোড়ে [illegible]) কলিকাতা।

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—

মীরাবাই (নাটক, মনোমোহনে অভিনীত)—১৲ টাকা, মন্দিরা (কাব্য)—৷৵ আনা, খঞ্জনী (ঐ)—।০ আনা, মঞ্জরিকা (ঐ)—১৲ টাকা, পদ্মপাত্র (ঐ)—৷৵ আনা, পত্রচিত্র (ঐ)—৷৵ আনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—২৲ টাকা, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ—।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখুন।

বিনাপণে বিবাহ সমিতি

আজকাল কন্যাদায় একটা কঠিন সমস্যা হইয়াছে। প্রায়ই ভদ্রলোক নিজের কন্যার বিবাহ দিয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। অধিকন্তু ঋণের জন্য সারা জীবন অস্থির হইয়া পড়েন। ইহা একমাত্র ঘটকের প্রতারণা। এইরূপ ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তাই বহু বিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের অনুরোধে সমাজ-সেবা করার জন্য আমরা বিনাপণে বিবাহ সমিতি স্থাপন করিয়াছি।

আমাদের সমিতির দ্বারাই আমাদের সভ্যদের পরিচয় দেয় যে, আমরা বিনাপণে বিবাহ ঠিক করিয়া দিব। আমরা পারিশ্রমিকের জন্য আমাদের কোনরূপ পীড়ন নাই। কেবল মাত্র সমিতির গৃহ পরিচালনের জন্য নাম মাত্র পারিশ্রমিক লইয়া থাকি। আমাদের সহানে সর্ব্ব শ্রেণীর বহু পাত্র পাত্রী আছে। যাঁহার যাহা আবশ্যক হয় পত্র দ্বারা অথবা নিজে আসিয়া অনুসন্ধান করুন। এই সামাজিক দুর্দ্দিনে আমরা সমাজের এই গুরুতর সেবাব্রত আনন্দে গ্রহণ করিলাম। আমাদের আশা আছে যে, ঈশ্বরানুগ্রহে ও সামাজিকবর্গের সহানুভূতিতে আমরা কৃতকার্য্য হইব।

ইহা ছাড়া যাহারা পণ লইতে ও দিতে ইচ্ছুক এরূপ সর্ব্বশ্রেণীর বহু পাত্র পাত্রী আছে। বিধবাবিবাহও যাহারা দিয়া থাকি। আজ কাল প্রায়ই অর্থিতা ও দুশ্চরিত্রা নারীগণকে সর্ব্বসাধারণে ৺নবদ্বীপ ধামে ইত্যাদিতে রাখিয়া আসেন কিন্তু তাহাতে ফুরুল হয় না, কিছু দিন পরে উক্ত নারীগণ পাপের পথে বিচরণ করে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমাদের সংবাদ দিলে আমরা ঐ সকল নারীকে পুনরায় বিবাহ দিয়া সমাজের পথোদ্ধার করিয়া থাকি। ভ্রূণহত্যা মহাপাপ; সংবাদ পাইলে, সমিতির তত্ত্বাবধানে নিরাপদ ব্যবস্থা করা হয় ও গোপন রাখা হয়।

সমাজ-সেবক—বিনাপণে বিবাহ সমিতি,
১৭০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের
জগদ্বিখ্যাত
পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুরন্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার স্নায়ুগ্রস্ত রোগ আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অম্লুধা, শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

প্রস, সি, ব্রাহ্ম এণ্ড কোং,
১৫৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনার স্বত্বাধিকারে
সংবাদ দিন।

সোণার পাত তৈরীর
ডলনা কল।

Flattening Machine.

বিলাতের বার্ম্মিংহামের তৈরী ডলনা কলই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা নিজে সেখানে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া অনেক কল আমদানী করিয়াছি। একটি কল কিনিলে বিশ বৎসর নিয়মিত কাজ করা চলিবে।

৩ ইঞ্চ রোলারের ১টি—৩৫০৲ টাকা।
৪ ইঞ্চ রোলারের ১টি—৬২৫৲ টাকা।

ইকনমিক ব্যুরোক্রাটী ওয়ার্কস।
২০০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হোমিও ফিশাচি ফেব্রারেটরী

৪৭, নারিন্দা, ঢাকা।

নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানাতে যে সকল ঔষধ গৃহীত হইয়াছে এবং যে সমস্ত ঔষধ আমাদের দেশে খুব বহুল ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তন্মধ্যে ঔষধ হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অতিশয় প্রস্তুত হইতেছে। চিকিৎসকগণ তাঁহাদের রোগীদিগকে এই ঔষধগুলি সেবন করাইয়া আশাতীত ফললাভ করিয়া এজেন্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন; সেজন্য এতদ্বারা ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। **সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক,** উচ্চহারে কমিশন দিয়া থাকি। নাম ঠিকানাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

ভাইটিন

ভাইটিন—সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধাতু জ্বালা, পদ্যোরিয়া, শুক্রারোধ, অনিচ্ছাবেগস্রাব, ঘন ঘন প্রস্রাব প্রস্রাবকালে জ্বালা, শিরঃপীড়া, মানসিক অবসাদ, স্মৃতিশক্তির অভাব, নির্দ্বীর্য্য, লিঙ্গশৈথিল্য, কার্য্যে অনিচ্ছা, ধ্বজভঙ্গ এবং যেহ ও বহুপ্রস্রাব প্রভৃতি শরীর অপকারী রোগে "ভাইটিন" অব্যর্থ ধন্বন্তরী। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৵০ আনা।

কালমেঘ

যকৃতের সর্ব্বপ্রকার পীড়া, জীর্ণজ্বর, অজীর্ণ, আমাশয়, কৃমি প্রভৃতি সহজে উপশমিত হয়। কালমেঘ নিত্য সেবনে বায়ুরোগ নিবারক, যকৃতের সেবনে দুর্ব্বলতানাশক। বালকদিগের পক্ষে কালমেঘ অতিশয় উপকারপ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৵০ আনা।

সিনিসি

সিনিসি ফেবরে কোনরূপ ও হাইপোতে বেদনা এবং উত্তেজনা বা বমিবমি করা, অরুচি, নিদ্রানাশ, মাথাধরা, শরীর অবসন্ন দুর্ব্বলতাদি নাশকের যাবতীয় উপদ্রব দূরীভূত হইয়া স্বাস্থ্যিক পুষ্টি সাধন এবং লাবণ্য বৃদ্ধি করে। এ-পর্য্যন্ত যতগুলি রক্ত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে, ইহার ন্যায় উপকারপ্রদ ঔষধ দ্বিতীয় দেখা যায় না। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৵০ আনা।

তার্জ্জুন

হৃদ্‌রোগ অর্থাৎ হৃদ্‌স্পন্দন, বক্ষোবেদনা, বুক ধড়ফড় করার অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

ইউপেপ্‌সিন

অম্ল, অজীর্ণ, আমাশয়, গ্রহণী, উদরাময় ও ডায়রিয়ার অব্যর্থ ঔষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

স্যাইলেক্সিনা

সর্ব্বপ্রকার বাতের অব্যর্থ ঔষধ। প্রতি শিশি ১৷৵০ আনা।

ইউফ্রোণা

কোষ্ঠবদ্ধতা (Dyspepsia) বিনাশের একটি মহৌষধ। ইহা প্রাতে সেবন করিলে সেই দিবস পরিষ্কার হয় ও পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ আনা।

ভিক্রোসিন্

মস্তক ও মুখমণ্ডলে একবার ব্রণের আবির্ভাব হইলে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সকলেই এবং বড় পুরাতন হইলে ত কথাই নাই ইহা সেবন নিশ্চয়ই করিতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ আনা।

স্যাইটিসিনা

মাতৃমন্দির বিশ্বস্তরে অবস্থান, শাকপাতা। বাতরোগীর আক্রমণ সময়ে কিম্বা মাসেরিয়া-সময়ে ফাল কিম্বা সেবনে ম্যালেরিয়ার সমস্ত লক্ষণই বিনষ্ট হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ আনা।

কলেরাবাম

কলেরার আবির্ভাবকালে অনেকে মুখেই "কলেরাবাম" বাম করিয়া। যার তার তা তার ব্যবহার করিলে তার কোন ওর থাকে না। "কলেরাবাম" সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদরের পীড়াও আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ আনা।

ডেনো

কর্ণ হইতে রক্তস্রাব ও কর্ণপটা নিবারণের অব্যর্থ ঔষধ। বহু দীর্ঘ সময়ের পীড়া হইলে ও কেবল ইহা কয়েকবার প্রয়োগে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবে। মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ আনা।

M. AD AC.

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া ডাকটিকিট পাঠাইলে তালিকা পাঠান হয়।

সাড়ম্বরে

শিশুরঞ্জন সিরিজ

সম্পাদক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ।

আষাঢ় হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রতি মাসে একখানি করিয়া পুস্তক বাহির হইবে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা ।০ আনা মাত্র।

ছেলেমেয়েদের কূপমণ্ডূকতা দূর করিবার জন্য, তাহাদের হৃদয় ও জ্ঞানের পরিধি বাড়াইতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার তাহাদের নিকট উজাড় করিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যেই এই "শিশুরঞ্জন সিরিজ" প্রকাশিত করা। তাহাদের গৃহ ও স্কুলের বাহিরে যে বৃহত্তর পৃথিবী আছে, সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে জানিতে, বুঝিতে ও ভাবিতে দিন। বাঙ্গালা ভাষায় এত অল্প মূল্যে এ ধরণের এমন সুন্দর বই অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।

—আষাঢ়-সংখ্যা—	—শ্রাবণ-সংখ্যা—	—ভাদ্র-সংখ্যা—
উড়ো জাহাজ	ধ্রুব	প্রহ্লাদ

—আমাদের নূতন প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পুস্তক—

বিজ্ঞানের কেরামতি

বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন গল্প বলা হইয়াছে—যাহা পড়িয়া ছেলে-মেয়েরা এই সব গল্প পড়িবে। ইমিটেশন বোর্ডার বাঁধাই। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

জীন-জাপানের উপকথা

বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা, চিন্তার ধারা এই সব বিদেশী রূপকথার মধ্য হইতে সুন্দর পরিস্ফুট হয়। অসংখ্য একরঙা ও তিনরঙা ছবি। কাপড়ে বাঁধাই, সুবৃহৎ পুস্তক মূল্য ১৷০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বাণী সাহিত্য মন্দির

১৯৷১সি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নববর্ষের বিশেষ সংখ্যা

বৈশাখের

সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা

(ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৩৬)

বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র সচিত্র মাসিক।

সম্পাদক

সঙ্গীত বিভাগ—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)

সাহিত্য বিভাগ,—অধ্যাপক ডাক্তার কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট (প্যারিস)

[বৈশাখের বিশেষ সংখ্যা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইবে]

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ, গুণীমণ্ডলীর গীত বাদ্য সম্বন্ধীয় সুচিন্তিত প্রবন্ধ, স্বরলিপি, সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে বিশুদ্ধ আলোচনা, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে মতামত ও তাল, লয়, মাত্রা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদ উপদেশ, সেতার, এস্রাজ, বেহালা, হারমোনিয়ম, সুরশ্রী ও তবলা প্রভৃতি সকল যন্ত্র ঘরে বসিয়া শিখিবার প্রণালী সমূহ এই সংখ্যাতে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে।

ইহা ছাড়া বহু ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ ছবিতে সুসজ্জিত হইয়া এই সংখ্যা মুদ্রিত হইয়া বাহির হইবে।

বিশেষ সংখ্যার মূল্য ॥০ আনা—ডাক মাঃ /০ আনা—একত্রে ১৷০ আনার ভি পি টিকেট পাঠাইয়া আজই নাম রেজেষ্টারী করুন। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৸০ আনা মাত্র।

আফিস :—৮৷ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট,

— কলিকাতা —

মূল্য কেরৎ !

সর্ব্ব মেডিকেল হলের অব হোমিওপ্যাথিক [illegible] হার, সেনগুপ্ত, এম্ ডি (আমেরিকা) [illegible] হইতে হোমিওপ্যাথিক [illegible] আবিষ্কৃত ও প্রথমেণ্ট রোগারোগ্যে :—(১) কিডনেইল-ফ্রেণ্ড বহুমূত্র, বাধক, বহুমূত্র প্রভৃতি [illegible] যাবতীয় স্ত্রী রোগের ; (২) সেইফ্-ডেলিভারি বিনাকষ্টে সন্তান প্রসবের ; (৩) সূতিকা-সুহৃদ্ সূতিকা রোগের ; (৪) চিলড্রেন-ফ্রেণ্ড সকলপ্রকার শিশু-রোগের ; (৫) এজ্মা-এনিমি হাঁপানির ; (৬) পাইলস্-কিওর অর্শের ; (৭) ব্লাড-পিউরি [illegible] আমাশয় পেটোরিয়া, গরমী ও বাগীর এবং (৮) বার্থ-কণ্ট্রোলার ইচ্ছানুযায়ী গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিবার অব্যর্থ মহৌষধ। প্রতি ঔষধ (১৪০টি) মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। কার্য্যকরী না হইলে মূল্য ফেরৎ। এজেন্টস্ :—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা বি, কে, পাল এণ্ড কোং প্রভৃতি। সেনগুপ্ত-কৃত আদর্শ-ধাত্রী-শিক্ষা বা গর্ভিণী, প্রসূতি ও শিশু-চিকিৎসাও ঔষধিক চিকিৎসার পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথির মতে আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। মূল্য ১৲ মাত্র।

সোল-এজেণ্ট :—ফেণ্ডস্-হোমিও-হোম্
৮৩।১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ টনিক বা বঙ্গভেষজাগার

ঘরে অব্যর্থ, এক শিশিতে ছুটী রোগী আরোগ্য হয়। মূল্য ৷৹ আনা। ভিপিতে ১৷৵ আনা।

ঠিকানা :—টেলিগ্রাফ টনিক আফিস, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

তেরপল

ও কভার, নর্ব্বাবিদ ক্যাম্বিস ও মটরগুড

নূতন ধরণের ওয়াটার প্রুফ কাপড়, গদ্দা, ক্যাম্পখাট

হোল্ডল

ডেক-চেয়ার, হেসিয়ান, চট ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা, দাম সস্তা

কোন নং ৫১৬ বড়বাজার

প্রস্তুতকারক :—

সুরেশ, হৃষীকেশ দত্ত এণ্ড কোং

৩৪-৩৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসক, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ও আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী প্রণীত

দুইখানি নূতন পুস্তক

১। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য

২। পারিবারিক চিকিৎসা

[illegible] কবিরাজ [illegible] সেন সম্পাদিত, [illegible] এক-একটা মহাগ্রন্থ বিশেষ সুচিন্তিত হইয়াছে।

[illegible] সহজ ও সরল ভাষায় [illegible] ও প্রত্যেক গৃহস্থের [illegible] হইয়াছে।

প্রত্যেক রোগের কারণ ও তাহার সহজ প্রতিকার পরীক্ষিত হইয়া ইহাতে বেশ সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়—"এই পুস্তকের [illegible] দেশের ও [illegible] বিশেষ কল্যাণ হইবে, ইহা [illegible] বিশ্বাস করি।"

মূল্য [illegible] আনা মাত্র।

মূল্য ১৲ আনা মাত্র।

আরোগ্য নিকেতন,

৯০ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরীক্ষিত ঔষধ পরীক্ষা করুন

প্রদরান্তক

(স্ত্রীলোকের রক্ত প্রদর ও শ্বেত প্রদরের অব্যর্থ)

এই ঔষধ সেবনে নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য রক্ত প্রদর ও শ্বেত প্রদর এবং তজ্জন্য শ্বেত, বক প্রভৃতি যে কোন রকমের স্রাব ও অন্যান্য বেদনা, ক্ষত বা কাজার বেদনাদি ও অন্যান্য, যে কোন প্রকার যন্ত্রণাদায়ক কঠিন উপসর্গ হউক তৎসমুদয় তিনদিনে আরোগ্য হইবে। ইহা প্রয়োগের সত্ত ফলপ্রদ অমোঘ মহৌষধ।

মূল্য ৯৲ টাকা, ডাকমাশুল ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কবিরাজ শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

১১। শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"মাসিক বসুমতীতে" বিজ্ঞাপন দিবার কার্য্য বিজ্ঞাপন-ম্যানেজারকে পত্র লিখুন।

তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীর একমাত্র সচিত্র মাসিক

বার্ষিক—২৷৷০
বহির্ভারতে—৪৲

ষাণ্মাসিক—১৷৷৶০
নমুনা সংখ্যা—৶১০

সম্পাদক—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, এম-এ।

বর্ত্তমান বৈশাখে তৃতীয় বর্ষে
পদার্পণ করিয়াছে।

দেশকে বুঝিতে হইলে, দেশের যাবতীয় সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে, দেশের দুঃখ-কষ্টে প্রাণ উতলা হইয়া উঠিলে দেশের এই যুগান্তরে লেখকের প্রাণে আনন্দ ঘনাইয়া উঠিবে—তাহার পরশ আমার কাগজ বহন করিয়া দিবে।

বাংলার ঘরে ঘরে রেণুর জন্য-প্রত্যহ প্রাণে নিবার সুর

লেখ্য-কার্য্যালয়
৯৩-১-এ/১, মাণিকতলা রোড
কলিকাতা

আসাম বেঙ্গল পেপার ষ্টোর

WHOLSALE DEALERS IN PAPERS, STATIONERY GOODS, PRINTING MATERIALS.

(কাগজ বিক্রেতা)
Assam Bengal Paper Store
৩৬ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

EXERCISE BOOKS, ACCOUNT BOOKS AND GENERAL ORDER SUPPLIERS

আমাদের দোকানে নানা রকমের দেশী বিলাতী কাগজ, একাউন্ট বুক, এক্সারসাইজ বুক, প্রাক্টিক্যাল খাতা, পেন্সিল, পেনহোল্ডার এবং নানা প্রকারের লিখিবার ও ছাপিবার কালী ইত্যাদি যাবতীয় ষ্টেশনারী জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিলাত যাত্রা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।

গ্রন্থকার তাঁহার বিলাতে যাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত পূর্ণ একটি বৎসর কাল ইয়োরোপের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সহর, পল্লী ভ্রমণ করিয়া নিজ চক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাহাদের যে চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষা সরল, উপন্যাসের মত মনে হয়।

আচার্য্য রায় বলিয়াছেন—"বেশ একটা খাঁটি বস্তুর ভ্রমণ। বইখানায় বিলাতের সাধারণ রীতিনীতির কথা লেখা হয়েছে। বিশেষতঃ তার মধ্যে আমাদের দেশের সম্মুখে ধরবার যত বিষয়গুলি বেশী করে ফুটে উঠেছে। খুবই কাজের কথায় পূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক। বইখানা পড়ে সুখী হয়েছি। দেশের চাওয়া রয়েছে, এরকম বইএর আদর হবে।"

গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিষয়ের পঞ্চাশখানি হাফটোন ছবি গ্রন্থের গুরুত্ব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। তিন শত পৃষ্ঠার উপর উৎকৃষ্ট বরিশ পাইন্ড আইভরী ফিনিস কাগজে ঝরঝরে ছাপা, কাপড়ে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা। উপহার দিবার পক্ষে এরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তক অল্প। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র, ভিপিতে ২৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—মাতৃমন্দির কার্য্যালয়

২০৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

পাপে বিরতি।

মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ | বৈশাখ—১৩৩৬ | প্রথম সংখ্যা

গৃহদ্বারে দিও না অর্গল

শ্রীমতী কামিনী রায়, বি-এ।

দাও, দাও, দুঃখে যদি চোখে আসে জল,
যাহা আছে দাও আজ ক্ষুধিতের পাতে,
কাল যদি না-ই থাকে সেই ভাবনাতে
আজ কেন আপনারে হের নিঃসম্বল ?
আজ তুমি কল্পতরু। সময়ের ফল
আসে—যায় ; থাকে যবে ঢাল শূন্য হাতে।
ফিরায়ো না কাহারেও আজি এ প্রভাতে
অকৃতার্থ। গৃহদ্বারে দিও না অর্গল।

আসুক যে আসে ; কাল নাই যদি থাকে
ভিক্ষা দিতে মুষ্টিমেয়, নিস্ব তব গেহে,
না হয় বলিও—গেছে যা ছিল সঞ্চিত।
কে জানে, হয় তো খোলা দুয়ারের ফাঁকে
প্রবেশিয়া অন্নপূর্ণা বিলাবেন স্নেহে
নিজে অন্ন, ভিখারী সে হবে না বঞ্চিত।

———

বাংলার হিন্দুসমাজ

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

হিন্দুসমাজের সংস্কার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই প্রাচীনপন্থীগণ তাহাকে ধর্ম্ম-বিরোধী, সমাজ-বিরোধী বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহাদের মতে, ইহার কোন সংস্কারের আবশ্যকতা নাই।

জগতের প্রত্যেক জিনিষই কালের কবলে দিন দিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে এমন অনেক আছে, যাহা মানুষ নিজ বুদ্ধি ও চেষ্টার বলে সংস্কার করিয়া তাহার ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে এবং তাহাকে উন্নত করিতে পারে।

জন-সমাজের উন্নতি বিধানার্থ ইহার আবশ্যক সংস্কার যদি আমরা না করি, তবে সমাজ দিন দিন ধ্বংস হইতে থাকিবে—ইহা নিশ্চিত। বাংলার জন-সমাজ দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, সংখ্যায় হ্রাস পাইতেছে; অথচ ইহার প্রতিকারের কোন বিশেষ চেষ্টা নাই দেখিয়া দেশের চিন্তাশীলগণ ইহার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রাচীন শাস্ত্রীয় যুগের কথা বাদ দিয়া আমাদের স্মরণীয় যুগের মধ্যে সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে বাংলায় যত প্রকার প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে তন্মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় সতীদাহ নিবারণ এবং গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ নিবারণ হইয়াছে; এইমাত্র সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রচেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে দেখা যায়। ইহাও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় হইয়াছে বলিতে হইবে, কারণ নরহত্যা নিবারণ জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের ঐরূপ আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা ছিল। পরবর্ত্তী সংস্কার-প্রচেষ্টা —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ প্রচলন। কিন্তু ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও সমাজে একাল পর্য্যন্ত ইহা গ্রহণীয় বলিয়া স্থান পায় নাই।

সমাজের কথা ভাবিবার লোক কোথায়? দেশের শিক্ষিত ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ দুইভাগ হইয়া, একদল রাজনৈতিক চর্চ্চায় ইংরেজ সরকারের শাসননীতির অপবাদ ঘোষণায় নিযুক্ত আছেন, অপর দল ইংরেজ সরকারের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া "রাজ-কর্ম্মচারী" সাজিয়া ইংরেজের প্রজা শাসনের সহায়তা করিতেছেন।

এই ত দেশের অবস্থা। দেশের যা-কিছু একটু পরিবর্ত্তনের কথা ওঠে, অমনি প্রাচীনেরা বলিয়া উঠেন—আমাদের দেশে যা-কিছু আছে সবই ভাল, ইহার কোন রকম পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা আরও বলেন—আমাদের দেশের নিয়ম-পদ্ধতি, আহার-বিহার সমস্তই ধর্ম্মের সঙ্গে বাঁধা, ইহার একবিন্দু পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প মনে আনাও পাপ।

ধর্ম্মের কথাই তোলা যাউক। অবশ্য হিন্দুধর্ম্মের কথাই আগে। জাতীয় ধর্ম্মের গোড়ার কথা এই যে, সকলের উপাস্য দেবতা এক হইবে। যেখানে বহু দেবতার পূজা, বহু বিভিন্ন ভাবে ভগবানের উপাসনা, সেখানেই দেশের মধ্যে বহু ভেদনীতির উদ্ভব—এক-প্রাণতার অভাব। এই এক-প্রাণতার অভাবে, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির অভাবে দেশ ছিন্নভিন্ন হইয়া নষ্ট হইতে থাকে।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন বাংলার অপর প্রায় জাতি শূদ্র বলিয়া গণ্য। এই ব্রাহ্মণ শূদ্র উভয় জাতির আবার এক ধর্ম্মশাস্ত্র নহে। বেদ হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ এবং বেদের মতেই নাকি বাংলার হিন্দুসমাজ চলিতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যতীত বেদ পাঠ করিবার অধিকার শূদ্রের নাই। ফলে, দেশের অধিকাংশ লোকই ধর্ম্মশাস্ত্র দেখিতে পাইল না। আবার কয়জন ব্রাহ্মণই বা বেদ দেখিয়া থাকেন? তারপর ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া আমাদের সর্ব্বসাধারণের কিছুই নাই বলিতে হইবে। শাস্ত্রীয় আচরণ ব্রাহ্মণের একপ্রকার, শূদ্রের হইয়াছে অন্য প্রকার। অশৌচ পালনাদি ব্রাহ্মণের এগার দিন, শূদ্রের একমাস। পূজা পার্ব্বণাদি ধর্ম্মকর্ম্মে ব্রাহ্মণে মন্ত্র না পড়াইলে তাহা ভগবানের নিকট গ্রাহ্য হইবে না—সে ব্রাহ্মণ মূর্খই হউন আর কদাচারীই হউন। ইহার ফলে দেশের অধিকাংশ লোক ভগবানের পূজা হইতে বঞ্চিত রহিল।

ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রবেশ হইতেও অনেক জাতি বঞ্চিত রহিল। তাহাদের মন সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল; তাহারা নীচ জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াই দিন দিন নীচ হইতে থাকিল।

বাংলায় অধিকাংশ লোক শূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়া ধর্ম্মের অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। এই শূদ্রও আবার জল আচরণীয় ও অনাচরণীয়। অনাচরণীয় শূদ্রের সংখ্যাই বাংলায় অর্দ্ধেকের বেশী হইবে, এত অধিক সংখ্যক লোক হীনমনা হইয়া পড়িয়া থাকায় দেশের শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে।

এই ত গেল সমাজগত পার্থক্যের বাহিরের কথা। হিন্দুর ঘরে ঘরে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আর এক জাতিকে হীন করিয়া রাখা হইয়াছে—স্ত্রীজাতি। স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং পুরুষজাতির ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পূর্ণ পৃথক। স্ত্রীজাতির বেশীর ভাগ ধর্ম্মকর্ম্ম হইল পুরুষের সেবা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শূদ্রজাতি ভগবানের সেবা যত করুন আর নাই করুন, ব্রাহ্মণের সেবা করিলেই তাঁহার সকল ধর্ম্মকর্ম্ম করা হইল। এখানে নারীজাতির সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়—নারী ভগবানের পূজা যত করুন আর নাই করুন, পুরুষের সেবা করিলেই তাঁহার ধর্ম্মকার্য্য সবই সম্পন্ন করা হইল। তারপর বিধবাদের কথা। বিধবাকে জগতে বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়া বোধ হয় হিন্দু-ধর্ম্মের অভিপ্রেত নহে, তাই তাহাদের উপর এত নির্য্যাতন। একে ত শিশু কন্যার বিবাহ সমাজে বহুল প্রচলিত, তারপর বিধবা হইলে তাহাকে একেবারে জোর করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজাইয়া রাখা হয়। তাহাকে আহার-বিহার বেশ-ভূষা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সকল বিষয়েই সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখা হয়। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি বিধবাকে জগতে বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়া হিন্দুধর্ম্মের অভিপ্রেত নহে—ইহা বোধ হয় একবিন্দুও মিথ্যা বলা হয় নাই, কারণ—ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আইন না করিলে বহু বিধবার ভাগ্যেই সতীদাহ ঘটিত।

এই প্রকারে শূদ্রদের অধিকার খর্ব্ব করিয়া, নারীজাতির অধিকার খর্ব্ব করিয়া, বিধবার অধিকার খর্ব্ব করিয়া, হিন্দু-সমাজ অধিকাংশ মানুষকে দাসদাসী করিয়া রাখিয়াছে। ফলে সমাজের অধিকাংশ লোকই দিন দিন হীনমতি হইয়া পড়িতেছে। হিন্দু এই ভাবে সমাজগত শক্তি হারাইয়া পরাধীন হেয় জাতি বলিয়া গণ্য হইয়া রহিয়াছে। ইহারই ফল—একের পর আর ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট হিন্দুর পরাজয়, ইহারই ফল—বর্ত্তমানের পরাধীনতা।

হিন্দু দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, মুসলমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। মুসলমান অশিক্ষিত জাতি হইয়াও কেন দিন দিন সংখ্যায়, পরাক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে? কোন বলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান পর্য্যন্ত হিন্দুর উপর নানা গ্লানিকর অত্যাচার করিয়াও বাংলার বুকের উপর বুক ফুলাইয়া চলিতেছে, হিন্দুকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে, হিন্দুর উপর বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে? হিন্দুর সমাজগত মূর্খতা, হীনতা, দুর্ব্বলতা দেখিয়া নয় কি? হিন্দুকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার সামাজিক আচরণের আমূল সংস্কার ব্যতীত অন্য উপায় নাই। হয় অচিরাৎ সমস্ত বিধি ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া সমাজে নূতন রীতির প্রচলন করিতে হইবে, অন্যথায় অচিরাৎ হিন্দুকে জগৎ হইতে নিঃশেষ হইয়া যাইতে হইবে।

বিরাট হিন্দুজাতি—তার তেত্রিশ কোটি দেবতা। তেত্রিশ কোটি হিন্দু জগতে না থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহাদের জন্য তেত্রিশ কোটি দেবতা রহিয়াছেন শাস্ত্রে। ফলে, আমাদের উপাস্য দেবতা বহুবিধ, আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ, পূজা-পদ্ধতি সবই বিভিন্ন রকমের। এত বিভিন্নতার মধ্যে আমরা কেমন করিয়া—কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া এক হইব? রাজনৈতিকেরা বলিতে চাহেন, এক-একটি দেশ লইয়া এক-একটি জাতি হউক, কিন্তু তাহা এদেশে সম্ভব নহে। আমাদের দেশের জাত বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক লইয়া একতা সাধন করা যে কতদূর সম্ভব, তাহা আমাদের সকলেই বুঝিতে পারেন।

বহুকালের নিশ্চেষ্টতার ফলে হিন্দুসমাজের প্রত্যেক শাখাই আপন দুরবস্থা দেখিয়া লজ্জিত হইতেছেন। প্রত্যেক বিভিন্ন সমাজই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সমগ্র হিন্দুর মধ্যে একটা মিলনের সূত্র থাকা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাই হিন্দুর প্রত্যেক শাখা ক্রমে হিন্দুর সার্ব্বজনীন কল্যাণের পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে কি করিয়া মিলন হইবে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিলনের প্রধান সূত্র—এক উপাস্যের পূজা করা। কিন্তু

আমাদের হিন্দুর মধ্যে সকলের উপাস্য দেবতা এক নয়; তারপর জাতিগত বিভিন্নতা। সে বিভিন্নতার পরিমাণ এতই অধিক যে, কোন জাতির পক্ষে অপর কোন জাতির অন্নভোজন রীতি-বিরুদ্ধ, ধর্ম-বিরুদ্ধ। অন্নভোজনই বা কেন, স্পৃশ্য জল গ্রহণ পর্য্যন্ত চলে না। এ-সকলের আলোচনা বাহুল্য মাত্র হইলেও উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না।

আমাদের দেশে যে কেবলমাত্র জাতিভেদ প্রথাই আমাদের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদান এবং আহারাদির প্রচলন হইতে পৃথক রাখিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে আবার এমন বহু 'থাক' রহিয়া গিয়াছে, যাহা সেই সকল জাতিকে একাধিক জাতিরূপে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপে এমন বহু বহু সমাজ বাংলায় আছে, যাহাদের বৈবাহিক আদান-প্রদান মাত্র দশ-বার ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুর মধ্যে এমন অনেক শ্রেণী আছে, যাহাদের মধ্যে কন্যার আধিক্যবশতঃ উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। যাঁহারা পাত্রের অভিভাবককে অধিক টাকা দিতে পারেন না, তাঁহাদের কন্যার বিবাহ দেওয়া দিবন দায় হইয়া পড়ে। আবার হিন্দুর এমন বহু শ্রেণী আছে, যাহাদের মধ্যে কন্যার অভাববশতঃ বহু লোক আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া যায়। বিভিন্ন সমাজে আদান প্রদান করিয়া সমাজ প্রসার করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণ বলিয়া সমগ্র হিন্দুর পূজ্য, সমগ্র জাতির উপর তাঁহার প্রচুর প্রভাব। ব্রাহ্মণ মনে করেন, সর্ব্ব-জাতির সম্মিলন হইলে তাঁহার এই বিশেষ মর্য্যাদাটুকু ডুবিয়া যাইবে। তাই ব্রাহ্মণের এত উদারতা সম্ভব নয় যে—তিনি সর্ব্বজাতির সম্মিলনে সম্মতি দিবেন। এদিকে আবার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ জাতিগণ ব্রাহ্মণের এই অতিরিক্ত মর্য্যাদাটুকু আর সহ্য করিতে রাজি নন। নিম্নতর জাতিগণ ব্রাহ্মণের পর্শ্বশাসন-নীতির অধীনতায় একাল পর্য্যন্ত মূক বলিয়া কথিত ছিলেন; তাঁহারা এই শাসনের অধীনতা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আজ কেহ বৈশ্যত্ব, কেহ ক্ষত্রিয়ত্ব, কেহ বা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছেন। অবশ্য ইহাদের সংখ্যা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

এই প্রকার পৃথক পৃথক ভাবে এক একটি জাতির স্ব স্ব প্রাধান্যের যে চেষ্টা দেশমধ্যে চলিতেছে—তাহা একপক্ষে সমাজগত উৎকর্ষ সাধনের অন্যতম প্রচেষ্টা বটে। কিন্তু দেশের সমষ্টিগত কল্যাণের পক্ষে বিঘ্নজনক।

অত্যন্ত আশার কথা এই যে, বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের ঐক্যস্থাপনে এবং হিন্দুর উৎকর্ষ সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নেতৃগণ মন দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বহুসংখ্যক অহিন্দুকে শুদ্ধি দ্বারা হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন করতঃ হিন্দুর সমাজ প্রচারের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে অনেক স্থলে এই ভাবে শুদ্ধিকরণ দ্বারা বহু অহিন্দুকে হিন্দু করা হইতেছে।

মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনে ভারতের হিন্দুর চৈতন্য আসিয়াছে। পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ যদিও এখন ইহা সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয় নাই, তথাপি অনেকের মন হইতেই 'অস্পৃশ্য' কথাটি মুছিয়া গিয়াছে। মহাত্মার বিধবা বিবাহ আন্দোলনও ভারতে ধীরে ধীরে কার্য্যকর হইতেছে। এই ভাবে সম্প্রতি কয়েক বৎসর মধ্যে ভারতের নানাস্থানে শুদ্ধি, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, বিধবা বিবাহ দান, বাল্য বিবাহ নিরোধ প্রভৃতি আন্দোলনগুলি কার্য্যকর হইয়া উঠিয়াছে।

এই সমুদয় বিষয় লইয়া বহু প্রতিষ্ঠান বাংলায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। হিন্দুমিশন, আর্য্যসমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি নানাভাবে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। হিন্দুমিশন বঙ্গের সর্ব্বজাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য 'বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ সম্মিলন' গঠন করিয়া-ছেন। ঐ সম্মিলন গত দুই বৎসরের মধ্যে হিন্দু সমাজে যথেষ্ট উদারতা আনিয়া দিয়াছি। 'বঙ্গীয় হিত সাধন মণ্ডলী' দেশের নানা প্রকার দুর্নীতি ও কুসংস্কার সমাজ হইতে দূর করিবার জন্য নানা ভাবে প্রচার করিতেছেন।

এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সমাজে ঐক্য স্থাপিত হইলে আমরা জগতের বরণীয় মধ্যে গণ্য হইতে পারিব আশা করা যায়।

বর্ত্তমানে রাজনৈতিক আন্দোলনই দেশের সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালন করিতে যে দেশব্যাপী সম্মিলিত

শক্তির প্রয়োজন, উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে যে একপ্রাণতার আবশ্যক, দেশমধ্যে তাহার একান্তই অভাব। বৈদেশিক শাসন নীতি আমাদিগকে যতটুকু ক্ষতিগ্রস্থ করিতেছে তাহা অপেক্ষা বহুগুণে ক্ষতি করিতেছে আমাদের বর্ত্তমানের হিন্দু-সমাজ-শাসন-নীতি। আমাদের মধ্যে পরস্পর মিলনের অভাব, আমাদের জাতীয় একতার অভাব এই সমাজ শাসন নীতিরই কুফল।

তারপর নানাপ্রকার কুসংস্কার আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে কুসংস্কার গুলিও আমরা সমর্থন করি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া। কিন্তু শাস্ত্র আমাদের কোথায়? বহু শাস্ত্র গ্রন্থে বহু প্রকার মতবাদ লিখিত রহিয়াছে; তাহাদের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্যই বা কোথায়? এইরূপে সকল দিকে দিশেহারা হইয়া হিন্দু টিকিয়া থাকিবে কি অবলম্বন করিয়া?

প্রাচীন কালের গৌরব করিয়া আমরা কি করিব? প্রাচীনকালে আমাদের দেশের অনেক রীতিনীতি অবশ্য ভাল ছিল, কিন্তু সে তখনকার হিসাবে। কালের পরিবর্ত্তনে সে সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে এখন প্রাচীন কালের আবিলতা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানের উপযোগী সত্যের আশ্রয় লইতে হইবে। সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া, ন্যায়কে সম্মুখে রাখিয়া আমাদিগকে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রাচীন রীতিনীতি আমাদিগকে বর্ত্তমান কালের জগতে বাসোপযোগী বেশী কিছু দিতে পারিবে না। আমাদের দেশের প্রাচীন কালকে আমরা আর ফিরাইয়া আনিতে পারিব না—আমাদিগকে নূতন করিয়াই সকল দিক গড়িয়া তুলিতে হইবে।

বর্ষ-সন্ধি

(গান)

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

চৈতী রাতের পূর্ণিমাতে
ফুরিয়ে গেছে দোল,
ফুলের ফসল শেষ হ'ল আজ
ফলের ফসল তোল্।

ধরার বুকে ধরিয়ে আগুন
বিদায় হ'ল মাতাল ফাগুন,
কাল-বোশেখীর নূপুর-লীলায়
উঠলো ঝড়ের রোল!

একটি বছর কালকে যখন
বিদায় নিয়ে যায়,
আয় ত দেখি রেখেছে কি
মোদের পথ ছায়—

দুঃখ-সুখের কান্না হাসি,
পাওনা-দেনা রাশি রাশি,
মায়ের মত স্নেহভরা
বারো মাসের কোল!

নবযুগের নারী

(স্বামী অভেদানন্দের পত্র)

(১)

পরম কল্যাণীয়াসু—

মা, • • • এই অধঃপতিত জাতির বালিকাদিগের মধ্যেই তোমাকে যাইয়া জ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে দাঁড়াইতে হইবে। অন্ধতমসাচ্ছন্ন নারীজাতির অভ্যুদয় মানসে তোমাকে গিয়া ইহাদেরই মধ্যে করিয়া পড়িতে হইবে—বর্ষার বনশেফালীর মত অকাতরে এবং পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত সানন্দে। তোমাকে ইহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান শিক্ষা দিতে হইবে সংযমের, পবিত্রতার, চরিত্রের ও সতীত্বের।

স্ত্রীজাতিকে ক-খ-গ-ঘ শিখাইবার ব্যবস্থা দেশমধ্যে হউক আর নাই হউক, তাহাকে তাহার নিজস্ব পবিত্রতা, নিজস্ব মহিমা এবং নিজস্ব শক্তির জ্ঞানে সুদীক্ষিতা করিবার প্রয়োজন আগে। ক-খ শিখাইতে পারিলে, লেখাপড়ার চর্চ্চা ঘটাইতে পারিলে নারীকে তাহার স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার শ্রম সহজে সফল হইবে বলিয়া ইহারও প্রসার কল্পে তোমাকে তোমার যথাসম্ভব সামর্থ্য বিনিয়োজিত করিতে হইবে। কিন্তু তোমার প্রধানতম লক্ষ্য হইবে—চারিত্র্য সৌরবের প্রতিষ্ঠা, পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা, চিত্তসংযম ও আত্মশুদ্ধির প্রতিষ্ঠা। ইংরেজি পদ্ধতির স্ত্রীশিক্ষার মধ্যে এই জিনিষগুলি নাই, এই জন্যই আমি পাশ্চাত্য প্রণালীর স্ত্রীশিক্ষাকে ভারতের মুক্তির সোপান বলিয়া মনে করিতে পারি নাই, আদরের সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করিতেও পারি নাই।

তোমাকে মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার প্রকৃত রহস্য পুস্তক পরিচয়ে নহে; সুদৃঢ়, অনমনীয়, অকুতোভয়, বজ্র-কঠোর, তেজোদীপ্ত, বীর্য্যশালী ও সুষ্ঠু চরিত্র গঠনে। শিক্ষার উদ্দেশ্য কতকগুলি তোতাপাখী সৃষ্টি করা নহে, পরন্তু বীর্য্যশালী, ব্যক্তিত্বশালী, চারিত্র্যপ্রতিভায় সমৃদ্ধি-শালী, আত্মমর্য্যাদাবুদ্ধি-প্রবুদ্ধ নরনারী সৃষ্টি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, ইহাতেই শিক্ষার পূর্ণ সার্থকতা। পুস্তক তুমি পড়াইবে, কিন্তু তাহা হইবে তোমার গৌণ কর্ত্তব্য। তাহাদের প্রাণের ভিতরে চরিত্রের মহিমাকে তুমি জাগ্রত করিবে, ইহাই হইল তোমার মুখ্য কর্ত্তব্য। তোমার কর্ত্তব্য হইবে নারীকে সেই অতুলনীয় প্রতিভার অধি-কারিণী করিয়া গড়িয়া তোলা, যাহার প্রভাবে ম্লানমুখী বিষাদবিধুরা অবলা নারী আহ্লাদময়ী আনন্দমুখরা সবলা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, চিরনিন্দিতা লালসার দাসী যশঃ সৌভাগ্যসমর্দ্ধিতা তপঃতেজঃপ্রদীপ্তা মহীয়সী মূর্ত্তি ধারণ করে, মোহমদিরায় আত্মহারা পতনলোভাতুরা কামকিঙ্করী রমণী দিব্যসৌন্দর্য্যবিভূষিতা খর্পরকরবালমণ্ডিতা অসুর-নিধ্নী মহিষমর্দ্দিনীরূপে দেখা দেয়। তোমার কর্ত্তব্য হইবে নারীকে সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে উদ্বোধিতা করিয়া তোলা, যাহাতে পুরুষের কামনার অনলে ইন্ধন যোগাইতে অস্বীকৃতা হইয়া নারী তাহাকে দিব্য জীবনের পথে প্রবর্ত্তনা দিবে, যাহাতে নিজের রূপ-যৌবনকে পণ্যরূপে ব্যবহার করিতে অস্বীকৃতা হইয়া নারী পুরুষকে অনন্ত যৌবনের সাধনায় উৎসাহিত করিবে, যাহাতে পুরুষের দেহ মন লইয়া ভোগবিলাসের বৃত্তি বর্জ্জন করিয়া নারী পুরুষের মহাশক্তিরূপে ধরাবক্ষে দেদীপ্যমানা রহিবে।

মদিরা যেমন মানুষকে প্রমত্ত ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে, নারীও যদি পুরুষকে তেমনই করে, তবে জানিও মা, নবযুগের রমণী-সমাজে সে নিন্দিতা নারীর স্থান নাই। অনলশিখা যেমন করিয়া মহারণ্যকে ধ্বংস করে, নারীও যদি পুরুষকে লালসার অনলে তেমনই করে, তবে জানিও মা, নবযুগের রমণী-সমাজে সে নরঘাতিনী নারীর স্থান নাই। অহিফেন যেমন মানুষের জ্ঞান হরণ করে, নারীও যদি তেমনই পুরুষের জ্ঞানহরণেই নিরত থাকে, তবে জানিও মা, নবযুগের রমণী-সমাজে সে মোহময়ী নারীর স্থান নাই। বিষলতা যেমন করিয়া মহা মহীরুহের আপাদমস্তক পুষ্পিতা বল্লরী দিয়া ছাইয়া ফেলে এবং

পরিশেষে তাহাকে মৃত্যুদশায় নিপাতিত করিয়া নিজেও মৃত্যুর কবলিত হয়, নারীও যদি পুরুষের প্রতি তেমনই করে, তবে জানিও মা, নবযুগের রমণী-সমাজে সে কৃতান্ত দূতী নারীর স্থান নাই। চোর যেমন নিশাযোগে নির্ভর-নিদ্রাসুখ গৃহস্থের লৌহপেটিকায় সুরক্ষিত যাবতীয় ধনরত্ন অজ্ঞাতসারে অপহরণ করে, নারীও যদি তেমনই করিয়া পুরুষের সর্ব্বস্ব হরণ করে, তবে জানিও মা, নবযুগের রমণী-সমাজে সে সর্ব্বনাশিনী নারীর স্থান নাই। মরু-মরীচিকা যেমন আশাপ্লুত তৃষ্ণার্ত্ত পথিককে প্রবঞ্চিত করিয়া মৃত্যুময় দুঃখে নির্য্যাতিত করে, নারীও যদি পুরুষকে তেমনই করে, তবে জানিও মা, নবযুগের রমণী-সমাজে সে অকল্যাণময়ী নারীর স্থান নাই। ব্যাধ যেমন বাঁশী বাজাইয়া সাপ ধরে এবং বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া চিরতরে তাহাকে বীর্য্যহীন করিয়া রাখিয়া দেয়, নারীও যদি পুরুষকে তেমনি ক্লীব, তেমনি মেরুদণ্ডহীন, তেমনি তেজোবর্জ্জিত করে, তবে জানিও মা, নবযুগের নারী-সমাজ তাহাকে চাহে না।

এই জন্যই তোমাকে তোমার ছাত্রী-সমাজে সর্ব্ব-প্রথমেই যাইয়া দিতে হইবে সেই সাধনা, যাহা প্রত্যেক বালিকাকে নিজের প্রলোভন-অনরিত্রী শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে সামর্থ্য দিবে। পুরুষকে রূপমুগ্ধ করিবার ক্ষমতা নারীর আছে, কিন্তু পুরুষ যাহাতে তাহার রূপের মোহে আত্মহারা হইয়া দীর্ঘপথ-গমনোদ্যত স্বীয় চরণমূলে কুঠারাঘাত না করে, আত্মপুষ্ট মহদাকাঙ্ক্ষার শিরে বজ্রাঘাত না করে, মহনীয় কর্ত্তব্যের আহ্বানে উপেক্ষা করিয়া লালসার কূপে ডুবিয়া না মরে, তার জন্য আজ নারীকে নিজ রূপ-বিভূতি সম্বরণ করিতে হইবে। পুরুষকে ভালবাসা দিয়া জয় করিবার ক্ষমতা নারীর আছে, কিন্তু পুরুষ যাহাতে নারী-প্রেমের কুটিল আবর্ত্তে পড়িয়া জীবনের সুমহৎ ব্রতনিচয়ে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য না হয়, তার জন্য নিজ ভালবাসাকে নিজের ভিতরে লুকাইয়া রাখিবার সামর্থ্য নারীকে অর্জ্জন করিতে হইবে। পুরুষকে আত্মগত্য দ্বারা বাধ্য করিবার ক্ষমতা নারীর আছে, কিন্তু পুরুষ যাহাতে নারীর আত্মসত্যের জালে জড়াইয়া মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হইয়া পড়ে,তার জন্য নিজের আত্মগত্যকে সকল অকল্যাণের সম্ভাবনা হইতে অব্যাহত রাখিয়া চলিবার যোগ্যতা নারীকে অর্জ্জন করিতে হইবে। যাহারা ইহা করিতে পারিবে তাহারাই নবযুগের নারী। নবযুগের নারীর সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা থাকিবে কিন্তু পুরুষের সংযমকে কখনও সে অজ্ঞাতসারেও বিচলিত করিবে না; যে কথা বলিলে পুরুষের চিত্তে কামনার হলাহল বিষক্রিয়া বিস্তার করিতে পারে, সে তাহা বলিবে না; যে ভাবে চলিলে পুরুষের মনে সুপ্ত লালসা উন্মত্ত আক্রোশে গর্জ্জিয়া উঠিতে পারে, সে-ভাবে সে চলিবে না; যে রূপটী ধরিয়া সুমুখে দাঁড়াইলে পুরুষের নয়ন কামের মদিরাবেশে বিভোর হইতে পারে, সে রূপ সে ধরিবে না; যে ভাবে সহযোগিতা দান করিলে পুরুষের মনে ভোগের ক্ষুধা সুখের তৃষ্ণা সহজেই জাগিয়া উঠিতে পারে, সেভাবে সে কখনও কোন পুরুষের সহ-যোগিনী হইবে না।

পুরুষের সংযমের প্রতি এইরূপ সদা সতর্ক সাবধান-দৃষ্টি অদূর ভবিষ্যতের নারী-সমাজকে তেজোবীর্য্য গরীয়ান মহাজাতি সৃষ্টির মহনীয় অধিকার দান করিবে। স্ত্রীলোকের সতীত্বকে যাবতীয় সত্যাশ্রয়ী পুরুষ যেমন শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছেন,পুরুষের সংযমকে নারীজাতি যেদিন সেরূপ সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিবে, সেইদিনই ভারতবর্ষের প্রকৃত গৌরবের পুণ্যময় দিন সমাগত হইবে। নারীর সতীত্ব-নাশে সহায়তা করিলে নির্ব্বংশ হইবে বলিয়া পুরুষজাতি যেমন বদ্ধমূল সংস্কার গড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, পুরুষের সংযমনাশে সহায়তা করিলেও তেমনি জন্মে জন্মে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে বলিয়া নারী যখন সুদৃঢ় সংস্কার গড়িয়া লইতে পারিবে, সেই দিনই ভারতে নবযুগের শুভ অরুণোদয় আরম্ভ হইবে। স্ত্রীস্বাধীনতার বিজয় ভেরী বাদিত হউক, আমরা তাহার তালে তাল দিব, কিন্তু স্বাধীনা নারীরা যেন বৃন্তের সুতীব্র তপস্যায়, শঙ্করের বিদ্যুদ্বহ্নি তেজে, চৈতন্যের আত্মভোলা প্রেমে উদ্বুদ্ধা হইয়া নারীজাতির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষজাতিকেও চিরসংযমের আত্মদমনের এবং মদনভস্মের ক্ষমতা দান করে।

এখানকার কুশল। তোমাদের কুশল সংবাদ দিও।

আশীর্ব্বাদক—স্বরূপানন্দ।

নবযুগ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জেগেছে উশান বেজেছে বিষাণ
বাজে কট-কট-কপোটি-হাড়,
পুঞ্জ মেঘেতে নিবিড় আকাশ
আসিছে রক্ষা কি তোলপাড়!

সত্বর ওরে ঘর ছেড়ে আয়
নিমেষে হবে প্রাণ বাঁচা দায়
প্রাসাদ কুটীর সমভূমি সব
হল বলে' একাকার।

বাত্যাক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত
মৃত্যু-সিন্ধু উর্ম্মি ধায়'
প্রলয়ানন্দে ভীষণ ছন্দে
নাচে উদ্দাম অধীরতায়!

শন-শন বায়ু বহে যেন তীব্র
নাচে যেন মহী শিরে বায়ুকীর,
বিপুল অকূল আসিছে গ্রাসিতে
দু'কূলের সীমানায়।

কূল-অকূলের ভীষণ দ্বন্দ্বে
মন্থিত হয়ে নবীন রবি
এখনি জাগিয়া উঠিবে—অই যে,
তাপীবন-শিরে রক্তছবি!

বন্ধন সব সবলে নাশিয়া
দাঁড়া গলাগলি সকলে আসিয়া
ভুলি দলাদলি এক প্রাণমন
মানুষ যদি রে হবি!

মান-অভিমান মতবাদ-মোহ
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে আজ,
এল দুর্দ্দিন-তমসার পরে
সুদিনের উষা নাহিক ব্যাজ!

প্লাবন-পয়োধি-গর্ভ ভেদিয়া
সলিল-বর্ম্ম হেলায় ছেদিয়া
উরে নারায়ণ, নরের এ মহা—
মিলন-সংঘ-মাঝ!

উচ্চ ও নীচ করে করে ধরি
দাঁড়া সারি সারি সকল দেশ
শপ্ত সগর-বংশের এই
ত্রিংশৎ কোটি ভস্ম-শেষ!

মৃত্যু-ভীষণ বজ্র-আলোয়
তড়িৎ-শিখার আলোক মালায়
নবীন জীবন নামিছে ধরায়
ভৈরব নব বেশ।

যে আশায় তোরা আছিস্ বসিয়া
মিটিবে না তোর সে আশা, হা!
বসনাঞ্চল আঁকড়ি কৃষ্ণা
কৃষ্ণেরে ডাকি, পায় নি ভাঁয়!

ছাড়ি সে প্রান্ত ডাকিল যখন
এলেন্ তখনি লাজ-নিবারণ
দু'কূল রক্ষা করিতে যে চায়
দুই তার ভেঙে যায়।

চিরদিনকার নিঃস্ব রে তুই—
ভাবনা কি তোর? হবে কি ক্ষয়?
শত শতাব্দী মরে' আছে যারা—
এখনো তাদের মরণে ভয়?

সিন্ধুতে শুয়ে শঙ্কা শিশিরে?
বহ্নিতে দহি' ডরিছ মিহিরে?
মানুষের মাঝে কুকুর হইয়া
বাঁচিতে বাঞ্ছা হয়?

মরে' মরে' মোরা মৃত্যুঞ্জয়
তাই তো মরণে ডরি না, ভাই,
পারো যদি বাঁচো মানুষের মত
নতুবা মরিয়া হও রে ছাই।

হউক সৃষ্টি অভিনব জীব,—
জাগো এই শবে মুক্তির শিব!
অতীতের সেই পতিতের ঘরে
ভগবানে আনা চাই।

প্রায়শ্চিত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, সরস্বতী।

[গত বৎসরে প্রকাশিত অংশের সারাংশ—সত্যেন্দু, পূর্ণেন্দু, নীলেন্দু তিন ভাই। বড় ভাই মারা গিয়াছেন ; সত্যেন্দু মেজ, পূর্ণেন্দু সেজ, নীলেন্দু ছোট। পিতা বহুদিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন, নীলেন্দু যখন অতি ছোট তখন মাতাও মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্বে জননী, নীলেন্দুকে সত্যেন্দু ও মেজ বউ সুনয়নার হাতে দিয়া যান। সুনয়না আপন সন্তানের অপেক্ষা অধিক যত্ন করিয়া, নিজ স্তন-দুগ্ধ দিয়া, বুকে করিয়া নীলেন্দুকে মানুষ করেন। নীলেন্দুও সুনয়নাকে মায়ের মত ভক্তি করে, ভালবাসে।

সত্যেন্দু ব্যারিষ্টার, পূর্ণেন্দু উকিল ; নীলেন্দু এম-এ পাশ করিয়া সম্প্রতি ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সত্যেন্দুর স্ত্রী সুনয়না সংসারের কর্ত্রী—অতি নিরীহ মানুষ। পূর্ণেন্দুর স্ত্রী কল্যাণী বড় চতুর প্রকৃতির। সে এ বাড়ীতে পা দিয়াই নীলেন্দুর অত্যধিক আদর যত্ন দেখিয়া, কেন বলা যায় না, তাহার উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়া পড়ে। তারপর যখন নীলেন্দুর বিবাহ হইল, সত্যেন্দু বড় আদর করিয়া ধনীদের মেয়ে পরম রূপ গুণবতী সুস্মিতাকে আত্মবন্ধুরূপে গৃহে আনিলেন, তখন কল্যাণী, নীলেন্দু ও সুস্মিতাকে আরও হিংসার চক্ষে দেখিতে লাগিল। যোগাযোগ করিতে সে সিদ্ধহস্ত ছিল—আপাতভাবে যোগাযোগ করিয়া সে সুনয়নাকে একরূপ নিজ হাতের মধ্যে আনিয়াছিল ; এইবার সে নীলেন্দু ও সুস্মিতার বিরুদ্ধে অজ্ঞাতভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া সুনয়নাকেও তাহাদের উপর বিরূপ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার প্রয়োচনায় সুনয়না প্রাণপ্রিয় নীলেন্দুর উপরে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, যে সুস্মিতাকে তিনি আদর করিয়া গা-ভরা গহনা দিয়া হাসিমুখে বরণ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাকেও বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। সুস্মিতা বড় ভাল মানুষ ছিল, সংসারে তার কর্ত্তব্য সে নীরবে সাধন করিয়া যাইত, কোন কথাতেই কথা কহিত না ; অজ্ঞাতভাবে তাহার উপর অনেক অত্যাচারই ইয়াসীন বর্ষিত হইত কিন্তু কোন কথারই প্রতিবাদ সে করিত না। সত্যেন্দু কোন ব্যাপারের মধ্যে থাকিতেন না ; তিনি নীলেন্দু ও সুস্মিতাকে পূর্ব্ববৎ ভালবাসিতেন।

এতদিন এমন এত ঘটনা ঘটিল, যাহাতে নীলেন্দু সংসারের উপর একেবারে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িল। কল্যাণীর প্রয়োচনায় সুনয়না, নীলেন্দু ও সুস্মিতাকে বড়ই আঘাত দিয়া অনেকটা কথা বলিলেন। নীলেন্দু এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া ফেলিল, সে এ সংসারে আর থাকিতে চাহে না, সে পৃথক হইবে। দাদার মাথায় কথাটি বলিয়া ফেলিলেও এই কথাটাই সংসারের একটা ওলট-পালটের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সুনয়না একেবারে জ্বলিয়া গেলেন, কল্যাণী তাহাতে আবার প্রচুর ইন্ধন জোগাইয়া দিল। বাদীর বিরুদ্ধে সুনয়না, নীলেন্দু ও সুস্মিতার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিলেন। শেষে নীলেন্দুকে পৃথক হইতেই হইল। সত্যেন্দু সব শুনিয়াও মুখের বেদনা বুকে চাপিয়া, চোখের জল চোখে শুকিয়া নীলেন্দুর পৃথক হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি জানিতেন, এই পৃথক হওয়া ব্যাপারটা তাঁহাদের পক্ষে নীলেন্দুর পক্ষে কখনই স্থায়ী নহে, তথাপি সংসারের আপাততঃ শান্তির জন্য এই কপট অভিনয় তিনি না করিয়া পারিলেন না।]

(১৪)

কল্যাণীর উপর জিনিষ পত্র ভাগ করিয়া দিবার ভার দিয়া সুনয়না সরিয়া যাইতেছিলেন, কল্যাণী তাঁহাকে ধরিয়া বলিল "তা হবে না দিদি, তোমায় থেকে সব দেখতে শুনতে হবে।"

মুখ ফিরাইয়া বিমর্ষ মুখে সুনয়না বলিলেন "আমি না থাকলে কি চলবেই না সেজবউ ?"

কল্যাণী বিস্ময়ের সুরে বলিল "বাঃ, তা কেমন করে হবে মেজদি, তোমায় থেকে সব দেখা চাই তো। তুমি না থাকলে আমি কিছুই ভাগ করতে পারব না। একে তো ওরা কেউ এল না, ছোট ঠাকুরপোকে ডাকতে গেলুম, আমার মুখের সামনেই সে ধড়াস্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলে, ছোটবউ ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইল, একটা কথা পর্য্যন্ত বললে না। তুমিও সব ভার আমার মাথায় চাপিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়তে চাও,—দায় যেন সব আমারই—না ?"

সুনয়না বিমর্ষ মুখে বলিলেন "আমার যে বড় মাথা ধরেছে সেজবউ।"

কল্যাণী বলিল "তোমায় তো কিছুই করতে হবে না দিদি, তুমি শুধু বসে দেখবে।"

যত বাসন পত্র সবই বড় দালানটায় জড় করা হইয়াছিল,

তাহার দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে কল্যাণী বলিল "একি কাণ্ড দিদি, কোথাও কিছু আর বাদ পাওনি!"

সুনয়না একপার্শ্বে একখানা আসনে বসিয়া পড়িয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন "ভাগ সবই তো হবে, বাদ দিলে চলবে কেন?"

অপ্রসন্ন মুখে কল্যাণী বলিল, "এ তোমার বড় অন্যায় দিদি, তুমি নিজে যা করেছ তাও কেন সমান ভাগ হবে, তার ভাগ কেন দেবে? ঠাকুরের যা কিছু আছে, সেই গুলোই না হয় ভাগ হবে, গোটা সংসারটাই যে ভাগ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই।"

সুনয়না উত্তর দিলেন না।

কল্যাণী দাসীদের পানে লক্ষ্য করিয়া বলিল "তোরা পাগল হয়েছিস নাকি, এসব বাসন পত্র কি করতে এখানে এনেছিস্ বল দেখি? এ গুলো যেমন আলমারিতে বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ থাক, পুরাণো যে বাসন পত্র, সেই গুলোই মাত্র ভাগ হবে। দিদি যেন কি! ওদের থাকবার জন্যে নতুন ঘর গুলো, নিজে নিলে পুরাণো সিকটা। তা কখনও কেউ করে? নিজের ভালো সবাই বোঝে, বুঝলে না কেবল তুমি। যাক গিয়ে; তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন, —এ গুলো নিয়ে যা না।"

দাসীরা বাসনে হাত দিতেই সুনয়নার যেন চমক ভাঙ্গিল, সভয়ে বলিয়া উঠিলেন "না না, ভাগ যখন হবার কথা তখন নতুন পুরাণো সবই সমান ভাগ হবে। এতদিন যা কিছু করেছি সে সব জিনিসে ওর অধিকার আছে সেজ বউ; তবে পরে যা হবে তাতে হয় তো অধিকার নাও থাকতে পারে।"

কল্যাণী খানিক চাহিয়া সুনয়নার পাণ্ডুর মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর যেন রাগ করিয়াই বলিল "তোমার যা খুসি তাই কর, আমি তাতে আর একটা কথাও বলবো না। আমার আর কি ভাই মেজদি, তোমার জন্যেই বলি। যা হোক—ছেলে পুলে হয়েছে, ওদের দিকটাও তো দেখতে হবে। সেজ ঠাকুর তো ওই এক রকম মানুষ,—উপার্জ্জনও যথেষ্ট করেন, অথচ কোথা দিয়ে কি যে কোথায় উড়িয়ে দেন তার ঠিক নেই। এ পর্য্যন্ত কিছু জমাতে পারলেন না, কেবল দু হাতে খরচই করে যাচ্ছেন। তা সে যাই করুন, ছেলে-পুলে যখন হয়েছে, ওদের ভবিষ্যতের পানে চাইতে হয় তো।"

সে বাসন ভাগ করিয়া দিতেছিল।

ভাগ করার পক্ষপাতিত্ব অতি সহজেই সুনয়নার চোখে পড়িয়া গেল, রুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন "ওকি ভাগ হচ্ছে সেজ বউ, ওর নাম কি সমান ভাগ করা? না, ও রকম চলবে না, সমান ভাগ কর। যা দেব তা ও রকম করে দিতে পারব না।"

অপ্রস্তুত হইয়া কল্যাণী সমান ভাগ করিল। দাসীদের পানে তাকাইয়া বলিল "এগুলো ছোটমার ভাগে যে ঘর গুলো পড়েছে সেই ঘরে বেশ গুছিয়ে রেখে দিয়ে আয়।"

তাহারা কুড়িতে করিয়া বাসন বহিতে লাগিল।

ক্লান্ত ভাবে কল্যাণী সুনয়নার পার্শ্বে বসিয়া বলিল "এর নাম কি পৃথক হওয়া দিদি? গরজ যেন আমাদেরই,—কোথায় কি রাখতে হবে, কি করতে হবে সব আমাদেরই দেখিয়ে দিতে হবে? কি এত গরজ পড়েছে বল দেখি, আমরা কেন এ বেগার খাটি?"

সুনয়না উত্তর দিলেন না।

কল্যাণী দেখিতে পাইল না তাঁহার চোখের পাতা দুইটি চক চক করিতেছে, কত কষ্টে তিনি নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়াছেন তাহা কেহই বুঝিবে না।

দারুণ অভিমানে অনেক খানি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন, আর ফিরিবার পথ নাই। বাহিরে তিনি কঠিন, কিন্তু ভিতরটা যে কাঁদিয়া মরিতেছিল, পাছে কেহ জানিতে পারে এই ভয়ে তিনি সকলের নিকট হইতে দূরেই রহিয়াছেন।

দমকা ঝড়ের মত নীলেন্দু হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়িল, সটান সুনয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রুদ্ধ গর্জ্জনে বলিল "এ রকম অত্যাচার করবার কারণ কি বল দেখি, তোমরা কি আমায় বাড়ীতে টেঁকতে দেবে না? এ বাড়ীতে একটু খানি মাথা গুঁজে থাকবার অধিকারও কি আমার নেই?"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সুনয়না তাহার পানে চাহিতে পারিলেন না, দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া মাটির পানে তাকাইয়া রহিলেন।

উত্তর দিল কল্যাণী, সে বলিল "অত্যাচারটা কি হচ্ছে ঠাকুরপো, যাতে তুমি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে ?"

হুঙ্কার দিয়া নীলেন্দু বলিল "না অত্যাচার নয়, আমায় কিনা বড় ভালবাসো তোমরা, তাই—"

বলিতে বলিতে সে আবার থামিয়া গেল।

কল্যাণী বলিল "অত্যাচার তো কিছুই করি নি ঠাকুরপো, তোমার সব জিনিষ—"

বাধা দিয়া ক্ষিপ্তের মত নীলেন্দু চেঁচাইয়া উঠিল, "আমার জিনিষ ? আমার জিনিষ কি,—ওর মধ্যে একটা জিনিষও আমার নয়। আমার যা জিনিষ তা আমার ঘরেই আছে, যত রাজ্যের বাসন পত্র, বাক্স আলমারি, এসব বুঝি আমার ?"

কল্যাণী যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল "সেকি ঠাকুরপো, তুমি যে পৃথক হচ্ছো, তাই—"

মুখ বিকৃত করিয়া নীলেন্দু বলিল "হচ্ছি— বেশ, সে আমি বুঝে নেব। কিন্তু তোমায় কে কথা ব'লতে বলেছে সেজ বৌদি ? তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে আসি নি, তুমি বাড়ীর কর্ত্রী নও। এ বাড়ীর যিনি কর্ত্রী, যাঁর কথায় মেজ দা উঠেন বসেন, যাঁর কথায় বিশ্বাস করে মেজ দা এক কথায় আমাকে পর করে দিলেন, আমি তাঁকেই বলছি—আমার ঘরে যদি ওসব আবর্জ্জনা যায়, আমি ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে সব ভাঙ্গব। পরের জিনিস মিথ্যে ভেঙ্গে নষ্ট করতে চাই নে বলেই বলতে এসেছি, যা যা আমার ঘরে পাঠানো হয়েছে সব ফিরিয়ে আনা হোক। নিজেদের ঘর গুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে, যত আবর্জ্জনা সব আমার ঘরে পাঠানো হচ্ছে। সকলের সব মতলবই আমি বুঝি, আমি ঘাস খাই নে। এ রকম করার চেয়ে সোজা কথায় বললেই হতো—বাপু, তুমি অন্যত্র চলে যাও, এ বাড়ীতে তোমার আর জায়গা হবে না।"

কথাটা বলিয়াই সে আবার ঝড়ের বেগে বাহির হইল। দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিল "মা মরে গেলে আমায় মানুষ করেছেন, তবেই আর কি, একেবারে মাথা কিনে রেখেছেন। তখন বুকের দুধ না খাওয়ালেই হতো, বেঁচে এত যন্ত্রনা তো সইতে হতো না। কে চায় তোমাদের পয়সা দান, কিছু চাই নে! মেজ কর্ত্তাকে বলে দিয়ো, চাকরী করে দিয়ে তিনি আমার মাথা কিনে নিয়েছিলেন, আমি তাঁর দেওয়া চাকরী চাই নে, জবাব দিয়ে এসেছি। আমার আবার কাজের ভাবনা, —আমি তো মেয়েমানুষ নই, পুরুষ মানুষ ; নিজের কাজ নিজেই করে খেতে পারব।"

দ্রুত সে চলিয়া গেল।

সুনয়না আড়ষ্টভাবে বসিয়া, তাঁহার মুখ তখন শবের মত মলিন হইয়া গিয়াছে।

উজ্জলিত ক্রোধে গর্জ্জিয়া কল্যাণী বলিল "শুনলে দিদি, শুনলে কথা গুলো ? অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে, মনে ভাবছে – না জানি কি হয়েছি। যাকে যা না বলবার —কেমন তাই বলে যাচ্ছে। শিক্ষার নাম ডুবালে, অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি !"

সে অতিরিক্ত রাগে হাঁপাইতে লাগিল।

সুনয়না একটি কথাও না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কল্যাণী বলিল "আশ্চর্য্য দিদি, ও যে এতগুলো কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল, তুমি তো একটা কথার উত্তরও দিলে না!

বড় ক্ষীণ কণ্ঠে সুনয়না শুধু বলিলেন "কি উত্তর দেব ?"

কল্যাণী রাগ করিয়া বলিল "তোমায় অত অপমান করলে, তুমি একটা উত্তরও খুঁজে পেলে না দিদি ? আমার সঙ্গে কথা বলবে না, অর্থাৎ আমি যেন ওর গণ্যের মধ্যেই নই। তোমার সামনে তোমাকেই উদ্দেশ করে কেমন কথাগুলো বলে গেল, আমি তাই ভাবছি।"

সুনয়না একটু হাসিলেন।

জ্বলিয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিল "তুমি আর হেস না মেজদি। মাগো, মেজ ঠাকুরকেই যে কত কথা বললে, তিনি নাকি তোমার কথায় ওঠেন বসেন! আঃ ছিঃ, ওকেই না তুমি মানুষ করেছ দিদি ?"

সুনয়না বলিলেন "সেই জন্যেই তো ও আমায় এত কথা শুনাতে পারলে সেজবউ, না হলে ও কি একটা কথাও শুনাতে পারত ? নিজেই নিজের গোড়া কেটেছি যে—"

কথাটা লুফিয়া লইয়া কল্যাণী বলিল "সে কথা হাজার বার সত্যি মেজদি, নিজেই নিজের গোড়া কেটেছ তুমি। ওই তো বলে গেল, বুকের দুধ দিয়ে তুমি কেন ওকে বাঁচালে? সত্যি দিদি,—পরের ছেলে কখনও আপনার হয়? বুকের দুধ খাইয়ে কোলে করে মানুষ করেছ, ও কথা ধরতে শিখেছে,—ছোবল দেবেই তো। বোঝ দিদি, ও যদি তোমার নিজের ছেলেটি হতো, আজ কি এমন করে কথা বলে যেতে পারত? ছি ছি, একেবারে ঘেন্না ধরালে গা!"

দাসীরা বাসন পত্র আনিয়া আবার নামাইয়া রাখিল, জানাইল ছোটবাবু সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া, তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিতে দিলেন না।

কল্যাণী বলিল "দেখলে দিদি—"

দৃপ্তকণ্ঠে সুনয়না বলিলেন "দেখেছি; কিন্তু তোরা আয় আমার সঙ্গে, দেখি—সে আমায় কি করে ঠেকায়? আমি নিজে গিয়ে রেখে আসব।"

তিনি অগ্রসর হইলেন, দাসীরা পিছনে চলিল।

সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ছিল নীলেন্দু, সুনয়নাকে দেখিয়া তাহার গর্জ্জন থামিয়া গেল, আস্তে আস্তে সে পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া দরজা বন্ধ করিল।

সম্মুখের ঘরে বাসন নামাইতে আদেশ দিয়া সুনয়না বলিলেন "ছোট বাবু আর আসছে না, তোরা নিশ্চিন্ত ভাবে সব গুছিয়ে ফেল। আমি চললুম।"

কল্যাণী একটু হাসিয়া বলিল "মোঁকের মুখে ফুন পড়েছে দিদি, আর গর্জ্জন গর্জ্জন নেই।"

দৃপ্তনেত্রে একবার তাহার পানে চাহিয়া সুনয়না দ্রুত নামিয়া গেলেন।

(১৬)

নীলেন্দু উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া ছিল, সুমিত্রা তাহার পায়ের কাছে শুষ্কমুখে বসিয়া ছিল।

মেজবউদির দত্ত আঘাত নীলেন্দুর বুকে বড় গভীর রূপেই বাজিয়াছিল, সে কোনমতে এ বেদনা সামলাইতে পারিতেছিল না।

সেই মেজবউদি, তিনি যে এরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, ইহা যেন তাহার কল্পনারও অতীত ছিল।

আজ স্বামী স্ত্রীর আহার হয় নাই। সুনয়না দাসীকে সংসারের কাজ করিতে পাঠাইয়াছিলেন, নীলেন্দু তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ভোলানাথ বাজার করিয়া আনিয়াছিল, অতিরিক্ত রাগে অধীর হইয়া নীলেন্দু থামা সুদ্ধ তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়াছে। সুনয়না রন্ধন করিবার জন্য বামুন ঠাকুরাণীকে পাঠাইয়া দিয়া নিজে নিজেদের রন্ধন করিতে গিয়াছিলেন, নীলেন্দু বামুনদিদিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়াছে।

সে যেন গূঢ় পণ করিয়া বসিয়াছে যে, ইহাদের কিছুই লইবে না। ফুলিতে ফুলিতে সে উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া দিয়াছিল—এত আত্মীয়তার আর কোন দরকার নাই, সে যেমন করিয়াই হউক দিন কাটাইবে, তাহার জন্য কাহারও মাথা ব্যথার আবশ্যক নাই।

সুনয়নাও সেদিন আহার করিলেন না। তিনি কেবল মাত্র আহার করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে কল্যাণী আসিয়া জানাইল, আজ নীলু কিছুই খায় নাই, রাগ করিয়া শুইয়া আছে।

সকৌতুকে সে হাসিয়া বলিল "দেখছো দিদি, পুরুষের কি তেজ, কাউকে কিছু করতে দেবে না, অথচ নিজেরও কিছু করবার ক্ষমতা নেই। ভোলাকে বলেছে কি জানো? বলে—আমি নিজে বাজার করে আনব। ক্ষমতা তো বড়,—যে কখনও দোক্তান বাজার করে নি, সে নাকি বাজার করে আনবে,—শুনে হেসে বাঁচি নে।"

হাসিয়া সে লুটাইয়া পড়িল।

সুনয়না মুখ ভার করিয়া রহিলেন, কল্যাণীর অগোচরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়া গেল।

কল্যাণী বলিল "এই মাত্র দেখে এলুম, ঠাকুরপো শুয়ে পড়ে আছে আর ছোট বউ তার কাছে চুপটি করে বসে আছে। একবার দেখবে চল না দিদি, জানালা দিয়ে চুপি চুপি দেখে চলে আসবে, ওরা দেখতে পাবে না।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুনয়না বলিয়া উঠিলেন "মেজবউ—"

কল্যাণী থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

নীচের ঘটনা উপরে দুইটী প্রাণীর কাণে গেল না। নীলু তখন উপুড় হইয়া পড়িয়া কি ভাবিতেছিল কে জানে,—সুমিত্রা নীরবে বসিয়া চোখ মুছিতেছিল।

দেয়ালের ঘড়িতে টং টং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল, নীলেন্দু ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"একি সুমিত্রা, তুমি এখানে বসে—"বলিতে বলিতে দৃষ্টি পড়িল—সে কাঁদিতেছে।

খানিক নিঃশব্দে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া নীলেন্দু গদগদ কণ্ঠে ডাকিল "সুমিত্রা—"

সুমিত্রা অঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

তাহার মুখের হাত জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া নীলেন্দু বলিল "তুমিও আজ কিছু খাও নি মিত্রা? আমি খাবার নিয়ে আসছি,—খেয়ে নাও।"

সুমিত্রা মাথা নাড়িল।

উৎকণ্ঠিত ভাবে নীলেন্দু বলিল "খাবে না কেন সুমিত্রা?"

রুদ্ধকণ্ঠে সুমিত্রা বলিল "তুমি খাবে না?"

"খাব বইকি—"

নীলেন্দু জোর করিয়া হাসিল—"না খেয়ে কেন দেহটাকে নষ্ট করব? পরের ওপরে রাগ করে মাটিতে ভাত খাব কেন? আজকের দিনটা কোন এক রকমে কাটাতে হবে, কাল সংসার করবার উপায় দেখতে হবে।"

বাক্স খুলিয়া একটা টাকা লইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

কখনও সে হাতে করিয়া কিছু কিনিয়া আনে নাই, আজ বাজার হইতে খাবার কিনিতে গিয়া তাহার মাথা কাটা যাইতেছিল, বাধ্য হইয়া কোন এক রকমে সে খাবার লইয়া ফিরিল।

সম্মুখেই পড়িল ভোলানাথ। বিস্ময়ে সে বলিল "একি ছোটবাবু, আপনি নিজে—"

মুখখানা লাল করিয়া ফেলিয়া নীলেন্দু বলিল "বেশ করেছি বেটা, তোর তাতে কি? ছোটলোককে বেশী স্পর্দ্ধা দিলে মাথায় উঠে বসে,—আমি যা খুসি তাই করি না কেন, তোর তাতে কিরে বেটা?"

ব্যাপার বুঝিয়া ভোলানাথ আর কথা না বলিয়া সরিয়া গেল। মুহূর্ত্তে স্বনয়নার কাণে এ সংবাদ গিয়া পৌঁছাইল।

খাবারে ফুলিবৃত্তি করিয়া কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া নীলেন্দু বলিল "এখন উপায় কি বল দেখি সুমিত্রা?"

সুমিত্রা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "মেজদিকে আমি একবার বলব যে আমরা পৃথক হব না?"

গর্জ্জিয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল "না, কিছুতেই না! মেজ বউদি নিজের মুখে বলেছেন তিনি আমার শত্রু, আমি আবার তাঁর কাছে মাথা পাতব?"

খানিক নীরব থাকিয়া সে বলিল "দেখ মিত্রা, আমি ভেবে দেখলুম তোমার এখানে কিছুতেই থাকা হবে না, তোমায় বাপের বাড়ী যেতে হবেই—বুঝলে?"

সুমিত্রার মুখখানা পাংশু হইয়া গেল, বলিল "কেন, এখানে থাকলে কি ক্ষতি হবে?"

নীলেন্দু বলিল "তুমি এখানে থাকলে আমার সব রকমে ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে যেতে হবে, ওদের কাছে উপহাসাস্পদ হতে হবে। আজ তুমি যদি না থাকতে সুমিত্রা, আমি অন্য কোথাও চলে যেতুম, মেসে গিয়ে থাকতুম, সংসার পাতানোর দরকার আমার ছিল না।"

সুমিত্রা অবনত মুখে বসিয়া রহিল।

নীলেন্দু গম্ভীর মুখে বলিল "তুমি থাকলে আমার কথা রাখা চলবে না, হয়তো ওদেরই বাধ্য আমায় হতে হবে। তুমি এখান হতে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

রুদ্ধ কণ্ঠে সুমিত্রা বলিল "যদি তোমার অসুখ বিসুখ কিছু হয়—"

একটু হাসিয়া নীলেন্দু বলিল "দেড় বছর আগে তুমি আস নি সুমিত্রা, তখন তুমি তো আমার সেবা কর নি, কাজেকাজেই অসুখের ওজর তুমি করতে পার না।"

সুমিত্রা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

উত্তরটা বড় কঠিন হইয়া উঠিল নীলু তাহা বুঝিল, কিন্তু বুঝিয়াও সান্ত্বনার কথা বলিল না।

সুমিত্রা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর মুখ তুলিল—"আমি যাব সেখানে, তুমি আমায় সেখানে পাঠিয়ে দাও।"

নীলেন্দু বলিল "আমি কাল তোমায় সেখানে রেখে আসব।"

কথাটা এইখানেই মিটিয়া গেল।

বৈকালে নীলেন্দু যখন বাহির হইয়া যাইতেছিল সত্যেন্দু তখন বাহিরের উঠানে ধীরে ধীরে পদচালনা

করিতেছিলেন। নীলেন্দুকে দেখিয়া ডাকিলেন "শুনে যা নীলু, একটা কথা আছে।"

নীলেন্দু দাঁড়াইল, আর অগ্রসর হইল না। সে বেশ বুঝিতেছিল, রাগের মাথায় বাসন পত্র ভাঙ্গ করা লইয়া সে মেজবউদিকে যাহা বলিয়া আসিয়াছে, মেজবউদি তাহা আবার মেজদাকে লাগাইয়াছেন।

কিন্তু লাগান, তাহাতেই বা ভয় কি? সে তো আর একান্নবর্ত্তী নয় যে মেজদার কথাকে ভয় করিবে?

সে আর অগ্রসর হইল না দেখিয়া সত্যেন্দু নিজেই অগ্রসর হইলেন।

—"হ্যাঁরে, আজ মিঃ টেম্পেষ্টের সঙ্গে দেখা হল, তিনি বললেন যে তুই নাকি হসপিটালের কাজ ছেড়ে দিয়েছিস?"

নীলেন্দু শান্ত কণ্ঠে বলিল, "দিয়েছি তো।"

সত্যেন্দু বলিলেন "শুনছি তুই নাকি কোম্পানীর কাজ নিয়ে আরেবিয়ায় যাচ্ছিস?"

নীলেন্দু মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল না।

সত্যেন্দু বলিলেন "আরেবিয়ায় যাবি সত্যি কথা?"

নীলেন্দু উত্তর দিল "হ্যাঁ—"

সত্যেন্দুর বুকের মধ্যে কাটিয়া যাইতেছিল, প্রকাশ্যে গম্ভীর ভাবে বলিলেন "সেখানকার বিপদের কথা কিছু জানিস? বেদুইনরা বড় অত্যাচার করতে আরম্ভ করায় ভারত সরকার এখান হতে যে একদল সৈন্য পাঠাচ্ছেন তাদেরই সঙ্গে থাকতে হবে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হবে। যারা জীবনের ভয় রাখেনা—যাদের পেছনে কোন আকর্ষণ নেই—কেউ নেই, তারাই এই নির্দ্দিষ্ট মরণের সামনে যেতে পারে। কই, আর কেউই তো রাজি হল না।"

চাপা স্বরে নীলেন্দু বলিল "আমারই বা পেছনে কি আকর্ষণ আছে, আমারই বা কে আছে? যার মা বাপ নেই, তার আবার—"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সত্যেন্দু বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন "যাকে বিয়ে করেছিস, যার জীবনের সব ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিস, এই স্বেচ্ছাভরে মৃত্যু বরণ করতে যাওয়ার আগে তার কথা ভেবেছিস কি?"

নীলেন্দু কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল "তার কথা তুলবেন না দাদা, সে আমার কে? তার দায়ীত্ব আপনার পরে, কারণ আপনিই তাকে এনেছেন, আমার ঘাড়ে একটা বোঝা চাপিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে সরে পড়েছেন। তার ভাবনা ভাববেন আপনারা, আমি ভাবব না।"

সত্যেন্দু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। নীলু যে এমন স্পষ্ট ভাবে তাঁহার মুখের উপর জবাব দিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন "কিন্তু আমি তোর যাওয়া বন্ধ করতে পারি নীলু, জানিস তুই—সে ক্ষমতা আমার আছে।"

নীলেন্দু বলিল "তা আমি জানি মেজদা, কিন্তু সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আজই সকালে আমি লেখাপড়া করে দিয়ে এসেছি, পরশু সকালে তাদের সঙ্গে চলে যাব।"

সত্যেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন "আর ছোট বউ মা—"

—"তার ভার উপস্থিত আপনাদের পরে দিচ্ছি নে, তাকে কাল তার কাকার কাছে রেখে আসব। তার পর যদিই সে আসে, তাকে একখানা ঘর দেবেন, তার সেই একটা ঘরেই দিন চলে যাবে। আমি তো থাকব না মেজদা, একটা মেয়ে লোককে নিয়ে সংসারে কোন গোল হবে না।"

সে আর দাঁড়াইল না, দ্রুত চলিয়া গেল। স্তম্ভিত সত্যেন্দু তাহার গমন-পথের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

রাজা রামমোহন রায় ও একেশ্বর-বাদ

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু, এম্-বি, সি-আই-ই।

স্বাধীন চিন্তা এবং সর্ব্ব প্রকার অধীনতা হইতে মুক্তি পাইবার আকাঙ্ক্ষা মানব মাত্রেরই জন্মগত অধিকার এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ। স্বাধীন চিন্তা ভিন্ন পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতি কোন বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, আচারে, ব্যবহারে, সাহিত্যে, কাব্যে, কলাবিদ্যায়, সামাজিক এবং ব্যবহারিক জীবনে স্বাধীন চিন্তার অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তৃত ছিল। তাহারই ফলে ভারতের ধর্ম্মভাবের উদারতা, ভারতের সাহিত্য, ভারতের দর্শন, ভারতের কলাবিদ্যা, ভারতের অনুশীলন ধর্ম্ম (Caliture) এবং ভারতের সভ্যতার ধারা আজিও সমস্ত সভ্য জগতের প্রশংসা ও সম্মানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে।

রাজা রামমোহন রায় স্বাধীন চিন্তা ও সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। তাঁহার স্বাধীন চিন্তার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন—প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কার। তিনি প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিগণ প্রণীত উপনিষদের একেশ্বর-বাদ ভারতবর্ষে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। একেশ্বর-বাদ ভারতবাসীর নিজস্ব সম্পত্তি। প্রকৃত জ্ঞানানুশীলন ও স্বাধীন চিন্তার অভাবে ভারতবাসী তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি হারাইয়া দীর্ঘকালাবধি কাচখণ্ডকে বহু যত্ন ও সমাদর করিতেছিল। তাঁহার স্বদেশ-বাসীগণ যাহাতে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া, উত্তরাধিকার-সূত্রে তাহারা যে কি অমূল্য রত্নের অধিকারী, তাহা বুঝিতে পারে, তজ্জন্য রাজা রামমোহন রায় হিন্দু শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া, শুধু তাঁহার স্বদেশবাসীর জন্য নহে, সমস্ত বিশ্ব-বাসীর জন্য অমরত্ব-সাধক অমৃতের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।

তিনি মূর্ত্তি-পূজার একান্ত বিরোধী ছিলেন। প্রাচীন ঋষিগণ যে এক অব্যয়, অক্ষয়, অদ্বিতীয়, অমূর্ত্ত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ও বিহিত উপাসনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই মতেরই পুনঃ প্রচলন ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা তিনি তাঁহার জীবনের মহাব্রত রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা নগরে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহারের জন্য ব্রহ্মোপাসনার মন্দির স্থাপন করেন। এই মন্দিরের পরিচালনের জন্য যে একখানি ট্রষ্ট্-ডীড্ (Trust-deed) তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি ছত্রে তাঁহার একেশ্বর-বাদের প্রতি আন্তরিকতা এবং তাঁহার বিশ্ব-মানবের প্রতি ভ্রাতৃ-প্রেম উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরের মূর্ত্তি-কল্পনা অজ্ঞানতা-প্রসূত ও মিথ্যাচার, ইহাই তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। অতি তরুণ বয়সে তাঁহার মনে মূর্ত্তি-পূজার প্রতি বিরোধ-ভাব উপস্থিত হয় এবং ইহার জন্য তাঁহাকে বিস্তর লাঞ্ছনা ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে অসীম অনন্ত ঈশ্বরের কোনরূপ সসীম ও সান্ত রূপ বা মূর্ত্তির কল্পনা সম্ভবপর নহে, এ কথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না এবং এই সত্যই বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে ও গীতায় ভারতের আর্য্য ঋষিগণ ওজস্বী ভাষায় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় প্রচলিত মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যে একেশ্বর-বাদ রূপ সত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ঔচিত্য সম্বন্ধে কোন অধ্যাত্ম জ্ঞান-সম্পন্ন গরিষ্ঠ হিন্দুর তাঁহার সহিত মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য্য যে, হিন্দু-শাস্ত্র-কারগণ, এমন কি পরম জ্ঞানী ও পরম ভাগবত গীতাকার পর্য্যন্ত, সাধকের প্রকৃতি-ভেদে মূর্ত্তি-পূজার সপক্ষেও অনুকূল মত প্রকাশ

করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সনাতন-ধর্ম্ম-বাদীগণ যদি দেশ-কাল পাত্র এবং উপাসকের অধিকারভেদে একেশ্বর-বাদ এবং মূর্ত্তি-পূজা, এই উভয় প্রকার উপাসনা-পদ্ধতির সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা দ্বারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে তাঁহাদের মতের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ না পাইয়া বরং উদার-তাই প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহা নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বাস্তবিক হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজাকে সকল সময়ে "পৌত্তলিকতা" বা "পুতুল পূজা" বলিয়া মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই প্রণালীর উপাসনা প্রকৃত জ্ঞানীর পক্ষে অনুষ্ঠানীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও শাস্ত্রকারগণ স্থানবিশেষে ইহার ঔচিত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং মানুষের শিক্ষা, সংস্কার, প্রকৃতি ও আবেষ্টনী ভেদে উপাসনা-পদ্ধতির প্রভেদ যে অবশ্য সম্ভব এবং আবশ্যক, তাহাও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে নিরাকার ভাবে উপলব্ধি করিয়া উপাসনা করিতে অসমর্থ, তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁহারা রূপকচ্ছলে মূর্ত্তি-পূজা দ্বারা ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

অধিকারী-ভেদে আপামর সাধারণের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা যাহাতে নিবারিত হয়, তদ্বিষয়ে এদেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্র-কারগণের প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং আমার মনে হয় যে এই রূপক উপাসনা-পদ্ধতির অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিয়া সমাজস্থিতির মহাশত্রু "নাস্তিকতা"কে তাঁহারা দেশ হইতে এক প্রকার নির্ব্বাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ কোন সহজ ভক্তি উদ্দীপক ব্যবস্থার অভাবে পাশ্চাত্য জগতে নাস্তিকতার প্রচণ্ড প্রভাব দিন দিন বিস্তার লাভ করিতেছে এবং সোভিয়েট রুসিয়ার মধ্যে স্থাপিত Anti-God Societyর সভ্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া উপাসনা করা জ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাচার বলিয়া স্বীকৃত হইলেও লোক-শিক্ষা, সমাজস্থিতি এবং ধর্ম্ম-ভাবের উদ্দীপনা হিসাবে ইহার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এবং এই সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাঁহারা মূর্ত্তি-পূজার সমর্থন করেন, তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ বা তাঁহাদের প্রতি শ্লেষোক্তি প্রয়োগ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি নিরাকার ব্রহ্মে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, তাহার পক্ষে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই প্রশস্ত ও শ্রেয়ঃ। অন্য প্রকার উপাসনা-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা তাহার পক্ষে নিশ্চয়ই মিথ্যাচার হইবে।

কিন্তু তদ্ধারণায় অসমর্থ ব্যক্তি যদি প্রকৃত বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরের কোন কল্পিত রূপক-মূর্ত্তি উপাসনা করিয়া পবিত্র ও সাধুজীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, তাহার পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন, তাহার উপাসনার প্রত্যক্ষ ফল যে নিরাকার-বাদীর উপাসনার ফল অপেক্ষা কোন অংশে লঘু বা হীন নহে, ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অবমাননা করা হইবে। আমরা ফল দেখিয়াই সকল কার্য্যের বিচার করিয়া থাকি; ইংরাজীতেও একটা কথা আছে —A tree is known by its fruit। আমাদের শাস্ত্রে ভগবানকে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঈশ্বর অন্তর্য্যামী, তিনি মনুষ্যের অন্তরের ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মানুষের সত্যাচার বা মিথ্যাচারের পরিচয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোনরূপ বাহ্যিক অনুষ্ঠান বা আড়ম্বর দ্বারা তাঁহার দৃষ্টি, প্রেম বা অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কারী পূজনীয় পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব সাকার ও নিরাকার-বাদী দিগের এই চিরন্তন বিসম্বাদ মিটাইবার জন্য সর্ব্বদা বলিতেন—"যত মত, তত পথ," অর্থাৎ এক একটি ধর্ম্মমত ঈশ্বরকে পাইবার এক একটি পথ মাত্র; তাঁহার মতে সকল ধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত যে কোন ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিলে মানুষ ঈশ্বর লাভ করিতে সমর্থ হয়। তবে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না হইলে মানুষ কোন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না। তিনি বালকের ন্যায় সরল ও সহজভাবে বলিতেন যে, যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান ও ইচ্ছাময় বলিয়া বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তিনি "নিরাকার" হইতে পারেন আর "সাকার" হইতে পারেন না, বলিলে তাঁহার শক্তি ও ইচ্ছাকে "খাটো" করা হয়। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি মনে

করিলে "সাকার" ও "নিরাকার," দুই হইতে পারেন। ভক্ত শিরোমণি তুলসীদাসকে যখন তাঁহার কোন শিষ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, সগুণ বা নির্গুণ, সাকার বা নিরাকার প্রভৃতি বিভিন্ন ঈশ্বরোপাসনাপদ্ধতির মধ্যে কোন পথ শ্রেয়ঃ, তখন ঐ সাধুমহাত্মা যে সারগর্ভ উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। উক্তিটি এইঃ—

"নিগুণ মেরা পিতা হই, সগুণ হই মাতারি।
কিস্কো রাখো কিস্কো ছোড় দোনো পাল্লা ভারি।"

যেরূপ মাতা ও পিতার মধ্যে কে গুরু, কে লঘু, বিচার করিয়া বলা যায় না, সেইরূপ "সাকার" ও "নিরাকার" উপাসনার মধ্যে কোন্‌টি তৌলে ভারী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, তাহা নির্দ্দেশ করা আমার সাধ্য নহে। এই উপমা সৌন্দর্য্যে, ভাবে ও কবিত্বে অতিশয় মধুর এবং উদারতা হিসাবে ইহা অমূল্য।

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রণীত গীতা নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বরের চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য—ইহাদের মধ্যে কোনটিই নিষ্ফল নহে। ভক্তিই উপাসনার সার—ভক্তিশূন্য উপাসনা ভগবানের নিকট অগ্রাহ্য। ভক্তিযুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য; ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। যিনি একাগ্রচিত্তে অনন্তের ধ্যান ধারণায় সক্ষম এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে পারেন, তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন, তাঁহাকে কাজেই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে।

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের এই সহজ-জ্ঞান-সম্ভব সারগর্ভ উপদেশের প্রতি আমি নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহ সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত বলিয়া উহা জনসাধারণের অপ্রাপ্য, অগম্য ও অবোধ্য ছিল। শাস্ত্রের উপদেশ এবং তাহার প্রকৃত মর্ম্ম যাহাতে সাধারণ লোকের পক্ষে সুগম হয়, তজ্জন্য রাজা রামমোহন রায় উপনিষদাদি ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ বাংলাভাষায় অনুদিত করিয়াছিলেন। আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি যে, ইয়ুরোপে যতদিন ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ ভাষার মধ্যে ধর্ম্ম-শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ক জ্ঞান আবদ্ধ ছিল, ততদিন ইয়ুরোপীয় সমাজ অজ্ঞানতা-সমাচ্ছন্ন ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল। যখন ইয়ুরোপের প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ ভাষায় প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইল এবং সকল বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিভিন্ন দেশে তদ্দেশীয় ভাষায় প্রচলিত হইল, তখন হইতেই ইয়ুরোপে জ্ঞানযুগের সূত্রপাত হইল। বঙ্গদেশে রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারা বঙ্গভাষার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান প্রচারকার্য্য প্রথমতঃ আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় গদ্য সাহিত্যের প্রচলন ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার মহাশয় এবং আর দুই একজন পণ্ডিত গদ্য-সাহিত্য রচনায় প্রয়াস পাইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন রায় বাংলাভাষায় গদ্য-সাহিত্য লিখিবার প্রথম উদ্যোগী না হইলেও প্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন। বঙ্গভাষা ইহার জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে।

"খাবারের" জন্মকথা

ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্।

"খাবার" কাহাকে বলে ?

"খাবার" কথাটি প্রাকৃত। আভিধানিক সংজ্ঞায় উহা এদেশে ব্যবহৃত হইলেও, চলিত কথায়, অন্ততঃ কলিকাতার সহরতলীতে "খাবার" বলিলে, মোদকের দোকানে নানা জাতীয় যে মিষ্টান্ন ও ভাজা-খাদ্য প্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যায়, প্রধানতঃ তাহাদিগকেই বুঝায়। এবং এই প্রবন্ধে "ময়রার দোকানের মিঠাই ও নোনতা খাবারকেই" লক্ষ্য করিয়া বলা হইবে।

ইহার বিশেষত্ব কি ?

দুনিয়ায় এত জিনিষ থাকিতে, আমি ময়রাকে লইয়া এত মাথা বকাই কেন? তাহার কারণগুলি সংক্ষেপে বলিতেছি :—

(১) নগদ-পয়সা ফেলিলে মোদকের দোকানে মুখরোচক নানাজাতীয় খাদ্য তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। সে-সকল খাদ্য সকলে তৈয়ারী করিতে জানে না, এবং ঘরে-ঘরে কালভদ্রে তৈয়ারী করিতেও যথেষ্ট ব্যয় পড়ে ;—কাজেই, ময়রার দোকানে ব্যতীত, রসনার তৃপ্তিসাধন করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে অন্যথা অসম্ভব। এই জন্য, সহজে রসনার নানারূপ তৃপ্তিকর খাদ্য খাইবার লোভে লোকরা ময়রার শরণাপন্ন হয়—এবং তাহা অতি ব্যাপক ও ব্যাপ্র ভাবে!

(২) "জামাই-কুটুম্ব" বা "আত্মীয়-স্বজন" আসিলে, ঘরে তৎক্ষণাৎ নানাজাতীয় ব্যঞ্জনসহ লুচি বা ভাত তৈয়ার করিয়া দেওয়া, সময় ও শ্রমসাপেক্ষ বলিয়া, অনেকে "দোকানের খাবার" দোকানে-ভাজা লুচি, ডাল, আলুর দম, এমন কি, ডিম ও মাংস খাওয়াইয়া আত্মীয় স্বজনকে আপ্যায়িত করেন! এমন কি, বিবাহের "পাকা খাওয়ান"তেও দোকানের লুচি তরকারী প্রভৃতির ব্যবহার দেখিয়াছি। এ ব্যবস্থা আলস্য ও নীচতাব্যঞ্জক, সন্দেহ নাই।

(৩) আজকাল কলিকাতায় ত বটেই, কলিকাতার উপকণ্ঠেও দহস্র রকম ব্যঞ্জনাদি দ্বারা অতিথির সৎকার করিলেও, ২।৪টা "দোকানের খাবার" না দিলে, যেন গৃহস্থের সম্ভ্রম বজায় থাকে না এবং অতিথি-অভ্যাগতের যথেষ্ট খাতিরও করা হয় না—এমন একটা কদর্য্য ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

(৪) "দোকানের খাবার" গুলি যেমন সুদৃশ্য, প্রায় তেমনি সুস্বাদুও হয়—কাজেই লোভনীয়ও হয়। সুদৃশ্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, লোকরা এইগুলি গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। সকলের অভিজ্ঞতা কি তাহা জানি না, তবে ক্রিয়াকাণ্ডে আমার নিজ ও পরিচিত যত জনের বাটীতে "খাবার" তৈয়ারি করান হইয়াছে, সকল স্থলে ময়রার দোকানের মত সর্ব্বাংশে অমন সুস্বাদু হয় নাই। এই জন্যও ঘরের-তৈয়ারি খাবার ফেলিয়া, অনেকে ময়রার দোকানের খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হন।

মোদকদিগের কথা

জাতি-হিসাবে আমি মোদকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলিতেছি না ; তবে কলিকাতায় যত মোদক দোকান সাজাইয়া বসিয়া থাকে, আমি তাহাদিগেরই কথা বলিতেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে, আজ কলিকাতায় বাঙ্গালী মোদকের সংখ্যা অতীব কম—"হিন্দুস্থানী" "হালুইকরের" সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ প্রবন্ধে প্রধানতঃ বাঙ্গালী মোদককেই লক্ষ্য করিয়া কথা বলা হইবে ; যাহা বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইবে, "হিন্দুস্থানী"দিগের পক্ষে তাহা বহুগুণে প্রযোজ্য।

কাঁচা অবস্থায় ও তৈয়ারি অবস্থায়—উভয় অবস্থাতেই খাদ্যদ্রব্য—পবিত্র জিনিষ বলিয়া পরিগণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজেই, যাহাদিগের হাতে খাদ্যদ্রব্য নাড়াচাড়া করিবার, প্রস্তুত করিবার ও পরিবেশন করিবার ভার থাকিবে, তাহাদিগের সর্ব্বদাই অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

থাকা উচিত। কিন্তু অধিকাংশ ময়রার দোকানে যান, দেখিবেন, দোকানের মালিক হইতে কারিকর পর্য্যন্ত—সকলেই মূর্ত্তিমান ময়লা! যেমন দেহ নোংরা, তেমনি তাহাদের কাপড়ও নোংরা। তদুপরি, তাঃাদিগের অভ্যাস আরো নোংরা। দাদ, চুলকানি, গরমীর ঘা ও মেহ নাই বা হয় নাই এমন লোক দোকানে অল্পই পাইবেন। পানের ক'ষ দুই আঙুলে মুছিয়া, নাক ঝাড়িয়া, ঘাম চাছিয়া, দাদ চুলকাইয়া, অস্থানের কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি করিয়া, সরাসরি সেই হাতে ইহারা খাদ্যদ্রব্য তৈয়ারি ও পরিবেশন করে। যদি কেহ দয়া করিয়া গামছায় হাত মোছে, তবে, সে গামছাও অত্যন্ত ময়লা। ইহাদের মাথার চুল বড় থাকে, আঙুলের নখ বড় থাকে, এবং ইহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদির দুর্গন্ধে কাহার সাধ্য ইহাদের নিকটে যায়। এই জাতীয় জীবের হস্তে পাককরা মিষ্টান্ন জানিয়া-শুনিয়া নিতান্ত প্রিয়জনকেও আমরা খাইতে দিয়া গর্ব্ব ও আত্ম-প্রসাদ অনুভব করি! আমরা কি সত্যই এতটা মরিয়াছি? তাহার উপর, যে দাস-দাসীরা নিজ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা খাবার ঢাকিয়া আনে সেটাও ভাবিবার কথা!!!

ময়রার দোকান

বাঙ্গলায় একটা কথা আছে—"বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন"। এ কথাটি ময়রার দোকানের প্রতি বিশিষ্টরূপে প্রযোজ্য। ময়রার দোকানের বাহিরটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং আলমারী ও গ্লাসকেস দ্বারা সজ্জিত—যদিও অর্দ্ধেকগুলিতে কোনও কালে কাচ বসান হয় নাই। ডাঃ রাধাগোবিন্দ-করের পাল্লায় পড়িয়া সকল ময়রাকেই গ্লাস-কেস করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ কেসে কাচ পরান থাকে না এবং বাহিরের দিকে কাচ থাকিলেও, সে সকল কেসের অপর তিন দিক দিয়া ধূলা, মাছি, আরশুলা, পিপীলিকা ও ইন্দুরের অবাধ গতি থাকে। আমি স্বচক্ষে রসগোল্লার গামলায় নেংটি ইন্দুরকে সাঁতার দিতে দেখিয়াছি, এবং পিপীলিকা নাই, এমন রসও আজ পর্য্যন্ত দেখিলাম না। চক্ষে ধূলা দিবার জন্য—কুটাদ্বকে সুন্দর দেখাইবার জন্য—এই গ্লাসকেসের বাহার। লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়া ছাড়া ইহার আর কি ব্যবহার আছে?

ভিয়ান-ঘরটি সর্ব্বনেশে স্থান। এখানে ধূলা আছেন—ধূল আছেন—ইন্দুর-আরশুলা-মাকড়সা-পিপড়া আছেন—ছেঁড়া, ময়লা, দুর্গন্ধময় হাত শিকনি ও পানের পিক্ মুছিবার ন্যাতা আছেন—গোবর আছেন—বামিরা আছেন—কাঁচা আছেন—নাই কি? ভিয়ানের হাতা-খুন্তি-ঝাঁজার, বেলুন, লবণ-চিনি, সবই মাটিতে অবাধে রাখা হয় আর সেই মাটির সঙ্গে অজস্র রাস্তার ধূলা পঙ্ক-রূপিণীরূপে মিশ্রিত হয়। সেইখানেই ময়লা গামলা, সেই-খানেই আঁস্তাকুড়, সেইখানেই হাত ধোয়া পাত্র। সেখানে ভিয়ানের সময়ে, কত পান-সোক্তা চলে ও হাসির লহরের সঙ্গে ভিয়ানের কটাহে মুখামৃত বর্ষিত হয়; সেখানে তেল-চিটা গামছায় হাত মোছা, কড়া মোছা একত্রে সকল রকম মোছাই হয়। এবং সেই গামছাতে পানের ক্ষয় ও শিকনিও মোছা যে হয় না, তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারি না।

এই ত গেল খাবারের দোকান। তাহার চারিপাশের সংবাদ কি? ময়লা ফেলার টব (ডাষ্ট-বিন) বা আঁস্তাকুড় অনেক খাবারের দোকানের খুব নিকটেই থাকে। ময়লা-জলের (unfiltered) কল অনেক ভিয়ানঘরের হাতের গোড়াতেই থাকে। তাহা ছাড়া, সকল খাবারে মাছি ও ধূলা উড়িয়া খাবারে অবাধে বসিতে থাকে। এ সকল কথা কোন্ করদাতা না জানেন এবং কর্পোরেশনের কোন্ কাউন্সিলার বা হেল্‌থ-অফিসার বা স্যানিটারী ইন্সপেক্টার না জানেন? কিন্তু সকলেই চোখ থাকিতে কানা ও কাণ থাকিতে কালা সাজিয়া সাংখ্যের পুরুষ হইয়া আছেন।

বর্ত্তমান চাকচিক্যের যুগে, বিজলীবাতির আলোকে ও বাহিরের মাজা বাসন ও গ্লাসকেসের ঔজ্জ্বল্যে, তথা খাদ্য-দ্রব্যের সাজানর কারসাজিতে এবং খাদ্যদ্রব্যগুলির মনোহর দৃশ্যে সকলেরই মন ভুলাইবার চেষ্টা করা হয়। এতদ্ব্যতীত, হয় ত কোনও কোনও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর বাবুদের বাড়ীতে কখনো খাবার উপঢৌকন যায় কি না, তাহা বলা যায় না।

অনেকে প্রণিধান করিয়া দেখেন না যে, ময়রার দোকান কত লাভের। যে অনুপাতে নিত্য অলিতে-গলিতে ময়রার দোকান গজাইতেছে, যে হারে প্রত্যেক

ময়রার দোকানই অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িয়া উঠে, ময়রার দোকানের লভ্য দানে যে হারে কতকগুলি মন্দিরের সমৃদ্ধি বাড়িতেছে, এবং ময়রার দোকান কখনো ফেল হয় না এসব কথাগুলি তলাইয়া বুঝিলে, বেশ বুঝা যায়, যে, ময়রার দোকান অত্যন্ত লাভজনক। যে দোকানের লাভ এত বেশী, সে দোকান কেন এমন জঘন্য নরক-স্থান হইয়া থাকে?—বিশেষতঃ, যখন ময়রার দোকান বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ময়রার দোকানের এই ভয়াবহ অবস্থা সমাজের লক্ষ্য করিবার বিষয়!

ময়রার খাবারের উপকরণ

(১) ছানা।—এদেশে, প্রধানতঃ, গরুর দুধেরই ছানা ব্যবহৃত হয়। ময়রারা অধিকাংশ স্থলে মাটী-তোলা দুধের ছানা ব্যবহার করে। এদেশে গরুর দুধের সমস্ত মাটীটা উঠাইয়া লইয়া, তবে গোয়ালা দুধ বেচে। মাটী হইতে গোয়ালারা ঘরে ঘৃত তৈয়ারি করিয়া বেচে। যে ময়রারা ভাল দুধ কেনে, তাহারা গরম দুধে আগেকার দিনের ছানার জল দিয়া টাট্‌কা ছানা কাটাইয়া লয়। খরিদ্দারকে ছানার ওজনের হিসাবে, দুধের দাম দেওয়া হয়। ছানা কাটাইবার পরে, জলদেওয়া দুধের মত যে "ছানার জল" পাত্রে পড়িয়া থাকে, তাহাকে স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়। এই জল, এবং গামছায়-বাঁধা ওজন-চাপান ছানা হইতে যে জল ঝরিয়া পড়ে—উভয়কে একত্র করিয়া জালা বা কাঠের টব বা পিপায় রাখিয়া দেওয়া হয়। কলিকাতায় সাধারণতঃ দুইবার ছানা কাটান হয় প্রথম ক্ষেপ বেলা ছয়টা-সাতটা আন্দাজ এবং দ্বিতীয় ক্ষেপ রাত্রি দু'টা আন্দাজ। প্রত্যেক বারের জলটা জমাইয়া রাখা হয়। সেই জল চারটি কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়; প্রথম কাজ—পরের বারে ছানা কাটাইবার "দমল" (ঝাঁকি) হিসাবে সামান্য পরিমাণে ঐ জল কাজে লাগে। দ্বিতীয় কাজ—ঐ জলে যে মাটা ভাসিয়া উঠে, সেই মাটা তুলিবার ইজারা যাহার সঙ্গে থাকে, সে সেই জল লইয়া যায়; মাটা তুলিয়া লইবার পর, সেই মাটা ছোটখাট ময়রার দোকানে ও গরীবদের ঘরে ঘৃতের আকারে বিক্রীত হয়। তৃতীয় কাজ—ঐ ছানার জল বেশ টক্ হইয়া আসিলে, অনেক "ঘোষের সরবতের" দোকানে ঐ সরবতের জন্য বিক্রীত হয়। চতুর্থ কাজ—গাভীকে মাটা-সমেত ছানার জল খাওয়াইলে গাভীর দেহ পুষ্ট হয় বলিয়া, উহা দুই-তিন আনা ছোট-কলস হিসাবে বিক্রীত হয়।

এক্ষণে ছানার সম্বন্ধে আরো দুটিকতক কথা বলা আবশ্যক। ছানা-নিংড়ান জল, কোন্ "নালী" বাহিয়া, কোন্ চৌবাচ্চায়, কি আকারে রক্ষিত হয়, তাহা বোধ হয় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য-পরিদর্শকগণ বলিতে পারেন। আমরা যাহা জানি, তাহাতে "ঘোষের সরবতের" উপরে দুণাই জন্মায়!

ময়রা মহাশয় ছানার সঙ্গে সুজি, ময়দা, চাউলের গুঁড়া ও বাসি-ছানা মিশ্রিত করেন।

তাহার পরে, যে সব ছানা বাহির হইতে কলিকাতায় আসে, তাহাদের কি অবস্থা হয়, তাহা কি হেল্‌থ-অফিসার মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়া দিবেন? খুব নামজাদা দু এক ঘর মোদক ব্যতীত, কলিকাতার বেশীর ভাগ ময়রাই মফঃস্বলের ছানা ক্রয় করে। এই ছানা গোয়ালার ঘরে পল্লী-গ্রামে তৈয়ারী হইয়া, গামছা-বন্দী হইয়া, ঝুড়িতে চাপিয়া, রেলযোগে কলিকাতায় আসে। শীতকালে যত না হউক, গ্রীষ্মকালে, পাছে ছানা খারাপ হইয়া যায়, এই ভয়ে, বাঁক-শুদ্ধ ঝুড়ি বীড়কীর পুকুরে ডুবান থাকে;—গাড়ী দেখা যাইলে, তৎক্ষণাৎ বাঁকশুদ্ধ ছানা উঠাইয়া, গোয়ালার চাকররা রেলগাড়ীতে উঠিয়া বসে। পল্লীগ্রামের পুষ্করিণী অধিকাংশই যে কি ভীষণ অবস্থাগ্রস্ত, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। আর পল্লীগ্রামের পুকুরমাত্রেই যে মানুষ থুথু ফেলে, মল ও মূত্র ত্যাগ করে এবং স্বয়ং ও গবাদিকে স্নান করায়—এ কথা বলাই বাহুল্য। কাজেই, একে গ্রীষ্মকাল, তাহার উপরে পাড়াগাঁয়ে আমাশয়, কলেরা লাগিয়াই আছে;—কাজেই, কোথাকার কোন্ পুকুরের জলে ডুবান ছানা যে আমরা খাই, তাহা বলা যায় না।

(২) চিনি।—চিনিতে মাছি, পিপড়া, আরশুলা অনবরতই পড়িতেছে। গুড়েতে থাকে না বা পড়ে না এমন জীবই নাই। আর সেই চিনি ও গুড়ে ময়রার খাবার প্রস্তুত হয়। মাছি, পিপড়া ও আরশুলা-বিষ্ঠা, থুথু, গয়ার, পুঁয প্রভৃতি যে সেই গুড় বা চিনিতে নাই, এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। গুড়ে ইঁদুর পড়া কিছু বিচিত্র নয়—

এবং তাহার প্রাণ বিয়োগের পূর্ব্বে, জীবটি যে সে গুড়ে মন ত্যাগ করে না, এমন কথাও বলা যায় না। ১৯২৭ সালে অক্টোবর মাসে ১২০০৯ টন্ গুড়ে মানুষ পড়িয়া মারা যায়; হেলথ অফিসার সে গুড় মানুষের অপাঙ্ক্তেয় বলা অপরাধে, করোনারের জুরীরা হেলথ অফিসারকে তিরস্কার করেন—কারণ, সে গুড়ের দাম প্রায় ৯ লক্ষ টাকা এবং সাহেব কোম্পানী তাহার মালিক এবং যে কুলি দুইটি পড়িয়াছিল, তাহার চর্ম্মে নাকি পচন ধরে নাই! জুরীগণ এই গুড় একটু খাইয়া সংসাহস ও সদনুষ্ঠানের পথ খোলসা করিলেন না কেন?

(৩) ঘৃত।—নানা জাতীয় চর্ব্বির সমষ্টিকে "ঘি" নামে ব্যক্ত করা পদার্থের বদলে, এখন "ভেজিটেবল্ প্রডাক্ট" প্রায় প্রত্যেক ময়রার দোকানে ব্যবহৃত হইতেছে। উক্ত "ভেজিটেবল্ প্রডাক্ট" যাহাই হউক না কেন, উহা সস্তা এবং গরম থাকিলে, উহার কোনও দোষ গুণ বুঝা যায় না। যতদিন ঐ জিনিষ বাজার-চলন না হইয়াছিল, ততদিন চিনাবাদাম তৈল, মহুয়ার তৈল প্রভৃতি যত বাজে তৈলের সঙ্গে ছিটে ফোঁটা ঘিয়ের যোগ করিয়া, ময়রার দোকানের খাবার প্রস্তুত হইত। ঠাণ্ডা হইলে ভেজিটেবল প্রডাক্ট মোমের মত শক্ত হইয়া যায়। নামে "ভেজিটেবল্" (অর্থাৎ বনস্পতি-জাত) হইলেও, প্যারাফিনের মত ঐ জিনিষ কত দিন মানুষের পেটে সহ্য হইতে পারে? অথচ সস্তা বলিয়া, প্রায় সকল ময়রাই অধিক লাভের লোভে উহা ব্যবহার করে।

(৪) সুজি ও ময়দা—কস্মিন্ কালে ভাল জিনিষ ব্যবহার হয় বলিয়া শুনি নাই।

(৫) ক্ষীর।—রেলের কল্যাণে, টিনে পুরিয়া "পশ্চিম" দেশ হইতে বাসি, মাটা ভোলা মহিষ দুধের "খোয়া ক্ষীর" প্রচুর পরিমাণে কলিকাতায় আসে। আর সেই ক্ষীর দিয়া যত "ক্ষীরের খাবার" প্রস্তুত হয়। তাই ময়রার দোকানের সকল খাবারের চেয়ে ক্ষীরের খাবার—যথা, বরফি, কালাকন্দ, ইত্যাদি—খাইয়াই বেশীর ভাগ স্থলে কঠিন উদরের পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে। শুনিতে পাই, ময়দাহীন খুব পাতলা রুটি তৈয়ারি করিয়া, দুধে মিশাইয়া জাল দিলে "রাবড়ী" প্রস্তুত হয়।

(৬) ডালের ও বেসনের—যত খাবার হয়, তাহার মধ্যে খেসারির ডাল সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা বলিয়া, অপর ডালের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। আরসুলা প্রভৃতির "নাদি" ঝাড়িয়া, দোকানের যত কৃষ্ণ ও পাঁচ-মিশালি শস্যকে গুঁড়াইয়া, সবেদা ও বেসম তৈয়ারি হয়। এবং ডালও ঐ রকম পাঁচ মিশালি ডাল ইত্যাদির সমষ্টি।

(৭) কলিকাতায় দুপুর বেলা পরিষ্কৃত জল থাকে না—অথচ "ময়লা" (আন্‌ফিলটার্ড) জল সারাদিন থাকে। সেই জল অবাধে পাককার্য্যে ব্যবহৃত হইবার বাধা কি?

(৮) যাহারা "খাসা" বা "খামিরা" ঘরে প্রস্তুত করে, তাহারা উহাকে ভাল ভাবেই করে, কিন্তু কেনা খামিরার অনুসন্ধান লইলে আক্কেল গুড়ুম হয়। এক দিন হেলথ অফিসার মহাশয় তাহা দেখিয়া চক্ষু ও নাসারন্ধ্রের সার্থকতা করিয়া আসুন না?

খাবারের বাসন ও পরিবেশন পাত্র

খাবারের দোকানের বাসনগুলি ছাই ও রাস্তার মাটি সংযোগে পরিষ্কৃত হয়। তাও আবার অনেক সময়ে পা দিয়া মাজা হয়।

যে ঠোঙায় খাবার বিক্রীত হয়, তাহার মাহাত্ম্য ১৩৩০ সালের "সংহতি" পত্রিকার ৩০৮—৩১০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি বলিয়া পুনরুল্লেখ করিলাম না।

যে পিত্তলের পাত্রে তবক দেওয়া বা না দেওয়া খাবার দিনের পর দিন সাজান থাকে, তাহাতে কলঙ্ক পড়ে। বহুবার দোকানের মিঠায় উঠাইয়া দেখিয়াছি, খাবারের তলায় দু চার বিন্দু কলঙ্ক লাগিয়া আছে! এই কলঙ্ক বিষ—তাম্রের বিষ। দোকানীদের বা ক্রেতাদের এদিকে হুঁস আছে কি? ময়রারা এক হাতে পয়সা গণিয়া নিয়া তৎক্ষণাৎ সেই হাতেই রসগোল্লা পরিবেশন করে—খাবার রস মাখান হাতে অপরকে পয়সা গণিয়া দেয়। এই ভাবে কলঙ্ক এবং ময়লা প্রায় সকল খাবারেই যাইতেছে!!! কুষ্ঠব্যাধি ও অপর ব্যাধিগ্রস্ত কত লোকই পয়সা ঘাঁটে—আর সেই পয়সা ঘাঁটিয়া রসে হাত ডুবানোর অর্থ যে কি ভীষণ, তাহা আর খোলসা করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

10৪386

উপসংহার

কি দেখিলাম? কি বুঝিলাম? যে জাতি নিজ দেহপুরস্থিত শ্রীভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত নিত্য দৈহিক যজ্ঞে এই ঘৃণাকারজনক জিনিষ নিবেদন করে, এবং বেমালুম এত বড় অত্যাচার সহরের বুকের উপর নিত্য হইতে দেয়—সে জাতি কি জীবিত—না মৃত? যে দেশের কর্পোরেশনের অধিকাংশ কর্মচারী ও সদস্যই এতদ্দেশীয় লোক, সে দেশের কর্পোরেশন কোন্ অজুহাতে এত বড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন?

ময়রাদের অপরাধ কি? খরিদ্দারের সংখ্যা নিত্যই বাড়িতেছে এবং "ঘি আইন" কতকটা পঙ্গু আইন। খরিদ্দার সস্তায় মাল চায়। দোকানদার অম্লান দিয়া প্রচুর লাভ করিলেও, খরিদ্দার কখনো নিজের লাভ ক্ষতি খতাইয়া দেখে না। কিন্তু, যাঁহারা আমাদিগের খাদ্যের দোহাই দিয়া অর্থ শোষণ করেন, তাঁহারা ময়রার দোকান আরো ভাল করিয়া পরিদর্শন করিতে পারেন না? তাঁহারা লাইসেন্স দিবার সময়ে, "খাঁটি ঘৃত বা তৈল" ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করিতে কি পারেন না? আইন করিয়া, অথবা সাময়িক "বাই-ল" করিয়া, প্রত্যেক খাদ্যের ষ্টাণ্ডার্ড ওজন, ষ্টাণ্ডার্ড উপাদান ও দামের নিরিখ বাঁধিয়া দিতে পারেন না? দেশবাসী বহু কৃতবিদ্য লোক কর্পোরেশনে আছেন; কিন্তু কত বৎসর ধরিয়া খাদ্যের দোষ গলায় গলায় দেখাইয়া দিয়াও ফল পাইতেছি না কেন? দেশবাসীরা কি কর্পোরেশনের নিদ্রা ভাঙাইতে পারিবেন না?

[ভারতবর্ষ]

নারী

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম-এ।

পঙ্কিল পুকুরে ফোটে কমল যেমন.
সংসার মাঝারে নারী, তুমিও তেমন
মানবের দগ্ধ মন তোমারি প্রভায়,
তৃষিত্বিত যত জ্বালা নিমি লোপ পায়।
সতীত্ব সংযম আর প্রেম নিরমল,
সংসার নিটুর মাঝে সতত অটল।
প্রকৃতির স্বরূপিনী সন্তোষ-দায়িনী,
বিশ্বের প্রতিমা-তুমি ভুবনমোহিনী।
প্রকৃতি মানব মাঝে যত ব্যবধান,
নিরমল প্রেমে তব পায় অবসান।
জীবন মরণ পথে তুমি গো পথিক,
তোমার আলোকে, দেবী, হেরি চারিদিক।
সকল শক্তির মূল সাধনার কাম,
কভু মাতা কভু কন্যা কভু তুমি জায়া।

সমালোচনা

বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য—স্বামী বরদানন্দ প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস সমিতি, ১০৯ং হরিসা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। বিবাহিত জীবনে যথোচিত সংযম পালন করাটীর অত্যাবশ্যক কথাগুলি বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে কেবলমাত্র সন্ন্যাসী সাধুর আজীবনীতে প্রথম দেখিয়াছি। তারপর এই দেখিলাম স্বামী বরদানন্দের উপদেশ-বাণী—এই "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য।" গ্রন্থ বলিতেছেন—'ইন্দ্রিয় সুখে কখনও পরিতৃপ্তি সম্ভব নহে। বিবাহের দ্বারা নরনারীর মধ্যে দৈহিক একপ্রাণতা স্থাপিত হইলেও অথবা তোগ বিবাহিত হয় না। তাহা নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট তপস্যার প্রয়োজন আছে। এই একনিষ্ঠ কামাচারকে প্রেমে পরিণত করিয়া তোগলুব্ধতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার সামর্থ্য বিবাহের নাই। পরন্তু সেই তপস্যার সেই সামর্থ্য আছে।' গ্রন্থ আরও বলিতেছে—'পরস্পরকে শ্রীরমণাবেশেই তন্ন বিন্ন, তন্ন বিন্ন, মানুষী বিন্নহ আমিল যখন মরনারী দেহের, মনের ও আত্মার সম্মিলন সাধন করে, তখন প্রেমের বন্যার কাম ভুবিয়া যায়, ব্রহ্মানুভূতি ও ভূমানন্দ দেহানুভূতির তন্ময়তা ও বিস্মরণের আবিলতা সহসা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ০০ এই ভাবে ভগবৎপ্রেমের মধ্য দিয়া স্বামী-পত্নীর মোহ অন্ধতার চক্ষু ঘুচাইবার জন্যই মনোদেবের নিত্যসুন্দরের পিপাসাকে পূজকরূপে বিন্নহবিধি করিয়া তোলে। ইহাই বিবাহিতের সাধনা।' ইহার উপকারিতা অনেক অবাক এ গ্রন্থে খুঁজিয়া পাইয়াছি। ১২৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থ, সমুদয়ই অমূল্য উপদেশে পূর্ণ। তবে আজকালকার তরুণ প্রাণে এইখানি ব্রহ্মচর্য্যের মহত্ত্বের স্থান দান করিবে কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রত্যেক যুবকই গ্রন্থখানি পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

স্বামীজীর পত্র—স্বামী বরদানন্দ লিখিত পত্রাবলী। ভবিষ্যদ্বাণীর পত্রগুলির উপর একবার চোখ বুলাইয়াই-বা-কিছু একটু সমালোচনা করিব, কিন্তু তাহা পারি নাই। তোখ আপনাহতেই বার বার পড়িতে ইচ্ছা হয় না। প্রত্যেক পত্রখানির প্রত্যেক ছত্রই প্রাণে নূতন নূতন ভাবে অনুপ্রেরণার সাড়া দেয়, অন্তরের পরিবেশনায় দৌর্ব্বল্য ঘুচাইয়া দিয়া মুক্ত বিজয়ী করিয়া তোলে। স্বামীজীর পত্রখানি হতাশা-মুখ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অমৃত স্বরূপ। মূল্য বার আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান :—গুরুদাস সমিতি, ১০৯ং হরিসা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পথের সন্ধান, কর্ম্মের পথে—উক্ত বরদানন্দ স্বামী প্রণীত। প্রত্যেক স্বামিই মনুষ্যত্ব বিকাশের উপযোগী আধ্যাত্ম-বাণী সম্বলিত। ১৬ পৃষ্ঠা করিয়া প্রতিখানার মূল্য ছয় পয়সা। প্রকাশক—গুরুদাস সমিতি, ১০৯ং হরিসা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাঙ্গলিক—শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায় অনুদিত মার্কবিধিত খৃষ্ট-জীবনীর অভিনব সংস্করণ। মূল্য আট আনা। বর্ত্তমান জগতে যে তোন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই এমন একটু উদারতা আসিয়াছে, যাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা এবং তাহা হইতে সার গ্রহণ সাধারণ ধর্ম্মজীবন পালনের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের গ্রন্থগুলি স্বদেশী ভাষায় অনুবাদ হোয়ার ধর্ম্ম ও সাহিত্য সাধনার বিশেষ সুবিধা। খৃষ্টধর্ম্মের বাইবেল গ্রন্থ বাঙ্গলার বিদেশী সাহেবদের উৎকট বঙ্গভাষায় লিখিত হওয়ায় গ্রন্থের এলাকার গ্রন্থের পূজা লাভের হইয়া পড়ে। এইভাবে বঙ্গভাষায় লিখিত বহু খৃষ্টীয় গ্রন্থ বাঙ্গালী পাঠকের হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও খৃষ্টের অমূল্য উপদেশাবলীর মর্ম্ম অতি অল্প সংখ্যক লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে। চুনীবাবু এই গ্রন্থখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। বাইবেলের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদের এই প্রথম প্রচেষ্টায় তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। গ্রন্থখানির পূর্ব্ব নাম ছিল "খ্রীষ্ট কথিত মঙ্গলিক।" কিন্তু কেবলমাত্র "মাঙ্গলিক" নামটি হইলে বোধ হয় বাঙ্গালী পাঠকের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইত। অবশ্য গ্রন্থের পরিচয় হিসাবে নামটি ঠিকই হইয়াছে। গ্রন্থের পরিচয়ের উপরে আমরা মাঙ্গলিক লিখিয়া ছাপা একটু কম্পাইই করিলাম। গ্রন্থকার ইতঃপূর্ব্বে "সত্যাসনের সন্ধান" নামক প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া সংকলন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিও খৃষ্টীয় প্রাচীন নীতির গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। এই গ্রন্থগুলি Calcutta Diocession Committee, S. P. C. K. কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মিলন মন্ত্র—শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২৭।১।বি, বাগবাজার লেনস্থ বসুমতী-সাহিত্য কুটীর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। এখানি একখানি ঐতিহাসিক নাটোপন্যাস। ভারত সম্রাট মহম্মদ বোগলকের সমসাময়িক ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া লিখিত। পাঠান ও মোগল যুগের সামাজিক রীতিনীতির অনেক কথা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেকগুলি ছবি আছে; ছাপা, কাগজ, বাঁধাই চমৎকার।

চিত্রে সতীসাধ্বী—বেঙ্গল সাহিত্য কুটীরের একখানি উপাখ্যান পুস্তক। ইহাতে সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, সৈব্যা, বেহুলা প্রভৃতির পুণ্যময় জীবন কাহিনী সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বহু সংখ্যক

চিত্র প্রকাশে পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে। উপন্যাস হিসাবে পড়িতে বিশেষ উপযোগী। মূল্য ১।০ সিকা মাত্র।

পূজার অর্ঘ্য—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসুমল্লার প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান বিজয়া-সাহিত্য-মন্দির, কুমারখালি—পোঃ কুষ্টিয়া। মূল্য ১।০, পৃঃ ১৭৭। এখানি একটি গল্পগ্রন্থ। এই গ্রন্থে 'সতীরাণী', 'পল্লী-বিপ্লব', 'বিধবা প্রতিমা', 'অপরাজিতা', 'অভিমন্যুমার' ও 'আনন্দী' এই ছয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে। গল্পগুলি মন্দ নহে, পড়িতে বসিলে শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে ইচ্ছা করে। আখ্যানবস্তু সবগুলিই পুরাতন, তথাপি গ্রন্থকার স্বীয় রচনা-কৌশলে গল্পগুলিকে হৃদয়গ্রাহী ও উপভোগ্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে গল্পের মধ্য দিয়া লেখক সুকৌশলে অনেক গুলি সামাজিক সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। গল্পগুলির আখ্যান বস্তু অতি সামান্য হইলেও মোটের উপর গল্পগুলি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। লেখকের ভাষা বেশ সরল, প্রাঞ্জল ও মার্জ্জিত; অথবা অতিরঞ্জিত-প্রকাশের চেষ্টা নাই। দুই-তিনটি ছাপার ভুল বাহির হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ অতি উৎকৃষ্ট, বাঁধাই মন্দ নহে।

পুষ্পবতী

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন।

ভবানীর পূজা নিয়া চলিয়াছে রাণী পুষ্পবতী
পতির মঙ্গল হেতু, আঁখি-আগে ফুটিয়াছে জ্যোতি
মহিমার; মাধুরী মেশানো ফুটে যথা কনক-কুসুম
আপনার মধুর লীলায়। তেম্‌নি দেবীর পদে আঁকিবারে চুম
চলিয়াছে ধীরে ধীরে নৈবেদ্যের থালাখানি নিয়া
সভক্তি আনত শিরে। গন্ধ ভাসে বনপথ দিয়া।
জীবনের ব্যর্থ শত কাজে আসিয়াছে যদি কে দিন,
ভাবে রাণী করিবে না তারে ব্যর্থতায় বিফল মলিন।

কত বক্র গিরিপথ ভাঙ্গি অবশেষে দেবীর মন্দিরে
আপনার পুরাণ কামনা, প্রণমিয়া ভক্তিনত শিরে
গলায় আঁচল বাঁধি। কহে রাণী—"জয় মা ভবানী,
পতি মোর হোক্ রণজয়ী, দাও শুধু এ আশিষ-বাণী।"
তুষ্ট হোল না দেবী। কাঁপিয়া উঠিল অসি তাঁর
চরণের রাঙা জবা পড়িল ঠিকরি অভিশাপ বরষিয়া মার।
শিহরি উঠিল রাণী, নাহি কোন বাণী সরে মুখে,
বিস্ময় ব্যাকুল হয়ে পথ চলে দুখ নিয়া বুকে।

কত কথা কয়ে যায় নিরালায় সখি সাথে ধীরি
আনমনে দাঁড়ায় থমকি; দেবী পানে কভু চাহে ফিরি,
শেষে দূর পাহাড়ের কোলে প্রসবিল শিশু সুকুমার
রাণী এক। হেন কালে দূত কহে "নাহি রাণা আর!
পাশীরাজ পারদের রণে সঁপেছেন শিলাদিত্য প্রাণ—
রণভূমে অমর মরণে অমরত্ব করেছেন দান।
নির্ভীক বীরের মত রণমাঝে অমর শয়নে
শুয়েছেন মহারাণা; শান্তি আঁকা প্রশান্ত নয়নে
ভাতিছে মহিম-জ্যোতি।" এত কহি দূত রয় চাহি।
স্মিতহাস্যে কহে রাণী—"এ মরার তুলনা যে নাহি!"
সঁপি দিল আপন তনয়ে কমলার শুভ্রমতী হস্তে,
ব'লে রাণী—"করো না মা ক্ষিধা; নাও এরে মার মত স্নেহে।"
সিক্ত হইল আঁখি, দুঃখে কাঁদে কমলা ব্রাহ্মণী;
বলে—"মাতা, ভাবিও না মনে, আপন আত্মজ সম গণি
যতনে পালিব ছেলে তোর, হা মা তুই সতীর মতন।"
ফুটিয়া উঠিল হাসি রাণীর আস্যনে, চিতানল জ্বলিল গগন—
বিশ্বগ্রাসী রক্তজ্বালা নিয়া। পুষ্পবতী 'গুহ'মুখ চুমি—
হৃদয় দেবতা আরাধিয়া পূজিল আপন মন্ত্র ঠেকায়ে আভূমি
জগতের দেবতারে, রক্তবাসে সারা অঙ্গ ঢাকি
এলানো কবরী সনে সিন্দূরের লাল ধারা মাখি,
উঠিল চিতায় সতী। প্রস্ফুটিত ফুলের সুরভি
ভরি দিল আকাশ বাতাস। গেয়ে গেল চারণিয়া কবি—
সতীর অমর গাথা; আজও সেথা সোণার আখরে,
মরণের মহান্ উৎসব আজও জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে।

* * *

অবশেষে একদিন মেবারের ভবিষ্যৎ কালে,
"গুহেতে" পরায়ে দিল মেবারের রাণা টীপ ভালে—
ভীলদল। বলে আজও মেবারের "গ্রিক্কোট-গরিমা"
অতীতের স্মৃতি সাথে প্রকটিয়া আপন মহিমা।

নব ভারতের গতি

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

ভাব থাকিলে ভাবনা আসে, আবার ভাবনা থাকিলে ভাবের উদয় হয়। যাহাদের ভাব এবং ভাবনা আছে, তাহাদের স্থিতি ও গতি এবং উন্নতি আছে। পরের ভাবনায় যাহারা ভাবিয়া থাকে, অপরের ভাবে ভাবিত হয়, তাহারা নিজস্বতা হারাইয়া পতনের দিকে ছুটিয়া চলিতেছে ইহা সুনিশ্চিত।

ভারতবর্ষ এমন এক যুগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যখন তাহার নিজস্ব ভাব ও ভাবনা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিজীত ভারত যেমন পররাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতেছে, তেমনি পরভাবের ভাব কুহেলিও তাহাকে আচ্ছন্ন করিতেছে। এমন অবস্থায় গতির পূর্ব্বে—যাত্রার প্রাক্কালে একবার আত্মস্থ হইয়া ভাবিতে হইবে নিজেদের ভাবনা, অনুসন্ধান করিতে হইবে নিজস্ব ভাব!

মানবের একটা গূঢ় অহমিকা আছে, তাহাই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে—আবার বাঁড়াইয়াও তোলে। জাতির পক্ষেও এই অহমিকাই তাহার প্রতিষ্ঠানভূমি। আমরা বড়—আমাদের জাতীয়তার সর্ব্বস্বটুকুই গরিমা ও মহিমাময়!—ইহাই জাতীয় অহমিকা। এই অহমিকা যাহারা বর্জ্জন করে বা করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের বিলোপের দিন নিকটবর্ত্তী।

যুগ যুগান্তের সুদীর্ঘ পথ—আত্মমহিমার বিজয়পতাকা উড়াইয়া চলিতে চলিতে আজ বিংশ শতকের প্রথম ভাগে দেখিতেছি একটি বিমূঢ়তার বিষ-বাষ্প জাতীয় আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ধর্ম্মে, সমাজে, সভ্যতায়, সাহিত্যে—জাতীয় জীবনের সর্ব্ব স্তরে বিকট পরভাব-ভাবুকতা!

নীতি দুর্নীতি, শ্লীলতা দুঃশীলতা—এসব লইয়া আলোচনা করিব না; শুধু স্বাধীন, স্বচ্ছ, সুসভ্য মানবের চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং অহঙ্কারের প্রেরণায় বলিব—আমার মাতা, ভগ্নী, কন্যা, পত্নী কেন পরবশতার বিষদুষ্ট হইবেন? উন্নতি আবশ্যক হয়, নিজেদের মনীষার উদ্ভাবনায়, আপনাদের সাধনার বলে উন্নতির গতি ও প্রকৃতি স্থির করিব।

সমাজের দিকে চাহি, সেখানেও দেখি আমরা ক্রমশঃ বিলীয়মান হইতেছি। আমাদের নিজস্বতার দীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। বাঙলার স্নিগ্ধ মধুর বাঙালীয়ানা আজ আর বরণীয় নহে; তাহার পরিবর্ত্তে ফিরিঙ্গিয়ানার অক্ষম অনুকরণ সমাজকে আচ্ছন্ন করিতেছে।

সাহিত্য!—সেখানেও বেহুলা নাই, খুল্লনা নাই! সেখানে কালু ডোম, লক্ষ্মী ডোমনীকে দেখি না; দেখিতে পাই না রাম লক্ষ্মণ সীতা, যুধিষ্ঠির পার্থ ভীম! দেখি না রাজসেনী, মৈত্রেয়ী, গার্গী! পরিবর্ত্তে দেখি পিরিচ-পেয়ালা, কুর্সী-কাঁটা হস্তা, "সর্ট" পরিহিতা রমণী। দেখি না চন্দ্রগুপ্ত অশোক, প্রতাপ শিবাজী,—পরিবর্ত্তে দেখি লালসাক্ষিপ্ত নর-নারী—বিলাসী যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত তরুণ সমাজ মৃতপ্রায়!

লাঠিখেলা নাই, হাডুডুডু নাই; আছে টেনিস্, ক্রিকেট! প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে; বিলাতী কলিকের ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি পাইয়া অনাহারে শীর্ণ হাতে 'টর্চ্চ লাইট' ঝুলিতেছে!

সাহিত্য, সভ্যতা, শিক্ষা, অর্থনীতি, উন্নতি, প্রগতি এই সবের কথা ভাবিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া ভাবিতে চাই আমরা কই, কোথায় এবং কোন দিকে চলিতেছি!

আমরা ভাবি না, পরে ভাবায়! দেখি না নিজেরা, পরে দেখায়! চলি না নিজেরা, পরে চালায়! সোভিয়েট রাশিয়ার মত রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করিতে হইবে, কামাল-পাশার অনুসরণে দেশ গঠন করিতে হইবে, য়ুরোপের লালসাক্ষিপ্ত কদর্য্য সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য রচনা করিতে হইবে;—আমরা যেন স্রোতের কুটা—যখন

যে দিকে বেগ, সেই দিকে ছুটি। কিছু বলিবার ও ভাবিবার পূর্ব্বে ভাবিতে চাই আমরা কারা!

বাঙালী আমরা—বাঙলার শ্যাম শোভমান প্রকৃতির অঙ্কে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা এক দিন শ্যামল শোভন উত্তর সমাজ ও সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। সে সভ্যতায় শুধু পৌরুষতা ছিল না; ছিল না শুধু বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্য রস। বাঙলার শিল্প ছিল, সঙ্গীত ছিল, তপস্যা ছিল। সর্ব্বস্বের উপর ছিল বাঙলার এক নিজস্ব মহিমা।

সেইটুকুই যে সর্ব্বস্ব—সাত রাজার ধন এক মাণিক। আজ যে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। বাঙলার দামোদর পদ্মা রহিয়াছে, নাগর কেশুলি রহিয়াছে, গৌড় সপ্তগ্রামের অবশেষ রহিয়াছে, নাই সেই সাত রাজার ধন এক মাণিক অর্থাৎ বাঙালীর নিজস্বতা!

সর্ব্বস্বের পূর্ব্বে এই নিজস্বতার প্রতিষ্ঠা চাই। এই নিজস্বতাকে বর্জ্জন করিয়া প্রগতিও চাহি না। আমাকে চাহি বলিয়াই আমার নিজস্বতাকে চাই। আমি এবং আমার নিজস্বতা যে এক ও অভিন্ন। আমার নিজস্বতার বিলোপ ঘটিলে আমারও যে বিলুপ্তি। সেই জন্যই সর্ব্বাগ্রে চাই আমাকে ও আমাদের।

কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলি; আজ সর্ব্বাগ্রেই চাই খাঁটি বাঙালী হইতে। বাঙালীর চিরন্তন দিনের স্বভাব ধর্ম্মের পুনর্জাগরণ চাই। বাঙালীয়ানার প্রতিষ্ঠাবেদীর উপর উন্নতি ও অভ্যুদয় চাই।

মরু-বক্ষে বীজ বপনের মত কোন চিন্তা ও ভাব—যাহা ভারতীয় এবং সনাতন—তাহা দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না। এমন ক্ষেত্রে কোন সুগভীর চিন্তা, উচ্চ ভাব এবং সমস্যার ভারতীয় মীমাংসা—এসব করিয়া লাভ নাই, শুধু পণ্ডশ্রম!

দেশের আজ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়াছে আপনার ভাবে ভাবিত হওয়া, আপনার রূপে মোহিত হওয়া, আপনার সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া।—নিজের প্রতি আমাদের যেদিন শ্রদ্ধা জাগ্রত হইবে, সেদিন আরোর কথা কহিবার দিন আসিবে। এখন আত্ম-প্রতিষ্ঠ হওয়াই পরম কর্ত্তব্য। ইহাই শ্রেয়ঃ পথ।

নয়ন যেথায় যায় না

শ্রীমতী লীলা দেবী।

নয়ন যেথায় যায় না—
সেই খানেরই ফুলবনে
গাইছ তুমি আপন মনে,
দৃষ্টি আমার তোমারে তাই
খুঁজলে যেথায় পায় না।
নয়ন যেথায় যায় না!

সেই খানেরই সরোবরে
ঐ মুখেরই ছায়া পড়ে,
কুসুম পাতা পথে পথে
চরণ তব বুকে ধরে;
সেথায় নিবিড় তরুতলায়
বেড়াও তুমি আলো ছায়ায়,
মন যে আমার সদা সেথায়;
থাকতে যেথায় চায় না।
নয়ন যেথায় যায় না!

মলয় সেথায় আসে ছুটে
তোমার গানের মধু লুটে,
এতই সাধি তবুও সে সুর
যেথায় তো কেউ গায় না।
নয়ন যেথায় যায় না!

দুনিয়ার এই খেলাঘরে

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র।

স্বামী গোপেন্দু ওপরের ঘর থেকে চেঁচাইয়া ওঠে, ধলি পান-টান কি কেউ আর দেবে না?

নীলা মেয়েকে দুধ খাওয়ায়, তাড়াতাড়ি খুকীকে রাখিয়া ওপরে উঠিয়া যায়।.....সাড়ে সাতটা বেলা, স্বামীর আফিসের তাড়া।...

খুকী চীৎকার করিয়া কাঁদে—

শুনিলে চলে না,.....আফিসের টাইম, একটু লেট হবার জো নেই।.....গোপেন্দু পান নেয়, বলে—দেখো গরমের কোটটা ঝেড়ে রেখে দিও।

নীলা ঘাড় নাড়ে, বলিতে যায় কি—

বাধা দিয়া গোপেন্দু কহে, জুতোর ফিতেটা বাঁধ শীগ্‌গির।.....বলিতে বলিতে দ্রুত হস্তে সিগারেট ধরায়!.....

ফিতা বাঁধিয়া নীলা বলে, আসার সময় এক টিন হরলিক্ এনো খুকীর জন্যে, আর কিছু লিলি বিস্কুট। বড় খোকার, ছোট খোকার মোজা, আর একটা মাথা আঁচড়ান চিরুণী।

তিক্ত কণ্ঠে গোপেন্দু উত্তর দেয়, জ্বালাতন!..... প্রত্যহ, চব্বিশ ঘণ্টা ফরমাস্। দোকানে আমার দুশো-পাঁচশো জমা আছে, যে, যাব আর আনব! না আমার—

একটা কটু কথাও বলিয়া ওঠে। নীলার মুখ হইতে আর দ্বিতীয় কথা বাহিরে আসে না।.....নতনেত্রে দাঁড়াইয়া থাকে; গোপেন্দু বাহির হইয়া যায়।

জুতার শব্দ ক্রমে ক্রমে.....অবশেষে একেবারে অশ্রুত হইয়া আসে।.....একটা মিষ্ট কথা, একটু হাসি, একটু চুম্বন, হাতখানি বারেক চাপিয়া ধরা, 'আসি' বলিয়া বিদায় সম্ভাষণের তরে যে প্রাণটা উৎসুক, আকুল হইয়া থাকে, তার প্রতি গোপেন্দুর নজর পড়ে না।..... ব্যাকুলিতা নারী-হৃদয় দ্রবিত, মথিত করিয়া ভাসিয়া আসে দীর্ঘশ্বাস শুধু।.....

খুকীর চীৎকার, খোকাদের স্কুলের তাড়া উচ্চকিত করিয়া তোলে।.....শাশুড়ী রাগিয়া ওঠে; এ কিরে বাপু, দশ ঘণ্টা ধ'রে ওপরেই আছেন! বাপ্, এমন আয়েসী তো আর দুটো দেখ্‌লুম না!

নীলার কাণে সবই যায়।.....দুটো চোখ সজল হইয়া ওঠে।.....

নীলা—

একদিন মনে ছিল অগাধ আশা, সীমা-হারা কল্পনা।... সেই সুদ-জীবন্ত—কিশোর বুকে যেদিন পুলকের পরশ লাগিয়াছিল, নারীর অন্তরের মানসী রাণীটি যেদিন আস্তে আস্তে ভাসিয়া উঠিতেছিল, বাসনা কামনা লইয়া চিত্ত যেদিন প্রমোদ গানে ভরপুর ছিল—কল্পনার কত হিন্দোলায় দুলিয়া উঠিত প্রাণ।... ...

কিশোরীর অন্তরের কুমারী-কবি মনে মনে গড়িয়া লইয়াছিল সে, আর তার প্রেমিক সখা। আর কেহ নাহি,.....মুখে মুখে, বুকে বুকে শুধু তাদের দিন-যামিনী কাটিয়া যাইবে।.....নদীর কিনারে, তরু-ছায়া-তলে, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, কাননে-কুঞ্জে হরিণীর মত চকল চরণে ছুটিবে। সৃষ্টির আদি দম্পতীর মত তারা, শুধু তারা ছাড়া আর থাকিবে না কেহ; জানিবে না কাহাকেও।...

সেদিন, সে সোনার স্বপন, কল্পনা-কুহক আজ কোথায়? হাওয়ার ঘর টুটিয়া গিয়াছে, প্রাণের সব সাধ ডুবিয়া গিয়াছে!.....শুধু খাটুনী।.....উদয়াস্ত খাটিয়াই চলিয়াছে। বিরাম নাই, শান্তি নাই।.....তারও ওপর কলহ কচ্‌কচি।.....এই সবের পাশেও যৌবনের যে স্বপন মাঝে মাঝে উঁকি মারে, সংসারের 'আষ্টে-পিষ্টে' নাগ-পাশের বাঁধন এমন করিয়া চাপিয়া রাখে, যে, তাহা ছুটিতে পায় না।.....

মাঝে মাঝে নীলার মনে হয়, এই বন্ধীত্ব, এই পরাধীনতা !.....ছুটিয়া বাহির হয় এই সব ভাঙ্গিয়া ! মনের স্বাধীনতা স্বচ্ছন্দতাকে এমন ভাবে নিষ্পেষিত করিয়া হত্যা করে যে সমাজ, প্রমোদ-বিলাসের সঙ্গিনী করিয়া সংসারের বন্ধ-কারাগৃহে শুধুই কয়েদীর মত খাটায় যা'দের বিধান,.....চূর্ণ, ধ্বংস হইয়া যাক্ তাহা।

মানবের মানবতাকে এমন করিয়া শ্বাসরোধ করিয়া আধমরা করিয়া রাখে যাহারা, তাহাদের অভিমত, তাহাদের শাসন, তাহাদের শাস্ত্র চাহে না সে !.....

বিদ্রোহী আত্মা তাহার গর্জ্জিয়া ওঠে, মুক্তি, মুক্তি—মুক্তি চাই সত্য সুন্দরের।.....

সকাল বেলা।.....

নীলা উঠিতে পারে না। কদিন হইতেই তাহার জ্বর আসে। তাতে তো রেহাই থাকে না ;—সংসার চলিবে কি করিয়া ? কাজেই ওই যৌবনেই গত-যৌবনা নারীকে তার ওই কঙ্কাল-দেহ লইয়াই খাটিতে হয় অবিরত।...

বাংলার দুর্ভাগিনী নারী.....এই লইয়াই যে জন্ম ওদের !

মুখ চাহিবার কেহ থাকে না।...

আজ সকালে নীলা উঠিতে যায়, উঠিতে পারে না। বেদনার ভারে সর্ব্বাঙ্গ টন্ টন্ করিয়া ছুইয়া পড়িতে চায়।...তারও ওপর কোলের খুকীর জ্বর, সে মাকে ছাড়িতে চায় না। স্তনে মুখ দিয়া পড়িয়া আছেই।...

মেজ খোকারও তাই—দুটো হাত মায়ের বুকে রাখিয়া কাছ ঘেঁষিয়া শুইয়া থাকে। বলে, মা, তুমি উঠ না, লক্ষ্মীটি—

মা বলে, উঠি বাবা, নইলে রান্না বান্না কে ক'রবে ?

ছেলে বলে, ও সব ঠাকুমা ক'রবে। তুমি উঠ না মাগো, আমার একলাটি ভয় ক'রবে।...

দু'হাতে আঁকড়াইয়া ধরে। মায়ের প্রাণ...বিশ্বের সকল রোষ তুচ্ছ হইয়া যায়।...নীলা অগত্যা শুইয়া থাকে। বড় ছেলেকে ডাকিয়া বলে, তোর ঠাকুমাকে বল—মা উঠ্‌তে পারচে না, অসুখ,...আর মেজরও, খুকীরও...তারা ছাড়চে না।

একটা পুরাণো মাসিক দেখিতে পায়, তাই টানিয়া চোখের গোড়ায়ধরে।...অতীত দিনের স্মৃতি আসিয়া সব পড়া গোলমাল করিয়া দেয়।

শাশুড়ী দেখে উনানে আঁচ পড়ে না—হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে।...রুখিয়া ওঠে, নবাবী ক'রে শুয়ে আছ, আমার শ্রাদ্ধের জোগাড় ক'রবে কে ?

নীলা বলে, মা,অসুখ, আর খোকারা ছাড়তে চায় না।

শাশুড়ী ধমক্ দেয়, ছাড়তে চায় না ! আরাম ক'রে কেতাব পড়া হচ্ছে.....অসুখ !...ওসব ন্যাকামী ঢের জানি গো ! আসুক গোপে, বিবি বউএর বিবিয়ানা দেখে পেট্ ভরাক্।.....

গোপেশ্বর বাজার করিয়া ফেরে। বলে, কি সব—

মা বলে, বেলা আটটা, এখনও মেম সাহেব বিছানায় শুয়ে কেতাব প'ড়চেন দেখো।.....ওই দেখে পেট ভরিও।...

গোপেশ্বর পুরুষ মানুষ।...উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। নীলার হাত হইতে বই টানিয়া লয়, ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়।... তারপর স-পদ দাপে কহে, যাও শীগ্‌গির ও ঠ। ওসব আয়েস এখানে চ'লবে না জেনো.....পাঁচটা চাকর চাকরাণী আমাদের নেই।...

অভাগিনী নারী অক্ষম শরীরকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। দুটো শিশু কাঁদে, মা, মা.....মায়ের বুক খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়।...

কথা ও কাজ

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ।

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে নারীর অধিকার ও দাবী দাওয়ার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু প্রবন্ধ পড়িয়াছি। এই সকল আলোচনা অতীব শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু ক্রমাগত আলোচনা শুনিয়া শুনিয়া মনে হয়, কাজ অপেক্ষা কথায় বড় বেশী সময় আমরা দিতেছি। কাজের স্পষ্ট ধারণা ও উপলব্ধির জন্য যতটা কথার প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা বেশী কথার অবতারণা দেখিলে বাচালতা মনে হয়।

গত দশ বৎসর বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এবং দিবারাত্র Statistics (সংখ্যারাশি) লইয়া কাটাইবার ফলে বর্ত্তমান লেখকের মনে একটা সন্দেহ দাঁড়াইয়াছে এই যে, 'নারীজাগরণ' বলিয়া যতটা বহুাড়ম্বর চলিতেছে দেশে ততটা জাগরণ হয় নাই।

কবি বলিয়াছেন "বিপুলা চ পৃথ্বী"—বাংলা দেশ শুটীকতক সহর লইয়াই নয়। ১৩৫টী সহর, আর ৯০ হাজারটী গ্রাম। গ্রামবাসী মেয়েদের মধ্যে বড় বেশী জাগরণ দেখিতেছি না। বাংলার স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২ কোটী ২৪ লক্ষ মধ্যে অর্দ্ধ লক্ষ মেয়েদের মধ্যেও জাগরণের সাড়া পড়ে নাই। গৃহে গৃহে নারীকে জাগাইবার জন্য একদল নারী-কর্ম্মী আবশ্যক। তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য হইবে বর্ত্তমান অবস্থার সম্বন্ধে একটী অনুশীলন ও সমালোচনার ভাব দেশময় প্রচার করা। নারীকে নিজের প্রতি নূতন দৃষ্টিতে তাকাইতে বলিতেছি। কবি বলিয়াছেন "আত্মানম্" বিদ্ধি; আমরা বাংলার গ্রামে গ্রামে মেয়েদের মধ্যে সেই স্বাধিকার-বোধ দেখিতে চাই।

নারীর জাগরণ অর্থ নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি বলিলেই সব বলা হয় না। তথাপি এই ক্ষুদ্র আদর্শকে মাপকাঠি করিয়া দেখিলেও আমরা কি দেখিতে পাই? বাংলার নারীর স্বাস্থ্য নাই, শিক্ষা নাই এবং সামাজিক অবস্থাও শোচনীয়।

ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় স্ত্রীলোকদের গড় পরমায়ু ৫২ বছর, জাপানে ৪৫ বছর আর ভারতবর্ষে ২৩ বছর। বাংলার মেয়েরা যেন জন্মিয়াই মরিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এই মৃত্যুর কারণ আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? নারীর মৃত্যু বাংলা দেশে প্রধানতঃ দুইটী রোগেই বেশী হয়—একটী প্রসব কালীন অনাচার ও অপরটী যক্ষ্মা। এই দুইটী ব্যাধিকেই সামাজিক নির্য্যাতনের অন্যতম ফল বলা চলে।

বাংলাদেশে প্রতি বৎসর ৭০ হাজার প্রসূতি মরে। আমাদের দেশের প্রসূতি মৃত্যু বিলাতের ৫০ গুণ। এই মৃত্যুর কারণ—অকাল মাতৃত্ব, গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং সূতিকাগারে সস্নেহ ও বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম। কলিকাতায় ক্ষয় রোগীর অধিকাংশই স্ত্রীলোক। ইহার কারণ, মধ্যবিত্তেরা যে প্রকার আলোক ও বাতাসহীন গৃহে মেয়েদের রাখেন অথবা রাখিতে বাধ্য হন, উহা আপনা আপনি ক্ষয় রোগ ডাকিয়া আনে। যক্ষ্মা রোগ কমাইতে হইলে পর্দার কড়াকড়ি একটু শিথিল করা প্রয়োজন।

শিক্ষার অবস্থাই কি আশাপ্রদ? ১৯২৭ সনের শিক্ষা-বিবরণীতে দেখা যায়, মোট স্ত্রী-জনসংখ্যার একশত ভাগের দুই ভাগ মাত্র বিদ্যালয়ে যায়, বাকী প্রায়গুলি যে তিমিরে সেই তিমিরে।" ইহাদের মধ্যে আলোকের রশ্মি কে ফুটাইবে?

বাংলার বড় গর্ব্ব যে What Bengal thinks today India thinks to-morrow. বাংলা নাকি চিন্তাজগতে অগ্রণী। অথচ এই বাংলার এক অঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু। ত্রিবাঙ্কুরে হাজার করা ১৭৩ জন, মহীশূরে ৭৪ জন স্ত্রীলোক শিক্ষিত আর বাংলায় এক হাজার মেয়ের মধ্যে ২১ জন মাত্র শিক্ষিত। এই শিক্ষিতের অর্থও census এর ভাষায় যাহাকে বলে একখান চিঠি লিখিবার ও পড়িবার ক্ষমতা।

আর স্ত্রীশিক্ষার অর্থ ত বিবাহের বাজারে চালাইবার জন্য কিঞ্চিৎ আক্ষরিক জ্ঞান—গ্রাম্য আলঙ্কারিক বলেন "কিঞ্চিৎ লিখনম্ বিবাহের কারণম্"—কথাটা বাংলার মেয়েদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায় সামাজিক অব্যবস্থা অথবা নির্য্যাতন নহে কি? বাল্যবিবাহ স্ত্রী-শিক্ষার প্রধান অন্তরায়, তারপর পর্দ্দা। আমাদের দেশে হাজার করা প্রায় ৫শত স্ত্রীলোকের অর্থাৎ অর্দ্ধেকের, এক হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বিবাহ হইয়া যায়। বিলাতে ঐ বয়সে একজনেরও বিবাহ হয় না। ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইবার সাহসও অনেকের থাকে না, কারণ লজ্জাহীনতার অভিযোগ আসিয়া পড়িবে; "পাছে লোকে কিছু বলে।" শুধু কি তাহাই? হিন্দু সমাজে আবার ১৫ বছর বয়সের পূর্ব্বেই হাজার করা ৩০ জন বালিকার বৈধব্য ঘটে। তখন ত মৃত স্বামীর অথবা পিতৃ-গৃহের হাড় ভাঙ্গা খাটুনীই তার একমাত্র কাজ।

এই সামাজিক অবনত অবস্থা, নারীজাতির এই দুর্গতিকেই লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাহাদিগকে অবনত জাতি Depressed class বলিয়াছেন। বাংলার নারীর দুর্গতি বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক। নারী জাগরণ অর্থ যদি ইহার উন্নতি হয়, তবে বাংলা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বড় বেশী অগ্রসর হইয়াছে বলিতে পারি না, বিশ্বের সহিত তুলনা নাই বা করিলাম?

সতী জয়মতী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র।

আহোমরাজা চক্রধ্বজ সিংহের মৃত্যুর পর আসামের ঘোর দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল। মন্ত্রীরা সকলে একজোট হইয়া রাজ্যমধ্যে ভয়ানক জুলুম-জবরদস্তি সুরু করিয়া দিল। বছর সাতেকের মধ্যে তিন তিনজন রাজাকে তাহারা মারিয়া ফেলিল। অবশেষে সকলে মিলিয়া সলা-পরামর্শ করিয়া চামগুরীয়া রাজ পরিবারের চুলিক্ফা নামক এক রাজকুমারকে সিংহাসনে বসাইল। চুলিক্ফাকে সকলে বলিত 'লরা' রাজা। অসমীয়া ভাষায় বালককে বলে 'লরা'।

সিংহাসনে বসিয়াই লরা-রাজা এ কথা বেশ করিয়াই বুঝিলেন যে, নামে রাজা হইলেও আসলে তিনি মন্ত্রীদের হাতে খেলার পুতুলটি মাত্র। যে-কোনো সময় তাহারা আর-কোনো রাজকুমারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিতে পারে। তাই নিজের পথ সাফ্ করিবার জন্য, তিনি আর-আর রাজবংশের যত রাজকুমার ছিল, তাহাদিগকে হত্যা করিবার মতলব করিলেন।

গদাপাণি ছিলেন তুঙখুঙীয়া বংশের গোবর রাজার ছেলে। তিনি ছিলেন প্রকাণ্ড জোয়ান আর বেজায় সাহসী। একবার তিনি নাকি একটা ক্ষ্যাপা হাতীকে দাঁতে ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই খবর পাইয়া লরা-রাজার মনে আর সোয়াস্তি রহিল না। তাই গদাপাণিকে মারিবার জন্য তিনি মনে মনে ফন্দী আঁটিতে লাগিলেন।

এদিকে, কি জানি কেমন করিয়া গদাপাণি লরা-রাজার কু-মতলবের কথা জানিতে পারিলেন। কিন্তু তিনি তো আর কাপুরুষ নন, তাই এতে তিনি মোটেই ঘাব্-ড়াইলেন না। রাণী জয়মতীর, কিন্তু, একথা শুনিয়া বুক দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। না-জানি বিধাতা কপালে কি লিখিয়াছেন! পলাইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য, বারবার করিয়া তিনি স্বামীকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু, গদাপাণি কিছুতেই আর তাঁর কথায় রাজি হন না। তিনি বলিলেন,—'রাজকুমারি! তুমি কি মনে করো যে আমি মরতে ডরাই? তোমাকে আর লাই-লেচাইকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।'

স্বামীর কথা শুনিয়া জয়মতী জবাব দিলেন—'ওগো, মরবার ভয় যে তোমার নেই, তা আমি ভালরকমই জানি। কিন্তু ভেবে দেখো দেখি, দুষমনরা যদি তোমায় ধরে নিয়ে যায়, তাহলে আমাদের লাই-লেচাইকে কে দেখবে? তাদের কি দশা হবে? আমার মাথা খাও, এখন তুমি লয়া-রাজার রাজ্য ছেড়ে দিনকতকের জন্যে গা-ঢাকা দিয়ে থাক। ভগবান নিশ্চয় একদিন মুখ তুলে চাইবেন। তখন স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারবে।'

সতীর কথায় গদাপাণির হুঁস হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আপাততঃ দিনকতক পাহাড়মুলুকে গা-ঢাকা দিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ। তিনি তখন আদরের লাই ও লেচাইকে কোলে করিয়া চুমু খাইলেন। তারপর জয়মতীর কাছে বিদায় লইয়া ছদ্মবেশে নাগা পাহাড়ের দিকে রওনা হইলেন।

এদিকে লয়া-রাজাও নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন না। গদাপাণিকে ধরিয়া আনিবার জন্য একদিন তিনি অনেক লোকলস্কর পাঠাইলেন। তাহারা ফিরিয়া গিয়া রাজাকে জানাইল যে, গদাপাণি কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। তল্লাস করিয়া তার কোনো পাত্তাই পাওয়া যাইতেছে না। এই খবর পাইয়া লয়া-রাজা দস্তুর মত ভড়কাইয়া গেলেন। গদাপাণির সন্ধান জানিবার জন্য সত্বর তিনি জয়মতীর কাছে দূত পাঠাইলেন। জয়মতী তাহাকে বলিলেন—'তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো, যে, আমার কাছ থেকে আমার স্বামীর সন্ধান তিনি পাবেন না।'

একথা শুনিয়া লয়া-রাজা তো চটিয়া আগুন।—কি! সামান্য একটা মেয়েমানুষের এত দেমাক্! রাজা হইয়া কি ইহা বরদাস্ত করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠাইয়া জয়মতীকে বন্দী করিয়া আনিয়া তিনি শুধাইলেন—'বলো তোমার স্বামী কোথায়, নইলে তোমায় শাস্তি পেতে হবে।'

জয়মতী জবাব দিলেন—'মহারাজ! সাজা দিতে হয় দিন। কিন্তু, একথা নিশ্চিত যে, আমার স্বামীর সম্বন্ধে কোনো কথাই আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।'

চটিয়া আগুন হইয়া লয়া-রাজা তখন ভৃত্যদের হুকুম দিলেন—'এই মাগীটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। রাজবাড়ীর সুমুখে বেঁধে খুব আচ্ছা করে একে চাবকাতে থাক। যতদিন না এর স্বামীর সন্ধান বলে, ততদিন একে রেহাই দিয়ো না।'

রাজভৃত্যেরা তখন জয়মতীকে এক জায়গায় বাঁধিয়া খুব কষিয়া বেত মারিতে সুরু করিল। জয়মতীর যাতনার আর অবধি রহিল না। কেউ কেউ ভাবিল জয়মতী স্বামীর সন্ধান এইবার বুঝিবা দিবেন। কিন্তু জয়মতী কি সেই রকমের মেয়ে? যাতনা যতই অসহ্য হইয়া উঠিল, তাঁহার স্নেহও ততই বাড়িতে লাগিল। না,—স্বামীর সন্ধান কিছুতেই তিনি বলিবেন না।

এদিকে, জয়মতীর দুর্দশার খবর নাগা পাহাড়ে গদাপাণির কাণে গিয়াও পৌঁছিল। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। ছদ্মবেশ ধরিয়া তিনি লয়া-রাজার রাজ্যে আসিয়া হাজির হইলেন। রাজবাড়ীর সামনে আসিয়া দেখিলেন, রাজভৃত্যেরা নির্দ্দয়ভাবে জয়মতীকে প্রহার করিতেছে। সতীর চক্ষু দুটি মুদ্রিত, স্বামী-ধ্যানে তিনি একেবারে তন্ময়। গদাপাণি জয়মতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'ওগো রাজবধূ! কেন মিছামিছি এত কষ্টে ভুগছ? স্বামীর খোঁজ বলে দিলা মাত্রই তো ছাড়া পেতে পার।'

স্বামীর কথা, কিন্তু, জয়মতীর কাণের কাছ দিয়াও ঘেঁসিল না। বেশীক্ষণ থাকিলে হয় তো বা লোকে সন্দেহ করিতে পারে, এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি গদাপাণি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

দিন কতক বাদে গদাপাণি ছদ্মবেশে জয়মতীর কাছে আসিয়া হাজির হইয়া বলিলেন—'ওগো সতীলক্ষ্মী, আর কত কষ্ট সইবে? স্বামীর সন্ধান বললেই ত তুমি খালাস পেতে পার।'

এবারে স্বামীকে দেখিবামাত্রই জয়মতী চিনিতে পারিলেন। তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সর্ব্বনাশ! সবই যে পণ্ড হইবার যোগাড়। যদি রাজ-ভৃত্যেরা গদাপাণিকে চিনিতে পারে, তাহা হইলে কি আর বাঁচোয়া আছে? গদাপাণির দিকে করুণ চোখে চাহিয়া তিনি বলিলেন—'ওগো, জানিনে তুমি কে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, আমার জন্যে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? কেন তুমি আমায় জ্বালাতন করছ? যাও, যাও, শীগ্‌গির তুমি এখান থেকে চলে যাও। স্বামীর সন্ধান আমি

কখ্খনোই বল্‌ব না। তুমি কি জানো না যে, সতী মেয়ে মর্‌তে একটুও ডরায় না ?'

ব্যর্থ মনোরথ হইয়া গদাপাণি ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এর পর হইতে যত দিন যাইতে লাগিল, অত্যাচারের মাত্রাও ততই বাড়িয়া উঠিল। বেতের আঘাতে সতীর শরীর কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। এমনি ভাবে, পূরা তিনটি সপ্তাহ অসহনীয় যাতনা ভুগিয়া সতীলক্ষ্মী মরিলেন।

নাগা পাহাড়ে গদাপাণির কাণে যখন এ খবর পৌঁছিল তখন রাগে দুঃখে তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। রাজ্যের সেনা সামন্ত জোগাড় করিয়া লয়া-রাজের রাজধানীতে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন ; এবং লড়াইয়ে জিতিয়া লয়া-রাজাকে হত্যা করিয়া তিনি সিংহাসন দখল করিলেন।

গদাপাণির মৃত্যুর পর তাঁহার বড় ছেলে লাই রাজা হইলেন। এই লাই ও লেচাই, দুই ভাইকে তাদের মায়ের হাতে সঁপিয়া দিয়া গদাপাণি একদিন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নাগা পাহাড়ে পলাইয়া গিয়াছিলেন।

সিংহাসনে বসিয়া লাই, যেখানে তাঁর মা মরিয়াছিলেন সেই জায়গায় মস্ত বড় একটা দীঘি কাটাইয়া সেইটির পাড়ে একটা সুন্দর মন্দির তৈয়ারী করিয়া দেন। দীঘিটির নাম 'জয়সাগর' আর মন্দিরটির নাম 'জয় দল।' অসমীয়া ভাষায় মন্দিরকে বলে দল। শিবসাগরে বেড়াইতে গেলে মাতৃভক্ত লাইএর এই কীর্তিচিহ্ন দুটি আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

অসমীয়া মহিলাগণ সতী জয়মতীর এই অতুলনীয় পাতিব্রত্যের কাহিনী আজও ভুলিয়া যান নাই। তাই প্রতি বৎসর একবার তাঁহারা সেই মহীয়সী বীর-নারীর স্মরণীয় স্মৃতির উপাসনা করিয়া ধন্য হন।*

---

*ডেভেন্সর 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে' প্রাপ্ত অসমীয় ভাষায় লেখা 'সতী জয়মতী'র একখানি জীবকরিত অবলম্বনে লিখিত।

পঙ্ক ও পঙ্কজ

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ।

এ ভুবনে খাটি
আমি শুধু মাটি—
কহে মাটি, আর সব
ভুল শুধু ভুল ;
শুনি কহে ফুল
কেন মিছা কলুষব !
লোহার কালেতে দীর্ণ করিয়া তোরে
চূর্ণ করিয়া নিপীড়িয়া বারে বারে—
যুগে যুগে নর
ক্লেশে অকাতর
দুষ্কর ব্রতে ব্রতী,—
ধ্যান রূপ তার
আমি কামনার
রংমহালের মতি !
মাটি খাটি তোর তখন মহিমা রটে
পঙ্কের পরে পঙ্কজ যবে ফোটে।

আশাহত

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী।

হপ্তার মাহিনা কয়েক আনা হাতে পাইয়া শ্যামলাল যখন প্রফুল্লচিত্তে তাড়িখানায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, তখন আসিয়া বাধা দিল নয়না।

দুই হাত দুই দিকে বাড়াইয়া দিয়া সে পথ আগলিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিয়া শান্তস্বরে কহিল—"কোথায় যাবি শ্যামলাল—"

থমকিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে শ্যামলাল উত্তর দিল—"চুলোয়!"

নয়না ব্যঙ্গভরা স্বরে কহিল—"এখনও তো তোর সে সময় হয় নি লালুয়া, যখন সময় আসবে, তখন আমিও তোর পথ আগলাতে আসব না শ্যামলাল, এটাও জেনে রাখিস্।"

জ্বলিয়া উঠিয়া শ্যামলাল কহিল—"কিন্তু আমি যাই আর না যাই, তাতে তোর কি শুনি? তুই কেনে আমার সকল কাজে বাধা দিতে আসিস্ নয়না—"

ক্রোধে শ্যামলালের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সবল দৃঢ় হাত দুইখানির পেশীসমূহ স্ফীত হইয়া উঠিল।

কোনও কাজে বার বার বাধা পাইলে এক একটা মানুষ যেমন হিংস্র পশুর মতই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, শ্যামলালের প্রকৃতিও ছিল সেইরূপ।

কোনও একটা কাজে বাধা পাইলে তাহার মনে যে রাগটা জমা হইয়া উঠিত, সেইটাই কোনও একটা তুচ্ছ কারণ অবলম্বন করিয়া ঠিক বোমার মতই ফাটিয়া পড়িতে এতটুকুও বিলম্ব করিত না। কিন্তু রাগটা যেমন ঘৃতাহুতির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিত, তেমনি তাহা নির্ব্বাপিত হইতেও বেশী বিলম্ব সহিত না, এবং মুখে সে যতই অহঙ্কার করুক না কেন, অন্তর যে তাহার ঠিক সেই বিষয়েই কতখানি দুর্ব্বল, তাহা আর কেহ না জানিলেও নয়নার জানিতে বাকি ছিল না।

মানুষের মনোযোগ যখন একদিক হইতে ভিন্ন দিকে ধীরে ধীরে সরিয়া যায়, তখন সে জানিতে পারে না যে তাহার পূর্ব্বের স্থানটা কতখানি খালি হইয়া গেল, এমন কি জানিবার দরকার বোধও করে না। মনে ভাবিয়া রাখে সে স্থান তো তাহার পূর্ণই আছে, তাহার জন্য চিন্তারই বা তাহার দরকার কি?

এমনি ভাবিয়া রাখিয়াছিল শ্যামলালও।

তাহার পৃথিবীতে আসিবার মাত্র তিন বৎসর পরেই নয়নাও যেদিন ধরার বক্ষে নূতন অতিথিরূপে আসিয়া খেলাঘর পাতিল এবং তাহার সঙ্গিনীর আসন আপন ইচ্ছায় বরণ করিয়া লইল, সেইদিন শ্যামলাল ভাবে নাই একদিন তাহারাই দুইজন দুইজনকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব-ইচ্ছায় দুইদিকে সরিয়া যাইবে; ভাবিয়াছিল সে যত ইচ্ছা অত্যাচারই করুক না নয়নার উপরে, নয়না অন্য কোথাও যাইবে না, আর স্থানই বা সে পাইবে কোথায়?

কিন্তু এই ভুল তাহার ভাঙ্গিয়া গেল সেইদিন, যেদিন ধূমকেতুর মতই কালু আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাদের মধ্যস্থলে। কালুকে লক্ষ্য করিয়া শ্যামলাল দারুণ আক্রোশে হিংস্র বন্য জন্তুর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল; কিন্তু এ কথা নয়না অথবা কালু—কেহই জানিল না।

কালু এ বস্তিতে নবাগত। পূর্ব্বে একদিন এই কালুর সহিতই শ্যামলালের ছিল অফুরন্ত ভাব। তখন কালুরা বাস করিত তিন চারিটি বস্তির পরের বস্তিতে। শ্যামলালের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল কলের ভিতরে কাজ করিতে করিতে।

প্রকাণ্ড চটকল, প্রায় ক্রোশ দেড়েক স্থান জুড়িয়া গঙ্গার ধারে বসিয়া আছে। দূর হইতে প্রথমেই চোখে পড়ে তাহার বড় বড় কয়টা ধূমোদ্গীরক মনুমেণ্টের মত লম্বা নল। এই কলেই কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত দশ কি এগার হাজার স্ত্রী পুরুষ। তাহাদের মাহিনা বরাদ্দ ছিল

সপ্তাহ ধরিয়া, প্রতি বৃহস্পতিবারে তাহাদের মাহিনা পাওয়া উপলক্ষে কলের ধারে ধারে বাজারে বসিত।

এই কলেই কুলীসর্দারের কাজ পাইয়াছিল শ্যামলাল। তাই যখন একদিন কালু তাহার এত দূরে প্রত্যহ যাওয়া এবং আসার কষ্টের বিষয় তাহার নিকট জানাইল, তখন শ্যামলাল সানন্দেই কহিল—"আচ্ছা, তোর জন্যে আমি একটা কুঠরী খালি ক'রে রাখব, তুই চলে আসবি, বুঝলি; আর অত কষ্ট ক'রে ওখানে থাকবার কোনও দরকার নেই।"

তাহারই কথায় কালু সেদিন তাহার গৃহের আসবাব পত্র বহন করিয়া এ বস্তিতে উঠিয়া আসিল, সেদিনটা ছিল রবিবার। পাশাপাশি কুঠরী হইতে তখন ভাসিয়া আসিতেছিল পানোন্মত্ত নরনারীর মিলিত অশ্রান্ত চীৎকার, হাসি ও অসংযত বাক্যালাপ।

(২)

সমস্ত জিনিসগুলি ঘরে তুলিয়া কালু একপাশে সরাইয়া রাখিতেছিল, এমন সময় আসিয়া দাঁড়াইল শ্যামলাল ও নয়না। জিনিষ তুলিতে তুলিতে একবার মাত্র শ্রান্ত দৃষ্টিতে নয়নার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানার প্রতি চাহিয়াই কালু থমকিয়া দাঁড়াইল, মনে হইল—ইহাকে সে যেন কয়েকবার শ্যামলালের পার্শ্বে দেখিয়াছে; এবং ইহারই সম্বন্ধে অনেক গুজবও সে শুনিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাকে সে চেনে না, এবং পরিচয়ও জানে না।

হাসিয়া শ্যামলাল কহিল—"চিনিস্ একে?"

কালুয়া উত্তর দিল—"না।"

"—ও, নয়না—"

হয় তো এই একটিমাত্র কথাতেই শ্যামলালের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা তরুণীর অনেকখানি পরিচয়ই নিহিত ছিল, তাই কালুয়া আর তাহার বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, শুধু মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল নয়নার সাজসজ্জা, শিল্পীর আদর্শের ন্যায় তাহার সুগঠিত দেহলতা।

কালুর মুগ্ধদৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া নয়না হাসিয়া ফেলিল, অত্যন্ত সহজ সুরেই প্রশ্ন করিল—"অমন করে চেয়ে কি দেখছিস্ রে?"

ইহার উত্তর কালু দিল না, দিল শ্যামলাল, কহিল—"তোকে রে নয়না—"

"আমাকে!—"

হাসির উচ্ছ্বাসে নয়নার কণ্ঠস্বর ঢাকিয়া গেল। ক্ষণপরে হাসি থামাইয়া সহজ স্বরে ডাকিল—"কালু!"

অন্যমনে কালু উত্তর দিল—"হুঁ—"

"আজ থেকে তোর সঙ্গে মিতে পাতিয়ে গেলাম কালু,—সময় পেলে আমাদের ঘরে যাস্, বুঝলি?"

—কালু উত্তর দিল—"যাব।"

কিন্তু কালু কি নয়না, দুইজনের মধ্যে কেহই লক্ষ্য করিল না যে, তাহাদের কথা শুনিয়া তৃতীয় ব্যক্তির ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, চোখের মণি দুইটা একবার মাত্র বিস্ফারিত হইয়াই স্বাভাবিক হইয়া গেল।

মুখের উপরে একটু হাসি যেন জোর করিয়াই টানিয়া আনিয়া শ্যামলাল কহিল—"তাই যাস কালু। আমিই তোকে না হয় সঙ্গে করে নিয়ে যাব, কেমন?"

কালু সানন্দে সম্মতি জানাইল, কিন্তু এতটুকুও ভাবিয়া দেখিল না, ইহা শ্যামলালের আন্তরিক সম্মতি কিনা।

মনের সন্দেহের উপরে জোর করিয়া একটা আবরণ টানিয়া দিলেও যে তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, এই কথাটা স্পষ্ট বুঝিল শ্যামলাল সেইদিন, যেদিন আপনার কক্ষে ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে তাহার দৃষ্টি গিয়া পড়িল পার্শ্ববর্তী নয়নার কক্ষ মধ্যে। নয়নার কুটীরে আজ অনেক নরনারীই মিলিত হইয়া গানের আসর বসাইয়াছে, নাই মাত্র সে।

গৃহাভ্যন্তরে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলিয়া জ্বলিয়া অবিরত ধূমোদ্গীরণ করিতেছিল, তাহারই নিকটে বসিয়া কালু মাদল বাজাইতেছে এবং অদূরে বসিয়া নয়না গাহিতেছে—

"যাবে পরদেশী বেইঞ্চা
নয় তুমকো চাহনা—"

শ্যামলাল তীব্রদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, পরে দ্রুতপদে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল, সে রাত্রে উঠিয়া কিছু খাইলও না, প্রদীপও জ্বালিল না, এবং জানিতেও পারিল না নয়না

তাহাকে কতবার ডাকিতে আসিয়া তাহার শূন্য-কুটীর দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালে উঠিয়া কাজে যাইবার সময় নয়নার চোখে চোখ পড়িতেই সে মুখ ফিরাইয়া লইল, কিন্তু নয়না তাহা লক্ষ্য করিল না, কহিল—"কাল রেতে কোথায় গিয়েছিলি লালুয়া ?"

মুখ ফিরাইয়া শ্যামলাল উত্তর দিল—"যেখানেই যাই না কেনে, তোর তাতে কি ?—তুই আমার সঙ্গে কথা কইতে আসিস্ নে নয়না—ভাল কথা তোকে ব'লে দিচ্ছি।"

সে দ্রুতপদে তাহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, নয়না স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া শ্যামলালের গমন-পথের প্রতি বিস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

তাহার পরে কয়েকটা দিন একে একে কাটিয়া গেল, নয়না শ্যামলালের দেখা পাইল না। একদিন প্রভাতে উঠিয়া সে শুনিল, শ্যামলাল গতরাত্রে তাহার যাহা কিছু ছিল লইয়া দূরের বস্তিতে উঠিয়া গিয়াছে, আর তাহার পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত কুঠরীতে আসিয়াছে আর একটি অপরিচিত ব্যক্তি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে নয়নার বক্ষ কম্পিত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

(৩)

কাসুর নিকট হইতে শ্যামলালের বাসস্থান ঠিকানা জানিয়া লইয়া কাজের ছুটীর পর একদিন শ্যামলালের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নয়না ডাক দিল—"শ্যাম-লাল—"

এই কয়দিন শ্যামলাল কাজে যায় নাই—কোনও খবরও দেয় নাই। 'কেমন আছে তাই বা কে জানে ?'—শুধু এই আশঙ্কাটাই হৃদয়ে বহন করিয়া নয়না যখন কুণ্ঠিত পদে শ্যামলালের গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। রাজপথের ধারে ধারে উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক জ্বলিয়া উঠিলেও শ্রমিকদের আবাস, একটানা লম্বা লম্বা বস্তির ভিতরের জমাট-করা অন্ধকার দূর করিতে পারে নাই।

পথের অদূরেই একটানা ভাবে সারি সারি চলিয়াছে কুলীবস্তি। কাহারও কুটীরে কেরোসিনের ডিবা জ্বলিয়া অনবরত ধূমোদ্গীরণ করিতেছে, কাহারও কুটীর অন্ধকার—মানুষ আছে বলিয়া জানা যায় না, বাঁশের দুয়ার বন্ধ।

শ্যামলালের গৃহ অন্ধকার। বাঁশের দুয়ারে ছোট একটি তালা বন্ধ।

নয়না আবার ডাকিল—"শ্যামলাল—"

অদূরে একখানা বড়ীর খাটিয়ায় বসিয়া কয়েকটা লোক হল্লা করিতেছিল, একজন তাহাদেরই মধ্য হইতে বিকৃত স্বরে প্রশ্ন করিল—"কে ?"

"আমি নয়না", একটু থামিয়া বলিল—"শ্যামলালের উদ্দিশে এসেছি এখানে।"

নয়নার প্রশ্নের উত্তর কেহ দিল না, কিন্তু সেই খাটিয়ার উপর হইতেই যে লোকটা টলিতে টলিতে নামিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, সে যে শ্যামলাল ছাড়া অপর কেহই নহে, তাহা সেই আলো-আঁধারের মধ্যেও বুঝিয়া লইতে নয়নার একটুও বিলম্ব হইল না।

শিহরিয়া সে পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল, অস্ফুটে ডাকিল "লালুয়া—"

উত্তর আসিল—"কেন ?"

"এ কি !"

শ্যামলালের মুখ এবং সর্ব্বাঙ্গ হইতে মদিরের উগ্র গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল।

নয়নার প্রশ্ন শুনিয়া শ্যামলাল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, ব্যঙ্গস্বরে কহিল—"কিন্তু, এতে চমকাবার কি আছে শুনি ?"

নয়না এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, শুধু দারুণ ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর একবার শিহরিয়া উঠিল, প্রবৃত্তিও হইল না, সে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে।

ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া পিছন ফিরিতেই শ্যামলাল কহিল—"যাচ্ছিস্ যে বড় ?"

নয়না উত্তর দিল—"কি করব ?"

—"তবে এসেছিলিই বা কেন ?"

—কয়েকদিন কাজে যাসনি, কোন খোঁজ পাইনি, তাই একবার দেখে যেতে এসেছিলুম—"

সে সম্মুখের পথের প্রতি অগ্রসর হইতেই শ্যামলাল ডাকিল—"নয়না!"

মুখ ফিরাইয়া নয়না উত্তর দিল—"কেন?"

শ্যামলাল কহিল—"যাবি নে?—আর, কেমন নতুন ঘরসংসার পেতেছি তাও দেখবি নে?"

নয়না দাঁড়াইল না, অগ্রসর হইতে হইতে উত্তর দিল—"কি দরকার?"

শ্যামলাল কহিল—"বটে!"

তাহার কণ্ঠস্বরে শুধু ব্যঙ্গই ভাসিয়া উঠিল, তাহা বুঝিতে নয়নার মুহূর্ত বিলম্ব হইল না, একবার মাত্র মুখ ফিরাইয়া সে শ্যামলালের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু আলো-অন্ধকারের মধ্যে সে স্পষ্ট করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না, শুধু মনে হইল, শ্যামলাল যেন দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে।

নয়না থামিল, দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—"তোর ঘরসংসার দেখবার আমার কি দরকার?"

—"দরকার নেই তোর! কিন্তু আমার তো থাকতে পারে।"

হঠাৎ শ্যামলাল দ্রুতপদে নয়নার সম্মুখে আসিয়া উভয় বাহু বিস্তৃত করিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া কহিল—"আমার ঘরসংসার তোকে না দেখিয়ে ছাড়ছি নে: সেটা আগে ভাবিস নি কেন নয়না, যখন এসেছিলি, না এলে তো আমি তোকে ধ'রে বেঁধে আনতে যেতাম না, দরকারও ছিল না। কিন্তু যখন এসেছিস—"

নয়না আপনার অজ্ঞাতে শিহরিয়া উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। আর্তস্বরে ডাকিল—"শ্যামলাল!"

চমকিয়া শ্যামলাল হাত গুটাইয়া ফেলিল, সহজ স্বরে উত্তর দিল—"কি বল্‌ছি বল্!"

অসহ্য ক্রোধে নয়না গর্জিয়া উঠিল—"বেহেমানুষের পথ আটকাতে সরম লাগে না তোর?—তুই না বেটা-ছেলে?"

শ্যামলাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, নয়নাও একবার তাহার মুখ লক্ষ্য করিয়া চাহিয়াই নীরব হইয়া গেল।

শ্যামলাল একটু নীরব থাকিয়া সহজ স্বরে কহিল—"থাক্, খোঁজটা যে নিতে এসেছিস তবু, এই-আমার ভাগ্যি মানতে হবে। কিন্তু একলা এই সন্ধ্যা রাতে কেন এই দূরের বস্তিতে আসা? আসতে তো আমি মাথার দিব্যি দেই নি, এতখানি দয়া না ক'রলেই ত হ'ত।"

কথাটা একপক্ষে উঠিয়াই নীরব হইয়া গেল, অপর পক্ষ হইতে তখন তাহার কোনও উত্তর আসিল না, আসিল একটু পরে; নয়না কহিল—"খুব হ'য়েছে, পথ ছাড়, আমি যাই।"

গাঢ়স্বরে শ্যামলাল কহিল—"যাবি না তো কি আমি তোকে আটকে রাখব?"

একটু হাসিয়া কহিল—"এখনও হয় তো অতটা আশাই নি নয়না, আশার কি না ঠিক ব'লতে পারি না, তবে এসেছিস যখন তখন একটু পরে গেলেই হ'ত না?"

দৃঢ়স্বরে নয়না উত্তর দিল—"না।"

শ্যামলাল কহিল—"তবে চল, তোকে দিয়ে আসি, এখানকার লোক কেউ ভাল নয়।"

কথার শেষের দিকে যে সুরটা তাহার কণ্ঠস্বরে বহুত হইয়া উঠিল, নয়না সেদিকে লক্ষ্য করিল না। তিক্তস্বরে কহিল "তা হোক, তবু তোর মতও নয়—"

শ্যামলালের পাশ কাটাইয়া নয়না অগ্রসর হইয়া গেল, আর সেইখানে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল শ্যামলাল একাকী।

(৬)

দিন কাটিয়া যায়।

নয়না আর কোনও দিনই শ্যামলালের সন্ধান করে নাই, কিন্তু প্রতিদিনই শুনিতে পায় তাহার উচ্ছৃঙ্খল, ঘৃণাস্পদক জীবনযাত্রার কাহিনী।

শুনিতে পায়, সে হস্তায় যাহা মাহিনা পায়, সে সমস্তই সেই দিনই উড়াইয়া দিয়া বাকি কয়টা দিন আবার ধার করিয়া আপন খরচ চালায়, একবেলা খায়, একবেলা খায়ও না; কিন্তু তাড়িখানার হিসাব তাহার নাই দিনের পর দিন ধীরে ধীরে বাড়িয়াই চলিয়াছে, কমতি নাই। কালু বলে—"ও একটা পাকা মাতাল, প্রায়ই দেখতে পাই এখানে সেখানে পড়ে আছে, হয় তো অজ্ঞান হ'য়েই।"

নয়না তাহার কথার উত্তর দেয় না, শুধু উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহে বাহিরের প্রতি, নয় তো নিজের কাজই করিয়া যায়, কথা কহে না।

সেদিন যখন কলের ছুটীর পরে নয়নার সম্মুখে শ্যামলাল হঠাৎ আসিয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল, তখন কথা কহিতে গিয়াও কি একটা কথা ভাবিয়া নয়না নীরব হইয়া গেল, মনে হইল—সে যেন বড় রোগা হইয়া গিয়াছে, বড় বড় চক্ষু দুইটি খোলে বসিয়া গিয়াছে, গালের দুই পার্শ্বের হাড়—দেখা যাইতেছে।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার, হপ্তার মাহিনা পাওয়ার দিন। বেলাশেষে মাহিনা দেওয়া হয়, সেদিনও হইতেছিল। সকলের মধ্যে নয়নাও মাহিনা লইতে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যে যাহার প্রাপ্য লইয়া একে একে চলিয়া যাইতেছিল। নয়না দেখিল শ্যামলালও ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড ফটকটা পার হইয়া যাইতেছে। একটা কথা নয়নার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, মাহিনা লইয়া সে একটু দাঁড়াইল, তাহার পরে দ্রুতপদে ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

যাহারা মাহিনা লইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল—তাহাদের অধিকাংশই আসিয়া একে একে তাড়িখানার ভিতরে ও বাহিরে জমা হইতেছিল।

শ্যামলালও হাতের কয়েক আনা পয়সার প্রতি প্রফুল্ল দৃষ্টিপাত করিয়া, তাড়িখানার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই যে আসিয়া তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া একবার মাত্র তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াই চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্রোধে চীৎকার করিয়া উঠিল—"তুই—তুই এখানে কেন?"

একটু হাসির রেখা নয়নার ওষ্ঠাধরে ভাসিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। কহিল—"তুই আরামের পথে এগিয়ে যাচ্ছিস কিনা, তাই একবার দেখে চোখের সুখ করতে এলাম, শালুয়া—"

ক্রুদ্ধরোষে আহত সিংহের ন্যায় শ্যামলাল গর্জ্জিয়া উঠিল—"কি?"—দ্রুতপদে সরিয়া আসিয়া সে নয়নার একখানা হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিতেই, তাহার হাতের ফিকে সবুজ রংয়ের কয়েকটা রেশমি চুড়ী ভাঙ্গিয়া পথের উপরে পড়িয়া গেল এবং হয় তো তাহারই একটা নয়নার হাতে ফুটিয়া গিয়া টপ টপ করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, কিন্তু সেদিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না, হিংস্র জন্তুর ন্যায় শ্যামলালের চক্ষুদ্বয় জ্বলিতেছিল, আর তাহারই সম্মুখে অকম্পিত ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল নয়না, তাহার ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল অবহেলার একটু হাসি। কহিল—"আমায় ভয় দেখাতে চাস্, নয় শ্যামলাল? কিন্তু মনে ভাবিস নে আমি তোকে ভয় ক'রে স'রে যাব, তেমন মেয়েই নয়না নয়, এটা জেনে রাখিস!"

—"না, ভয় করবি কেনে?—আচ্ছা, কেমন তুই সাহসী মেয়ে তাও আমি দেখে নিচ্ছি!"

হাত ছাড়িয়া দিয়া শ্যামলাল তাহাকে সজোরে একটা ধাক্কা মারিতেই ছিন্নলতার ন্যায় নয়না পথের সুরকীর উপরে লুটাইয়া পড়িল। চারিদিকে তখন লোক জমিয়া গিয়াছিল—সকলে মিলিয়া শ্যামলালকে ধরিয়া ফেলিল—কিন্তু তাহার চীৎকার থামাইতে পারিল না, তখনও সে অনবরত চীৎকার করিতেছিল—"ওকে আমি খুন ক'রবো, দেখাব শ্যামলাল শুধু কথা কইতেও জানে না, বুকের টাট্‌কা রক্ত নিতেও জানে। তাতে যদি ফাঁসী হয়, সেও বি আচ্ছা, তবু ওকে খুন না করি তো—"

দুই হাতে ভর দিয়া নয়না ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। চোখ দুইটা তখন তাহার জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও নিকটে নালিশ পর্য্যন্ত সে করিল না, নীরবে উঠিয়া অন্য পথ ধরিল।

পরদিন প্রভাতে কাজে যাইবার সময় কালু যখন তাহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, তখন সে দুই হাত মুখের উপরে চাপা দিয়া শয্যার উপরে পড়িয়া ছিল, উঠিলও না, দুয়ারও খুলিল না। শুধু ধরা গলায় উত্তর দিল—তুই কাজে যা মিতে, আমি আজ আর যাব না"—

প্রশ্ন আসিল—"কেনে রে?"

নয়না উত্তর দিল—"এমনি—"

"এমনি?—কিন্তু তা হ'লে রোজ মারা যাবে, তা জানিস্?"

অবহেলা পূর্ণ স্বরে নয়না উত্তর দিল—"জানি!"

কালু চলিয়া গেল।

আলো-বাতাসহীন ক্ষুদ্র কুঠরী ছাড়িয়া নয়না যখন ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন চতুর্দ্দিক হেমন্তের রৌদ্রে ভরিয়া উঠিয়াছে, কুলীবস্তির খোলার ঘরগুলির উপর হইতে ক্ষুধার্ত্ত কাকের দলের ডাক অবিশ্রান্ত ভাসিয়া আসিতেছিল—কা—কা কা—

কথাটা কিন্তু চাপা রহিল না।

দ্বিপ্রহরে কুলীদের আহারের জন্য ছুটী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা মুখে মুখে আরও খানিকটা ফাঁপিয়া কালুরও কাণে উঠিল।

তাই ছুটী হইয়া যাইবার পরে আপনার কক্ষে না প্রবেশ করিয়া প্রথমেই সে আসিয়া উঠিল নয়নার কক্ষে। দেখিল—সে তখনও তেমনি ভাবেই শুইয়া আছে. দুয়ার খোলা, কিন্তু ঘর, কি বারান্দা কিছুই সে পরিষ্কার করে নাই।

ব্যথিত স্বরে কালু ডাকিল—"নয়না!"

উত্তর আসিল—"কেনে—"

কালু কহিল—"কেনে তুই কাল ঐ মাতাল পিশাচটাকে বাধা দিতে গিয়েছিলি ভাই?—তাইতে সে তোকে—"

নয়না উঠিয়া বসিল, তীব্রদৃষ্টিতে কালুর মুখের প্রতি চাহিয়া অস্বাভাবিক স্বরে প্রশ্ন করিল—"তাই কি কালু?"

কালু বিস্মিত নয়নে নয়নার বিরক্তিভরা মুখখানার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—"মারলে তোকে—"

—"কি, মেরেছে আমাকে? তোকে কে বল্‌লে কালু?

—"ঐ তাড়িখানার সামনে যারা ছিল, তারাই।"

গর্জ্জিয়া উঠিয়া নয়না কহিল,—"মিথ্যা কথা বলেছে তারা। বোকা পেয়ে তোকে বুঝিয়েছে যে শ্যামলাল আমাকে মেরেছে। কিন্তু শ্যামলাল আমাকে মারবে কি জন্যে শুনি, তার সঙ্গে কি সম্বন্ধ আমার? এ আর অন্য কেউ নয় যে কিল খেয়ে কিল চুরি করবে, এর নাম নয়না, তা জেনে রাখিস কালু—"

দুই হাত চক্ষের উপরে চাপা দিয়া নয়না আবার শুইয়া পড়িল, আর চক্ষু চাহিয়া দেখিলও না যে, কালু চলিয়া গেল কি দাঁড়াইয়া রহিল।

(৫)

হয় তো অনেকটা দুঃখ এবং অনেকটা অভিমানই শ্যামলালের ব্যবহারে নয়নার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল,—তাই সে আর ইচ্ছা করিয়াই তাহার কোনও খবর লইল না এবং পাছে কোনও দিন আবার দেখা হইয়া যায়—শুধু এই ঘৃণা এবং লজ্জাতেই কলের কাজ ছাড়িয়া দিবে ঠিক করিল।

শ্যামলাল যেখানে এবং যে অবস্থাতেই থাক না কেন, এ খবরটা তাহারও কাণে পৌঁছাইল, কিন্তু সে ইচ্ছা করিয়াই নয়নার সহিত দেখা করিল না, এবং কিরূপে ও কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে—এ খবরটা লওয়ার আবশ্যকও বোধ করিল না, বরং সঙ্গীদিগের সহিত, কালুকে শুনাইয়া, নয়নাকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্যঙ্গহাস্যে চতুর্দ্দিক ভরাইয়া তুলিত!

কাজ করিতে করিতে কালু মুখ তুলিয়া সেদিন একবার তীব্রদৃষ্টিতে শ্যামলালের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নত করিয়া ফেলিল। ঘৃণায় সে ইদানীং এই পশুপ্রকৃতির লোকটার সহিত মুখের আলাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিল। অত্যন্ত ক্রোধ সত্ত্বেও সে সেদিন শ্যামলালকে ক্ষমা করিয়া গেল, মনে পড়িয়া গেল, ইহারই অত্যাচার সেদিন নির্ব্বাকে সহ্য করিয়াও যে মেয়েটি বরং অনায়াসে মিথ্যা কথা বলিয়াই সে লজ্জার কাহিনী ঢাকিয়া ফেলিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, তাহারই কথা।

মানশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, তাহারই ব্যথিত অথচ বড় বড় চোখের শান্তদৃষ্টির অন্তরালে যাহা লুকান ছিল, তাহা তাহার সেদিন জানা না থাকিলেও আজ আর তাহা অজানা নাই।

একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষ কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে বাহিরের বাতাসে মিশিয়া গেল, ছুটীর সময় আর না যাহাতে শ্যামলালের সহিত দেখা হইয়া যায়, তাহার স্নেহপূর্ণ বাক্যাবলী আর যাহাতে না তাহার কাণে আসিয়া পৌঁছায়, এই মনে করিয়া সে তাড়াতাড়ি ফটক পার হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

এত দুঃখ, এত অভিমান সত্ত্বেও যেদিন নয়নার চোখের সম্মুখে পড়িল, কলের ভেনের পার্শ্বের আবর্জ্জনার মাঝে

শ্যামলালের লুটাইয়া পড়া দেহখানা, সেদিন সে কিরূপ হইয়া গেল।

আজ তাহাকে সে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরে সে ক্লান্তচরণে গৃহে ফিরিতেছিল, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ নত করিল, কম্পিত স্বরে ডাকিল—"শ্যামুদাদা—"

আবর্জ্জনার মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া অর্দ্ধচেতন শ্যামলাল পড়িয়া ছিল—অস্পষ্টস্বরে উত্তর দিল—"হুঁ"

অশ্রুজলে নয়নার চক্ষু ভরিয়া উঠিল, চকিতে মুছিয়া ফেলিয়া কহিল—"এখানে কেন মরতে এসেছিস্ লালুয়া, অন্য কোথাও জায়গা পাস্ নি?"

হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া শ্যামলাল উত্তর দিল—"তোকে দেখতে, তাড়িয়ে দিবি নাকি?"

নয়না ক্ষণকাল তাহার মুদ্রিত চক্ষুর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সস্নেহে ডাকিল—"শ্যামলাল—"

তেমনি ভাবেই থাকিয়া শ্যামলাল উত্তর দিল—"কেন?"

—"আমার ওপোরে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে পারবি?"

—"পারব।"

—"তবে ওঠ।"

নয়না নত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইল।

অতি কষ্টেই যখন শ্যামলালকে আনিয়া নয়না আপনার খাটিয়ায় শয়ন করাইয়া দিল; তখন নিতান্ত বাধ্য শিশুটীর মতই সে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িল, আর তাহারই পার্শ্বে বিনিদ্র নয়নে বসিয়া রহিল নয়না।

সন্ধ্যা হইয়াছিল, আর একদিনের মত আজিও প্রজ্বলিত কেরোসিনের ডিবা হইতে অবিশ্রান্ত ধূমোদ্গীরণ হইতেছিল, বাহির হইতে সেদিনও ভাসিয়া আসিতেছিল পানোন্মত্ত নরনারীর হর্ষধ্বনি, বেসুরা গানের দু'এক লাইন, আর অসংযত হাসির কলরব।

পরদিন যখন শ্যামলালের নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন বেলা হইয়াছে। তেমনি ঝাঁপের দুয়ারের ফাঁক দিয়া সূর্য্যালোক আসিয়া কক্ষতলে পড়িয়াছিল, সেই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই শ্যামলাল চমকিয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। বিস্মিত নয়নে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল এ ঘর তাহার না হইলেও, তাহার অত্যন্ত পরিচিত। ঐ ছোট কুলুঙ্গী হইতে আর ঐ রাধাকৃষ্ণের ছোট পটখানি পর্য্যন্ত কিছুই তাহার অপরিচিত নহে।

বাহিরে আসিয়া শ্যামলাল ডাকিল—"নয়না!"

নিকটেই নয়না কি একটা কাজে ব্যাপৃত ছিল, সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত সহজ স্বরেই প্রশ্ন করিল—"ডাকছিস্?"

শ্যামলাল নির্ব্বাকে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া আছে দেখিয়া নয়নার মুখের উপরে ম্লান একটু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিল। শ্যামলাল যে তাহার গত ব্যবহারের কথা ভাবিয়াই বিস্মিত নেত্রে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া আছে, ইহা বুঝিতে নয়নার বিলম্ব হইল না। হাস্য-তরল-স্বরে কহিল—"ডাকছিস্ কেনে রে?"

মুখ নত করিয়া শ্যামলাল কহিল—"আমাকে তোর ঘরে কে আনলে শুনি?"

নয়না উত্তর দিল—"আমি—"

—"আমি? কিন্তু কেনে আনা হ'য়েছে? সেদিনকার শোধ নেবার জন্যেই বোধ হয়, কেমন, এই না?"

নয়নার মুখখানা হঠাৎ বিকৃত হইয়া উঠিল, ঘৃণাভরে কহিল—"আমার তেমন ছোট শিরবিত্তি নয় শ্যামলাল। ট্রেনের ধারে অজ্ঞানের মত হ'য়ে পড়ে ছিলি, তাই দয়া করে তুলে এনেছিলাম, নইলে আনতুমও না।"

শ্যামলাল ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া মুখ তুলিল। একটু হাসিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিল—"আমার মরবার ভাবনা আমার আছে, কিন্তু তাতে তোর অত মাথা ব্যথা কেন শুনতে পাই না কি?"

নয়না একবার যেন নিজের অজ্ঞাতেই শিহরিয়া উঠিয়া চমকিয়া গেল। তাহার মুখের উপরে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল, ঘৃণার ছায়া। কহিল—"তুই মানুষ ন'স্ লালুয়া, শয়তান! যা তুই এখনিই আমার এ ঘর ছেড়ে চ'লে যা, তোর মুখ দেখাও মহাপাপ।"

শ্যামলালের মুখের হাসি নিভিয়া গেল, তাহার স্থানে যেন একটা গভীর যন্ত্রণার অস্পষ্ট ছায়া ভাসিয়া উঠিল, ক্ষণকাল সে নয়নার মুখের প্রতি স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া থাকিয়া নীরবেই পথের উপরে নামিয়া পড়িল।

নয়না আর মুখ তুলিয়া তাহার প্রতি চাহিলও না, কথাও কহিল না, নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

(৬)

কয়েকটা বৎসর ঘুরিয়া গিয়াছে, নয়না উঠিয়া আরও দূরের একটা বস্তিতে গিয়াছে।

শ্যামলাল আর আসে নাই, নয়নাও আর ইচ্ছা করিয়াই তাহার কোন সন্ধান লয় নাই—শুধু ঘৃণায়। কালু রোজই একবার করিয়া আসে।

ইচ্ছা হয়, একবার জিজ্ঞাসা করে—লালুয়ার কোনও খবর সে কি জানে?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসে, মনে জাগিয়া ওঠে শ্যামলালের পূর্ব্বের ব্যবহার গুলা। ঘৃণায় সে শিহরিয়া ওঠে।

প্রতিদিন ভোরের আলো ধরার বক্ষে পৌঁছাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসে, বাসি কাজ সারিয়া চলিয়া যায় নিজের কাজে, আবার আসে দ্বিপ্রহরে আহারের সময়, আবার কাজে যায়, যখন ছুটী পায়, তখন হয় তো দিনশেষের বিদায় রাগিনী বাজিয়া ওঠে আকাশে বাতাসে, সর্ব্বত্র।

কালু দুই বেলা আসে, বাহিরে বসিয়া একটু গল্প করে, আবার চলিয়া যায়। একটা কথা তাহার মুখে আসে, বলি বলি করিয়াও নয়নার শীর্ণ, বিবর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া সে থামিয়া যায়। শ্যামলালের বড় অসুখ, কিন্তু সে তবুও প্রতিদিন ধুঁকিতে ধুঁকিতেও কাজে আসে, তাহার সে কঙ্কালসার মূর্ত্তি দেখিলে সত্যই দয়া হয়।

সেদিন যখন ছুটীর পরে শ্যামলাল তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া কাতর স্বরে কহিয়াছিল—"নয়নাকে একবার, শুধু একটি বার ডেকে দিতে পারিস কালু?—বলিস্ লালুয়া ডেকেছে তাকে, আজ তার বড় দরকার।" তখন সে বেশ কঠিন স্বরেই উত্তর দিয়াছিল—"নয়না তাহার মুখ দর্শন করিতেও ঘৃণা বোধ করে।"

তাহার উত্তর শুনিয়া শ্যামলাল আর কোনও কথাই বলে নাই, নীরবে তাহার হাত দুখানি ছাড়িয়া ধীরপদে বাহির হইয়া গিয়াছিল। সেদিন প্রভাতে দুয়ার খুলিতেই যাহার কঙ্কালসার মূর্ত্তি দেখিয়া নয়না শিহরিয়া উঠিল—সে আর কেহই নহে, শ্যামলাল। সে বাঁশের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়া নতমুখে বসিয়া ছিল, দুয়ার খুলিবার শব্দে মুখ তুলিল—একটু হাসির রেখা তাহার ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল, মৃদুস্বরে ডাকিল—"নয়না—"

নয়না ইহার উত্তর দিল না, টলিতে টলিতে আসিয়া তাহার পদতলে বসিয়া পড়িল; একটা অস্ফুট স্বর তাহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল, কথা কহিতে পারিল না।

শ্যামলাল তাহার রুক্ষ কেশভারের উপরে আপনার শীর্ণ হাতখানি রাখিয়া ডাকিল "নয়না—"

অস্পষ্ট স্বরে উত্তর আসিল—"হুঁ।"

বড় কাতর স্বর শ্যামলালের ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া আসিল—"কাঁদছিস্ নয়না?—কিন্তু কেন?—আজ এই মরণের আগেও যে অনেকখানি শান্তির আশা করেই তোর কাছে ছুটে এসেছি, সে কথাটা কি ভুলে গেলি রে?"

নয়নার কণ্ঠ হইতে রোদনার্ত্ত স্বরে বাহির হইয়া আসিল—"না, কিন্তু আমি যে বড় আশা ক'রেই ছিলাম শ্যামলাল।"

শ্যামলাল তাহার এ কথার উত্তর দিল না, শুধু তাহার চক্ষের কোণ বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু নীরবে নয়নার মাথায় ঝরিয়া পড়িল—"

প্রভাতের উদাস বাতাস তখনও পথহারা পথিকের মতই ছুটিয়া চলিয়াছিল—দিকে দিকে, যেন কাহার আকুল সন্ধানে।

নারীর স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছদ

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল, বি-এ।

স্বাস্থ্যের সহিত এবং বেশভূষার সহিত যে সম্বন্ধ তা আমরা দেখিতে পাই দুইটি নারীকে পাশাপাশি দাঁড় করাইলে। একজন সাঁওতালী এবং একজন বড় ঘরের বেশভূষায় সজ্জিত মেয়েকে পাশাপাশি দাঁড় করাইলে দেখি যে, সাঁওতালী মেয়েটার কর্ম্ম করিবার অসাধারণ ক্ষমতা, দেহটা তার লোহা দিয়া যেন পেটা, মনে হয় কাল পাথর কুঁদিয়া তাহার সুডৌল দেহটা বাহির করিয়া আনা হইয়াছে, বাহুতে তার শক্তি অপরিসীম; আর বড় ঘরের সাজসজ্জায় বিভূষিতা মেয়েটি ঝিন্‌ঝিনে, যেন বাতাসের ধাক্কা সহ্য করিতে পারে না; কেউ বা অস্বাভাবিক মোটা, শরীরে কোন শক্তিই তাদের নাই।

আমাদের দেশ গরমের দেশ। তাই শরীর চায় মুক্ত বায়ু, যাহাতে শরীরটা বায়ুর পরশ পাইয়া সবল হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু বড় ঘরের মেয়েদের শরীরে ত বায়ু লাগিতেই পারে না, তারা যেন বেশভূষা করিয়া প্রকৃতির সহিত নন-কো-অপারেশন করিয়াছে। কাপড়গুলা একটা কারাগারের প্রাচীর আর তার শরীরটা কয়েদী। প্রকৃতিকে বাদ দিয়া চলিতে চায় বলিয়াই আজ তাহাদের স্বাস্থ্য এমন খারাপ হইয়া চলিয়াছে। এইজন্য তাহাদের শরীরে অসুখ লাগিয়াই আছে, ঔষধ চলিতেছেই, কিন্তু কোন কাজ হইতেছে না। প্রকৃতি যার বিরুদ্ধে উত্থিত, তাহাকে রক্ষা করিবে কি করিয়া? তারপর শরীরটাকে যেন লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাকে বৃদ্ধি পাইবার অবসর দিবে না। যেমন চীনা মেয়েরা পা ছোট করিবার জন্য লোহার জুতার ভিতর পা প্রবেশ করাইয়া দেয়, তার ফলে তাদের পা বৃদ্ধি পাইতে পারে না; আমাদের ভদ্রঘরের মেয়েদেরও কতকটা সেই অবস্থা। জামা কাপড় এত পরিধান করে যে শরীরকে আর বৃদ্ধি করিতে দেয় না। শরীর বৃদ্ধি না পাওয়ার দরুণ শরীরের কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। শরীরের পূর্ণতা না হইলে মানুষকে ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। নারীরা গর্ভবতী হয়, কিন্তু শরীর পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাই প্রসবের সময় ডাক্তার ডাকিয়া প্রসব করাইতে হয়। অনেকে এতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর, অত্যধিক পোষাক পরিধানের ফলে শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়; ফলে নারী তাহার সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলে।

গ্রামের মেয়ে যা যাহারা মাঠে কাজ করে, তাহারা কাপড় পরিধান করে অল্প। সামান্য একখানা কাপড় কটিদেশে জড়াইয়া রাখে আর অন্য একখানা কাপড়ের টুকরা দিয়া বুকটা ঢাকিয়া রাখে। রাজপুতানার এবং পশ্চিম ভারতের গ্রামের মেয়েরা ঘাগড়া পরিধান করে এবং বুকে বাঁধিবার জন্য ভিন্ন একটা আবরণ আছে, তাহাতে কেবল স্তন দুটি ঢাকা থাকে, আর সমস্ত দেহটাই তাহাদের খোলা থাকে। এতে দেহে সূর্য্যকিরণ ও মুক্ত বায়ুর পরশ লাগিবার সুযোগ যথেষ্ট; তাই তাহাদের শরীর কেমন পুষ্ট, দেহের গঠন কেমন সুন্দর। যৌবন যেন তাদের দেহে লাগিয়াই আছে।

বেশী কাপড় জামা আঁটিয়া মেয়েরা যে শরীরের সৌন্দর্য্য তুলাইয়া ফেলে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একটি সন্তান হইতে না হইতেই অনেকে ষোল সতর বৎসর বয়সেই তাহাদের শারীরিক গঠন সৌষ্ঠব হারাইয়া বসে। যেসব মেয়েরা অল্প কাপড়চোপড় পরে এবং খুব পরিশ্রমের কাজ করে; তাহারা সন্তানের মা হইলেও শারীরিক সৌন্দর্য্য হারায় না।

আমাদের দেশের বড় ঘরে দেখা যায়, মা সর্ব্বদাই বলিতেছে—জামা পর, নইলে ঠাণ্ডা লাগবে; জুতা মোজা পর, নইলে অসুখ করবে; ছাতাটা মাথায় নিয়ে যা, নইলে রোদ লাগবে। সবেরই একটা সীমা আছে। হয় ত বেশীক্ষণ রোদে থাকিলে অসুখ হইতে পারে; বা বেশী ঠাণ্ডা লাগিলেও শরীর খারাপ হইতে পারে। কিন্তু যতটুকু লোকের সহ্য হয়, তাহা তাহাদিগকে সহ্য করিতে দেওয়া আবশ্যক,

নইলে শরীর রক্ষা হইবে কি করিয়া ? শরীর রক্ষার বিশেষ উপকরণ হইল আলো ও বায়ু। যারা গরীব তাদের কি ঠাণ্ডা লাগে না, তাদের কি রোগ লাগে না ? কিন্তু তবু তারা স্বাস্থ্যবতী। ছোট ছোট মেয়েদিগকে ত একেবারে খালি গায়ে ছুটাছুটি করিতে দেওয়াই উচিত।

আমাদের দেশ গরমের দেশ, স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে জামা কাপড় যত কম পরিধান করিয়া পারা যায় তাহা করাই কর্ত্তব্য। যে কাপড় না পরিলে লজ্জা নিবারণ হইবে না, কেবল তাহাই পরিধান করা কর্ত্তব্য। তারপর বাহ্য পোষাকের জন্য যাহারা কাপড় পরিতে চায়, তাহাদিগকে এমন ভাবে কাপড় পরা উচিত যাহাতে শরীরে মুক্ত বায়ু ও আলো লাগিতে পারে। লজ্জার কথাটা যত কম ভাবা যাইবে, ততই কাপড় কম পরিলে চলিবে। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে লজ্জা আসিয়াই মানুষের লাজলজ্জা বাড়াইয়া দিয়াছে, তাই দিন দিন স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়া চলিয়াছে।

দেশীয় মুষ্টিযোগ চিকিৎসা

(প্রাচীনা মহিলাগণের নিকট প্রাপ্ত)

শ্রীমতী লক্ষবালা দেবী।

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হাম, বসন্ত প্রভৃতি অসুখের সময়; এই সব অসুখে নিম্নলিখিত নিয়ম গুলি প্রতিপালন করিলে অনেক সময় ভাল ফল পাওয়া যায়।

১। রোগীর ঘর ভাল করিয়া ধুইয়া দিবেন। রোগীর কাপড়চোপড় বিছানাপত্র ধোয়া পরিষ্কার ও পৃথক্ ভাবে থাকিবে। তাহার সহিত অন্যের বস্ত্রাদির কোনরূপ সংস্রব থাকিবে না।

২। জল পরিস্রুত ও বিশুদ্ধ পরিষ্কার মাটীর পাত্রে রাখিয়া তাহাই রোগীর জন্য ব্যবহার করিবেন। জল প্রথমে নির্ম্মলী ফল, ফটকিরি প্রভৃতি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লইবেন ফোটাইয়া পুরু কাপড়ে (বা পরিষ্কার ব্লটিং কাগজে) ছাঁকিয়া মৃৎপাত্রে রাখিয়া ঠাণ্ডা হইলে রোগীকে খাইতে দিবেন।

৩। ঘরে দুই বেলা প্রচুর ধূপধুনা জ্বালাইবেন। সুগন্ধি ধূপকাঠিও জ্বালান যায়।

৪। ঘরের আলো, বাতাস, পরিচ্ছন্নতা ও মেঝে এবং দেওয়ালের শুষ্কতার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। রোগীর ঘরে বেশী আসবাব রাখিবেন না এবং আরোগ্য লাভের পর রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্য ফেলিয়া দিলেই ভাল হয়।

৫। ঘরের দ্বারের নিকট জলপাত্র রাখিবেন। যে কেহ ঘরে যাতায়াত করিবে সে ঐ জলে হাত পা ধুইয়া তবে যাতায়াত করিবে।

৬। মলিন কাপড় পরিয়া বা কোনরূপ অপবিত্র অবস্থায় রোগীর ঘরে যাইবেন না। যদি সংসারে অন্য কেহ না থাকে, তবে যে কোনো অবস্থায়ই যাইতে হইবে, তথাপি শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৭। রোগীর বাড়ীতে মাছ মাংস আসিবে না; ভাজা-পোড়া কেহ খাইবে না; রোগীর পিতামাতা থাকিলে তাঁহারা তৈল, পান, সুগন্ধি দ্রব্য, ফোড়ন দেওয়া ব্যঞ্জন, রক্ত বস্ত্র, সিন্দুর, ভাজাপোড়া দ্রব্য, লুচি রুটী প্রভৃতি এবং কড়াইতে প্রস্তুত দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না। ঘৃত, ছাড়ী প্রভৃতিতে রন্ধন চলিবে। এই প্রাচীন সংস্কার গুলির উদ্দেশ্য নির্ণয় অবশ্য আমার পক্ষে সম্ভব নহে। যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিলাম।

৮। বালক বালিকাদিগকে কোনো প্রকারে রোগীর সংস্রবে আসিতে দিবেন না এবং তাহাদের স্পৃষ্ট দ্রব্যাদিও রোগীর কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে না।

৯। রোগীর পায়ের কাছে একটি ও মাথার কাছে

একটি পল্লবযুক্ত নিমের ডাল রাখিবেন। প্রয়োজন ও সুবিধামত সর্ব্বদা নিমপাতা দিয়া বাতাস করিবেন। নিমের হাওয়া এইসব রোগে বিশেষ উপকারী।

১০। শরীরের কোন স্থান চুলকাইতে দিবেন না। প্রয়োজন হইলে কচি নিমপল্লব দিয়া আস্তে আস্তে বুলাইয়া দিবেন। এ সব কাজে নিমপাতা ও নিমের ডালগুলি নির্ম্মল জলে ধুইয়া বাতাসে শুকাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

১১। মেথী কাঠখোলায় ভাজিয়া, কিছু কাঁচা মেথী তাহাতে মিশাইয়া, একটু খরের সহ পাথর বাটীতে পরিষ্কার জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই পাতলা জল ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবেন। ইহা প্রত্যহ নূতন করিয়া প্রস্তুত করিবেন। তিনদিন এই ঔষধ সেবা।

১২। রোগীকে উষ্ণ দ্রব্য (না জুড়াইলে) খাইতে দিবেন না। আক, কেসুর, পানিফল, বেদানা প্রভৃতি ফল খাইতে দিবেন। টক্ বা অপকারী ফল, ভাজাপোড়া, বেগুন, আলু প্রভৃতি খাইতে দিবেন না। রোগীর পক্ষে পটোল, কলমীশাক, কাঁচামুগের ডাইল উপকারী। অবশ্য রোগীর অবস্থা বুঝিয়া পথ্য দিতে হইবে।

১৩। রোগীর সাগু বালি প্রভৃতি পবিত্র নির্ম্মল জলে পাক করিয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া রোগীকে খাইতে দিবেন।

১৪। বাড়ীর সদর দরজা ও প্রত্যেক ঘরের চৌকাঠ দুই বেলা জল দিয়া মার্জ্জনা করিবেন। সদর দরজায় চুণ চালিয়া দিবেন। বাড়ীর সর্ব্বত্র গন্ধকের ধূম দিবেন ও সকল আবর্জ্জনা দূর করিয়া বাড়ীটি পরিচ্ছন্ন রাখিবেন।

১৫। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসকের বিধানানুযায়ী বিধি নিষেধ মানিয়া চলিবেন। এ সব অসুখের জন্য বিশিষ্ট চিকিৎসকের আশ্রয় লওয়াই উচিত। অভাবে বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসা করাইবেন।

১৬। গাধার দুধ, কলমীশাক, কন্টিকারী, গোলমরিচ, উচ্ছে, করলা, রক্তমুগ, সাধারণ কাঁচামুগ বসন্তের প্রতিষেধক। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবকালে কন্টিকারী ও গোলমরিচ বাটা খাইবেন। শরীরে তাম্র ও হরীতকী ধারণ করিবেন। হামরোগে রোগীর পক্ষে রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কলমীশাক, পটোলপত্র, নিমপাতা প্রভৃতি ঔষধ পথ্যাদিরূপে ব্যবহার্য্য। কবিরাজী পাচনে ঐ সকল উপাদান থাকে। জলবসন্ত রোগেও ঐ পাচন ব্যবস্থেয়।

১৭। শুশ্রূষাকারী কোন প্রকার অনিয়ম করিবেন না, নিজেকে বাঁচাইয়া, যতটুকু সম্ভব স্বাস্থ্যবিধি পালন করিয়া চলিবেন। নচেৎ মনের আবেগে নিজের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে অচিরে অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারেন। তাহাতে রোগীরও মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই। খালি-পেটে রোগীর সংস্রবে যাইবেন না।

১৮। রোগীকে মৃৎপাত্র ব্যবহার করিতে দেওয়াই ভাল। উহা নূতন সংগ্রহ করা ও পরিত্যাগ করার পক্ষে সুবিধাজনক। রোগীর ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি পরিষ্কৃত হওয়া উচিত।

১৯। রোগীর বাড়ীর কাপড় চোপড় বাড়ীতেই পরিষ্কৃত করিবেন। ধোপাবাড়ী কাপড় দেওয়া নিষিদ্ধ। নাপিত দ্বারা কামানো উচিত নয়। আরোগ্যান্তে স্নানের পর বাড়ীতে একবার ফুটন্ত জলে কাচিয়া বা সিদ্ধ করিয়া তৎপরে ঐ কাপড় চোপড় ধোপা বাড়ী দিবেন। কিন্তু, বসন্ত রোগীর ব্যবহৃত কাপড় চোপড় পোড়াইয়া ফেলাই সঙ্গত; কারণ উহাতে রোগের সংক্রামতা ব্যাপ্তি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। দরিদ্র ব্যক্তিগণেরও বসন্তরোগীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যবহৃত কাপড় ত্যাগ করিলেই ভাল। পরোক্ষ ভাবে ব্যবহৃত বস্ত্রাদি নিমপাতা সহ সিদ্ধ করিয়া লইতে পারেন। তারপর ধোপা বাড়ী দিয়া লইলে ভাল হয়।

২০। হাম ও জলবসন্ত রোগের গুটি বাহির হওয়ার আড়াই দিন পরে ঘোল যমানী একত্রে রোগীর গায়ে মাখাইয়া দেওয়া, একটুখানি খাওয়ান প্রাচীন প্রথা। অনেকে গায়ে মাখাইতে সাহস না করিয়া কপালে ছোঁয়াইয়া দেন মাত্র, কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য সফল হয় কি না, জানি না।

উপরিলিখিত নিয়মগুলি প্রাচীনা হিন্দুমহিলাগণ রীতিমত পালন করিতেন। আজকাল অনেক স্থলে ঐ সকল নিয়ম পালন উঠিয়া যাইতেছে। তাহার ফল ভাল কি মন্দ হইতেছে, তাহা আমার বিচার্য্য নহে। আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্রাণের মূল্যে

শ্রীমতী কমলাবালা গঙ্গোপাধ্যায়।

বাঙ্গলার সে বড় দুর্দ্দিন। বৈশাখের শেষ বেলায় যেমন কালবৈশাখীর ঝড় তাহার প্রচণ্ড মত্ততা লইয়া সকলের উপর একটা ধ্বংসকর আঘাত দেয়, দক্ষিণ ভারতের বর্গীর দলও তেমনি বাঙ্গলার শ্যাম বুকে একটা বন্যার উপদ্রবের মত আঘাত করিত। প্রথম প্রথম ইহারা শুধু লুটপাট করিত, কিন্তু পরে অন্য উপদ্রবও আরম্ভ করিয়াছিল।

অজয়ের তীরে রায়দীঘি গ্রাম; গ্রাম খানি লক্ষ্মী-শ্রীতে পরিপূর্ণ। গ্রামবাসী সকলেই চাষবাস করে, দুঃখের মুখ তাহারা কখনও দেখে নাই, কেবল দেবার অজয় তাহার উচ্ছ্বসিত জলভার লইয়া রায়দীঘির পথে পথে খেলা করিত, সেই বারেই তাহারা কিছু অসুবিধা বোধ করিত।

রায়দীঘির ঠিক পরপারে যে গ্রামগুলি ছিল, তাহাতে বার বার বর্গীর হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রায়দীঘি নিষ্কণ্টক ছিল। তাহার অজয়ের তীরে বিশাল শাল-বনটি গ্রামখানিকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিত বলিয়া বর্গীরা সে গ্রামের সন্ধান পায় নাই।

ধনঞ্জয় এই গ্রামেরই মণ্ডলের পুত্র। কতবার সে বর্গীর হাঙ্গামা রোধ করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়াছে, বাপের মত চাহিয়াছে; বাপ বলিয়াছে, তাহাদের গ্রামে যখন কোন উপদ্রব হয় নাই, তখন মিছামিছি কলহ করিবার আবশ্যক কি?

ধনঞ্জয় পিতার কাছে বাধা পাইত, আর উপল-আহত নির্ঝরের মত রোষে ক্ষোভে ফুলিয়া উঠিত। কিন্তু পিতৃ-বাক্য অমান্য করিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত না।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল; রুদ্ররাম হালদার পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; গ্রামের মাধব রায়ের কন্যা উমার সহিত ধনঞ্জয়ের বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল। উমা ধনঞ্জয়ের সহিত বাল্যকাল হইতে খেলা করিয়াছে। উভয়ের মাঝে স্নেহের সহিত সখ্যের সম্বন্ধ হইয়াছে। ধনঞ্জয় যখন বরাহ শিকার করিতে যায়, উমা তাহার তীর আগাইয়া দেয়; অজয়ে ঢল নামে, দুজনে এক সঙ্গে পারাপার করে; আবার মহাষ্টমীর দিন যখন লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতা চলে, তখন উমা ধনঞ্জয়কে হারাইবার চেষ্টায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে। এমনি করিয়া বার বছর ধরিয়া উমা এবং ধনঞ্জয় বাড়িয়া উঠিয়াছে। উমা ধনঞ্জয়ের কাছে কাছেই ফিরিত, ধনঞ্জয়ের ও উমা নহিলেই চলিত না।

বর্গীর উৎপাতের কথা শুনিয়া দুজনে কতবার পরামর্শ করিয়াছে যে তাহারা তীর-ধনু লইয়া লুটেরা দস্যুদের তাড়াইয়া দেয়।

* * *

বৈশাখের অবেলা। এক এক ঝলক দক্ষিণা বায়ুর সহিত পাপিয়ার চোখ-গেল শব্দ কি যেন এক আবেগ সৃষ্টি করিয়াছে। ধনঞ্জয় তাহাদের গোলাবাড়ীর বাগানে কুঠার শাটাইতেছিল, এমন সময় উমা জানাইল যে শীঘ্র তীর-ধনু লইয়া যাইতে হইবে, বর্গী আসিয়াছে। ধনঞ্জয় কোন কথা শুধাইল না বা তাহার অবসরও হইল না, তাড়াতাড়ি উমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

পথে যাইতে যাইতে শুনিল যে দেবীপুরে উমার শ্বশুরের বাড়ী। আজ তাহার সখী সনকার বিবাহ, কিন্তু বর্গীরা আসিয়া গ্রাম ঘেরাও করিয়াছে, প্রচুর টাকা না দিলে তাহারা লুটপাট করিবে।

যখন তাহারা অজয় পার হইয়া গ্রামে উপস্থিত হইল, তখন বর্গীর সর্দ্দার মহাদেব ভোঁসলা তাহার দলবল লইয়া গ্রামে হানা দিয়াছে। গ্রামবাসী ত্রস্ত। বিবাহ-উৎসব মরণ বেদনার মত ব্যথিত; অনেক গৃহেই দ্বার রুদ্ধ। উমা ও ধনঞ্জয় গ্রামে ঢুকিয়া একবার গ্রামের অবস্থা দেখিল; তাহার পর ধনঞ্জয় তাহার দলবলকে ডাকিবার জন্য তখনই

গ্রামে ফিরিল এবং তাহাদের বলিল, আজ হয় ঐ বর্গী দস্যুদের শাসন করিতে হইবে, নচেৎ মরিতে হইবে।

ধনঞ্জয়ের উৎসাহে এবং উমার অনুনয়ে গ্রামস্থ অনেক যুবাই বর্গী দমনে বাহির হইল। গ্রামের বৃদ্ধেরা কিন্তু এ খবর জানিলেন না। যাহারা অগ্রসর হইল তাহারা সকলেই ধনঞ্জয়ের বন্ধু।

বিবাহের লগ্ন ভ্রষ্ট হয়, কন্যাপক্ষ দুশ্চিন্তিত, বর্গী দস্যুরা গর্জ্জন করিতেছে; এমন সময় বর্গীদলে কোলাহল উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ দুই তিন জন বর্গী তীরবিদ্ধ হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। তিন জন হইতে চারি পাঁচজন বর্গী, যেদিক হইতে তীর আসিতেছিল সেই দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু কাহারা কোথা হইতে তীর ছুড়িতেছে বুঝিতে না পারিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল এবং দলে দলে মরিতে লাগিল।

ধনঞ্জয় এবং তাহার দল অঞ্জয়ের তীরে শাল বনে লুকাইয়া যুদ্ধ করিতেছিল; আর বর্গীরা যতই অগ্রসর হইতেছিল, ততই তাহারা পিছনে যাইতেছিল। এইরূপে দুইদল টানাহানি করিতে করিতে দেবীপুর হইতে অনেক দূর গিয়া পড়িল।

এদিকে বিবাহ-বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ অবসর বুঝিয়া নির্দ্দিষ্ট লগ্নে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আশঙ্কায় কোন উৎসব হইল না বটে, কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল।

সারা রাত্রি জাগিয়া এবং বন হইতে তীর খাইয়া বর্গীর দল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; ক্রমশঃ লোক ক্ষয় হওয়াতে এবং শত্রুপক্ষকে না পাইয়া তাহারা পলায়নের উদ্যোগ করিল। কিন্তু শেষবার ধনঞ্জয়ের দলকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করিয়া তবে পিছনে হটিল। সেই সংঘর্ষে ধনঞ্জয় দারুণ আঘাত পাইল।

• • •

বর্গী চলিয়া গিয়াছে। উমা ও ধনঞ্জয়ের দলের লোকেরা আহত ধনঞ্জয়কে লইয়া প্রভাতে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। ধনঞ্জয়ের সংজ্ঞা নাই। ক্ষত-মুখ হইতে অজস্র শোণিত স্রাব হইতেছে। উমা তাহার বুকের কাছে মুখ লইয়া অধীর ভাবে কাঁদিতেছে।

মধ্যাহ্নকাল। বৈশাখের রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে, রায়লোধি গ্রামে যেন বিমর্ষতা ঢালিয়া দিয়াছে; সেই উজ্জ্বল দিবসের উদ্ভাসিত রৌদ্রকেও ম্লান করিয়া সারা গ্রান খানির উৎকণ্ঠা যেন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে! সেই সময় গ্রামে এক বিবাহদল সমারোহ করিয়া উপস্থিত হইল। সনকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, পাত্র পক্ষ গৃহে গমন করিতেছে।

বাদ্যের শব্দে অবসন্ন ধনঞ্জয় একবার চক্ষু মেলিল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কি যেন শুধাইতে গেল, পারিল না; ক্ষত-মুখ হইতে আর এক ঝলক রক্তধারা বহিয়া তাহার সমস্ত জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি ঘটাইল।

তখন বরযাত্র দলে সানাইয়ের সুর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে উৎসবের রাগিনী আলাপ করিতেছিল।

উমা আর একবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু বাদ্য সমারোহে সে ক্রন্দন শোনা গেল না।

সেইবার হইতে সে অঞ্চলে বর্গীর উৎপাত বন্ধ হইয়া গেল।

রন্ধন বিদ্যা

শ্রীমতী পুষ্পকুন্তলা রায়।

কেশরী পলান্ন

উপাদান :—রুই মাছ—/২ সের, দাদখানি চাউল—/১ সের, ঘৃত—/।০ সের।

অন্যান্য জিনিষের ওজন রন্ধনকারিণীর উপর নির্ভর করিবে। সুচতুরাদের জন্য এ প্রবন্ধ। কি কি জিনিষের দরকার শুধু তাই দেওয়া গেল—জাফরান, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, শা-জিরা, শা-মরিচ, পেঁয়াজ, আদা, গোলমরিচ, জিরা, তেজপাতা, ধনে, লঙ্কা, টক্ দৈ, লবণ, হলুদ, কিস্‌মিস্, পেস্তা, বাদাম ও মেওয়া।

কুট্‌নার প্রণালী :—প্রথমতঃ রুইমাছকে বড় বড় টুক্‌রা করিয়া যথা নিয়মে বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া তাতে দৈ ও জিরা হলুদ বাটা মাখাইয়া আধঘণ্টা আন্দাজ রাখিয়া দিতে হইবে।

কতকটা টক্ দৈ পাথরের বাটিতে লইয়া জাফরান ভিজাইতে হইবে।

শা-জিরা, শা-মরিচগুলিকে গুঁড়া করিয়া আলাদা রাখিতে হইবে।

আদা ও পেঁয়াজ অর্দ্ধেক বাটিয়া অপর অর্দ্ধেক কুচা করিয়া লইতে হইবে।

মাছের টুকরাগুলিকে পরিষ্কাররূপে ধুইয়া ফেলিয়া তাহা জিরা, মরিচ, হলুদ, লবণ মাখাইয়া ঘৃতে ভাজিতে হইবে। এমন ভাবে ভাজিতে হইবে যেন বেশী ভাজা না হয়।

অপর একটী কড়াতে কিস্‌কিস্, পেস্তা, বাদাম ও মেওয়া ঘৃতে ভাজিয়া আলাদা আলাদা রাখিয়া দিয়া পেঁয়াজ ও আদা ভাজিতে হইবে।

এবার একটী ডেক্‌চিতে মসলার আরক তৈয়ারি করিতে হইবে। একখানা নতুন গামছায় ধনে, গোলমরিচ, লঙ্কা, তেজপাতা, হলুদ, লবঙ্গ ও কিছু ছোট এলাচ বাঁধিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। অনেকক্ষণ সিদ্ধ করার পর আরক লালবর্ণ হইলে নামাইতে হইবে।

চাউল :—চাউল সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা দরকার। চাউল যতই পুরাণো হইবে ততই ভাল, এও লক্ষ্য রাখিতে হইবে চাউল যেন ভাঙ্গা না হয়। চাউল খুব ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া তাহাতে জাফরান যে দৈয়ের মধ্যে ভিজানো হইয়াছে তাকে খুব ভালরূপে বাটিয়া উক্ত চাউলের সঙ্গে মাখাইতে হইবে। চাউলে মাখানো হইলে আলাদা পাত্রে রাখিয়া দিয়া এমন অবস্থায় রাখিতে হইবে যাতে চাউলগুলি শুকাইয়া যায়।

পলান্ন রান্নার প্রণালী :—কলাই করা তামার ডেক্‌চি হইলে খুব ভাল হয়, তাহা না হইলে এলুমিনিয়াম বা পিতলের ডেক্‌চি ব্যবহার করিতে হইবে। পিতলের ডেক্‌চি খুব শীঘ্রই গরম হইয়া যায়। তামার ডেক্‌চিতে আগুনের গরম একভাবেই পায় সেজন্য কলাই করা তামার ডেক্‌চি হইলে খুব ভাল হয়। তামার ডেক্‌চি উনানে চাপাইয়া একটু গরম হইয়া উঠিলে তার মধ্যে আধপোয়া আন্দাজে ঘি দিয়া পাত্রের সব গায়ে লাগাইয়া লইয়া কয়েকটি তেজপাতা নিচে দিয়া জাফরান মাখানো চাউলগুলিকে চারভাগ করিয়া একভাগ চাউল তেজপাতার উপর বিছাইয়া দিয়া ভাজা মাছের অর্দ্ধেক এবং আদা পেঁয়াজ, দারচিনি, এলাচ ও কিস্‌মিস্ দিতে হইবে। তার উপর অপর একভাগ চাউল দিয়া শা-জিরা গুঁড়াগুলিকে ছড়াইয়া দিয়া অপর অর্দ্ধেক মাছ তার উপর দিয়া পেস্তা বাদামগুলি দিতে হইবে। তারপর তৃতীয় ভাগ চাউল দিয়া উপরে শা-মরিচের গুঁড়াগুলি ছড়াইয়া আর একপ্রস্ত তেজপাতা, কিস্‌মিস্, বাদাম, পেস্তা, লবঙ্গগুলি দিয়া অবশিষ্ট চাউলগুলি দিয়া সামান্য লবণ দিতে হইবে। এ যেন মনে

থাকে, মাছ ভাজিবার সময় লবণ দেওয়া হইয়াছে। এখন মসলার আরক এমন ভাবে দিতে হইবে যেন চাউলগুলি নড়ে চড়ে না যায়। মসলার আরক চাউলের উপর চারি আঙুল পরিমাণ থাকিবে। তারপর অর্দ্ধেক ঘি দিয়া আগুনে চাপাইতে হইবে। এখন কেবল লক্ষ্য রাখিতে হইবে; আরক কমিয়া না যায় এজন্য পলাণ্ডের ডেকচির মুখে আলাদা পাত্রে মসলার আরক চাপানো থাকিবে। কমিয়া উঠিলে তাতে দিতে হইবে। যখন পলাণ্ড ভালরূপ সিদ্ধ হইয়া উঠিবে তখন অপর সমস্ত ঘি দিয়া নামাইয়া কয়লার আঁচের উপর রাখিয়া দম দিতে হইবে। খাওয়ার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দমে থাকার দরকার।

এরূপ পাক হইয়া গেলে "কেশরী পলাণ্ড" রান্না হইল।

নানা কথা

বাগীবন বালিকা-বিদ্যালয়—

বিগত ৭ই চৈত্র ছাতড়া জেলার অন্তর্গত বাগীবন বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মাননীয় কে, এন, রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী বালিকাদের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই উৎসব-সভায় মেয়েরা নানাপ্রকার অভিনয় এবং তৎসহ লাঠিখেলা দেখাইয়া দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাগীবন, উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী একটি গণ্ডগ্রাম। বালিকা-বিদ্যালয়টিতে বর্ত্তমানে মধ্যইংরাজী শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ান হয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি উচ্চপ্রাথমিক শ্রেণীর বোর্ডিং আছে। বাংলার চৌষট্টি বিভিন্ন জেলার বত্রিশটি বালিকা বোর্ডিংএ স্থান পাইয়াছে। বিদ্যালয়টির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি।

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির—

গত ২৩শে চৈত্র চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দিরের পারিতোষিক বিতরণ সভা সম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়টি চন্দননগরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় কর্ত্তৃক পরিচালিত। বহু অর্থ ব্যয়ে ইহার জন্য একটি মনোরম বাড়ী তৈয়ারী করা হইয়াছে। স্থানীয় ভদ্রমহিলাদের সাহায্য ও সহানুভূতিতে বিদ্যালয়টি দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছে। বিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণীতে জানা গেল, মুসলমানদের শিক্ষা-বিধানের জন্য এখানে একটি পৃথক শিক্ষা-বিভাগ খোলার ব্যবস্থা চলিতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে নারীশিক্ষার জন্য এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক।

সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল-সমিতি—

বিগত ২২শে চৈত্র এই সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন বেথেটোলায় ভবনে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সমিতি বাংলার বহু স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া নানাপ্রকার নারী-কল্যাণমূলক কার্য্য করিতেছে। বাংলার মহিলা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বর্ত্তমানে এই সমিতির কাজই সর্ব্বাধিক প্রসারিত।

ঢাকা ইডেন কলেজ—

মহিলাদের শিক্ষা-বিধানের জন্য ঢাকা ইডেন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই এই কলেজটির আশাতীত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কলেজটি সহরের মধ্যস্থলে হইলেও অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বাড়ীটি 'লিজ' নেওয়া ছিল; তাহার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছে বলিয়া বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। শিক্ষা-বিভাগও সহরের বাহিরে ঐ কলেজ স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়াছেন। দূরে মেয়েদের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের গতিবিধির যে অসুবিধা হইবে—ইহা সহজেই বোঝা যায়। শোনা যাইতেছে, মধ্যইংরাজী শ্রেণী পর্য্যন্ত সহরের মধ্যে রাখিয়া উপরীতন ছাত্রীদের জন্য সহরের বাহিরে রমনার মাঠে বাড়ী তৈয়ারী করা হইবে। যাহা হউক, বাহিরে মহিলা-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে অসুবিধা কিছু আছে বটে, কিন্তু মহিলাদের মুক্ত বায়ু উপভোগের যে একটা সুবিধা হইবে, সে লাভটি কম নহে।

মেয়েদের নার্সিংশিক্ষা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চিকিৎসা-বিভাগের বাবদ ৪৭,৬১,০০০৲ টাকা দাবীর প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। সেই দাবীর মধ্যে কলিকাতার হাস-পাতালের শুশ্রূষাকারিণীদের শিক্ষা দিবার জন্য ১,০০,০০০৲ টাকা ধরা

হইয়াছিল। মেয়েদের নার্সি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কলিকাতায় বিশেষ-ভাবে করা উচিত। যে সকল তারইট ইতোমধ্যে নার্সি শিক্ষা লাভ করিতে চায়, তাহারা প্রয়োজনমত শিক্ষিত হইলে তাহাদিগকে লওয়ার কোন বাধা নাই। উপযুক্ত ধাত্রী না হওয়ায় কিরিঙ্গী মেয়েরা এই সব স্থান দখল করিয়া শিক্ষালাভ করিতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা দেশের শিক্ষিতা মেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

ময়মনসিংহ মহিলা কলেজ—

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে ময়মনসিংহ সহর বেশ অগ্রসর। ইথাকার বিদ্যাময়ী উচ্চ ইংরাজী বালিকা-বিদ্যালয় বেশ সুনামের সহিত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। অত্যন্ত সুখের বিষয়, এখানে মেয়েদের জন্য একটী কলেজ স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। কলেজ খুলিলে বহু ছাত্রী হইবার সম্ভাবনা। আপাততঃ বিদ্যাময়ী-বালিকা-বিদ্যালয়েই ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাস খুলিবার আয়োজন চলিতেছে। স্থানীয় বিদুষী মহিলাদের মধ্যে কয়েকজন এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম।

বোলপুর আদর্শ মহিলা কলেজ—

রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে একটি মহিলা-কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে গার্হস্থ-বিজ্ঞান, সূচী-শিল্প, রন্ধন-বিদ্যা, আলিপনা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা বিশ্বভারতীর অন্যান্য স্থান; মহিলা-কলেজে ইহারও অনুশীলনের ব্যবস্থা করিবার আয়োজন হইয়াছে। এই কলেজটি মহিলাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বৈশিষ্ট দেখাইবে—আমরা ইহা খুবই আশা করিতে পারি।

মহীশূরে খদ্দর প্রচার—

মহীশূর গভর্ণমেণ্টের বালনোল পল্লী কেন্দ্রের রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, গত ছয় মাসে এই কেন্দ্রে দশহাজার টাকার খদ্দর উৎপন্ন হইয়াছে। চরকায় সূতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু বাংলার খদ্দর উৎপন্ন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন আশার বাণী শুনাইতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত। খদ্দরের জন্য যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আজ কয়েক বৎসর হইতে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারাই ব্যবসায় হিসাবে ধনী হইতেছেন; কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে চরকায় সূতা কাটা—পল্লীতে পল্লীতে খদ্দর কাপড় তৈরী হওয়া সম্বন্ধে আমরা যে কল্পনা করিয়াছিলাম তাহার ত কিছুই হইল না। খদ্দর সম্পর্কীত কাজ বাংলার কোথায় কি হইতেছে সংবাদ পাইলে আমরা সানন্দে মাতৃমন্দিরে প্রকাশ করিব।

বিরাট দান—

শ্রীরামপুরের সুবিখ্যাত ধনী মাণিকলাল দত্ত মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকার সম্পত্তি নানা সৎকার্য্যে দানের জন্য উইল করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে দুই লক্ষাধিক পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য তাঁহার পত্নীর নামে রেজেষ্ট্রী আছে একলক্ষ দশ হাজার টাকা। কলিকাতা আরমাইকেল মেডিকেল কলেজ, শিশুদের বিনা পয়সায় শুশ্রূষার জন্য একটি ওয়ার্ড প্রস্তুতের নিমিত্ত পাইবে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা; ঐ কলেজ হাতার মাতার নামে একটি ওয়ার্ড স্থাপনের জন্য আরও বৃদ্ধি হাজার টাকা পাইবে। কলিকাতা চিত্তরঞ্জন সেবাসদন পাইবে দশহাজার টাকা। শ্রীরামপুর বালিকা বিদ্যালয় পাইবে দুই হাজার টাকা। ধর্ম্মকার্য্যের জন্য ব্যয় হইবে দুই লক্ষ বৃদ্ধি হাজার টাকা। ইহা ছাড়া দেশের আরও কয়েকটি জন হিতকর প্রতিষ্ঠান উক্ত টাকার অংশ প্রাপ্ত হইবে। এই বিরাট দান বাংলা দেশের ধনীদের সত্যই আদর্শ স্থানীয়। তাহা অন্যের ধর্ম্ম লাভ করুন।

নারী কল্যাণে দান—

ময়মনসিংহ জেলার সম্ভোষ ৪৪ আনির জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ময়মনসিংহে একটি নারী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বাংলায় শিক্ষার কথা—

১৯২১ সালের সেন্সাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সে সময় বাংলাদেশের গ্রামসমূহে ৬ হইতে ১১ বৎসর পর্য্যন্ত বালকের সংখ্যা বত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার এবং বালিকার সংখ্যা বত্রিশ লক্ষ আঠার হাজার ছিল। ১৯১১ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত যে হারে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই হার অনুযায়ী হিসাব করিলে দেখা যায় আগামী ১৯৩১ সালে বালকের সংখ্যা তেত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার এবং বালিকার সংখ্যা তেত্রিশ লক্ষ হইবে। বর্ত্তমানে বাংলায় বালকের জন্য ৩৮১৮৭টী ও বালিকাদের জন্য ১১৬০৫টী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তাহাতে ট্রেনিং পাশ ১৫৯৭১ জন শিক্ষক ও ৪৮১ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন। প্রাথমিক শিক্ষায় বর্ত্তমান খরচ মোট বাট লক্ষ টাকা। গবর্ণমেণ্ট, জেলাবোর্ড প্রভৃতি এই ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে দান, চাঁদা, ব্যক্তিগত অথবা সাধারণ তহবিল প্রভৃতিও অবশ্য আছে।

কলিকাতার দুধের হিসাব—

প্রত্যহ কলিকাতা সহরে ৩০০০ মণ দুধ ব্যবহৃত হয়। তাহার মধ্যে ১০০০ মণের কিছু অধিক পরিমাণ কলিকাতা কর্পোরেশনের ভিতরেই অবস্থিত গোয়াল হইতে আসে। ১২০০ মণের উপর সহরতলী (Suburbs) হইতে আমদানী হয়। ৭০০ মণ ছেলে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছায় ও ৩০ মণ হাওড়া শিয়ালদহ আসে। এখানে ধনীগণ বাড়ীতে সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেরা ঘড়ে গোনে দু-একটাক দুধ পাইতে পায়। ইহাতে দেশবাসীর স্বাস্থ্য কিরূপ মাটি থাকিতে পারে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

অতুলচন্দ্র নন্দী কর্তৃক ১৭নং রাধানাথ বসু লেন, বিজয়ের প্রেস হইতে মুদ্রিত এবং ২০০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিঃ হইতে প্রকাশিত

আতা
ক্যাষ্টর অয়েল

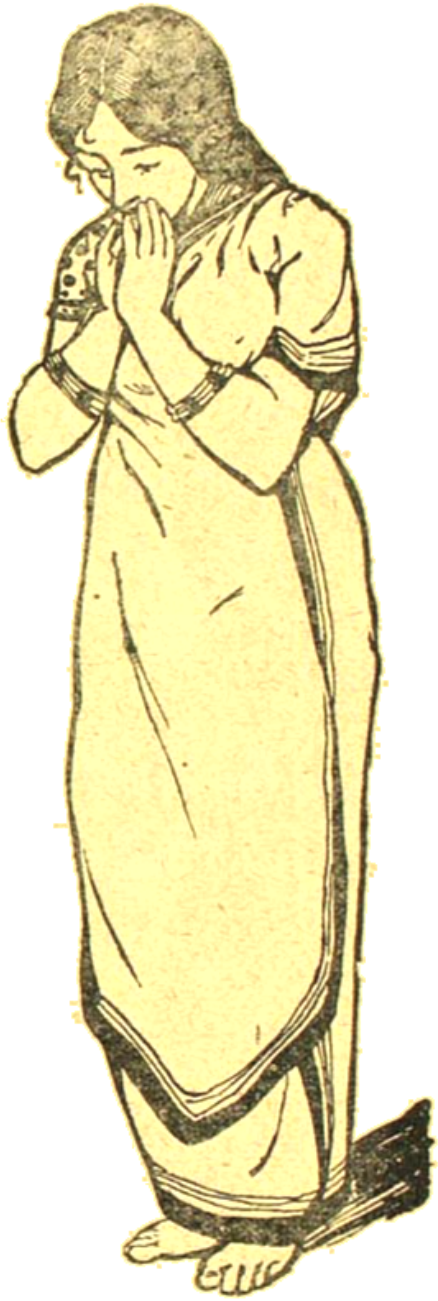

আপনাদের

শুভ

নববর্ষের

অভিবাদন

জানাচ্ছে

—•—

তরুণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

পোষ্ট বক্স—২১২, কলিকাতা।

—•—

পুনশ্চঃ—নতুন বছরে প্রিয়জনকে ও বান্ধবীকে বাজে জিনিসের বদলে এক শিশি "আতা ক্যাষ্টর অয়েল" উপহার দিন! চুলের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

কথাসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্রিকা

কালি-কলম

ভাবে ও সুরে—গল্পে ও কবিতায়—প্রবন্ধে ও উপন্যাসে অনুপম

সডাক বার্ষিক ৩৷৹ প্রতি সংখ্যা (নগদ) ।৹

—ভালো ভালো উপন্যাস—

—হেমেন্দ্রকুমার রায়ের—
ঝড়ের দোলা ১৸৹

—নিরুপমা দেবীর—
দেবত্র ৩৲

—যতীন্দ্রমোহন সিংহের—
উড়িষ্যার চিত্র ২৲

—জগদীশ গুপ্তের—
বিনোদিনী ১৲

তরুণ-লেখক শিরোমণি
—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের—
কোয়ার-ভাঁটা ২৷৹
অতসী ১৸৹ হাসি ১৷৹ ষোল-আনা ১৸৹
নীহারিকা ওয়াচ্ কোম্পানি ১৷৹
মাটির ঘর ২৲ লক্ষ্মী ৸৹ বাংলার ময়ে ২৲
মহাযুদ্ধের ইতিহাস ২৷৹

—হেমেন্দ্রকুমার রায়ের—
পাঁক ১৸৹

—প্রেমেন্দ্র মিত্রের—
পুতুল ১৷৹

—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের—
মাটির নেশা ১৷৹
কুঁই-চাঁপা ১৷৹

—বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের—
মৃণাল ১৷৹

স্বামী বিবেকানন্দের অমর উপন্যাস
ভারতের নবযুগের নবীনতা
আনন্দমঠ ২৲
(সচিত্র ১১শ রাজ-সংস্করণ)

—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের—
চিত্রবহা
(বহুল আলোচিত ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত)
৪১৬ পৃষ্ঠা—দাম ২৸৹

—মণীন্দ্রলাল বসুর—
রক্তকমল ১৷৵৹
সোনার হরিণ ১৷৵৹
মায়াপুরী ১৷৹

—হেমেন্দ্র মিত্র ও অমিয়া সেনগুপ্তের—
বাঁকা-লেখা ২৲

—লীলা দেবীর—
ধ্রুবা ২৲
রূপহীনার রূপ ২৲

—অমলা মুখোপাধ্যায় প্রণীত—
জমা-খরচ ১৷৹
স্ত্রী ১৷৹

পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
বসুধা এজেন্সী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের পৃষ্ঠপোষিত, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইসচেয়ারম্যান ও
ডেপুটি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রশংসিত—

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

সরেস খুরজা ঘৃতের খাবার তৈরী করা হয়। বসিয়া খাইবার এমন স্থান, আসন, আদর, যত্ন কলিকাতায় বিরল; অর্ডার অতি যত্নে সরবরাহ করা হয়। ন্যায্য মূল্য, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—শ্রীমণি মার্কেট; সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম্-এ সম্পাদিত

—দীপিকা—

সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিক-পত্রিকা

বৈশাখ হইতে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বঙ্গের প্রথিতযশা সাহিত্যিকবৃন্দ 'দীপিকা'য় নিয়মিতভাবে লিখিতেছেন প্রচুর গল্প ও কবিতা এবং ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদিতে 'দীপিকা'র পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা মাত্র—নমুনার জন্য সাড়ে চার আনা। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের পুরে পুরে পণ্যদ্রব্যের বিবরণ পৌঁছাইতে হইলে 'দীপিকা'য় বিজ্ঞাপন দিন্। চিঠিপত্র নিম্ন-ঠিকানায় লিখুন—

কর্ম্মকর্ত্তা—শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত, সুলেখক, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত, বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারমর্ম্ম প্রচারিকা অভিনব মাসিক বৈষ্ণব পত্রিকা

"শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী"

এই পত্রিকা পাঠ করিলে বৈষ্ণব সমাজের যে কোন ব্যক্তি মাত্রেই পরম আনন্দ লাভ করিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য সহচর মহাপুরুষগণের চরিত্র ইহাতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ধারাবাহিক রূপে তাৎপর্য্য ও অনুবাদ সহ শ্রীমদ্ভাগবত ইহাতে বাহির হইতেছে। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই পাঠোপযোগী। ছাপা, কাগজ, সুন্দর। বার্ষিক ভিক্ষা ২।০ টাকা মাত্র।

ম্যানেজার—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী কার্য্যালয়

পোঃ শ্রীখণ্ড, জেলা বর্দ্ধমান।

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মহিলা-কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে এবং ৪২এ, হাজরা রোড, বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত এম, রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। আলো ও ছায়া ১৸০, ২। মাল্য ও নির্ম্মাল্য ১৸০,

৩। পৌরাণিকী ১৲, ৪। অশোক সঙ্গীত ৷৷০

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিলে বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাঙ্গালা ভাষায় কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্র।
এবার নূতন বেশে নূতন ভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা নূতন তথ্যে পূর্ণ হইয়া বৃহদাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

সম্পাদক—শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।

ব্যবসা ও বাণিজ্যে কি কি থাকে ?

১। দেশ বিদেশের কৃষি শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ এবং সংবাদ। ২। প্রতি মাসে কৃষির মাসিক তালিকা অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে কি কি কৃষি আরম্ভ করিতে হইবে তাহার সারক লিপি। ৩। দেশ বিদেশের কাজ কারবার সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রয়োজনীয় সংবাদ ও প্রবন্ধ। ৪। যাঁহারা কাজ-কারবার করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের সচিত্র জীবনী। ৫। বাঙ্গালাতে কিরূপ ভেজাল চলিতেছে তাহার বিস্তৃত বিজ্ঞাপন। ৬। নানারূপ জাল জুয়াচুরীর বিষয় উদ্ঘাটন। ৭। পত্রাবলী—গ্রাহকগণ যে সকল প্রশ্ন এবং সংবাদাদি জানিতে চাহিবেন তাহার সদুত্তর দান। ৮। সোণা, রূপা, কুইনাইন, কোরা শঙ্কর ইত্যাদি বাজারের সমুদয় দ্রব্যের বাজার দর। ৯। কোম্পানীর কাগজ ও নানাবিধ সেয়ারের বাজার দর। ১০। ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী—অর্থাৎ কলিকাতা এবং অন্যান্য দেশের কারবার কোন ঠিকানায় বেচা অথবা কেনা যায় তাহার বিশেষ বিবরণ এবং ক্রেতা বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা। ১১। ছাপা, কারখানা, মাটুকা ও অন্যান্য কেনে দুই চারি শত টাকা মূলধনে যে সকল ছোট ছোট কল লইয়া (Labour saving machineries) লোকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় তাহার সচিত্র বিবরণ। ১২। বিভিন্ন ব্যবসায়ের বিবরণ যথা—ব্যাঙ্কিং, ইন্সিওরেন্স, জাহাজের, স্টীমার, আড়তদারী, জাঁচিং বা ঠিকার পরীক্ষা, চা, চিনি, পাট, ফটকা ইত্যাদির বিবরণ। ১৩। নানারকম দালালী। ১৪। ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত গল্প। ১৫। সচিত্র সামাজিক নক্সা প্রভৃতি। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যে কেহ সংবাদ বা প্রবন্ধ পাঠাইবেন তাহা প্রকাশযোগ্য হইলে সাদরে গৃহীত হইবে। ব্যবসা ও বাণিজ্যে যাহা প্রবন্ধ নাই। প্রত্যেক প্রবন্ধেই কাজের কথা আলোচিত হয়। একবার সামান্য ৸৵০ টাকা পাঠাইয়া মূল্য দিয়া গ্রাহক হইয়া দেখুন; এত নূতন নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান পাইবেন যে তাহার একটীর মূল্যই ২৫ সহস্র টাকা। ব্যবসা ও বাণিজ্যের আকার প্রকাশ ও ডায়মণ্ড সাইজের ন্যায় এবং প্রতিমাসে উহাতে অন্যূন একশত পৃষ্ঠার প্রবন্ধাদি থাকে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৸০, নমুনার মূল্য ৵০ আনা, ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য ৪৸০ এবং নমুনার মূল্য ৸০ আনা লাগে।

ফোন—
নং—৩৩৪৪

ম্যানেজার—ব্যবসা ও বাণিজ্য,
৯।১ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

আয়ুর্ব্বেদ, আর্য্য-চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। অগ্রহায়ণে তৃতীয় বর্ষে পড়িয়াছে। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক, আয়ুর্ব্বেদের সেই প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ কবিরত্ন ইহার সম্পাদক। দেশের প্রতিভাবশা কবিরাজ ও ডাক্তারগণ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। বার্ষিক মূল্য ৩৸০, নমুনা সংখ্যা ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
ম্যানেজার, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ২৯১ পদ্মনাথ লেন, কলিকাতা।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

গল্প উপন্যাসের কল্পতরু, বিখ্যাত লেখকবৃন্দের জ্ঞানগর্ভ রচনা অলঙ্কৃতা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী.

ফাল্গুনে ২৬শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

(১) বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ ধার্য্য করা হইয়াছে।

(২) এই বর্ষে তিন খানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে, তা ছাড়া গল্প প্রবন্ধ ত আছেই।

(৩) নূতন লেখককে উৎসাহ দিয়া নূতন লেখক তৈয়ারী করা অর্চ্চনার ২৫ বৎসরের সাধনা।

(৪) আজই গ্রাহক হউন। এ বর্ষে বিক্রয়াধিক্যে বেশী গ্রাহক লইতে পারিব না।

(৫) নমুনার মূল্য ৵১০ ডাক টিকিট।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—কর্ম্মকর্ত্তা, অর্চ্চনা

পোঃ অর্চ্চনা, কলিকাতা।

কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

'কৃষক' ও মাসিক পত্রিকা ও 'কৃষক'

গত ২৭ বৎসর হইতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বাগানের কার্য্য, চাষের কার্য্য ইত্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে কৃষকের গ্রাহক হওয়া একান্ত আবশ্যক। বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ৩৵০ আনা মাত্র।

কৃষক কার্য্যালয়—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—তাজা বীজ — আসল গাছ — কৃষি পুস্তক—

বাগানের সর্ব্ববিধ গাছ, চারা ইত্যাদি এবং সব্জী চাষের জন্য সর্ব্ব প্রকার বীজ স্থাবর্ণা দরে পাইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়। আমরা আজ ৩০ বৎসর যাবৎ বঙ্গের সর্ব্বত্র বীজ সরবরাহ করিয়া আসিতেছি।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেন নিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"নব আনন্দে জাগ আজি নব রবি-কিরণে !"

"স্বাস্থ্য-সমাচার" "Health & Happiness." "স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পত্রিকা"র ভূতপূর্ব্ব সহঃ সম্পাদক

শ্রীযুত নৃপেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্র **জীবনের আলো** ও সমালোচনী

অপরূপ সাজ সজ্জায়, অভিনব পরিকল্পনায়, অদৃষ্টপূর্ব্ব বর্ণসুষমায় রঞ্জিত হইয়া, নব জ্ঞান, নব মতা, নব আনন্দের বার্ত্তা লইয়া বৈশাখ হইতে উন্মেষিত হইতেছে !

স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, স্বাস্থ্যতা জীবন, শাক্ত চর্চ্চা, বীরগণের জীবনী ও আত্ম-চরিত, শিশু-কল্যাণ ও যাদুমন্দির, পল্লী-উন্নতি, স্ত্রী-শিক্ষা, অন্ন সুলভনে ব্যবসা, উচ্চ শিল্প, কৃষি, গো-পালন, ধনিক ও শ্রমিক সমস্যা, গার্হস্থ্য ও বৃক্ষিগত সর্ব্বপ্রকারের সহজ চিকিৎসা, পৃথিবীর সকলদেশের সকলকালীন্ রাজনীতি ও প্রজানীতি, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও নানা শাখার কার্য্যকরী সাহিত্যের আলোচনা ইহাতে প্রধানতঃ স্থান পাইয়া থাকে। তা' ছাড়া প্রতি মাসে একটি করিয়া ছোট গল্প ও দুই একটী মনোজ্ঞ কবিতা থাকে। প্রতি মাসে অন্ততঃ ৪ খানি ছবি থাকে।

কাপ্তেন শ্রীযুত বিরেন্দ্রনাথ ঘোষজী, কাপ্তেন শ্রীযুত কণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ডাঃ শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুত সত্যচরণ লাহা, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, প্রফেসর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ডাক্তার শ্রীযুত সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ শ্রীযুত যদুনাথ মজুমদার, রায় ডাঃ শ্রীযুত চুণীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ শ্রীযুত রমেশচন্দ্র রায়, ডাঃ শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার দাস প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ লেখকগণ ইহাতে লিখিতেছেন।

প্রতি মাসে ৬৪ পৃষ্ঠা করিয়া পাঠ্য বিষয় থাকে। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৸৹ মাত্র; মফঃস্বলের লাইব্রেরীসমূহ মাত্র ৩৲ টাকায় পাইবেন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইতেছে, শীঘ্র গ্রাহক হউন।

"জীবনের আলো" কর্ণ-কুটির, ২৬ নং বঞ্চিতলা: রোড্ (নারিকেলডাঙ্গা), কলিকাতা।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত পুস্তক

পতিব্রতা—(তুলোয়ার নাটক), সতীর গৌরবময়চিত্র— নাট্যকলার চূড়ান্ত পরিচয় লইয়া ফুটিয়াছে। সতী ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী। সুন্দর বাঁধাই ; মূল্য ১৲ টাকা।

নারীমঙ্গল—নবধর্ম্মে দীক্ষিত নারী পুরুষ কি ভাবে আদর্শ সমাজ গঠন করিতে পারে, তাহারই পরিচয় লেখক সাধ্যমত স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। মূল্য ।৵৹ আনা।

চণ্ডীদাস—(পঞ্চাঙ্ক নাটক), বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠের কবি, সিদ্ধ সাধক চণ্ডীদাসের জীবন সাধনার অপূর্ব্ব রহস্য বিশ্লেষণ। মূল্য ১৷৹ টাকা।

উদ্বোধন—স্ত্রী-চরিত্র বিহীন পঞ্চাঙ্ক নাটক। মূল্য ১৲ টাকা।

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—প্রায় পঞ্চাশখানি চিত্রে সুশোভিত। মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

অন্যান্য গ্রন্থ তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস

২৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"যাদুমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট মূল্য
মাত্র ৭টী ঔষধ

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

বিনামূল্যের চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্‌ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
রুম নং ২১, থার্ড ফ্লোর, কলিকাতা।

মিস্ মেয়োর "মাদার ইণ্ডিয়া" পড়িতে ইচ্ছা হয় না কি ?

"মাদার ইণ্ডিয়া"র সুদীর্ঘ বাংলা সমালোচনা আপনাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবে।
বিদেশীর হস্তে ভারতের মাতৃজাতি কি ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন
একবার পড়িয়া দেখুন।
মূল্য ৵০ আনা। ৵১০ র ডাকটিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়াই পাইবেন।
প্রাপ্তিস্থান—
মাতৃমন্দির কার্য্যালয়।
২০০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবাসিত তিল তৈল
রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

রুমালের জন্য
মন্দার
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

বারতা
সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।
কার্য্যালয়—১৪ নং পামারবাজার রোড, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।
বাংলার আধুনিক সাহিত্যের ভাবধারার পরিচয় পাইতে হইলে আজই গ্রাহক হউন।
ঔপন্যাসিক-সম্রাট শরৎচন্দ্রের জীবনের অপরূপ ঘটনাবলী বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।
বাণীর নবীন পূজারীগণকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি।
বার্ষিক মূল্য সডাক ১৸০ (এক টাকা বার আনা মাত্র)

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস

২০০ [illegible] খুলনা টাউন

—ঃ সুলভে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারের খ্যাতনামা কারখানা ঃ—

Awarded Certificate of Honour with Medal by the British Empire Exhibition, London, 1924 & 25

বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিবার পর হইতে আমাদের আবশ্যক অলঙ্কার অধিকতর উন্নতরূপে প্রস্তুত হইতেছে।

একজিবিশন শাঁখা—খিদি সোনার পুরু পাতে উপরোক্ত ব্রোঞ্জের শাঁখার উপর মোড়া। ১০ বৎসর ব্যবহার চলিবে।

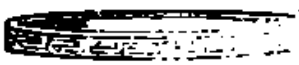

এই একজিবিশন শাঁখা স্বর্ণ মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার।

প্রমাণ প্রতি জোড়া—২০৲, বালিকা সাইজ—১৬৲, শিশু সাইজ—১৪৲

একজিবিশন চুড়ী—খিদি সোনার পুরু পাতে উপরোক্ত ব্রোঞ্জের উপর মোড়া। ইহাতে দুই মাসা অবধি ঢালাইয়ের সেট ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারে ঠিক তিন শত টাকার চুড়ীর মত কাজ দিবে।

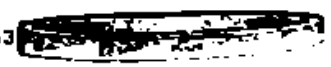

প্রমাণ প্রতি জোড়া—১৬।৹

বালিকা সাইজ—১৩৷৹, শিশু সাইজ—১১।৹

দুই মাসার এক সেট চুড়ী ৪৯।৹ টাকা।

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—বিশুদ্ধ তামার উপর খিদি সোনার পাতে মোড়া। প্রমাণ—১৮৲, বালিকা সাইজ ৭৲, শিশু সাইজ—৫৲

ইন্দু-প্রভা সেপ্‌টিপিন্—খিদি সোনার উপর চুণী ও মুক্তা সেট করা

২ ইঞ্চি—১৫৲
১৷৹ ইঞ্চি—১৪৲
১।৹ ইঞ্চি—১২৲

বাণাপাণি শাঁখা—শুদ্ধ তাম্রের উপর খিদি সোনার মোড়া। ক্রমাগত দশ বৎসর ধরিয়া সমস্ত শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত।

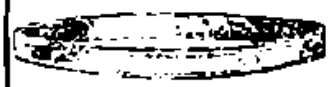

প্রমাণ প্রতি জোড়া—১০৲
বালিকা সাইজ—৮৲
শিশু সাইজ—৮৲

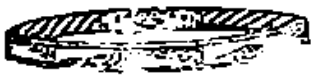

এন্‌গ্রেভড পল পেঁচ বালা।

চুড়ী-মাপের উপর খিদি সোনার মোড়া প্রমাণ—১৮।৹, বালিকা—১৬

তার পেঁচ বালা।

চুড়ী-মাপের উপর খিদি সোনার মোড়া। প্রমাণ—১৬৲
বালিকা—১৩৲ টাকা।

কল্যাণ চিরুণী

মহিষ-শৃঙ্গের উপর খিদি সোনার পালিশ পাতে চমৎকার এনগ্রেভ করা।

১২ ছাড়া—১৭৲ টাকা
১০ ছাড়া—২৪৷৹ টাকা
৮ ছাড়া—১২।৹ টাকা।

আট একটী মজুরী পাথর সহ ৮০৲। কানফুল ১০৲ হইতে ১২৲ টায়রিং ১০৲ হইতে ১৪৲। মাকড়ী প্রমাণ ১৮৲, বাবায়ী ১৫৲, ছোট ১০৲।

নমুনা অলঙ্কারই খিদি সোনার প্রস্তুত এবং প্রত্যেক ডিজিনের সঙ্গে ফেরৎ মাশুল না লইয়া ভি:পি করা হয়। পাঁখার ডিজিনের মাপ চাই-বন্ধনীর জন্য প্রমাণ মাপের শাঁখা লইলেই ঠিক হইবে। বালিকাদের বয়সের উল্লেখ করিবেন। পত্র লিখিলে ডিঃ পিতে মাল পাঠান হয়।

নূতন মূল্য-তালিকা চাহিলেই পাইবেন

নূতন দোকান:—আমাদের ৩৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ সাবেক দোকানের সম্মুখে উত্তরাংশে, ২০০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ সুবৃহৎ বাড়ীতে নূতন কার্য্যালয় ও দোকান স্থাপিত হইয়াছে।

স্বত্বাধিকারী
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
(মাতৃমন্দির-সম্পাদক)

British Empire Exhibition 1924

Patron:
H.M. THE KING.
President:
H.R.H. THE PRINCE OF WALES.
Chairman of The Executive Council:
HIS GRACE THE DUKE OF DEVONSHIRE.

This Certificate of Honour is issued
with a Medal to

Messrs. Economic Jewellery Works,

in recognition of having participated in
The British Empire Exhibition,
at Wembley: 1924.

MEMBERS OF THE BOARD:

Chairman

Chief Administrator

Secretary

ECONOMIC JEWELLERY WORKS

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্

200, Cornwallis St. ২০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য—

আমাদের সর্ব্বদা মনোযোগ থাকে যাহাতে অলঙ্কার উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হয় এবং আধুনিক রুচির আদর্শানুযায়ী নূতন নূতন ডিজাইনের অলঙ্কার সরবরাহ হইতে পারে। ইহাতে গ্রাহকগণের অর্থের অপব্যয় নিবারণ হয় এবং নির্দ্বিঘ্নে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার পাইবার সুযোগ হয়, ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই প্রণালীর অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার জন্য আমাদের "বীণাপাণি দীঘি" "সুরভরঙ্গী নেকলেস" প্রভৃতি অনেকেই অলঙ্কার আজ দশ বার বৎসর ধরিয়া সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বিলাত হইতে নিত্যনূতন ডিজাইন আনিয়া আমরা "এভারিডিমেন্ট নেকলেস" ও "এভারিডিমেন্ট চুড়ী" নামে যে অলঙ্কার আবিষ্কার করিয়াছি তাহা বর্ত্তমানে ভেলভেটী মুক্তাখচিতে মূল্যবান অলঙ্কার ব্যবহারের অপব্যয় হইতে রক্ষা করিতেছে।

অলঙ্কার প্রস্তুতের সুবিধা-অসুবিধা—

সেকেলের অলঙ্কারগুলি ছিল স্বর্ণকারদের চিন্তাপ্রসূত। স্বর্ণকারগণ অলঙ্কার ওজনে বেশী করিয়াই গ্রাহকগণকে পরামর্শ দিতেন, কারণ তাহাতে তাঁহারা মজুরী হিসাবে স্বর্ণালঙ্কারের অধিক লাভ করিতেন। শুধু তাহাই নহে, সেকেলের অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে অধিক সময় ব্যবহার হইত বলে স্বর্ণকারগণ সেই প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে প্রকারান্তরে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে কম মজুরী লইয়াও স্বর্ণকারগণের অধিক লাভ হইত। অধিক ওজনের দরুণ গ্রাহকগণই সেই অসুবিধাগ্রস্ত হইতেন। আজকাল গ্রাহকগণ অলঙ্কার প্রস্তুতের এ অসুবিধাটি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই কম ওজনের অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিশেষ কথা এই যে, কিভাবে অলঙ্কার প্রস্তুত করিলে গ্রাহকগণের ক্ষতি না হইয়া সুবিধা হয় তাহা গ্রাহকগণ অপেক্ষা প্রস্তুতকারকেরাই ভাল বুঝিতে পারেন। এজন্য অলঙ্কার প্রস্তুত সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যে সমস্ত স্থানে সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটই অলঙ্কার প্রস্তুত করান যুক্তিযুক্ত।

অলঙ্কার প্রস্তুতের বিশেষত্ব—

আমরা ইউরোপ হইতে নূতন ধরণের পেষণ-যন্ত্র আনিয়া তদ্দ্বারা সোণা শক্ত করিয়া আমাদের কারখানায় অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছি। ইহাতে সোণা বিশুদ্ধ শক্ত ও টেকসই হয়। এইরূপ মেসিনে প্রেস করা সোণার আর একটী গুণ এই যে, ইহাতে স্বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সোণার তার পাত প্রস্তুত প্রভৃতি সমুদয় কাজই বিভিন্ন প্রকারের মেসিনে করা হয়, এজন্য সমুদয় অলঙ্কারই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। এইরূপ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে অলঙ্কারগুলি প্রস্তুত হওয়ায় অল্প সোণায় প্রস্তুত হইয়াও এগুলি অত্যন্ত মজবুত ও উহাদের পালিস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। আমাদের অলঙ্কার ভাঙ্গিলে খিনি সোণার ন্যায় সম্পূর্ণ পাওয়া যায়।

পালিশ—

আমরা বিলাত হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়া এই নকল কাজ করিতেছি—আমাদের অলঙ্কারের গঠন পালিস ঠিক বিলাতের মত হইয়া থাকে। গহনা পালিসের জন্য আমরা সুন্দর আয়োজন করিয়াছি। বর্ম্মিংহামের ইলেকট্রীক মোটর পালিসের কল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট : বর্ত্তমানে আমরা বহু ব্যয়ে বিলাত হইতে সেই কল আনিয়া তদ্দ্বারা পালিসের কাজ করিতেছি।

সোনার শাঁখা

সোণা-বাঁধান শাঁখা বর্ণকারের হাতে একাল পর্য্যন্ত যে ভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে শিক্ষিত সমাজে ইহার বিশেষ আদর ছিল না। ভদ্রমহিলাগণ শাঁখার পরিবর্ত্তে বালা, কঙ্কণ প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ইকনমিক্ জুয়েলারীর সোণার শাঁখা অভিনব প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া ক্রমে ইহার নানা প্রকার উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায়, বর্ত্তমানে ইহা উচ্চশ্রেণীর মহিলাবিগের সর্ব্বদা ব্যবহারের সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক সুরুচি-সম্পন্ন মহিলাগণ এই শাঁখার দু-গাছা মাত্রই হাতে পরিয়া থাকেন, অন্য অলঙ্কারের আর প্রয়োজন বোধ করেন না। আমাদের "একভিবিশন শাখা" এবং "একভিবিশন চুড়ী" বর্ত্তমানে শিক্ষিত সমাজের সর্ব্বত্র আদরণীয় হইয়াছে।

শাঁখার উপর ও নীচের গঠন সর্ব্বাংশেই মনোরম ও সর্ব্বাংশেই সমান পালিশ করা। ইহার ভিতরের দিকে খুব পালিশ থাকায় অল্প শাঁখা একটু ছোট হইলেও অনায়াসে হাতে পরা যায় এবং হাতে পিছ লে বেশ আঁটিয়া থাকে। এজন্য সাধারণতঃ বুধ কাটা অর্থাৎ ঢিলান শাঁখা করিবার আবশ্যক হয় না। বিশেষতঃ ঢিলান শাঁখা অপেক্ষা ইহা অধিকতর সুশ্রী ও টেকসই।

হাতের মাপ নির্ণয়ের নিয়ম

সাধারণতঃ স্বাভাবিক গঠনের পূর্ণ বয়স্কার শাঁখার ভিতরের মাপ (Inner diameter) দুই ইঞ্চ আধ সুত অর্থাৎ দুই এবং এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগ, নিম্নের চিহ্নিত মোটা রেখাটির মত। ইহার নাম প্রমাণ মাপ (Standard size)

ইঞ্চির হিসাবে ভিতরের মাপ ধরা হয় ; ৮ সুতে ১ ইঞ্চ।

নিম্নলিখিত মাপের শাঁখা ও চুড়ী সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে—

প্রমাণ সাইজ তিন প্রকার—২ ইঞ্চ ১ সুত ; ২ ইঞ্চ আধ সুত এবং ২ ইঞ্চ
(পূর্ণ বয়স্কাদের জন্য)

বালিকা সাইজ দুই প্রকার—১ ইঞ্চ ৭ সুত এবং পৌনে দুই ইঞ্চ
(৬ হইতে ১১ বৎসরের বালিকাদের জন্য)

শিশু সাইজ দুই প্রকার—১ ইঞ্চ ৫ সুত এবং সেড় ইঞ্চ
(২ হইতে ৫ বৎসর বয়সের জন্য)

ইহা ভিন্ন যে কোন মাপের শাঁখার অর্ডার করিলেই প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।

মাপ পাঠাইবার অপর নিয়ম এই যে, যার হাতের একগাছা সুগোল চুড়ী খুলিয়া লইয়া তাহার ভিতরের ব্যাস বা কাঁক (Inner diameter) পরিমিত এক টুকরা কাঠি পাঠাইতে হয়। সেই পরিমাণ লম্বা একটি সরল রেখা পোষ্টকার্ডে বা অন্য কাগজে আঁকিয়া দিলেও চলিবে। বালিকাদের জন্য বয়সের উল্লেখ করিবেন। ১৪।১৫ বৎসরের মেয়েদের জন্যও প্রমাণ মাপের শাঁখা লওয়া উচিত : কারণ তখনকার মত একটু বড় হইলেও দু'একবৎসর পরেই হাতে ঠিক হইবে।

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে খুলনা সহরে ক্ষুদ্র আয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দুই তিন বৎসর মধ্যেই সোণার শাঁখার জন্য খ্যাতি লাভ করে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহার ব্রাঞ্চ স্থাপিত হয়। কার্য্য-প্রসার বশতঃ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রধান কার্য্যালয় হইয়াছে। অল্পকালে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার প্রস্তুতের জন্য ইহার কার্য্য সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বর্ত্তমানে সুদূর ইউরোপ ক্ষেত্রেও প্রসার লাভ করিয়াছে।

বিলাত—বৃটিশ-এম্পায়ার এক্‌জিবিশনে আমাদের দুই বৎসরের শিক্ষার ফল—

এক্‌জিবিশন্-শাঁখা

এক্‌জিবিশন্-চুড়ী

গিল্‌ট্‌ সোণার তৈরী আউপৌরে অলঙ্কার

উপরে গিল্‌ট্‌ সোণার পুরু পাতের উপর মিনেরল এনামেল করা, নীচে ইরোলো-রোজ নামক স্বর্ণবর্ণের ধাতুর ফ্রেম। প্রস্তুতের কৌশলে উপরের গিল্‌ট্‌ সোণা এবং নীচের রোজের ফ্রেম বর্ণে, গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নাই। ইরোলো-রোজ স্বভাবতঃই সোণার মত হয়, ব্যবহারে মলিন হয় না, হাতে দাগ লাগে না। দীর্ঘকাল ব্যবহারের পর এনামেল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সোণার পাত খুলিয়া লইয়া আবার নূতন করিয়া আঁটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। এক কথায় এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা বিলাত গিল্‌ট্‌ সোণার শাঁখার মতই ব্যবহৃত হইবে।

ইহা চুড়ী ও শাঁখা দুই প্রকারের প্রস্তুত হয়। গিল্‌ট্‌ সোণার দর ২০৲ টাকা ভরি হিসাবে নিম্নে মূল্য বিবরণ দেওয়া গেল।

এক্‌জিবিশন-শাঁখা

40 ·

প্রমাণ জোড়া—১০৲, (।৷৷০ গিল্‌ট্‌ সোণা ১০৲, শাঁখা ৪৲, মজুরী ৬৲)
বালিকা সাইজ—১৩৸০, (৷৵০ গিল্‌ট্‌ সোণা ৮৸০, শাঁখা ৩৲, মজুরী ৫৲)
শিশু সাইজ—১৪৲, (৷৷০ গিল্‌ট্‌ সোণা ৭৷৷০, শাঁখা ২৷৷০, মজুরী ৪৲)

এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার; শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

এক্‌জিবিশন চুড়ী

41

প্রমাণ জোড়া—১৩৷৷০, (৷৵০ গিল্‌ট্‌ সোণা ৭৷৷০, চুড়ী ৩৲, মজুরী ৫৲)
বালিকা সাইজ—১৩৸০ (।৵০ গিল্‌ট্‌ সোণা ৬।০, চুড়ী ২৷৷০, মজুরী ৫৲)
শিশু সাইজ—১১৷৷০ (।০ গিল্‌ট্‌ সোণা ৫৲, চুড়ী ২৷৷০, মজুরী ৪৲)

প্রমাণ তিন জোড়া অর্থাৎ ৬৪ গাছায় একসেট চুড়ী ৪১৷৷০ টাকা; ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকায় একসেট চুড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

এক্‌জিবিশন শাঁখা প্লেন

1-B

গিল্‌ট্‌ সোণার পাত ইরোলো-রোজের শাঁখার উপর জোড়া। প্রমাণ জোড়া ১০।০, বালিকা সাইজ—৮।৷৵০, শিশু সাইজ—৭৷৷০

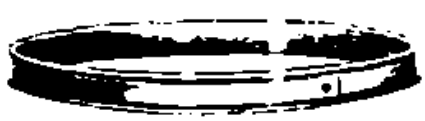

এক্‌জিবিশন শাঁখা—প্লেন সরু

ঠিক যেন এক্‌জিবিশন শাঁখার মত গুণবিশিষ্ট। প্রমাণ ৮।৵০, বালিকা সাইজ—৭৷৷০ শিশু সাইজ—৬৷৷৵০।

এক্‌জিবিশন শাঁখার বিভিন্ন নমুনা—

ইয়োলো-ব্রোঞ্জের ক্রেমের উপর গিনি সোণার পুরু পাত দিয়া মোড়া।

বিনা এনগ্রেভ্ প্রতি জোড়ার মূল্য

প্রমাণ সাইজ—১৮৲ (॥৹ ভরি সোণা ১৹৲ ক্রেম ৹৲ মজুরী ৹৲)
বালিকা ,, ১৪৸৹ (৸৹ ,, ৮৸৹ ,, ৹৲ ,, ৹৲)
ছোট ,, ১২॥৹ (৸৹ ৭॥৹ ,, ২॥৹ ,, ২॥৹)

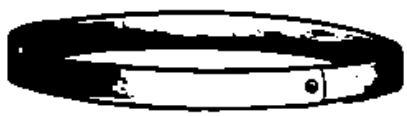
42

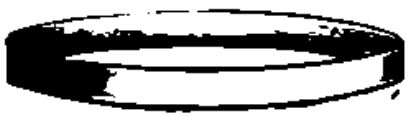
43

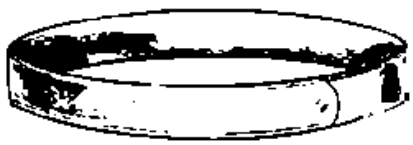
44

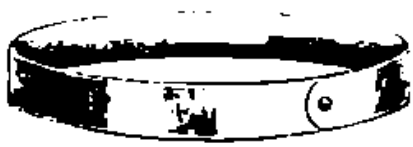
45

এনগ্রেভ্ করা প্রতি জোড়ার মূল্য—

প্রমাণ সাইজ—২০৲ (সোণা ॥৹ ভরী ১৹৲ ক্রেম ৹৲ মজুরী ৹৲)
বালিকা ,, ১৬৸৹ (সোণা ৸৹ ,, ৮৸৹ ,, ৹৲ ,, ৹৲)
শিশু ,, ১৪৲ (সোণা ৸৹ ,, ৭॥৹ ,, ২॥৹ ,, ৪৲)

46

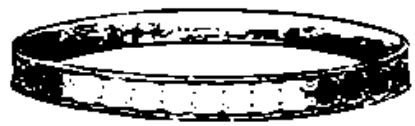
47

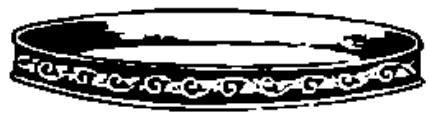
48

49

এক্‌জিবিশন্ চুড়ীর বিভিন্ন নমুনা—

শঙ্খের শাঁখার উপর গিনি সোণায় মোড়া

60

শঙ্খের তার পেঁচ বালা—প্রমাণ—১৩৲

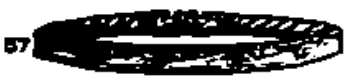

শঙ্খের পল পেঁচ বালা

প্রতি জোড়া প্রমাণ সাইজ ২১৲

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা

বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোণায় মোড়া

61

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোণায় মোড়া। প্রমাণ—৮৸৹, বালিকা সাইজ—৭৸৹, শিশু সাইজ—৬৲।

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা সরু—বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোণায় মোড়া। প্রমাণ—৬৸৹, বালিকা সাইজ—৬৲, শিশু সাইজ—৫৸৹।

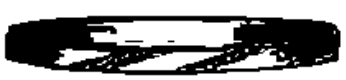

এনগ্রেভ চুড়ী—তামার উপর গিনি সোণায় মোড়া।

(একবিধিসন চুড়ীর বদলে মত)

প্রমাণ—১৪৷৹, ছোট—১২৷৹—১৯৲,

৬ গাছায় ১ সেট—৪৩৷৹ টাকা।

মহিষ সিংএর উপর গিনি সোণায় মোড়া

শাঁখা।

62 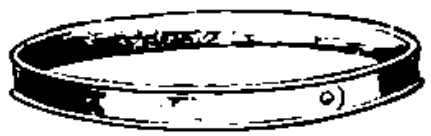

প্রমাণ সাইজ ১০৲

বালিকা " ৯৲

শিশু " ৮৲

মহিষ-শৃঙ্গের রুলী

63

প্রমাণ সাইজ ১২৲

বালিকা " ১০৲

শিশু " ৯৲

মহিষ-শৃঙ্গের তার পেঁচ বালা

64

প্রমাণ সাইজ ১৩৲

বালিকা " ১২৲

হস্তী-দন্তের উপর
গিনি-সোণায় মোড়া শাঁখা, বালা ও রুলী।

A-1

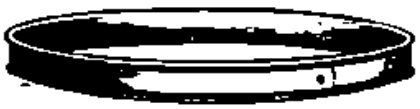

বীণাপাণি শাঁখা।

শুভ্র হস্তী-দন্তের উপর গিনি সোণার মোড়া।
সমগ্র শিল্পিত সমাজে সুপরিচিত।
প্রমাণ প্রতিজোড়া—১০৲, বালিকা সাইজ—৯৲, শিশু সাইজ—৮৲

বীণাপাণি শাঁখা (সরু)

শুভ্র হস্তী-দন্তের শাঁখার উপর গিনি সোণার মোড়া।
প্রমাণ প্রতিজোড়া—৯৲, বালিকা সাইজ—৮৲, শিশু সাইজ—৭৲

এনগ্রেভ বীণাপাণি শাঁখা।

হস্তীদন্তের উপর গিনি সোণার সুক্ষ পাতে বাঁধা সমোহন এনগ্রেভ করা।
প্রমাণ—১৭।০, ছোট—১৪।০—১১৲

65

তার পেচ বালা—হস্তীদন্তের বালা গিনি সোণার তারে মোড়া।
প্রমাণ—১৬৲, ছোট—১৪৲—১২৲

66

তার পেচ রুলী (সরু) হস্তীদন্তের রুলী গিনি সোণার তারে মোড়া
প্রমাণ—১৪৲, ছোট—১২৲, ১০৲।

২১

লাইন-মোড় রুলী

চিত্রাকৃষ্টা হস্তীদন্তের রুলী গিনি সোণার তারে মোড়া।
প্রমাণ—১৪৲, ছোট—১২৲—১০৲

এনগ্রেভ, পল-পেচ বালা—প্রমাণ—১৮।০, ছোট—১৬৲।
উপরোক্ত সমস্তগুলিই বিশুদ্ধ হস্তী-দন্তের উপর গিনি সোণায় মোড়া।

গিনি সোণায় প্রস্তুত
রুল নেকচেন

66

প্রমাণ—১৮ ইঞ্চি ওজন ২।০ ভরি দাম—৬৫।
মধ্যম—১৬ " ওজন ২ ভরি দাম—৫২৲।
ছোট—১৪ " ওজন ১।০ ভরি দাম—৩৯৲।

লকেট সহ ৫৲ টাকা হইতে ১০৲

গিনি সোনায় প্রস্তুত
নানারকম নূতন প্যাটার্ণের মাকড়ী

মাকড়ী

প্লেন অথবা পলদার

শিশু সাইজ—প্রতিজোড়া—৬৷৹ টাকা হইতে ৭৲

লহর মাকড়ী

বালিকা সাইজ—প্রতিজোড়া—১২৲ **হইতে ১৫৲**

লহর মাকড়ী

প্রমাণ—প্রতিজোড়া—১৮৲ **হইতে ২২৲**

মটর পার্শী মাক

প্রমাণ প্রতিজোড়া—
১৮৲ টাকা হইতে ২২৲
বালিকা সাইজ প্রতিজোড়া—
১২৲ হইতে ১৫৲ টাকা

পল পার্শী মাকড়ী ।

প্রমাণ প্রতিজোড়া—
১৭৲ হইতে ২২৲
বালিকা সাইজ প্রতিজোড়া
১২৲ হইতে ১৫৲

বাঁশগিট প্যাটার্ণ মাকড়ী

প্রমাণ প্রতিজোড়া—১৮৲, ২২৲ প্রমাণ প্রতিজোড়া ১৮৲, ২২৲
ছোট প্রতিজোড়া—১২৲ টাকা হইতে ১৫৲, ছোট প্রতিজোড়া ১০৲, ১২৲
মাঝারী প্রতিজোড়া—১৫৲টাকা হইতে ১৮৲, মাঝারী ১৪৲, ১৫৲

নূতন প্যাটার্ণ মাকড়ী

প্রমাণ—প্রতিজোড়া—১৮৲ হইতে ২২৲
মাঝারী " ১৫৲
ছোট— " ১২৲

৩নং মাকড়ী—
প্রতিজোড়া—১০৲
টাকা হইতে ১২৲

জাতীয় মঙ্গলকামীদিগের কয়েকখানি পুস্তক

পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বয়ং পাঠ করুন এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে পাঠে উৎসাহ দিন।

১। সংযমসাধনা বা বীর্য্যক্ষয়ের প্রতীকার ॥০ আনা
২। সরল ব্রহ্মচর্য্য—৶০ আনা
৩। বিধবার জীবন যজ্ঞ—৷৶০আনা
৪। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য—১৲ টাকা
৫। আপনার জন—৷৶০ আনা
৬। কর্ম্মের পথে—/১০ পয়সা
৭। পথের সাথী—/১০ পয়সা
৮। পথের প্রদীপ /১০ পয়সা
৯। পথের সন্ধান—/১০ পয়সা
১০। পথের সঞ্চয়—/১০ পয়সা
১১। প্রবুদ্ধ যৌবন—/১০ পয়সা
১২। সাধকের বাণী—/১০ পয়সা
১৩। ব্রহ্মচারীর দিনলিপি—।০ আনা
১৪। স্বামীজির পত্র—৷৶০ আনা

ছোট বালকের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে; ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং

গিরগাও, বোম্বাই।

মাতৃমন্দিরের নিয়মাবলী

গ্রাহক-গ্রাহিকা—

বৈশাখে বর্ষ আরম্ভ হইয়া মাতৃমন্দির প্রতি বাংলা মাসের প্রথম দিনে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। যে কোন মাস হইতে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। মাতৃমন্দিরের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ডাকমাশুলসহ তিন টাকা। বিদেশে ৩৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা তিন আনা। দুই আনার ডাক টিকেট পাঠাইলে পূর্ব্বতন সংখ্যা নমুনা পাঠান হয়। গ্রাহকগণ চিঠিপত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন এবং পত্রের উত্তরের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকেট পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে জানান আবশ্যক।

লেখক-লেখিকা—

এই পত্রিকায় মহিলাদিগের কল্যাণকর নানা বিষয় প্রকাশার্থে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ ও সংবাদাদি খুব ছোট ও সরল ভাষায় হওয়া আবশ্যক। মহিলাদিগের মধ্যে কেহ যোগ্যতম শিক্ষা, অর্থকরী শিল্প প্রভৃতির উন্নতি বিষয়ক যে সকল সংবাদ আমরা মাতৃমন্দিরে পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। স্থানীয় অভাব অভিযোগ সম্বন্ধীয় সংবাদ পাঠাইলে তাহাও প্রকাশিত হইবে। নূতন লেখিকাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করা হয়। প্রবন্ধ পরিষ্কার এবং কাঁক কাঁক করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। প্রবন্ধের বিষয় লেখক-লেখিকার পূর্ব্ব নাম-ধাম জানা আবশ্যক। প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন-দাতাগণের প্রতি

মাতৃমন্দির বাঙ্গালার অধিকাংশ ধনী ও শিক্ষিত গৃহস্থের অন্তঃপুর মহলে সমাদরে পঠিত ও সযত্নে রক্ষিত হয়। এই সকল অন্তঃপুর মহলের পরামর্শ মতেই কর্ত্তারা গৃহবাসীর আবশ্যক জিনিষপত্র খরিদ করিয়া থাকেন—তাই মাতৃমন্দিরের বিজ্ঞাপনে ব্যবসায়ীগণ লাভবান হইতেছেন।

বিজ্ঞাপনের মাসিক হার—

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	১৮৲	কভার ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা	১৮৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০৲	কভার অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৬৲	বিজ্ঞাপনের মূখপাত্র	১১৲
সূচীর অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲	লেখার মূখপাত্র	১১৲
সূচীর সিকি পৃষ্ঠা	৮৲	লেখার শেষ	১১৲

স্থায়ী বিজ্ঞাপনদাতাগণ পত্র লিখিয়া ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক বন্দোবস্ত করুন। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে শিকি টাকা কমিশন পাইবেন। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলে বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

মাতৃমন্দিরের গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষার্থে বিজ্ঞাপন [illegible] সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—মাতৃমন্দির; ২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

অনির্দ্দেশ (কবিতা)
শ্রীমতী চারুলতা দেবী ৫২

বিশ্ব-সমাজ-সম্মিলন (অভিভাষণ)
শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ ৫১

বৈশাখ (কবিতা)
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম-এ ৫৫

বাসোর আলো (গল্প)
শ্রীমতী আশালতা দেবী, রত্নপ্রভা ... ৫৬

সাহিত্যে নারীর স্থান (প্রবন্ধ)
শ্রীমতী নীরজতা চক্রবর্ত্তী ... ৬২

গার্হস্থ্য ধাতু-বিজ্ঞান (প্রবন্ধ)
শ্রীমতী সুশীলা নন্দী ৬৪

ভগিনীর নারী-জাগরণ (আলোচনা)
শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ ৬৬

প্রাচীনা মহিলাদের চিকিৎসা-জ্ঞান
কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ৬৮

দেবতা (কবিতা)
শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ ৭০

বাংলার মেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতা (প্রবন্ধ)
শ্রীমতী রত্নমালা দেবী ... ৭১

শুভ নববর্ষ

এন্, বি, সোম এণ্ড ব্রাদার্স

১নং বৈশাখ

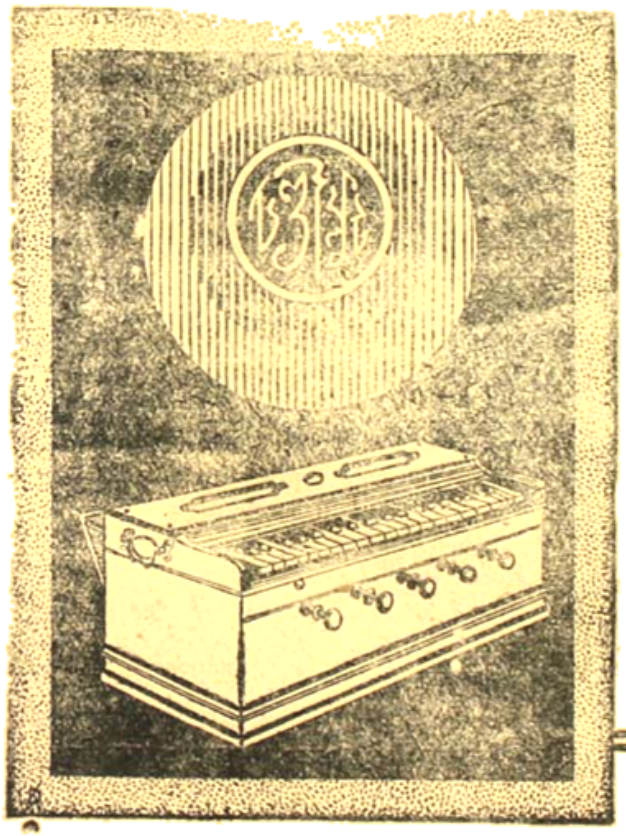

১৩৩৬

অনুমতি পাইলে ... তালিকা পাঠাইব।

সূচী

প্রায়শ্চিত্ত (উপন্যাস)
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ... ৭৩
আমার আগে (কবিতা)
শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী ৭৯
শিশুমঙ্গল ও মাতৃশিক্ষা (প্রবন্ধ)
ডাঃ শ্রীদিবাকর দে, রায়সাহেব ... ৮০
সাঁওতাল বালিকা (কবিতা)
শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক ৮৩
স্মরণের অভিসারে
শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা ৮৪
অবরোধ প্রথা
শ্রীমতী লীলাবতী সরকার ... ৮৬

সূচী

শিশুর দৃষ্টিশক্তি ৮৭
নবযুগের নারী (পত্র)
স্বামী স্বরূপানন্দ ৮৯
মুক্ত-অশ্রু (কবিতা)
শ্রীহরিপদ গুহ, বিদ্যারত্ন ৯০
ভারতী (জীবন-কথা)
শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ ৯১
দুঃখ (গল্প)
শ্রীকটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৭
মাতৃমন্দির (কবিতা)
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ ... ৯৪
নানাকথা ... ৯৫

দুঃখের অবসান

করিতে ইহা সক্ষম। পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ জগৎ বিখ্যাত। স্ত্রীলোকের সর্ব্বব্যাধি নিরাময়ে অদ্বিতীয়, সুস্থ শরীরে ব্যবহার করিলে ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, জরায়ুর দোষ, কোষ্ঠ কাঠিন্য ইত্যাদি দূরীকরণে অব্যর্থ। ইহার মূল্য ১৲ টাকা। নামটি হ'চ্ছে—

"চন্দ্রপ্রভা বটিকা।"

ইহার সহিত "মণিতৈল" ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক ঘূর্ণন, হাত পায়ের জ্বালা ইত্যাদি নিবারণ হয়। সুগন্ধেও অতুলনীয়। বাজারের অসার পদার্থ নহে। মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ও মুখের শ্রীবৃদ্ধি করিতে এমনটি নাই। শুধু বিজ্ঞাপন নহে, লিখনী ও কার্য্যে এক দেখিবেন। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। বিস্তারিত জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য লিখুন।

ঠিকানা—

আতঙ্ক-নিগ্রহ-ফার্ম্মেসী

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস, কেসিমের জগদ্বিখ্যাত, বহু প্রশংসিত

রয়েল ফোল্ডিং অর্গ্যান

ইহার সৌন্দর্য্য, গঠন দর্শনে ও ওজস্বতার হৃদয়স্পর্শী প্রাণ মাতানো মধুর স্বর শ্রবণে সঙ্গত হৃদয়েও আনন্দ আনয়ন করে; —তাই ইহা সঙ্গীতপ্রিয় পুরুষ ও মহিলাগণ বহুকাল হইতে আনন্দের সহিত আদরে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। দুই সেট রীড, চার অক্টেভ ১৩৫৲ হইতে ১৪০৲ টাকা। ইহা ছাড়া নানা রকম বাদ্য যন্ত্র আমাদের নিকট পাওয়া যায়। বিনামূল্যে সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য অদ্যই পত্র লিখুন।

কলিকাতা হারমোনিয়ম হল

এস, কেসিম এণ্ড কোং

৪২।৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

জাতীয় শিক্ষাই জাতির জীবন!

নদীয়া শান্তিপুরস্থিত "বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের" একবিংশ বার্ষিক পুরাণ পরীক্ষা অন্যান্য বর্ষের ন্যায় আগামী ২৯শে ও ৩০শে আষাঢ় ১৩৩৬ সাল শনি ও রবিবার আদ্য পরীক্ষা, ৫ঠা ও ৬ই শ্রাবণ শনি ও রবিবার মধ্য পরীক্ষা, এবং ১০ই, ১১ই ও ১২ই শ্রাবণ শুক্র, শনি ও রবিবার উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ভারতবর্ষের যে কোনও স্থানের নরনারীই এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন। ন্যূনকল্পে ৩ জন পরীক্ষার্থী হইলেই উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অধীনে পরীক্ষা-কেন্দ্রের অনুমোদন করা হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইবেন। উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ "পুরাণরত্ন" ছাত্রীগণ "ভারতী" উপাধি পাইবেন। এতদ্ভিন্ন আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় তথানুসারে অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পারিতোষিক প্রদত্ত হয়। পরীক্ষা মাতৃভাষায় লিখিত ভাবে গৃহীত হয়, বর্ত্তমানে পরিষদের পরীক্ষা হিন্দী ও বঙ্গভাষায় গৃহীত হয়। পরীক্ষার পাঠ্য, আদ্য :—১ম পত্র—কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সমগ্র), কাশীদাসী মহাভারতের আদি ও বনপর্ব্ব; ২য় পত্র—উল্লিখিত পাঠ্য সম্বন্ধীয় রচনা। মধ্য :—১ম পত্র—কাশীদাসী মহাভারত (সমগ্র), চণ্ডী ও গীতার বঙ্গানুবাদ (সমগ্র); ২য় পত্র—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, এম-এ ভাষাতত্ত্বরত্ন রচিত "বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা" এবং রামায়ণ মহাভারত, গীতা ও চণ্ডী বিষয়ক রচনা। উপাধি :—১ম পত্র—বিষ্ণু পুরাণের বঙ্গানুবাদ (সমগ্র) ও গীতার মূল সম্পূর্ণ; ২য় পত্র—শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ, ৭ম, ও ১০ম স্কন্ধের রাসলীলা পর্য্যন্ত (বঙ্গানুবাদ) ও চণ্ডীর মূল সম্পূর্ণ; ৩য় পত্র—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ, চণ্ডী ইত্যাদি বিষয়ক রচনা; "বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা" এবং নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রণীত নির্ঘণ্ট পুস্তক হইতে রচনা। সংস্কৃত ভাষায় অতিরিক্ত পত্র আছে, তাহার পরীক্ষা দেওয়া পরীক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন। পরীক্ষার ফি আদ্য ।০ আনা, মধ্য ১৲ টাকা, উপাধি ২৲ টাকা। বিশেষ বিবরণের জন্য ৵০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন—

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ ও শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন।
সম্পাদক—বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ, পোঃ শান্তিপুর (নদীয়া)

পুরাতন মাতৃমন্দির

১৩৩৫ সালের পূর্ণ সেট ১২ খানি মাতৃমন্দির একত্রে সুন্দর বাঁধান মূল্য ৩৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান

মাতৃমন্দির কার্য্যালয়

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

বিশুদ্ধ গণনা কার্য্যালয়

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সংশোধক, বেদাঙ্গ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক

পণ্ডিত—শ্রীশিশিরকুমার কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ

বিশুদ্ধভাবে হিন্দী, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় কোষ্ঠী ঠিকুজী প্রস্তুত ও বিচার, ষোটক বিচার, হস্তরেখা দৃষ্টে ফলাফল নির্ণয় করিয়া দিতেছেন। মাতৃমঙ্গল কবচ, বংশরক্ষা কবচ, নবগ্রহ কবচ, শ্রীকবচ, শনি কবচ প্রভৃতি পুরশ্চরণ করিয়া দেন।

সূতিকা রোগে মাতৃমঙ্গল কবচ, মৃতবৎসা দোষে বংশরক্ষা কবচ অব্যর্থ।

প্রাপ্তিস্থান—অধ্যাপক ভবন

৯৭।৩ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার এ, টি, দত্তের পেটেণ্ট পথ্য ও গ্রন্থ

পেটেণ্ট বার্লি— মূল্য ।৹ আট আনা।

পেটেণ্ট সাগু— মূল্য ।৵৹ ছয় আনা।

পেটেণ্ট হনি ফুড— মূল্য ।৵৹ ছয় আনা।

ঘণ্টেড ফুড— মূল্য ।৹ আট আনা।

ঘণ্টেড মিল্ক— মূল্য ১৲ এক টাকা।

গার্হস্থ্য একাকার (একাকার মানবজাতি গঠন মূলক গ্রন্থ) মূল্য ।৹ আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—ডি, সি, পাল এণ্ড কোং,

১১৫ নং খোরাপট্টি ষ্ট্রীট, বড়বাজার, এবং ২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, মুর্গিহাটা, কলিকাতা।

গার্হস্থ্য-একাকার-সঙ্ঘ, ৪৪ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

কাজের কথা

সুপ্রসিদ্ধ ঢাকেশ্বরী-কটন-মিলের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত রজনী বসাক প্রভৃতি পরিচালিত দি ষ্টার-বেঙ্গল-জুট মিলস্ লিমিটেডের অংশ গ্রহণেচ্ছু ও অংশ বিক্রয়ার্থ এজেন্সী প্রার্থীগণ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন। ঢাকেশ্বরী কটন মিলেরও কিছু বাজেয়াপ্ত অংশ বিক্রয় হইতেছে, প্রয়োজন হইলে লিখুন।

আমিন এণ্ড কোং

সাইন্তাগঞ্জ (শ্রীহট্ট), মোহনাবাদ

আসাম, চট্টগ্রাম ডিভিসন ও স্বাধীন ত্রিপুরার সোল এজেণ্টস্ এবং সর্ব্বস্থানের জেনারেল এজেণ্টস্।

—নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র—

বার্ষিক সডাক ৪৲ টাকা

বিশিষ্ট সংখ্যা ৷৷০ আনা

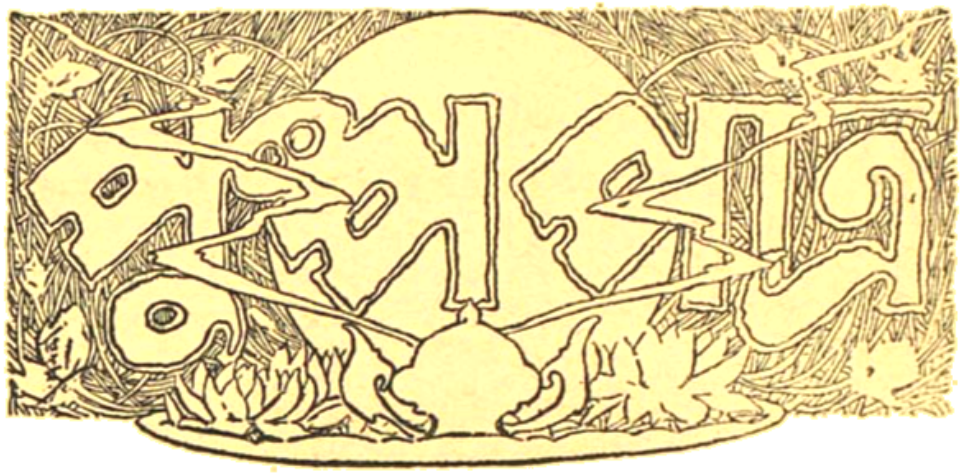

ষাণ্মাষিক ২৲ টাকা মাত্র

প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা

[গত বৈশাখে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে]

সম্পাদক—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ও শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

নববেশে, নবসাজে, পরিবর্দ্ধিত আকারে, গল্প, কবিতা; রস রচনা, কৌতুক চিত্র, কথিকা, ভ্রমণকাহিনী ধারাবাহিক উপন্যাস সম্ভার লইয়া প্রতি মাসের প্রথমেই বাহির হইয়া সকলের চিত্ত বিনোদন করিতেছে। আশ্বিনে এবখানি বিশিষ্ট সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্য্যালয় ঃ—১৪ নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।

স্বামিজীর অদ্ভুত যোগবল

যোগবলে ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান নির্ণয়। ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক যোগী, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক স্বামী প্রেমানন্দজীর প্রদর্শিত যোগসাধন প্রণালীতে আপনার ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান আশ্চর্য্যরূপে অবগত হউন। যোগশক্তির এই অদ্ভুত পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এবং ভারতের বাহিরে বর্ম্মা, সিংহল প্রভৃতি দেশ হইতে শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণের রাশি রাশি অযাচিত প্রশংসাপত্র আসিতেছে। বিগত বার বৎসর যাবত আমাদের এই প্রতিষ্ঠান সাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করিয়া আসিতেছে। প্রতি ৪টী প্রশ্নের উত্তরের জন্য ১৲; বর্ষফল গণনা—এক বৎসরের শুভাশুভ ফল বিস্তারিত ভাবে ২৲; ৫ বৎসরে সাধারণ ফলাফল ৩৲; সমস্ত জীবনের ফলাফল জন্ম হইতে মৃত্যু (সরল বাঙ্গালায় পুস্তিকাকারে বিস্তারিত ভাবে)—৫৲। জন্ম তারিখ কিংবা অনুমান বয়স পত্র লিখিবার সময় পাঠাইবেন। (ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র)

প্রফেসার—এস, এল, বসু, বি-এ।

৮ নং বিডন ষ্ট্রীট, (পোঃ বঃ ১১৪১৮) কলিকাতা।

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—

বীরাঙ্গনা (নাটক, মনোমোহনে অভিনীত)—১৲ টাকা, মন্দিরা (কাব্য)—।৶০ আনা, পল্লবী (ঐ)—।০ আনা, দশুবরা (ঐ)—১৲ টাকা, পত্রপাত্র (ঐ)—৸০ আনা, পত্রচিত্র (ঐ)—৸০ আনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনবৃত্তি—২৲ টাকা, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ—॥০ আনা,

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনাপণে বিবাহ সমিতি

আজকাল কন্যাদায় এতই কঠিন সমস্যা হইয়াছে। প্রায়ই ভদ্রলোক ২।৩টি কন্যার বিবাহ দিয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। অধিকন্তু কুটুম্ব লইয়া সারা জীবন অস্থির হইয়া পড়েন। **ইহা একমাত্র বউকের প্রতারণা!** এইরূপ ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তাই বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের অনুরোধে সমাজ সেবা করার জন্য আমরা বিনাপণে বিবাহ সমিতি স্থাপন করিয়াছি।

আমাদের সমিতির নামই আমাদের সদুদ্দেশ্যের পরিচয় দেয় যে আমরা বিনা পণে বিবাহ ঠিক করিয়া দিব। অথচ পারিশ্রমিকের জন্য আমাদের কোনরূপ পীড়ন নাই; কেবল মাত্র সমিতির ব্যয় পরিচালনের জন্য নাম মাত্র পারিশ্রমিক লইয়া থাকি। আমাদের সন্ধানে বহু শ্রেণীর বহু পাত্র পাত্রী আছে। যাঁহার যাহা আবশ্যক হয় পত্র দ্বারা অথবা নিজে আসিয়া অনুসন্ধান করুন। এই সামাজিক দুর্দ্দিনে আমরা সমাজের এই গুরুতর সেবাব্রত আনন্দে গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের আশা আছে যে ঈশ্বরানুগ্রহে ও সামাজিকবর্গের সহানুভূতিতে আমরা কৃতকার্য্য হইব।

ইহা ছাড়া যাহারা এক লইতে ও দিতে ইচ্ছুক এরূপ সর্ব্বশ্রেণীর বহু পাত্র পাত্রী আছে। বিধবা বিবাহও আমরা দিয়া থাকি। আজকাল প্রায়ই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় কুচরিত্রা নারীগণকে সর্ব্বসাধারণে ৺নবদ্বীপ ধাম ইত্যাদিতে রাখিয়া আসেন কিন্তু তাহাতে ফল হয় না, কিছু দিন পরে উক্ত নারীগণ পাপের পথে বিচরণ করে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমাদের সংবাদ দিলে আমরা ঐ সকল নারীকে পুনরায় বিবাহ দিয়া সমাজের পথোদ্ধার করিয়া থাকি। ভ্রূণহত্যা মহাপাপ; সংবাদ পাইলে, সমিতির তত্ত্বাবধানে শিশু রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, ও গোপন রাখা হয়।

সমাজ-সেবক—বিনাপণে বিবাহ সমিতি,

১৭০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের

জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগ আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং

১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

আপনার স্বর্ণকারকে সংবাদ দিন।

সোণার পাত তৈরীর

ডল্‌না কল।

Flattening Machine.

বিলাতের বার্ম্মিংহামের তৈরী ডল্‌না কলই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা নিজে সেখানে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া অনেক কল আমদানী করিয়াছি। একটি কল কিনিলে বিশ বৎসর নিয়মিত কাজ করা চলিবে।

৩ ইঞ্চ রোলারের ১টি—৩৫০৲ টাকা।

৪ ইঞ্চ রোলারের ১টি—৬২৫৲ টাকা।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস।

২০০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন

হোমিও রিসার্চ লেবরেটরী
৪৭, নারিন্দা-ঢাকা।

নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ

হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়াতে যে সকল ঔষধ গৃহীত হইয়াছে এবং যে সমস্ত ঔষধ আমাদের দেশে গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় ঔষধ হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। চিকিৎসকগণ তাঁহাদের রোগীদিগকে এই ঔষধসমূহ সেবন করাইয়া আশাতীত ফললাভ করিয়া এতেন্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। রোগীদিগকে একবার ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। **সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক,** উচ্চহারে কমিশন দিয়া থাকি। নাম ঠিকানাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

ভাইটিন

ভাইটিন—সর্ব্বপ্রকার স্নেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধাতুস্রাবল্য, গণোরিয়া, বহুমূত্র, অনিচ্ছায়েতঃস্রাব, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবকালে যন্ত্রণা, শিরঃপীড়া, মানসিক অবসাদ, স্মৃতিশক্তির অভাব, সর্ব্বদা আলস্যবোধ, কার্য্যে অনিচ্ছা, অজীর্ণতা, এবং পেত ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি শরীর অকর্মণ্যকারী রোগে "ভাইটিন" সাক্ষাৎ ঔষধস্বরূপ। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ আনা।

কালমেঘ

যকৃতের সর্ব্বপ্রকার পীড়া, দীর্ঘজ্বর, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়। কালমেঘ নিত্য সেবনে ম্যালেরিয়া নিবারক, অন্যান্য সেবনে দুর্ব্বলতানাশক। বালকদিগের পক্ষে কালমেঘ অতিশয় হিতকারক। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ আনা।

সিনিস

সিনিস সেবনে কোষ্ঠের ও অন্ত্রপেটে বেদনা এবং শুষ্কবোধ, গা বমিবমি করা, অরুচি, নিদ্রানাশ, মাথাধরা, শরীর ভারবোধ দুর্ব্বলতাদি থাকলে যাবতীয় উপদ্রব দূরীভূত হইয়া শারীরিক পুষ্টি সাধন এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। এ পর্য্যন্ত বাজারে যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে, ইহার ন্যায় গুণসম্পন্ন ঔষধ দ্বিতীয় দেখা যায় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ আনা।

অর্জ্জুন

হৃদ্‌রোগ অর্থাৎ হৃৎস্পন্দন, বক্ষোবেদনা, বুক ধড়ফড় করার অব্যর্থ ঔষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

ইউপেপসিন

অজীর্ণতা, আধ্মান, প্রবণী, উদ্গার ও ঢেকুরের আশ্চর্য্য [illegible] প্রতি শিশি ॥৶০ আনা।

স্যাইলেক্সিনা

সর্ব্বপ্রকার বাতের বেদনায় ঔষধ। প্রতি শিশি ৸০ আনা

ইউফ্রোনা

কোষ্ঠবদ্ধতা (Dyspepsia) নিবারণের একটি মহৌষধ। নিত্য প্রাতে সেবনে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও পরিপাক শক্তি বর্দ্ধন করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা

তিক্রোসিন

যকৃৎ ও প্লীহার একমাত্র মহৌষধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা ও যকৃৎ যত বর্দ্ধিত এবং যত পুরাতন হউক না কেন ইহা সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৸০।

সাইটিসিনা

ম্যালেরিয়া নিবারণে অব্যর্থ পরিপাটী। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কিম্বা ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে নিত্য সেবনে ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০।

কলেরাবাম

কলেরার প্রাদুর্ভাবকালে প্রত্যেক গৃহেই "কলেরাবাম" রাখা কর্ত্তব্য। হাত হওয়া মাত্র ইহা ব্যবহার করিলে আর কোন ভয় থাকে না। "কলেরাবাম" সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদরের পীড়াও আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

ডেনো

কর্ণ হইতে পূঁজস্রাব ও কাণপচা নিবারণের অব্যর্থ ঔষধ। যত দীর্ঘ সময়ের পীড়া হউক না কেন ইহা ব্যবহার প্রয়োগে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

M. AD. AC.

সচিত্র

শিশুরঞ্জন সিরিজ

সম্পাদক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ।

আষাঢ় হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রতি মাসে একখানি করিয়া পুস্তক বাহির হইবে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা ।৹ আনা মাত্র।

ছেলেমেয়েদের কূপমণ্ডূকতা দূর করিবার জন্য, তাহাদের হৃদয় ও জ্ঞানের পরিধি বাড়াইতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার তাহাদের নিকট উজাড় করিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যেই এই "শিশুরঞ্জন সিরিজ" প্রকাশিত করা। তাহাদের গৃহ ও স্কুলের বাহিরে যে বৃহত্তর পৃথিবী আছে, সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে জানিতে, বুঝিতে ও ভাবিতে দিন। বাঙ্গালা ভাষায় এত অল্প মূল্যে এ ধরণের এমন সুন্দর বই অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।

—আষাঢ়-সংখ্যা—	—শ্রাবণ সংখ্যা—	—ভাদ্র-সংখ্যা—
উড়ো জাহাজ	ধ্রুব	প্রহ্লাদ

আমাদের নূতন প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পুস্তক—

বিজ্ঞানের কেরামতি

বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত কি নূতন গল্প বলা হইয়াছে—রূপকথা ফেলিয়া ছেলে-মেয়েরা এই সব গল্প পড়িবে। ইণ্টারটেসন লেদার বাঁধাই। মূল্য ১২ টাকা মাত্র।

চীন-জাপানের উপকথা

বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা, চিন্তার ধারা এই সব বিদেশী রূপকথার মধ্য হইতে সুন্দর পরিস্ফুট হয়। অসংখ্য একরঙা ও তিনরঙা ছবি। কাপড়ে বাঁধাই, সুবৃহৎ পুস্তক মূল্য ১৷৹ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—বাণী সাহিত্য মন্দির

১৯।৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউক্যালিপটাস নিমগুলঞ্চ চিরতা লৌহাদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জরঘ্ন ধাতুউদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত
ম্যালেরিয়া দুরারোগ্য প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষম ও বিশিষ্ট জীবাণুসম্ভূত কালাজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ
ইউক্যালিপটিন
ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়, অন্যনাম "জ্বরঘ্ন"
শিশি ১।৵ মাঃ ।৵ তিন শিশি একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি
ব্যাঙ্ক—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাখাভাঙ্গা, কুচবিহার।

এ বৎসরের বিশেষ সংখ্যা

বৈশাখের

সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা

(ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৩৬)

বাঙ্গলার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র সচিত্র মাসিক

সম্পাদক

সঙ্গীত বিভাগ—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (রূপদক্ষ)

সাহিত্য বিভাগ—অধ্যাপক ডাক্তার কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট (প্যারিস)

[বৈশাখের বিশেষ সংখ্যা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইয়াছে]

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ, গুণীমণ্ডলীর গীত বাদ্য সম্বন্ধীয় সুচিন্তিত প্রবন্ধ, স্বরলিপি, সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে বিশুদ্ধ আলোচনা, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে মতামত ও তাল, লয়, মাত্রা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদ উপদেশ, সেতার, এস্রাজ, বেহালা, হারমোনিয়ম, মৃদঙ্গ ও তবলা প্রভৃতি সকল যন্ত্র ঘরে বসিয়া শিখিবার প্রণালী সমূহ এই সংখ্যাতে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বহু ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ ছবিতে সুসজ্জিত হইয়া এই সংখ্যা বর্দ্ধিত কলেবরে বাহির হইয়াছে।

বিশেষ সংখ্যার মূল্য ॥০ আনা—ডাক মাঃ /০ আনা—একুনে ॥/০ আনার ডাক টিকেট পাঠাইয়া আজই এক সংখ্যা গ্রহণ করুন। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৸০ আনা মাত্র।

আফিসঃ—৮ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট,

—কলিকাতা—

মূল্য ফেরৎ।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ অব হোমিওপ্যাথির প্রিন্সিপাল্ **আর. সেনগুপ্ত,** এম্‌ডি (আমেরিকা) কর্ত্তৃক দেশীয় পাছগাছড়া হইতে হোমিওপ্যাথিক্ প্রণালীতে আবিষ্কৃত ও গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারীকৃত :—(১) **ফিমেইল-ফ্রেণ্ড** প্রদর, বাধক, বন্ধ্যার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী-রোগের; (২) **সেইফ-ডেলিভারি** বিনাকষ্টে সন্তান প্রসবের; **সূতিকা-সুহৃদ্** সূতিকারোগের (৪) **চিলড্রেন-ফ্রেণ্ড** সর্ব্বপ্রকার শিশু-রোগের; (৫) **এজ্‌মা-এনিমা** হাঁপানির; (৬) **পাইলস্-কিওর** অর্শের; (৭) **বার্থ কণ্ট্রোলার** ইচ্ছানুযায়ী গর্ভধারণ বন্ধ রাখিবার অব্যর্থ মহৌষধ। প্রতি ঔষধ (১৫০ বড়ি) মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ব্যর্থকরী না হইলে মূল্য ফেরৎ। এজেণ্টস্ :—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা পি, কে, পাল এণ্ড কোং প্রভৃতি। সেনগুপ্ত-কৃত **আদর্শ-ধাত্রী-শিক্ষা** বা গর্ভিণী প্রভৃতি ও শিশু-চিকিৎসা ও উল্লিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক্ মতে আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। মূল্য ১৲ মাত্র।

সোল-এজেণ্ট :—ক্রেণ্ডস্-হোমিও-হোম

৬৫।১, মণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরুলিয়া চিকিৎসক বাহাদুর আয়ুর্ব্বেদ ষ্টীমফার্মেসীর চিকিৎসক, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান ও আর্য্য পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী প্রণীত

দুইখানি নূতন পুস্তক

১। বাঙ্গালীর খাদ্য

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী, এম-এ, এল-এম-এস মহাশয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

অতি সরল ও সরস ভাষায় বাঙ্গালীর খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

রায়বাহাদুর ডাঃ ইন্দুভূষণ চৌধুরী এল্ এম্ এস্, আই, টি, বলেন—"আপনার প্রবন্ধ পাঠে লোক উপকৃত হইবে।"

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

পারিবারিক চিকিৎসা

প্রত্যেক রোগের কারণ ও তাহার সহজ প্রাপ্য পরীক্ষিত ঔষধ দ্বারা বেশ সহজ ও সরল ভাষায় ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত ভূতনাথ স্মৃতিতীর্থ বলেন—"এই পুস্তকের দ্বারা দেশের ও দশের বিশেষ উপকার হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।"

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

আরোগ্য নিকেতন,

২০ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ টনিক বা ষড়তিক্ত সার

জ্বরে অব্যর্থ, এক শিশিতে দুটী রোগী আরোগ্য হয়

মূল্য ৸০ আনা। ভিপিতে ১৵০ আনা।

ঠিকানা :—টেলিগ্রাফ টনিক আফিস.

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

তেরপল ও কভার, সর্ব্ববিধ ক্যাম্বিস ও মটরহুড নূতন ধরণের ওয়াটার প্রুফ কাপড়, পর্দ্দা, ক্যাম্পখাট **হোল্ডল** ডেক-চেয়ার, ছেসিয়ান, চট ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা, দাম সস্তা

ফোন নং ৪৭৬ বড়বাজার

প্রস্তুতকারক :—

সুরেশ, হৃষীকেশ দত্ত এণ্ড কোং

৩৪-৩৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

অদ্ভুত দ্রব্য গুণ পরীক্ষা করুন

প্রদরামৃত

(স্ত্রীলোকের রক্ত প্রদর ও শ্বেত প্রদরের ধন্বন্তরী)

এই ঔষধ সেবনে নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য রক্ত প্রদর ও শ্বেত প্রদর এবং তজ্জন্য শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি যে কোন বর্ণের স্রাব ও জরায়ুর বেদনা, ক্ষত বা ক্যান্সার, কোষ্ঠবদ্ধ ও জরাদি, যে কোন প্রকার যন্ত্রণাদায়ক কঠিন উপসর্গ হউক তৎসমুদয় তিনদিনে আরোগ্য হইবে। ইহা স্ত্রীলোকের সর্ব্ব ফলপ্রদ অমোঘ মহৌষধ।

মূল্য ৬৲ টাকা, ডাকমাশুল ৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কবিরাজ শ্রীবাদল [illegible]

তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীর একমাত্র মুখপত্র

গত বৈশাখে তৃতীয় বছরে পড়েছে

সম্পাদক—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, এম-এ।

—এর নিয়মিত লেখক-লেখিকা—

সাহিত্যগুরু কথা-শিল্পি শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, ডাঃ রাধাকিশোর নিয়োগী, সাহিত্য-মহারথী নলিনী গুপ্ত, অনিলবরণ, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্র রায়, কালিদাস রায়, প্রভাবতী-দেবী সরস্বতী, সুমঙ্গল বসু, রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, নলিনী গুহ প্রমুখ :—

জাতির মর্ম্মে যে দুঃসহ বেদনা ও অপমানের দাহ প্রতিনিয়ত জ্বালায় সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে সান্ত্বনার অবলেপন দিবার অধিকারী যাহারা তাহাদের আদর্শ ও কর্ম্মজীবনের পথ নির্দ্দেশের ইঙ্গিত "বেণু"র সুর-ঝঙ্কারে ভাসিয়া আসে। জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিবার সামর্থ্য যাহাদের আছে সেই তরুণ ও কিশোর সম্প্রদায়ের প্রাণের বাণী ইহার প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠে,—আর কিশোরীর ও তরুণীর স্বাতন্ত্র্যলাভের আহ্বান, তাহাদের যৌবনের যাত্রা-পথের নিশানা, অনুকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝে চলিবার পদ্ধতি ইহার সুর-সম্ভারে বিরাজ করে।

আজ তাই বাংলার প্রত্যেক কিশোর-কিশোরী ও যুব-সম্প্রদায় "বেণু"র মর্ম্মকথা বুঝিতে চেষ্টা করুন,—আমরা তাঁহাদিগকে ইহার সুরের সঙ্গে পরিচিত হইতে আহ্বান করিতেছি। বার্ষিক মূল্য ২৲, ষাণ্মাসিক ১৷৵, নমুনা সংখ্যা ৶১০, বহির্ভারতে ৩৲ টাকা।

বেণু কার্য্যালয়
৯৩-১ এফ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

আসাম বেঙ্গল পেপার ষ্টোর্স

WHOLSALE DEALERS IN PAPERS, STATIONERY GOODS, PRINTING MATERIALS.

কাগজ বিক্রেতা
Assam Bengal Paper Store
৩৬ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

EXERCISE BOOKS, ACCOUNT BOOK AND GENERAL ORDER SUPPLIEERS.

আমাদের দোকানে নানা রকমের দেশী বিলাতী কাগজ, একাউণ্ট বুক, একসার সাইজ বুক, প্রক্টিক্যাল খাতা, পেন্সিল, পেনহোল্ডার এবং নানা প্রকারের লিখিবার ও ছাপিবার কালি ইত্যাদি যাবতীয় ষ্টেশনারী জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

বিলাত ভ্রমণ

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।

গ্রন্থকার তাঁহার বিলাতে যাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত পূর্ণ একটি বৎসর কাল ইংরোপের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সহর, পল্লী ভ্রমণ করিয়া নিজ চক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহার মধ্যে আবশ্যক ও চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষা সরল, উপন্যাসের মত সরস-মধুর।

আচার্য্য রায় বলিয়াছেন—"বেশ একটা খাঁটি রকমের ভ্রমণ। বইখানায় বিলাতের সাধারণ রীতিনীতির কথা লেখা হয়েছে। বিশেষতঃ তার মধ্যে আমাদের দেশের সম্মুখে ধরবার বিষয়গুলি বেশী করে ফুটে উঠেছে। খুবই কাজের কথায় পূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক। বইখানা দেখে সুখী হয়েছি। দেশের চাওয়া ফিরেছে, এরকম বইএর আদর হবে।"

গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিষয়ের পঞ্চাশখানি হাফটোন ছবি গ্রন্থের গুরুত্ব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। তিন শত পৃষ্ঠার উপর, উৎকৃষ্ট বত্রিশ পাউণ্ড আইভরি ফিনিস কাগজে ঝরঝরে ছাপা, কাপড়ে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা; উপহার দিবার পক্ষে একখানি উচ্চাঙ্গের পুস্তক। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র, ভিপিতে ২৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—মাতৃমন্দির কার্য্যালয়

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

"নিরাধ সাঁঝে ফুলের মাঝে
আয় দুজনে সাজি।"

Kanak Press, Calcutta.

মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৬ | দ্বিতীয় সংখ্যা

অনির্দ্দেশ

শ্রীমতী চারুলতা দেবী ।

রূপ-ভূমি বহু শত স্বপ্ন বিরচিয়া
আমারে ভুলাতে চায় তৃষ্ণার মায়ায়,
সহসা অরূপ বিশ্ব আত্ম প্রকাশিয়া
দশদিক দীপ্ত করে তৃপ্তির আভায় ।
জড়িমা-আবেশ আর চৈতন্য-আভাস
ধরারে ঘিরিয়া রাখে স্নেহ-আবেষ্টনে,
নিমেষে নিমেষে করে আপনা প্রকাশ,
আবার আবদ্ধ হয় আপন বন্ধনে ।
আকর্ষণ—বিকর্ষণ ! হায় নারায়ণ,
এখনো কি রবে তুমি সলিল-শয়নে ?
এই তরঙ্গের স্রোতে ঢালিয়া জীবন
আমি কি মিশিয়া যাব তোমার চরণে ?
জল-বিম্ব লভে যদি জলধি-সাক্ষাৎ—
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তবে কেন বিশ্বনাথ !

হিন্দু-সমাজ-সম্মিলন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ!

বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয়-নবজীবন-লাভের ইতিহাসে আজিকার এই সর্ব্বজাতিসম্মেলন এক অনন্যসাধারণ ও অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। ইহার সাফল্যের উপর বাঙ্গলার সমগ্র হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ সুমহান্ অভ্যুদয় নির্ভর করিতেছে, ইহা আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস। কেন যে আমার এই বিশ্বাস, তাহা বলি। হিন্দু জাতির অতীত সহস্রাধিক বৎসর হইতে যে অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কারণ অনেক হইলেও, আমাদিগকে উচ্চ-নীচ-ভাব-ব্যঞ্জক বিভিন্ন-জাতি-গত বৈষম্য ও তন্মূলক একের অপরের প্রতি নীচতা, ঘৃণা ও অস্পৃশ্যতাদি দুস্ত্যজ কুসংস্কারই ঐসকল কারণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও অতি ভয়াবহ। ইহা আমরা এতকাল পরে যে বুঝিতে পারিতেছি, ইহাই আমাদের নৈরাশ্যময়, অবসাদপূর্ণ, পরস্পরবিশ্বাসহীন সুতরাং পরস্পর বিচ্ছিন্ন জাতীয় জীবনের পক্ষে দুরপনেয় দীর্ঘ তমোনিশার পর প্রথমদৃষ্ট উষালোকের ন্যায় আশাপ্রদ। ইহা যে ব্যক্তি বুঝে না, বা বুঝিয়াও আত্মসিদ্ধ জাতিনাশকর প্রাধান্য, সুবিধা ও বৃত্তির লোপের ভয়ে প্রকাশ্যে মানিতে চাহে না; শুধু কি তাহাই—ধর্ম্মলোপের ভয় দেখাইয়া অপরিশীলিত সুতরাং অনববুদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের দোহাই দিয়া এই নবজীবন-সঞ্চারক উষালোককে যে ব্যক্তি গোঁড়ামীর দুর্ভেদ্য উচ্চ-প্রাচীর উঠাইয়া আবৃত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া থাকে এবং সর্ব্বত্র পণ করিয়া সংবাদপত্রে ও সভাসমিতির সাহায্যে অন্তর্নিহিত বিষজ্বালাপূর্ণ কটূক্তি নিবন্ধের বর্ষণ করিতে লজ্জাবোধ করে না, সেই ব্যক্তি হইতেছে আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রধান অন্তরায়।

আমাদের বাহিরের শত্রু তত ভয়াবহ নহে। সমাজের ভিতরেই যে আমাদের প্রধান শত্রু রহিয়াছে, তাহার করাল আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য সম্মিলিত হিন্দু-সমাজকে সর্ব্বাগ্রে প্রবল চেষ্টা করিতে হইবে। এ শত্রু কে? এ শত্রু আমাদিগের অজ্ঞানমূলক, অত্যুদার-সনাতন-হিন্দু-শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা-প্রসূত, সহস্রাধিক বর্ষ-ব্যাপী পুঞ্জীকৃত কুসংস্কার ও বিপরীত সংস্কার ছাড়া আর কেহই নহে। এই কুসংস্কার ও বিপরীত সংস্কারকে আমরা দূর করিব। অগাধ শাস্ত্রসমুদ্রকে বিবেকরূপ মন্থনদণ্ডের সাহায্যে মথিত করিয়া তাহা হইতে উদ্ভূত যে সত্যরূপ অমৃত তাহাই আমরা পান করিব—পান করিয়া সঞ্জীব হইব, অমর হইব। সেই অমৃতপানে অসীমশক্তিসম্পন্ন হইয়া আমরা আবার সভ্যসমাজের বরণীয় আসন লাভ করিব। ইহাই হইল আমাদিগের এই সর্ব্বজাতি সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টভাবে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে আমাদিগের সমাজের মধ্যে জাতিগত ও বর্ণগত সভ্যসমাজবিগর্হিত উচ্চ নীচভাব ও তন্নিবন্ধন আমাদিগের পরস্পর মিলিত হইয়া জাতির হিতকর কার্য্য করিবার অসামর্থ্যই আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল ও মৃতকল্প করিয়া রাখিয়াছে, ভীরুতা আমাদিগকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছে। এই দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরিহার করিতে না পারি, তাহা হইলে জাতিহিসাবে আমাদিগের মরণ যে অচিরভাবী ও অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

এই অবশ্যম্ভাবী ও অচিরভাবী মরণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এ পর্য্যন্ত মিলিত ভাবে কোন নির্দ্দেশযোগ্য কার্য্যই আমরা করিতে পারি নাই। সেই কার্য্য করিবার জন্যই বাঙ্গলার শতধা বিভক্ত হিন্দুজাতির আজ এই মহা-সম্মেলন। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের ইতিহাসে এরূপ শুভমিলন সম্পূর্ণরূপে নূতন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

হিন্দুসমাজ-সংস্কার ব্যতিরেকে হিন্দুজাতি বর্ত্তমান যুগে স্বরাজ লাভ করিবার উপযুক্ত হইতে পারিবে না। ইহা বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। ইহা জানিয়াও, আমরা যে ভাবে যেরূপ দ্রুতগতিতে আমাদের

সমাজ সংস্কার করা আবশ্যক, তাহা করিতে পারিতেছি না কেন, অগ্রে সেই বিষয়েই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নবযুগে বঙ্গজননীর বরণীয় আদর্শ রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদের দেশে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু যেদিন হইতে এই আন্দোলনের আরম্ভ হইয়াছে সেই দিন হইতেই প্রাচীন-আচার-পন্থিগণও এই আন্দোলনের অনর্থকারিতা ও সনাতনধর্ম্ম-দ্রোহিতা প্রতিপাদন করিবার জন্য যথাসাধ্য আড়ম্বরপূর্ণ উদ্যোগও করিয়া আসিতেছেন, ইহা আমাদের মধ্যে কাহারও অবিদিত নহে। সতীদাহ-নিবারণ, বিধবা-বিবাহ, বিলাতযাত্রা, অস্পৃশ্যতা পরিহার ও শুদ্ধি প্রভৃতি অবশ্য কর্ত্তব্য সমাজ সংস্কারনিবহের মধ্যে একমাত্র সতীদাহ নিবারণ ব্যতিরেকে আর সকল সংস্কারই যেরূপ ভাবে যত শীঘ্র হওয়া উচিত, সেইভাবে তত শীঘ্র হইয়া উঠিতেছে না। তাহা না হইবার প্রধান কারণ হইতেছে দুইটি—প্রথম, দেশের নেতৃপদে আরূঢ় হইয়া যাঁহারা রাজনৈতিক অধিকার লাভের আন্দোলনে সর্ব্বথা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা সমাজ-সংস্কারকার্য্যকে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মুখেই বলিয়া থাকেন। কিন্তু সমাজসংস্কার ব্যতিরেকে স্বরাজ-লাভ যে অসম্ভব, এই ধ্রুব সত্যের প্রতি তাঁহাদের যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে ইহার কোন প্রমাণই তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া জনসাধারণ এখনও বুঝিতে পারিতেছে না। বিদেশী পণ্যবর্জ্জন, খদ্দর প্রচলন, রাজকীয় কার্য্যে অসহযোগ, খাজনা দেওয়া বন্ধ করা প্রভৃতিই তাঁহাদের নিকট স্বরাজলাভের প্রধান উপায় বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সামাজিক দুর্নীতিনিবহের ধ্বংস দ্বারা যে পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে পরস্পর সহানুভূতিমূলক সঙ্ঘশক্তি সমুজ্জীবিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই যে তাঁহাদের অবলম্বিত উপায় সমূহ ফলপ্রদ হইবে না, ইহা তাঁহারা এখনও বুঝিতেছেন না, বা বুঝিয়াও কায়মনোবাক্যে সমাজের সর্ব্বনাশকর অনাচারনিবহকে দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন না, ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে আর কি হইতে পারে? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই যে বর্ত্তমান সময়ে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার জন্য অনেক পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সভা-সমিতি করিয়া, আবশ্যক চাঁদা আদায় করিয়া দেশের অজ্ঞ লোকের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি জাগাইবার ক্ষমতা এখন তাঁহাদিগের মধ্যেই আছে। তাঁহারা কিন্তু সেই ক্ষমতাকে নীতি সঙ্গত ব্যবহার না করিয়া বহুল ভাবে আত্মশক্তির অপচয়ই করিতেছেন। তাঁহাদিগের আন্তরিক সহায়তা ব্যতিরেকে কোন জনহিতকর আন্দোলনই যে বর্ত্তমান সময়ে সার্থকতা লাভ করিবে, ইহা সম্ভবপর নহে।

বঙ্গীয় হিন্দুজাতিসম্মেলনের এই স্মরণীয় মহাধিবেশনের আরম্ভ সময়ে আমাদিগের দেশের বরণীয় রাজনৈতিক নেতৃগণকে এই অপ্রিয় সত্য কর্ত্তব্যানুরোধে আমাকে বাধ্য হইয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হইতেছে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে এখনও সময় আছে। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে হিন্দুসমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কারের জন্য দৃঢ়তাসহকারে অগ্রসর হউন। এবং বঙ্গের এই সম্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করুন। সামাজিক আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্য আর একটি গুরুতর বাধাকেও অপনীত করিতে হইবে। সে বাধা কি, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি—জাতীয় উদার শিক্ষার বাধ্যতামূলক প্রবর্ত্তন আমাদিগের দেশে এখনও হইতেছে না। এই কারণে বর্ত্তমান যুগের সভ্য মানবজাতিগণ কি ভাবে স্ব স্ব সমাজের অভ্যুদয় সাধন ও প্রাচীন অনিষ্টকর আচার সমূহের বর্জ্জন করিতেছে, তাহার জ্ঞান আমাদিগের সামাজিক স্ত্রীপুরুষগণের মধ্যে শতকরা নব্বই জনেরও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সকল সামাজিক নরনারীগণ সহস্র সহস্র বৎসরের জীর্ণ প্রাণহীন আচার সমূহকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। সামাজিক বিষয়ে এই শতকরা নব্বই জন লোকের নেতৃত্ব করিবার ভার লোকতঃ, শাস্ত্রতঃ ও ধর্ম্মতঃ যাঁহাদের উপর বহুকাল হইতেই ন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদিগের অজ্ঞতা অন্ধবিশ্বাস, অসত্যপরায়ণতা, কপটতা ও সঙ্কীর্ণহৃদয়তা বর্ত্তমান যুগের হিন্দুসমাজের যে কি পরিমাণে উন্নতি-প্রতিবন্ধক অনিষ্টসাধন করিতেছে ও কিরূপ ধ্বংসের অন্ধতমসাবৃত পথে দ্রুতগতিতে আমাদের সমাজকে অগ্রসর

করিয়া দিতেছে, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।

* * *

ব্যাপারটা হইতেছে এই যে সমগ্র বঙ্গদেশে এককোটি একানব্বই লক্ষ হিন্দু বিদ্যমান তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক শতে তের জন মাত্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতি, ষোল জন নবশাখ ও সচ্ছূদ্র, তের জন করিয়া তদধম জাতি, দশ জন করিয়া এমন জাতি আছে যাহাদিগের জল পর্য্যন্ত আচরণীয় নহে। বাকি আটচল্লিশ জন এমন নীচ বলিয়া অঙ্গীকৃত যে তাহাদের জল পর্য্যন্ত স্পৃশ্য নহে। তাহারা এমনই নীচ বলিয়া অঙ্গীকৃত যে তাহাদের ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গল কার্য্যে তাহারা ব্রাহ্মণের—ভূদেবের—মুখ পর্য্যন্তও দেখিবার অধিকার হইতে পুরুষপরম্পরা ক্রমে বঞ্চিত।

আমাদের মধ্যে শতকরা ৩৮ জন যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিগণিত, তাহারা কিন্তু হিন্দুর গৌরবাবহ সকল প্রকার অধিকার হইতে দূরে বিতাড়িত। তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ দিবার জন্য আমাদের মধ্যে উচ্চ জাতিগণ প্রস্তুত নহেন। তাহাদের দারিদ্র্যপীড়িত মলিন পল্লীর মধ্যে আমাদের সমাজের নেতা ভূদেবগণ কখনও প্রবেশ করেন না; তাহারা কি খায় কি পরে, রোগে, শোকে, অনাহারে কুসংস্কারে কিরূপ লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত ভাবে দুর্ব্বিসহ জীবন-ভার বহন করে, তাহার খবর লইলে, তাহাদের সুখ দুঃখের খবর লইবার জন্য অপেক্ষণীয় মেলামেশি করিলে আমাদের সমাজের দাম্ভিকতাভিমানে স্ফীত নেতৃবর্গের ধর্ম্ম রসাতলে যায়, জাতি হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়, ধর্ম্ম-দ্রোহী, সমাজ-দ্রোহী স্বদেশ-দ্রোহী, স্বার্থপর ও কপটাচারী প্রভৃতি অশ্রাব্য কটূক্তি শ্রবণ করিতে করিতে শ্রুতিবিবর পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। সনাতনধর্ম্ম কি—ইহাদিগকে তাহা আমরা জানাইবার জন্য কোন চেষ্টা করি না; জানাইবার সাহস যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহাকে আমাদের ধর্ম্মরক্ষক-গণ হিন্দুসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতে গৌরববোধ করেন, এবং গোঁড়াদলের মুখপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের ও ব্রহ্মণ্য তেজের অসাধারণত্বের নিকট চীৎকারে গগনের আকাশ পবন মুখরিত করিয়া থাকেন। হিন্দুর দেবমন্দির, হিন্দুর পুণ্য তীর্থ অত্যাচারী অশিক্ষিত দস্যুতুল্য কামুক বিধর্ম্মিগণের দ্বারা আক্রান্ত হইলে এই শতকরা আটচল্লিশ জন অস্পৃশ্য তথাকথিত নীচ জাতিগণই কিন্তু সর্ব্বাগ্রে লাঠি হাতে করিয়া বিপক্ষের সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর হয় এবং আমাদের সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে তিলমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করে না। উচ্চজাতির পায়ের জুতা সেলাই করিয়া, পায়খানার ময়লা পরিষ্কার করিয়া, গমনাগমনের পথে প্রত্যহ ঝাড়ু দিয়া, উদরান্নের সংস্থানের জন্য শীতবর্ষায় আতপে জীবনান্ত করিয়া, ক্ষেত্রে লাঙ্গল চালাইয়া ইহারা সেবা করিতেছে, শুধু এখনই করিতেছে তাহা নহে, শত শত বৎসর করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাদিগের ঐহিক অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা এমন কিছুই করি নাই, যাহার জন্য ইহারা আমাদিগকে সম্মান করিতে পারে বা আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারে। অথচ ইহারা আমাদিগকে প্রকৃত সম্মান এখনও করিয়া থাকে এবং খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান হইতেও আমাদিগকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে গৌরব বোধও করিয়া থাকে। আমরা কিন্তু ইহাদিগের জন্য, ইহাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য, সনাতনধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পবিত্র ভাব ইহাদিগের হৃদয়ে জাগাইবার জন্য কিছুই করিতেছি না এবং আমরা তাহা করিতেছি না বলিয়াই ইহাদিগকে আপনার করিবার জন্য বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বিগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে ও প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় করিতেছে, এবং ইহার ফলে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই ব্রহ্মভূমিতে মুসলমান ও খৃষ্টীয়ানের দল কি পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছে, তাহার খবর আমাদিগের মধ্যে অতি অল্প-লোকেই লইতে উদ্যত আছেন।

আমাদিগেরই এই আত্মজাতিধ্বংসকর ব্যবহারের ফলে এই সকল তথাকথিত নিম্নস্তরের জাতিগণ তাহাদিগের পক্ষে অনন্ত দুঃখের ও অবমাননার হেতু হিন্দুয়ানীর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিধর্ম্মীর দলই ক্রমে পুষ্ট করিতেছে। যাহারা গো-সেবাকে পরমধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিত, তাহারাই গো-খাদক রূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিতে আজ শ্লাঘা বোধ করিতেছে, যাহারা হিন্দুর দেবমন্দিরের রক্ষাকার্য্যকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহারাই

আজ দেবমন্দির ধ্বংস ও দেবতার বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ করাকেই ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকারে মঙ্গলের কারণ বলিয়া বোধ করিতেছে। ইহা অপেক্ষা হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে তাহা কল্পনায়ও আসে না। আমাদিগের দেশের প্রচলিত, অথচ বর্ত্তমান সময়ের একান্ত প্রতিকূল, প্রাচীন আচার নিয়মের রক্ষার জন্য যাঁহারা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন, সেই দলের নেতৃস্থলাভিষিক্ত, বাঙ্গলার বিদ্যাগন্ধির চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, বড় বড় নামধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজের এই দুর্দ্দশা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। সময়ের অনুকূল ভাবে স্বজাতি ও স্বধর্ম্মরক্ষার পূর্ণ অভিলাষে পরিচালিত ব্যক্তিগণ এই সকল দুরবস্থার কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইতে উদ্যত হইলে তাঁহারা ঘৃণা ও উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন যে হিন্দুসমাজের মধ্য হইতে এই সকল নীচ জাতি দলে দলে বাহির হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? যদি একজন ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিয়া জীবিত থাকে, তাহা হইলে আবার হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবেই এবং তাহার ফলে অচিরেই আবার ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইবে, মন্ত্রশক্তির বলে সত্যযুগ আসিবে। সুতরাং সদাচারপূত, শাস্ত্রবিশ্বাসসম্পন্ন নীচ-পতিত-সংসর্গে অকলুষিত ব্রাহ্মণ জাতির রক্ষা কিসে হয়, তাহারই চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে আমরা করিব, হিন্দুর সংখ্যা কম হউক তাহাতে ক্ষতি নাই; হিন্দুর নাম বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত হউক তাহাতেও আপত্তি নাই। জনকয়েক সদাচারপূত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যদি আমরা বাঁচাইয়া রাখিতে পারি আর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের নিবন্ধ গ্রন্থগুলি চতুষ্পাঠীতে বসিয়া, সভায় উচ্চ বিদায় লাভ করিবার জন্য মনের মতন করিয়া কতকগুলি নিরীহ ছাত্রকে পড়াইতে পারি, তাহা হইলে আমরা বাজিমাৎ করিতে পারিব। বঙ্গে আবার জোর করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব।

এই প্রকার যাঁহাদিগের মনোবৃত্তি, তাঁহারাই যে হিন্দুর বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু একথা আজ বঙ্গের শিক্ষিত হিন্দুগণ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাই আমাদিগের পক্ষে বড় সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

বাঙ্গলা হিন্দু, আত্মজাতির রক্ষা ও উদ্ধারের জন্য, নিজ সমাজের বিধ্বংসকর দুর্নীতি ও দুরাচার নিচয়ের পরিহার পূর্ব্বক হিন্দুসমাজে নবজীবন প্রতিষ্ঠা করিতে সত্য সত্যই সমুদ্যত হইয়াছে. আমাদিগের অন্যকার বঙ্গীয় হিন্দুজাতিবিগ্রহের বিরাট সম্মেলনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—ইহা যে বুঝে না তাহার মানসিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ বা অপকর্ষ বিধান করিবার জন্য এই বিরাট জাতিসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় নাই—প্রত্যুত অত্যুদার সনাতন ধর্ম্মের পরিপুষ্টি ও সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতি বিধান করিবার জন্য—এই মহা সম্মিলন যে উপায় অবলম্বন করিবে, তাহা সর্ব্বথা শাস্ত্রানুমোদিত, আমাদের পরমপূজনীয় মহর্ষিগণেরও তাহা একান্ত অভিপ্রেত এবং তাহা সর্ব্বথা বর্ত্তমান সময়ের অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের আত্মসমাজের ও জাতির শাস্ত্রসম্মত যে এই উদ্যম, তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে, বা পরমপূজ্য মহর্ষিগণের অভিমত নহে, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য—তথাকথিত আত্মিক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ—শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যে সকল মত প্রচার করিতেছেন, সেই সকল তাঁহাদেরই শাস্ত্রানভিজ্ঞতা ও দেশ-কাল পাত্রের প্রকৃত স্বরূপানভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকে। তাঁহারা যে ব্যাখ্যা করেন তাহা তাঁহাদের অজ্ঞান ও অভিমান-বিজৃম্ভিত শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

জন্মগত বর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইলে যে সকল অনিবার্য্য দোষ আসিয়া সমাজ মধ্যে প্রবেশ করে তাহার পরিহার করিতে হইলে, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে ব্রাহ্মণ-বৃত্তসম্পন্ন নহে তাহাকে ব্রাহ্মণ কুল হইতে বহিষ্কৃত করিতেই হইবে। এইরূপ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তপালন করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত বিপরীত আচার করিয়া থাকে তাহাকেও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকুল হইতে বহিষ্কৃত করিতেই হইবে। এইরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান না করিলে জন্মগত বর্ণব্যবস্থা দ্বারা সমাজের সর্ব্বনাশই সাধিত হইয়া থাকে। জন্মগত বর্ণব্যবস্থার দ্বারা সমাজকে অধঃপতনের পথে পরিচালিত

করিতে হইলে অত্যাচারীকে, অসমর্থকে, অজিতেন্দ্রিয়কে, সেই সেই উচ্চ বর্ণ হইতে বহিষ্কৃত অবশ্যই করিতে হইবে, ইহাই হইল আমাদের দেশের ঋষিবচনের তাৎপর্য্য।

বহুকাল হইতে উচ্চবর্ণের হিন্দু জন্মগত বর্ণব্যবস্থা মানিয়াও জন্মগত বর্ণব্যবস্থার দোষ হইতে আত্মসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য ঋষিগণের প্রদত্ত ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে। অত্যাচারী পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধু প্রভৃতিকে অনুচিতভাবে রক্ষা করিতে যাইয়া সে ঋষিগণের ব্যবস্থাকে পদদলিত করিয়াছে, তাহার এই অবিমৃষ্যকারিতা ও এই স্বার্থপরতার পরিণামই হইতেছে আজ ভারতে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিপর্য্যয়। আজ ভারতে 'ব্রাহ্মণ' নাম আছে মাত্র। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সহস্রের মধ্যে একটীও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

• • •

আমি আপনাদের নিকট বিনীত ভাবে জানাইতেছি যে, আমাদের এই সর্ব্বনাশকর জাতি বৈষম্যের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমাদিগকে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সিদ্ধান্তকেই সর্ব্বাগ্রে অবলম্বন করিতে হইবে, কলিযুগে ভক্তি পূর্ব্বক ভগবন্নাম কীর্ত্তনাদি মহাধর্ম্মের আশ্রয় করিতেই হইবে, আমাদের জাতিগত উচ্চনীচ ভাব ও তৎপ্রসূত হিংসা দ্বেষ ও অহঙ্কার সত্য সত্যই ছাড়িতে হইবে। ভগবানের সেবক হইতে হইলে, প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে হইলে সকল মানব দেহে অংশরূপে প্রবিষ্ট সর্ব্বাত্মা শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র শ্রীমন্দির বিবেচনা পূর্ব্বক জাতিবর্ণকুল নির্ব্বিশেষে সকলেরই সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইবে; এই ভাবের সাধনাই হইল শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইলেই মানব প্রেমভক্তি রাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে, তখনই মানব গুণকর্ম্ম বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রহস্য ও মহিমা বুঝিতে সমর্থ হয়।

পরপদানত স্বধর্ম্মভ্রষ্ট অজ্ঞানান্ধকূপে নিমগ্ন হইয়া মরণের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে জাতি, আপনাকে পর করাই আজ যে জাতির ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আসুর বলসম্পন্ন পরের সেবা ব্যতিরেকে যাহাদের বাঁচিবার অন্য উপায় নাই, সেই জাতির এই মৃত্যুকর দারুণ দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় ভাল খাওয়া নহে, ভাল পরাও নহে। বংসামান্য ধন সঞ্চয় করিয়া, আত্মীয় স্বজনের সহিত মোকদ্দমা করিয়া সর্ব্বনাশের পথে দাঁড়াইবার অনুকূল পুরুষকারও নহে, পরের নিন্দা বা আত্মপ্রশংসারূপ শুষ্ক গ্রাম্যবার্ত্তা শুনানও নহে। যাহাদের ঘরে দুবেলা পেট ভরিয়া খাবার জুটেনা, যাহাদের দুর্লভ অন্নের পবিত্রতা রক্ষা করিবার কোন শক্তি নাই, অশনে, বসনে, ভূষণে, জীবিকা নির্ব্বাহে প্রতিপদেই যাহাদের পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, বিষয়ভোগলালসার করাল পিশাচীর আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে আত্মরক্ষা সর্ব্বাগ্রে করিতেই হইবে; তাই আমাদিগকে আজ সত্য সত্যই ভাল খাইবার ভাল পরিবার লোভ পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

যাহাদিগের মধ্যে শতকরা আশিজন সত্যসত্যই দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের শতকরা বিশজন লোক যথেচ্ছ ভোগ পিপাসা মিটাইবার জন্য ভাল খাইবে, ভাল পরিবে, গাড়ীতে চড়িবে, ইহার নামই নৃশংসতা। ইহা অপেক্ষা জাতির শোচনীয় অধঃপতন আর কি হইতে পারে? যাহারা খাইতে পায় না, যাহারা শীত নিবারণের বস্ত্র জুটাইতে পারে না, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে যাহাদের শতকরা নব্বই জনেরও অধিক সদসৎ বিবেকের অনুকূল উদার জাতীয় শিক্ষা পায় না, তাহাদিগের যাহারা নেতৃত্ব করিবে, তাহাদিগের যাহারা উন্নতির পথ দেখাইবে, তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় সঙ্ঘশক্তিকে যাহারা জাগাইবে, তাহাদিগকে স্বজাতির জন্য সর্ব্বস্বত্যাগী কঠোর সন্ন্যাসী হইতেই হইবে, জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে, নিজের জাতিকে নিজের সমাজকে নিজের সংসার করিয়া তুলিতে হইবে; এইরূপ মনোবৃত্তি যদি আমাদিগের মধ্যে না হয় তাহা হইলে আমাদিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য যাহা কিছু চেষ্টা সবই নিষ্ফল হইবে; সকলই অরণ্যে রোদন মাত্রে পরিণত হইবে।

এ বিলাসের বাসনা, এ আত্মসুখের কামনা, এ স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয় স্বজনকে চাকচিক্যময় বসন ভূষণে পরিচ্ছদে সাজাইবার দুরন্ত আকাঙ্খা আমাদিগের হৃদয়ে যতদিন থাকিবে ততদিন এদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের সেই প্রেমের

বাস্তাস সহিবে না ; যে প্রেমের বন্যায় জীবন্ত চিত্র বাঙ্গালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, ভাবুক ও ভক্তকবি বৈষ্ণব কবিসম্রাটের অমর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে ; যাহার স্পর্শে সে বর্ণনা প্রবেশ করে নাই, সে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবার যোগাই হইতে পারে না।

"উছলিয়া প্রেম বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সকলি ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পশু জড় অন্ধগণ।
প্রেম বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শত গুণ বাড়ে।
চৈতন্য চরিতামৃত।

বাঙ্গলার হিন্দুজাতি সমূহের মধ্যে একতা ভালবাসা ও শক্তির সাধনা করিতে হইলে গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই মৃতসঞ্জীবনীসুধারূপ প্রেম বন্যায় সকল জাতি মিলিত হইয়া ভাসিতে হইবে, সকল প্রকার উচ্চ নীচ ভেদ ও অমূলক বৃথা অভিমান হিংসা দ্বেষ দূরে ফেলিয়া দিয়া পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে, ইহা যদি কখনও আমরা করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের এই সর্ব্বজাতি সম্মেলন সার্থক হইবে ; সেই সার্থকতার একমাত্র সাধন যে পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণারবিন্দ যুগলে সর্ব্বতোভাবে সমাশ্রয়, ইহা যেন সর্ব্বদা আমাদের মনে থাকে।

"সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি-
র্বাৎসল্যে মাতৃকোটিস্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটির্ম্মধুরিমণিসুধাক্ষীরমাধ্বীককোটি-
র্গৌরদেবঃ সজীয়াৎ প্রণয়রসপদে নর্ম্মিতাশ্চর্য্যকোটিঃ।"

সমবেত প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ! ইহাই হইল আমার আপনাদের নিকট শেষ নিবেদন। জয় পতিতপাবন দীনশরণ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয়।*

* কলিকাতায় বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

জ্যৈষ্ঠ

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম-এ।

অন্ত দখিণা বন্ধ করিয়া ছিঁড়িয়া ফুলের সাজ
ধূলাবালি হাতে আগুনের সাথে রুদ্র এসেছে আজ!
হে দিগ্‌বিজয়ী, দেশ-নন্দিত বন্দিত তব নাম,
বরষের পরে দেখা দিলে আজি, কি তব মনস্কাম?
কত অব্দের কত বর্ষের কত কাল গেল হায়,
তবু অবহেলে যাও খেলা খেলে নিষ্ঠুর পরিহায়;
ঘুস ঘুস ঘুস এ বিশ্ব ভরি ফেলিতেছ নিঃশ্বাস,
মেটেনাকো লোভ দেখে যায় ক্ষোভ এ কি তব পরিহাস!
দুর্জ্জয় তুমি দুর্দ্দম তুমি বিশ্ব-বিজয়ী বীর,
কত না গরব ধৈর্য্যে ধরেছ হরিয়া মাটীর নীর!
নীলকণ্ঠের কণ্ঠি ছিঁড়িয়া কণ্ঠে পূরিয়া বিষ
বিশ্ব-পাত্রে উগার করি ঢালিছ অহর্নিশ!

ধূর্জ্জটি তুমি, অঞ্জলি ভরি হলাহল করি দান,
বিরাট মরুৎ বিশ্ব আজিকে করিতেছ ম্রিয়মাণ!
লতাপাতাফুল বিষণ্ণাকুল আজি বড় অসহায়,
মদন-ভস্মে ভস্মিত তারা করে কত হায় হায়;
চাতক চাতকী গগন ভেদিয়া ডাকিছে অনর্গল,
মৃত্যু-প্রবল ধ্বনিত কেবল 'কোথা জল কোথা জল'।
রোমানলশিখা রুদ্রের টিকা জ্বলায়ে নিরন্তর
মৃত্যু অধিক দুঃখ ঢালিছ দগ্ধিয়া চরাচর!
তাণ্ডব-ভরা একি তব লীলা এতই কঠিন প্রাণ,
বিশ্ব মথিয়া ওঠে এক সাথে কতই কাকুতি তান;
শিখরে শিখরে গর্জ্জিয়া ওঠে নিখিল আর্ত্তনাদ,
তবু তব প্রাণে ব্যথা নাহি আনে বিজয়ের অবসাদ

কালোর আলো

(গল্প)

শ্রীমতী আশালতা দেবী, রত্নপ্রভা, সাহিত্যভারতী।

(১)

—"কালো!"

মাতার সস্নেহ আহ্বান শুনিয়া কালো মুখ তুলিয়া সজল কণ্ঠে বলিল—"কি মা!"

কালোর রুক্ষ মাথাটা সযত্নে বুকের ভিতর চাপিয়া মাতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"ছিঃ মা, নেমে এস, ওঁরা কত-ক্ষণ বসে থাকবেন, বেলা যে গড়িয়ে পড়ল।"

কালোর দুই চোখ ছাপাইয়া আবার অশ্রুর বান ডাকিল। দুই হাতে মুখ লুকাইয়া কালো রোদন ভরা স্বরে বলিল—"আর যে এমন করে বাঁচাই হতে পারিনা মা! আবার সেই একই কথা বলে যাবেন, তার চেয়ে থাক না কেন মা, এমনিই আমি তোমার কাছে থাকি;—তোমার পায়ে পড়ি মা, এমন করে আমাকে তাড়িয়ে দিও না—আমি যাব না..."

কালো ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।...হাজার হোক, মায়ের প্রাণ—কালোর কাতরতা তাঁর অন্তর তটে গিয়া আছাড়িয়া পড়িল। সত্য, উহার রূপ নাই বলিয়া পরে ঘৃণা করিতে পারে—কিন্তু তিনি?...বুকের রক্ত দিয়া এতটুকু মেয়েকে যে তিল তিল করিয়া তিনি মানুষ করিয়াছেন; পিতার অনাদরের এতটুকু ছোঁয়াচও যে তাহার গায়ে লাগাইতে দেন নি—সেই কালো.....

কালোর মাথাটা বুকে চাপিয়াই তিনি বসিয়া রহিলেন। তন্দ্রা অলস সন্ধ্যার ম্লানিমাটুকু যখন ধীরা ধীরে ধরণীর বুকে আসিতেছিল, ঠিক সেই সময় কালোর পিতা আসিয়া তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"খুব আস্কেল তো তোমার! ওঁরা কি তোমার বাবার চাকর, যে, রাত দশটা পর্য্যন্ত তোমার মেয়ের অপেক্ষায় বসে থাকবেন? নেমে এস—"

চোখের জল চোখে চাপিয়া কালোর মাতা উত্তর দিলেন—"হাঁ গো মেয়েটা এত কাঁদছে—থাকই না আজকে.....আর মিথ্যে দেখিয়েই বা কি হবে!—সেই তো মুখ বেঁকিয়ে চলে যাবেন,...তার চেয়ে..."

—"তার চেয়ে আবার কী? তুমি কি বলতে চাও—মেয়ে ঘরে রেখে আমি একঘরে হ'য়ে থাকব? একেত বয়সের গাছ পাথর নেই..."

কালোর মাতা শিহরিয়া উঠিলেন,—"ছিঃ ছিঃ, বাপ হ'য়ে ওকথা মুখে এনোনা গো, বাছা আমার ঘাটের কোলে সবে তের পেরিয়েছে। আয় মা কালো, আজকের মত উঠে আয় মা; কি করবি মা, মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, অনেক কষ্ট সইতে হবে—অনেক আঘাত বুক পেতে নীরবে বহন করতে হবে—আয়, আমিই তোকে নিজের হাতে বিসর্জ্জন দিয়ে দি!"

কালোর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে মাতা নীচে নামিয়া গেলেন।

(২)

জন্মিবার পর হইতেই অভাগিনী কালো মাতার বুক-ভরা স্নেহ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে একবিন্দু স্নেহ উপহার পায় নাই। পিতার তো কথাই নাই; পর পর চারটী মেয়ের পর ওই কুৎসিত কুরূপা মেয়েটাকে দেখিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া গিয়াছিল. চারটী মেয়েকে একে একে বিবাহ দিয়া নিঃস্ব পিতার যত ক্রোধ ওই অভাগী মেয়েটার উপর গিয়া পড়িল—তাহার অপরাধ সে রূপ লইয়া পৃথিবীতে আসে নাই কেন? যদিই বা আসিল, তাহা হইলে ধরার আলো নয়ন মেলিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই সে কেন পিতাকে মুক্তি দিয়া গেল না! এমনি উপেক্ষা ও দারুণ অনাদরের ভিতর দিয়াই সে দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিল—হা-রে, তাহাও তাহার অপরাধ। মনের দারুণ ঘৃণায় কালো এক একদিন গভীর রাত্রে নির্জ্জন ছাদের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া আকুল স্বরে কাঁদিয়া বলিত—"ভগবান এ নারী জন্ম কেন দিয়াছিলে? যদি

দিয়াছিলে তবে রূপ দাও নাই কেন ? এ অরূপাকে দেখিয়া যে সকলেই ঘৃণায় মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যায়। হায় প্রভু, এত অপমান সহিবার জন্যই কি তুমি আমাকে পাঠাইয়াছ ? ওগো আর সহে না ; আমাকে তুমি ডাকিয়া লও…"

তাহার বুকফাটা আর্ত্তস্বর বাতাসের সাথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া উঠে—ওপরের দেবতার কাণে পশে কি-না তাহা কে জানে ? মাটীর শীতল বুক আঁকড়াইয়াই সে সান্ত্বনা লাভ করে।

• • • স্নেহ-পিয়াসীর অসীম কান্নার করুণ কম্পন বুঝি বিধাতার কাণে পৌঁছিল, ম্লানমুখী নত-নয়না কালো আসিয়া যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল—তখন তার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া সংকোচ ও কুণ্ঠার যে মৃদু হিল্লোল বহিয়া গেল—তাহাতেই তার সারা অঙ্গে যেন ম্লান সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল ; সারা দেহের স্নিগ্ধ লাবণ্য যেন স্তিমিত দীপ শিখা—সুন্দর, অথচ বড় ম্লান…, একটী ফুৎকারেই যেন নিভিয়া যাইবে…

যিনি দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি বরের বন্ধু, শিল্পী ; দ্বিতীয় লোকটী বরের মাতুল, বৃদ্ধ,—বেশ সৌম্যমূর্ত্তি। মাতুল মহাশয় কালোকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা জানিয়া তিনি সহাস্য মুখে প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"বেশ, বেশ মা লক্ষ্মী, ঐ কাজটী যে ভাল ক'রে শিখেছ—এতে আমি ভারী সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি চাই, আমার রণকের জন্যে একটী গৃহলক্ষ্মী,—সত্যি বলছি অবিনাশ বাবু, আপনার মেয়েটীকে আমার ভারী পছন্দ হয়েছে…আমি এই মাসেই শুভ কাজটা সেরে ফেলতে চাই—আপনার কোন আপত্তি আছে কি ?"

এ অভাবনীয় ব্যাপারে কালোর পিতা বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন, সত্যই কি ইহা সম্ভব ! ওই কুরূপা মেয়েটার সৌভাগ্য কি আজ আপনি আসিয়া ধরা দিল ?—হয়ত বা তাহাই হইবে, অদৃষ্ট…

পিতা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শুষ্কস্বরে বলিলেন,—"কিন্তু আমি যে একেবারে নিঃস্ব, বরপণ স্বরূপ তো কিছুই দিতে পারবো না,—এ অবস্থায় যদি আপনারা দয়া করেন…"

তিনি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"বিনয়বাবু, এসব কথা আপনার না উল্লেখ করলেই ভাল ছিল। বরপণ ! আজকালকার দিনে ওই বরপণ জিনিষটা কত অসহায়, দরিদ্র কন্যার পিতাকে যে কতটা ক্ষতিগ্রস্থ করে তাতো আমাদের জানতে বাকী নেই ; হা হা—আমরাও যে মশাই মেয়ের বাপ—ওসব কিছু ভাববেন না, কিছু চাই না আমরা, শুধু এই মা-লক্ষ্মীকে আমাদের ঘরের লক্ষ্মী করে নিয়ে যেতে চাই…"

তাঁহার এই মহান হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া অবিনাশ বাবুর মাথা নত হইয়া আসিল, দুই চোখে দুই ফোঁটা অশ্রু টলটল করিয়া উঠিল। তিনি ত আর চারটী মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন—কিন্তু এরকম উদার হৃদয় মানবের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে পান নাই।

অবিনাশ বাবু করজোড়ে সিক্ত কণ্ঠে বলিলেন "কি আর বলব আপনাকে, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন,—আপনার মত যদি আরও দুই একটি মানুষ হ'তেন, তা'হলে কত দরিদ্র পিতা কন্যাদায়রূপ বিভীষিকা হতে মুক্তি পেত'…"

তিনি সহসা উঠিয়া অবিনাশ বাবুর দুই হাত চাপিয়া বলিলেন,—"ছিঃ ও রকম অনর্থক প্রশংসা করবেন না আমার, আমি সামান্য মানুষ। এস মা লক্ষ্মী, অনেকক্ষণ তুমি বসে আছ—একে নিয়ে যান ; কি হে বিকাশ, তুমি কিছু জিজ্ঞেস কর্ব্বে নাকি ?"

সেই যুবকটী এতক্ষণ চুপ করিয়া কালোর শঙ্কিত নত ডাগর নয়ন দুটীর পানে চাহিয়া ছিল, এতক্ষণে মুখ তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"এঁর নামটি কি ?"

অবিনাশ বাবুর রুদ্ধ পিতৃস্নেহ যেন সহসা আজ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মেয়েকে সস্নেহে কোলের কাছে টানিয়া বলিলেন—"বল মা, তোমার মা যে নামটী রেখেছেন।"

কালো ধীর মৃদুস্বরে বলিল—"শ্রীমতী নীলিমা দেবী।" বলিয়াই সে পুনরায় মাথাটী নীচু করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল। যুবকটী অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"সুন্দর নাম।"

সুন্দর ! সুন্দর ! আজ সে কোন্ দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে গো ! আজ কি সে রূপ-সাগরে স্নান করিয়া আসিয়াছে ? তাহার তো কোন গ্লানিই

সুন্দর নয়—তবে !···অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে বারংবার সে মনে মনে প্রণাম জানাইল।

বিবাহের দিন স্থির করিয়া তাঁহারা বিদায় লইলেন। অবিনাশ বাবু কৃতকৃতার্থ হইয়া বিনীত কণ্ঠে বলিলেন—"তাহ'লে—ছেলেটী একবার দেখে যাবেন না ?"

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"কি দরকার ! যাহার পছন্দের জিনিষ সে কখনই অপছন্দ করতে পারবে না, বাপ মারা যাবার পর থেকেই সে আমার কাছেই মানুষ তো ? সে আমার ভারী বাধ্য।"

(৩)

বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল। আশা-নিরাশার প্রবল দ্বন্দ্বে কালোর ক্ষুদ্র প্রাণটী কখনো সুখের কল্পনায় ডুবিয়া যাইতেছিল, কখনো গভীর বিষাদের গুরুভার তাহার বুকখানিকে পিষিয়া ফেলিতেছিল। ভবিষ্যতের গর্ভে যে কি লুকানো আছে কালো তাহা এখনো জানে না, শুনিয়াছে তার ভাবী স্বামী সুন্দর এবং সৌন্দর্য্যের উপাসক—সে এই অরূপাকে কোন চক্ষে দেখিবে কে জানে ? হয়ত···হয়ত···

কালোর বুক দুলিয়া নিঃশ্বাসের ঢেউ উঠিল। আলো-ঝলমল উৎসব নিশীথে চন্দনচর্চ্চিত সুকুমার কণকের গভীর দৃষ্টির সঙ্গে যখন সে লাজ নত দৃষ্টি মিলাইল, তখন নিজের রূপহীনতার কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া সে চোখ মুদিল। ওগো সৌন্দর্য্যের পূজারী, ইহাই কি তোমার সারা-জীবনের সাধনার ফল ? এক পলকের দৃষ্টিতে কালো যে তীব্র ঘৃণার পরিচয় পাইল, তাহাতে সে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইল না, সে ভাবিল, ইহাই তো তাহার প্রাপ্য ! তাহার মত রূপহীনা নারী এই সুন্দর তরুণের পাশে কি বলিয়া দাঁড়াইবে ? ইহাই ভাল···ইহাই ভাল···

হায়, তবু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কি যেন একটা রুদ্ধ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে ফুলিয়া উঠিতেছিল—কেন, সে তাহা নিজেই বুঝিল না···

বিবাহ হইয়া গেল, বাসর ঘরে থরে থরে গন্ধামোদিত পুষ্প বিছানো, কণক সারা রজনী একভাবে পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল। যাঁহারা বরের সহিত আলাপ করিবার মানসে আসিয়াছিলেন, বরের নির্ব্বাকতায় ক্ষুণ্ণ হইয়া একে একে উঠিয়া গেলেন ; নিস্তব্ধ, নির্জ্জন গৃহে কালো একা—নিজের দৈন্যতায় যেন সরমে মরিয়া যাইতেছিল।

নারী জীবনের শুভ মুহূর্ত্ত তাহার এমনি করিয়াই অসীম ব্যর্থতায় ডুবিয়া গেল—সে কাহার দোষে ?···দোষ কি তাহার অদৃষ্টের নয় ?

যুঁই ফুলের তীব্র মদির গন্ধ ব্যাকুল বাতাসে তার চাপা নিঃশ্বাস অতি ধীরে মিশাইয়া গেল, কালো বেদনায় লজ্জায় দুই হাতের ভিতর মুখ লুকাইল।···

প্রভাতে মাঙ্গলিকী উৎসব শেষ করিয়া কালোর মাতা কন্যাকে বিদায় দিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, হয়ত এই বিবাহ সুখের হইবে না,—কিন্তু উপায় কি ? চোখের অবাধ্য অশ্রু অঞ্চলপ্রান্তে মুছিয়া কন্যার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন—"স্বামী সোহাগিনী হও মা, এর বাড়া আর কি আশীর্ব্বাদ করবো তোমায় ?"

কালো মাতার বুকে মুখ লুকাইল। আজন্মের পরিচিত সুখ-দুঃখ-মাখা নীড়খানি ছাড়িয়া আজ সে কোথায় যাইতেছে কে জানে ? চন্দন-তিলকাঙ্কিত কপোল ভাসাইয়া তাহার চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।

(৪)

—"কই আমার কণকের জন্যে কি বউ এনেছ দেখি ? ওমা—এ-ই ! আচ্ছা ছোড়দা, এমনি করেই কি কণকের সর্ব্বনাশ করতে হয় ? বাছা একে আমার কালোকে ঘৃণা করে, আর তুমি কিনা ওর সারাজীবনের সঙ্গী এনে দিলে একটা কালো মেয়ে···ছিঃ, তুমি না ওকে হাতে করে মানুষ করেছ ?"

বধূবেশে এ বাড়ীতে পা দিতেই কালো তার শাশুড়ীর নিকট হইতে যে নীরস কঠোর অভ্যর্থনা পাইল, তাহাতে তার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। এতই যদি—তবে নামাবাবু কেন জানিয়া শুনিয়া তাহার মত কুৎসিত মেয়েকে পছন্দ করিলেন ? সে তো এত সৌভাগ্য কোনদিন চাহে নাই !···

এ বাড়ীর সকলেই সুন্দর ;—ছোট ছোট ছেলে মেয়ে-গুলি তাহারাও কালোর ঘোমটা খুলিয়া দেখিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া পলাইতেছিল। আর কণক ? সে'তো গাড়ী হইতে নামিয়াই কোন রকমে বিবাহের খুটি-নাটি

দাঁড়িয়া কোথায় সরিয়া পড়িয়াছিল। বিশ্বের লজ্জা আসিয়া কালোর সারা দেহ নিশ্চল হইয়া গেল···এত ঘৃণা !···

উৎসব বাড়ীর মুখরিত কোলাহলের মাঝখানে যেন সে মূর্ত্তিমতী অমঙ্গলের মত অতর্কিত ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে ; তাহার জন্ম মামাবাবু তিরস্কৃত হইলেন, বন্ধু বিকাশ, তাহাকেও কণকের মাতা অল্পে ছাড়িলেন না। যেখানে সে বসে সকলেই তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসে···কালোর বুক কাটিয়া যাইল ; ঘরে তখন কেহই ছিল না, কালো আস্তে আস্তে উঠিয়া খোলা জানালার গরাদ চাপিয়া সুদূরের পানে তার ক্লান্ত ব্যথিত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল।

সুন্দর, সুবেশা একটী তরুণী মামাবাবুর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে উদ্দাম ঝড়ের মত সবে ঢুকিয়া চপল স্বরে কহিল—"ওটা গো বৌদি, মুখটা ফেরাও তো দেখি ? মাগো,—আচ্ছা বাবা, এমনি বউ কি কণক'দার জন্যে আনতে হয় ? তার চেয়ে তৃপ্তি কি দীপ্তি, এদের বউ করলেন না কেন ? তারা কত সুন্দর, আমার সঙ্গেই সব ম্যাট্রিক দিলে···আচ্ছা বৌদি, তুমি স্কুলে পড়েছ ?"

কালো ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল। তরুণী রাঙা ঠোঁট দুখানি বাঁকাইয়া বলিল—"ওমা, তাহলে কোন দিকেই নও তুমি···এই যত দোষ বাবা আপনার !"

বলিয়া সে মামাবাবুর হাত খানি চাপিয়া ধরিল, মামাবাবু স্নিগ্ধ হাস্যে তাঁর অভিমানিনী মেয়েকে কহিলেন, —"দোষ কেন মা অণু ? তুমি মনে করেছ কলেজে পড়ে শুধু পাশ করলেই সে মেয়ের কর্ত্তব্য সব নিঃশেষ হ'য়ে গেল ? এত নম্র, এত ধীর, তোমার দীপ্তি, কি তৃপ্তি কেউই তো নয় ? আমি যে মা-লক্ষ্মীকে এনেছি—দেখিস এর জন্যে তোর বুড়ো বাবাকে পরে কত প্রশংসা করবি। এর বাইরের রূপটা নেই বলে তোরা ঘৃণা করছিস মা, কিন্তু আমি এর অন্তরের আসল রূপ দেখেছি—সেই রূপের জ্যোতি যখন ফুটে বেরুবে, তখন তার সৌন্দর্য্যে ও সবাইকে জয় করবে—দেখিস। দেখি মা, ছিঃ—কেঁদ না, এই তো তোমার পরীক্ষা সুরু হ'ল মা, এই পরীক্ষায় জয়ী হও, দেখবে তখন কত সুখী হবে—তোমার মামাবাবু'র কথায় বিশ্বাস করো তো ?"

কালো মামাবাবুর হাতের ভিতর মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত কান্নার গতিরোধ করিবার জন্য মুঁপাইয়া উঠিল, তিনি সস্নেহে কালোর অবগুণ্ঠিত মাথাটী ছোট্ট মেয়েটীর মতই আপনার কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া মৃদুস্বরে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

স্নেহের কাছে পরাজিতা অণিমা কালোর দিকে একটা কুটিল দৃষ্টি হানিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল···

আর কণক তখন একাকী শয্যায় পড়িয়া দুই হাতে কপালটাকে চাপিয়া ধরিতেছিল। হা-রে—ইহারই জন্য কি তাহার তরুণ প্রাণে অস্ফুট আবেগ কথার পর কথা মালা গাঁথিয়া চলিত ? ইহারই সাধনায় সে কি এতদিন ধ্যানমগ্ন হইয়াছিল ? না না—এতো তাহার মানসী নয়। সে যে সুন্দর—আর, আর, এ যে দুনিয়ায় কুৎসিত, কুরূপা নারী, এই তাহার সারা জীবন পথের সাথী ! মানুষের বাহিরে এতটুকুও সৌন্দর্য্য নাই, তাহার কি হৃদয় আছে—সে কি ভালবাসিতে জানে ? জানে না, জানে না, অন্তরে বাহিরে ও রূপহীনা···

একটা রুদ্ধ বেদনা তার অন্তরতম প্রদেশকে বার বার নিপীড়ন করিতেছিল। শুধু তাহারই একান্ত অনিচ্ছায় বিবাহের আর কোন উৎসবই সম্পূর্ণ হইল না।

(৫)

সকলের অনাদর সহিয়া কালো এইখানেই রহিয়াই গেল, জীবন পণ তাহার, রূপে সে সকলের কাছে পরাজিতা হইয়া লজ্জার পসরা মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, এইবার সে হৃদয় দিয়া দেখিবে—তাহার কাছে সকলে পরাজয় স্বীকার করে কি না। অণিমার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বাণ সে অবহেলে হাসিমুখে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিত, বলিত—"সত্যই তো ভাই আমি কালো, এত আমার লজ্জা নয়, এ বিধাতার দান, আমি কি করব বল ?"

তাহার প্রাণঢালা সেবার মাধুর্য্যে সবাই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শুধু তার উপর সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, কণকের মাতা। বধূর প্রতি বিদ্বেষটুকু আজিও তাঁহার যায় নাই ; পুত্রের ব্যথিত বিমর্ষ মুখ দেখিলেই তাঁহার যত রোষ ওই কালোর উপর গিয়া পড়ে—সে কেন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল ? তাহার জন্যই তো কণকের

বুক ভাঙিয়া গিয়াছে। কালো তার অকৃত্রিম সেবা যত্ন দিয়াও শাশুড়ীর এতটুকু মন পাইল না।

আর কণক? তাহার তো কথাই নাই, দিনান্তে যদি একবার পলকের জন্যও তাহার চোখের সম্মুখে কালো আসিয়া পড়ে—সে সেই মুহূর্ত্তে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। আশ্চর্য্য, এত অপমান, এত উপেক্ষা সহিয়াও এই মেয়েটার মুখের হাসি একদিনও ম্লান হয় না।

হয় তো হয়, বুকের হাসির উৎস শুকাইয়া গিয়াছে সেই শুভ রজনীতেই—যেদিন সে প্রথম বড় আগ্রহে, বড় আশাতেই কণকের পানে দৃষ্টি ফেলিয়া দিয়াছিল

আজ তার বুকখানিতে ভরিয়া আছে শুধু তপ্ত মরুর হাহা-করা আকাঙ্খা। এত করিয়াও সে তৃপ্তি পায় কই? সে তো নারীজন্ম এক মুহূর্ত্তের জন্যও সার্থক করিতে পাইল না, সে শুভদিন কি তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও আসিয়া পৌঁছিবে না? এমনি অনন্ত তৃষ্ণা বক্ষে ধরিয়াই কি সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে? সুন্দরের পদতলে তার অঞ্জ অর্ঘ্য কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্রয় পাইবে না!...চোখ ভরিয়া অশ্রু আসে—দাঁতে দাঁতে চাপিয়া সে বুকের হাহাকারকে চাপিয়া ধরে—মুখে সেই মৃদু হাসির ক্ষীণ রেখা...

হায়রে নারী, এত ভালবাসিয়াও এতটুকু স্নেহ-কণা-মাত্রও ভিক্ষা পাইবে না?

• • • •

প্রবল জ্বরে অচেতন হইয়া কণক যখন মাতার কোলের উপর নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া ছিল, দূর হইতে কণকের রোগ কাতর শুষ্ক মুখখানি দেখিয়া কালোর ব্যাকুল হৃদয় মোচড়াইয়া উঠিল—তাহারই স্বামী, তাহারই জীবন-মরণের দেবতা, অথচ সে বারেক ঘরে গিয়া চোখের দেখা দেখিবারও সুযোগ পাইবে না?

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে ছুটিয়া আসিয়া দ্বার প্রান্তে আপনার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে—যদি কোন সামান্য দরকারে কালোকে প্রয়োজন হয়, আঃ তাহা হইলে সে যে কৃতার্থ হইয়া যাইবে,—বুকের উদ্বেলিত নিঃশ্বাস অতি কষ্টে চাপিয়া আবার সে ফিরিয়া যায়, কেহ তাহাকে তুলিয়াও ডাকে না।

ডাক্তার আসিয়া যখন সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন, কণকের সর্ব্বাঙ্গে বসন্ত ছাইয়া গিয়াছে কণকের মাতা তখন মাটীর বুকে আছাড় খাইয়া পড়িলেন, অলক্ষণা এই মেয়েটাই তো তাঁহার কণকের জীবন-দীপটুকু নিভাইতে আসিয়াছে—নইলে এতদিন তো তার বাছার অঙ্গে এতটুকু দাগও বসেনি!

কালো শিহরিয়া উঠিল, উঃ এত বড় অপবাদ! হা'রে—তার বুকভরা ভালবাসার কি এই পরিণাম,—তাহারই জন্য তার স্বামী আজ মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে!

পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া কালো কণকের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার মাথাটা সযত্নে কোলে তুলিয়া লইল। 'নার্স'রা শঙ্কিত হইয়া বাধা দিতেই কালো মৃদুস্বরে বলিল —"মাপ করবেন, আমার স্বামী, এঁর সেবার ভার আমি নিজেই নিতে চাই। দয়া করে আপনারা বাধা দেবেন না, আপনারা শুধু ঘরে থাকুন।"

রোগের দারুণ যন্ত্রণায় কণক যখনই চোখ মেলিত, তখনই দেখিতে পাইত, দুইটী উদ্বেগ-কাতর, শঙ্কিত, স্নেহ-ব্যাকুল নয়ন তার মুখের উপর নিবদ্ধ। কণক যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিত, কালো ধীরে ধীরে তার ক্ষতমুখে হাত বুলাইয়া দিত—সারাদিন, সারারাত পলকহারী চোখে সে কণকের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিত, আর আকুলস্বরে দেবতার চরণে প্রার্থনা জানাইত।

আজ তার জীবন সার্থক, সে কণকের সেবার ভার আপন হাতে তুলিয়া লইবার অধিকার পাইয়াছে, তার তুচ্ছ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াও সে মরণোন্মুখ স্বামীকে ফিরাইয়া আনিবে—এ ঐকান্তিক প্রার্থনা কি দেবতা তাহার পূর্ণ করিবেন না?

ওই অশিক্ষিতা মেয়েটার সুনিপুণ হাতের সেবা দেখিয়া কণকের মাতাও বিস্মিত হইয়া গেলেন। ডাক্তার আসিয়া যখন বলিয়া গেলেন, "আপনার বউমা ছিল বলেই কণককে আজ আপনার কোলে ফিরে পেলেন।" তখন তিনি প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে বধূর প্রতি চাহিলেন। আজ তাঁর অন্তরের সমস্ত রোষ স্নেহের ধারায় ধুইয়া মুছিয়া গিয়া কালোর প্রতি অসীম স্নেহে তাঁর অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল।

(৬)

দীর্ঘ একটী মাস ভুগিয়া কণক যখন একটু সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন কালো ঘরের ভিতর আসিয়া বসাটা একটু একটু করিয়া কমাইয়া দিল। আর প্রাণের আশঙ্কা তো কাটিয়া গিয়াছে—এইবার সে শাশুড়ীকে অনুরোধ করিত—"মা, আপনি এবার একটু বসুন গে, আমি ততক্ষণ এই কাজটা সেরে ফেলি।"

শাশুড়ী সস্নেহে বধূর ললাট হইতে রুক্ষ কুন্তল তার সরাইয়া বলিতেন—"না মা, তুমিই যাও, আমি অনেক বার লক্ষ্য করে দেখেছি, কণক আমার যখনি জাগে, তখনি ও বোধ হয় তোমাকেই খোঁজে। চারিদিকে চেয়ে যখন তোমার দেখা না পায়, তখন ও নিঃশ্বাস ফেলে বালিশে মুখ লুকোয়…"

কথাটা যেন কালোর অন্তর-বীণায় গিয়া মৃদু ভাবে আঘাত করিল, তার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী কয়টা যেন সপ্ত সুরে ঝঙ্কারিয়া উঠিল…

কণক—কণক তাহাকে খোঁজে…কণক তাহার হাতের পরশ পাইতে চায়, তবে কি—তবে কি বিধাতা এতদিন পরে কালোর হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা নিজের হাতে মুছিয়া দিলেন গো?…তবে কি তার প্রাণের পূজা এতদিনে সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল?

হর্ষ-ব্যাকুল বক্ষে কালো ছুটিয়া তার নির্জ্জন ঘরটাতে গিয়া লুকাইল। ইহা যে আশার অতীত, কল্পনার অতীত। ওগো, এই ধরণী আজ তাহার চোখে এত সুন্দর দেখাইতেছে কেন…প্রভাতের ওই পার্খীর কলতান আজ কেন কাণে তাহার এত মিষ্টি লাগিতেছে! যাহা শুনিয়াছে, আনন্দ যে তাহাতেই তার হৃদয়ের রিক্ত-পাত্রের কাণায় কাণায় উপ্‌ছাইয়া উঠিয়াছে। অসহ্য পুলকে তার চোখের কোণে অশ্রু আসিয়া দেখা দিল।

—"বউমা।"

শাশুড়ীর স্নিগ্ধ আহ্বানে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া শিথিল আঁচলের প্রান্তটা আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে অস্ফুট স্বরে বলিল—"কি বলছেন মা?"

—"এস মা, কণক তোমায় ডাকছে। ওকি—পাগল মেয়ে, ব্যাপার কী বলে? আমরা যে সবাই তোমায় ভুল বুঝেছিলাম মা। মনে ভেবেছিলাম, যার বাহির এত মলিন, না জানি তার হৃদয়টা কী? ছিঃ—সুখের দিনে কি চোখের জল ফেলে মা? ওতে যে কণকের অকল্যাণ হবে।"

বুকের অসহ্য পুলক-ভার চাপিয়া শাশুড়ীর পিছনে পিছনে কালো কম্পিত চরণে আসিয়া কণকের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল—আসন্ন প্রিয়-মিলনের মধুর সুখের কল্পনায় তার সারা দেহখানি ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতেছিল। শাশুড়ী ঘর হইতে বাহির হইতেই কালো একবার নয়ন তুলিতেই দেখিতে পাইল দুই চোখে আকুল আকাঙ্খা লইয়া কণক তাহারই মুখের দিকে আগ্রহভরে চাহিয়া আছে।…

কী সে আকুলতা মাখা প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি…আঃ, কালোর অতৃপ্ত হৃদয়ের সকল জ্বালা যেন এক নিমেষেই জুড়াইয়া গেল।…পর কম্পিত দেহভার দেওয়ালে এলাইয়া দিয়া কালো সুখের আবেশে চোখ মুদিল।…

সহসা কাণে আসিয়া বাজিল, "নীলা—নীলিমা, আর কেন দূরে দাঁড়িয়ে আছ, এস, আমার কাছে এস,—তোমার অপরাধী স্বামীকে ক্ষমা করে যাও…"

—ওগো, এ কী আহ্বান তোমার, আজ এ কোন্ নামে তুমি কালোকে ডাকিতেছ গো;…এ নাম তো সে ভুলিয়াই গিয়াছিল…

কালো স্খলিত চরণে ছুটিয়া আসিয়া কণকের দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; এত সুখ, এত তৃপ্তি—সে যেন সহিতে পারিতেছিল না…এ যে অচিন্তনীয়…

শীর্ণ হাত দুখানি বাড়াইয়া কণক আবার ক্ষীণ স্বরে বলিল—"ওখানে কেন নীলা, এস, আমার বুকে এস, বড় অনাদর তোমায় করেছি,—তোমার অন্তরের যে স্নিগ্ধ জ্যোতি এতদিন লুকানো ছিল, অভাগা আমি, এতদিন দেখতে পাইনি; আজ অন্ধ নয়ন আমার খুলে গেছে—নীলা, আমার নীলা—সরে এস…"

কালো টলিতে টলিতে আসিয়া কণকের ক্ষীণ বাহু দুটির আলিঙ্গনে নিজেকে ধরা দিল। কণক তার মুখখানি দুই হাতে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া পুলক-ভরা সুরে বলিল—

"নীলিমা, এত সুন্দর তুমি? বল, আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করেছ? নইলে যে আমি তৃপ্তি পাচ্ছি না, নীলা…"

আঃ, কালোর সারা অন্তর যেন অমৃত রসে সিঞ্চিত হইয়া গেল। স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া সে বলিয়া উঠিল—"ক্ষমা আবার কিসের গো? তুমি তো কোন অপরাধ করো নি। আমার কর্ম্মফলে এতদিন আমি কষ্ট পেয়েছি, আজ তো আমার কোন কষ্টই নেই গো, তোমার আদরে সোহাগে যে আমি সব বেদনা ভুলে গিয়েছি। আমায় তুমি স্নেহভরে বুকে তুলে নিয়েছ, এই পাওয়ার আনন্দে যে আমার বুক ভরে উঠেছে,—আর আমার কোন আক্ষেপ নেই গো, কোন আক্ষেপ নেই।"…

কালোর চোখের অশ্রুর ধারায় কণকের সারা বুকখানি ভাসিয়া গেল। কালোর কপালে পরম স্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে কণক পরম তৃপ্তিতে চোখ মুদিল।—আজ সে পরম সুখী…আঃ…

প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়া এই দুইটি সদ্য-মিলিত তরুণ-তরুণীর ললাটে স্নিগ্ধ-মধুর পরশ বুলাইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বহিয়া গেল।…

সাহিত্যে নারীর স্থান

শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী।

দেহ মন এবং আত্মা এই তিন লইয়াই মানুষ। এই তিনের উৎকর্ষ সাধনে মানুষের মনুষ্যত্ব। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার অধিকার বিশ্বস্রষ্টা যেমন পুরুষ এবং নারী উভয়কেই দান করিয়াছেন, তেমনি তিনি তাঁহার সকল সন্তানকেই শরীর মন এবং আত্মার সম্যক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত শক্তিও দান করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যে পক্ষপাতিত্ব নাই। তাঁহার সৃষ্ট সূর্য্য চন্দ্র উভয়েই যেরূপ কিরণ দান করে, তাঁহার প্রেরিত মৃত্যু যেরূপে উভয়ের ক্লান্তিই হরণ করে সেইরূপ তিনি তাঁহার প্রদত্ত দেহ মন এবং আত্মার সম্যক উন্নতি সাধনের অধিকার উভয়কেই দিয়াছেন। সুতরাং কি পুরুষ কি স্ত্রী, উভয়েই সুযোগ এবং সুবিধা লাভ করিলে যে সকল ক্ষেত্রেই উন্নতি সাধন করিতে পারেন, ইহা সুনিশ্চিত।

সাহিত্যে যদি রমণী উচ্চাসন লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহা যে সম্ভবপর, ইহা অতীত এবং বর্ত্তমান উভয়েই সাক্ষ্য দিবে। একদিন এই ভারতের মহিলাগণ কর্ত্তৃক বেদমন্ত্র রচিত হইয়াছিল। তখন ভারতীয় মহিলাগণ পুরুষের সহিত সমকক্ষ ভাবে জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তখন একের শক্তি অপরের দ্বারা প্রতিহত হইত না। তখন প্রাচীরের পর প্রাচীর দিয়া নারীশক্তি খর্ব্ব করিতে কেহ প্রয়াসী ছিলেন না। তখন তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল ছিল। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে ভারতরমণীর সে সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইয়া গেল। যে ভারতনারী জ্ঞানে ধর্ম্মে আদর্শস্থানীয়া ছিলেন তাঁহারা অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিতা হইয়া, সেই গৌরব সেই সম্মান ও সেই উচ্চাসনে বঞ্চিতা হইলেন। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহাদের শক্তির অল্পতা প্রমাণিত হয় না। এক জাতীয় দুইটী চারা গাছের একটিকে যদি সারযুক্ত স্থানে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে স্থাপিত করিয়া প্রতিদিন উপযুক্ত রূপে জল দানে সিঞ্চিত করা হয় এবং অপরটিকে একটী কন্দরময় আলো বাতাস বিহীন স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপযুক্ত যত্ন লওয়া না হয়, তবে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনস্থিত বৃক্ষের সহিত তাহার যেমন একেবারেই তুলনা হইতে পারে না এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার জন্য সেই অন্ধকারময় স্থানে রক্ষিত বৃক্ষটী যেমন তাহার উন্নতি সাধনে অপারগ হয়, এতদ্দেশীয় নারীর অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। আজ সুযোগ এবং সুবিধার অভাবে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি, তাঁহাদের জ্ঞান স্ফুরিত হইতে পারিতেছে না। অধুনা

তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিতা থাকায় জন্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদের মনোবৃত্তি বিকশিত হইবার সুযোগ পাইতেছে না। কিন্তু ঐ মুষ্টিমেয় শিক্ষিতা রমণীসমাজেও আমরা মিসেস্ কামিনী রায়, শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী, প্রভাবতী সরস্বতী প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিক দিগকে লাভ করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারি যে সমগ্র রমণীসমাজ যদি জ্ঞানালোক লাভে সমর্থ হইতেন তবে তাঁহাদের প্রতিভায় আজ সমস্ত দেশ অপূর্ব্ব শ্রী ও সম্পদ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিত। এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যাঁহারা সামান্য সুযোগ লাভ করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে অতুল সম্পদের অধিকারিণী হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন এবং রমণীও যে শিক্ষা লাভ করিলে কাব্যে, সাহিত্যে উচ্চাসন লাভ করিতে পারেন এই শিক্ষা আমাদিগকে দান করিতেছেন, তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। বর্ত্তমানে অন্যান্য দেশের রমণীগণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হওয়ায় জন্য তাঁহারা সাহিত্যে গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সমাজের ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইলে, সম্মুখের কুজ্ঝটিকা রাশি দূরীভূত হইলে রমণীও যে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে। দেশের মঙ্গলাকাঙ্খী স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে যে ইচ্ছুক হইবেন ইহা সুনিশ্চিত। সু সাহিত্যের মধ্য দিয়া দেশ বিদেশে ভাব পরিব্যাপ্ত হয়, মানুষকে নানা চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ প্রদান করা হয়, ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, নীচতা পরিত্যাগ করিয়া অসীম, প্রশস্ত, মহান, উদার ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে মানুষ সমর্থ হয়।

শিক্ষিতা রমণীসমাজকে, এই নারী জাগরণের যুগে, সাহিত্যের সাহায্যে রমণী-প্রাণে সদ্গুণরাশি বিকশিত করিয়া আদর্শ লাভে সহায়তা প্রদান করিতে হইবে। স্বভাবসুলভ লজ্জা সঙ্কোচ দূরীভূত করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিস্তৃত করিতে হইবে। রমণী যদি তাঁহাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা, পরদুঃখকারতা ও সহানুভূতি লইয়া বক্ষমাঝে, প্রেমে ও স্নেহে বিগলিত হইয়া, পরিবারের, সমাজের এবং দেশের দুর্গতি নিবারণার্থ আপনাদের লেখনী ধারণ করেন এবং সমগ্র রমণীসমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলেন, তবে তাঁহাদের দ্বারা রমণীসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। রমণী তাঁহাদের সংগ্রামময় জীবনক্ষেত্রে নব নব আদর্শ লাভ করিয়া ধন্যা হইবেন, দেশের দুর্গতি দূর হইবে। রমণী যেরূপ সহজে রমণীসমাজকে উদ্দীপ্ত করিতে পারিবেন, রমণী যেরূপ তাঁহাদের বৈন্য অভাব অনুভব করিতে পারিবেন, রমণী যেরূপ রমণীর দুর্গতিতে ব্যথিত হইয়া তাহা দূরীকরণার্থ তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে পারিবেন, এমন পুরুষের নিকট হইতে আশা করা যায় না। রমণীর সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করিতে, রমণীর অন্তর-নিহিত সদ্গুণরাশি বিকশিত করিতে, রমণীকে নারীত্বের গৌরবে অধিষ্ঠিতা করিতে তাঁহার সাহিত্য সেবা একান্ত প্রয়োজন। বিধাতার বিশেষ অনুকম্পায় চতুর্দ্দিকের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে সকল মহিলা জ্ঞানলাভে সমর্থা হইয়াছেন তাঁহাদের বৃথা সঙ্কোচ লজ্জা, ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা মঙ্গলজনক, হিতকর, উন্নতি সাধনে সমর্থ, তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের মহিলা কবি গাহিয়াছেন—

"করিতে পারিনা কাজ
সদা ভয় সদা লাজ
সংশয়ে সঙ্কল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।"

যদি জাতিকে শক্তিশালী করিবার বাসনা কাহারও থাকে তবে সংশয়, সঙ্কোচ, দ্বিধা বিসর্জ্জন দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

ভীতির কবলে শক্তি মরিতে দিলে আমাদের উন্নতি সুদূর-পরাহত হইয়া যাইবে। যাঁহারা সাহিত্যের উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহাদেরও এই সাহিত্যের উন্নতি স্পৃহা স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের প্রাণে জাগাইতে হইবে। সকলে যখন ইহার উন্নতি সাধনের আবশ্যকতা অনুভব করিবেন, ইহার মধ্য দিয়া নিত্য নব নব সত্য গ্রহণ করিতে, হৃদয়ের ভাবরাশি পরিব্যাপ্ত করিতে, জাতিকে জ্ঞানে সম্পদে শক্তিশালী করিতে উদগ্রীব হইবেন, তখনই ইহার যথার্থ উন্নতি সম্ভবপর হইবে।

গার্হস্থ্য ধাতু-বিজ্ঞান

শ্রীমতী সুশীলা নন্দী।

আমাদের গৃহস্থালীর মধ্যে যে সব জিনিস ব্যবহৃত হয়, তার গুণাগুণ ও ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের সকলকারই মোটামুটি জানা আছে। তথাপি আমি আজকার প্রবন্ধে আমাদের মেয়েদের গৃহস্থালীর নিত্য ব্যবহার্য্য ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে যা-কিছু শোনাব, আমার মনে হয়, তার অনেক বিষয়ই আমাদের কি-পৌষের কাজে লাগবে।

শক্ত ও ঠুনকো ধাতু-দ্রব্য

পিতলের পাত্রে আমরা অনেক সময় রান্না করি, তাতে পাত্রের কোন ক্ষতিই হয় না, কিন্তু আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন, একখানা কাঁসার পাত্র যদি আগুনে দিই তা'হলে সে পাত্রখানা একেবারে অকেজো হয়ে যাবে। সেখানা এমন ঠুনকো হয়ে যাবে যে, নিতান্ত সাবধানে ব্যবহার করলেও সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে যাবে। কোন কাঁসার বাটিতে অতি মৃদু উত্তাপে দুধটুকু পর্য্যন্তও গরম করতে নেই,—যা একটু উত্তাপ পাবে তাতেই সে কিছু-না-কিছু পরিমাণে ঠুনকো হয়ে যাবে। আর যদি তাকে বেশী পরিমাণে পোড়ান হয় তবে একেবারে কাঁচের বাসনের মত ঠুনকো হয়ে যাবে। আপনারা সকলেই এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। একখানা অকেজো তাম্বা থালা বা একটি ছোট পাতলা বাটি প্রথমে শীল নোড়া বা কোন শক্ত জিনিস দিয়ে আঘাত করলে দেখবেন সহজে ভাঙ্গবে না, তারপর উনুনের আগুনে পুড়িয়ে ঠাণ্ডা হলে আঘাত করে দেখবেন কি দশাটা তার হয়। একেবারে খান্ খান্ হয়ে যাবে। তবে গরম অবস্থায় জলে ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করলে আবার শক্ত হয় বটে কিন্তু সে জিনিস এমনই কালো হয়ে যাবে যে, হাজার ঘসামাজা করলেও ব্যবহারোপযোগী সাফ হবে না। তাকে ব্যবহারের মত করতে হলে কারিকরদের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

এই ধরণের আর একটা কথা বলব লোহা সম্বন্ধে। একখানা দা বা ছুরী যদি আমরা আগুনে দিই, তবে সেখানাও অকেজো হয়ে যাবে, তার আর তেমন তীক্ষ্ণ ধার থাকবে না। দেশী দা বা ছুরী লোহায় তৈরী হয়, মুখে থাকে তার ইস্পাত। লোহা পোড়ালে তার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই হয় না; কিন্তু ঐ ইস্পাতটুকু পোড়ালেই সে যত বেশী পরিমাণে শক্ত ছিল, তত আর থাকবে না; তার তীক্ষ্ণ ধারও নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু, ইস্পাতের এ দোষটুকু সংশোধন করা যায়। তাকে আগুনে লাল করে পুড়িয়ে তুলে তখনি জলে ডুবাতে হয়; কিন্তু এ ওস্তাদীটুকুও যে-সে আমরা গৃহস্থ লোকে করতে পারি নে।

একটা উল্টো মজা এখানে দেখা গেল, কাঁসা পোড়ালে হয়ে গেল শক্ত কিন্তু ঠুনকো, আর ইস্পাত পোড়ালে হল নরম, অনেকটা লোহার মত।

এই যে ধাতু জিনিসের আগুন-জল নিয়ে খেলা, অর্থাৎ পুড়িয়ে জলে ডোবান, একে কারিকরদের ভাষায় বলে পান্ দেওয়া। পান্ কথাটার আর একটা পৃথক মানে আছে। তাম্বা ধাতু দ্রব্য মেরামত করতে বা জুটো পৃথক ধাতুর জিনিস আগুনের সাহায্যে একত্রে জুড়তে যে জিনিস ব্যবহৃত হয় তাকেও পান্ বা পাইন্ বলে। আমার শুধু বলা রইল, কোন কাঁসার জিনিস বা কোন ইস্পাতের জিনিস যেন কখনো আমরা আগুনে না দিই।

ধাতুর বাসন পরিষ্কারের কথা

কাঁসা, পিতলের বা তামার জিনিস এসিড (acid) মাখিয়ে পরিষ্কার হয় কিন্তু উজ্জ্বল হয় না। এজন্য গৃহস্থ আমরা বাসনে একটু তেঁতুল বা ব্যবহৃত লেবুর খোসা দিয়ে একটু রগ্‌ড়িয়ে নিয়ে তারপর ছাইবালি দিয়ে মেজে পরিষ্কার করি। কাঁসার বাসন ছাই দিয়ে এবং পিতলের বাসন বেলে মাটি দিয়ে মেজে পরিষ্কার করতে হয়। ইটের গুঁড়াতে বা পাথরে মাটির গুঁড়াতে মাজলে কাঁসার বাসন পরিষ্কার হয় কিন্তু পিতলের বাসন উজ্জ্বল হয় না।

খাঁটি কাঁসার পরিচয়—

কাঁসার জিনিস অনেক রকম আছে। কিনবার সময় খুব উজ্জ্বল দেখলেই যে খুব ভাল কাঁসা হবে তার কোন মানে নেই। বরং নকল কাঁসার জিনিসগুলোই দোকানদারেরা বেশী উজ্জ্বল করে রাখে। নকল কাঁসার জিনিস ছাঁচে তৈরী হয়, তাকে ডরণ কাঁসা বলে। খাঁটি কাঁসার জিনিস ছাঁচে ঢালাই করে তৈরী হয় না, উহা পিটে তৈরী করতে হয়। এজন্য সাধারণতঃ খাঁটি কাঁসার লক্ষণ এই যে, তার গায়ে পেটার চিহ্ন স্বরূপ হাতুড়ীর ঘা'য়ের দাগ থাকবে। অনেক সময় দোকানদারেরা নকল কাঁসার অর্থাৎ ঢালাই কাঁসার ভারী ওজনের বাটিগুলি অতি চমৎকার পালিশ করে খাঁটি কাঁসা বলে চালাতে চেষ্টা করে। গেলাস অধিকাংশই প্রায় নকল কাঁসার তৈরী। খাঁটি কাঁসার গেলাসের গায়ে পেটার চিহ্ন থাকা চাই। থালা সাধারণতঃ নকল কাঁসায় হয় না। তাই সব থালার নীচের আমরা হাতুড়ীর পেটার অল্পমান অবস্থা দেখতে পাই।

ধাতুপাত্রের গুণাগুণ

ধাতু পাত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু বলব। যে কোন ধাতু পাত্র হ'ক না কেন, খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে কিছু-না-কিছু দূষিত হয়। পিতলের পাত্রে আমরা অনেক সময় রন্ধন করি, স্বাদহীন খাদ্য দ্রব্যের সংস্পর্শে তা বেশী অনিষ্ট হতে পারে না; যেমন জল জ্বাল দেওয়া, ভাত রান্না করা, ডাল তরকারী সিদ্ধ পর্য্যন্তও বেশী অনিষ্টকর নয়; কিন্তু যখন তাতে নুন ঝাল দিই তখন তার সংস্পর্শে কিছু দূষিত হয়। পিতলের পাত্রে কোন জিনিস ভাজা বা পুড়ুরা দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। লোহার কড়া অপেক্ষাকৃত ভাল। পিতলের পাত্রে তেল বা ঘি রাখলে কয়েক ঘণ্টার পরই দূষিত হতে আরম্ভ করে। কাঁসার পাত্রেও তেল বা ঘি রাখা চলে না। পিতল বা কাঁসার পাত্রে টক জিনিস রাখা যায় না, রাখা মাত্রই কটু স্বাদ হয়, তা আমাদের সকলেরই জানা আছে।

কাঁসা পিতলের জলপাত্র সম্বন্ধে একটু বিশেষ বলবার আছে। ঘটী বা কলসীর উপর ভাগ আমরা মেজে ঘসে উজ্জ্বল করে রাখি কিন্তু ভিতরের অংশটা বিশেষ পরিষ্কার করি না; একেবারে কালো রংএর থেকে যায়। অবশ্য এটা আমাদের যত দোষ তার চেয়ে কারিগরদেরই বেশী দোষ। তারা ভিতর ভাগ তেমন পরিষ্কার করে না, তাই আমরা হাজার মেজে ঘসেও পরিষ্কার রাখতে পারি না। আমার বিবেচনায় যেমন করে হ'ক ভিতর দিকও চক্‌চকে সাদা ঘসা রাখা চাই। এর জন্যে আমরা একটি ব্যবস্থা করতে পারি—একটি বোতলে যদি আট ভাগ জলে এক ভাগ সালফিউরিক এসিড মিশিয়ে রাখি আর সপ্তাহ অন্তর যদি ঐ জল দিয়ে ভিতর দিকটা একটু রগড়িয়ে নিয়ে পরে মেজে ফেলি, তবে ভিতর দিকটা বরাবরই পরিষ্কার থাকতে পারে।

এলুমিনিয়ম ধাতুর বাসন

এলুমিনিয়মের বাসন অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেশের মধ্যে প্রচলিত হয়ে উঠেছে। এর প্রধান সুবিধা এই যে অতি কম দামে ব্যবহার্য্য জিনিস পাওয়া যায়। তবে আমাদের গার্হস্থ্য ব্যবহারে এলুমিনিয়ম বিশেষ উপযোগী বলে মনে হয় না। ভাত রান্নার হাড়ী এলুমিনিয়মের চলতে পারে। এলুমিনিয়মের পাত্রে টক রাখা চলে,টক রান্না করাও চলতে পারে। কিন্তু কোন জিনিস তেলে ভাজা করা এর পাত্রে সুবিধা হয় না। সম্বরা দেওয়াও ভাল হয় না। কাঁসা পিতলের পাত্রে তেল বা ঘি রাখলে যেমন দূষিত হয় এলুমিনিয়মেও তেমনই হয়। বিশেষতঃ তেল বা ঘি নীলবর্ণ হয়ে যায়। এলুমিনিয়ম সাবানে ভাল পরিষ্কার হয়, সোডা দেওয়া নিষিদ্ধ, কারণ সোডাতে ইহার পরমাণু অতি শীঘ্র ক্ষয় হয়। একটি এলুমিনিয়মের পাত্রে একটু সোডার টুকরা একবিন্দু জল দিয়ে ভিজিয়ে এক রাত্রি রেখে দিলে পরদিন সকালেই দেখা যাবে যে পাত্রটির অনেক জায়গায় ছিদ্র হয়ে গিয়েছে। এলুমিনিয়মের পাত্র রান্নার পরেই পরিষ্কার করে ধুয়ে শুকনো করে রাখতে হয়, ভিজে থাকলে নষ্ট হয়। আপনারা দেখেছেন, কিছুদিন ব্যবহারের পর এলুমিনিয়মের গেলাস বা বাটির নীচে বিন্দু বিন্দু দাগ ধরে, পরে নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু পাত্রের

উপরের অংশ ভাল থাকে। পাত্রের তলা পরিষ্কার আর শুকনো থাকলে অমন দাগ ধরতে পারে না। এলুমিনিয়মের পাত্রে ৮।১০ ঘণ্টার বেশী কোন খাদ্যদ্রব্য রাখা উচিত নয়, এমন কি জলটুকু পর্য্যন্ত বেশী সময় রাখলে পাত্রের গায়ে দাগ পড়ে। এলুমিনিয়মের রন্ধন পাত্র বা বাটি গেলাস প্রভৃতি ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে এমন ভাবে উবুড় করে রাখতে হবে যাতে তার মধ্যে বাতাস ঢুকতে পারে। বাসন কোসন সবই উবুড় করে রাখা ভাল।

গৃহস্থের ব্যবহার্য্য ধাতু দ্রব্য সম্বন্ধে আমার যতটুকু জানা আছে তা লিখলাম, বারান্তরে সোনা রূপা ধাতু সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন কথা বলতে ইচ্ছা রইল।

রুশিয়ায় নারী-জাগরণ

শ্রীগিরীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ।

১৯২০ সাল পর্য্যন্তও কশাক নারীরা গবাদি পশুর মত বিবাহের বাজারে বিক্রয় হইত। অদ্যাপিও বালা-বিবাহ, বলপূর্ব্বক নারী হরণ করিয়া বিবাহ করার প্রথা এবং বিধবা মাত্রকেই মৃত স্বামীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়ের সহিত বিবাহ দেওয়ার রীতি কশাক রমণীদের মধ্যে বর্ত্তমান। সমাজ-হিতকর বহু আইন প্রণয়ন করিয়াও সমাজ-দেহের এই সকল দুষ্ট ব্যাধিকে দূরীভূত করা সম্ভব হয় নাই।

কশাকেরা বেদুইনদের মত সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পশুপালন করাই প্রধান কাজ। রুশ-সরকার যখন দেখিলেন যে লোকশিক্ষার প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আশা নাই তখন তাঁহারা এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিলেন। স্কুল স্থাপনা করিয়া অথবা পাঠাগার কিংবা লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এই সতত সঞ্চরণশীল জাতিকে শিক্ষা দেওয়া চলে না; কাজেই সোভিয়েট্ কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইহাদিগকে অজ্ঞ রাখাও চলে না, কারণ ইহাদের সংখ্যা খুব কম নহে। তখন শিক্ষা সম্পর্কীয় ভারপ্রাপ্ত বিভাগ এক প্রাণবান প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করিলেন—তাহার নাম "লাল তাঁবু" —Red Yourta. রুশিয়ার এই লাল তাঁবুর আন্দোলন শিক্ষাজগতে এক অভিনব ব্যাপার। লোকশিক্ষার এই নব প্রচেষ্টা জগৎ সবিস্ময়ে দেখিতেছে। যে সকল জাতির মধ্যে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেশী, তাহারা এই শিক্ষা-আন্দোলনটীর মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় তথ্য পাইবেন।

লাল তাঁবুগুলি পাহাড়ের পাশের সমতল ভূমিতে ফেলা হয়। কশাকেরা যাতায়াতের পথে সেগুলি দেখিয়া শিক্ষা-লাভ করে, এজন্য তাহাদিগকে জোর করিয়া শিখাইতে হয় না, তাহারা নিজেরাই পরম কৌতুকে ও আগ্রহে এই তাঁবুর ভিতরে যাইয়া খুটনাটি দেখে এবং শিখে। শিক্ষা ব্যাপারটীকে এই ভাবে সহজ ও আনন্দময় করা হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ও একখানি পুস্তিকাতে (Mass and Popular Education.) এই শ্রেণীর আন্দোলন বাঙ্গালাদেশে চালাইবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সে কথা শুনে নাই।

লাল তাঁবুতে একজন ডাক্তার, একজন ধাত্রী ও একজন আইনজ্ঞ থাকেন। ডাক্তার প্রথমতঃ রোগীদের চিকিৎসা করিয়া তাহাদের রোগ দূর করেন; এইরূপে তিনি তাহাদের হৃদয় জয় করেন। রোগের চিকিৎসা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন না; তিনি তাহাদিগের মধ্যে সরল ভাষায় স্বাস্থ্য রক্ষার মূল নীতিগুলিও প্রচার করেন। পূর্ব্বে কশাকেরা যে কেট্‌লী'তে জল গরম করিয়া খাইত উহাতেই কাপড়ও সিদ্ধ করিত। কশাক রমণীরা প্রসব-

কালে আনাড়ী ধাইয়ের হাতেও কম যাতনা ভোগ করিত না। নবজাত শিশুরও অধঃপতের অন্ত ছিল না। ইহাদের এমনই কুসংস্কার যে ৬।৭ মাস পর্য্যন্ত শিশুকে স্নান করিতে দিবে না। সম্প্রতি "লাল তাঁবুর" ডাক্তারের পরামর্শ মত তাহারা প্রসবকালে ধাত্রীর সাহায্য লইতে শিখিয়াছে এবং শিশুর ও প্রসূতির পালন বিষয়ে স্বাস্থ্যানুমোদিত বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে।

"লাল তাঁবুর" আইনজ্ঞ তাহাদের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপদ বিসম্বাদ হয় উহার মীমাংসা ত করেনই, অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষাও দিয়া থাকেন। তাহার সাহায্যে ইহারা নিজেদের দাবী-দাওয়া বুঝিয়া লইতে শিখিতেছে। পূর্ব্বে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে স্ত্রীলোকদের কোন হাত ছিল না। এমন কি মুসলমান আইনানুসারে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দিবারও অধিকার ছিল না। এখন কিন্তু আর সেদিন নাই। ১৯২৬ সনে শতকরা ৭ জন রমণী সহকারী বিচারক (Woman Associate Judge) ছিলেন; বর্ত্তমানে উহার সংখ্যা শতকরা ১০ জন। রমণী বিচারকগণ বহু-বিবাহ, বালাবিবাহ ও অন্যান্য রমণী সংক্রান্ত মামলাতে পুরুষ বিচারকদের সাহায্য করিয়া থাকেন।

"লাল তাঁবুওলি" দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিষয়েও উদাসীন নহেন। কি করিয়া মাপন তুলিতে হয় অথবা সেলাই অন্ত সেলাই কল ব্যবহার করিতে হয় তাহাও হাতে কলমে ইঁহারা শিক্ষা দিয়া থাকেন। গৃহস্থালীর যাবন পত্র কি ভাবে অল্প সময়ে মাজিয়া ঘষিয়া ঝকঝকে করা যায়, কি ভাবে কাপড় ইস্ত্রী করিতে হয় এবং রোগ হইলে শুশ্রূষা করিতে অথবা পথ্য প্রস্তুত করিতে হয়, সবই শিক্ষা দিয়া এই পরিভ্রমণী বেতুইন দলকে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতেছেন। সমবায় সমিতিও ইহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া ইহাদিগকে সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়িতার উপকারিতা দেখান হইতেছে।

পূর্ব্বে কশাক নারীদের জমিতে কোন স্বত্ব ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর নারীকে পুরুষ উত্তরাধীকারীর অধীনে থাকিতে হইত; পুনরায় বিবাহ করিলে পুত্রাদি সমেত পশু দ্রব্যের মত নারীও হস্তান্তরিত হইত। পূর্ব্বের স্বামীর সম্পত্তিতে তাহার কোন দাবীদাওয়া থাকিত না। এখনই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট রমণীদিগকে অনেক অধিকার দিয়াছেন এবং আশা করা যায় বর্ত্তমানে যে জমির মাপ-জোক হইতেছে তাহাতে রমণীদের অধিকার আরো বাড়িবে।

কশাক রমণীরা এখনও হাজার করা ৬৫ জন শিক্ষিত নন। পুরুষেরা হাজার করা মাত্র ১৪০ জন শিক্ষিত। সোভিয়েট শিক্ষাবিভাগ এই নিরক্ষরতা দূরীকরণ অন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। রমণীদের অন্ত বিশেষ শ্রেণীর স্কুল ও হোষ্টেল খোলা হইয়াছে; পুরুষের অন্তও উন্মুক্ত প্রান্তরে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। ইতি-মধ্যেই জন সংখ্যার শতকরা ৩০ টী মেয়ে এই সকল স্কুলে শিক্ষালাভ করিতে যায়।

লাল তাঁবুর সাহায্যে এবং এই শ্রেণীর কার্য্যকারী শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রবর্ত্তনে দেশের নিরক্ষতা অতি সত্বর দূরীকরণ সম্ভব হইবে। যাঁহারা রুশিয়ার নামে চমকাইয়া উঠেন তাঁহারা এই আন্দোলনটীর মধ্যে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের লোকহিতের অন্ত কি আন্তরিক আকাঙ্খা আছে তাহার আভাস পাইবেন। লাল তাঁবু শিক্ষা জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। বাঙ্গালার নারী-আন্দোলনের নেতারা কি এই আদর্শ গ্রহণ করিবেন?

প্রাচীনা মহিলাদের চিকিৎসা জ্ঞান

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, এম্-এ-এম্-এস্।

বৈদ্যি বুড়ি

প্রাচীনা মহিলাদের চিকিৎসা জ্ঞান কিরূপ ছিল তাহার কিছু কিছু পরিচয় গত বৎসর মাতৃমন্দিরের পাঠক পাঠিকা-গণ পাইয়াছেন। আজ একটি মহিলা চিকিৎসকের পরিচয় দিব।

ইঁহাকে সকলে "বৈদ্যি বুড়ি" বলিয়া ডাকিত। ইঁহার বয়স যে কত হইয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। পাড়ার ছেলে বুড় সকলেই বলিত—বৈদ্যি বুড়িকে আমরা এই ভাবেই বরাবর দেখে আস্‌ছি।

বৈদ্যি বুড়ির কবে যে বিবাহ হইয়াছিল তা' কেউ জানে না। তবে শোনা যায় যে, বৈদ্যি বুড়ির বয়স যখন ৮ বৎসর কি ৯ বৎসর তখন ইহার পিতা ইঁহাকে গৌরীদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর এক বৎসর যাইতে না যাইতে সিঁথের সিঁদুর মুছিয়া—খান কাপড় পরিয়া সেই যে ইনি বাপের বাড়ী এলেন, আজও সেই ভাবেই আছেন।

বৈদ্যি বুড়ির পিতা ছিলেন পাড়াগাঁয়ের কবিরাজ। দশ গ্রামের মধ্যে নামজাদা চিকিৎসক বলিতে ইঁহার পিতাই ছিলেন একমাত্র কবিরাজ। লোকে বলিত—বৈদ্যি বুড়ি তাঁর বাপের কাছ থেকে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বৈদ্যি বুড়ির কি নাম ছিল তা কেউ জানে না। বৈদ্য বুড়ির পিতা পরলোক গমন করিলে পর বৈদ্যি বুড়িই পাড়ার লোকদের প্রাথমিক চিকিৎসা করিতেন। এই জন্য সকলে তাঁহাকে "বৈদ্যি বুড়ি" বলিয়া ডাকিত।

বৈদ্যি বুড়ির চিকিৎসা প্রণালী কিরূপ ছিল তার কিছু কিছু পরিচয় নিম্নে প্রদান করিলাম।

জ্বর-চিকিৎসা

বৈদ্যি বুড়ি পুরাতন জ্বরে একটি পাচন খুব ব্যবহার করিতেন। সে পাচনটি হইতেছে এই—

চিরাতা, নাটার ডগা, পলতা, ধনে, কেৎপাপড়া, শুলফ, নিমছাল—প্রত্যেক দ্রব্য ।১০ সাড়ে চারি আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সকালে এক ছটাক ও বৈকালে এক ছটাক সেবন করিতে দিতেন। যে কোন প্রকারের পুরাতন ঘুসঘুসে জ্বর হউক না কেন তিনি এই পাচনটি খাইতে দিতেন। পুরাতন জ্বরের পক্ষে এই পাচনটি ছিল যেন ব্রহ্মাস্ত্র। এই পাচনটি সেবন করাইয়া তিনি কত যে জ্বর রোগীকে ভাল করিয়াছেন তাহা আর বলিবার নহে।

সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এইরূপ একটি পাচনের কথা আমরা পাইয়াছি—

"চিরাতা, নাটার ডগা, পলতা, ধনিয়া,
কেৎপাপড়া, নিমছাল, শুলফ আনিয়া,
প্রত্যেক জিনিষ ল'বে ভরি পরিমাণে।
তিন সের জলে সিদ্ধ বিহিত বিধানে॥
ছটাকার্দ্ধ মাত্রা দিনে দুইবার খা'বে।
যেরূপ হউক জ্বর অবশ্যই যাবে।"

পাচনটির উপাদান উভয়েরই এক, কেবল প্রস্তুত-প্রণালী বিভিন্ন মাত্র। যাহা হউক, যেরূপ প্রণালীতেই উক্ত পাচনটি প্রস্তুত করিয়া সেবন করা যাউক না কেন, পুরাতন জ্বরের পক্ষে ইহা যে বিশেষ উপকারী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

প্লীহা ও যকৃৎ রোগের চিকিৎসা

একটি আড়াই কি তিন বৎসরের মেয়ের পেট জোড়া প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধির চিকিৎসা বৈদ্যি বুড়ি কিরূপ প্রণালীতে করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম।

মেয়েটির মাকে বৈদ্যি বুড়ি প্রথমে বলিলেন, তোমার মেয়েকে মাই খাওয়া বন্ধ করতে হবে। তিনি

মেয়েটির মাকে উপদেশ দিলেন—অতটুকু মেয়ের মাই-খাওয়া বন্ধ করতে হলে মায়ে একটু তেতো জিনিষ মিশিয়ে দিতে হবে। নিমপাতা, ভাঁট পাতা, কালমেঘ এইরূপ কোন একটি তেতো জিনিষ বেটে মাইতে লাগাতে হবে, তাহলেই মেয়ে মাই খাবে না। মেয়ের মাই খাওয়া প্রথমে বন্ধ করতে না পারলে কোন চিকিৎসায় কিছু হ'বে না। আগে মাই খাওয়া বন্ধ কর, তার পর তোমার মেয়ের চিকিৎসা করব। আগে নিয়ম, তার পর ঔষধ, বুঝলে।

সেই সঙ্গে তিনি মেয়ের মাকে আরও কতিকতক উপদেশ দিলেন। যেমন—

দুধ যখন জ্বাল দিবে তখন অর্দ্ধেক দুধ ও অর্দ্ধেক জল এক সঙ্গে নিয়ে তাতে এক আনা আন্দ পিপুল দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়ে ঐ দুধ খেতে দেবে। আর দুধ খাবার সময় প্রত্যেকবার একটু করে পিপুলের গুঁড় মিশিয়ে খেতে দিও।

এই বলিয়া তিনি সেদিন তাহাদের বিদায় করিলেন। কয়েক দিনের পর তিনি মেয়েটিকে ঔষধ দিলেন। ঔষধটী হইতেছে এই—

কালমেঘের পাতা ১০।১২ টা
গোল মরিচ আড়াইটা।

এক সঙ্গে বেটে ৪ টা বড়ি করিয়া প্রত্যহ সকাল, দুপুর, বিকেল ও সন্ধ্যায় একটি করিয়া বড়ি দুধের সঙ্গে বা জলের সঙ্গে সেবন করাইতে হইবে।

মেয়েটির জ্বর একটু একটু রোজই হইত। তার জন্য তিনি ব্যবস্থা করিলেন—

নিউলীপাতা
ক্ষেৎপাপড়া
গুলঞ্চ

প্রত্যেক দ্রব্য ৷৵০ এগার আনা ওজনে নিয়ে থেঁতো করে কলার পাতায় জড়িয়ে একখানা তাওয়া বা চাটুর ওপর আগুনের জ্বালে গরম করে সমস্ত রাত্রে শিশিরে রেখে দিতে হ'বে। তারপর সকাল বেলায় কলার পাতাটা খুলে ফেলে নেকড়ায় পুঁটলি করে রসটা নিঙড়ে নিতে হ'বে। এই রকম করে যতটা রস বাহির হ'বে তার অর্দ্ধেকটা ফেলে দিতে হ'বে। বাকী অর্দ্ধেকটা খুব ভোর বেলায় একটু মধু মিশিয়ে কিছুক্ষণ করে খাইয়ে দিতে হ'বে। দিন কতক এরকম করে খাওয়ালেই মেয়েটি ভাল হয়ে যাবে। আর একটি জিনিষ করতে হবে। একটা ভাঁড়েতে করে কৈলে বাছুরের চোনা পানিকটা গরম করে প্লীহা ও যকৃতের উপর দু'বেলা সেঁক দিতে হ'বে।

বহুদিন এই ব্যবস্থায় থাকার পর মেয়েটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে।

শ্বেত প্রদর চিকিৎসা

একবার একটি মেয়ের প্রদর রোগ হয়। মেয়েটি থাকিতেন কলিকাতায়। কলিকাতার বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক মেয়েটির চিকিৎসা করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। একটা বিবাহ উপলক্ষে মেয়েটি "বৈদ্যি বুড়ি"র গ্রামে আসেন। বৈদ্যি বুড়ির চিকিৎসার খ্যাতি শুনিয়া মেয়েটি বৈদ্যি বুড়িকে ধরিয়া বসেন, তাঁহার চিকিৎসা করিতে হইবে।

মেয়েটির রোগ হইতেছে শ্বেত প্রদর। বৈদ্যি বুড়ি মেয়েটিকে একটি পাচন ব্যবস্থা করেন। সেই পাচনটি হইতেছে এই :—

দুই তোলা অশোক ছাল বেড় পোয়া জল ও আধ পোয়া দুধ এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া একটু মিছরীর গুঁড়া মিশাইয়া প্রত্যহ সকালে সেবন করিতে হইবে।

অশোক ছাল, বকুল ছাল, আমলকী, বটের ছাল, যজ্ঞ ডুমুর, কদম ছাল ও নাগেশ্বর ফুল—প্রত্যেক দ্রব্য ৷৵০ সাত আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ বৈকালে সেবন করিতে হইবে।

বলিতে কি ১৪।১৫ দিনের মধ্যে এই ঔষধে মেয়েটির শ্বেত প্রদর একেবারে সারিয়া যায়।

অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা

বৈদ্যি বুড়ির অগ্নিমান্দ্যের রোগী জানা ছিল। অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে যে রোগগুলি সেবন করাইয়া তিনি কত যে

রোগীকে ভাল করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। দু'টি রোগের কথা আমরা জানি, যাহা সত্য সত্যই অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের মহৌষধ।

(১) হরীতকী, ধোয়ান ও মিঠা লবণ, ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় গরম জল সহ সেবন করিলে অম্ল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতে আশু উপকার হইয়া থাকে।

(২) হরীতকী, পিপুল, চিতামূল ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মিশাইয়া লইতে হইবে। এই চূর্ণ—দুই আনা মাত্রায় গরম জল সহ সেবন করিলে অজীর্ণ সত্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

এই ঔষধটী সম্বন্ধে আমাদের একটী ছড়া জানা আছে। তাহা এই :—

"সৈন্ধব নুন আর হরতকী নিয়ে,
পিপুল চিতা তাতে দিয়ে
গরম জলে সেবন কর,
অগ্নিবৃদ্ধি হবে বড়।
ঘিয়ে ভাজা মাছ নিয়ে,
নূতন চালের ভাত দিয়ে;
খেলেও তখুনি জীর্ণ হয়,
এ ঔষধের ফল এমনি কয়।"

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও এই ঔষধটীর গুণ এইরূপে লেখা আছে।

উপরিলিখিত সমস্ত ঔষধগুলিই আমরা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। অতএব দেশবাসী সকলকেই আমরা উক্ত ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিতেছি।

দ্রষ্টব্য :—এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কাহারও কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকিলে খামের সহিত রিপ্লাই কার্ড অথবা এক আনার ডাক টিকিটসহ "চিত্তরঞ্জন দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়" পো: পুরুলিয়া, জেলা মানভূম, এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন। —লেখক।

দেবতা

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ।

মর্ত্ত্য-মানব! দেবতা দেখনি?—
বল এ কেমন কথা?
নহে অমরায়, র'য়েছে দেবতা
মানবের মাঝে হেথা!
মনের আঁধার ভীষণ তোমার,
নয়নেতে নাই আলো;
কেমন করিয়া দেবতারে তুমি
চিনিতে পারিবে বলো?
ওই যে দীনের নয়নের জল
মুছায় পরাণ-পণে,
আর্ত্তজনের করিতেছে সেবা
কুণ্ঠাবিহীন মনে;
ওই যে আদরে নিরাশ্রয় জনে
তুলিয়া নিতেছে বুকে,
ওই যে ক্ষুধায় আতুর জনের
অন্ন দিতেছে মুখে;
ওই যে অন্ধে দেখাইছে পথ
হাতটী ধরিয়া তার,—
নররূপে যদি দেবতা ও নয়,
'দেবতা' কে তবে আর?
ওই ত দেবতা,—ওরই আবাস
পুণ্য অমর-পুর;
ওরই পরশে ধন্য ধরণী,
অমঙ্গল হয় দূর!

বাংলার মেয়েদের স্বাস্থ্যহীনতা

শ্রীমতী রত্নমালা দেবী।

অনেক দেশের মেয়েদের তুলনায় আমাদের বাংলা দেশের মেয়েরা অধিকাংশই স্বাস্থ্যহীনা। উত্তর পশ্চিম, বেহার ও পাঞ্জাব প্রদেশের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বাংলা দেশ অপেক্ষা অনেক ভাল। ঐ সকল দেশের রমণীরা বাংলা দেশের নারীদের অপেক্ষা সবল ও সুস্থদেহ, ইহা সকলেই জানেন। অবশ্য দেশের জল বায়ুর গুণে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভর করে, এ কথা সত্য। পশ্চিমাঞ্চলের নারীগণ ভাল ভাত রুটী খাইয়া যেরূপ সবল স্বাস্থ্যকায়, বাংলার নারীগণ তাহার তুলনায় অনেক হীন। কিন্তু পূর্ব্বকালেও ত এই বাংলার জলবায়ুতেই পুষ্ট হইয়া তাঁহারা নীরোগী ও দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন। তখন বাংলা-দেশে এত ম্যালেরিয়া প্লেগ বেরিবেরি ছিল না। এখন আমরা দেখিতে পাই, সহর ছাড়া পল্লী গ্রামের সকল স্থানগুলিই ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে পূর্ণ; অধিবাসী নর-নারীগণও জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার। পুরুষদের অপেক্ষা নারীগণ দুর্ব্বল, ভগ্নস্বাস্থ্য।

আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্য নাশের প্রধান কারণ, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করা। দ্বিতীয় কারণ, উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্যের অভাব। বাংলা দেশের মেয়েরা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সেকালে গরীব গৃহস্থ ঘরেও প্রত্যেকের গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ ও গোয়াল ভরা গরু ছিল। এখনকার দিনে গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের পেট ভরা আহার জোটে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একশত লোকের মধ্যে দশজন দুধ ঘি খাইতে পায় কি না সন্দেহ। তাহার উপর বার তেরো বৎসর বয়সেই বিবাহিতা হইয়া তাহারা স্বামী গৃহে গমন করে, চৌদ্দ পনের হইতেই সন্তানের জননী হয় ও বৎসর অন্তর একটি করিয়া সন্তান প্রসব করে। ইহাতে মেয়েদের স্বাস্থ্য যে ভগ্ন হয় তাহা অনেকেই লক্ষ্য করেন না। তাহার উপর গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহাদের অনভিজ্ঞতাও স্বাস্থ্যহানির একটি কারণ। সহরের মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া কিছু কিছু উন্নত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন কুসংস্কারের মাত্রা কমিয়াছে। কিন্তু সহর ছাড়া পল্লীগ্রাম ও গণ্ডগ্রামের মেয়েদের অবস্থার বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। এবং শিক্ষা বিষয়েও তাহারা বেশী উন্নত হইতে পারে নাই।

শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ করা। কিন্তু মেয়েরা একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া দু'চারখানা নাটক নভেল পড়িয়াই শিক্ষার চরম হইয়াছে বলিয়া মনে করে; তাহাদের সেটী ভুল। যে শিক্ষার দ্বারা তাহারা স্বাস্থ্য পালন ও সন্তান পালন, ধাত্রী বিদ্যা, রোগীচর্য্যা ইত্যাদি বিষয়গুলিতে বিশেষরূপে অভিজ্ঞ হইয়া নিজেদের নারী সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে, তাহাই প্রয়োজন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে শরীর রক্ষা করাও কঠিন হয়। তাহাদের দেখিলে মনে হয় এখনও তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। নারী সমাজের মধ্যে তাহাদের শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন ও রোগীচর্য্যা —এ বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে গৃহিণীগণ এ সকল বিষয়ে একবারেই অনভিজ্ঞা। ক্ষুদ্র শিশুটীর সামান্য পীড়া হইলেও তাঁহারা ডাক্তার ডাক্তার করিয়া ছুটাছুটী করিয়া থাকেন।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরি দৈহিক উন্নতি বা স্বাস্থ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। নারীগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পুরুষগণ প্রায়ই উদাসীন থাকেন। উন্মুক্ত বায়ুর স্পর্শ মেয়েদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। এ দেশের বধূ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে স্বামী, শাশুড়ী বা ননদের নিকটে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। বিশেষতঃ নববধূদের শ্বশুরালয়ে গিয়া সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এজন্য, অল্প বয়স হইতেই তাহাদের মনের স্বাধীন বৃত্তিগুলি লোপ হওয়ায় কৈশোর বয়স হইতেই তাহারা মুষড়াইয়া যায়। স্বেচ্ছামত

পিতৃগৃহে গমন বা আত্মীয় স্বজনের নিকট গমনাগমনের ইচ্ছা হইলেও স্বামী বা ননদের বাধায় যাইতে সমর্থ হয় না। এজন্য যৌবনের প্রারম্ভেই তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

সচরাচর গৃহস্থ সংসারের বধূগণের প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সাংসারিক গুরু পরিশ্রম করিতে হয়। তাহার উপর শিশুগুলি মাতৃস্তনা পান করিয়া থাকে। কিন্তু শিশু-জননীগণের মধ্যাহ্নে বা দ্বিপ্রহরে ভাল ভাত বা শাকান্নই জুটিয়া থাকে তাহাদের ভাগ্যে দুধ ঘি বা বলকর আহার জুটে না। এই খালা খাইয়া এবং দুগ্ধ মৎস্য অভাবের মধ্য দিয়া তাহাদের শরীর আর বেশী দিন রাখিতে পারে না।

অনেক পুরুষ স্ত্রীকে গৃহদাসীই মনে করিয়া থাকেন। তাহাদের সুখ দুঃখের প্রতি বড় একটা কের দৃষ্টি রাখেন রাখেন না। কন্যা পত্নীটির মৃত্যু হইলে অনতিবিলম্বেই আবার সুন্দরী নববধূ আনিয়া গৃহটি উজ্জ্বল করেন। বঙ্গগৃহের বধূ কন্যারা বুকের মধ্যে কত অভাব দুঃখ দৈন্য পুষিয়া শাশুড়ী ননদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়া নয়নের জল নয়নে চাপিয়াই নীরবে জীবন যাপন করে, তাহা গৃহে গৃহে দেখিতেছি।

পতিপত্নীর মনের মিল না থাকিলেও সারাজীবন উভয়কেই অশান্তির আগুনে পুড়িতে হয়, তাহার জন্য মেয়েদের সুখশান্তি নষ্ট হইয়া যায়। আবার গৃহস্থ ও একটু অবস্থাপন্ন লোকেরা বড় ঘরে মেয়ের বিবাহ দেওয়া পরম সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করেন, মেয়ের বড় ঘরে বিবাহ হওয়া খুব জোর কপালের কথা। কিন্তু বিবাহ হইলে তার অদৃষ্টে যে কি সুখ শান্তি হয় তা অনেকেই জানেন। মেয়ে যদি সুন্দরী হয় তবে মেয়ের বাপ তার সৌন্দর্য্যের দোহাই দিয়া ও টাকার ঘড়া দিয়া মেয়ের সুখ কিনিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সে সুখের পরিবর্ত্তে মেয়ের ভাগ্যে অনন্ত দুঃখই ভোগ হইয়া থাকে। বড় লোক জামাতাটি অধিকাংশ দিন গৃহে রাত্রিবাস করেন না। হয়ত বাগান বাড়ীতেই তাঁহার নৈশোৎসবে রাত্রি কাটিয়া যায়। মাসের মধ্যেও মেয়ের স্বামী সন্দর্শন ঘটে না। আর না হয়ত, মূর্খ মাতাল স্বামী উঠিতে বসিতে গরীবের মেয়ে স্ত্রী বলিয়া তাহাকে লাথি ঝাঁটা মারেন। গরীব অক্ষম পিতামাতাও হয়ত বড় লোক জামাতার সমুচিত তত্ত্ব তল্লাস করিতে পারেন না।

এরূপ ক্ষেত্রে শাশুড়ী ননদীগণ ভিখারীর মেয়ে, ছোট লোকের মেয়ে বলিয়া তাহাকে গঞ্জনা দেন, স্বামীও গরীবের মেয়ে বলিয়া বড়ই অনাদর উপেক্ষা ও ঘৃণা করেন। আবার মেয়েটী রূপহীন হইলে ত আর বড় ঘরে দাঁড়াইবার স্থান পায় কি না সন্দেহ। নিরীহা বালিকা বধূটি গুমরিয়া গুমরিয়া মনের অশান্তির আগুনে পুড়িতে থাকে।

এইরূপে সংসারের নানা অবস্থায় পড়িয়া মেয়েদের নানা নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। এজন্য তাহাদের শরীর মন দুই ভাঙ্গিয়া পড়ে। মানুষের মনের সহিত শরীরের খুব নিকট সম্বন্ধ; মন প্রফুল্ল না থাকিলে শরীর ত ভাল থাকে না। মনের সুখ প্রকৃত সুখ। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটনের মধ্যেই অনেকের দিন গত হইয়া থাকে। সুখ তাহাদের কোথায়?

বেহার, পাঞ্জাব, গুজরাট বা মারাহাট্টাদের মেয়েরা বাংলা দেশের মেয়েদের অপেক্ষা অনেকগুণে স্বাধীন। তাহাদের দেশের জলবায়ুর গুণে তাহাদের অনেকেই স্বাস্থ্যসম্পন্ন, সবল। বাংলা দেশ অপেক্ষা তাহারা অনেকগুণে ভাল আহারও পাইয়া থাকে। কেন না, বাংলার মত তাহাদের দেশে দ্রব্যাদির এত দুর্ম্মূল্যতা নাই। সে দেশের মেয়েরা অনেক বিষয়ে তাহাদের স্বাধীন মনোবৃত্তি লইয়াই কাজ করে। তাহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রথা নাই, বাংলা দেশের মত এত অল্পবয়সে তাহারা সন্তান প্রসবও করে না। এজন্য তাহাদের স্বাস্থ্য বাংলা দেশের মেয়েদের অপেক্ষা অনেক অংশে ভাল। মেয়েদের প্রাণে সুখ শান্তি, দেহে স্বাস্থ্য না থাকিলে দেশের উন্নতি কেমনে হইবে জানি না।

প্রায়শ্চিত্ত

(উপন্যাস)

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ।

(১৭)

নীলেন্দু যে গোপনে এতখানি অগ্রসর হইয়াছে তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই। প্রথমেই এ সংবাদ পান পূর্ণেন্দু।

কথাটা দারুণ অবহেলার সহিত শুনিয়া গেলেও সে অবহেলা বড় বেশীক্ষণ রহিল না। মনের মধ্যে অল্পে অল্পে সেই কথাটাই ছড়াইয়া পড়িল, বুকের মধ্যে দারুণ আঘাত দিতে লাগিল।

বাড়ীতে আসিয়াই তিনি সত্যেন্দুকে এ কথা বলিয়া দিলেন। মিষ্ট মুখে বলিলেন, "এত বড়টা করে শেষ কালে আরবের মরুভূমিতে বেদুইনদের হাতে মরবে দাদা, —সে কখনই হবে না। আপনার কথা ও খুব শোনে, ওকে বুঝিয়ে এ মতটা বদলে দিন। দেশে থেকেও তো ঢের কাজ পাওয়া যায়। না হয় কিছু টাকা দিয়ে একটা ডাক্তারখানা করে দিই, স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জন করুক।"

সত্যেন্দু উদাসভাবে বলিলেন, "মরুক গিয়ে, যা খুসি ওর তাই করুক পূর্ণ, আমি একটা কথাও বলব না। ওর অদৃষ্টে যদি মরণ থাকে—তাই হবে, কে ওকে বাঁচাতে পারবে ?"

পূর্ণেন্দু স্তম্ভিত হইয়া জ্যেষ্ঠের পানে তাকাইয়া রহিলেন। সত্যেন্দু এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা তো পূর্ণেন্দু ধারণাও করিতে পারেন নাই। সহোদর ভাই, তাহার উপর হাতে করিয়া মানুষ করা। একদিন এই নীলেন্দু না তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র ছিল ? সেই গভীর স্নেহ মেঘরউ এমন করিয়া মুছিয়া দিল কেমন করিয়া ?

ধিক্কারে পূর্ণেন্দুর সমস্ত হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি আর সত্যেন্দুর পানে ফিরিয়াও চাহিলেন না, বরাবর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সত্যেন্দুর বুকের মধ্যে যে ঝড় বহিতেছিল তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। বাহিরে তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত গম্ভীর,—যেন কিছুই হয় নাই।

রাত্রে যখন তিনি আহারে বসিয়াছিলেন, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা মোটেই ছিল না। আহার্য্য দুই চারিবার নাড়া-চাড়া করিয়া তিনি উঠিতে যাইতেছিলেন, সুনয়না বাধা দিলেন—"ওকি, কিছুই খেলে না যে ?"

"ক্ষুধা হয়নি" বলিয়া সত্যেন্দু উঠিয়া গেলেন। স্বামীর মনোভাব বুঝিতে সুনয়নার বাকি ছিল না। আর কয় দিনই সত্যেন্দুর ক্ষুধা নাই, আহারে বসিয়া আহার্য্য দুগ্রাস মুখে দিয়া উঠিয়া পড়েন।

এই কয়দিন সুনয়না বেশ লক্ষ্য করিতেছিলেন, স্বামীর চেহারা অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। আহারে রুচি নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই, ভিতরের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়।

মনে মনে সুনয়না আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রতিবিধানের সহজ উপায় থাকিতেও তিনি নিরুপায়।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সুনয়নার চোখে ঘুম নাই। অপর শয্যায় স্বামী ছটফট করিতেছিলেন, সুনয়না বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন, তিনিও জাগিয়া আছেন।

হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলোটা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সুনয়না মুখ তুলিয়া দেখিলেন সত্যেন্দু চেয়ারে আসিয়া বসিয়াছেন।

সুনয়না বালিশের মধ্যে মুখ খানা গুঁজিয়া দিলেও সত্যেন্দু বেশ বুঝিতে পারিলেন তিনিও জাগিয়া আছেন।

"সুনয়না।"

তাহার সেই কণ্ঠস্বরে সুনয়না চমকিয়া উঠিয়া মুখ তুলিলেন।

সত্যেন্দু বলিলেন, "শুনেছ বোধ হয়—ছোট বউমাকে কাল নীলু বারাসতে কাকার বাড়ীতে রেখে আসছে। বল,—এ কথা শুনেছ?"

মন্ত্রচালিতের মত সুনয়না উত্তর দিলেন,—"হ্যাঁ।"

সত্যেন্দু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আর এও বোধ হয় শুনেছ, নীলু পরশু সকালেই জন্মের মত এ বাড়ী ছেড়ে আরেবিয়ায় চলে যাচ্ছে সৈন্যদলে কাজ নিয়ে?"

বাক্যাহতের ন্যায় সুনয়না তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার চোখের পলক পড়িতেছিল না।

সত্যেন্দু তেমনই হাসিমুখে বলিলেন, "যাক এবার তুমি বাঁচলে মেজবউ,—তোমার পরম শত্রু আপনিই তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আর সে তোমার কোন জিনিসে ভাগ বসাতে আসবে, তা মনেও ক'র না। তোমরা—বিশেষ করে তুমি এবার ভারি শান্তিতে থাকবে মেজবউ।"

সুনয়নার মুখে কথা নাই।

আপন মনে সত্যেন্দু বলিতে লাগিলেন, "সেখান হতে হয়তো কোনদিন খবর আসবে বেদুইন দস্যুরা এদের শিবির আক্রমণ করে সকলকে মেরে ফেলেছে। আমরা শুধু সেই খবরটাই পাব, যে যাবে তার কথা হয়তো একবার ভাবব। কিন্তু যে যাবে সে যে কতখানি বেদনা বুকে নিয়ে যাবে, সে কথা তো ভাবচ না মেজবউ, সম্পূর্ণ অনাত্মীয়ের মধ্যে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকবে সে, মরণের সময় কারও জলভরা চোখ দুটি দেখার জন্য তার প্রাণটা হাহাকার করবে, কারও স্নেহ মাখা হাত কপালে রাখবার জন্যে সে অধীর হয়ে উঠবে, সেদিন আমরা কেউই তো জানতে পারবো না। তার চেয়ে এক কাজ করলে না কেন মেজবউ, সে তো তোমার পরম শত্রুই হয়েছিল, তুমি কেন তার খাবারে খানিকটা বিষ মিশিয়ে দিলে না, সে মরণে ও তবু জেনে যেতে পারতো, আত্মীয় স্বজনের কাছে আছে। সে যে বড় শান্তিপ্রদ মৃত্যু ছিল মেজবউ।"

সুনয়না পাশ ফিরিয়া শুইলেন, নিঃশব্দে চোখের জলে উপাধান ভিজিয়া উঠিল, সত্যেন্দু তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সুনয়নার মনে হইল তাঁহার যেন কিছুই নাই, সব গিয়াছে।

সকাল হইতেই চোখের জল আর থামিতে চাহে না, শুধু ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে।

কল্যাণীর সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া কতবার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বিস্মিতা কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে দিদি?"

আর্তকণ্ঠে সুনয়না বলিলেন, "কিছু হয়নি মেজবউ, চোখে কি হয়েছে, শুধু শুধু জল পড়ছে।"

কল্যাণী বিশ্বাস করিল কিনা সেই জানে।

সে বলিল, "কাল হতে তোমার যেন দেওরেরও কি হয়েছে মেজদি,—কিছু খেলেন না—একটী কথা বলেন না, সমস্ত রাত চোখে ঘুম নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, কিছু হয়নি। আজ ভোরেই উঠে পাগলের মত কোথায় গেলেন, চা পর্য্যন্ত খেলেন না। কি হয়েছে কিছু যদি বলেন। আমি আর এ সংসারের কে, কাজেই আমায় কেউ কোন কথাও বলে না। সামান্য দাসী বাঁদী বই তো নই, খাটতে এসেছি, শুধু খেটেই যাব।"

সুনয়নার মনে হইল তিনিই বরং সংসারের কেহ নহেন। একদিন এই সংসারের কর্ত্রী তিনিই ছিলেন, আজ নিজের কাজে বহু নিম্নে তিনি নামিয়া পড়িয়াছেন।

খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তিনি হঠাৎ উঠিয়া নূতন বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

সবিস্ময়ে কল্যাণী বলিল, "ও দিকে কোথায় যাচ্ছো দিদি!"

সুনয়না উত্তর দিলেন না।

সিঁড়ি দিয়া নীলেন্দু নামিতেছিল, সুনয়নাকে দেখিয়া তাহার মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল। পাশ কাটাইয়া সুনয়না উপরে উঠিয়া গেলেন, নীলেন্দু খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নামিয়া গেল।

(১৮)

"ছোটবউ!"

বারাণ্ডায় সুনয়নার আহ্বান শুনিয়া সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল।

অঙ্গুলী নির্দ্দেশে গৃহের মধ্যস্থিত সজ্জিত বাক্স প্রভৃতি দেখাইয়া গম্ভীর মুখে সুনয়না বলিলেন, "এসব কি হচ্ছে ছোটবউ?"

সুমিত্রা নতমস্তকে উত্তর দিল, "আমায় আজ বারাসতে নিয়ে যাচ্ছেন, দিদি।"

স্তব্ধ হইয়া সুনয়না তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ আর একটা কথাও তাঁহার মুখে ফুটিল না। সুমিত্রা আস্তে আস্তে একবার মুখ তুলিয়া দেখিল, সুনয়না তাহার পানেই তাকাইয়া আছেন।—

"ছোটবউ—"

বুকের সে উচ্ছ্বাসকে আর থামাইয়া রাখা যায় না, ক্ষুব্ধস্বরে গর্জ্জিয়া সুনয়না বলিলেন, "রাক্ষসি, আমার বুক হতে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে তুই চলে যাচ্ছিস কোথায়? আমি তোকে এক পা চলতে দেব না। আমার জিনিস আমায় ফিরিয়ে দিয়ে চলে যা।"

সুমিত্রা আশ্চর্য্য হইয়া গেল, ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আপনার কোন জিনিসই তো নেইনি মেজদি।"

"নিস্ নি—রাক্ষসি—নিস্ নি?"

চেঁচাইয়া উঠিয়া সুনয়না বলিলেন, "আমার নীলুকে তুই আমার বুক হতে কেড়ে নিস্ নি? আজ দেড় বছর তুই এসেছিস,—এই দেড় বছরের মধ্যে আমার সোনার সংসার ছারেখারে দিয়েছিস, আমি কোথায় ছিলুম—আমায় কোথায় এনে ফেলেছিস? আমি নীলুকে হারিয়েছি, আমার স্বামীকে হারিয়েছি, আমার ছেলে-মেয়েদের হারিয়েছি, ও শুধু তোর জন্যেই নয় রাক্ষসি? তুই নীলুকে নিয়েছিস বলেই না আমি সব হারালুম! সেই নীলু, যে আমার কিছু হলে ছুটে আসত, আমার অত বড় ব্যারামের সময় তাকে আমার কাছে যেতে দিস নি। আজ সেই নীলু—সে আমায় পর ভাবে, আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, এ তোর জন্যেই না রাক্ষসি? দে,—আমার নীলুকে আবার আমায় ফিরিয়ে দে, নইলে তোকে আমি খুন করব—নিশ্চয়ই মেরে ফেলব।"

সুমিত্রা তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল, দুই হাতে তাঁহার পা দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপর মুখ খানা রাখিয়া চোখের জলে ভিজাইয়া দিয়া বলিল, "তাই করুন দিদি, আমায় মেরে ফেলুন, আমি সকল জ্বালার হাত হতে পরিত্রাণ পাই। আমি আর বাঁচতে চাই নে দিদি, বাঁচার ইচ্ছা আমার মিটে গেছে।"

সুনয়না জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইতে গেলেন, সুমিত্রা তাঁহার পা ছাড়িল না। আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল "জানি দিদি, আপনি আমায় বিশ্বাস করবেন না, সব দোষ আমার ঘাড়ে দেবেন। দিদি, আমি আপনার জিনিষ আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, আপনি ফিরে নিন, আমায় ছেড়ে দিন, আমি যেখান হতে এসেছি সেখানে চলে যাই।"

সুনয়না স্বতমত খাইয়া গিয়াছিলেন, একটু থামিয়া বলিলেন, "দোষ তোমার নয়—তবে দোষ কার? আমায় মিথ্যা বুঝাতে চেয়ো না ছোটবউ—আমি সব বুঝি।"

সুমিত্রা তাঁহার পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিল, রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ভগবান জানেন আমি দোষী কিনা"।

বাধা দিয়া রুক্ষভাবে সুনয়না বলিলেন, "ভগবানের নাম নিয়ো না ছোটবউ,—ভগবানকে ডাকার মুখ তোমার নেই। তুমি যা করেছ তা খুবই ভাল হয়েছে, এমন অনেক মেয়ে করতে পারে না। নীলুকে পর করে দিয়ে এখন তাকে কোথায় পাঠাচ্ছো। বল তো? মনে ভেবেছ, এত সহজে আমি তাকে ছেড়ে দেব, তুমি তাকে এত সহজে এ বাড়ী ছাড়া করতে পারবে? কক্ষনো না, আমার এমন জোর আছে জেনো, যাতে নীলুকে নিয়ে এক পা তুমি এগুতে পারবে না। আমি তোমায় আটক করব, দেখব তুমি কি করে নীলুকে নিয়ে যাও।"

সুমিত্রা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল, একটা কথারও উত্তর দিল না।

সদর্প পদবিক্ষেপে সুনয়না নামিয়া গেলেন।

খানিক পরেই নীলেন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল।

"একি সুমিত্রা এখনও চুপ করে বসে আছ? ওঠো, গাড়ী এনেছি, এখনই ষ্টেশনে যেতে হবে।"

সুমিত্রা চক্ষু মুছিতে মুছিতে দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি যাব না।"

যেন আকাশ হইতে পড়িয়া নীলেন্দু বলিল "যাবেনা কি রকম ?"

সুমিত্রা তাহার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল, উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া বলিল, "না, আমি কিছুতেই যাব না। তুমি আমায় কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবে না। আমার শ্বশুরের ভিটেয় আমি থাকব, আমাকে কেউ এ ভিটে ছাড়া করতে পারবে না।"

বিকৃতমুখে নীলেন্দু বলিল, "তোমার এ কুবুদ্ধি কে দিলে বল দেখি,—বউদি বুঝি ?"

পরক্ষণেই নিজের মনে মাথা দুলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, তিনি বই আর কে ? তিনি সব রকমে আমার শত্রুতা সাধছেন—তা আমি জানি।"

স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল, "ওঠ বলছি সুমিত্রা, আমায় আর অপমান করিয়ো না।"

"ওগো, একে অপমান বলে না। তুমি বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, তোমায় আমি কি উপদেশ দেব, কিন্তু সত্যি তুমি নিজের মন নিয়ে বিচার করে দেখ দেখি—একে কি অপমান বলে ? যার বুকের দুধ খেয়ে—"

জ্বলিয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল, "ফের ও কথা তুলছো সুমিত্রা ?"

সুমিত্রা চুপ করিয়া গেল।

নীলেন্দু বলিল, "মেজবউদি তোমায় কি বলে গেছেন তা আমি বুঝতে পারছি। যাক, তুমি উঠবে কিনা—যাবে কিনা ?"

তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে সুমিত্রা জানাইল "না"।

অস্থির হইয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল, "তুমি যে আমায় ভারি ফ্যাসাদে ফেললে। আমার কাল সকালেই যে রওনা হতে হবে—এখন আমি কি করি ?"

সুমিত্রা বলিল, "বেশ তো—তোমার যেখানে খুসী হয় তুমি যাও না কেন, আমি কেন বাপের বাড়ী যাব ? আমি কোথাও যাব বলে তো এখানে আসি নি, তুমি তো আমায় আন নি। মেজঠাকুর আমায় এনেছেন, তিনি যখন আমায় বলবেন চলে যেতে আমি তখনই চলে যাব, তোমার কথায় আমি যাব না।"

নীলেন্দু একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল,—নির্নিমিষে খানিক স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল,—"তবে তুমি বলতে চাও আমি তোমার কেউ নই,—তুমি আমার কথায় চলবে না, ওদের কথায়—পরের কথায় চলবে ?"

দৃপ্তা হইয়া উঠিয়া সুমিত্রা বলিল,—"পর কে ? ছিঃ, তোমার কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়ে গেছে, তা বলে আমার তো হয় নি। তুমি যাদের পর বলছো, আমি জানি তারাই তোমার সব চেয়ে বেশী আপনার। আজ তুমি সে কথা মানতে না চাও, সকলেই এই কথা বলবে।"

"বলুক, তাতে আমার কিছু এসে যাবে না।"

নীলেন্দু অস্থির ভাবে খানিক গৃহের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহার পর সুমিত্রার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এখন ট্যাক্সিখানা যে ডেকে আনলুম তার উপায় কি করি বল দেখি ?"

সুমিত্রা স্থিরভাবে বলিল, "বিদায় করে দাও।"

অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল, "আমায় সব রকমে অপমান না করলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূরবে কেন ? আমি কিছু পারব না, যা হবার তাই হোক।"

নিতান্ত হতাশ ভাবেই সে বসিয়া পড়িল।

সত্যেন্দুর পুত্র কালো সিঁড়ি হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকাবাবু, গাড়ীখানা থাকবে না বিদায় করে দেব ?"

রাগতভাবে নীলেন্দু উত্তর দিল, "আমি জানি নে।"

সুমিত্রা ত্রস্তভাবে বলিল, "বিদায় করে দে কালো, গাড়ীর দরকার নেই।"

অত্যন্ত রাগতভাবে নীলেন্দু স্ত্রীর পানে তাকাইল, একটা কথাও আর বলিল না।

(১৯)

সত্যেন্দু স্ত্রীর সহিত কথা বলা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, পূর্ণেন্দুও দাদা বউদির দিকে আসিতেন না, কথাও বলিতেন না। সংসারে সবই যেন ওলট পালট হইয়া গিয়াছে, কেহ কাহারও দিকে যায় না, কথাও বলে না, অথচ সংসার বেশই চলিতেছে।

সুনয়না স্বামীর কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন, "সবই কি আমার দোষ, তাই তোমরা সবাই মিলে আমায় এমনি করে জব্দ করছো ? কেউ আমার দিকে আসো না, কথা

বল না,তবে আমি কি করে এ সংসারে থাকব বল দেখি ?"

সত্যেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ, তুমি যে আগেই কান্না আরম্ভ করে দিলে, ব্যাপারখানা হয়েছে কি ?"

সুনয়না চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আমিই না হয় নীলুর পরে রাগ করে তোমায় দু কথা বলেছি, তুমি তাই শুনে ওকে যা তা বললে, কেন ওকে পৃথক করে দিলে ? তুমি তো জানো যে—"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সত্যেন্দ্র বলিলেন, "তুমি ভেব ধরলে বলেই তো ওকে পৃথক করে দিলুম মেজবউ, এতো ভালই হয়েছে। কোন ঝঞ্ঝাট নেই, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কেটে যাচ্ছে। সে আর তোমায় বিরক্ত করতে আসতে পারে না. মাঝখানে ওই এক গণ্ডী পড়ে গেছে, সে পৃথক।"

সুনয়না কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আমি আমার সে দুষ্কার্যের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।"

সত্যেন্দ্রর কপট হাসিভরা মুখখানা বড় গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "তা আর হয় না মেজবউ।"

দৃঢ় কণ্ঠে সুনয়না বলিলেন, "কেন হয় না ?"

ধীরে ধীরে সত্যেন্দ্র বলিলেন, "কেন হয় না তা আমি তোমাকে বলে বুঝাতে পারব না ; মোট কথা, তুমি এটুকু জেনে রাখ—তা আর হবনা - হবার নয়।"

সুনয়নার দৃপ্তভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল, স্বামীর পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া করযোড়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কেন হবে না, তুমি একবার হুকুম করলেই হয়।"

শুষ্ক কণ্ঠে সত্যেন্দ্র বলিলেন, "যা অন্যায়, আমি জেনে শুনে সে হুকুম দিতে পারি নে।"

একটু হাসিয়া সত্যেন্দ্র বলিলেন,—"পারব না মেজবউ, এত খেলো হতে পারব না। একবার তোমারই কথা শুনে নীলুকে পৃথক করে দিয়েছি, আজ আবার তোমার কথা শুনে যদি তাকে ডাকতে যাই, সে কি মনে করবে জানো ? সে ভাববে দাদা বউদির হাতের পুতুল, বউদি যেদিকে ফিরাবে সেই দিকে ফিরবে, বউদি হাত ধরে চলাবে তবে চলবে। দেখ মেজবউ, তোমার জন্য এ পর্য্যন্ত অনেক অপমান সহ্য করেছি, আরও অপমান করাতে তুমি চাও ? কিন্তু না, আমার নিজেরও জ্ঞান শক্তি আছে তো, তাতেই বুঝেছি আমার দ্বারা আর কোন কাজ হবে না।"

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "কেন আবার ও সব শক্ত জড়াতে চাও। বেশ রয়েছে, কারও সঙ্গে সম্পর্ক নেই, আমায়ও পরের ভাবনা ভাবতে হয় না। নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে সবাই সুখে থাকতে চায়, পরের দায় কে ঘাড়ে করে বল দেখি। মিথ্যে আর আমায় বিরক্ত কোর না মেজবউ, আমি বেশ আছি, নীলুও বেশ আছে, আবার তাকে টেনে এনে তাকেও পুড়িও না, আমাকেও পুড়িয়ো না।"

হাত দুখানা অথভাবে দুইদিকে ঝুলিয়া পড়িয়া ছিল, সুনয়না শুষ্কভাবে স্বামীর মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন, চোখের জল কখন শুখাইয়া গিয়াছিল।

সত্যেন্দ্র স্ত্রীর পানে ফিরিয়া চাহিলেন না, অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কতকগুলা কাগজপত্র টানিয়া লইয়া তাহার দিকে মনঃসংযোগ করিলেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুনয়না উঠিলেন, শ্রান্ত চরণ আর দেহটাকে টানিয়া লইতে চায় না, তথাপি তিনি চলিলেন।

নিজের গৃহে গিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মিনু কি কাজে মায়ের কাছে আসিয়া মাকে এমন ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। চুপি চুপি পা টিপিয়া সে চলিয়া গেল, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালোকে গিয়া জানাইল "মার বড্ড পেট ব্যথা করছে দাদা, মা বড্ড কাঁদছে।"

কালো সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, বয়স চৌদ্দ পনের হইবে।

সে তখন পড়া তৈয়ার করিতেছিল। মায়ের অত্যন্ত পেট ব্যথা করিতেছে, মা কাঁদিতেছেন শুনিয়া তাহার পড়া বন্ধ হইয়া গেল, সে উঠিয়া পড়িল।

একটু ভাবিয়া বলিল, "বাবাকে বলেছিলি ?"

মিনু উত্তর দিল "না।"

কালো বলিল, "আচ্ছা, একবার চট্ করে বাবাকে বলে আসি দেখি।"

নিজে সে পিতার সম্মুখে গেল না।

মিনু চলিয়া গেল, খানিক পরে মলিন মুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাবা তাড়িয়ে দিলে দাদা।"

কালো বলিল, "আচ্ছা, আমি উপায় দেখছি।"

মায়ের দরজার সম্মুখে গিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিল, মা তখনও কাঁদিতেছেন।

তাহার একবার খুব পেটে ব্যথা করিয়াছিল, ছোট কাকা কি একটা ঔষধ দিয়াছিল, সেটা খাইবামাত্র পেট ব্যথা সারিয়া গিয়াছিল। আজ সেই কথা মনে পড়িতেই সে নীলেন্দুর নিকট গেল।

দারুণ বিরক্তিভরে নীলেন্দু তখন হিসাব করিতেছিল, সংসারের জন্য আজ কি কি লাগিবে। সুমিত্রা অদূরে বসিয়া ছিল। তাহার পানে আড়ে আড়ে তাকাইয়া নীলেন্দু এক একবার গজন করিতেছিল, আজকের দিনটা থাক, কাল নীলেন্দু তোমায় ভাল করিয়া জব্দ করিবে। কাল এমন সময় সে কোথায় কতদূর চলিয়া যাইবে, তোমার রাগ অভিমান, চোখের জল সেপর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে না।

এবাড়ীর ছোট হইতে বড় সকলকে বিশেষরূপে জব্দ করার কল্পনা সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল। ইচ্ছা ছিল কাহাকেও আরেবিয়া যাওয়ার সংবাদ দিবে না, চুপি চুপি পলাইবে। কিন্তু মেজদা এ সংবাদ কোথা হইতে যে পাইয়াছেন তাহা সে ভাবিয়া ঠিক পায় না। মেজদা তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করার আগে তাহার মনের এত জেদ ছিল না, বাধা দেওয়ার ফলে তাহার জেদ আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

সে ঠিক করিয়াছে কাহাকেও নিজের সংবাদ দিবে না, কাহারও সংবাদ লইবে না। এ সংসারে কে কাহার? ওই যে স্ত্রী, সেই কি তাহার? যখন মেজদা মেজবউ-কি তাহার পর হইতে পারিয়াছেন, তখন কেহই তাহার নহে! স্ত্রী, সে তো পরের মেয়ে, রক্তের সম্পর্ক তাহার সহিত কিছুই নাই। স্বামীর যে মায়া স্ত্রীর উপর জন্মায়, তাহার তাহাও জন্মায় নাই; নেহাৎ কর্ত্তব্য ভাবিয়াই সে এপনও ইহার সহিত কথাবার্ত্তা বলে। যাহাই হোক, তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে, সুমিত্রা নিজেই তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

কালো আসিয়া শুষ্কমুখে দাঁড়াইল, তাহার মলিন মুখের পানে তাকাইয়া নীলেন্দুর প্রাণটা ছাৎ করিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল,—"কিরে কালো, হঠাৎ এমন সময় তুই যে?"

কালো বলিল, "মার বড্ড পেট ব্যথা করছে ছোট কাকা; তুমি যে ওষুধটা আমায় দিয়েছিলে সেই ওষুধ একটু খাও না।"

"মার পেট ব্যথা করছে,—নীলেন্দু নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মা কি করছে?"

কালো উত্তর দিল, "মা বড্ড কাঁদছে আর ছট্‌ফট করছে।"

নীলেন্দু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলমারি হইতে একটা ঔষধের শিশি ও গ্লাস বাহির করিল। স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল "শীগ্‌গির এই গেলাসটা ধুয়ে দাও দেখি, আর খানিকটা জল দাও।"

"দিচ্ছি"—বলিয়া সুমিত্রা উঠিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেই ফিরিয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল "রোগের সময় অত আস্তে চলতে গেলে চলে না, বুঝেছ? একটা মানুষ মরে, আর তুমি আস্তে আস্তে যাচ্ছ, বেশ মানুষ তো। সর, তোমায় কিছু করতে হবে না। যদি মেজ-বউদিকে সত্যি ভালবাসতে এতক্ষণ ছুটোছুটি করতে। আসল কথা চোকটা যন্ত্রণা পাচ্ছে, তোমার তাতে আনন্দ হচ্ছে, ভাবছো বেশ হয়েছে—কেমন?"

সুমিত্রা আর অগ্রসর হইল না, সেইখানেই আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলেন্দু নিজেই ছুটাছুটি করিয়া ঔষধ তৈয়ারী করিয়া দিল, কালোর হাতে গ্লাসটা দিয়া বলিল, "এই ওষুধটা এখনই নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিবি। দশ পনের মিনিটের মধ্যে যদি না কমে যায়, আবার এসে আমায় বলবি আমি তখন অন্য ব্যবস্থা করব। মেজদাকে বলেছিলি কালো?"

কালো বলিল, "মিনু বলতে গিয়েছিল, বাবা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"তাড়িয়ে দিয়েছেন?" এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া হঠাৎ দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া নীলেন্দু বলিল, "তা তাড়িয়ে দেবেন না কেন? আমি তো বরাবরই জানি মেজবার স্বভাবই ওই রকম। মেজবউদির অসুখ বিসুখ না হলে একটিবার চোখ দিয়ে দেখেন না, অথচ ওঁর সব কাজ মেজবউকে করে দিতে হবে। অমন স্বার্থপর লোক যদি দুনিয়ায় আর একটী থাকে। একটা মানুষ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে আর উনি কিনা সে কথা কানেও তুললেন না?"

সে খানিক পদচারণা করিল, তাহার পর কালোর পানে তাকাইয়া বলিল, "তুই যা, চট করে ওষুধটা খাইয়ে দিয়ে তার ফল যা হয় আমায় বলে যাবি, যদি না কমে আমি ডাক্তার সেনকে ডেকে আনব এখন। এ সময়টা ভারি খারাপ। এই যে পাশের বাড়ীতে কাল তিনজনের কলেরা হয়েছে, তিন জনই মারা গেল। কিন্তু—দাদার যদি একটু হুঁস থাকে, যদি অমনি কিছু হয়।"

ভাবিতে সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

কালো তাড়াতাড়ি ঔষধ লইয়া চলিয়া গেল। ঔষধের পরিণাম কি হইল তাহা সহজেই জানা যায়।

নীলেন্দুর শান্তি ছিল না, সে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, কালো আর আসিল না।

হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া পত্নীর পানে তাকাইয়া সে বলিল, "আক্কেলটা দেখলে সুমিত্রা? আচ্ছা,—তবে তাড়াতাড়ি আমায় এ খবর জানানোর কি দরকার ছিল? মানুষকে উৎকণ্ঠায় ফেলাই ওদের মতলব, তা আমি বেশ বুঝেছি। শত্রুতা শুধু মুখেই সাধছে না, কাজেও সাধছে।"

একটুখানি নীরব থাকিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আর একবার জানানো তো উচিত ছিল সুমিত্রা? হয় তো মেজবউদি বলেছেন, কিন্তু ওরা কেউ কি তাঁর কথায় কাণ দেবে? ডাক্তার সেনকেও ডাকবে না, কোন একটা হাতুড়ে ডাক্তার ধরে আনবে এখন। ডাক্তার সেন কলেরা কেসে ওস্তাদ, যত রোগী হাতে এসেছে, সব রোগী ভাল হয়ে গেছে। কি যে করবে ওরা—আমি কেবল তাই ভাবছি!"

শেষ কল্পনা করিয়া সে একেবারে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া বসিল। (ক্রমশঃ)

আসার আশে

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী।

তুমি মোর দিন মাস বরষ ধরিয়া
অটুট আমার এই হৃদয় ভরিয়া,
একদা যে দিয়াছিলে সান্ত্বনা ও প্রেম প্রীতি ঢালি,
স্নেহের বাঁধন দিয়া বেঁধেছিলে মোর ভাঙ্গা ডালি।
আজি আমি নিরজনে বসিয়া একেলা
ভাবিতেছি আনমনে অতীতের বেলা;
সেদিন সাঁঝের আগে বহেনি তো দুরন্ত বাতাস
যদিও গো শ্রান্ত ছিনু, তবু চোখে দেয়নি আভাস
গভীর বেদনা-ভরা ক্ষণিকের আলেয়ার আলো,
সে যে ছিল কালো, শুধু কালো।

আজি আমি ভাবিতেছি—
মরণ-সাগর কূলে বেলাভূমে বসি
সেদিন কেন গো মোর নীলাকাশে শশী
দরশন দিয়াছিল ক্ষণিকের লাগি,
তারই তরে সারা রাত জাগি'
তৃষিত নয়নে কেন আজও আমি
চেয়ে আছি অসীম আকাশে—
মৃত্যুর গর্জ্জন ওই কাণে ভেসে আসে;
বিশ্রাম নাহিক আজি তার,
আজও আমি চেয়ে আছি আশাপথ কার!

শিশুমঙ্গল ও মাতৃশিক্ষা

ডাঃ শ্রীদিবাকর দে, রায়সাহেব।

সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা আপনার হাতে নিজ আত্মা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া স্ত্রী-পুরুষ দুটি জীব পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিম্নতম কীট হইতে উচ্চতম মানব, বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত নিরন্তর স্ত্রী-পুরুষ এক সূত্রে বাঁধা। জায়া, দুহিতা ও মাতা ভিন্ন এ সংসার অচল।

প্রতীচ্যে এখন দেখা যায় যে আমরা সচরাচর নারী-জাতির মঙ্গলের দিকে তত লক্ষ্য করি না। অবশ্য আমি প্রাচ্যের মত নারীজাতিকে পিতামাতা, আত্মীয়স্বজনকে দূর করিয়া কেবল একমাত্র অর্দ্ধাঙ্গিনীর সেবা ও পূজা করিতে বলি না। কিন্তু এই দুয়ের মাঝামাঝি কিছু করিতে বলি। নারীদের লাথি ঝাঁটা খাওয়াও উচিত হয় না, বা তাহাদের মাথায় করিয়া নাচিতেও বলি না। অতি অল্প মাত্রায় কোন কাজ করা আমাদের উচিত নহে। পৃথিবীর চারিধারে লক্ষ প্রলোভন। এইজন্য বিবাহ করা অতি আবশ্যক। বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পবিত্র প্রণয় স্থাপন করিয়া পশুভাব সমূহ বর্জ্জন করিয়া স্বামী স্ত্রীতে একযোগে সমাজের ও দেশের মঙ্গল করা উচিত। বঙ্গললনা প্রতীচ্য দেশের নারী অপেক্ষা দুর্ব্বলা; সেইজন্য ব্যসনে উদ্ধার-কর্ত্তা, শাস্তিতে পালন-কর্ত্তা, গর্ভাধানে ও সন্তান পালনে সহায় এবং গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইবার জন্য বৈধভাবে পুরুষ রক্ষকের অতি প্রয়োজন।

সংসারে দুই দিক বর্ত্তমান যথা :—ঘর ও বাহির। ঘরে বা সংসার ভিতরে সীমন্তিনীর কাজ এবং বাহিরের ঝঞ্ঝাবাত ও আহারের জন্য পুরুষ ক্লেশ সহ্য করিবেন। শিশুকে গর্ভে স্থান দান ও বহু কষ্ট সহ্য করা, শিশুর শিক্ষাদান, পালন ও রক্ষা—এ সব নারীর কর্ম্ম এবং বাহুবলে, বিদ্যাবলে ও নানা উপায়ে নারীর গ্রাস আহরণ করা পুরুষের কর্ম্ম। আমরা অর্থাৎ হিন্দুজাতি নানা কারণে এখন ধ্বংসোন্মুখ। ইহার প্রধান কারণ শিশুমৃত্যু ও নারীদের দুর্দ্দশা। বিধবা বঙ্গবালার শোকাশ্রুও নিবারণ করিতে হইবে। অল্প বয়সে বহু সীমন্তিনী স্বামী হারাইয়া যৌবনে যোগিনী সাজিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতেছেন। আধ্যাত্মিক ভাবে এই ব্রহ্মচর্য্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও, সংরক্ষণ বিষয়ে এই ব্রহ্মচর্য্যের কতটুকু ফলোপধায়কতা আছে, তাহা বিশেষরূপে বিচার্য্য।

অল্প বয়সে গর্ভধারণ করিলে রসক্ষয়, স্বাস্থ্যক্ষয় ও যৌবন নাশ হয়। বাঙ্গালীর মেয়ে কুড়ি বৎসর বয়সে বুড়ী সাজে। পুরাকালে হিন্দুর বিবাহে আধ্যাত্মিক যোগ ছিল। এখন কেবল দেহের সম্ভোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল কারণে পুরুষ তৃপ্তিলাভ না করিয়া কুৎসিত স্থানে যাইতেছে। ক্ষয়কাস, মেহ, উপদংশ, অর্শ, কুষ্ঠ ও ধবল রোগগ্রস্ত পুত্র-কন্যাগণের বিবাহ কখন যেন কেউ না দেন।

গর্ভকালে প্রসূতি সাবধানে থাকিয়া, পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া, আলস্য পরিহার করিয়া, মুখে সাধু বাক্য ও মনে সাধু চিন্তা আনিয়া আনন্দে কালযাপন করিবেন। শেষ পঞ্চ মাস কোন দ্রুতগামী যানে ভ্রমণ করিবেন না; লম্ফ, ঝম্প, দ্রুতকম্প, রিপু উত্তেজনায় গর্ভপাতের সম্ভাবনা। যাহাতে কুক্ষিদেশে চাপ পড়ে, এরূপ অত্যধিক শ্রমযুক্ত কর্ম্ম করা নিষিদ্ধ। অতি ভারী দ্রব্য উত্তোলন করা অত্যন্ত দোষাবহ এবং অনিষ্টকারক। বহু গর্ভবতী ৩।৪ মাস অবধি বমন, অক্ষুধা ও অম্ল রোগে ক্লেশ পান। এ সময়ে লঘু ও অল্প পরিমাণ আহার করা উচিত। পোড়া মাটী, ঘুঁটের ছাই, খড়ি, টক ফল খাইতে গর্ভিনী দ্রব্যবতী হন। কিন্তু এইগুলি ভক্ষণে অপকার ভিন্ন কখনও উপকার দর্শায় না। অতিরিক্ত কম্প, বমন, খিলধরা ভাল নহে। গর্ভিনী শীতকালে উষ্ণ জলে ও গ্রীষ্মকালে একদিন অন্তর শীতল জলে স্নান করিবেন। উষ্ণ বস্ত্র, ঢিলা বস্ত্র ব্যবহার এবং নিত্য কাহারও সঙ্গে মুক্তস্থানে বিচরণ করিবেন। নৃত্যগীত, কটুবাক্য, ক্রুদ্ধ-সম্ভাষণ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি মনোবৃত্তি দমন করিবেন। মিলনাত্ম গ্রন্থপাঠ, উচ্চ স্থান, উত্তেজনাকর, ও অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ বর্জ্জন করিবেন। নিদ্রাহারে

অনিয়ম ও কোষ্ঠবদ্ধ ভাব দূর করিবেন। দুগ্ধ সহ সুজী, মুড়ী, নারিকেল ও আদার কুচি ভক্ষণ করিলে অরুচি কমিতে পারে। লেবুর সহিত মিছরীর সরবৎ বমন রোগের মহৌষধ। কফটি, চা, মাংস, ডিম, মোরব্বা গর্ভকালে ভক্ষণ নিষেধ, বিশেষতঃ হাত-পা ফুলিলে এ সকল খাদ্য একেবারে নিষিদ্ধ। যতদিন এ উপসর্গ বিদূরিত না হয়, ততদিন লবণ খাওয়া সমুচিত নয়। শেষ দুইমাস মধ্যে তিন চার বার প্রস্রাব পরীক্ষা করা উচিত। মাথা-ধরা, চক্ষুজ্বালা ও ঘুম কম হইলে ডাক্তার ডাকিবেন। পরে পরিচ্ছন্ন কায় ও প্রফুল্লিত মনে উদরস্থ সন্তান দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিবেন। নিষিদ্ধ জোলাপ [aloes. seidlitz, powder calomal], উগ্র ঔষধাদি পান [শেষ পঞ্চ মাস] বর্জ্জন করিবেন। তাহা হইলে গর্ভস্রাব হইতে পারে না।

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইবার অগ্রে সূতিকাগারে পাঠান উচিত। যদি ইহা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে শিক্ষিতা ধাত্রীর দ্বারা প্রসব ক্রিয়া সমাধা করাইবেন; কারণ সমস্ত হৃদরোগই অনুপযুক্ত প্রসব করণের দোষ হইতেই হয়। সূতিকা ঘরের দোষে সন্তান জন্মিবার অল্প পরে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। পুরাকালে সূতিকালয় নির্ম্মল পবিত্র ছিল। গৃহমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘর-খানিই প্রসূতির জন্য রাখা হইত। গ্রীষ্মে জাঁটা ও শীতে চারিদিক ফাঁকা, ভিজে মেজে যুক্ত ঘরে কদাচ প্রসূতিকে রাখিবেন না। অবিরত ঘরে যেন অগ্নি জ্বলে না। গৃহাভ্যন্তর কদাচ ধূম পূর্ণ করিবেন না।

"আঁতুড় অস্পৃশ্য নয়
পূত দেবালয়।
স্বর্গ হ'তে যা'তে শিশু
হয়েছে উদয়।"

বারংবার আমি বলি আঁতুড় ঘৃণা নয়, ছুঁলে স্নান-যোগ্য, ইহা মূর্খা নারী কয়। ইহাকে সকলে সকল সময় পবিত্র জ্ঞান করিবেন; কিন্তু কলিকালে সকলি বিপরীত। সূতিকা-গৃহ দৈর্ঘ্যে আট হাত ও প্রস্থে চার হাত হইবে, এবং সহজে যেন দিনরাত হাওয়া খেলে। দক্ষিণ বা পূর্ব্বদ্বারী ঘর হইবে। যথাসাধ্য বস্ত্র ও উপাধান আঁতুড়-ঘরে দিবেন—যদি শিশু ও প্রসূতির প্রাণ বাঁচাইতে চান। তুলা বা পশমী দ্রব্যে দোষ নাই, যদি ঠাণ্ডা বা গরম জলে ধৌত করা হয়, অশৌচ যাইলে কিছুই ফেলিয়া দিতে হয় না; ফেলে দেওয়া কুসংস্কার মাত্র। প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে প্রসূতি বিশুদ্ধ সমীরে হাঁটিয়া বেড়াইবেন, অত্যন্ত বেদনা হইলে সুবিধামত বাম পাশে শুইবেন। প্রসূতি বিশেষ করিয়া মূত্রত্যাগ করিবেন। যোনিদেশ ঈষৎ গরম জলে মুছিয়া দিবেন। প্রসবের খুব কম ৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে সহজ রেচক দেওয়া যুক্তিযুক্ত। বেদনার প্রথম ভাগে বেগ দেওয়া বিধেয়। ঈষদুষ্ণ নারিকেল তৈল মৃদুভাবে কটি পার্শ্বে, পৃষ্ঠে, যোনি নাড়ীতে ও মাথাতে প্রদান করিবেন। প্রতিবাসীগণকে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রসূতির নিকট ভিড় করিতে দিবেন না। প্রসূতির অন্তরঙ্গ বন্ধু নারীরা আশ্বাসবাক্য দ্বারা প্রসূতিকে সাহস দিবেন। জরায়ুর মুখ যদি না খুলিয়া থাকে, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ উষ্ণ দুগ্ধ খাইতে দিবেন। যদি জরায়ুর মুখ সম্যক না খুলে, তবে প্রসূতিকে শয্যা হইতে তুলিয়া দুপ চারি পা হাঁটাইবেন। যখন জরায়ুর মুখ খুলিবে তখন প্রসূতিকে শুইতে দিবেন। পিপাসায় জল আর ঠাণ্ডা দুধ দিবেন। যদি পানমুচি ভেঙ্গে যায়, প্রসব না হয়, তবে একরতি (২ গ্রেণ) "ইপিকাক" একটোক ঠাণ্ডা জল মুখে দিয়া খাইতে দিবেন। প্রসব হইবার সময় পিছাইয়া গেলে এই ঔষধ আশ্চর্য্য ফল দেখায়। ২ দুই ঘণ্টা পরও প্রসব না হইলে আর একমাত্রা দিবেন। চারি আনার ঔষধ কিনিয়া ঘরে রাখিলে যথেষ্ট, অভাব পক্ষে হোমিওপ্যাথিক ইপিকাক এক বা দুই বার ১ ফোঁটা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই সময় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিলে শীঘ্র সন্তান নির্গমন হয়।

প্রসব ও শিশুচর্য্যায় অজ্ঞানা, দুর্ব্বলা, অতি নীচ, স্থূলা, শ্রান্তা কিম্বা শোকাকুলা, নিদ্রাতুরা, ব্যাধিগ্রস্তা, কুপিতা, চঞ্চলা, কালা, কাণা ধাত্রী রাখিয়া কোন ফল হয় না। স্বজাতীয় সন্তানবতী প্রৌঢ়া শুদ্ধাচারী নারী একমাত্র ধাত্রী নামের যোগ্যা জানিবেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার গাত্র, মুখ ঈষৎ উষ্ণ জলে সযত্নে ধোয়াইবেন। চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও নাসারন্ধ্রে যেন কোনমতে

গায় ধৌত জল প্রবেশ না করে। তাহার অগ্রে শিশুর নাড়ী তীক্ষ্ণ কাঁচি দিয়া দুইদিকে সুতা বাঁধিয়া কাটিয়া দিবেন, বাঁশের চাঁচাড়ি কিম্বা ভোঁতা কাঁচি ছুরি দাই বুড়ীকে কদাচ ব্যবহার করিতে দিবেন না। ইহা করিলে শিশুর ধনুষ্টঙ্কার রোগ হইতে পারে। কাঁচিখানি গরম জলে ভাল করিয়া নাড়ী কাটিবার পূর্ব্বে ফুটাইয়া লইবেন। ধাত্রীর হাত বেশ করিয়া কার্ব্বলিক সাবান ও গরম জলে ধোয়াইয়া লইবেন। তিন আঙ্গুল পরিমাণ নাড়ী রাখিয়া কাটিতে হইবে। শিশুটি না কাঁদিলে বা শ্বাস না টানিলে নাড়ী কাটিলে কুফল ফলিতে পারে। শিশু যদি না কাঁদে তার চোখে মুখে জলের ছিটা ২।৩ বার দিবেন। বুকের উপরে ধীরে ধীরে চাপড় মারিবেন। নাকে, কাণে পালকের সুড়সুড়ী দিবেন। নির্ম্মল গরম কাপড় দ্বারা শিশুর অঙ্গ ঢাকিবেন, পেটটিও গরম কাপড়ে বাঁধিবেন। গ্রীষ্মকালে বেশী সেঁক দিতে দিবেন না। শীতকালে অল্প সেঁক দেওয়া অনুচিত। এক প্রহর পরে যদি স্রাব বন্ধ না হয়, তাহা হইলে প্রসূতির তলপেটে বরফ বা ঠাণ্ডা জল দিবেন। অভাবে একপোয়া সোরা ও এক পোয়া নিশাদল অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশাইয়া একখানি পরিষ্কার মোটা কাপড় ভিজাইয়া তলপেটের উপরে রাখিবেন। আঁতুড় ঘরে আলো ও বাতাস যাইতে দিবেন। যদি এক ঘণ্টার মধ্যে ফুল না পড়ে তাহা হইলে ডাক্তারের পরামর্শ লইবেন। ফুল যদি পড়িয়া যায় তবুও তলপেটে কিছুকাল এঁটে চাপ দিয়া ধরিবেন। পরিষ্কার কাপড় ও তুলা দিয়া গদির মত করিয়া সযত্নে পেট বাঁধিয়া দিবেন, দশদিন পরে বাঁধন খুলিবেন। যোনিদেশে সেঁক ও আচ্ছাদন দিবেন। যোনিটি এক সপ্তাহ কাল ঈষদুষ্ণ জল ও দুগ্ধ মিশাইয়া সযত্নে ধুইয়া দিবেন। প্রথমে গর্ভিণীর ক্লেদবারি রক্তের মত হয় পরে হরিৎ পীতবর্ণ ধারণ করে। পাত্র ভেদে এই স্রাবের পরিমাণ কম বেশী হয় এবং দুই সপ্তাহ নির্গমন হয়। প্রসবান্তে প্রসূতির নিদ্রা অন্তে অল্প মাত্রা দুধ সাগু আহার দিবেন। যতদিন মাতৃস্তনে দুধ না আসে, ততদিন প্রসূতিকে অন্ন দিবেন না। প্রসবের পর পঞ্চম দিবস হইতে ডাল ও উহার সঙ্গে কিছুকাল দিয়া রুটী খাইতে দিবেন। দশ দিনের দিন হইতে দুই বেলা অন্ন দিতে পারেন। অত্যধিক ঝিঙ্গে ডাল, অম্ল, উষ্ণ, ঝাল খাইতে দিলে অহিত হইতে পারে। প্রসূতির শয্যা ও বস্ত্র অতি পরিষ্কার আবশ্যক।

ধাত্রীর বা প্রসূতির হাতে পায়ে "নখ" থাকিবে না। ধাত্রী সর্ব্বদা পরিষ্কার শয্যা ও বস্ত্র ব্যবহার করিবেন। ধাত্রী হাত, পা গরম জল ও সাবান দ্বারা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবেন। জুতা পায়ে দিয়া কেহ প্রসূতির ঘরে প্রবেশ করিবেন না। প্রসূতি ও ধাত্রীর জন্য দুটী পীচদানি থাকিবে, তাহাতে তাঁহারা পীচ ফেলিবেন। পীচদানি প্রত্যহ খুব গরম জলে ধৌত করিয়া লইবেন। প্রসূতির বিষ্ঠা ও মূত্র স্বাভাবিক হইতেছে কিনা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। পূর্ণ দশদিন প্রসূতিকে স্নান করাইবেন না। কদাপি রাত্রি অনিদ্রায় যাপন করিতে দিবেন না। যদি নিদ্রা না আসে তবে Toilet vinegar এক টুকরা পাতলা পরিষ্কার নেকড়ায় ভিজাইয়া কপালে দিবেন ও মাথা Toilet vinegar দ্বারা ধোয়াইয়া দিবেন। দ্বাদশ দিবস অবধি প্রসূতিকে দণ্ডায়মান হইতে দিবেন না। শিশুকে সতত ঘুম পাড়াইয়া রাখিবেন।

শিশু কাঁদিলেই সর্ব্বদা স্তন মুখে পুরিয়া দিবেন না। একমাত্র ক্ষুধার জন্য শিশু সর্ব্বদা কাঁদে না, শরীরের অন্য অসুখ বশতঃই ক্রন্দন করে। অনেক মাতা শিশু কাঁদিলেই বড় ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু ইহা ক্রোধের সময় নহে এবং ক্রোধের কারণও নহে। তখন বৃথা-স্তন্যদান অপেক্ষা ক্রন্দনের কারণ অনুসন্ধান করা অধিক সমীচীন। ছারপোকা, মশা, মাছি, কখন কখন বিছা ও অন্য কীট দংশন করিলে শিশু ক্রন্দন করিতে থাকে, সময় সময় অধিক উত্তাপ হিম ও শীত লাগিলে শিশু কাঁদিয়া জননীর স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ ও সাহায্য ভিক্ষা করে। নব শিশু যত উচ্চে কাঁদে তত সে সবল হয়। ক্ষুধার ক্রন্দনে প্রায়ই চক্ষে জলের অভাব হয় ও শিশুটি বিলাপ করুণ স্বরে ক্ষুধা জানায়। দন্তভেদ কালে, কাণে

পূর্ণ হইলে শিশু কাঁদিয়া অস্থির হয়, কোনরূপ সান্ত্বনা মানে না। পেট কামড়াইলে শিশু কুঞ্চন ও বিরাম দিয়া হাঁটু উর্দ্ধে তুলে। শুন্য দানের পূর্ব্বে "চুচুক" দুইটি পরিষ্কার জলে ধুইবেন। যে-সে আসিয়া যেন শিশুকে চুম্বন না করে। ঠাকুরের চরণামৃত শিশুর মুখে না দিয়া ভক্তিসহ ২।১ ফোঁটা মাথায় দিবেন। সরিষার তৈল ও অল্পের মণ্ড শিশুকে মাখাইবেন। হরিদ্রা মর্দ্দনে শিশুর সদ্য উপকার দর্শে। মৃদু রৌদ্রে কিছুকাল শিশুকে রাখিবেন। মাতার স্তন্যেতে যদি কোন ব্যাধি ঘটে তবে সে স্তন্য শিশুকে দিবেন না। শিশুকে লঘু চিলা ও পরিষ্কার পরিধেয় দিবেন, যাহাতে অঙ্গ সঞ্চালনে বিঘ্ন না ঘটে। গ্রীষ্মকালে শিশুকে নগ্ন রাখিবেন। বর্ষা ও শীতে উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার করিতে দিবেন। ছয়মাস অন্তর যখন ঋতু রূপান্তর হইবে তখন সতর্ক থাকিবেন। শুষ্ক দেহে টুপী মোজা ও জুতা পরাইবেন না। ইহা করিলে "অভ্যাসের দাস" হইয়া পড়ে এবং পরে কষ্ট পাইতে পারে। গো দুগ্ধ দুই ভাগ শুদ্ধ জলে মিশাইয়া তাহাতে অল্প মিছরীর জল দিয়া পরিমাণে অল্প ও বারে বেশী শিশুকে খাইতে দিবেন। শিশুর সমস্ত খাদ্য ফুটাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা করিয়া পরিষ্কার কাচের বা পাথরের বা এনামেলের, অভাবে মাটীর পাত্রে খাইতে দিবেন ও রাখিবেন। মাছি, পোকা, মশা, ধূলা প্রভৃতি শিশুর খাদ্যে প্রবেশ করিতে যেন না পারে।

যক্ষ্মা, ওলাউঠা ও লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন কীটাণু দুধের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া মৃত্যু ঘটায়। অবশ্য বেশী ফুটাইলে Vitamine নষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে ফুটান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। শুদ্ধদুগ্ধ শিশুর একমাত্র আহার, অভাবে ছাগল ও গো দুগ্ধ ভাল। উহাতে সামান্য চিনি বা মিছরি মিশাইয়া দিবেন। কিন্তু শিশুর দন্তোদ্গমের পূর্ব্বে মিষ্ট কম দিবেন। সুকোমল স্নেহ-বারি সিঞ্চন করিয়া শিশুকে পালন করিবেন। শিশুর পালন অতিশয় শক্ত, ইহা শিক্ষা করিতে হয়। যক্ষ্মা, ধনুষ্টঙ্কার, বক্রত যুক্ত জ্বর প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগেই জন্মে।

বাঙ্গালার নরনারী, ভবিষ্যত আশা-ভরসাস্থল শিশুদিগকে রক্ষা করিতে সতত যত্নবান হউন। না জানি কত হানিম্যান, সেক্সপীয়ার, কালিদাস, প্রতাপসিং, প্রতাপাদিত্য, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র নেপোলিয়ান, ভেভিড্, হেয়ার আমাদের অযত্নে শিশু জীবনেই পরলোক প্রাপ্ত হইতেছে।

সাঁওতাল-বালিকা

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

কালো বরণ, কিন্তু তাহার মনটি আলোময়,
নিঃস্ব হলেও, বিশ্বজয়ী দেখলে মনে হয়।
আসা তাহার হাস্য মাখা, চক্ষে উজল মণি,
বক্ষে উছল স্নেহের ধারা, মধুর ভাষিণী ;—
খোপায় শোভে ফুলের তোড়া, গলায় ফুলের মালা,
কাণে ফুলের ঝুমকি দোলে, হস্তে ফুলের বালা।
ফুলরাণী কি দেব-তরুণী, দেখলে মনে হয়,
তৃপ্ত হবে সবাই, পেলে হৃদয়-পরিচয়।
নৃত্যগীতে চমৎকারা, বিশ্বমোহিনী,—
আনন্দেরি স্বরূপ বালা, চিত্ত-তোষিণী।
গাথব কেটে গড়া যেন, চিন্ময়ী মা সে,
হেরে আজি ধন্য হলাম প্রাণের উল্লাসে।

মরণের অভিসারে

শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা।

পারিজাত, ভাই, তুই আমার জীবনকাহিনী শুনতে চেয়েছিস। শোন্ তবে, বলে' মনটা একটু হাল্কা করি।

কুমারী-মনের কামনাকে আজ এমনি ভাবে লাঞ্ছিত হ'তে দেখে বড় ব্যথা পাই, কান্না আসে।

পূর্ণ হয়ে ফুটে ওঠবার যে কামনা কুঁড়ির বুকে জাগে, অকালে শুকিয়ে করে' যাবার সঙ্গে সে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে যায় হয়তো শুধু মাটীর ওপর।···

কৈশোর গিয়ে যৌবনের স্পর্শটুকু তখনও দেহমনকে রঙ্গীন করে' তোলেনি। স্কুলে পড়তুম। সেদিনকার কথা আজও মনে আছে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে প্রশ্ন তুলেছি—কেমন ভাবে গড়ে' উঠবো?

সেদিন কি চেয়েছিলুম জানিস পারিজাত? নারীত্বে ফুটে উঠতে, বিকশিত হয়ে তার ফোটবার সার্থকতা অনুভব করে' গর্ব্ব পেতে।

মা বললেন—মেয়ে মানুষের আর পড়তে নেই। আর পড়েই বা কি হবে? উপায় করে তো আর খাওয়াবে না! যা শিখেছি তাই নাকি যথেষ্ট হ'য়ে গেছে।

প্রতিবাদ কিছু করিনি। গুরুজনদের কথার অবাধ্য হতে নেই···পাপ হয়। কোথাও বেরুতে মানা। আমি নাকি বড় হয়েছি, তাই। বিয়ের বয়সে ধিঙ্গি হলে মেয়েমানুষের বড় বদনাম হয় নাকি।

তাই শুনি···নীরবে ঘরের কোণে বসে' বাইরের জগতের যে খবরটুকু একটু আধটু শুনি তাতেই খুসী হতে হয়। এ ছাড়া আর কিছু বেশী দাবী করবার আমার নেই।

একদিন শুনলুম আমার বিয়ে হবে। বিয়ে জিনিষটাকে ভয় করতুম খুব বেশী। বিয়ে মানে তখন যতটুকু বুঝতুম, তার মোটামুটি হচ্ছে—নিজের সকলটুকু দিয়ে দেউলে হ'য়ে যাওয়া।

শাস্ত্রকথা শুনলুম—বিয়েই হচ্ছে নরনারীর ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। পরস্পরের মিলনে ভবিষ্যৎ-মানুষের আদ্যার আবাহন হয়—এ দাবীর ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া। মনে করতুম, হবেও বা।···

একদিন পরিচিতদের মায়া ছেড়ে অপরিচিত কাদের ঘরে নিজের অধিকারটুকু আদায় করবার সময় এল। জীবনের সর্ব্বস্ব আমার ইহকাল পরকালের দেবতা, স্বামী। তাঁরই সাথে সংসারের পথে আমায় নামিয়ে দেওয়া হ'ল।

শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে এসে মাকে বল্লুম—শ্বশুরবাড়ীতে আমায় আর পাঠিও না মা, তা হ'লে কিন্তু মরে' যাব।

মা সস্নেহে কাছে টেনে এনে বল্লেন—ছিঃ ও কথা বলতে নেই...কামনা কর্, যে, ওই শ্বশুরঘর তোর যেন অক্ষয় হয়।

চুপ করে গেলুম, এ কথার ওপরে আর কথা চলে না। তারপর নতুন জীবনে নবীন অভিসারের মধ্য দিয়ে আমার শ্বশুরবাড়ীর জীবন যাত্রা আরম্ভ হোল—রীতিমত নতুন ধরণেই। শাশুড়ীর বকুনি ঘন্টাখানির চোটে প্রথম প্রথম পেটের পিলে পর্য্যন্ত চমকে উঠতো, 'ভয়ে আর আশঙ্কায়'। তারপর ইদানীং সেগুলো সব অভ্যস্ত হয়ে আস্তে লাগ্লো, 'স্বামী রত্নটি' যে কি বস্তু সে জ্ঞান তখনো পর্য্যন্ত আমার হয়নি; বল্ব কি পারিজাত, হাসিমুখে নীরবে সবই সহ্য করতাম চিরদিন, যদি না সেই বাদ্লা রাতে দুর্য্যোগে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে—মা আর ছেলেতে মিলে নিরপরাধা ঘরের বউকে পথে বা'র করে দিতেন.....

স্বামী প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহারই করতেন আমার সঙ্গে। ইদানীং কিন্তু যেন একেবারে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাতেও ভয় পেতুম না, নীরবে সব কাজ

করে যেতুম—কি কোরব—সে যে আমার কর্ত্তব্য; বাপ-মা যে কর্ত্তব্যের মধ্যেই মেয়ের জীবনকে আত্মাহুতি দিতে বলেছিলেন চিরদিনের জন্যই—তাই সেই কর্ত্তব্যকেই জীবনের মধ্যে প্রধান ভেবে নিয়েছিলুম। রাত দুটো-তিনটার সময় আমোদ প্রমোদ সেরে স্বামী দেবতা বাড়ীতে ফিরতেন—একটু বিশ্রাম লাভের জন্যই—না হোলে অন্য সম্পর্ক বাড়ীর সঙ্গে তাঁর কিছুই ছিল না। জেগে বসে থাকতুম তাঁর সেই সময়টির জন্যে, কখন তাঁর আসবার সময় হবে; ঘরের মধ্যে সুখনিদ্রায় শায়িতা শাশুড়ী দেবী হেঁকে বলতেন—বউমা বসে আছো তো? নইলে মহীন্ একেবারে বাড়ী মাথায় কর্কে রাগের চোটে, বসে থাকো বাপু···

বলতুম—হ্যাঁ মা জেগেই তো আছি···

মনে মনে ভাবতুম—হায় রে, এমন অদৃষ্ট করেও পৃথিবীতে জন্মেছি যে কর্ত্তব্য ভাবতে ভাবতেই সারা জীবনটা কেটে গেল! কেন? কর্ত্তব্যটা কি জগতে একা আমারই, যে, সব ভোগটাই একা আমাকেই ভুগতে হবে? মনে মনেই সব কথার আলোচনা করতুম, মুখে বলবার মত শক্তি আমার ছিল না, কার সঙ্গে তর্ক কোরব? শাশুড়ী তিনি তো গুরুজন, গুরুজনের সঙ্গে তর্ক···জিভটা যেন একেবারে অসাড় আড়ষ্ট হয়ে যেতো।

সেদিন ছিল বড় বাদলার রাত। ঘরের মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়ে মেজের উপর শুয়েছিলুম; জ্বরের ধমকানি আর কাঁপুনির চোটে সারা দেহটা যেন একেবারে হিম হয়ে গিয়েছিল। অসাড় নিস্পন্দ ভাবে পড়ে ছিলুম, জ্ঞান তখন ছিল না বল্লেও হয়। এমনি সময়ে স্বামী দেবতা ঘরে ঢুকলেন, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে পেছনে পেছনে শাশুড়ী দেবী।

তাঁদের সেই উগ্র মূর্ত্তি, বীভৎস চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যে এখুনি যদি তাঁরা আমাকে টপ্ করে রসগোল্লার মতো গিলে ফেলতে পারেন—তা হোলে হয় তো তাঁদের মনের জ্বালা কথঞ্চিৎ শান্ত হোলেও হতে পারে—শাশুড়ী এগিয়ে এসে, কাণের কাছে বড় হেনে বল্লেন—ধলি ও শতেক খোয়ারী হতভাগি! ন্যাকামি করে শুধু শুয়ে থাকলেই তো চলবে না, রান্না বান্না করবে কে? আমরা কি উপোস্ করে থাকবো? নে ওঠ, রাঁধ্‌নি চল্···

অনুযোগের সহিত বল্লুম—এ বেলা আর পারবো না মা। বড্ড কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে·

—তবে না হতভাগি··ঢঙ করে পড়ে থাকবার জন্যেই কি তোকে ঘরে এনেছি রে···

বলে শাশুড়ী, আর আমারই স্বামী দেবতা, দুজনে মিলে আমাকে ঘরে হিড় হিড় করে টেনে ফেলে দিলেন একেবারে বাড়ীর বাইরে পথের উপর; চোখে অন্ধকার দেখলুম—তবুও সংজ্ঞা হারালুম না, পাষাণের মতো কঠিন প্রাণ যে তাই বেরিয়েও বেরুতে চাইল না। সারা রাত ঝড় বাদলের দাপট্ সহ্য করলুম নীরবে·· এত দুঃখের মধ্যে ভগবানকে দোষ দিলুম না এ যে সব আমারই ললাট-লিখন·এই যে নির্ম্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার আমার অদৃষ্টে, একে তো আমি ফেলতে পারবো না, আজীবনের সঙ্গের সাথী তো এই দুঃখ কষ্টই আমার···

ভোরের আলো ফোটবার আগে আত্মহারা পাগলের মত বেরিয়ে পড়লুম—অনিশ্চিতের পথে; ভাবলুম থাক্-গে অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, এত কষ্ট এত দুঃখ আর সহ্য কোরব না

তারপর তুই সবই তো জানিস পারিজাত, কি কষ্টে, কি দুঃখে আজ আমার এই জীবন কাটছে।

এখন কি ভাবি জানিস্ পারিজাত? কবে আমি মরবো—কবে মরে জীবনের এই সব দুঃখের কাহিনী গুলো একটু ভুলতে পারবো! একটা গান আছে না—সেই—

"যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এত দিনের সব আয়োজন
চরম দিনে সাজিয়ে দিব উহারে
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে—"

সত্যি বলছি পারিজাত, আমিও এখন আমার এই প্রস্ফুটিত তরুণ জীবন নিয়ে বসে আছি শুধু সেই মরণের দিনটির জন্যেই: কবে সে এসে আমার সকল দুঃখ, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা হরণ করে আমাকে তার শান্তিময় চরণে টেনে নেবে? কবে সে, কবে গো?··

— —

অবরোধ প্রথা

শ্রীমতী লীলাবতী সরকার।

আজকাল সকলই সভা সমিতিতে শোনা যায় যে নারীর অবরোধ প্রথা তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু অবরোধ প্রথা তুলিয়া দিলেই কি নারীদের সমস্ত অধিকার পাওয়া হইল? অবরোধ প্রথা ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আগে যেখানে সভা সমিতিতে মেয়েদের বসিবার স্থান পৃথক ভাবে হইত এখন সেখানে মেয়ে পুরুষ একত্র বসিতেছেন। ট্রামে, বাসে, রেলে, সকলই একত্রে যাতায়াত করিতেছেন।

পারিবারিক তত্ত্বের মধ্যেই আমাদের যাহা কিছু কুরুচি, কুনীতি আছে তাহাই আগে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে; তাহার পরে অবরোধ প্রথা তুলিতে হইবে। পারিবারিক তত্ত্বে অনেক গলদ আমাদের অহরহ বাধা দিতেছে। বাপ, মা, ভাই, বোন, শ্বশুর, শাশুড়ী পরিবেষ্টিত এই যে আমাদের মধুর জীবন, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোথাও ইহা নাই। সেই পারিবারিক জীবনে আমরা মধু হইতে বিষ উৎপন্ন করিয়াছি। একজন সকলের উপর বিশ জন অক্ষম আত্মীয় স্বজন পুরুষও চাপিয়াছে, নারীরা ত থাকিবেই, কারণ তাহাদের অন্য কোন গতি নাই। সকল ব্যক্তি বড় চাকুরিয়াই হউন, বড় বিদ্বানই হউন কিংবা বড় জমিদারই হউন না কেন, তাঁহার সেই অক্ষম আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের মনস্তুষ্টি করিতেই হইবে। তাহার ব্যতিক্রম করিলেই, চতুর্দ্দিকে তাঁহার নিন্দাপবাদ।

দ্বিতীয় পারিবারিক তত্ত্বের গলদ, পুরুষের বহু-বিবাহ। স্ত্রী বন্ধ্যা কিংবা কুৎসিতা কিংবা পিতা তাহাকে প্রচুর অর্থ দেন না, অমনই শাশুড়ী পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিলেন! কন্যার পিতার সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়, পাছে তাঁহার কন্যা বেশী কষ্ট পায়। এই স্থানে কঠিন আইন ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, এক স্ত্রী থাকিতে স্বামী পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেন না।

তৃতীয় গলদ নারী পিতা কিম্বা শ্বশুরের সম্পত্তির অধিকারিণী নয়। তাহাতেই সর্ব্বদা আমাদের প্রাণের উৎস নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমরা নিঃস্ব, আমাদের কিছুই সহায় সম্পদ নাই। মাতাল দুশ্চরিত্র পুত্র পিতার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে, কিন্তু সতীলক্ষ্মী কন্যা পিতার সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে না। আমাদের প্রবল ভাবে এই বিষয়ে আন্দোলন সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। অবরোধ প্রথা তো নিজেদের হাতের মধ্যেই আছে। আমাদের পুত্র কন্যাকে এই ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে এবং অনুপ্রাণিত করিতে হইবে যে, সে বিধাতার সন্তান, সে একা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, একাই তাহার জীবনের উন্নতি করিতে হইবে। সে কাহারও গলগ্রহ হইবে না। স্বাবলম্বী হইয়া তাহাকে নিজের পরে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে। মামা, কাকা ও বাবার বিষয় পাইব—ইহা তাহাকে মোটেই জানিতে দেওয়া উচিত নহে। তাঁহারা যদি কিছু রাখিয়া যান ভাল, না রাখিয়া গেলেও কোন ক্ষতি নাই। এই ভাবে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য পারিবারিক তত্ত্বের মধ্যে বালক সাবালক হইলে পিতা মাতার সাহায্য লওয়া দূষণীয় বোধ করে। পিতামাতা কিছু রাখিয়া যান ভাল, না রাখিয়া গেলেও কোন প্রকার দুঃখ অনুভব করে না। তাহার কারণ, তাহারা নিজেদের পরে দাঁড়াইতে জানে।

এক অবরোধ প্রথা বাদ দিলেই সব হইবে না; যত দিন না হিন্দু সমাজে নারীর এ সব অধিকার না লাভ হয়, ততদিন কোন উন্নতির আশা নাই। পিতা পুরুষ সন্তানকে যে শিক্ষা দেন, কন্যাকে

তাহা দেন না। সেই কন্যা তাঁহার কাছেও থাকিবে না, এবং কোন কিছুতেই অধিকারিণীও হইবে না। এরূপ নিদারুণ চিত্র বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অবরোধ প্রথা নষ্ট করা সহজ কথা, কিন্তু তাহাতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে না, যদি নারী প্রকৃত বিদ্যা ও ধনের অধিকারিণী হইতে না পারে।

আমাদের মেয়েরা পারিবারিক তন্ত্রের মধ্যে থাকিয়াই শান্তিকামী, কল্যাণকামী হইয়া অবরোধ প্রথা ত্যাগ করিতে চেষ্টা করুন। বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও, কিংবা অবরোধ প্রথা না থাকিলেও আমরা নারী, এই কথা ভুলিলে চলিবে না। পাঁচ জন যুবতীর এক স্থানে যাইতে হইলে কিংবা কোন কার্য্য করিতে হইলে একজন বর্ষীয়সী মহিলার প্রয়োজন হয়। ব্রহ্মদেশে নারীর পর্দ্দা নাই, কিন্তু তথাপি তাহাদের মত আমরা চাই না। ঐ যে পারিবারিক তন্ত্র, তাহার মধ্যে আমাদের থাকিতেই হইবে। আর সেখানে যদি সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে অবরোধ প্রথা আপনিই উঠিয়া যাইবে। অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ অপেক্ষা পিতা এবং শ্বশুরের সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়া, এবং পুরুষের এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ যাহাতে না করেন তাহার জন্য কঠোর আইন এবং আন্দোলন যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করা, সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

শিশুর দৃষ্টিশক্তি

শিশু জন্মগ্রহণ করিবামাত্র কাঁদিয়া উঠে। ইহা শিশু মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক। কোন নবজাত শিশু জন্ম মাত্রে না কাঁদিয়া উঠিলে সেটা অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হয়—লোকে মনে করে শিশু সুস্থ নয়।

জন্মমাত্রেই শিশু কাঁদে কেন? সাধারণতঃ লোকেরা মনে করে দশ মাস দশ দিন শিশু জননীর জঠরের রস-রক্ত মধ্যে ভাসিয়া থাকে। সেই জঠর অন্ধকার—অতি কোমল নরম—শিশুর পক্ষে পরম আরামের আশ্রয়। এইখানে শিশু দশ মাস দশ দিন কাল পরম সুখে বাস করে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর অতি সহসা তাহার অবস্থান্তর ঘটে—সে কঠিন জড় জগতের সংস্পর্শে আইসে। বিশেষতঃ ঘোর অন্ধকার হইতে সে হঠাৎ পৃথিবীর আলোক রাজ্যে উপস্থিত হয়। শিশু দিবা ভাগে জন্ম-গ্রহণ করিলে উজ্জ্বল দিবালোক আর রাত্রিকালে ভূমিলে কৃত্রিম দীপালোক তাহার অনভ্যস্ত চক্ষুকে ঝলসাইয়া দেয়। এই নূতন অচেনা অজানা অনভ্যস্ত অপরিচিত পৃথিবীতে হঠাৎ আসিয়া পড়াটা নবজাত শিশুর পক্ষে প্রথমটা অসহ্য হয়। তাই সে কাঁদিয়া উঠে। ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু ইহা শুধু অনুমান মাত্র। বৈজ্ঞানিক ভাবে নির্দ্ধারিত সত্য নহে।

শিশু চোখ চাহিয়া থাকে বটে, কিন্তু কিছুই দেখে না। আঁখি মেলিলেও তাহার দৃষ্টিশক্তি লাভ হয় না—জন্মের পর প্রথম তিন সপ্তাহ শিশু চোখ চাহিয়া কিছু দেখে না।

নবজাত শিশুকে দেখিয়া মনে হয়, সে তাহার স্নেহময়ী জননী কিম্বা করুণাময়ী ধাত্রীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে—যেন তাহারা তাহার কত প্রিয় তাহাই দেখিতেছে; কিন্তু বাস্তবিক শিশু চাহিয়া আছে মাত্র। শিশুর নবোন্মীলিত চক্ষু পৃথিবীর দৃশ্য দর্শনে অনভ্যস্ত। খোলা জানালার ভিতর দিয়া সে বাহিরের আলো-আকাশের দিকে চাহিয়া আছে, কিন্তু কিছুই দেখিতেছে না। কিম্বা রাত্রিকালে ঘরে উজ্জ্বল বিজলী বাতি জ্বলিতেছে, শিশু মাতৃকোলে থাকিয়া সেই আলোর দিকে পিট্ পিট্ করিয়া চাহিয়া আছে; কিন্তু দেখিতেছে না কিছুই।

শিশুর জন্মের কয়েকদিন পরে তাহার সেকেলে ধরণের ধাত্রী বলিতে আরম্ভ করে, খোকা বা খুকী এইবার জিনিষপত্র, লোকজন চিনিতে শিখিতেছে (beginning to take notice)। ধাত্রীর এই উক্তিটি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত (যদিও ধাত্রী বিজ্ঞানের ধার আদৌ ধারে না)

কারণ, বৈজ্ঞানিক ভাবে পর্য্যবেক্ষণের ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে জন্মের পর প্রথম তিন সপ্তাহ কাল শিশু বস্তুতঃই স্পষ্টভাবে কিছুই দেখিতে পায় না। এই তিন সপ্তাহকাল তাহারা অন্ধ থাকে বলিলেই হয়; তবে সে অন্ধত্ব সম্পূর্ণ নহে, এবং সাময়িক তিন সপ্তাহকাল মাত্র। তাহাদিগকে মস্তিষ্কান্ধও (brain-blind) বলা চলে, কারণ চক্ষু যখন দৃষ্ট পদার্থ সকলের প্রতিচ্ছবি মস্তিষ্কে প্রেরণ করে, শিশু-মস্তিষ্ক তিন সপ্তাহকাল তাহা অনুধাবন করিতে পারে না। কেবল দৃষ্টিশক্তি নহে, শ্রবণশক্তির সম্পর্কেও ঠিক এই একই অবস্থা ঘটে। কর্ণপথে বাহিত হইয়া যে শব্দ-দূত মস্তিষ্কে পৌছায়, প্রথম প্রথম মস্তিষ্ক তাহাও অনুধাবন করিতে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শব্দ বাছাই করিতে সমর্থ হয় না। তবে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি অপেক্ষা শিশুর স্পর্শশক্তি অধিকতর প্রখর বলা যায়। কারণ, শ্রবণ ও দর্শন শক্তি অপেক্ষা স্পর্শশক্তি অধিকতর সরল। আবার, দর্শন ও শ্রবণশক্তির মধ্যে শেষোক্তটিকেই প্রাধান্য দিতে হয়; কারণ, শিশু-মস্তিষ্ক দৃষ্ট পদার্থ সমূহের স্বরূপ অনুধাবন করিতে না পারিলেও, কোন একটা শব্দ শুনিলে সে চমকাইয়া উঠে, এমন কি, নিদ্রিত থাকিলেও, অতি সামান্য শব্দও তাহার কর্ণ দ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে পৌছায় এবং শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা যাহাকে স্বাদ ও গন্ধ বলিয়া অনুভব করে, শিশুর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয়। শিশুর এই যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ অনুভূতি-শক্তির ক্ষীণতা,—ইহা তাহার ঐ সকল গুণের বাহক ইন্দ্রিয়গুলির অপটুতা জনিত নহে—ইহা তাহার মস্তিষ্কের অনভ্যস্ততার জন্যই ঘটিয়া থাকে।

কেহ কোন কাজ সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করিলে অনভ্যাস বশতঃ তাহাকে প্রথম প্রথম কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। নবজাত শিশুর চক্ষুরও সেই অবস্থা ঘটে—মাতার অন্ধকার কুক্ষি হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীর আলোকে চক্ষু মেলিয়া ধরিতে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয়ই। এরূপ অসুবিধা বয়স্ক লোকদেরও হয়।

এ সময়ে শিশুর চক্ষুর পাতা ও তারার সঞ্চালন সঠিক ও মৃদু নহে। যে সকল পেশীর সাহায্যে বালক-যুবার চক্ষুর তারা হরিণ-তুল্য চঞ্চল থাকে, বিদ্যুদ্বেগে এপাশ হইতে ওপাশে সঞ্চালিত হয়, দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিয়া কৌতূহল দমন করে কিম্বা বিপদের আশঙ্কা করে, সেই সচকিত দৃষ্টি শিশুতে সম্ভবে না—কারণ, শিশুর অক্ষি-গোলকের সঞ্চালক পেশীগুলি তখনও তাহাদের কাজ করিতে শিক্ষা লাভ করে না। মস্তিষ্কের গভীর গর্ভে যে নাড়ীকেন্দ্র আছে, শিশুর চক্ষুর পেশী তাহার শাসনাধীন এখনও হয় নাই।

শিশুর জন্মকালে তাহার অক্ষিগোলকের গঠন সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। সম্ভবতঃ তখন সকল শিশুর অবস্থা এমন থাকে যে, তাহারা নিকটের বস্তু সহজভাবে দেখিতে পায় না। বৃদ্ধের ন্যায় তাহাদের চক্ষুতে যদি ক্ষুদ্র চশমা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সম্ভবতঃ নিকটের বস্তু সহজভাবে দেখিতে পাইতে পারে। কয়েক সপ্তাহ বয়সের শিশু তাহার খুব নিকটস্থ লোককে ততটা সহজে চিনিতে পারে না; ঐ লোক কিছু দূরে সরিয়া গেলে তাহাকে আরও ভালরূপ দেখিতে পায়। তবে প্রকৃতির কার্য্য পদ্ধতিতে এই ত্রুটি শীঘ্রই সংশোধিত হইয়া যায়; কারণ, অক্ষিগোলক ক্রমশঃ দীর্ঘতর হয়, তাহার চক্ষুর লেন্সের (অক্ষি-মুকুরিকা) যথাযোগ্য ব্যবধানে উপযুক্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকেন্দ্র সৃজন করে।

ডাক্তার পার্ক লিউইস বলেন, সদ্যোজাত শিশুর চক্ষু বর্ণের ভেদ নির্ণয় করিতেও অসমর্থ। অল্পকাল পূর্ব্বে নেব্রাস্কা ওয়েসলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এফ, এম, গ্রেগ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কুকুর ও বিড়াল-শিশুরাও বর্ণভেদ করিতে নিপুণ নহে। রাঙ্গুন নামক এক প্রকার জন্তু বর্ণের ভেদ আদৌ নির্ণয় করিতে সমর্থ নহে। ডাক্তার এ, ই, হপকিন্স নেংটে ইন্দুর-দিগের সম্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা বলেন। শিশু যদি তাহার জননীর রাঙা পোষাক বেশী পছন্দ করে, তবে তাহা যে উহার বর্ণের জন্য, এরূপ নহে। তবে রঙের ঔজ্জ্বল্য তাহার চক্ষুকে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করে বটে। আর কাপড়ের গন্ধও হয় ত তাহার এই পছন্দ অপছন্দের জন্য দায়ী হইতে পারে।

[স্বাস্থ্য সমাচার]

নবযুগের নারী

(স্বামী স্বরূপানন্দের পত্র)

(২)

নিত্যাশীর্ব্বাদিনীষু :—

স্নেহের মা, নিজের জীবনটাকে ষোল আনা ভগবানের মধ্যে ডুবাইয়া না দিতে পারিলে আর কিছুতেই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদিত হয় না। ভগবানকে নিজের মধ্যে পাওয়া এবং নিজেকে ভগবানের মধ্যে পাওয়াই হইতেছে সকল তপস্যার চরম সিদ্ধি, ইহাই জীবের পরম প্রাপ্তি। নারী ও পুরুষে এই বিষয়ে ব্যবস্থার ভেদ নাই,—সকলেরই মুখ্য লক্ষ্য একমাত্র পরমাত্মার আত্মসমর্পণ এবং আত্মায় পরমাত্মাকে দর্শন।

এই যে আত্মদর্শন, ইহারই মধ্য দিয়া নারীজাতির যথার্থ স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। এই আত্মদর্শনের মধ্য দিয়াই নারীর জীবন—ঘৃণাভরে উপেক্ষিত দাসীর জীবন হইতে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী দিব্যদীপ্তিমালিনী কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-পালিনী ভগবতীর জীবনে পরিবর্ত্তিত হইবে। আজ যাহাকে পদসেবার কিঙ্করী বলিয়া গর্ব্বিত পুরুষ অবহেলা করে, আত্মদর্শন সেই নারীকে পুরুষের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিদাত্রী মহালক্ষ্মীতে পরিণত করিবে। আজ যাহার প্রতি পুরুষ করে কদর্য্য ব্যবহার, আত্মদর্শন তাহাকে করিবে পুরুষ জাতির পূজার দেবতা।

স্ত্রী-স্বাধীনতার আমি মা বড়ই পক্ষপাতী, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশসমূহের অনুকরণে আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কারকগণ যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া প্রচার করিতে চাহিতেছেন, ঠিক্ তাহাকেই স্ত্রীস্বাধীনতা বলিয়া গ্রহণ করিতে আমি কুণ্ঠিত হই। স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির সহিত জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান অধিকার, সমান সুযোগ, সমান স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবে,—ইহা স্বাধীনতার একটা বহির্লক্ষণ মাত্র, কিন্তু ইহাই স্বাধীনতার সম্যক্ স্বরূপ নয়। স্বাধীনতার জন্ম হইতেছে আত্মদর্শনে, নিজেকে জানায়, নিজের সহিত ভগবানকে এবং ভগবানের সহিত নিজেকে ওতঃপ্রোতভাবে যোগযুক্ত অনুভব করায়। স্বাধীনতার বহির্লক্ষণগুলি পরিদৃষ্ট না হইলেও যিনি ইহা করিয়াছেন, সেই নারী স্বাধীন, অর্থাৎ তিনি পুরুষের মত অফিসে চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন না করিলেও স্বাধীন, ট্রাম, রেল, মোটরকার বা সাইকেল না চালাইলেও স্বাধীন, ব্যবস্থাপক সভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়া বিল পাশ করিবার চেষ্টা না করিলেও স্বাধীন, অথবা জিলার জজ হইয়া বিচারকার্য্য কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শাসন-কার্য্য পরিচালনা না করিলেও স্বাধীন। অপর পক্ষে আত্মদর্শন যাহার নাই, তিনি, এ সকল ত সামান্য কথা, ইহা অপেক্ষা শতগুণ উর্দ্ধে উঠিয়া লক্ষকল্প মারিলেও স্বাধীন নহেন। পুরুষের সহিত সকল ক্ষেত্রে সমান পায়ে চলিতে পারা স্বাধীনতার একটা বাহিরের লক্ষণ মাত্র,—কিন্তু ইহা শুধু স্বাধীনতারই লক্ষণ নহে, সময় বিশেষে পরাধীনতা হইতেও এই লক্ষণগুলি প্রকটিত হইতে পারে। যেমন ধর, একজন লোকের ঘন ঘন দাস্ত হইতেছে। এই দাস্ত কথাটা শুনিয়াই বলা চলিবে না, তাহার রোগ কলেরা কি টাইফয়েড, কেননা, কলেরা হইতেও দাস্ত হয়, টাইফয়েড হইতেও দাস্ত হয়।

ভারতবর্ষে আজ মা স্বাধীনতারই দিন পড়িয়াছে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, শিক্ষায়, সমাজে, সংস্কারে সর্ব্বত্র আজ স্বাধীনতারই বিজয় দুন্দুভি বাজিবে; ইহাই আজ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অভিপ্রায়। আজ তোমাদিগকেও এই স্বাধীনতার কদ্রমন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে। কিন্তু মা, মনে রাখিতে হইবে, সকল স্বাধীনতার মূল হইতেছে আত্মদর্শনে। নিজেকে জানিবার পূর্ব্বে কখনও প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয় না, স্বাধীনতার নাম করিয়া স্বৈরাচার ও ব্যভিচার হয় মাত্র।

আত্মদর্শনের উপরে যাহার স্বাধীনতার ভিত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই নারী কি অবস্থায় কি করিবে? সুখতৃষ্ণা ও ভোগপ্রবৃত্তির উদ্দাম প্রণোদনা কি তাহার আত্মনিষ্ঠ

কল্যাণবুদ্ধিকে পরাভূত করিতে পারিবে ? মায়া মরীচিকা কি কখনও তাহার মঙ্গল-দৃষ্টিকে মোহ-মেঘাচ্ছন্ন করিতে পারিবে ? আকাশ-কুসুম কি কখনও তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে ? সে যদি প্রকাশ্য জনস্থলীতে মস্তকের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দেয়, বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া যদি নেতৃত্বের বল্গা ধারণ করে, উন্মত্ত জনস্রোতের মাঝখানে যাইয়া যদি চতুর্ভুজে চতুরঙ্গ সাম-দান-ভেদ-দণ্ড পরিচালনা করে, তাহা হইলে কেহই তাহার অবমাননা করিতে পারিবে না।

মা গো, আত্মদর্শনের সাধনাই তোমার জীবনের প্রথম সাধনা। সমাজ সাধনা ও দেশ সাধনা এই আত্মদর্শনের সাধনার উপরে প্রতিষ্ঠিত হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—স্বরূপানন্দ।

যুগ্ম-অশ্রু *

শ্রীহরিপদ গুহ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্য-ভারতী।

আঁধার তখন ছেয়েছে আকাশ
বাতাস আকুল করা,
স্তব্ধ প্রকৃতি, মনে হয় বুঝি
ভীষণা-ভয়ঙ্করা।
নদী তটে আসি কে কহিল ডাকি,
ভীতি-বিহ্বল স্বরে,—
"নাবিক, নাবিক পার করে দেহ
তুলা করি লহ ত্বরে!"
"একি সম্ভব ? এ ভীষণ রাতে
যেতে চাহ পরপারে,
কে বট তোমরা ?" এল উত্তর
চপল বেদনা ভারে।
"মালব-অধীপ আমি হে পাটনী
সাথে এক কুল-নারী।
'কোশল নৃপতি'-তনয়া ইনি যে
পরিচিত সবাকারি।
তিন দিন হতে পলায়িত মোরা
বরি' লয়ে উপবাসে,—
চলিয়াছি আগে ;—পিছনে ছুটিয়া
'কোশলে'র সেনা আসে।
যদি তারা পায়, রক্তে আমার
সিক্ত হইবে ধরা,
কে রবে তখন দানিতে প্রিয়ায়
মধুর-শান্তি ধারা ?"
কহিল নাবিক—"যাব, আমি যাব,
অর্থের লোভ নাহি—
হে অধিপ! শুধু সুন্দরী ওই
তরুণীর মুখ চাহি।
হে নব প্রেমিক, করিও না ভয়,
ভাবনা নাহিক আর।
হ'ক রণ-মুখী তরঙ্গ উল্লাসে,
পাবে দোঁহে পরপার।"
কাঁপাইয়া বারি বহিল সঘনে
উন্মাদ বায়ুরাশি,
অশ্ব-চরণ মথিত শব্দ
চারিভিতে এল ভাসি।
"ওগো ত্বরা কর, ত্বরা হে নাবিক!"
তরুণী কহিল ডাকি।
"তুফানে ডরি না, শুধু ডরি আমি
পিতার রক্ত-আঁখি।"
সম্মুখে রাখি কটিকা মহান্
তীর ছাড়ি তরী চলে।
পদে পদে বাধা—দেবতা ডরায়,
মানুষে তবু না টলে!
ঠিক হেন কালে কোশল নৃপতি
ঝঞ্ঝা ব্যাপিত তীরে—
দাঁড়াল ক্ষণেক ; ক্রোধ অপসারি
সুমতি আসিল ফিরে।
তুলি দুই বাহু ডাকিল—"বাছনি,
ফিরে আয়, ফিরে আয়!
সব অপরাধ ক্ষমিব দোঁহার,
মিলাইব দোঁহাকায়।"
বৃথা, সব বৃথা—ফিরিল না কেহ ;
নিভিল যুগল বাতি,
ঢেউয়ে, ঢেউয়ে, ঢেউয়ে ডুবাইল সব,
নাশিল দুখের রাতি।

---

* Campbell রচিত 'Lord Ullin's daughter' এর ছায়া অবলম্বনে।

ভারতী

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ।

স্বামী শঙ্করাচার্য্যের কীর্ত্তিগাথা ও জীবনচরিত আলোচনা করিতে করিতে আমরা একটী ভারতীয় বিদুষীর সাক্ষাৎ পাই—যাঁহার পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান বিশেষ প্রশংসনীয়। তৎকালে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার যে বহুল প্রচার ছিল, তাহা তখনকার ভারতীয় ইতিহাস এবং ভারতীয় বিদুষীগণের জীবন আলোচনা করিলেই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। এখনকার মত নারীসমাজ চিরদিন উপেক্ষিত ছিল না; বিদ্যায়, জ্ঞানে, কর্ম্মে পুরুষের সহিত তাঁহারা সমকক্ষতা করিতেন। যতদিন ভারত উন্নত ছিল, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, কর্ম্মে সম্মানিত ছিল, ততদিন ভারতের নারীসমাজও উন্নত ছিল। নারীজাতির উন্নতি করিতে হইলে প্রাচীন যুগের ভারতীয় বিদুষী-গণের কীর্ত্তিকলাপ আলোচনা করা আবশ্যক। আজ শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক একজন ভারতীয় বিদুষীর বিদ্যাবত্তার কাহিনী কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

যখন বৌদ্ধগণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন শঙ্করাচার্য্য হিন্দুদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতে এবং সশিষ্য সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের গরিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন। এই সময়ে একটী বিদুষী রমণীও তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন—তাঁহার নাম "ভারতী"। ভারতী-দেবী সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মণ্ডন মিশ্রের সহধর্ম্মিণী।

অতি বাল্যকাল হইতেই ভারতী দেবীর বিদ্যানুরাগ ও তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতার কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে থাকে। তাঁহার প্রতিভার কথা যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনিই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম না হইতেই তিনি চতুর্ব্বেদ, বেদের শিক্ষা কল্পনাদি ষড়ঙ্গ, ন্যায় সাংখ্যাদি ষড়্দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, অলঙ্কারাদি প্রত্যেক শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জ্জন করেন। সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করিত তাঁহার কণ্ঠস্বর। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর, অতি হৃদয়গ্রাহী। এইজন্য লোকে তাঁহার আর একটী নাম রাখিয়াছিল—সরস্বতী।

এক সময়ে শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডন মিশ্রের একটী শাস্ত্রীয় বিষয় লইয়া ঘোরতর তর্ক হয়। শঙ্করাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যদি শাস্ত্রীয় যুদ্ধে মণ্ডন মিশ্রের নিকট তিনি পরাজিত হন তবে তিনি মণ্ডন মিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। মণ্ডন মিশ্রও অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করেন শঙ্করাচার্য্যের নিকট পরাজিত হইলে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হইবেন। দুইজনেই মস্ত বড় পণ্ডিত, কেহই কম নহেন; এই বিচারের মধ্যস্থতা করিবার লোক মেলা ভার। অনেক পণ্ডিতের নিকট গমনাগমন করিয়াও যখন কোন মধ্যস্থ প্রাপ্ত হইলেন না, তখন দুইজনেই মণ্ডন মিশ্রের পত্নী ভারতী দেবীকে মধ্যস্থ স্বীকার করিলেন। ভারতী দেবী যে কত বড় বিদুষী ছিলেন—তাহা এই মধ্যস্থতার দ্বারাই প্রতীতি হয়।

শঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডন মিশ্রের তর্ক আরম্ভ হইল। ভারতীদেবী মধ্যস্থতার কার্য্য করিতে লাগিলেন। ভারতী-দেবী পক্ষপাত শূন্য হইয়া জয়মালা হস্তে লইয়া বিচার শ্রবণ করিলেন। বহু বিচারের পর মণ্ডন মিশ্র পরাজিত হইলে ভারতী দেবী শঙ্করাচার্য্যের গলে জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন।

ভারতীদেবী, স্বামী পরাজিত হইয়াছেন দেখিয়া শঙ্করাচার্য্যকে বলিলেন—"স্বামীকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ—এখন আমার সহিত তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হও; যদি আমাকে তর্কে পরাজিত করিতে পার, তবেই তুমি যথার্থ জয়ী হইবে—নচেৎ নহে।" রমণীর মুখে এইরূপ সাহসিকতার বাণী শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য বিস্মিত হইলেন, ভারতী দেবীর স্পর্দ্ধার বাক্য শঙ্করাচার্য্যকে মুগ্ধও করিল।

উভয়ের তর্ক আরম্ভ হইল। পরস্পরের প্রশ্নোত্তর দিন রাত্রি ব্যাপিয়া বহুদিন চলিতে লাগিল। ভারতী

দেবীর জটিল প্রশ্ন শঙ্করাচার্য্যকে পর্য্যন্ত বিচলিত করিতে লাগিল। শঙ্করাচার্য্য অনেক পণ্ডিতের সহিত তর্ক করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ বিদুষী রমণীর সহিত জটিল প্রশ্ন লইয়া এরূপ তর্ক করেন নাই। ভারতী দেবীর পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা, অসাধারণ, সাহস দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য নিজকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

তর্ক হইল বটে, কিন্তু শেষে ভারতী দেবী জয়লাভ করিতে পারিলেন না। মণ্ডন মিশ্র সস্ত্রীক শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। ভারতী দেবী সেইদিন হইতে প্রতি পাদক্ষেপে শঙ্করাচার্য্যের কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। যদি শঙ্করাচার্য্য মণ্ডন মিশ্রের মত শিষ্য, এবং ভারতী মত শিষ্যা প্রাপ্ত না হইতেন, তবে তাঁহার বহু কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিত।

প্রাচীন ভারতে এইরূপ বিদুষী রমণীর অভাব ছিল না।

দুঃখ

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রাবণের নিরালা দুপুর।
আকাশের কোণে কোণে ঘনিয়ে এসেছে
সজল শ্যাম কালো মেঘ,
করুণা ভরা তার চাহনি।
নিদাঘের তাপস তার সাধনার রুদ্রতেজে
বসুন্ধরা দিয়ে গেছে ধরণী।
মেঘ এনেছে তার বুকে বয়ে, অনাবিল শ্যামলিমা;
জগতকে সে আবার সবুজ করে' তুলবে।

বুকভরা স্নেহ নিয়ে নিখিলের লক্ষ্মী এমনিই ঘুরে বেড়ায়।
অজস্র রাক্ষসটা কোথায় অভিশাপ বর্ষণ করছে।
মহামারী ছুটে চলেছে বিষ ছড়িয়ে আকাশে বাতাসে।
ভীষণ একটা শয়তান ঘুরে বেড়ায় জগতের চারদিকে,
দলে পিষে দিয়ে যায় দেশের পর দেশ;
কখন ভূমিকম্পে—কখন ঝড়ে—কখন বন্যায়।
নিকল কেটে সে ভগবানের হাত থেকে পালিয়ে গেছে।
সেই দিনই মহালক্ষ্মীর সৃষ্টি হয়েছিল।
তার অনন্ত স্নেহ করুণার পরশে দীর্ণ ধরণী
আবার কোমল সুন্দর হয়ে ওঠে!
ঈর্ষার নিশ্বাস ফেলে শয়তান দূর হতে' তাই দেখে।

এই সব কথাই আসছিল মনে মেঘের পানে চেয়ে চেয়ে।
মনে হল' শয়তান বুঝি বাইরের জগতে ঠাঁই না পেয়ে
অধিকার করে' বসেছে মানুষকে।
তাই আজ মানুষের মন এত বিষভরা;
মানুষে মানুষে প্রীতি নেই, ভালবাসা নেই;
শুধু স্বার্থ—শুধু ঈর্ষা—শুধু কোলাহল।
একে অপরকে দাবিয়ে ওপরে উঠ্‌তে চাইছে।
শান্তি নেই, সুখ নেই কোথাও।

গাড়ীর ভাঙ্গা চাকার শব্দ হল' ঝন্ ঝন্ ঝন্।
চম্‌কে ফিরে দেখ্‌লাম।
রোজই পথে এমনি গাড়ী চলে।
আজ এই ভাঙ্গা গাড়ীর মেম্‌'রা চাকার শব্দটা
দূর থেকে আমার মনে একটা অস্বস্তি আন্‌ল।
গাড়ীটা বরাবর এসে আমার দরজায় থাম্‌ল।
একেবারে উঠে দাঁড়ালাম।
এমন অসময়ে কে আসে আমার ঘরে!
কৈ! কারো ত আস্‌বার কথা নেই!—
জলের বিরাম নেই।
সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ডাকছে।
হঠাৎ কাছেই যেন একটা বাজ পড়ল।
সমস্ত রাস্তা বাড়ী ঘর কেঁপে উঠ্‌ল।
মনটাও আমার কেঁপে উঠ্‌ল সেই সঙ্গে।
যেন শুন্‌তে পেলাম একটা নিষ্ঠুর হুঙ্কার;
আর তার সঙ্গে করুণ কান্নার অস্ফুট শব্দ।
ভাড়াটে গাড়ীর দরজা খুলে গেল পর মুহূর্ত্তে।

বুঝি বা আমার তখন চেতনা ছিল না।
মেয়ের বিয়ে দিয়েছি আজ তিনমাস হল,
সে অনেক দুঃখের কাহিনী।
যুগান্ত সঞ্চিত অতি বড় পাপেই বুঝি এখন
বাঙলাদেশে মেয়ের জন্ম হয়।
সে যেন জন্ম নিরানন্দ, জন্ম অভিশাপ।
নারী বলে' সে কতটুকু মর্য্যাদা পায় এই দেশ
আর সমাজের কাছে?
সে যে মা।
তার মাতৃত্বকে একটা খেলার আর বেচাকেনার
জিনিষ বলে' যারা ভাবে তাদের পতনের কত দেরী?
তাদের কান্নায় বাঙলার আকাশ বাতাস ভরা,
তাদের অভিশাপে ঘর ভাঙে,
সমস্ত জীবন বিষে ভরে যায়।
পুরুষ ভাবে সে সবল—পায়ের ঠেলায় নারীকে
দূরে সরিয়ে রেখে বাইরে ঘুরবে তার অখণ্ড প্রতাপে।
নারীর অপমানিত আত্মা তাকেও ধীরে ধীরে
ধ্বংসের পথে আন্‌ছে।
সে নিতে চাইছে দারুণ প্রতিশোধ।
এমনি করেই একটা সমাজ আর জাতির মরণ হচ্ছে—
জগতের অগোচরে।

গাড়ী থেকে নেমে এল আমার মেয়ে।
কে যেন তাকে গাড়ীর ভেতর থেকে জোর করে
ঠেলে নামিয়ে দিলে।
তার পা কাঁপ্‌তে লাগল।
আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম,
নয়ত সে গড়িয়ে মাটীতে পড়ে' যেত!
তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।
তার চোখ জলে ভাস্‌ছে।
কি হয়েছে মা! এ কি!—
ওরা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন বাবা!—
তাড়িয়ে দিয়েছেন!—কে?—
গাড়ীর ভেতর চেয়ে দেখ্‌লাম,
একটা বিলাসী স্বেচ্ছাচারী যুবক বসে হাস্‌ছে।
এরই হাতে আমি মেয়ে দিয়েছি চির জীবনের মত!
ওরে! দায়িত্ব কি শুধু আমার!—
আমার মেয়েটাও যে তোরই মত ভগবানের হাতে গড়া;
সেও ত তার আত্মার একটা মূল্য নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে,
সে কি তোদের স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্র হয়ে' থাক্‌বে,
তোদের নিষ্ঠুর অন্যায় অত্যাচারের চাপে সে
মুখ বুজে তিলে তিলে মরণ বরণ করবে!
ঘৃণায় আমার মন ভরে' উঠ্‌ল।
বল্লাম—বউকে তুমি ফিরিয়ে দিতে এসেছ কেন?
অপমানের বিদ্রূপ হাসি হেসে সে বল্লে—
আমার খুসী আমি বোঝনা ওকে,
ওকে বউ বলে' স্বীকার করতে রাজি নই,
ও মোটেই আমার যোগ্য নয়,
আপনারা চুক্তি মত জিনিষ পত্র দেন নি,
এত ফাঁকি দিয়ে মেয়ে পার করা যায় না মশাই!
আমার সমস্ত শরীরে আগুন জলে উঠ্‌ল।
মেয়েকে এক পাশে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মত
গাড়ীর দিকে ছুটে চল্লুম!
এ অপমান সইব না!—
মেয়ে ছুটে এসে পা জড়িয়ে ধরলে।
বল্লে— ওঁর ত কোন দোষ নেই বাবা।
মন আমার অবশ হয়ে' পড়ল।
মেয়েকে বুকে নিয়ে মাটীর ওপর বসে' পড়লাম।
গাড়ীর চাকা আমায় যেন উপহাস করতে করতে চলে গেল!
আমার মন শুধু বল্‌তে লাগ্‌ল—ওগো কার অপরাধ—
কার অপরাধ!—
এই কচি জীবন গুলাকে নিষ্ঠুর ভাবে পায়ে দলে'
মারার অপরাধী কারা?—

ট্রেনে যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম
হঠাৎ কি একটা গোলমালে চম্‌কে জেগে উঠ্‌লাম।
দেখি একদল ছেলেবুড়ো মিলে
একটা লোককে নিষ্ঠুরভাবে মারছে;
সে কিছু বল্‌ছে না।
তার চোখ দিয়ে খালি জল ঝরছে।

একজন লোক আমার কাছে এসে বল্লে—
মশাই—দেখুনতো আপনার ঘড়ি চুরি গেছে কি না।
পকেটে হাত দিয়ে দেখি ঘড়ি নেই।
ওই—ওই বেটা নিয়েছে!
আমরা ধরেছি সব!
দ্বিগুণ উৎসাহে তারা মানুষটাকে মারতে সুরু করলে.
এত চোরের কপট কান্না নয়!—
এর মধ্যে যে বুক ভাঙ্গা সুর বাজ্‌ছে।
সে সুর যেন আমার মনের সঙ্গে মিল্‌তে লাগল!
সকলকার হাত ছাড়িয়ে আমি তাকে রাস্তার এক পাশে নিয়ে এলাম।
সে আমার দু'পা জড়িয়ে ধরলে।
আমি বল্লাম—অন্তরের গাঢ় ব্যথা কাকেও জানিয়ে দিতে হয় না ভাই!—তোমার কিসের দুঃখ!
চোখ মুছে সে উঠে দাঁড়াল।
বল্লে—বাবু, মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম,
জামাই তাকে নিতে চায় না।
সে আজকালের ছেলে; বলে রূপোর ঘড়ি চাই।
মেয়েকে সে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে,
ঘড়ি দিলে তবে আবার ঘরে নেবে।
আমি পরিব!—
দিনের অন্ন দিন জোটে না।
তাই এই ঘড়ি চুরি করেছিলাম আজ আপনার পকেট থেকে!—
জীবনে এই আমার প্রথম চুরি!
আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠ্‌ল।
আমার অভাগী মেয়ের করুণ মুখখানি
চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল।
ঘড়ি তার হাতে দিয়ে বল্লাম—তুমি যাও ভাই!—
মেয়েকে স্বামীর কাছে দিয়ে এসো!—
সে আমাকে বারবার প্রণাম করে চলে গেল।
পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার চোখের জল থামতে চায় না।
আকুল হয়ে বল্লাম—কতদিন, ওগো কতদিন,
নারীর ওপর পুরুষের এ অন্যায় অত্যাচার চল্‌বে কত দিন!

মাতৃমন্দির

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ।

মাতৃমন্দিরের ভিত্তি গৃহে গৃহে আজি
গাড়' দেখি হিন্দু-গৃহী মাহেন্দ্র লগনে—
দিয়া প্রেম-প্রীতি-ভক্তি-মণিমুক্তা রাশি
সাজাও পরাণ পণে, অপূর্ব্ব ধরণে;
শুভে ও তোরণে তারে ক'রে অভ্রভেদী
মণ্ডিয়া তাহার শীর্ষ শাশ্বত জ্যোতিতে!
রচ' দেখি মধ্যে তার শুভ্র এক বেদী—
পূর্ণ পবিত্রতারূপ রত্ন সমুদ্ভিতে।
দেশ-কাল-পাত্র ভুলি, ভুলি ভেদাভেদ,
নারীর বিগ্রহ সেথা কর প্রতিষ্ঠিত
অন্নদা-বরদারূপে, হয়ে শুদ্ধ-চিত
দাও শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি। সর্ব্ব দৈন্য ক্লেদ
দূরে যাবে—দূরে যাবে সর্ব্ব অমঙ্গল,
হাতে হাতে পাবে গৃহী চতুর্ব্বর্গ ফল।

নানাকথা ।

স্যার গুরুদাস বালিকা-বিদ্যালয়—

গত ২৮শে এপ্রিল রবিবার কলিকাতা বাহিকেলডাঙ্গায় স্যার গুরুদাস ইনষ্টীটিউটে স্যার গুরুদাস বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় কলিকাতার বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রায়বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়, বালিকাদের স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি সকলই মনোরম হইয়াছিল। প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী ইঁহারা দুইজন কর্ম্মকুশলা মহিলা, অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদের সহায়তায় ও ইঁহাদের চেষ্টা-যত্নে বিদ্যালয়টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে পরিচালিত হইতেছে। আমরা এই বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতির কামনা করিতেছি।

ঢাকা দীপালি সঙ্ঘ—

ঢাকা দীপালি সঙ্ঘ পূর্ব্ববঙ্গের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা প্রতিষ্ঠান। ছয় বৎসর যাবৎ এই সঙ্ঘ ঢাকার বহু জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইঁহাদের উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন পল্লীতে চারিটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা বর্ত্তমানে মোট ২০০জন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মুসলমান, সর্ব্বজাতির বালিকাই আছে। মহিলা-সভ্যগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত একফালীন দান ও সভ্যের মাসিক চাঁদা হইতেই বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হয়। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে অনেকেই বিনা বেতনে এবং কেহ বা নামমাত্র বেতনে কার্য্য করেন। দেশের দিকে দিকে এই প্রকার মাতৃজাতির কল্যাণজনক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দিন আসিয়াছে। ঢাকা দীপালি সঙ্ঘের মহিলা-কর্ম্মীদের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

রিষড়ায় মহিলা-সভা—

গত ২৯শে এপ্রিল হুগলী-জেলার রিষড়া গ্রামে একটি মহিলা-সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীযুক্তা লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী, প্রতিভা সেন প্রভৃতি মহিলাগণ এই সভায় নারীকল্যাণজনক নানা বিষয় আলোচনা করেন, কয়েকটি আবশ্যকীয় প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হয়।

জেনেভা অভিমুখে কমলা দেবী—

আন্তর্জ্জাতিক নারী শিক্ষা সম্মিলন ও ভারতীয় নারী সমিতিতে যোগদান করিবার জন্য শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় "ডাইরেক্টর অব ইণ্ডিয়া" নামক জাহাজে জেনেভা যাত্রা করিতেছেন। জেনেভায় তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে তিনি ডেনমার্ক যাইবেন এবং তথা হইতে লণ্ডন যাত্রা করিবেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ভগবান ইঁহার যাত্রা শুভযুক্ত করুন।

মহিলার আইন ব্যবসায়—

শ্রীমতী বি. আনন্দ বাই নাম্নী এক ব্রাহ্মণ কুমারী মাদ্রাজ হাইকোর্টের এডভোকেট হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীমতী কেশবাস নামে আর একজন কুমারী মাদ্রাজ হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। মাদ্রাজ স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে সকলই অগ্রসর হইতেছে—ইহা বিশেষ আনন্দের কথা।

বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা—

অঙ্গের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র ছাত্রীগণকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইবে, ইহা সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। অঙ্গের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এ সম্বন্ধে কার্য্য তালিকা নির্দ্ধারণের জন্য এক কমিটি গঠন করিয়াছেন। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন পুরুষ এবং স্ত্রীলোক লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—তৃতীয় শ্রেণী হইতে সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করা হইবে এবং হিন্দী ও বাঙ্গালা দুই রকম গান শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক গানের তালিকা তৈয়ারি হইতেছে। শীঘ্রই কার্য্যারম্ভ হইবে। নির্দ্দোষ ভাবে সঙ্গীত চর্চ্চায় প্রচুর আনন্দ আছে। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের এই আয়োজনে বিদ্যালয়ের সভাসভাই আনন্দ-মন্দিরে পরিণত হউক।

স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে সহায়তা—

কলিকাতা প্যারীচরণ বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচহাজার টাকা ঋণ ছিল। এডভোকেট জেনারেল মিঃ এন্. এন্. সরকার এই ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াছেন। বালিকা-বিদ্যালয়টী তাঁহার পিতামহ পরলোকগত প্যারীচরণ সরকারের নামে প্রতিষ্ঠিত। দাতা দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ।

নিজামের দান—

হায়দরাবাদের মহারাজ নিজাম বাহাদুর হায়দরাবাদ রাজ্যের শিক্ষোন্নতির জন্য এক কোটী টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা দ্বারা শিক্ষার উন্নতি সাধনে ও হায়দরাবাদের বিশেষ বিশেষ স্থানীয় শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা কার্য্যে ব্যয় করা হইবে। ভারতের অন্যান্য ধনী ও বড় বড় জমীদারগণ যদি হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, তবে দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে।

দোকানের খাবার—

কলিকাতা সহরের দরিদ্র লোকদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য দোকানে দোকানে অল্প মূল্যে চা ও খাবার বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। অল্প দামের খাবার বলিয়া এই চা বা খাবার কি ভাবে প্রস্তুত হয়, তদ্বিষয়ে ক্রেতারা কোনই অনুসন্ধান করে না। তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়। ঐ খাবার খাইবার ফলে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যহানির কথা ভাবিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। দুঃখের বিষয় খারাপতেলবিশিষ্ট ঘুড়ি চিড়া প্রভৃতি খাবার এতদ্দেশীয়। উহাই বলিয়া ঘোষণা করিলেও আমাদের দেশের লোকে দোকানের খাবার ছাড়া অন্য খাবার খাইতে সম্মত হয় না। শুধু কলিকাতা কেন, বাংলার সর্ব্বত্র খাবারের নমুনা শিল্প মনুষ্য দেহে নানাপ্রকার বিষ সঞ্চারিত হইতেছে। এবিষয়ে প্রত্যেক স্থানেরই স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। দেশবাসীরও এবিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। নিজেরা এই সব কুখাদ্য গ্রহণ ত করিবেনই না, ছেলেমেয়েরাও যাহাতে ব্যবহার না করে, তদ্বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে সচেষ্ট হউন।

সহরে যক্ষ্মার প্রকোপ—

আজকাল কলিকাতা সহরে প্রতি দশ লক্ষ লোকের মধ্যে ৩ হাজার জন যক্ষ্মা রোগে মরিতেছে। আর বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, যেখানে মরিতেছে একজন, সেখানে ভুগিতেছে দশজন। কলিকাতার অন্যূন চল্লিশ হাজার লোকের যক্ষ্মার জন্য উপযুক্তরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন। নিত্য এই ব্যাধির প্রকোপ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। অতিজ্ঞ ডাক্তারদের মত—এই দুষ্ট ব্যাধিকে দমন করিতে হইলে শুধু কলিকাতা সহরেই অন্ততঃ পক্ষে ৮টি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবাস এবং ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। গত জানুয়ারী মাসে কলিকাতার এই রোগের চিকিৎসার জন্য একটী মাত্র ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যূন আরও এইরূপ দশটি ঔষধালয় এখনই প্রয়োজন। বাগবাজারে একটি যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস আছে; তাহাতে শয্যা আছে মাত্র আট জনের। ডাক্তার ঘোষিন বলিয়াছেন,—"কলিকাতার ন্যায় সহরে বসন্তের মধ্যেই যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব বেশী। ১৫ বৎসর বয়স হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিরাই ইহাতে বেশী মরে। খাদ্যের ভেজাল প্রভৃতিই ইহার বিশেষ কারণ।" তাহাদের আহার, অবস্থান, ব্যায়াম এবং অন্যান্য অন্যান্য সম্বন্ধেও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। নতুবা দেশের ফলে অবশ্যম্ভাবী।

গ্রামের ডাক—

পরীক্ষার পর এবং গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবসর সময় একবার গ্রামের দিকে তাকাও।

১। বাংলাদেশে—৮১৫২৭টী গ্রাম, সহরের সংখ্যা—১৩৭টী।

২। বাংলাদেশে শতকরা ৯৪ জন গ্রামে এবং ৬ জন মাত্র সহরে থাকে।

৩। বাংলাদেশে প্রতিবৎসর ৩ লাখ শিশু মারা যায়; তার মধ্যে গ্রামে ২ লাখ ৮২ হাজার, আর সহরে মাত্র ১৮ হাজার।

৪। বাংলাদেশে গ্রামে পড়ে শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র ৪ জন, সহরে মাত্র ১৫ জন।

৫। প্রতিবৎসর বাংলার গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ায় মারা যায় ৭ লাখ, কলেরায় ৭২ হাজার; বসন্তে ১০ হাজার।

৬। বাংলাদেশে ৯৭৭টী ডাক্তারখানা আছে, তার মধ্যে বেসরকারী ৮৭০টী; সরকারী, সাধারণের জন্য—৩২টী; বিশেষ ৫৫টী। গ্রাম ৯০ হাজার গ্রামের জন্য একটীও সরকারী ডাক্তারখানা নাই।

৭। বিগত ২০ বৎসরে বাংলার ৯০ হাজার গ্রামের মধ্যে ৭৫ হাজার গ্রামেই ঘরে লোক সংখ্যা হাজারকরা ৩১ জন কমেছে।

৮। চৈত্র বৈশাখ মাসে বাংলার অধিকাংশ গ্রামেই অত্যন্ত জলকষ্ট দেখা দেয়। জীব জন্তু পানীয় জলের অভাবে ছটফট করে। মানুষ বর্ণনাতীত কষ্টে কালাতিপাত করে।

দেখছ ত গ্রামের দুর্দ্দশা! গ্রামের দিকে তাকাও! এই দুর্দীর্ঘ দুটীতে বিপন্ন গ্রাম গুলির দিকে তাকাও! ছাত্রদল, যুবক দল সঙ্ঘবদ্ধ হও। গ্রামগুলিকে নূতন জাতীয়তার মন্ত্রে তোল।

(দেশবন্ধু পল্লীসেবাশ্রম সমিতি)

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক ১৭ নং রামনাথ বসু লেন, বিদ্যোদয় প্রেসে মুদ্রিত এবং ২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আভা
ক্যাষ্টর অয়েল

আপনাদের

শুভ

নববর্ষের

অভিবাদন

জানাচ্ছে

তরুণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

পোষ্ট বক্স—২১২, কলিকাতা।

পুনশ্চঃ—নতুন বছরে প্রিয়জনকে ও বান্ধবীকে বাজে জিনিসের বদলে এক শিশি "আভা ক্যাষ্টর অয়েল" উপহার দিন। চুলের পক্ষে সব রকমে উপকারী।

কথাসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্রিকা

কালি-কলম

ভাবে ও সুরে—গল্পে ও কবিতায়—প্রবন্ধে ও উপন্যাসে অনুপম

সডাক বার্ষিক ৩৷৷০ প্রতি সংখ্যা (নগদ) ।০

—ভালো ভালো উপন্যাস—

—হেমচন্দ্র বক্সীর—
মৃণাল ১৷৷০

—প্রেমেন্দ্র মিত্রের—
পাঁক
১৸০

—দীনেশরঞ্জন দাসের—
মাটির নেশা ১।০
ভুঁই-চাঁপা ১।০

তরুণ-লেখক শিরোমণি
—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের—
জোয়ার-ভাঁটা ২৷০
অতসী ১৸০ হাসি ১।০ ষোল-আনা ১৸০
নিহারিকা ওরাচ্ কোম্পানি ১।০
মাটির ঘর ২৲ লক্ষ্মী ৸০ বাংলার মেয়ে ২৲
মহাযুদ্ধের ইতিহাস ২৷৷০

—হেমেন্দ্রলাল রায়ের—
ঝড়ের দোলা ১৸০

—নিরুপমা দেবীর—
দেবত্র
৩৲

—যতীন্দ্রমোহন সিংহের—
উড়িষ্যার চিত্র ২৲

—জগদীশ গুপ্তের—
বিনোদিনী ১৲

এ মাসেই কথাশিল্পি
—মণীন্দ্রলাল বসুর—
রক্তকমল ১৷৷/০
সোনার হরিণ ১৷৷/০
মায়াপুরী ১।০
—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্য সেনগুপ্তের—
বাঁকা-লেখা ২৲

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের
অমর উপন্যাস
ভারতের মহত্তম
আনন্দমঠ ২৲
(সচিত্র ১১শ সংস্করণ)
—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের—
চিত্রবহা
(বহুল আলোড়িত ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত)
৪১৬ পৃষ্ঠা—দাম ২৸০

—নীলা দেবীর—
ধ্রুবা ২৲
রূপহীনার রূপ ২৲
—অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত—
জমা-খরচ ১৷৷০
স্ত্রী ১।০

পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
বরদা এজেন্সী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের পৃষ্ঠপোষিত, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইস-চেয়ারম্যান ও
ডেপুটি চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক প্রশংসিত—

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

সরেস পরজা ঘৃতের খাবার তৈরী করা হয়। বসিয়া খাইবার এমন স্থান, আসন, আদর, যত্ন কলিকাতায় বিরল ; অর্ডার অতি যত্নে সরবরাহ করা হয়। ন্যায্য মূল্য, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—শ্রীমাণি মার্কেট ; সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম্-এ সম্পাদিত

দী পি কা

সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিক-পত্রিকা

বৈশাখ হইতে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বঙ্গের প্রথিতযশা সাহিত্যিকবৃন্দ 'দীপিকা'য় নিয়মিতভাবে লিখিতেছেন। প্রচুর গল্প ও কবিতা এবং ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদিতে 'দীপিকা'র পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা মাত্র—নমুনার দাম সাড়ে চার আনা। পুস্তক ও উত্তমবঙ্গের গৃহে গৃহে পত্রিকার বিবরণ পৌঁছাইতে হইলে 'দীপিকা'য় বিজ্ঞাপন দিন্। চিঠিপত্র নিম্নঠিকানায় লিখুন—

কর্ম্মকর্ত্তা—শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

ইন্দ্রাণী বটিকা

যত দিনের পুরাতন এবং যে কোন প্রকার মেহ, প্রমেহ, হউক না কেন, ২১ দিনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। স্ত্রীরোগের ইন্দ্রাণী বটিকা বিশেষ উপকারী।—বাধক, প্রদর, রক্ত বিকৃতি, বন্ধ্যা দোষ প্রভৃতি উপসর্গ ১ কৌটা সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ৪২ বটিকা পূর্ণ এক কৌটা ২১ দিনের উপযোগী মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কল্যাণী পাউডার

কল্যাণী পাউডার—অম্ল, অজীর্ণ বা ডিসপেপসিয়া রোগের এক মাত্র প্রতিষেধক। এক মাত্রা সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই উপকার বুঝিবেন। যত দিনেরই পুরাতন ডিসপেপসিয়া হউক না কেন এক মাস নিয়মিত সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেন। মূল্য ছোট শিশি ৵১০ পয়সা, মাঝারি শিশি ৷৵০ আনা, বড় শিশি ৷৹ আনা।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়
পোঃ—মাটিয়ারী, জেলা নদীয়া।
এজেন্ট—এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ বঙ্কিম সেন।
দি গ্রাণ্ড ষ্টোরস্, ৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মহিলা-কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের নিম্নলিখিত

গ্রন্থ সকল

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে এবং ৪২এ, হাজরা রোড, বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত এম, রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। আলো ও ছায়া ১৸০, ২। মাল্য ও নির্ম্মাল্য ১৸০,
৩। পৌরাণিকী ১৲, ৫। অশোক সঙ্গীত ৷৷০

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাঙ্গালা ভাষায় কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্র।
এবার নূতন বেশে নূতন ভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা নূতন তথ্যে পূর্ণ হইয়া বৃহদাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

সম্পাদক—শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।

ব্যবসা ও বাণিজ্যে কি কি থাকে?

১। দেশ বিদেশের কৃষি শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ এবং সংবাদ। ২। প্রতি মাসে কৃষির মাসিক ডায়েরী অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে কি কি কৃষি আরম্ভ করিতে হইবে তাহার সারক লিপি। ৩। দেশ বিদেশের কাজ কারবার সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রয়োজনীয় সংবাদ ও প্রবন্ধ। ৪। যাঁহারা কাজ-কারবার করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের সচিত্র জীবনী। ৫। পাটবাজারে কিরূপ ভেজাল চলিতেছে তাহার রহস্য জ্ঞাপন। ৬। নানারূপ জাল জুয়াচুরীর রহস্য উদ্ঘাটন। ৭। পত্রাবলী—গ্রাহকগণ যে সকল প্রশ্ন এবং সংবাদাদি জানিতে চাহিবেন তাহার সদুত্তর দান। ৮। সোণা, রূপা, ভূষিমাল, লোহা লক্কর ইত্যাদি বাজারের সমুদয় দ্রব্যের বাজার দর। ৯। কোম্পানীর কাগজ ও নানাবিধ সেয়ারের বাজার দর। ১০। ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী—অর্থাৎ কলিকাতা এবং অন্যান্য দেশের কোথায় কোন জিনিষ বেচা অথবা কেনা হয় তাহার বিশেষ বিবরণ এবং ক্রেতা বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা। ১১। জাপান, জার্ম্মানী, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে দুই চারি শত টাকা মূলধনে যে সকল ছোট ছোট কল লইয়া (Labour saving machineries) লোকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় তাহার সচিত্র বিবরণ। ১২। বিভিন্ন ব্যবসায়ের বিবরণ যথা—ব্যাঙ্কিং, জীবনবীমা, অগ্নিবীমা, সমুদ্র বীমা, আড়তদারী, অডিটিং বা হিসাব পরীক্ষা, চা, চিনি, পাট, কটকা ইত্যাদির বিবরণ। ১৩। নানারূপ দালালী। ১৪। ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত গল্প। ১৫। সচিত্র সামাজিক নক্সা প্রভৃতি। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যে কেহ সংবাদ বা প্রবন্ধ পাঠাইবেন তাহা প্রকাশযোগ্য হইলে সাদরে গৃহীত হইবে। ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাজে প্রবন্ধ নাই। প্রত্যেক প্রবন্ধেই কাজের কথা আলোচিত হয়। একবার সামান্য ৫।৵০ টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক হইয়া দেখুন; এত নূতন নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান পাইবেন যে তাহার একটীর মূলেই বহু সহস্র টাকা। ব্যবসা ও বাণিজ্যের আকার প্রবাসী ও ভারতবর্ষের ন্যায় এবং প্রতিমাসে ইহাতে অন্যূন একশত পৃষ্ঠায় প্রবন্ধাদি থাকে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৫।৵০, নমুনার মূল্য ।০ আনা, ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য ৫।৵০ এবং নমুনার মূল্য ৶০ আনা লাগে।

ফোন—
কল্—৩৩৫৫

ম্যানেজার—ব্যবসা ও বাণিজ্য,
৯৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

আয়ুর্ব্বেদ, আর্য্য-চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। অগ্রহায়ণে তৃতীয় বর্ষে পড়িয়াছে। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক, আয়ুর্ব্বেদের সেই প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ কবিরঞ্জন ইহার সম্পাদক। দেশের প্রথিতযশা কবিরাজ ও ডাক্তারগণ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। বার্ষিক মূল্য ৩।৵০, নমুনা সংখ্যা ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
ম্যানেজার, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ২নং পদ্মনাথ লেন, কলিকাতা।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

গল্প উপন্যাসের কল্পতরু, বিখ্যাত লেখকবৃন্দের জ্ঞানগর্ভ রচনা অলঙ্কৃতা

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ফাল্গুনে ২৬শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে!

(১) বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ ধার্য্য করা হইয়াছে।

(২) এই বর্ষে তিনখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে, তা ছাড়া গল্প প্রবন্ধ ত আছেই।

(৩) নূতন লেখককে উৎসাহ দিয়া নূতন লেখক তৈয়ারী করা অর্চ্চনার ২৫ বৎসরের সাধনা।

(৪) আজই গ্রাহক হউন। এ বর্ষে বিক্রয়াধিক্যে বেশী গ্রাহক লইতে পারিব না।

(৫) নমুনার মূল্য ৵১০ ডাক টিকিট।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—কর্ম্মকর্ত্তা, অর্চ্চনা

পোঃ অর্চ্চনা, কলিকাতা।

কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

'কৃষক' ☞ মাসিক পত্রিকা ☜ 'কৃষক'

গত ২৭ বৎসর হইতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বাগানের কার্য্য, চাষের কার্য্য ইত্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে কৃষকের গ্রাহক হওয়া একান্ত আবশ্যক। বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ৩৵০ আনা মাত্র

কৃষক কার্য্যালয়—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—তাজা বীজ — আসল গাছ — কৃষি পুস্তক—

বাগানের সর্ব্ববিধ গাছ, চারা ইত্যাদি এবং সস্তা চাষের জন্য সর্ব্বপ্রকার বীজ সুবিধা দরে পাইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়। আমরা আজ ৩০ বৎসর যাবৎ বাঙ্গলা সর্ব্বত্র বীজ সরবরাহ করিয়া আসিতেছি।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

"নব আনন্দে জাগা আজি নব রূপে-কিরণে!"

"স্বাস্থ্য-সমাচার" "Health & Happiness," "স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা"র ভূতপূর্ব্ব সহঃ সম্পাদক

শ্রীযুত নৃপেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্র **জীবনের আলো** ও সমালোচনী

অপরূপ সাজ সজ্জা, অভিনব পরিকল্পনায়, অদৃষ্টপূর্ব্ব বর্ণসুষমায় সজ্জিত হইয়া, নব জ্ঞান, নব সত্তা, নব আনন্দের বারতা লইয়া বৈশাখ হইতে উন্মেষিত হইতেছে।

স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, দাম্পত্য জীবন, শক্তি চর্চ্চা, বীরগণের জীবনী ও আত্ম-চরিত, শিশু-কল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল, পল্লী-উন্নতি, স্ত্রী-শিক্ষা, অন্ন সুলভনে ব্যবস্থা, উচ্চ শিল্প, কৃষি, গো-পালন, ধনিক ও শ্রমিক সমস্যা, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত সর্ব্বপ্রকারের সহজ চিকিৎসা, পৃথিবীর সকলদেশের সর্ব্বকালীন্ রাজনীতি, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও নানা শাখার ভাবোদ্দীপক সাহিত্যের আলোচনা ইহাতে প্রধানতঃ স্থান পাইয়া থাকে। তা' ছাড়া প্রতি মাসে একটি কবিতা ছোট গল্প ও দুই একটী মনোজ্ঞ কবিতা থাকে। প্রতি মাসে অন্ততঃ ৫ খানি ছবি থাকে।

কাপ্তেন শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাপ্তেন শ্রীযুত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ডাঃ শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুত সত্যচরণ রায়, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী রায়, প্রফেসর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ডাক্তার শ্রীযুত সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ শ্রীযুত যদুনাথ গাঙ্গুলি, রায় ডাঃ শ্রীযুত চুণীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ শ্রীযুত সমেন্দ্রচন্দ্র রায়, ডাঃ শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার দাস প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ লেখকগণ ইহাতে লিখিতেছেন।

প্রতি মাসে ৬৪ পৃষ্ঠা করিয়া পাঠ্য বিষয় থাকে। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৶০ মাত্র; মফঃস্বলের লাইব্রেরী সমূহ মাত্র ২৲ টাকায় পাইবেন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইতেছে, শীঘ্র গ্রাহক হউন।

"জীবনের আলো" কর্ণ-কুটির ২৬নং বটতলা রোড্ (নারিকেলডাঙ্গা), কলিকাতা।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত পুস্তক

পতিব্রতা—(তৃতীয়াঙ্ক নাটক), সতীত্ব গৌরব-চিত্র—নাট্যকলার চূড়ান্ত পরিচয় লইয়া ফুটিয়াছে। সতী ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী। সুন্দর বাঁধাই; মূল্য ১৲ টাকা।

নারীমঙ্গল—নবধর্ম্মে দীক্ষিত নারী পুরুষ কি ভাবে আদর্শ সমাজ গঠন করিতে পারে, তাহারই পরিচয় লেখক সাধ্যমত স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। মূল্য ।৶০ আনা।

চণ্ডীদাস—(পঞ্চাঙ্ক নাটক), বাংলার প্রেমের কবি, সিদ্ধ সাধক চণ্ডীদাসের জীবন সাধনের অপূর্ব্ব সহজ বিশ্লেষণ। মূল্য ১৷৹ টাকা।

উদ্বোধন—স্ত্রী-চরিত্র বিহীন পঞ্চাঙ্ক নাটক। মূল্য ১৲ টাকা।

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—প্রায় পঞ্চাশখানি চিত্রে সুশোভিত। মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

অন্যান্য গ্রন্থ তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস

২৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট মাত্র ৭টী ঔষধ মূল্য ৪৲

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
রুম নং ২১, থার্ড ফ্লোর, কলিকাতা।

মিস্ মেয়োর "মাদার ইণ্ডিয়া" পড়িতে ইচ্ছা হয় না কি?

"মাদার ইণ্ডিয়া"র প্রথম বাংলা সমালোচনা আপনাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবে।
বিদেশীর হস্তে ভারতের মাতৃজাতি কি ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন
একবার পড়িয়া দেখুন।
মূল্য ৵০ আনা। ৵১০ র ডাকটিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়াই পাইবেন।
প্রাপ্তিস্থান—
মাতৃমন্দির কার্য্যালয়।
১০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবাসিত তিল তৈল রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

রুমালের জন্য
মন্দার
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

বারণা

সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যালয়—১৪ নং পাগারবাজার রোড্, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

বাংলার আধুনিক সাহিত্যের ভাবধারার পরিচয় পাইতে হইলে আজই গ্রাহক হউন।

ঔপন্যাসিক-সম্রাট শরৎচন্দ্রের জীবনের অপরূপ ঘটনাবলী বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

বাণীর নবীন পূজারীগণকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৸০ (এক টাকা বার আনা মাত্র)

ECONOMIC JEWELLERY WORKS
ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্

200, Cornwallis St. ২০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

: সুলভে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারের খ্যাতনামা কারখানা :—

Awarded Certificate of Honour with Medal by the British Empire Exhibition, London, 1924 & 25

বিল্ ফ্রে বিশুদ্ধ ও কারিগরিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর অলঙ্কারের জন্য এবারে অধিকতর উন্নতরূপে প্রস্তুত হইতেছে।

একজিবিশন শাঁখা এনগ্রেভ—গিনি সোনার পুরু পাতে ইমেলো ষ্টোনের শাঁখার উপর মোড়া।

নূতন মেশিনে, নূতন ধরণে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সোনায় প্রস্তুত। বহু বৎসর ব্যবহার চলিবে। দু হাতে দু খানা মাত্র আবশ্যক হয়। এই একজিবিশন শাঁখা কল্য হইতে মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার। বিশেষ সমাদরে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে।
প্রমাণ প্রতি জোড়া—২০৲ (১০ গিনি সোনা ১০৲, শাঁখা ৩৲, মজুরী ৭৲)
বালিকা সাইজ—১৬৲ (৮৲ গিনি সোনা ৮৲০, শাঁখা ৩৲, মজুরী ৫৲)
শিশু সাইজ—১৪৲ (৬৲ গিনি সোনা ৬৲, শাঁখা ২৷৷০, মজুরী ৬৲)।

একজিবিশন চুড়ী এনগ্রেভ—গিনি সোনার পুরু পাতে ইমেলো ষ্টোনের উপর মোড়া। দু হাতে দু খানা অথবা দু'খানার সেট ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারে ঠিক বিলাতী টাকার চুড়ীর মত কাজ দিবে।

প্রমাণ প্রতি জোড়া—১৬৲০ (৮৲ গিনি সোনা ৭৲০, ষ্টোন ৩৲, মজুরী ৬৲)
বালিকা সাইজ—১৩৲০ (৬৲ গিনি সোনা ৬৲, ষ্টোন ২৷৷০, মজুরী ৫৲)
শিশু সাইজ—১১৲০ (৫৲ গিনি সোনা ৫৲, ষ্টোন ২৷৷০ মজুরী ৪৲)
প্রমাণ—তিন জোড় একত্রে দুই খানা বেঙ্গল সেট চুড়ী ৪২৲০ টাকা।

একজিবিশন শাঁখা গ্রেন—গিনি সোনার পাতে ইমেলো ষ্টোনের শাঁখার উপর মোড়া। প্রমাণ জোড়া—১০।০, বালিকা সাইজ—৮৷৷০, শিশু সাইজ—৭৷৷০

একজিবিশন শাঁখা—গ্রেন, সরু—ঠিক ঐ মত গুণবিশিষ্ট।
প্রমাণ—৮।০, বালিকা সাইজ—৬।০, শিশু সাইজ—৩।৵০।

বীণাপাণি শাঁখা—শুভ্র হস্তী-দন্তের উপর গিনি সোনার মোড়া; সমস্ত শিল্পিত সমাজে সুপরিচিত।

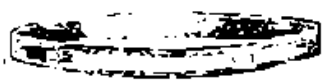

প্রমাণ প্রতি জোড়া—১০৲, বালিকা সাইজ—৯৲, শিশু সাইজ—৮৲।

বীণাপাণি শাঁখা—সরু, শুভ্র হস্তী-দন্তের শাঁখার উপর গিনি সোনার মোড়া; প্রমাণ প্রতি জোড়া—৯৲, বালিকা সাইজ—৮৲, শিশু সাইজ—৭৲

হস্তীদন্তের বালা—গিনি সোনার পাতে মোড়া এনগ্রেভড পল-পেঁচ বালা—

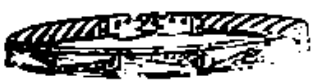

প্রমাণ—২০৲, বালিকা—১৭৲।

তার-পেঁচ বালা—

প্রমাণ—১৩৲, বালিকা—১২৲।

কল্যাণী চিরুণী

মহিষ-শৃঙ্গের ফ্রেমের উপর গিনি সোনার পালিশ পাতে মোড়া, চমৎকার এনগ্রেভ করা।
১১ দাঁড়া—১৩৲ টাকা
১০ দাঁড়া—১১।০ টাকা
৯ দাঁড়া—৯৷৷০ টাকা

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনার মোড়া।
প্রমাণ—৮৷০, বালিকা সাইজ—৬।০, শিশু সাইজ—৪৲।
গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—সরু, বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনার মোড়া
প্রমাণ—৬৷৵০, বালিকা সাইজ—৪৲, শিশু সাইজ—৩।০

সেপ্‌টিপিন্—সোনার উপর চুণী ও মুক্তা সেট করা।

২ ইঞ্চি—১৩৲
১৷৷০ ইঞ্চি—১৫৲
১৷৷০ ইঞ্চি—১২৲

সমস্ত অলঙ্কারই গিনিসোনার প্রস্তুত এবং প্রত্যেক জিনিষের সঙ্গে সেবের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। শাঁখার ভিতরের মাপ চাই। বহুবারের জন্য প্রমাণ মাপের শাঁখা লইলেই ঠিক হইবে। বালিকাদের জন্য সন্দেহ উল্লেখ করিবেন। পত্র লিখিলেই ডিঃ পিতে মাল পাঠান হয়।

অলঙ্কারের
নূতন মূল্যতালিকা চাহিলেই পাঠান হয়

স্বত্বাধিকারী
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী (মাতৃমন্দির-সম্পাদক)

জাতীয় মঙ্গলকামীদিগের কয়েকখানি পুস্তক

পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বয়ং পাঠ করুন এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে পাঠে উৎসাহ দিন।

১। সংযমসাধনা বা বীর্য্যরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় ॥০ আনা।
২। সরল ব্রহ্মচর্য্য—৶০ আনা।
৩। বিধবার জীবন যজ্ঞ—৷৶০ আনা।
৪। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য—১৲ টাকা।
৫। আপনার জন—৷৶০ আনা।
৬। কর্ম্মের পথে—/১০ পয়সা।
৭। পথের সাথী—/১০ পয়সা।
৮। পথের প্রদীপ—/১০ পয়সা।
৯। পথের সন্ধান—/১০ পয়সা।
১০। পথের সঞ্চয়—/১০ পয়সা।
১১। প্রবুদ্ধ যৌবন—/১০ পয়সা।
১২। সাধকের বাণী—/১০ পয়সা।
১৩। ব্রহ্মচারীর দিনলিপি—।০ আনা।
১৪। স্বামীজির পত্র—৷৶০ আনা।

ছোট বালকের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে; ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং

গিরগাঁও, বোম্বাই।

মাতৃমন্দিরের নিয়মাবলী

গ্রাহক-গ্রাহিকা—

বৈশাখে বর্ষ আরম্ভ হইয়া মাতৃমন্দির প্রতি বাংলা মাসের প্রথম দিনে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। যে কোন মাস হইতে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। মাতৃমন্দিরের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ডাকমাশুল সহ তিন টাকা। ভি:পি:তে ৩৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা চারি আনা। দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুরাতন সংখ্যা নমুনা পাঠান হয়। গ্রাহকগণ চিঠিপত্র লিখিতে নিজ নম্বর উল্লেখ করিবেন এবং পত্রের উত্তরের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকেট পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানান আবশ্যক।

লেখক-লেখিকা—

এই পত্রিকায় মহিলাদিগের কল্যাণকর নানা বিষয় প্রকাশার্থে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ ও সংবাদাদি খুব ছোট ও সরল ভাষায় হওয়া আবশ্যক। মহিলাদিগের মধ্যে কেহ কোথায়ও শিক্ষা, অর্থকরী শিল্প প্রভৃতির উন্নতি দেখাইলে সে সম্বন্ধীয় সংবাদ আমরা মাতৃমন্দিরে পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। নারীর অভাব অভিযোগ সম্বন্ধীয় সংবাদ পাঠাইলে সাদরে প্রকাশিত হইবে। নূতন লেখিকাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করা হয়। প্রবন্ধ পরিষ্কার এবং ফাঁক ফাঁক করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। প্রত্যেক বিষয়ে লেখক-লেখিকার পূর্ণ নাম-ধাম থাকা আবশ্যক। প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি

মাতৃমন্দির বাংলার অধিকাংশ ধনী ও শিক্ষিত গৃহস্থের অন্তঃপুর মহলে সমাদরে পঠিত ও সযত্নে রক্ষিত হয়। এই সকল অন্তঃপুর মহলের পরামর্শ মতেই কর্ত্তারা গৃহস্থালীর আবশ্যক জিনিষপত্র খরিদ করিয়া থাকেন—তাই মাতৃমন্দিরের বিজ্ঞাপনে ব্যবসায়ীগণ লাভবান হইতেছেন।

বিজ্ঞাপনের মাসিক হার—

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	১৮৲	কভার ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা	২৮৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০৲	কভার ৪র্থ পৃষ্ঠা	৪০৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৬৲	বিজ্ঞাপনের মুখপাত	২২৲
সূচীর অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲	লেখার মুখপাত	২২৲
সূচীর সিকি পৃষ্ঠা	৮৲	লেখার শেষ	২২৲

স্থায়ী বিজ্ঞাপনদাতাগণ পত্র লিখিয়া ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক বন্দোবস্ত করুন। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে সিকি টাকা কমিশন পাইবেন। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলে বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

মাতৃমন্দিরের গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষার্থে বিজ্ঞাপন গ্রহণ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—মাতৃমন্দির; ২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী।

দার্জ্জিলিং ও কলিম্পং (ভ্রমণকাহিনী)
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ২৭

মৎস্যের গুণাগুণ (প্রবন্ধ)
অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা ১০৩

প্রায়শ্চিত্ত (উপন্যাস)
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ১০৭

শিশুর খাদ্য (প্রবন্ধ)
শ্রীকৃষ্ণেন্দুকুমার পাল, এম্-এস্-সি, এন্-বি ১১৯

"বুকের মাণিক নহো এরা তুচ্ছ নে" (কবিতা)
শ্রীবিকাশ দত্ত ১১৪

ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান (প্রবন্ধ)
শ্রীঅনিলকুমার বসু ১১৫

প্রতাপাদিত্যের জীবন-স্বপ্ন (কবিতা)
শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা ১১৬

মায়ের কোলে (গল্প)
শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী ১১৭

নবযুগের নারী (পত্র)
স্বামী স্বরূপানন্দ ১১৯

সরলন ১২২

নারীর কথা (প্রবন্ধ)
শ্রীমাখনলাল সমাদ্দার, বি-এ ১২৫

কাহার অপরাধ (কবিতা)
শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৮

GRAMOPHONE SERVICE !!

২০ বৎসর পূর্ব্বেকার মত আর গ্রামোফোনে নাকি সুরে গান শুনতে হবে না।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের গ্রামোফোনেরও

যথেষ্ট উন্নতি করা হয়েছে, যাতে আমাদের দোকানের গ্রামোফোন শুনলে মনে হবে গায়ক বা গায়িকা আপনার পাশে বসেই গাইছে। কলগুলি যেমন সুস্বরযুক্ত তেমনই মজবুত ও সুশ্রী। দামেও সুলভ, ৪৩৲ টাকা হইতে ৬৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

দরকার হ'লে আমরা আপনার বাড়ীতেও গ্রামোফোন ও রেকর্ড পছন্দ করিয়ে আনতে পারি।

টেলিগ্রাম
Chandiflut
ফোন নং কলিঃ ৫৩৭৫

এন্,বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স

গ্রামোফোন ও বাদ্যযন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত দোকান
মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস
১সি বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেডিও বিভাগ
২১ নং চৌরঙ্গী
ফোন নং কলিঃ ৩৩৪৫

"নাটমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

সূচী।

ভুলের মাশুল (গল্প)
শ্রীমতী শান্তিলতা বসু ১২৯

বিজলী-বাতি (প্রবন্ধ)
শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন গুপ্ত ১৩৩

চিঠি (কাহিনী)
শ্রীমলিনাবালা নাগ চৌধুরী ১৩৭

নারী (কবিতা)
কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন, কবিরঞ্জন ১৩৯

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৯) ... ১৪০

ঐ আই-এস-সি পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৯) ... ১৪১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৯) ১৪১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৯) ১৪২

উপেক্ষিতার দান (কবিতা)
শ্রীগোপেশ্বর সাহা ১৪২

নানা কথা ... ১৪৩

দুঃখের অবসান

করিতে ইহা সক্ষম। পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ জগৎ বিখ্যাত। স্ত্রীলোকের সর্ব্ব ব্যাধি নিরাময়ে অদ্বিতীয়, সুস্থ শরীরে ব্যবহার করিলে ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, জরায়ুর দোষ, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি দূরীকরণে অব্যর্থ। ইহার মূল্য ১৲টাকা। নামটি হ'চ্ছে—"চন্দ্রপ্রভা বটিকা"

ইহার সহিত "মণিতৈল" ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক ঘূর্ণন, হাত পায়ের জ্বালা ইত্যাদি নিবারণ হয়। সুগন্ধেও অতুলনীয়। বাজারের অসার পদার্থ নহে। মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ও মুখের শ্রীবৃদ্ধি করিতে এমনটি নাই। শুধু বিজ্ঞাপন নহে, লিখনী ও কার্য্যে এক দেখিবেন। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। বিস্তারিত জানিতে হইলে ক্যাটালগের জন্য লিখুন।

আতঙ্ক-নিগ্রহ-ফার্ম্মেসী

২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এস, কেমিসের জগদ্বিখ্যাত, বহু প্রশংসিত

রয়েল ফোল্ডিং অর্গ্যান

ইহার সৌন্দর্য্য, গঠন দর্শনে ও গুরুগম্ভীর হৃদয়স্পর্শী প্রাণ মাতানো মধুর স্বর শ্রবণে সন্তপ্ত হৃদয়েও আনন্দ আনয়ন করে; —তাই ইহা সঙ্গীতপ্রিয় পুরুষ ও মহিলাগণ বহুকাল হইতে আনন্দের সহিত আদরে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। দুই সেট রীড, চার অক্টেভ ১৩৫৲ হইতে ১৪০৲ টাকা। ইহা ছাড়া নানা রকম বাদ্য যন্ত্র আমাদের নিকট পাওয়া যায়। বিনামূল্যে সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য অদ্যই পত্র লিখুন

কলিকাতা হারমোনিয়ম হল

এস, কেসিম এণ্ড কোং

৪২।৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

জাতীয় শিক্ষাই জাতির জীবন।

নদীয়া শান্তিপুরস্থিত "বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের" একবিংশ বার্ষিক পুরাণ পরীক্ষা অন্যান্য বারের ন্যায় আগামী ২৯শে ও ৩০শে আষাঢ় ১৩৩৬ সাল শনি ও রবিবার আদ্য পরীক্ষা, ৬ঠা ও ৭ই শ্রাবণ শনি ও রবিবার মধ্য পরীক্ষা, এবং ১০ই, ১১ই ও ১২ই শ্রাবণ শুক্র, শনি ও রবিবার উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ভারতবর্ষের যে কোনও স্থানের নরনারীই এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন। স্থানকল্পে ৪জন পরীক্ষার্থী হইলেই উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অধীনে পরীক্ষা-কেন্দ্রের অনুমোদন করা হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইবেন। উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ "পুরাণ-রত্ন" ছাত্রীগণ "ভারতী" উপাধি পাইবেন। এতদ্ভিন্ন আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় গুণানুসারে অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পারিতোষিক প্রদত্ত হয়। পরীক্ষা মাতৃভাষায় লিখিত ভাবে গৃহীত হয়, বর্ত্তমানে পরিষদের পরীক্ষা হিন্দী ও বঙ্গভাষায় গৃহীত হয়। পরীক্ষার পাঠ্য, আদ্য :—১ম পত্র—কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সমগ্র), কাশীদাসী মহাভারতের আদি ও বনপর্ব্ব; ২য় পত্র—উল্লিখিত পাঠ্য সম্বন্ধীয় রচনা। মধ্য :—১ম পত্র—কাশীদাসী মহাভারত (সমগ্র), চণ্ডী ও গীতার বঙ্গানুবাদ (সমগ্র); ২য় পত্র—শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, এম-এ ভাষাতত্ত্বরত্ন রচিত "বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা" এবং রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও চণ্ডী বিষয়ক রচনা। উপাধি :—১ম পত্র—বিষ্ণুপুরাণের বঙ্গানুবাদ (সমগ্র) ও গীতার মূল সম্পূর্ণ; ২য় পত্র—শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ, ৭ম, ও ১০ম স্কন্ধের রাসলীলা পর্য্যন্ত (বঙ্গানুবাদ) ও চণ্ডীর মূল সম্পূর্ণ; ৩য় পত্র—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ, চণ্ডী ইত্যাদি বিষয়ক রচনা; "বৈদিক ও পৌরাণিক আলোচনা" এবং নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রণীত নির্ম্মালা পুস্তক হইতে রচনা। সংস্কৃত ভাষায় অতিরিক্ত পত্র আছে, তাহার পরীক্ষা দেওয়া পরীক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন। পরীক্ষার ফি আদ্য ।০ আনা, মধ্য ১৲ টাকা, উপাধি ২৲ টাকা। বিশেষ বিবরণের জন্য /০ আনা টিকিট সহ পত্র লিখুন—

শ্রীসঙ্গীতকান্ত মৈত্র, এম-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ ও শ্রীঅমিতকুমার স্মৃতিরত্ন।

সম্পাদক, বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ, পোঃ শান্তিপুর (নদীয়া)

দেশভক্তি

জাতীয় উদ্বোধনের দিনে পুত্র কন্যাদের স্বদেশপ্রেমী করিবার জন্য ৺অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয়ের সিল্কে বাঁধাই দেশভক্তি বা আত্মোৎসর্গ উপহার দিউন। মানসী ও মর্ম্মবাণী বলেন "জননীরা তাঁহাদের শিশু পুত্রদের ভবিষ্যতে কিরূপ রাঙ্গা টুকটুকে বৌ হইবে এই ভবিষ্যদ্বাণী না করিয়া যদি এই সব কাহিনী শুনান তাহা হইলে এখনও জাতটা মানুষ হইতে পারে।" মাতৃমন্দিরের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের ডাক মাশুল লাগিবে না।

শ্রীমতী সরস্বতী

C/o. অধ্যাপক সমাদ্দার

'পাটলিপুত্র' বাঁকিপুর (পাটনা।)

হিন্দু-মিশন

হিন্দু-মিশন বুলেটিন—ইংরাজী মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা দেড় আনা।

হিন্দু-মিশন—বাংলা পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র।

হিন্দু-সম্প্রদায়ের সুপরিচিত মুখপত্র, সামাজিক এবং ধর্ম্ম জীবনে নূতন ভাব, নূতন আদর্শ এবং নূতন কর্ম্মস্রোতের উৎস হিন্দুমিশনের মুখপত্র। এই পত্রে ধর্ম্ম এবং সমাজ বিষয়ক বর্ত্তমান সমস্যাগুলি চিন্তাশীল লেখকগণের দ্বারা আলোচিত হইয়া থাকে।

দেশসেবক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ পালের নূতন গ্রন্থ—

হিন্দু ধর্ম্মের স্বরূপ

মূল্য ৵০ আনা মাত্র। ইহাতে মাতৃপূজা, পুরুষোত্তম, উপাসনা, বেদের পরিচয়, ঋগ্বেদে সোমদেব, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, গীতি কি নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মিতা রমণী ও হিন্দুসমাজ, জাতীয় আন্দোলনে আধ্যাত্মিকতা—এই আটটি সন্দর্ভ আছে। হিন্দুমাত্রের অবশ্য পাঠ্য।

অন্যান্য বই :—শ্রীঅরবিন্দের গীতা, ১ম খণ্ড ১৷০ সিকা, ২য় খণ্ড ২৷০ টাকা। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও হিন্দুসংগঠন (যন্ত্রস্থ) শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন প্রণীত—হিন্দু সংগঠন—১৲ টাকা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এল প্রণীত

মহাভারত মঞ্জরী, মূল্য ৷৵ আনা।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "প্রবাসী" বলেন—ইহাতে যে কি নাই, সমাজ শাসনের কি অনবলোকিত রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিতে কালক্ষেপ হইবে। • • • আমরা বলি 'যা নাই ভারতে তা' নাই ভারতে।' এখানে লেখিতেছি, 'যা নাই মহাভারতে, তা নাই ভারতে।' বস্তুতঃ অখণ্ড হিন্দুজাতির হিতার্থে অখণ্ড ভারতের মঙ্গলার্থে এই বই রচিত হইয়াছে।

মিশনের প্রকাশিত বই

গীতাসার	৷৵০ আনা	মুক্তি সাধনা	৷৵০ আনা
ভারতের জাতীয়তা	৷০ আনা	হিন্দু আচার ও স্তোত্রমালা	৵০ আনা
হিন্দুর পুনরুত্থান	৵০ আনা	বাঁচিবার পথ	৵০ আনা
		Ideas and Methods	**As 1**

হিন্দু-মিশন-বাণীমন্দির। ৭, বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিম্ন তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ স্বর্ণ-সিন্দূর

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আকোসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, কাশফোটন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, ঘন্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহাতে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে দূরিভূত হয়। ইহা আনন্দদায়ক রসায়ন।

স্বপ্নবিলাস

স্বপ্নদোষ, শুক্রমেহ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা রোগের মহৌষধ। স্বপ্নদোষের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। সপ্তাহ ১৲

আর ইন্‌জেক্‌সনের
প্রয়োজন নাই।

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর গবেষণার পর

অদ্ভুত ও অভাবনীয় আবিষ্কার

অল্লান্তক চূর্ণ—কুইনাইন-বর্জ্জিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পুরাতন জ্বর, কুইনাইন আটকান প্রভৃতি যাবতীয় জ্বর সাত দিন ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্য না হইলে তৎক্ষণাৎ মূল্য ফেরৎ দিব। অধিকন্তু ইহাতে প্লীহা ও যকৃত ঘটিত যাবতীয় ব্যাধি সমূলে নষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রকার জ্বরের এরূপ মহৌষধ ভারতে আর আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ২ আঃ শিশি ৷৶০, ৪ আঃ ৷৵০ আনা। কবিরাজ শ্রীফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত, বি, এ, (২২ বৎসরের অভিজ্ঞ) কবিরত্ন, কেমিষ্ট। কলিকাতা, আয়ুর্ব্বেদাশ্রম, ২০।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

সর্ব্বত্র এজেন্টস্ এবং ক্যানভাসারস্ আবশ্যক।

SHWAL REPAIRING HOUSE

আমাদের কারখানায় সকল রকম শাল, জামীয়ার, বেনারসী সাড়ী, গরম কোট-পাণ্ট, তসর, গরদ, টাঙ্গাইল ও শান্তিপুরে ধুতি-সাড়ী প্রভৃতি স্বল্পতে অল্প সময়ের মধ্যে রিপু, ধোলাই ও রং হইয়া থাকে। পুরাতন জিনিষ আমরা নূতনের মত করিয়া দিই। নূতন পরিচয়ের কিছুই নাই, সুবিদিত নামই একমাত্র পরিচয়।

অন্ততঃ একবারের জন্য পরীক্ষা করিতে সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিতেছি।

এফ, এম, এণ্ড সন্স

৬৪।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে)

বিশুদ্ধ গণনা কার্য্যালয়

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পত্রিকার সংশোধক, বেদাঙ্গ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক

পণ্ডিত—শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ

বিশুদ্ধভাবে হিন্দী, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় কোষ্ঠী ঠিকুজী প্রস্তুত ও বিচার, যোটক বিচার, হস্তরেখা দৃষ্ট ফলাফল নির্ণয় করিয়া দিতেছেন। মাতৃমঙ্গল কবচ, বংশরক্ষা কবচ, নবগ্রহ কবচ, শ্রীকবচ, শনি কবচ প্রভৃতি পুরশ্চরণ করিয়া দেন।

প্রতিকা রোগে মাতৃমঙ্গল কবচ, মৃতবৎসা দোষে বংশরক্ষা কবচ অব্যর্থ।

প্রাপ্তিস্থান—অধ্যাপক ভবন

৯৭।৩ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাক্তার এ, টি, দত্তের পেটেণ্ট পথ্য ও গ্রন্থ

পেটেণ্ট বার্লি— মূল্য ।৹ আট আনা।
পেটেণ্ট সাগু— মূল্য ৸৹ ছয় আনা।
পেটেণ্ট হুমি ফুড— মূল্য ৸৹ ছয় আনা।
মল্টেড ফুড— মূল্য ॥৹ আট আনা।
মল্টেড মিল্ক— মূল্য ১৲ এক টাকা।

গার্হস্থ্য একবার (একাকার মানবজাতি গঠন মূলক গ্রন্থ) মূল্য ।৹ আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—**জি, সি, পাল এণ্ড কোং,**

১১৫ নং খোরাপটি ষ্ট্রীট, বড়বাজার, এবং ২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, মুর্গিহাটা, কলিকাতা।

গার্হস্থ্য-একাকার-সঙ্ঘ, ৪৪ নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট, হাটখোলা, কলিকাতা।

জীবনী চাই

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস (২য় খণ্ড) ও Family history of Indiaর প্রথম খণ্ডে প্রকাশার্থ

প্রত্যেকের পারিবারিক ইতিহাস, জীবনী ও ফটো চাই।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

৫নং ডাঃ জগবন্ধু লেন, বৌবাজার, কলিকাতা।

মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ | আষাঢ়—১৩৩৬ | তৃতীয় সংখ্যা।

দার্জ্জিলিং ও কলিম্পং

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

এবার এই গরমের দিনের মধ্যে হিমালয় দর্শন করে এলাম। একটু নতুন কিছু দেখলে যা-কিছু আনন্দ লাভ হয়—যা-কিছু শিক্ষা লাভ হয়, তা আর আর দশ জনকে শোনাতে ইচ্ছা হয়। উত্তরাঞ্চল দেখা এই আমার প্রথম, নাটোরের উত্তর আর ইতিপূর্ব্বে দেখা হয়নি।

২৪শে এপ্রিল রাত্রি এগারটায় শিলিগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেণে মাত্র সান্তাহারের জন্য টিকিট কিনে যাত্রা ক'রলাম। পরদিন সকালে পদ্মার পোলটি অতিক্রম করা গেল বেলা সাড়ে দশটায় সান্তাহারে নেমে জলাহার শেষ করলাম। গত রাত্রে ট্রেণে একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল, তাই এ দিনটা সান্তাহারে অপেক্ষা করাই আবশ্যক হল। এখানকার আদি-প্রতিষ্ঠান অনুগ্রহ করে আমার রাত্রি-বাসের ব্যবস্থা করলেন। পরদিন সকালে চারিদিক ঘুরে একটু দেখলাম। মুক্ত স্থানে খুব বড় ষ্টেশনটি, পূর্ব্বদিকে বগুড়ার পথে রেললাইন গিয়েছে। সান্তাহারের তিন মাইল পূর্ব্বে নওগাঁ খুব বড় বন্দর। গাঁজা প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত। সান্তাহারটি বগুড়া জেলার অন্তর্গত, কিন্তু নওগাঁ রাজসাহী জেলার মধ্যে।

পরদিন সকালে সান্তাহার থেকে আহারাদি শেষ করে এগারটায় ট্রেণে চাপলাম। পথে হিলি, পার্ব্বতীপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রভৃতি বড় বড় স্থানগুলো ট্রেণ থেকেই কোনমতে দেখা হ'ল। পার্ব্বতীপুর থেকে পূর্ব্বে রংপুরের পথে ও পশ্চিমে দিনাজপুরের পথে ই, বি, রেলের বিস্তারিত শাখা গিয়েছে।

সন্ধ্যার পর জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে নেমে রাত্রি বাস করলাম। এ সময় আর না গিয়ে জলপাইগুড়ি নামবার একটা উদ্দেশ্য ছিল। হিমালয় এখান থেকে মাত্র ২৫।৩০ মাইল দূরে। দিনের আলোয় দূর থেকে প্রথম হিমালয় দর্শন করব—এই আশাতেই এখানে নামলাম।

পরদিন সকালে জলপাইগুড়ি সহরটি ঘুরে দেখলাম। সহর বিশেষ পরিষ্কার নয়, ভিজে মাটি, অনেক অ-গাছার ঘেরা। ম্যালেরিয়ার রাজত্বের অন্তর্গত বলে বেশ অনুমান

করা গেল। উত্তরাঞ্চলের চা-বাগানগুলির ডিরেক্টরদের অনেক বড় বড় আপিস এই জলপাইগুড়িতে রয়েছে।

সকালে স্নানাহার সম্পন্ন করে শিলিগুড়ির একখানা টিকিট কিনে বেলা দশটায় ট্রেণে চাপলাম। কলকাতা থেকে বরাবর উত্তর দিকে চলেছি; উত্তরে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত গিয়েই ই, বি, রেলের শেষ। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি ৩১৮ মাইল, আর দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত ৩৭০ মাইল। কলকাতা থেকে দক্ষিণে সুন্দর পর্য্যন্ত যদি ৫০ মাইল ধরা যায় তবে সারা বাংলা দেশটি উত্তর-দক্ষিণে ৪২০ মাইল দীর্ঘ হয়। বাংলাদেশ পূর্ব্ব-পশ্চিমেও প্রায় এই রকমই হবে।

ট্রেণখানি জলপাইগুড়ি ছাড়বার পর থেকেই আমি হিমালয় দর্শনের আশায় উত্তরদিকে উৎসুকনেত্রে চেয়ে রইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হতেই দূরে আকাশ থেকে পৃথক করা রেখাকনের মত প্রথম দেখা গেল। তারপর হিমালয়ের শিখরদেশগুলি একে একে ফুটে উঠল। আমি হিমালয়কে উদ্দেশ করে নমস্কার করলাম। পূর্ব্ব-পশ্চিম দিকব্যাপী হিমালয়ের শ্রেণী ক্রমে অতি পরিষ্কার হয়ে দেখা দিল। অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আমার প্রাণ ভরপুর হল। ক্রমে আমরা একটু উঁচু-নীচু পাহাড়িয়া জমিতে গিয়ে পড়লাম। ট্রেনখানি যে ক্রমেই উত্তরে উঁচুতে চলেছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। দিগন্তব্যাপী হিমালয় নিরীক্ষণ করতে করতে বেলা এগারটায় শিলিগুড়ি ষ্টেশনে এসে পৌছলাম। জলপাইগুড়ির কদর্য্য স্থান থেকে শিলিগুড়ির মুক্ত স্থানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিরাট ষ্টেশনটিতে এসে প্রাণে বেশ তৃপ্তি পেলাম।

এ দিনটা শিলিগুড়িতেই কাটাতে ইচ্ছা হল। বিকালে এখানকার উচ্চ-ইংরাজী স্কুলে গিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে গল্প করে কাটালাম। শিলিগুড়িতে ইংরেজ, বাঙ্গালী বহু চা-বাগানের মালিকদের সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে। এটি দার্জ্জিলিংএর অন্তর্গত একটি ছোট মহকুমা। শিলিগুড়ি থেকে উত্তরে দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান-রেলওয়ের দুটি শাখা দু'দিকে গিয়েছে; একটি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে কলিম্পং-রোড পর্য্যন্ত ৩০ মাইল বিস্তৃত, আর একটি কিঞ্চিৎ পশ্চিমাভিমুখে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত ৫১ মাইল বিস্তৃত। দু-ফুট গেজের রেলপথ,—গাড়ীগুলি খুব ছোট ছোট।

এ যাত্রায় আমি কেবল বেড়াতেই এসেছি, কোন নির্দ্ধারিত কাজ আমার ছিল না। আমি প্রথমে কলিম্পং দেখা মনস্থ করলাম, তার পর দার্জ্জিলিং দেখব।

পরদিন সকালে কলিম্পংএর জন্য একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনলাম; শিলিগুড়ি থেকে কলিম্পং-রোড্ ষ্টেশন, ভাড়া ১৷৵০ আনা মাত্র। দু'টায় ট্রেণখানি ছেড়ে দিল; সম্মুখে বিশালায়তন হিমালয়, একটু পরেই আমরা হিমালয়ে উঠব—মন সেই আনন্দে মেতে উঠছিল। মুক্ত প্রান্তরের সুদৃশ্য রাস্তার ধার দিয়ে আমাদের ট্রেণ চলছিল; পাশ দিয়ে লোকজন ও মোটর চলবার প্রশস্ত পথ। দেখতে দেখতে আমরা হিমালয়ের পাদমূলে সুবিস্তৃত তরাইএর বন মধ্যে প্রবেশ করলাম। সে এক অপূর্ব্ব শোভা! বিভিন্ন রকমের ঘন নিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়ে আমরা কিছুক্ষণ চললাম; আঁকা বাঁকা পথে ক্রমেই ট্রেণখানি উর্দ্ধগামী হচ্ছিল—ক্রমেই অধিকতর উর্দ্ধে! কয়েক মাইল অগ্রসর হবার পরই ডাইনে সুপ্রশস্ত তিস্তা নদীর তীরে ট্রেণখানি উপনীত হল। বামে পর্ব্বতশ্রেণী, ডাইনে তিস্তার তীর ধরে অনেকক্ষণ ট্রেণখানি চলল। ক্রমে আরও উচ্চে যেতেই তিস্তার প্রশস্ততা একটু একটু করে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছিল, আর তার স্রোতও প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে চলেছে দেখছিলাম। কোনখানে তিস্তার স্রোত মধ্যবর্ত্তী প্রস্তরখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গর্জ্জন করছিল।

পথে অনেকগুলি ছোট বড় নদী পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এসে তিস্তায় মিলেছে। কোন কোন স্থানে ঐ সব স্রোত ঝরণায় পরিণত হয়েছে। গভীর নিম্নে পড়া বড় বড় ঝরণাগুলির দৃশ্য অতি রমণীয়। উভয় পার্শ্বের পাহাড় পর্ব্বতগুলি ছোট বড় বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। প্রায় বৃক্ষই অচেনা, মাঝে মাঝে দু'একটি কদলীবন দেখা গেল। পথে মাত্র দু'টি ছোট ষ্টেশনে ট্রেণ থামল—সেভোক্ আর রিঙ্গিং।

একটি নেপালী ভদ্র পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হল। স্ত্রী পুরুষ অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইল। আমি এই পাহাড়ী অঞ্চলের অনেক খবর তাদের কাছে শুনলাম। ট্রেণখানি তিস্তার তীর বেয়ে অতি মন্দ গতিতে চলছিল; দু' ধারের পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতা কমিবেশী তিন-চার হাজার ফিট।

তিস্তার আকার ক্রমেই সরু হ'ল—বেগ ক্রমেই প্রখর। মাঝে মাঝে খরস্রোতের গর্জ্জন। এ নদীতে কোন নৌকা চলা বা মৎস্যাদি জন্তুর গতিবিধি একেবারেই অসম্ভব। সকাল ছ'টায় আমরা রওনা হয়েছি, বেলা দশটায় ট্রেণখানি কলিম্পং-রোড ষ্টেশনে পৌছল। শিলিগুড়ি থেকে সারাদিনে এই একখানি মাত্র ট্রেণই আসে, আর একখানি যায়।

পথের পরিচয় আমার একেবারেই জানা ছিল না। জানলাম, এই কলিম্পং-রোড ষ্টেশন থেকে কলিম্পং সহরটি বার মাইল দূরে, আর সে একেবারে পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায়। মোটর ট্যাক্সিতে যেতে হয়, ভাড়া জন প্রতি ছ'টাকা। দেখলাম কলিম্পংএ যাত্রী নেবার জন্য কয়েকখানা ট্যাক্সি ষ্টেশনে অপেক্ষা করছে।

চারিদিকের হিমালয়ের সৌন্দর্য্য দেখে আমি এতই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, এই স্থান ছেড়ে আর একটি নূতন স্থানের সৌন্দর্য্য ভোগ করতে আমার মন চলছিল না। সমস্ত যাত্রীই যার যার গন্তব্য স্থানে চলে গেল, আমি ষ্টেশনের পাশে একটি rockএর উপর বসে পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই দেখছিলাম। দেখলাম ভুটিয়া কুলিরা বড় বিনিষ পত্র ও প্যাসেঞ্জারদের বড় বড় লগেজ প্রভৃতি পিঠে করে কলিম্পং চলেছে। শুনলাম এই ১২ মাইল পথ চলতে ছয় ঘণ্টা সময় লাগবে।

সেই তিস্তার তীর ধরেই পাহাড়ের গা বেয়ে কলিম্পং এর দিকে প্রশস্ত রাস্তা চলেছে। ঢালু পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা করা হয়েছে। আমি ধীরে ধীরে সেই পথ ধরে চললাম। জানলাম, ২ মাইল গিয়েই তিস্তা বাজার দেখতে পাব। একা-একাই চলেছি—মাঝে মাঝে দু'একটা বড় বড় ঝরণা দেখতে পেয়ে সেইখানে বসেই বিশ্রাম করছিলাম আর ঝরণার সৌন্দর্য্য দেখছিলাম। পথে আর একটী পাহাড়ী পরিবারকে সঙ্গে পেলাম, স্ত্রীপুরুষে তারা আসামে চা-বাগানের কাজ করে এল; অনেক দিন পরে দেশে ফিরছে।

তিস্তা বাজারে উপনীত হলাম। ছোট ছোট দোকান পাট, বেশীর ভাগই পাহাড়িয়াদের মুদিখানা, চায়ের দোকান প্রভৃতি। বেলা এগারটায় এইখানেই ঝরণার জলে স্নান করলাম। ছোট একটি ভুটিয়া দোকানে গিয়ে এখানকার বিশুদ্ধ বিয়ে ভাজা নতুন ধরণের পরোটা আর তরকারী খেয়ে তৃপ্ত হলাম। এখানে পোষ্ট-আফিস আছে। স্থানীয় সৌন্দর্য্যের কথা লিখে বন্ধুবান্ধবদের কাছে কয়েক খানা চিঠি ছাড়লাম। পোষ্টমাষ্টার, ডাক্তার, P. W. D. ওভারসিয়ার প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালী এখানে আছেন।

এই খানেই তিস্তা নদীর উপর একটি সুবৃহৎ লোহার পোল। পশ্চিমে দার্জ্জিলিংএ একটি রাস্তা গিয়েছে আর উত্তরে এই তিস্তা-ব্রীজ পার হয়ে কলিম্পংএর পথে সিকিম, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলের রাস্তা গিয়েছে। আমি পোলটি পার হয়ে এই রাস্তা ধরে চললাম; আমার সঙ্গের ভারী জিনিসপত্র শিলিগুড়িতে রেখে এসেছি, কেবলমাত্র গরম জামা আর মোটা কম্বল সঙ্গে। তিস্তা-ব্রীজ পার হয়েই রাস্তাটী খুবই উঁচু দিকে উঠেছে। পথে কুলিরা রাস্তা মেরামত করছে, তার বেশীর ভাগই পাহাড়ী মেয়ে; —সাদা ধবধবে গা, টুক টুকে লাল গাল দুটি। বিশ্রামের অবকাশে তাদের সঙ্গে গল্প করলাম। এরা অধিকাংশই নেপালী। দেখলাম, স্বাধীন জাতির কুলিদের প্রাণও স্বাধীনতার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ। পথ চলতে চলতে অনেক জায়গাতেই কুলিদের কাজ কর্ম্ম দেখলাম। তাদের সর্দ্দারের সঙ্গে গল্পের ভিতরে জানলাম, বয়স্থা কুলি মেয়েদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিতা।

ক্রমেই রাস্তা খাড়াই পাহাড়ে উঠেছে। সেই খাড়াই ভেঙ্গে মাল বোঝাই গরুর গাড়ী যাতায়াত করছে। গরু গুলি বেশ বড় আর সুস্থ। এতই ধীরে চলছিল যে, তার গাড়োয়ান বালক ও যুবকেরা মাঝে মাঝে রাস্তায় আড্ডা দিয়ে বসে খেলা করছিল। পাহাড়িয়া রাস্তা চলে চলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তবু মনের ক্লান্তি নাই। হেঁটে হেঁটেই উঠতে ইচ্ছা করছে। পিপাসা পেল, ঝরণার জল অতি ঠাণ্ডা, খেলে অসুখ করবে কি না ভেবে খেলাম না। তারপর পথ চলতে চলতে দেখলাম একদল কুলি মেয়ে বসে বিশ্রাম করছে, সম্মুখে আগুন জ্বালা রয়েছে। খুব ঠাণ্ডার দেশে এসে পড়েছি, তাদের কাছে এসে একটু আগুনের কাছে বসে গরম হলাম। খাবার জন্য একটু গরম জল দিতে এদের অনুরোধ করলাম। এটা চায়ের দেশ, এ দেশীরা খুব চা খায়, দেখলাম চায়ের আয়োজন নিকটেই রয়েছে।

জলের কথা উল্লেখ করতেই তারা যত্নের সঙ্গে আমাকে বড় এক গেলাস চা তৈরী করে দিল।

ষ্টেশন থেকে মাত্র ৫ মাইল পথ এসেছি। বেলা তিন প্রহর, এখনো কলিম্পং সহরে যেতে ৭ মাইলের বেশী বাকী। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যেতে পারব কি না ভাবনা হচ্ছিল। এমন সময় একখানা ট্যাক্সি পেয়েই চাপলাম, ভাবনা গেল। পথ ক্রমেই বেশী উঁচু—ক্রমেই বেঁকে আঁকাবাঁকা। চারিদিকের পর্ব্বত-রাজির রমণীয় শোভা দেখতে দেখতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কলিম্পং সহরে পৌঁছে গেলাম।

ছবির মত সাজানো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ী, বেশীর ভাগই ইংরেজদের। বাজারের উপরে এসে ট্যাক্সি ধরল। কলিম্পংএ কোথায় বাসা নেব কিছুই স্থিরতা নাই; সাহেব-দের কয়েকটি হোটেল আছে, দৈনিক চার্জ্জ ৫৲—১০৲ টাকা। খোঁজ নিয়ে একটি বাঙ্গালীর দোকানে উঠলাম। দোকানটির নাম— কলিম্পং ষ্টোর্স, সাহেবদের নিত্য ব্যব-হার্য্য জিনিষপত্রে দোকানটি সুসজ্জিত। দোকানের মালিক মিঃ জি, সি পাইন একটি বাঙ্গালী ভদ্র লোকের বাড়ীতে আমার স্থান করে দিলেন। ভদ্র লোকটির নাম ললিতকুমার দত্ত; সুবিখ্যাত মেসার্স ডেভিড সাসুন কোম্পানীর উল পরিদের এজেন্ট। পরিচয়ে জানলাম, ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ত্তমান কোষাধ্যক্ষ বাগবাজার নিবাসী আমাদের প্রিয় বন্ধু কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার আর কোন ভাবনা রইল না।

পর দিবস সকালে ঘুম থেকে উঠেই চারিদিকের আকাশের অভিনব রূপ দেখে চমৎকৃত হলাম। আমরা ৭৫০০ ফিট উপরে রয়েছি—নিচের উপত্যকা ভূমি গুলিতে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ তুলার গাদার মত জমে রয়েছে। পর্ব্বতের শিখর গুলিতে চলৎশীল মেঘরাশি সূর্য্য কিরণের তারতম্যে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন রূপ ধারণ করছিল। কখন বা কুয়াসার আকারে মেঘরাশি আমাদের গায়ের উপর এসে চারিদিকের সমুদয় দৃশ্য ঢেকে ফেলছিল। অল্প সময়ের জন্য উত্তরের আকাশের মেঘ রাশি স'রে গিয়ে খানিকটা আকাশ পরিষ্কার হল; মেঘ রাশির ফাঁকের মধ্য দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারাবৃত শিখর দেশ দেখতে পেয়ে জীবনে এক নূতন আনন্দ উপভোগ করলাম।

পরদিন কলিম্পংএর St. Andrew's Homes দেখলাম। এটি মিশনারী সাহেবদের প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্র ও অনাথ ইউরেশিয়ান বালক বালিকাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই হোমস্ অতি প্রসিদ্ধ। সহর থেকে দুই মাইল দূরে উঁচু পাহাড়ের উপর বিস্তৃত ক্ষেত্রব্যাপী প্রতিষ্ঠান। ছয় শতের উপর অসহায় ইউরেশিয়ান বালক বালিকা এখানে প্রতি-পালিত হয়ে লেখাপড়া ও কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করে। আমি হোমসের স্কুল, গির্জ্জা বাড়ী, হাঁসপাতাল, শিশুপালনাগার ছেলেমেয়েদের বাস ভবন প্রভৃতি একে একে দেখলাম। পাহাড়ের উপরে ও ঢালু পাহাড়ের গায়ে পৃথক পৃথক কুড়িটী বাসভবন (cottage) আছে। ছেলেদের বাড়ী আর মেয়েদের বাড়ী পৃথক পৃথক অবস্থিত। প্রত্যেক বাড়ীতে বত্রিশটি করে সিট (seat) এবং তাদের জন্যে একজন করে ইংরেজমহিলা তত্ত্বাবধায়িকা আছেন। আমি বড় বড় দুইটি ঘরের মধ্যে গিয়ে তাদের ভোজনাগার শয়নাগার প্রভৃতি দেখলাম। তত্ত্বাবধায়িকা ইংরাজ মহিলা যত্নের সঙ্গে সব একে একে আমাকে দেখালেন। বিলাতে এইরূপ ধরণের প্রতিষ্ঠান দেখে এসেছি এগুলিও ঠিক সেইমত বন্দোবস্ত করা। এই ঘরগুলি যেমন স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত, তেমন এতে প্রচুর আলো হাওয়ার বন্দোবস্ত। প্রত্যেক বাড়ীতে ঘরের সম্মুখে ফুলের বাগান। এক একটী গোলাপ গাছে শতাধিক ফুল ফুটে রয়েছে। একটা গাছে আমি কম-বেশী আট শত ছোট ছোট গোলাপ গুণলাম। কলিম্পংএর একটী যুবককে আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম। হোমসের কর্ত্রী আমাকে সুন্দর একটী গোলাপের তোড়া নিজ হাতে তৈরী করে উপহার দিলেন।

হাঁসপাতালটির বন্দোবস্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে বড়ই আনন্দ পেলাম। আমি অনেক গুলি রোগীকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন যত্ন তাদের চলছে। তারা প্রত্যেকেই বন্দোবস্তের প্রশংসা করল। কতকগুলি দুগ্ধ-পোষ্য শিশুকে দেখলাম; ঘরের বাহিরে মুক্ত প্রাঙ্গণে তাদের ছোট ছোট চৌকিতে কোমল শয্যায় শয়ন করিয়ে রাখা হয়েছে; রৌদ্র ও প্রবল বাতাস থেকে রক্ষা করবার জন্য চৌকির দুই দিকে কাপড়ের আবরণ দেওয়া হয়েছে, বাকী দুইদিক খোলা রয়েছে। শিশুরা প্রফুল্ল চিত্তে হাত পা নেড়ে

খেলা করছে। একটী বাড়ীতে দেখলাম ছয় বছরের নীচে বালক বালিকাদের একত্রে স্থান হয়েছে। তখন বেলা দশটা তাদের দ্বিতীয় বারের আহারের সময় হয়েছিল এমি সময় আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। দেখলাম বাড়ীর এক পার্শ্বে সুন্দর একটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষতলে সতরঞ্চ পেতে তাদের পৃথক পৃথক পাত্রে আহার্য্য দেওয়া হল। তাদের মেট্রণ বা মহিলা তত্ত্বাবধায়িকা আমাকে তাদের দৈনিক কার্য্যাবলী অনেক শুনালেন। এক জায়গায় দেখলাম, হোমসের ব্যবহারের আবশ্যক পাউরুটী, বিস্কুট সমুদয় তৈরি হচ্ছে, আর এক স্থানে এদের ধোলাই খানা দেখলাম। পাহাড় কেটে সমতল করে সুপ্রশস্ত খেলার মাঠ করা হয়েছে। তার পর আমরা হোমসের কৃষিক্ষেত্র, গোচারণের মাঠ প্রভৃতি দেখে বেলা ১২টায় বাসায় ফিরলাম।

পরদিবস হোমসের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল (শিল্প-বিদ্যালয়) দেখতে গেলাম। এটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত; একটি পুরুষদের কাজকর্ম্মের, আর একটি মেয়েদের কাজ-কর্ম্মের জন্য। দেখলাম, পুরুষদের বিভাগে কাঠের মিস্ত্রির কাজ, নানারকমের গৃহের আসবাব তৈরী প্রভৃতি শেখান হচ্ছে। মহিলা-শিল্প-বিভাগটি খুব বড়। নীচের তলায় কাপড় বোনা, উলের কম্বল বোনা প্রভৃতি হচ্ছে। উপর তলায় উল ও সুতার নানাপ্রকার সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্য চলছে। কয়েকজন ইংরেজ মহিলা শিক্ষয়িত্রী বিভিন্ন রকমের শিল্প বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন। বাহিরের মেয়েদেরও এখানে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সুন্দর সুন্দর কার্পেট, গালিচা, আসন, মোজা, সোয়েটার,কন্ফর্টার প্রভৃতি বোনা এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিলাতী ধরণে অনেক এম্‌ব্রডারী কাজও সুন্দররূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। এদেশে মেয়েদের পর্দ্দা প্রথা নাই, তাই বহু ভদ্রঘরের কন্যা, বধূ স্বচ্ছন্দে এখানে এসে শিল্প শিক্ষা লাভ করে থাকে। আমি প্রত্যেক রকমের শিল্প বিভাগে গিয়ে মেয়েদের কাজকর্ম্ম দেখে এলাম। আমার মনে হয়, বাংলায় এত বড় এবং এরূপ বিরাট আয়োজনের মহিলা-শিল্প-প্রতিষ্ঠান আর কোথাও দেখিনি।

St. Joseph's convent নামে এখানে রোমান ক্যাথলিক সাহেবদের আর একটা হোমস আছে, তাতে বয়স্থা মেয়ে এবং ছোট ছেলেমেয়েরা নানাপ্রকার শিক্ষালাভ করে। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি একটু বড়লোকী ধরণের এবং এখানে ছেলে মেয়ে রাখতে হলে নিয়মিত মাসিক খরচ দিতে হয়।

এটা শীতের দেশ, নানাপ্রকার বস্ত্রের ব্যবহার এখানে খুব বেশী। এখানকার সকল রকম বস্ত্র বোনা, কাটা-ছাঁটা, সেলাই—এই সব প্রতিষ্ঠানে হতে দেখলাম। এদের তৈরী জিনিস কলকাতা, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে বিক্রী হয়।

একদিন কলিম্পংএর হাট দেখলাম। হাটে স্থানীয় অবস্থা এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সংবাদ জানবার অনেক সুবিধা হয়। হাটের প্রধান প্রধান বিক্রেয় জিনিস—ভেড়ার লোম (উল), চা, ধূপ, ঘৃত, মাখন, কাঁসা পিতলের বাসন, সোনার গহনা, 'মকয়া' 'মর্চ্ছা' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য শস্য, ভুট্টা, চাউল, চিড়া প্রভৃতি। হাটের ভিতর সোনা রূপার গহনা বিক্রী হতে দেখে প্রথমে আমি গিল্টির গহনা মনে করেছিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করে জানলাম, খাঁটি সোনা রূপার জিনিষ। হাটের ভিতর গহনাপত্র চুরি হবার আশঙ্কা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় দোকানদারেরা বলল, পাহাড়িয়া জাতের মধ্যে চোর ডাকাত প্রায়ই নাই। ভাল চা এক টাকা পাঁচসিকা সের, গো-দুগ্ধের মাখন দেড় টাকা সের। হাটে বাঁশের কৌড়া, বেতের ছাতা, আরও নানা রকমের অচিন শাকতরকারী বিক্রী হতে দেখা গেল। পানগুলি পিপুল পাতার মত সরু সরু, সুপারী ছোট ছোট, তীব্র কটু রস যুক্ত। হাটের এক অংশে নানাপ্রকার মাংসের বড় বড় দোকান সজ্জিত, মহিষ মাংসও খাদ্যরূপে বিক্রী হতে দেখা গেল। এখানকার কপি, আলু, মটর সুটি বীন প্রভৃতি তরকারী বেশ সস্তা। খুব বড় বড় পেপে হাটে প্রচুর দেখলাম। এক একটির ওজন দেড় সের দু'সের হবে, দাম অতি সস্তা—এক একটা এক আনা, দু'আনা মাত্র। এখান থেকে সময় সময় কমলা লেবু, জাম্বুরা, আপেল, আনারস, কপি, মটর সুটী, বীন প্রভৃতি জিনিস কলকাতার হগ মার্কেটে নিয়ে বিক্রী হয়। প্রচুর বড় এলাচ এদেশে জন্মে, এবং বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে বিক্রী হয়। হাটে মেয়ে পুরুষ সমান বেচা কেনা করতে দেখলাম।

কলিম্পং পাহাড়ের অসমতল জমির উপর অবস্থিত। উচ্চতা ৪০০ হাজার ফিট হতে ৬ হাজার ফিটের মধ্যে। এখানকার শীত এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দিনেও কলিকাতার শীতকালের মত। এটি দার্জিলিংএর একটি সবডিভিসন, শিলিগুড়ি অপেক্ষা একটু বড়। তিন চারটি বড় বড় বাঙ্গালীর ষ্টেশনারী দোকান আছে। এ ছাড়া সবডিভিশন্যাল অফিসার, ডিভিশন্যাল ফরেষ্ট অফিসার, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি বড় বড় পদগুলিতে বাঙ্গালীই কাজ করে থাকেন। আগন্তুক বাঙ্গালীদের সমুচিত বাসের কোন ভাল হোটেল এখানে নাই। প্রসিদ্ধ Kalimpong storesএর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কে, সি, পাইন এবং জি, সি, পাইন ভ্রাতৃদ্বয় নবাগত বাঙ্গালীদের অনেক সাহায্য সহানুভূতি করে থাকেন।

তিব্বত রাজ্যে যেতে হলে এই কলিম্পংএর পথে যেতে হয়। গত 'হিমালয়-অভিযান' এই কলিম্পংএর পথেই হয়েছিল। এই হোম্‌সের সাহেবেরাও কয়েকজন তাদের সঙ্গে ছিলেন। তিব্বতবাসীদের প্রতিষ্ঠিত একটি বড় বৌদ্ধমন্দির এখানে আছে। তিব্বতীয় ভাষায় কলিম্পিং শব্দের অর্থ পবিত্র ধাম। এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক খবর আমি রাখি না।

ব্যবসায় দ্রব্যের মধ্যে মেষলোম এখানকার প্রধান দ্রব্য। তিব্বত দেশ হতে প্রচুর পরিমাণে মেষ লোম কলিম্পংএ আমদানী হয়। মাড়োয়ারী মহাজনেরা প্রথমে খরিদ করে, তারপর ইংরেজ ধনী মহাজনেরা এখান থেকে বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চালান দেয়। প্রতি বৎসর অন্ততঃ একলক্ষ মন মেষ লোম কলিম্পং হতে বিদেশে চালান হয়, প্রতি মনের দর গড়ে পঞ্চাশ টাকা ধরলেও পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উপর এখান থেকে বিক্রী হয়। বাংলার বুকের উপর দিয়াই এত বড় ব্যবসায়টি চলে কিন্তু দুঃখের বিষয় এর পরিচালকগণের মধ্যে বাঙ্গালী নাই। সব দিকেই ইংরেজ আর মাড়োয়ারী। বাঘের চামড়া, খেক্‌শিয়ালের চামড়া, চামর, মৃগনাভি প্রভৃতি উত্তরাঞ্চল হতে এখানে আমদানী হয়।

এখান থেকে সিকিম ও ভোটরাজ্য অতি নিকটে। এখানে সাধারণতঃ সকলেই পাহাড়িয়া জাতি। এই সব পাহাড়িয়া জাতিকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, নেপালী, লেপচা, তিব্বতী, ভুটিয়া, সিম্ প্রভৃতি। এদের মধ্যে নেপালী এবং লেপচা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত। নেপালীদের মধ্যে জাতিভেদ আছে, লেপচাদের তা নেই। বহু পরিমাণে লেপচা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। অনেক লেপচা মেয়ে সাহেবদের আয়ার কাজ ক'রে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে। এরা কর্ম্মঠ ও বিশ্বস্ত। নেপালীরা বেশীর ভাগই হিন্দু, অনেকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বী। নেপালী ব্রাহ্মণ দুই শ্রেণীর —উপাধ্যায় ও দৌশী। উপাধ্যায় ব্রাহ্মণের রীতি নীতি প্রায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মত; এরা আট-দশ বছরে কন্যার বিবাহ দেয়। দৌশী ব্রাহ্মণ বড় আশ্চর্য্য রকমের; এদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। উপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে হলে দৌশীঘরে দিতে হয়। উপাধ্যায় সমাজ ঐ কন্যাকে আর সমাজে গ্রহণ করে না। দৌশী ব্রাহ্মণ এবং নেপালীদের মধ্যের অপরাপর হিন্দু ও বৌদ্ধেরা কন্যাকে অধিক বয়স্থা করে বিবাহ দেয়। তিব্বতী এবং ভুটানীরা অধিকাংশই বৌদ্ধ। এরা স্নানাদি কচিৎ করে, তাই একটু নোংরা। কিন্তু বড় সত্যবাদী এবং সরল প্রকৃতির।

এই সমস্ত পাহাড়িয়া জাতির মেয়েদের চলন-চরিত্র আলোচনার বিষয়। মেয়েরা কঠোর পরিশ্রমী, পিঠে বোঝা নিয়ে পাহাড় থেকে পাহাড়ে যাতায়াত করে। কাহারো কাহারো বাড়ীঘর নাই। পথেঘাটে এমন পরিবার দেখা যায়, গোটা সংসারের জিনিসপত্র তাদের স্বামী-স্ত্রীর পিঠের উপর বেঁধে নিয়ে চলেছে। পাহাড়িয়া জাতিদের মেয়েদের মধ্যে পর্দ্দাপ্রথা নাই, লজ্জা কাকে বলে তা এরা জানে না। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশী কার্য্যক্ষম বলে মনে হয়। মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদ অতি পরিপাটি, প্রথমে একটা ঘাগরা পরে, গায়ে একটি জামা—সার্টের মত লম্বা হাতা। মাঝার একখানি কাপড় জড়ানো; একটি সিল্কের ওড়নায় গা ঢাকা। এই ওড়নাটি ধনীদরিদ্র সকলের গায়েই একটু মূল্যবান। এই সব পোষাক এদের নিজের দেশের তৈরী।

মেয়েদের অলঙ্কারের বৈশিষ্ট সব চেয়ে বড় করে চোখে পড়ে। গলায় কণ্ঠা—প্রকাণ্ড মোটা মোটা দানার

বোলটি সোনার দানায় তৈরী, মাঝে মাঝে লাল কাপড়ের খোপা। কাণে সারা কাণ ঢাকা একটি সোনার চাক্‌তি, এর নাম গোদাবরী। নাকেও প্রায় ঐ রকম আর একটি সোনার চাকা, এর নাম ছুঁচি। হাতে রূপার মোটা বালা, তার নাম চুড়া, পায়ে মোটা রূপার মল, তার নাম ঝলি। মলের উপর অনেকে আবার জুতা পরে।

কলিম্পংএ বহু তিব্বতীয় বাস; দু'একটি চীনা পরিবারও আছে। এই সব পাহাড়িয়া জাতির মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য হয় এই যে,এরা যেমন স্বাধীন জাতি—এই স্বাধীনতার ভাব এদের সকল রকম গতিবিধির মধ্যেই প্রস্ফুটিত। সেই মেয়ে পুরুষের স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র গতিবিধি—সেই নির্ভীকতা—সেই স্ত্রী-পুরুষের সমান উপার্জ্জন ক্ষমতা সর্ব্বত্রই জাতীয়তা রক্ষায় সচেষ্ট। অর্থহীন হলেও পরাধীন বাঙ্গালী জাতি অপেক্ষা এরা আনন্দের জীবন অতিবাহিত করে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মৎস্যের গুণাগুণ

অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা।

বঙ্গদেশবাসী লোক অধিকাংশই মৎস্য ভোজী। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নিরামিষ ভোজীগণ এই জন্য বাঙ্গালীকে একটু ঘৃণার চক্ষে দেখেন। পার্থক্য যেখানে, বৈষম্য যেখানে, সেইখানেই কি ভেদবুদ্ধি এবং ঘৃণা আসিবে? এদিকে দার্শনিক, কবি, চিন্তাশীল ও বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, বৈচিত্র্যেই নাকি সৃষ্টি এবং ভাবের বিকাশ।

মাছ যখন খাওয়াই হইতেছে, মাছের বিষয় বাঙ্গালীগণের কিছু আলোচনা আবশ্যক। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মৎস্যাদি বিষয়েও আমাদের পৈতৃক গবেষণা আছে। আজ আমরা সেই বিষয়েরই কিছু আলোচনা করিব। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের আলোচনা, গবেষণার এবং তথ্যনির্ণয়ের অন্যতম প্রধান উপায়। জ্ঞানীমাত্রেই এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত। প্রাচীনতার দোহাই দিয়া ইহাকে তাচ্ছিল্য করিলে আমাদেরই ক্ষতি।

প্রথম দেখিতে হইবে মাছ আমরা কোথা হইতে পাই; অর্থাৎ মাছের আবাস স্থান বা জন্মস্থান কোথায়। তার পর দেখিতে হইবে, জন্মস্থানের প্রভাবে তাহাদের গুণ দোষ সম্বন্ধে কি কি অবগত হওয়া যায়।

সমুদ্র, নদী, খাল, বিল, হ্রদ ইত্যাদিতেই মাছের জন্ম, পুকুরেও মাছের চাষ হয়।

সমুদ্রজাত মৎস্য গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মধুর, অল্প পিত্ত বৃদ্ধিকর, উষ্ণ, বায়ুনাশক, শক্তিবর্দ্ধক, তেজস্কর; কিন্তু শ্লেষ্মা বর্দ্ধনকর। সমুদ্রজাত মৎস্য প্রায়ই আমিষ ভক্ষণ করে, এই জন্য উহারা বলশালী।

তিমি, তিমিঙ্গিল, কুলিশ, নিরালক, মকর, চক্র, মহামীন এবং হাঙ্গরাদি—ইহারা সমুদ্রে জন্মে।

সরোবর, তড়াগ-জাত মৎস্য স্নিগ্ধকর, মধুর রস বিশিষ্ট। মহা হ্রদ জাত মৎস্য বলকর। অল্প জলের মাছ বলকর নহে। ক্ষুদ্র কূপ ও কূপজাত মৎস্য বায়ুনাশক। ইহারা সামুদ্রিক মৎস্য অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট। বাপি জাত মৎস্য স্নিগ্ধ, ইহারা ক্ষুদ্র কূপ এবং কূপজাত মৎস্য অপেক্ষা অধিক গুণ বিশিষ্ট।

সরোবর এবং তড়াগের মাছের মুড়া বিশেষ লঘু, বক্ষঃস্থল সঞ্চালন করিয়া সাঁতার কাটে বলিয়া, ইহাদের সামনের দিক লঘু এবং পিছনের দিক গুরুপাক। যে সকল মাছ মাটির কাছাকাছি বিচরণ করে, তাহাদের মুড়া লঘু এবং অন্যান্য অংশ গুরুপাক। জলা দেশের, (আমাদের নিম্নবঙ্গ এবং পূর্ব্ব বঙ্গের কতক অংশ) মাছ অত্যন্ত শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকর। নদীর মাছ, মুখ এবং লেজ নাড়িয়া চলিয়া বেড়ায়, এই জন্য ইহাদের মুড়া

অগ্রসর হইয়া আসিয়া সুনয়না বলিলেন, "ঢের কাজ হয়েছে, আর কাজ করে দরকার নেই। ছোটবউ, আঙুলটা বেঁধে দেব, একটু নেকড়া এনে দাও।"

সুমিত্রার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে খুঁজিয়া একটু কাপড়ের টুকরা আনিয়া দিল। স্তম্ভিত নীলেন্দুকে দরজার দিকে টানিয়া আনিয়া তাহার অঙ্গুলী সযত্নে বাঁধিয়া দিতে দিতে সুনয়না বলিলেন, "শুভকর্মের প্রথমেই রক্তপাত, ফল যে ভাল হবে তাতো বুঝছিনে। আজ কোথায় নতুন সংসার পাতিয়ে বসবে, এ কি বাধাত উপস্থিত হল!"

নীলেন্দু মুখ ফিরাইয়া ভুলিতেছিল।

তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সযত্নে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে সুনয়না বলিলেন, "কাল সারাদিন খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিলি নীলু, আজও তো বেলা একটা বাজে, এত বেলা কিছু খাস নি। দেখছি পৃথক হয়ে পাঁচদিনেই তোর সংসারে লক্ষ্মী উথলে উঠবে। খুব রান্না হয়েছে ছোটবউ, ষ্টোভটা নিভিয়ে দাও, নীলুর আজ আমার ঘরে নেমন্তন্ন। চল্ নীলু, আমি আজ তোকে আমার পাতে খাওয়াব বলে নিতে এসেছি, ছোট বউ, তুমিও এসো। এর পরে ধীরেসুস্থে রান্না শিখে তারপর নীলুকে খাইয়ো।"

নীলেন্দু অভিভূতের মত সুনয়নার পানে তাকাইয়া রহিল, রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু একটা শব্দ বাহির হইল, "বউদি, তুমি?"

"হ্যাঁরে, আমিই। অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিস কি নীলু, আমায় দেখে তোর বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?"

আর্দ্রকণ্ঠে নীলেন্দু বলিল, "না বউদি, বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি যে আমায় পৃথক করে দিয়েছ, তুমি যে আমায় শত্রু বলেছ—"

রাগে সুনয়নার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "আর তুই কিছু বলিস নি রে, আমায় কতখানি আঘাত দিয়েছিস তাই আজ একবার ভাব দেখি নীলু? তোর অবহেলা আমার সমস্ত বুকখানা যে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে রে! দেখ দেখি নীলু, আমার বুকে হাতখানা দে, দেখ ওখানে আর কিছু নেই—আমি—"

বলিতে বলিতে ক্ষুব্ধ বালিকার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া সুনয়না কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"বউদি, বউদি—"

সেই ছোটবেলাকার মতই নীলেন্দু বউদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইল, "আমায় মাপ কর বউদি, আমায় ক্ষমা কর। আমি বুঝেও অন্ধ হয়ে ছিলুম, তোমায় চিনেও চিনতে পারিনি বউদি।"

নিজের চোখের জল মুছিয়া সুনয়না জোর করিয়া তাহার মুখ তুলিয়া আপনার অঞ্চলে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "কেউ বুঝলে না রে, কেউ জানতে চাইলে না আমার বুকে কতটা যন্ত্রণা হচ্ছিল। যতদিন তুই ছোট ছিলি নীলু, তোকে দুষ্টুমীর শাস্তি যখন দিতে যেতুম তখন সবাই জোর করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেত। কতক্ষণ তুই তফাতে থাকতে পারতিস নীলু? খানিক যেতে না যেতে চুপে চুপে পেছন হতে এসে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরতিস। আমি ভুলে যেতুম তুই দোষ করেছিস, তোকে শাস্তি দিতে হবে। এবারও তোর দুষ্টুমীতে বড় বিরক্ত হয়ে আমি তোকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেই বড় শাস্তি পেলুম নীলু—"

তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

উচ্ছ্বসিত ভাবে নীলেন্দু বলিল, "শুধু তুমি একাই শাস্তি পেয়েছ বউ দি, আমার দিকটা দেখলে না? একবার আমায় তুমি ডাকলে না কেন বউ দি? তোমার অসুখের সময় আমি যাইনি, ভাল হয়ে উঠে তুমি কেন ছোট বেলার মতই আমায় ডাকলে না বল দেখি? তুমি পড়ে রইলে, আমায় কেউ দেখলে না,—রাগ করে না খেয়ে চলে যেতুম, কেউ তোমায় সে খবরটা পর্য্যন্ত দিত না—"

সুনয়না বলিলেন, "থাক গিয়ে, যা হয়ে গেছে তার আর কথা নেই নীলু। আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি, আর তো 'না' বলতে পারবি নে। চল, বেলা একেবারে গেল, একে কালে কিছু খাস নি, আজও এত বেলা অমনি রয়েছিস,—অসুখ করবে যে।"

নীলেন্দু বলিল, "আগে বল, তুমি আর আমায় তফাৎ করে রাখবে না? মেজদা কিছু বলবেন না?"

বড় দুঃখেই সুনয়নার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল,

"মেজদা কি বলবেন রে বোকা?" তোকে সেদিন পৃথক করার কথা বলেছি সেই দিন হতে সে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে, একবার জিজ্ঞাসাও করে না কেমন আছি। তার চেহারার দিকে একবার চেয়ে দেখেছিস কি নীলু, মুখখানা দেখেছিস কি? চেহারা একেবারে আধখানা হয়ে গেছে, মুখে হাসি নেই। দুবেলা খেতে বসেন মাত্র, অমনি উঠে পড়েন। রাত্রে ঘুম নেই, ছটফট করেন। আমি ঘুমিয়ে পড়ি, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়, শুনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাকছেন 'মা'। এর পরে কি তুই বলবি নীলু তিনি কিছু বলবেন? তোর মেজদাকে তুই কি চিনিস নি নীলু? আমি যদি কখনও তোকে শাস্তি দিতুম, তিনিই যে পাগল হয়ে যেতেন।"

নীলেন্দুর চোখ ছল ছল করিতে লাগিল।

সুনয়না বলিতে লাগিলেন, "তারপর তোর মেজদা, সে আমায় আর তোর মেজদাকে দোষের মূল জেনে আমাদের কারও সঙ্গে কথা বলে না। তুই কোথায় যাবি, সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে এসেছিস শুনে সে তখনই সেই সাহেবের কাছে গিয়ে তোর নাম কেটে দিয়ে এসেছে। তার মুখ দিনরাত ভার, দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। স্পষ্টই সেদিন মুখ ফুটে বললে—তোমরা নীলুকে পৃথক করে দিচ্ছো দাও, আমি তাকে নিয়ে অন্যত্র থাকব; মা বাপ মরা ভাই সে, আমার স্নেহ হারাবে না। মেজবউ যদি তার পরে কোন কথা বলে, সে বউকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করব, আমি মেজদা নই।"

"মেজদিদি, এখনও কথা বলছো? কাল হতে কিছু খাও নি—ছোট ঠাকুরপোও কিছু খায় নি, আরও এতটা বেলা হল, গল্প করবার সময় কি আর আছে?"

বলিতে বলিতে কল্যাণী আসিয়া দাঁড়াইল।

দুষ্টুমীর হাসি হাসিয়া বলিল, "একদিনেই এতটা কাজ করে ফেললে ঠাকুরপো, রক্তারক্তি ব্যাপার।"

সুনয়না শান্ত হাসিয়া বলিলেন, "এখন পেট জ্বলছে মেজবউ, কথা ভাল লাগে না। তুমি ছোটবউকে নিয়ে এসো, আমি নীলুকে নিয়ে চললুম।"

তিনি নীলেন্দুকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী সুমিত্রার পানে তাকাইয়া বলিল, "মাগো, ছোটবউ, কাজ ত সবই জানিস ভাই, আনাড়ি মানুষটাকে দিয়ে কি এমনি করে খাটাতে হয়?"

সুমিত্রা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পৃথক হওয়া যে কত সুখের তাই জানিয়ে দিলুম দেখ কি।"

(২১)

সত্যেন্দু বাড়ী ফিরিলে সুনয়না নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন, গম্ভীরমুখে জানাইলেন—তিনি এখানে আর থাকিবেন না।

সত্যেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

সুনয়না বলিলেন, "নীলু আর ছোটবউ নতুন বাড়ী ছেড়ে এ বাড়ীতে এসেছে। ওদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা আমার দ্বারা হবে না। একে তো আমি নীলুর পরম শত্রু, শেষে যদিই ফলে বসে তার আহারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি—"

সত্যেন্দু বিমর্ষ হইয়া গিয়া বলিলেন, "কেন, ওরা আবার এল কেন?"

সুনয়না হাসি চাপিয়া বলিলেন, "কি করে বলব, পেয়ালির পেয়াল বইতো নয়।"

সত্যেন্দু ভিতরে প্রবেশ করিতেই নীলেন্দু তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"কিরে নীলু, ও বাড়ী ছেড়ে আবার চলে এলি যে?"

একটু হাসিয়া নীলেন্দু বলিল, "মেজবউদির নাকি বড্ড অসুখ করেছিল সেই জন্যে এসেছিলুম।"

বিস্ময়ে পত্নীর মুখের পানে তাকাইয়া সত্যেন্দু বলিলেন, "অসুখ করেছিল,—কি অসুখ?"

সুনয়না হাসিয়া উঠিলেন, "বলি শোনো, তোমার ছেলে মেয়ে আজ কি মজা করেছে। সকালে আমি শুয়ে পড়েছিলুম, মিনু তাই দেখে কালোকে গিয়ে বলেছে, আমার বড় পেট ব্যথা করছে। কাল পাশের বাড়ীতে তিনজন কলেরায় মারা গেছে, ওরা তা জানে, কথা শুনেই কালো ছুটে গেছে নীলুর কাছে, নীলু ওষুধ দিয়ে পাঠিয়েছে। তারপর সে ওষুধ তো দূর করে ফেলে দিলুম। দুপুরে ওদের ঘরে গিয়ে দেখি ষ্টোভে ভাত চড়েছে, নীলু আলু তরকারী কুটতে বসে আঙ্গুল কেটে বসে আছে। তখন জোর করে দু'জনকে ধরে নিয়ে এলুম।

যাও, তোমার ভাই ভাত তো পেলে, এখন আমায় বিদায় দাও। জানই তো, একসঙ্গে আমি থাকতে পারব না', আমার মন ভারি খারাপ, আমি তোমাদের শত্রু—"

বাধা দিয়া অস্থির ভাবে সত্যেন্দু বলিলেন, "আঃ, কি বলছ মেজবউ?"

সুনয়না বলিলেন, "কেন, সত্যি কথাই বলছি তো। তুমি, মেজ-ঠাকুরপো, কেউ আমায় দেখতে পার না, মেজ-ঠাকুরপো তো আমায় দেখবার ভয়ে লুকিয়ে বেড়ায়—"

"কেউ সে কথা বলতে পারবে না বউদি।" পূর্ণেন্দু দরজার বাহির হইতে উঁকি দিলেন।

সুনয়না বলিলেন, "আমি জোর করে বলছি ঠাকুর পো, তুমি 'না' বললেই কি আমি শুনি? তোমার মেজদা আমার রূপগামর্শে যে দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছেন, তুমি স্পষ্টই সে কথা বলেছ। আমি তোমাদের ভাইকে পৃথক করে দিয়েছিলুম, আমিই আবার এনে দিলুম,—হয়েছে তো? এখন তোমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে এ কাল যোগিনীর থাকা উচিত নয়, কে জানে আবার কাকে কামড়াব। নীলু এখন তোমাদেরই, আমার আর কে,—শত্রু বই তো নয়। এক সংসারে শত্রুর মুখে ভাইটিকে রেখে তোমরাই কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবে ভাই?"

পূর্ণেন্দু একটু হাসিয়া বলিলেন, "বুঝতে ভুল করেছ বউদি, কেন না—"

সত্যেন্দু মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "ভুল নিশ্চয়ই, সে আর একবার নয়,—একশো বার—এক হাজার বার।"

সুনয়না রাগের ভান দেখাইয়া বলিলেন, "একলক্ষ বার বলনা কেন? ভুল কে করেছে তাই বল দেখি?"

নীলেন্দু অগ্রসর হইয়া বলিল, "ভুল আমিই করেছি মেজবউদি, একমাত্র আমার জন্যেই এই তুমুল কাণ্ডটা বেধে গেল।"

স্নেহপূর্ণ নেত্রে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া সুনয়না বলিলেন, "কাজে ভুল আমিও করেছি নীলু, কিন্তু বুঝতে ভুল করি নি। তোমার মেজদার পাষাণ আচরণের মধ্যেও তোমার উপর স্নেহ ফল্গুর মত বয়ে যাচ্ছে তা আমিও বুঝেছিলুম। তোমার মেজদার সেদিনকার ছুটোছুটি যে তোমার আরেবিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প নষ্ট করতে, তাও আমি বুঝেছিলুম।"

সত্যেন্দু হাসিমুখে বলিলেন, "সবই মিটে গেল তো, তুমিই ভেঙেছিলে আবার তুমিই গড়ে দিলে, আঘাত দিয়ে জানিয়ে দিলে কে কাকে কতখানি ভালবাসে। এর জন্যে আমরা তিন ভাই-ই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ রইলুম মেজবউ। এখন একটু বিশেষ রকম জলখাবারের উদ্যোগ কর—হঠাৎ খিদেটা বড় বেশী রকম পেয়ে গেল।"

হাসিতে হাসিতে সুনয়না চলিয়া গেলেন।

সমাপ্ত

শিশুর খাদ্য

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, এম্-এস্-সি, এম্-বি।

ইংরেজীতে একটা প্রসিদ্ধ কথা আছে, "Morning shows the day." মানুষের জীবনের পক্ষে এ কথাটা যে ভাবে খাটে—সময়ের পরিমাপক দিনের বেলাও বোধ হয় তত্টুকু খাটে না। আজ যিনি খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ধন, মান প্রভৃতির অধিকারী হয়েছেন—প্রায়ই দেখা যায় —শৈশবেই তার অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল। আজ যিনি প্রকৃত বলবান—শিশুকাল হতেই তাঁর দেহ বলবানিয়মে বেড়ে উঠেছে। আজ যিনি জ্ঞানী বলে পরিচিত—শৈশবেই তাঁর সেই জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছিল। শিশুকালকে বাদ দিলে, মানুষের জীবন কখনই সার্থকতায় ভরপুর হয়ে উঠ্‌তে পারে না। যার সাত বছর অনাদরে, অবজ্ঞায় উদাসীনতায় কাটে—তার সাতাশ বছরও যে একটা বিরাট নিরাশা ও ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার মত, শিশুকালকে ব্যর্থ করে ভবিষ্যৎ জীবনকে সফল করে তোলা সুদূরপরাহত বা অসম্ভব বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতির বেলা এই চিরন্তন সত্যটুকু যেমন খাটে—মানুষের সব প্রয়োজনের চেয়ে বড় প্রয়োজন খাদ্যের বেলাও ঠিক তত্টুকু পরিমাণেই এর যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়।

শৈশবই দেহ ও মনের বৃদ্ধির উপযুক্ত কাল, আর দুই-ই নির্ভর করে উপযুক্ত খাদ্যের উপর। বাংলাদেশে, আর শুধু বাংলাদেশেই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে চার ভাগের একভাগ শিশুর মরণের জন্য শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে অসতর্কতাই দায়ী। তার উপর, অকাল বার্দ্ধক্য, রুগ্নরোগ প্রভৃতির অধিকাংশ; অকাল মৃত্যু প্রভৃতির মূলেও অনেক স্থলে, শৈশব হতে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবই—মুখ্য বা গৌণ রূপে দেখা যায়। অনেকে হয় ত বল্‌বেন, দেশের কি আর সেদিন আছে যে, ভাল দুধ, ভাল ঘি-মাখন পাওয়া যাবে—যা খেয়ে দেশের শিশুরা উপযুক্তরূপে বেড়ে উঠ্‌তে পারে! কথাটা খুবই সত্য, নিঃসন্দেহ। তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে ত' চল্‌বে না, বরং ধ্বংসোন্মুখ জাতিটাকে যেন তেন প্রকারে বাঁচাবার জন্যে এই অভাব অভিযোগের মধ্যেও একটা সুব্যবস্থা করে নিতে হবে। আমাদের দেখতে হবে, একে ত বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের অভাব, তার উপর যেন অজ্ঞতা, ও উদাসীনতায় আমরা দেশের দুরবস্থা আরো বাড়িয়ে না তুলি। শিশুই জাতির প্রাণ—আজ যে চলি চলি পা পা করে হাঁটতে শিখেছে—কালই সে হবে জাতীয়তার অগ্রদূত —তাকে তালে তালে চল্‌তে হবে জগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে,—না হয় বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়াতে কোন তফাৎই থাকবে না। এ অবস্থায় শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি রাখতে হবে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি; আর তাই রাখতে গিয়ে তাকে দিতে হবে উপযুক্ত খাদ্য, যার ফলে তার দেহ ও মন একই সঙ্গে কলায় কলায় বেড়ে উঠ্‌বে শুক্লপক্ষের সুন্দর চন্দ্রের মত।

প্রকৃতি-দত্ত আহারই শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত আহার। গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি গর্ভস্থ শিশুর খাবার ব্যবস্থা করে রাখে—মাতৃস্তন; সুতরাং এ অতি সহজেই ধারণা করা যায় যে, স্তনদুগ্ধই শিশুর পক্ষে প্রকৃষ্টতম খাদ্য। আজকাল দেশে সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক জননীই শিশুকে স্তন দিতে গিয়ে আঁৎকে উঠেন ভাবেন, এই বুঝি তাঁদের অটুট স্বাস্থ্য পরিপূর্ণ যৌবনের সুষমা সবই হতভাগ্য ছেলেটার জন্য গেল! কিন্তু এর মত ভ্রমাত্মক ধারণা আর কিছুই হতে পারে না। সন্তানকে স্তনদানই প্রাকৃতিক নিয়ম; না দেওয়াই অনুচিত! প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণেই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, প্রকৃতির অনুশাসন মেনে চল্লে কখনই সে ভয় থাকতে পারে না। একটু মনে রাখা উচিত—মাতৃস্তনের অভাবে শিশু যদি রুগ্ন হয়ে পড়ে, আর জননীর অনিচ্ছা এবং ভয়ই সন্তানকে স্তন্যদান না করার কারণ হয়—তবে শিশুর ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য জননীই দায়ী।

রাজার আইনে না হলেও, সমাজ ও ধর্ম্মের আইনে তিনি দণ্ডার্হ।

তবে এ স্থলে একটা কথা উঠতে পারে, যদি স্তনে দুধ না থাকে, তবে আর জননীর দোষ কি? কথাটা বিবেচ্য। তবে এটুকুও মনে রাখা উচিত—আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে হয়ত স্তনে দুধ নেই; তাই বলে যদি শিশুকে স্তনদান বন্ধ করা হয়, তবে আর কখনই স্তনে দুধ হওয়ার আশা থাকে না। আর যদি দুগ্ধবিহীন স্তনেও শিশুকে বারবার লাগিয়ে রাখা হয়, তবে অনেক স্থলেই দেখা যায়, শিশুই নিজে স্তন হতে তার আহারের উপযুক্ত দুধ টেনে নিয়ে আসতে পারে। জননীর স্তনদুগ্ধ বাড়াবার জন্য অন্য কোন ওষুধের আবশ্যক নেই—ক্ষুধার্ত্ত শিশুই, বারবার স্তন দেওয়ার চেষ্টা করে নিজেই, প্রকৃতির নিকট হতে আপনার খাবার ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।

শিশুর পক্ষে জন্মের পর হতে আট মাস পর্য্যন্ত স্তনদুগ্ধই উপযুক্ত খাদ্য। তবে আমার মনে হয়, যখন-তখন—অথবা শিশু কাঁদলেই অথবা ঘুম পাড়াবার উপায়স্বরূপ শিশুকে স্তনদান করা উচিত নয়—তাতে সুফল না ফলে' অনেক স্থলে কুফলই ফলে। স্তন্যপায়ী শিশুর জননীর পক্ষে কতকগুলি নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য। নিম্নে তা' দেওয়া গেল।

(১) প্রথমাবস্থায় তিন ঘণ্টা অন্তরই স্তনদান বিধেয়। এক সঙ্গে সাত মিনিটের চেয়ে বেশী সময় কখনই স্তন দেওয়া উচিত নয়। কারণ ঐ সময়েই শিশুর উপযুক্ত পরিমাণে শর্করা, চর্ব্বি ও আমিষ স্তনদুগ্ধে থাকে। সাত মিনিটের পর যে দুধ আসে প্রায়ই তাতে চর্ব্বি অধিক পরিমাণে থাকে। তাতে শিশুর পেটের অসুখ হয়।

(২) প্রত্যেক বার স্তনদানের পূর্ব্বে ও পরে জননীর স্তনাগ্রভাগ বিশেষ ভাবে ধুয়ে পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। শিশুর মুখও স্তনদানের পর ধুয়ে দেওয়া উচিত ও যাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে তা' করা উচিত।

(৩) জননীর যাতে সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রত্যেক বার স্তনদানের পূর্ব্বে জননীর পক্ষে একগ্লাস শীতল জল পান করা বিধেয়।

(৪) জননীর পক্ষে বেশী পরিশ্রম করা উচিত নয়—এবং স্তনদাত্রী ধাত্রীদের অধিক পরিমাণে মুখরোচক খাবার, দুগ্ধ দাত্ত অথবা যে সকল খাদ্যে পেট ফাঁপা অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা দোষ জন্মে, এরূপ কিছু খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু যে সকল খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ আছে, যথা ফলমূল, তরীতরকারী প্রভৃতি, যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া উচিত। জননীর পক্ষে মুক্ত বায়ু ও সূর্য্যালোক ও অত্যন্ত আবশ্যক।

(৫) প্রত্যহ দু'বার প্রত্যেক স্তন ঠাণ্ডা ও গরম জলে ধুয়ে মুছে রাখা কর্ত্তব্য। দিনে দু'বার, উপর হতে আরম্ভ করে বোঁটা পর্য্যন্ত আস্তে আস্তে হাত দিয়ে মালিশ করা উচিত।

(৬) প্রত্যেক জননীর পক্ষে দুপুরে বেলা বারোটা হতে তিনটা পর্য্যন্ত শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করা উচিত।

(৭) প্রথম কয়েক দিন শিশুকে নিয়মিত ভাবে স্তনদানের আগে ও পরে, প্রাতে ছটায় ও ন'টায়, দুপুরে বারোটায়, বিকালে তিনটা, ছটা ও নটায় ওজন করে প্রত্যেক খাওয়ার পর কত ওজন বাড়লো পরীক্ষা করে দেখা উচিত। প্রায়ই দেখা যায়, শিশু কোন কোন দিন একটু বেশী কি একটু কম খাচ্ছে। যদি কম খেয়ে থাকে, তবে উপযুক্ত পরিমাণে ছানার জল অথবা মাখন-তোলা দুধ জলে মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত। প্রথম মাসে একভাগ দুধে দুভাগ জল, দ্বিতীয় মাসে একভাগ দুধে দেড়ভাগ জল ও তৃতীয় মাসে এক ভাগ দুধে এক ভাগ জল মেশানো আবশ্যক। গরম জল মেশানোই উচিত, আর যদি শিশু দুর্ব্বল হয় তবে পরিষ্কার ছানার জলই দেওয়া ভাল।

(৮) যদি একেবারে পরিমাণ হতে অধিক খেয়ে থাকে, তবে প্রত্যেক স্তনদানের সময় কমিয়ে দিতে হবে। এ ভাবে ওজন করে খাদ্য কমালে অথবা বাড়ালে—শিশু নীরোগ ভাবে উপযুক্ত পরিমাণে বেড়ে উঠ্‌তে পারে।

(৯) যদি পেটের অসুখ হয়—তবে তৎক্ষণাৎ দু'একবার স্তনদানের পরিবর্ত্তে ছানার জল অথবা মাখন তোলা দুধ দেওয়া উচিত। তবে এটুকু মনে রাখা উচিত—ছয়মাসের কম বয়স্ক শিশুর পেটে, শিশুর যত মাস বয়স তাহ'তে এক আউন্সের অধিক খাদ্যের স্থান হয় না। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যেতে পারে, তিন মাস বয়স্ক শিশুর জন্য চার আউন্স খাদ্য আবশ্যক।

শিশুর দেহের উপযুক্ত পরিপুষ্টির জন্য যে পরিমাণে আমিষ, শর্করা ও চর্ব্বি জাতীয় পদার্থের আবশ্যক তাহাই মাতৃস্তন্যে থাকে। তার উপর শরীর বৃদ্ধিকারক খাদ্যপ্রাণ 'এ' এবং রিকেট প্রতিষেধক খাদ্যপ্রাণ 'ডি' থাকাতে দেহের যথাযথ বৃদ্ধি সম্ভব হয় ও রিকেট রোগ হতে পারে না। উপরি উক্ত নিয়ম গুলি পালন করলে যে শুধু রোগের হাত এড়ানোই সম্ভবপর হবে, এমন নয়; পরন্তু নীরোগ ও অটুট স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিশু ঘরে ঘরে জনকজননীর নয়নানন্দরূপে বোল কলায় বেড়ে উঠ্‌বে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যদি জননীর রোগ কি অন্যান্যের জন্য স্তনে দুধ না থাকে, অথবা জন্মের পরই হতভাগ্য শিশুর মাতৃবিয়োগ ঘটে, তবেই শিশুর অন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা উচিত, তা না হলে কখনই শিশুকে তার প্রকৃতিদত্ত খাদ্য মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

ঘটনাচক্রে মায়ের দুধের অভাবে দুগ্ধবতী ধাত্রীর দুধই প্রশস্ত। কিন্তু মাতৃস্তনে দুধ থাকলে কখনই শুধু ফ্যাসনের জন্য শিশুকে আয়া কিম্বা অন্য কারো দুধ খাওয়ানো উচিত নয়। তার প্রথম কারণ—আয়াদের বা ধাত্রীদের যদি কোন রোগ থাকে (সিফিলিস্ প্রভৃতি) তাহ'লে, তাদের দুধ খেয়ে ঐ রোগ শিশুর দেহে সংক্রামিত হতে পারে। সুতরাং শিশুকে স্তনদানের জন্য আয়া বা ধাত্রী নিযুক্ত করার পূর্ব্বে তার সম্বন্ধে সবিশেষ জেনে এবং আবশ্যক মত তাকে ডাক্তার দিয়ে উপযুক্তরূপে পরীক্ষা করিয়ে তার হাতে দেওয়া উচিত।

উপযুক্ত ধাত্রী অথবা আয়া না পেলে শিশুকে গরু অথবা ছাগলের দুধ দেওয়াই উচিত। কিন্তু এটুকু মনে রাখা উচিত—গরু বা ছাগলের দুধ—গো বা ছাগ-শিশুরই উপযুক্ত খাদ্য, মানব-শিশুর পক্ষে তা' যথাযথভাবে উপযুক্ত নয়। গো-দুগ্ধে এবং স্তনদুগ্ধে কোন কোন সামগ্রীর পরিমাণ এক হতে অন্যে বিভিন্ন, নিম্নে মোটামুটি একটা পরিমাণ দেওয়া গেল।

স্তনদুগ্ধ

আমিষ জাতীয় পদার্থ	...	২%
চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ	...	৩½%
শর্করা জাতীয় পদার্থ		৭½%
লবণ	...	০১%
জল	...	৮৭.২%

গো-দুগ্ধ

আমিষ জাতীয় পদার্থ	...	৪%
চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ	...	৩৫%
শর্করা জাতীয় পদার্থ	...	৪%
লবণ	...	০৪২%
জল	...	৮৮%

এ হতে দেখা যাচ্ছে—স্তনদুগ্ধ ও গো-দুগ্ধে চর্ব্বি-জাতীয় পদার্থ প্রায় সমান—জলও সমান। গো-দুগ্ধে আমিষজাতীয় পদার্থ মাতৃস্তন্যের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ এবং শর্করা জাতীয় পদার্থ প্রায় অর্দ্ধেক। সুতরাং এ অবস্থায় কোন কোন পদার্থ গো-দুগ্ধে বেশী এবং কোন কোন পদার্থ কম থাকার জন্য গো-দুগ্ধ মানব-শিশুর পক্ষে উপযুক্ত নয়। তবে একটু চেষ্টা করলেই তাকে স্তনদুগ্ধের অনুরূপ করে নেওয়া যেতে পারে। আর একপ মাতৃস্তন্যের অনুরূপ করে নেওয়া দুধই শিশুর উপযুক্ত খাদ্য। সুতরাং গো-দুগ্ধকে নিম্নলিখিত উপায়ে মাতৃস্তন্যের অনুরূপ করে নেওয়া উচিত।

(১) গো-দুগ্ধে একই পরিমাণ গরম জল মিশিয়ে নিতে হবে। তাতে আমিষের পরিমাণ মাতৃস্তন্যের মত হয়। কিন্তু তাতে চর্ব্বি ও শর্করার পরিমাণ কমে যায়।

(২) দুধে সাধারণতঃ যে শর্করা থাকে তার নাম লেকটোজ। সুতরাং শর্করা জাতীয় পদার্থ বৃদ্ধির জন্য লেকটোজ মিশানোই উচিত, লেকটোজ না পেলে অগত্যা বাজারের চিনিতেও চলে। পরিমাণ—তিন আউন্স দুধে এক চামচ (ছোট)।

(৩) চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ বাড়াবার জন্য দু চামচ সর মিশিয়ে নিলে তবে পরিমাণ শিশুর খাদ্যের উপযুক্ত হয়। কখনো কখনো সরের অভাবে দুধের পর এক চামচ করে কডলিভার অয়েল দিলেও চলে।

(৪) প্রত্যেক বারে, শিশুর যে কয় মাস বয়স তার

চেয়ে এক আউন্স অধিক দুধ দেওয়া উচিত। এবং প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তরই দেওয়া বিধেয়।

(৫) প্রত্যেকবার খাওয়ানোর পর, শিশুর মুখ ভাল করে ধুয়ে দিতে হবে।

(৬) যদি বোতল দিয়ে খাওয়ানো হয়—তবে বোতল সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যে সব বোতলের দুদিক খোলা—সেগুলিই সব চেয়ে ভাল, কারণ সেগুলি ভাল করে পরিষ্কার করে রাখা যায়। প্রত্যেকবার খাওয়াবার আগে ও পরে বোতল ভাল করে গরম জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার রাখা উচিত। তা না হলে দুধ পচে শিশুর অতি সহজে রোগ জন্মে। বোতলের মুখও সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। রবারের মুখই প্রশস্ত, তবে এটুকু দেখা উচিত যে, তার ছিদ্র যেন বড়ও না হয় আবার ছোটও না হয়। বোতল উপুড় করে ধর্লে—যদি প্রত্যেক সেকেণ্ডে এক ফোঁটা করে দুধ পের হয় তবেই বুঝতে হবে—ঠিক আছে, তা না হলে তৎক্ষণাৎ বদলে দেওয়া উচিত।

(৭) খাওয়াবার আগে এবং পরে শিশুকে ওজন করে কতটা খেল, অথবা বোতলের পরিমাণ দেখেই তা ঠিক করে নেওয়া উচিত।

(৮) দিনের বেলা ঘুমিয়ে থাকলেও শিশুকে ঘুম থেকে তুলে, উপযুক্ত সময়ে খাবার দেওয়া উচিত। কিন্তু রাত্রিতে ঘুম হতে তুলে কখনই খাবার দেওয়া উচিত নয়।

(৯) দুবার জাল দেওয়া দুধ না দেওয়াই ভাল, কারণ তাতে খাদ্যপ্রাণগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

তার উপর নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখা উচিত।

(১০) যে গরুর দুধ দেওয়া হয়, তার যেন কোন রোগ না থাকে। গৃহ পালিত গরু হলেই ভাল হয়।

(১১) দুধ যেন খাঁটি হয়—তাতে ভেজাল বা কোন বীজাণু প্রবেশ না কর্ত্তে পারে।

(১২) যে গরুর দুধ দেওয়া হয়—সে যেন কাঁচা ঘাস খেতে পায় এবং মাঠে রৌদ্রে চরে বেড়ায়। কারণ যে সকল গরু শুকনো ঘাস খায় অথবা ঘরে আবদ্ধ থাকে তাদের দুধে রিকেট-প্রতিষেধক খাদ্যপ্রাণ অল্পই থাকে।

(১৩) একটি গরুর দুধ অপেক্ষা কতিকয়েক গরুর দুধ একত্র করে তাহাতে শিশুকে খেতে দিলে অধিক সুফল পাওয়া যায়। কোন কোন গরুর দুধে খাদ্য-প্রাণ অল্পই থাকে—সুতরাং তাদের দুধ খেতে দিলে রিকেট হতে পারে; কিন্তু কয়েকটি গরুর দুধ একত্র করে দিলে—ঐ মিশ্রিত দুধে খাদ্যপ্রাণ থাকবেই থাকবে।

এ সম্বন্ধে আরো একটি কথা বলা আবশ্যক। কোন কোন স্থলে জননীর স্তন-দুগ্ধের অভাবহেতু স্তন-দুগ্ধ অথবা গরুর দুধ কি অন্য কোন খাদ্য দুই-ই দেওয়া হয়। আমার মনে হয়, এতে অনেক স্থলেই খারাপ ফল দেখা যায়। অন্য খাদ্য খেয়ে খেয়ে শিশুর স্তন-দুগ্ধ টেনে আনবার ক্ষমতা কমে যায়—তাতে মায়ের বুকের দুধ আরো কমতে থাকে। অন্য কোন উপায় অবলম্বন করার আগে অন্ততঃ কদিনের জন্যও চেষ্টা করে দেখা উচিত, শিশু বার বার স্তন হতে বেশী দুধ টেনে নিতে পার্চ্ছে কি না। অনেক স্থলেই সুফল পাওয়া যায়—শিশু আপনিই তার উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান করে নেয়।

আজকাল আমাদের দেশের ঘরে ঘরে শিশুকে, বাজারে যে সকল টীনের দুধ পাওয়া যায়, তাই দেওয়া একটা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বাড়ীতে শিশু আছে—সে বাড়ীতে অতি সহজেই ডজন ডজন হরলিক্স্ ম্যল্টেড মিল্কের বোতল, গ্লাক্সো, এলেনবারি প্রভৃতির টীন খুঁজে পাওয়া যাবেই যাবে। কিন্তু এ সকল খাদ্যে আমাদের শিশুর যে কত সর্ব্বনাশ হচ্ছে তা কেউ চেয়ে দেখেন কি? একে ত লক্ষ লক্ষ টাকা বিলাতে যাচ্ছে; তার উপর আমাদের শিশুরা পাচ্ছে সদৃশ উদরাময়, রিকেট, যকৃৎ রোগ, স্পেজমোফাইলি প্রভৃতি। এ সকল খাদ্যের বিজ্ঞাপনদাতারা বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেন—শিশুর পক্ষে প্রকৃষ্ট খাদ্য ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' আছে, কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে—এর মূলে কোন সত্য নেই! অবশ্য আমিষ, শর্করা ও চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য এ সকলে আছে বটে—তবে খাদ্যপ্রাণ যে নেই তা এক প্রকার সুনিশ্চিত। সুতরাং শিশুকে যথা সম্ভব এ সকল খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। শুধু যদি মাতৃস্তন্যের অভাব হয়, ধাত্রী পাওয়া না যায়, ও উপযুক্ত বিশুদ্ধ গো-দুগ্ধ অথবা

ছাগ-দুগ্ধ পাওয়া না যায়—শুধু এ রকম অবস্থাতেই—নাই মামার চেয়ে কানা মামার মতই দেওয়া চলে। তবে যত শীঘ্র সম্ভব এদের পরিত্যাগ করাই উচিত।

সুস্থ শিশুর পক্ষে এ সকল পেটেন্ট খাদ্য মোটেই ভাল নয়। স্তনদুগ্ধ অথবা অভাবে খাঁটী গরুর দুগ্ধ পেলে এগুলি কখনই দেওয়া উচিত নয়। তবে অসুখ-বিসুখ হলে বেনজারদ্ ফুড, হরলিক্স্, রবিনসন বার্লি প্রভৃতি দেওয়া যেতে পারে। আজকাল আমাদের দেশে রিকেট, গ্রিণ ডায়েরিয়া, স্পোরমোফাইলিয়া, স্কার্ভি প্রভৃতি শিশু রোগের প্রাচুর্য্যের মূলে শতকরা নব্বই স্থলেই—বিজ্ঞাপন-দাতাদের জয়ডঙ্কা নিনাদিত এই সকল খাদ্যপ্রাণলেশহীন পেটেন্ট ফুডের দৌরাত্ম্য—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যদি শিশু, দুধে সমানভাগে জল মেশানোর পর তা হজম না কর্ত্তে পারে, তবে কৃত্রিম উপায়ে অধিক পরিপাচ্য করে নিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

(১) প্রত্যেক আউন্স দুধে এক গ্রেণ সোডা সাইট্রাস মিশিয়ে নিলে—দুষ্পাচ্য দুধ অনেক স্থলে সুপাচ্য হয়। অভাবে চুণের জলেও কাজ চলে।

(২) শুকনো দুধ—মাল্টো, এলেনবারি (১ নং) প্রভৃতি। প্রথমটিতে দুধ শুকিয়ে লেকটোজ ও সর মিশিয়ে স্তনদুধের অনুরূপ করে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়টি শুধু শুকনো দুধ। কিন্তু যদি সাধারণ শুকনো দুধ দিতে হয়, তবে তাতে জল মিশিয়ে চিনি ও সর-সংযোগে স্তনদুধের মত করে নিতে হবে। শুকনো দুধ খেতে দিলে অনেক সময়ে স্কার্ভি রোগ হয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ অল্প পরিমাণে ফলের রস খেতে দিলে তা হয় না।

(৩) কনডেন্সড মিল্ক অথবা জমানো দুধ—সাধারণ গরুর দুধের চেয়ে সুপাচ্য হলেও আমিষ জাতীয় পদার্থ কম থাকাতে, শর্করা অত্যধিক থাকাতে এবং খাদ্য-প্রাণের অভাবে মোটেই আদর্শ খাদ্য হতে পারে না। কয় ব্যাধিগ্রস্ত শিশুকে দেওয়া যায়; তবে তার সঙ্গে একটু সর, কয় ফোঁটা কডলিভার অয়েল ও খানিকটা ফলের রস মিশিয়ে নেওয়া উচিত। তা না হলে রিকেট রোগ অবশ্যম্ভাবী।

(৪) পেপটোনাইজড মিল্ক—অথবা পেপটোন মিশানো দুধ। দশ আউন্স দুধে দশ আউন্স জল মিশিয়ে, একমাত্রা গুঁড়ো মিশিয়ে দশ মিনিট রেখে দিতে হয়। কারো কারো মতে খানিকটা সর মিশিয়ে নিতে হয়, না হলেও চলে। যখন গরুর দুধ মোটেই হজম হচ্ছে না, তখন এ ভাবে তাকে আংশিক পরিপাক করে খেতে দিলে সুফল পাওয়া যায়।

(৫) এলবুমেন ওয়াটার—পেটের অসুখে যখন দুধ হজম হয় না, তখন এতে বেশ উপকার হয়। ডিম ভেঙ্গে সাদা অংশ এক মাস জলে খুব খানিকক্ষণ পেঁটে নিতে হয়। উপরে সাদা ফেনা ভাসতে থাকে। নীচের জল অল্প পরিমাণে অনেক বার দিতে হয়।

(৬) ছানার জল—গরম দুধে ফটকিরি কি লেবুর রস মিশিয়ে ছানা কেটে যে জল বের হয়, তাতে শুধু সহজ-পাচ্য আমিষই থাকে। সুতরাং শিশুর পেটের অসুখে এও একটি ভাল খাদ্য।

নয় মাস হতে এক বৎসর পর্য্যন্ত খাদ্য

ন মাসের পরই একটু একটু করে বুকের দুধ ছাড়িয়ে অন্য খাদ্য দিতে আরম্ভ করা উচিত। সকালে ৭-৩০ থেকে আরম্ভ করে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত—প্রায় প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর পাঁচবার খাদ্য দেওয়া উচিত। সারা দিনে দুই পাইটের অধিক দুধ দেওয়া উচিত নয়।

প্রথম—মেলিন্স ফুড অথবা দুধের সঙ্গে ওট মিশিয়ে ঘন করে দেওয়া যায়।

দ্বিতীয়—খাঁটি গরম দুধে একটু চুণের জল মিশিয়ে দেওয়া চলে।

তৃতীয়—কাঁচা অথবা আধসিদ্ধ ডিমের কুসুম মিশিয়ে গরম দুধ।

চতুর্থ—প্রথমের মত।

পঞ্চম—গরম দুধ।

দশ এগারো মাস বয়স হতে—মাঝে মাঝে এক টুকরো রুটি কি অল্প ভাত দিয়ে শিশু যাতে চিবিয়ে খেতে শেখে তার চেষ্টা করা উচিত।

এক বছর হতে দেড় বছরের শিশুর খাদ্য

প্রথম—নয় মাস হতে এক বছরের শিশুর প্রথম খাদ্যের অনুরূপ।

দ্বিতীয়—.....দ্বিতীয়.....।

তৃতীয়—রুটি, ভাত, আলু, ডিমের কুসুম, পুডিং ইত্যাদি।

চতুর্থ—দুধ, মাখন ও রুটি।

পঞ্চম—গরম দুধ।

দেড় বছর হতে তিন বছরের শিশুর খাদ্য

সকালে আটটা হতে সন্ধ্যা আটটা পর্য্যন্ত—চার ঘণ্টা অন্তর চার বার।

প্রথম—পরিষ্কৃত এবং আধসিদ্ধ ডিম। রুটি, টোষ্ট ও মাখন।

দ্বিতীয়—ভাত, রুটি, মাংস, মাছ, পুডিং প্রভৃতি।

তৃতীয়—রুটি, মাংস ও দুধ।

চতুর্থ—গরম দুধ ও বিস্কুট।

এই ত গেল মোটামুটি খাবারের হিসাব। কিন্তু এই সঙ্গে একটা কথা মনে রাখা উচিত—শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যকর অত্যন্ত আবশ্যক। রৌদ্র সেবন করার অর্থ—সূর্য্যকরে শরীরে খাদ্যের মতই কাজ হয়। খাদ্যপ্রাণ 'ডি' অথবা রিকেট-প্রতিষেধক খাদ্যপ্রাণ সূর্য্যকরের প্রভাবে শরীরেই সঞ্চিত হয় এবং তাতেই অনেক সময় কডলিভার অয়েল খাওয়ার মত কাজ করে। সুতরাং প্রত্যেক শিশুকে অন্ততঃ দৈনিক এক ঘণ্টা করে রোদে রাখা উচিত। পরিমিত ও উপযুক্ত খাদ্যের সঙ্গে যদি শিশুর বায়ু ও রৌদ্র সেবনের ব্যবস্থা করা যায়, তবে আমাদের দেশে শিশুর মৃত্যুর হার অনেকাংশে কমে যাবে—এবং দেশের স্বাস্থ্যও অনেকটা উন্নত হবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

[স্বাস্থ্য-সমাচার]

"বুকের মাণিক নয়কো এরা তুচ্ছ রে"

শ্রীবিকাশ দত্ত।

আলোর ঝোরা ঝোটা ফুলের গুচ্ছ রে
জগৎ-জোড়া খোকাখুকুর দল!
বুকের মাণিক নয়কো এরা তুচ্ছ রে
ভাঙা বুকে লক্ষ হাতির বল।
হাসি খেলায় পূর্ণ গৃহ আঙিনা
স্বর্গ-আলোর ফুল্‌কি খোকাখুকু
মুগ্ধ-মধুর-চপল-চারু-ভঙ্গিমা
হাজার দুখেও সুখ শুধু এইটুকু!
স্বর্গে যত ফুল ফোটে সেই "নন্দনে"
এরাই হ'ল পারিজাতের কল্পনা,
গ'ড়লে ধাতা ক্ষীর নবু আর চন্দনে
এরা যে দেয় কান্না-হাসির আল্পনা।
শ্মশান সম শূন্য খাঁ খাঁ গেহ
নেইক' যেথায় খোকাখুকুর হাসি;
হায় সেখানে শান্তি না পায় কেহ
ব্যর্থ সেথা অর্থ রাশি রাশি।
পর্ণকুটীর এরাই করে শান্তি-নিকেতন
হাসি খেলার ভেদি-বাজীর জোরে,
বিশ্বধাতা স্বয়ম্প্রভুর প্রথাই চিরন্তন
বাঁধতে জানে হাজার মায়ার ডোরে।
স্বচ্ছ সরল অবাধ হাসির ধনি
এই আমাদের ছোট খোকাখুকু,
ঘরে ঘরে এরাই মাথার মণি
সন্দেহ তার নেইক' এতটুকু।
এরাই হ'ল উদাসেরি কান্না,
ভবিষ্যতের এরাই আশার আশা
মায়ার আধার এরাই হ'ল মায়া,
এদের হৃদেই ভগবানের বাসা।

ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান

শ্রীঅনিলকুমার বসু।

মানুষ কখনও একাকী নির্জ্জন কারাকক্ষে অথবা বনজঙ্গলে বাস করিতে চায় না। সে চায় সংসারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সাংসারিক আবর্ত্তনের মধ্যে নিজেকে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়া সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করিতে। কিন্তু কি লইয়া সংসার-সমাজ গঠিত? সে শুধু নারীকে লইয়াই। নারীকে অবলম্বন করিয়া সংসার-সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং নারীকে লইয়াই মানুষের জীবন-লীলা আরম্ভ হইয়াছে।

সাধারণতঃ আজকাল আমরা নারীকে অনেক স্থলে বড় অবজ্ঞার চক্ষে দেখি। এবং সেইরূপ করি বলিয়াই আমাদের আজ এতদূর অবনতি! সমাজের, তথা জাতির কল্যাণ করিতে হইলে নারী ও পুরুষকে পৃথক হইলে চলিবে না। উভয়কে একত্র থাকিয়া দেশের এবং দশের জন্য কাজ করিতে হইবে। তবেই তো আমরা জাতীয় কল্যাণে সফলতা লাভ করিতে পারিব।

কিন্তু আমাদের দেশে আমরা সাধারণতঃ কি করি? উভয়ের মধ্যে আমরা আজকাল এমন একটা পর্দা টানিয়া দিয়াছি যে, বর্ত্তমানে আমাদের উত্থান প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণতঃ আমরা পাড়া-গেঁয়ে লোকে ভাবি যে, ঘর শুধু মেয়েদের জন্য এবং বাহির মাত্র পুরুষদের জন্য!

ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ আমাদের কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ, বাহির যখন শুধু পুরুষদেরই একচেটিয়া (?) তখন সভাসমিতি, কার্য্যানুষ্ঠান ও আনন্দ উৎসব ইত্যাদি ব্যাপারের সংবাদ মেয়েরা আদৌ রাখে না এবং সেই জন্যই অধিকাংশ স্থলে স্বামীর জীবনের অর্দ্ধেকটাও তাহাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। দুনিয়ার কোন খবরই তাহারা রাখে না! তাহারা জানে কেবল ঘর-কন্না, গল্প-গুজব, পরনিন্দা ও বেশভূষার পারিপাটা করিতে! বাহিরের জগৎ ডুবিল কি মরিল এ কথাটা তাহারা একবার ভাবিয়াও দেখে না!

এ বিষয়ে অবশ্য তাহাদের কোন দোষ দেওয়া চলে না। কারণ পুরুষদের ধারণা যে, মেয়ে মেয়ের মত হইয়াই থাকিবে। বাহিরের খোঁজে তাহাদের দরকার কি? কিন্তু সত্য বলিতে গেলে, খোঁজও তাহাদের ষোল আনা দরকার আছে। কারণ, যে জিনিষের দ্বারা আমরা বাহিরের কাজে সফলতা অর্জ্জন করিব তাহার মূলেই শক্তি বলিয়া একটা জিনিষ অন্তর্নিহিত আছে। সেই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে বাহিরের কাজে মেয়েদেরও সাহচর্য্য দরকার। দর্পণে যেমন নিজের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া আপন মূর্ত্তিটি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়, তেমনি নারী যখন পুরুষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—তখন পুরুষও তাহার মধ্যে প্রতিফলিত দেখে সুপ্ত লুক্কায়িত প্রতিভা; এবং সেই জন্যই পুরুষের মন নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকট করিবার চিন্তায় চঞ্চল হইয়া পড়ে। সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা অর্জ্জন করিতে শক্তিই যখন আসল জিনিষ, তখন তাহাকে বাদ দিলে আমাদের আদৌ চলিতে পারে না। কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা নারীকে বাদ দিয়া চলি বলিয়াই আমরা শক্তির অভাবে দিন দিন পঙ্গু হইয়া পড়িতেছি এবং ঐ মিলন-সূত্রের অভাবের ফলে অনেক স্থলে পুরুষের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে শুধু এক ঘেঁষ ব্যাপারে।

ঐ সমস্ত কুসংস্কারের মাত্রা যথাসম্ভব কমাইয়া দিয়া যাহাতে পুরুষ ও নারীর মধ্যের মিলন-সূত্রটা আরও দৃঢ় হয় তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মিলন-সূত্র শক্ত করিতে হইলে নারীকে শিক্ষা ও তৎসম্বন্ধে স্বাধীনতা দাও। কিন্তু শিক্ষা ও স্বাধীনতা অর্থে আমি ইহা মনে করি না যে, নারীও পুরুষের মত স্বাধীন উপজীবিকা অর্জ্জন করিবে, পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাহিরের জগতে তুল্য স্থান অধিকার করিয়া বসিবে। শুধু এইটুকু মাত্র

মনে রাখিতে হইবে যে, নারী পুরুষের জীবনসঙ্গিনী ও সেবিকা হইয়া নারী জীবন সার্থক করিবে।

আজকাল হয়তো অনেক আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে মনে করেন যে, পুরুষের সেবিকা হইয়া থাকা মানেই তো তাঁহাদের দাসত্ব করা। কারণ তাঁহারা আজকাল নারী-স্বাধীনতা মানে মনে করেন যে, পর্দা প্রথা উঠাইয়া পুরুষের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন মতে জীবন যাপন করা। কিন্তু এটা একটা বড় ভুল ধারণা। এই ভুল আমাদের মেয়েদের ভবিষ্যতে ভাঙ্গিতে হইবে। এজন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা। যে শিক্ষা চরিত্র গঠনের অনুকূল নহে তাহা নারীর পক্ষে যেমন সুবিধাজনক নহে, পুরুষের পক্ষেও তদ্রূপ।

তাই বলি, নারী! উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা তোমার ভিতর এমন কিছু সৃষ্টি কর যাহাতে করিয়া তোমার শক্তির আলো চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পুরুষ ও নারীর ভিতর নিত্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতিকে আরও শক্তিময় ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে।

প্রতাপাদিত্যের জীবন-স্বপ্ন

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

কি মহামহিম জীবন-স্বপ্নে জাগিয়া উঠেছে আজিকে প্রাণ,
হৃদয়তন্ত্রী উঠেছে গাহিয়া আজি স্বজনের প্রণব গান।
মহাদেবতার স্বজন বাসনা আজিকে আমারি জীবন ভরি,
উঠেছে নাচিয়া উতল ছন্দে আজিকে আমারে মহান করি।
আমার আশার তুলির লিখনে প্রভাত-অরুণে আলোক ফুটে;
আমার শক্তি পরশে বিশ্বে জাগরণ-বাণী তড়িৎ ছুটে।
দিকে দিকে বাজে অভয় শঙ্খ, দিকে দিকে বাজে আশার গান;
পূর্ব্ব গগনে অযুত সূর্য্য, বাঙলা আজিকে বিবস্বান!
আত্মদেবতা জাগ্রত বুকে, বন্ধ জুড়িয়া অভ্যুদয়;
আকাশ চিরিয়া গাও রে উচ্চে—জয় মা বঙ্গ জননী জয়।

• • •

নমো নমো নমঃ চির মনোরম শ্যামা সুহাসিনী জন্মভূমি;
বিশাল বারিধি বন্দনা গাহি চির প্রবাহিত চরণ চুমি।
ললাট উপরে সজল জলদ করিছে স্নিগ্ধ সলিল পাত,
শত দেবতার করুণা গলিত মঙ্গলপূত আশীর্ব্বাদ!
তড়াগে তড়াগে কুমুদ পদ্ম বনানী বিথারে বিকচ ফুল;
ভক্তি অশ্রু সলিল সিক্তি বহিছে তটিনী সরিৎ কূল।
সযত্নে গিরি শিখরে দাঁড়ায়ে করিছে রক্ষা প্রহরী প্রায়,
দিবার আরতি করিছে রচিত!—সন্ধ্যা প্রদীপ জোৎস্নায়।
তুমি মা ধাতার দুলালী দুহিতা এত শোভাময়ী সুষমা জ্যোতি,
জগদ্ধাত্রী জগৎলক্ষ্মী করেছেন তোমা বিশ্বপতি!

• • •

শুভদে বরদে জননী বঙ্গ, তুমি মা অখিল ভুবন রাণী;
বলিতেছে শিরে বিজয় বিভূতি রাজাধিরাজের আশীর্ব্বাণী।
জগতে ঘোষিত কীর্ত্তি মহিমা, ভারত ব্যাপিত সিংহাসন;
দেখিতেছি আজ দিব্য বিভায় মহাশক্তির উদ্বোধন।
বাঙলার নীল আকাশে রাজিছে নবীন সূর্য্য বিবস্বান!
বাঙালী বীর্য্য উদ্দাম গতি বাত্যার বেগে প্রবাহমান।
ভারত দীপ্তি সোনার বাঙলা কীর্ত্তি ভূষিতা গরিমাময়ী,
বাঙালী বীর সে পুরুষোত্তম, শক্তি সাহসে জগজ্জয়ী।
বাঙলা মায়ের সেবক আমি রে, বাঙালী কীর্ত্তি পতাকাবাহী
স্বর্ণ-বঙ্গ-বন্দনা-গাথা উচ্চ কণ্ঠে আজিকে গাহি।
শক্তি-মায়ের ভক্ত আজিকে চরণ সমীপে রয়েছি সাজি।
ব্যাঘ্র-জননী-জঠরে জনমে ব্যাঘ্র-দমন বাঙালী আজি!

তোমারে সেবিতে ধন্য মানিয়া তোমারি মুক্তি সাধনা মম!
সোনার বাঙলা জননী আমার, নমো নমো নমঃ জননী মম!

মায়ের কোলে

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী।

সুখের জন্যই সে ছিল লালায়িত। দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর, দুবেলা শাকান্ন, সামান্য বেশভূষা তার মনে শান্তি দিতে পারলো না। সে চায় অফুরন্ত সুখের মাঝে ডুব দিতে—তলিয়ে যেতে।···

তার পিতামাতা ভাবলো, সন্তানের সুখের সাধ পূর্ণ করতে হ'বে। সেদিন থেকে তার পিতামাতার ভালবাসা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগ্‌লো। পর্ণকুটীর হ'ল সুখের অমরাবতী। তবু তার সুখের আশা মিট্‌লো না।···

দিন যায়—দিন আসে।

পিতামাতা তার বিয়ে দিলেন,—আহা একমাত্র সন্তান ···শান্তি পাবে এবার। কিন্তু কই, কোথায় সুখ?—নয়নে এল তার দুঃখের জলধারা।···

বসন্তে যখন প্রকৃতির নূতন সৌন্দর্য্যের পসরাখানি ধরার বুকে নেমে আসে—যখন কাননে কিশলয়ের নব-উৎসব আর ফুলের হাট বসে' যায়—পাখীদের অশ্রান্ত-গীতে যখন আকাশ বাতাস মুখরিত হ'য়ে ওঠে—কৈ তখন ত' তার হৃদয়-রাণী সুমধুর হাসি হাসে না! সংসারের কাজকর্ম নিয়ে যে সে সেই অবসরগুলো কাটিয়ে দেয়!

বর্ষার ঝরঝর বারি পতনে, শারদীয় উৎসবের মাঝে কৈ হৃদয়ের রাণী তাকে ত আপন-হারা করে না! তবে সুখ কোথায়? নাঃ, গরীবের আবার সুখ! সুখ রাজার ঘরে—রাজার প্রাণে!···আহা সে যদি একবার রাজা হ'তে পারত।···

• • •

শেষে সেই শুভ সুযোগই এল। দেশের রাজার বড় বিপদ। আর এক দেশের রাজা নাকি এ রাজ্য আক্রমণ করবে। রাজা প্রচার করলেন, যে সব চেয়ে বীরত্ব দেখিয়ে রাজ্য রক্ষা করতে পারবে—সেই পাবে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর পরমা সুন্দরী রাজকন্যা।···

যুদ্ধে যা'বার জন্য একদিন তারও ডাক এল। আহ্লাদে তার বুক নেচে উঠ্‌লো। ভাব্‌লো—রাজা হ'বার এ একটা সুযোগ বটে!

দেশের রাজা জয়ী হ'লেন—সেই সুখ-পিপাসুর অসীম সাহসে। রাজ্যে আনন্দের উৎসব পড়ে' গেল। রাজা তাকে নিজ পরিবারের মধ্যে বরণ করে' নিলেন—অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দান করবার জন্যে।···

সুখ-পিপাসু আজ তার প্রার্থিত সুখের মাঝে এসে প'ড়েছে।

মনে নেই তার জন্মভূমির কথা—মনে নেই তার পিতামাতার কথা—মনে নেই তার পল্লীর কথা। আজ সে রাজা, আর তার পাশে রাজকন্যা।—রাজ-সিংহাসনে, শয়ন-কক্ষে, বিশ্রাম-কক্ষে রাজকন্যা তার দিবানিশির সহচরী।···

তার পিতামাতা এল সে সুখ দেখতে, সে ত'দের তাড়িয়ে দিলে দরোয়ান দিয়ে। পিতামাতা কাঁদলো না তার অমঙ্গলের ভয়ে—শুধু বুকের মাঝে দুঃখের বোঝা নিয়ে দুহাত তুলে তাদের আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেল—হৃদয়ের সব স্নেহ ঢেলে'।···

• • •

কিন্তু তবু শান্তি কোথায়?···অর্থের চিন্তা, রাজ্য শাসন চিন্তা, রাজকার্য্যের চিন্তা তাকে ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরলো। সুখ যেন তার কাছ থেকে কোন্ অজানা-দেশে পালিয়ে গেল।

সে রাজ্যময় ঘোষণা করে' দিলো—কেউ রাজ্যে অশান্তি আন্‌লে রীতিমত শাস্তি পাবে। অশান্তির চিহ্ন এলে নীরবে স'রে যাবে, রাজার কাছে কেউ নালিশ পর্য্যন্ত করতে পারবে না।

সারা রাজ্যে এ কথা ছড়িয়ে গেল। কিন্তু তার ফলে অশান্তির চিহ্ন আরো বেড়ে চল্লো। দস্যুরা গ্রাম লুট করে' আগুন ধরিয়ে দেয়—মানুষ মেরে ফেলে। গ্রাম-

বাসীরা তবুও রাজার ভয়ে টুঁশব্দ অবধি করলো না। নীরবে তারা সব অত্যাচার সইতে', আর বুক ঠেকে আপন মনে কাঁদতো।···

রাজার কাণে সব গেল। হুকুম হ'ল—রাজ্যে সুখ নেই, অশান্তি—আচ্ছা, দাও এদের কঠোর শাস্তি সারা রাজ্যে সুখ প্রতিষ্ঠার জন্যে।

রাজার এ কঠোর আদেশে প্রজাদের দুঃখ আরো বাড়লো! কেউ কারাগারে বন্দী হ'ল, কেউ রীতিমত প্রহার পেল, কেউ বা রাজ্য তাড়িত হ'ল।

প্রজারা এ অত্যাচার সইতে পারলো না—চারিদিকে প্রবল অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। রাজা সুখের আশা ছেড়ে রাজ্য থেকে পালিয়ে গেল।

• • •

সে আজ ভিখারী। সুখ তার কাছ থেকে বহু দূরে পালিয়ে গেছে। তবুও সে আশা ছাড়লো না। ভাবলো—বিশ্বের ভিতর দেখবো, কোথায় সুখ আছে!···

—সে আবার তার সুখ-পথের অন্বেষণ করতে চললো।

কিন্তু অন্বেষণ করলেই কি সুখ মেলে?

ক্রমে সে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। চরণ তার পথে চলতে বাধা দিল। দেহটা নুয়ে যেতে লাগলো। ক্ষুধাতে সারা অঙ্গ জ্বলে যেতে লাগলো। আর নয়—আর নয়—প্রাণটা তার সকল সুখের আশা ছেড়ে দিয়ে দুঃখকেই বরণ করে' নিল। সে শুধু চায় এখন একটু আশ্রয়। সেখানে থেকে শুধু পার্থিব-জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলে সে বাঁচে।···

ধরণীকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলে রাত্রি এল।—ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে ধরণীর ধূলায় সে লুটিয়ে পড়লো। ক্রমে নিদ্রা এসে তার সকল ক্লান্তিকে শেষ করে দিলো।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন তার অতীত দিনের চিত্রটী ফুটিয়ে দিলো। দেখলো—তার মা তাকে সেই আগেকার মত খুব ভালবাসছে—হৃদয়ের সব স্নেহ দিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে, পিতা তাকে মধুর আহ্বানে ডাকছে, প্রিয়তমা পত্নী তাকে পবিত্র প্রেমের ডোরে বেঁধে রেখেছে; জন্মভূমি ক্ষুদ্র গ্রামখানি তাকে বুকে করে ধরে আছে।

সে একবারে মা-গো বলে চীৎকার করে উঠল।

• • •

রাত্রি শেষ হয়েছে। প্রভাতের অরুণ-আলো বিশ্বের উপর আধআধ মিঠে হাসি ছড়িয়ে দিয়েছে। ফুলের দেশের গন্ধ আনতে সমীর ছুটছে—পাগলের মত। পাখীরা তাদের অশ্রান্ত কাকলীতে বিশ্ব ভরিয়ে দিয়েছে। এ মধুর লগ্নের মাঝে কে যেন ডেকে উঠলো—বাবা, তুই কি এসেছিস্?

সম্মুখে তার অতি বৃদ্ধ পিতা, অতি বৃদ্ধা মাতা।

সব ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভাবনা-দুঃখ তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল। সে সেই জীর্ণ বৃদ্ধার কোলে লুটিয়ে পড়লো।

বৃদ্ধা বল্লে—বাপ, তুই আমার সেই জীবন ধন। এই তোর বুড়ো বাপ মাকে ছেড়ে আর কষ্ট দিস্‌নে।

সুখের আতিশয্যে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। ওগো সুখ-দুঃখের মালিক অদৃশ্য দেবতা! এমন সুখ ত জীবনে সে অনেক দিন পায় নি!···

• • •

আজ সে পেয়েছে মায়ের কোমল কোল, বাপের অফুরন্ত আদর, পত্নীর বিমল প্রেম, আর জন্মভূমির বুকের উপরের শুভ্র ছায়া-ঢাকা তার চিরপ্রিয় আঙিনা খানি।

প্রভাতের অরুণ-আলো, সমীরের স্নিগ্ধ পরশ, ফুলের মধুর গন্ধ, পাখীর অশ্রান্ত কাকলী তার সুখের মাঝে তাকে অভিনন্দন দিয়ে গেল। এ সব ছেড়ে সে কোথায় সুখের সন্ধানে গিয়েছিল?···

তখন দূরে কে গান গেয়ে যাচ্ছিল—

"ভূতের বোঝা ফেলে—
ঘরের ছেলে আয় চলে' আয়
আমার পাশে।"

নবযুগের নারী

(স্বামী স্বরূপানন্দের পত্র)

(৩)

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, • • • দেহ ক্ষণভঙ্গুর, মন পরিবর্ত্তনশীল এবং সুখলাভ-চেষ্টা সহস্র সহস্র স্থলেই ব্যর্থতা পূর্ণ। তথাপি যে নর-নারী মত্ত হইয়া অচিরস্থায়ী দেহকে অক্ষয় অমর মনে করে, তথাপি যে নর-নারী জীবনকে প্রবৃত্তির আবর্ত্তসঙ্কুল স্রোতে ভাসাইয়া দেয়, তথাপি যে নর-নারী ক্ষণভঙ্গুর সুখ-লাভের চেষ্টাতেই ডুবিয়া থাকে, তাহার কারণ আত্মোপলব্ধির অভাব। একই অখণ্ড পরমাত্মা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি তোমার মধ্যেও আছেন, যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তোমার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, নীচতা, স্বার্থপরতা, পরস্ত্রী-কাতরতা ও অহঙ্কারের পরিসর-বৃদ্ধি ঘটিতেছে, তাহাদের মধ্যেও আছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবের মধ্য দিয়া বিভিন্ন ভাবে প্রকটিত হইতেছেন বলিয়া যে নিজেও ভিন্ন বা খণ্ড হইয়াছেন, তাহা নহে। সমুদ্রের মধ্যে কোটি কোটি মৎস্য, শুক্তি, কুম্ভীর, হাঙ্গর, তিমি এবং তিমিঙ্গিল বাস করিলেও যেমন সমুদ্র অখণ্ডই থাকে, তেমনই আমরা তাঁহার মধ্যে বাস করিলেও তিনি অখণ্ডই আছেন। পার্থক্য এই যে, মৎস্য, শুক্তি, কুম্ভীর প্রভৃতির উদরের অভ্যন্তরে সমুদ্র থাকে না, কিন্তু প্রত্যেক জীবের ভিতরেই সেই সর্ব্বভূতাত্মা পরব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন।

স্বামীকে পরমেশ্বর বলিয়া অর্চ্চনা করিবার শিক্ষা ভারতীয় রমণী-সমাজে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচলিত আছে। স্বামীকে পরম দেবতা জ্ঞান করিবার উপদেশ, তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবার উপদেশ, তাঁহার মানুষী মূর্ত্তিকেই নিজ কল্পনার বলে দৈবীবিভূতিসম্পন্ন মনে করিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ ভারতীয় জনক-জননীরা চিরকাল তাঁহাদিগের কন্যাদিগকে দিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান কালের সমাজ-সংস্কারক এবং স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণ ইহার মধ্যে শুধু নারীর অবনতি, নারীর অধোগতি এবং নারীর দাসীত্বই দেখিতে পাইয়াছেন এবং সহস্র প্রকারে সতীর এই পতি পূজাকে নিন্দা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহারা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে সবই অযৌক্তিক বা মিথ্যা, তাহা বলা চলে না। কিন্তু সাধন দৃষ্টির অভাব-বশতঃ তাঁহারা পতিপূজার অন্তর্নিহিত সত্যটুকুকেও উপেক্ষা করিয়াছেন। স্বামীকে ব্রহ্মবোধে অর্চ্চনা করিবার অন্তর্নিহিত মঙ্গলটুকু এই যে, যাঁহার প্রতি ব্রহ্মবোধ উদ্দীপিত হইয়াছে তাঁহার প্রতি ভোগলিপ্সা কখনও জাগ্রত হইতে পারে না। আর, স্বামীকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করিতে করিতে উপাসিকা সতী নারী নিজের মধ্যেও সেই ব্রহ্মবোধকে বিকশিত দেখিতে পান।

ব্রহ্মানুভূতি বা আত্মোপলব্ধির প্রণালীর মধ্যে দুইটী বিশিষ্ট পন্থা আছে। এক পন্থায় প্রথমতঃ অপরের প্রতি ব্রহ্মভাব জন্মাইতে হয় এবং পরে সেই ব্রহ্মভাব নিজের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। অপর পন্থায়, প্রথমতঃ নিজের মধ্যে ব্রহ্মভাবের আরোপ করিতে হয় এবং পরে তাহা অপরের মধ্যেও আপনিই প্রসার প্রাপ্ত হয়। বৈদিক যুগের তপস্বিনী ঋষি-পত্নীরা সাধারণতঃ শেষোক্ত পথেই চলিতেন, আগে নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনুভব করিয়া তৎফলস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডময় ব্রহ্মদর্শন করিতেন এবং তখন স্বামীও ব্রহ্মই হইয়া যাইতেন। এই ভাবেই তাঁহারা ব্রহ্মময় ধর্ম্মের সংসার করিতেন। তান্ত্রিক যুগের তপস্বিনী গৃহিনীরা সাধারণতঃ প্রথমোক্ত পন্থারই অনুবর্ত্তন করিতেন, আগে স্বামীকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনুভব করিয়া তৎফল-স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডময় ব্রহ্মদর্শন করিতেন এবং তখন নিজেও ব্রহ্মই হইয়া যাইতেন। ইঁহাদের জীবনে গৃহীর আচার ছিল, ব্যবহার ছিল, গৃহীর আনন্দ, গৃহীর উল্লাস সবই ছিল,

স্বামীস্ত্রীর প্রেমময় ভাব ছিল, সন্তান-জনন, সন্তান-পালন, সন্তান-শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় ঝঞ্ঝাটই ছিল, কিন্তু ছিল না শুধু কাম, ছিল না শুধু প্রবৃত্তি। বৈদিক যুগের গৃহিনীরা ছিলেন ব্রহ্মব্রতা, পাতিব্রত্য তাহার ফল। তান্ত্রিক যুগের গৃহিনীরা ছিলেন পতিব্রতা, ব্রাহ্মব্রত্য তাহার ফল।

ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক ভবিষ্যৎ নবযুগ নির্দ্দিষ্টভাবে তন্ত্রযুগ বা বেদযুগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে না। ভারতের ভবিষ্যৎ আধার ভেদে পথের ভেদ মানিবে, সাধক সাধিকার যোগ্যতার অনুযায়ী পন্থার নির্দ্দেশ করিবে। কোন্ পথ যে কাহার গ্রহণীয়, নবযুগের ভারত-সন্তান তাহা নিজ নিজ সাধনের বলে আবিষ্কার করিয়া লইবে।

তোমাকেও কোন্ পথ লইতে হইবে, তাহা তুমি নিজের শক্তিতে বাহির করিয়া লও। পরমাত্মার বজ্রগর্ভ বহ্নিপিণ্ডসম জলন্ত মহানামে প্রাণমন ঢালিয়া দাও। নাম জপিতে জপিতে যখন যাঁহার কথা মনে পড়িবে, তখন তাঁহাতেই চিত্তের সমগ্র ভক্তি ঢালিয়া দিয়া তাঁহার প্রতি ব্রহ্মভাব আরোপ কর। এই ভাবে সাধন করিতে করিতেই তোমার পথ তোমার সমক্ষে খুলিয়া যাইবে।

"এত প্রবৃত্তি কেন?"—এই প্রশ্নের উত্তর,—"আত্মোপলব্ধির অভাব হেতু, নিজেকে জানিবার অক্ষমতা হেতু।" এত প্রবৃত্তি কেন?—এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর,—"যে তপস্যায় জীবে জীবে শিববুদ্ধি জাগ্রত হয়, ঘটে ঘটে ব্রহ্মানুভূতি প্রদীপ্ত হয়, সেই তপস্যায় নিরতি হেতু।" ভগবানের নামে নিজেকে বিকাইয়া দাও, জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের যখনই যাহাকে নিরীক্ষণ কর, তখনই তাহাকে মনে মনে পরমেশ্বরের পরমপ্রেমময় নাম ধরিয়া ডাক,—প্রবৃত্তির প্রবল স্রোত থামিয়া যাইবে, অনবদ্য প্রেমের মহামধু সকল বিষকে পরাজিত করিবে।

শ্রীনামে পরমপ্রেম উপজিবে চিতে,
ফুটিবে জ্ঞানের দীপ্তি তোর চারিভিতে।
কর্ম্মময় জীবনের সকল মণ্ডলে
তাঁর জ্যোতির্ম্ময় নাম সদা যেন জ্বলে।
তীব্র কালকূট হবে অমৃত সমান
শ্রীনামে সমগ্র প্রাণ কর যদি দান।

আমার কি মনে হয় জানো মা? আমার মনে হয়, আত্মোপলব্ধির অভাবই স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার চরম বাধা, নতুবা সমাজ বা লোকাচার অধিক শক্তি ধরে না। আগে চাই অন্তর্জাগরণ, বহির্মুখ স্বাধীনতা তাহার স্বাভাবিক ফল মাত্র। আজ তোমাদের সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়া উঠুক, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের সাধনা তোমাদের মধ্যে মধ্যাহ্নসূর্য্যের অপরিমেয় জ্বালামালা লইয়া জ্বলিয়া উঠুক, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেকের বজ্রহুঙ্কার তোমাদের মোহতন্দ্রার চির অবসান করুক।

আজ তবে আসি মা। তোমরা সকলে আমার শুভাশীষ গ্রহণ করিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক—
স্বরূপানন্দ।

(৪)

নিত্যনিরাপদাসু—

স্নেহের মা, • • • মনের মধ্যে বিশ্বাস রাখিও, শুধু বিশ্বাস নয়, গভীর বিশ্বাস রাখিও, তুমিই মহাশক্তি জগজ্জননী, তুমিই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ী মা, তুমিই পরমানন্দ-স্বরূপিনী পরমেশ্বরী, তুমিই চরাচর-বিহারিণী বিশ্বপ্রসবিণী। মহাশক্তি মা এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের দেহ হইতে ক্ষুদ্র একটুখানি দৈহিক উপাদান ধার লইয়া আসিয়া অসীম হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছে, এবং বিভিন্ন ঘটনার আবর্ত্তনে নিজেকে নিপাতিত করিয়া মনে মনে অভিমান করিতেছে,—"আমি অমুকের কন্যা, অমুকের ভগ্নী, অমুকের পত্নী, অমুকের ভ্রাতৃবধূ, অমুকের পুত্রবধূ আর অমুকের শিষ্যা।" এই অভিমানবশেই সে মনে করিতেছে,—"অমুকের সহিত আমার ভক্তির সম্বন্ধ, অমুকের সহিত আমার প্রীতির সম্বন্ধ, অমুকের সহিত আমার বিনয়-নম্র আজ্ঞানুবর্ত্তিতার সম্বন্ধ, আর অমুকের সহিত আমার ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণের সম্বন্ধ।" নিজেকে তুমি সীমাবদ্ধ ভাবে দেখিতেছ বলিয়া প্রবৃত্তি নিচয় তোমাকে ঘিরিয়া ধরিতেছে। কিন্তু ইহারা কি প্রকৃতই প্রবৃত্তি? না মা, তাহা নহে। নিজেকে তুমি সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ

বলিয়াই বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তনী লীলা তোমার কাছে সীমাবদ্ধ রূপ ধরিয়া প্রকটিত হইতেছে এবং প্রকৃতির সেই সীমাবদ্ধ নরমূর্ত্তি দেখিয়া তুমি চমকিয়া উঠিতেছ। কিন্তু তুমি যে মা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অতীত বস্তু। নিজেকে তুমি সীমাবদ্ধ দেখিতেছ, তারই জন্য তোমার স্নেহ, তোমার ভক্তি, তোমার প্রীতি, তোমার প্রণয়, তোমার বিনয়, তোমার শ্রদ্ধা, সবই সীমাবদ্ধ রহিয়া যাইতেছে। যতক্ষণ তুমি নিজে সীমাবদ্ধ, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার পিতৃভক্তিও সীমাবদ্ধ, তোমার ভ্রাতৃ-প্রীতিও সীমাবদ্ধ, তোমার স্বামী-প্রেমও সীমাবদ্ধ, তোমার গুরু শ্রদ্ধাও সীমাবদ্ধ। যে মুহূর্ত্তে তুমি নিজেকে জানিলে অসীম, সেই মুহূর্ত্তে তোমার পিতাও হইলেন অসীম, ভ্রাতাও হইলেন অসীম, স্বামীও হইলেন অসীম, গুরুও হইলেন অসীম। পিতা যতক্ষণ সসীম, ততক্ষণ তাঁহার ভালবাসার নিঃস্বার্থতায় সন্দেহ থাকে। ভ্রাতা যতক্ষণ সসীম, ততক্ষণ তাঁহার স্নেহ-প্রীতির অকৃত্রিমতায় সংশয় থাকে। স্বামী যতক্ষণ সসীম, ততক্ষণ তাঁহার প্রেমের অকপটতায় অবিশ্বাস থাকে। গুরু যতক্ষণ সসীম, ততক্ষণ তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ণতায় অনাস্থা থাকে। এই যে সংশয়, এই যে সন্দেহ, ইহাই ঘনীভূত হইয়া তোমার মনকে সংসারের জগতে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখে। এই যে অনাস্থা, এই যে অবিশ্বাস, তাহাই তোমার প্রবৃত্তির সাগরে উদ্বেগ তরঙ্গভঙ্গ তোলে।

এই অনাস্থা ও এই অবিশ্বাসকে তোমাকে পরাজিত করিতে হইবে। কিন্তু পরাজিত করিবে কিসের বলে? ইহার একমাত্র উত্তর আত্মসাক্ষাৎকারের বলে। তোমাকে আত্মদর্শন করিতে হইবে। তুমি যে কে, তাহা চিনিতে হইবে। সাধনের বলে ইহা তোমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

তুমি একাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হইয়াছ, আবার তুমিই তোমার সহিত নানা সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছ। যাহার সহিত যে সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছ, তাহার সহিত সেই সম্বন্ধের মর্য্যাদানুরূপ ব্যবহার তোমাকে করিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু অনুভূতিতে জানিয়া যাইতে হইবে, তুমি এবং সে দুই নহ, দুই-ই এক, একই দুই। স্বরূপতঃ দুই ই এক, বাহ্যতঃ একই দুই। স্বরূপতঃ তোমাতে আর তোমার পিতাতে ভেদ নাই, বাহ্যতঃ একই তুমি কন্যা ও পিতাতে পরিণত হইয়াছ। স্বরূপতঃ তোমাতে আর তোমার স্বামীতে ভেদ নাই, বাহ্যতঃ একই তুমি স্বামী ও স্ত্রীতে পরিণত হইয়াছ। স্বরূপতঃ তোমাতে আর তোমার গুরুতে ভেদ নাই, বাহ্যতঃ একই তুমি শিষ্যা ও গুরুতে পরিণত হইয়াছ। স্বরূপতঃ তুমি অসীম, তাই পিতার সহিত, স্বামীর সহিত, গুরুর সহিত তোমার সম্বন্ধও অসীম। বাহ্যতঃ তুমি সসীম, তাই পিতার সহিত তোমার সম্বন্ধ শুধু কন্যা-জনোচিত, স্বামীর সহিত তোমার সম্বন্ধ শুধু পত্নী-জনোচিত, গুরুর সহিত তোমার সম্বন্ধ শুধু শিষ্যা-জনোচিত।

তুমি ব্রহ্মময়ী জগজ্জননী, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির তুমি অতীত। যাহাকে আসক্তি বলিয়া বোধ করিতেছ, তাহার পশ্চাতে তুমি তোমার অখণ্ডস্বরূপে অনুভূতিকে স্বীকার কর। সকল চঞ্চলতার পশ্চাতে যে তোমার অচঞ্চল ব্রহ্মত্ব বিরাজ করিতেছে, সকল বিক্ষোভের মূলদেশে যে নিক্ষোভাতীত পরব্রহ্ম দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, সাধনবলে ইহা উপলব্ধি কর। দেহ ও মনের সকল চাঞ্চল্যের প্রতীক হইতেছে শ্বাস ও প্রশ্বাসের চির-চাঞ্চল্য। সর্ব্বাগ্রে এই চঞ্চল বায়ুগতির মধ্যে ব্রহ্মাস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টাবতী হও।

ভাল আছি। শ্রীপ্রভু তোমার কুশল করুন। ইতি

আশীর্ব্বাদক—
স্বরূপানন্দ।

সঙ্কলন

মীরাবাঈ

মেরে পরম সনেহী রামকী, নিত ওলুডী আবে।

রাম ছুরাবে ছম ঢৈ রাম কে, ছবি বিন কুছ ন সুহাবৈ।

আমার পরম প্রীতি রামের সঙ্গে, নিত্যই সে আমার স্মরণে জাগিয়া রহিয়াছে। রাম আমার, আমি রামের, ছবি বিনা আর কিছুই যে আমার রোচে না!

"রাম আমার, আমি রামের"—এই হইল মীরার দর্শনের মর্মকথা। জননীকে সম্বোধন করিয়া একদিন মীরা বলিয়াছিলেন,—

নাই, মহানে সুপনে মেঁ পরণ গয়া জগদীস!

—ও মা, স্বপ্নে আমার জগদীশের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

মা মেয়ের এই পাগলামি শুনিয়া মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, পাগল মেয়ে! স্বপ্নে মানুষ কত কিছুই দেখে, তাই বলিয়া কেহ কি সে সব কথা বিশ্বাস করে?

মেয়ে সরল চক্ষে, অতি মধুর হাসিয়া প্রীতিসিক্ত কণ্ঠে বলিল, বিশ্বাস করিবে না মা, ওই স্বপ্নের মাঝেই যে আমার গায়ে হলুদ হইয়া গেল—"সুপনে হীরো পরেঁ"—আমার অঙ্গ সুবাসিত হইল যেন। শ্রীভগবান্ যে আমার স্বামী; স্বপ্নে তোরণ বাঁধিয়া ছাপান্ন কোটী যদুযাত্রী সঙ্গে লইয়া তিনি যে আমাকে উঢ়াবার করিয়া গেলেন।

সুপনে মেঁ মহানে পরাণ বরা জী তো গয়া অচল সুহাগ!

—সত্যি মা, স্বপ্নে আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বঁধুর অচল সোহাগ যে আমি পাইয়াছি!

এই স্বপ্নাবেশের মাধুরী মীরার জীবনকে যেন জ্যোৎস্নাবাষ্পে গলাইয়া গিয়াছে। কোথাও বিচার-বিবেকের কাঠিন্য নাই, অথচ জ্ঞান যেন স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া তাঁহার বাণীতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। কৃচ্ছ্র সাধনার কোথাও আভাস নাই, অথচ বিরহের বেদনায় অনুদ্দিষ্ট তপশ্চর্যার মাঝেও একটি কমনীয় শ্রী দান করিয়াছে। মীরার সমস্তই এমনি সহজ ও মধুর!

ভক্তির সূচনা ব্যাকুলতাতে; ব্যাকুলতার প্রকাশ প্রার্থনায়। মীরার প্রার্থনা যেন একটী আনত স্নিগ্ধ পুষ্প-স্তবকের মত; কোথাও তাহার এতটুকু আড়ম্বর নাই, কার্পণ্য নাই, ছলনা নাই। বাংলার নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনায় যেমন পাই একটী বেণুধ্বনিময়ী বিহ্বলতার অনতিব্যক্ত সুষমা, ঠিক তেমনটি আমরা পাই মীরার প্রার্থনায়। গিরিধরকে সম্বোধন করিয়া মীরা বলিতেছেন—

মীরা কো প্রভু সাচী দাসী বনাও।

ঝুঠে ধন্ধো সে মেরা ফংদা ছুড়াও।

ঝুঠে হী লেত বিবেক কা ডেরা।

ঝুঠি বন ঘরপি করঁ বহুতেরা।

হার রাম নহিঁ কছু বস মেরা।

মরত হুঁ বিরহ প্রভু ঘাও সবেরা।

ধর্ম উপদেস নিত প্রতি সুনতী হুঁ।

মন কুচাল সে ডী ডরতী হুঁ॥

সদা সাধুসেবা করতী হুঁ।

সুমিরণ ধ্যান মেঁ চিত ধরতী হুঁ।

ভক্তিমার্গ দাসীকো দিখাও।

মীরা কো প্রভু সাচী দাসী বনাও॥

—ওগো প্রভু, মীরাকে তোমার সত্যিকার দাসী করিয়া নাও! মিথ্যা ধাঁধাঁর ফাঁদ হইতে আমাকে মুক্তি দাও। কতই তো ঝোর করি, ফন্দী খাটাই, তবুও ওরা আমার বিবেকের ডেরা যে লুটিয়া নেয়। হায় গো প্রভু, কিছুই যে আমার বশে নয়! ওগো, আমি বিবশ হইয়া পরাণে মরি, শীঘ্র আমার কাছে ছুটিয়া এসো প্রভু! ধর্মের উপদেশ নিত্যই শুনিতেছি, মন পাছে বেচাল হইয়া যায়, শঙ্কায় সদা জাগিয়া আছি; সর্বদা সাধুসঙ্গ করিতেছি, স্মরণ-মননে চিত্তকে ধরিয়া রাখিয়াছি। হে প্রভু, তোমার এই দাসীকে ভক্তির পথ চিনাইয়া দাও, তোমার মীরাকে সত্যিকার দাসী করিয়া নাও।

এই কয়টী ছত্রে প্রাণের আকুলতা কেমন অনাড়ম্বর অথচ জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আশা ও আশঙ্কায় কম্পমান চিত্ত লইয়া মীরা বলিতেছেন—

মহারী হুখ জুঁ জানো জুঁ লীজো জী।
পল পল ওতর পন্থ নিহার্ঁ।
দরশন মুহানে দীজো জী।
মৈঁ তো হুঁ বহু ওগণহারী,
ওগণ চিত্ত মত দীজো জী।
মৈঁ তো দাসী থাঁরে চরণ কমঁল কী
মিল বিছুরন মত কীজো জী।

ওগো, আমার কথাও তুমি যখন মনে হয় একবার শুধাইও! আমি পলে পলে অন্তরের পথ চাহিয়া ফিরিতেছি, হে প্রভু,আমায় দরশন দিও! আমার তো অবগুণের আর সীমা নাই, তুমি যেন তাহার উপর নজর দিও না। আমি তোমার চরণের দাসী, একবার কাছে আসিতে যেন ভুলিয়া যাইও না প্রভু!

এই ব্যাকুলতা নিরন্তর মীরাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। মীরার আর এখন—

দিন নহিঁ চৈন্ রাত নহিঁ নিদরা সুখ্ খড়ী খড়ী।
বান বিরহেকে লগে হিয়ে মেঁ ভুলুঁ ন এক ঘড়ী।

—দিনে নাই শান্তি, রাত্রে নাই ঘুম; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমি শুকাইয়া যাইতেছি। বিরহের বাণ আমার হিয়ায় বিঁধিয়াছে, এক মুহূর্ত্তও তো তাহাকে আমি ভুলিতে পারিতেছি না!

আমি এমন করিয়া যাহাকে চাই, সে কি আমায় দেখা না দিয়া থাকিতে পারে? কিন্তু প্রথম দর্শনে যেমন আছে আনন্দ, তেমন আছে শঙ্কা। দেখিয়া আপনা ভুলিয়া যাই, কিন্তু আপনা না খুঁজিতেই যে মানসী প্রতিমা চকলা হইয়া উঠে। দেখা দিয়া যে সে পলাইয়া যাইতে চায়—কণিকের দর্শনে প্রাণে চিরজনের বিরহানল জ্বালিয়া দিয়া! তাই ওগো গিরিধর, তোমার পায়ে মীরার এই মিনতি—

পিয়া মুহাঁসে নৈণা আগে রহজ্যো জী।
নৈণা আগে রহজ্যো, মুহাঁনে ওল মত জাজ্যো জী।
তৌসাসরমেঁ বহী জাত হুঁ, বেগ মুরারী সুধ লীজ্যো জী।

—ওগো প্রিয়, তুমি দাঁড়াও আমার আঁখির আগে! আমার আঁখির আগে দাঁড়াও গো—আমাকে ভুলিয়া যাইও না যেন! এই ভব সাগরে দেখ আমি ভাসিয়া চলিয়াছি, তুমি একবার আসিয়া আমার কথা শুধাইয়া যাও।

আবার এ মিনতি—এ দাবী নয়; কেননা তুমিই যে কি, তাহা আমি জানি। কিন্তু তবুও, এ কথাও ভুলিতে পারি না যে আমি হীন হই, তবুও আমি তোমার ছাড়া আর কাহে তো নই। তাই বলি—

তো জী মহারাজ ছোড় মত জাজ্যা।
মৈঁ অবলা বল নাহিঁ গোসাঈঁ, তুমহি হো মেরে সিরতাজ।
মৈঁ গুণহীন গুণ নাহিঁ গুসাঈ, তুম সমরথ মহারাজ।
রাবলী ছোই যে কিন যে আউঁ, তুম হো হিবড়া মো লাজ।
মীরা কে প্রভু ঔর ন কোই, রাখো অব কে লাজ।

—ওগো মহারাজ, তুমি আমায় ছাড়িয়া যাইও না যেন। ওগো গোসাঁই, আমি যে অবলা, কোনও বলই যে আমার নাই; তুমিই যে আমার মাথার মুকুট। জানি প্রভু, আমি গুণহীনা, কোন গুণই আমার নাই, আর তুমি সমর্থ, তুমি মহারাজ। কিন্তু আমি তোমার হইয়া আর কাহার হইব, প্রভু! তুমিই যে আমার বুকের হার। মীরা জানে, তাহার মালিক আর কেউ নয়; এখন তুমিই মীরার লজ্জা রক্ষা কর।

আরও বলি, আমি কি আর তোমাকে জানি না প্রভু, যে কাঙ্গাল, যে শরণাগত, তাহাকে তুমি যে বুকে তুলিয়া লও! এ কথা জানি বলিয়াই তো বলি—

বাবলো বিড়দ মোহি ঝড়ো লাগে, পীড়িত পরায়ে প্রাণ।
সগো সনেহী যেরো ঔর ন কোই, বৈরী সকল জহান।
মীরা দাসী অবল কমত হৈ, নহিঁ জী সহায়ো আন।

তোমার ওই স্বভাবটী বড় ভাল লাগে যে তোমায় ভালবাসে, তুমি তাহার দুঃখ দেখিলে গলিয়া যাও! তোমার মীরাও বড় দুঃখিনী, তাহার আত্মীয় বান্ধব বলিতে কেহই নাই, সমস্ত সংসারটাই তাহার শত্রু। তাই তোমার দাসী মীরা তোমার কাছে এই আরজী করিয়া রাখিল, তার যে আপন বলিতে আর কেহ নাই, এ কথা যেন তুমি ভুলিয়া যাইও না!

বাস্তবিকই তো, তুমি ছাড়া আমার আর কেই বা আছে? —এই যে প্রভু,—এই যে তুমি—এই যে আমার কাছে—অতি কাছে—এখন আর—

তুম বিচ হম বিচ অন্তর নাহীঁ জৈসে সূরজ ঘাম।
মীরা কে মন ঔর ন মানে চাহে সুন্দর শ্যামা।

তোমার আর আমার মাঝে অন্তরাল কিছুই নাই—যেমন সূর্য্য আর সূর্য্যকিরণে তফাৎ নাই কিছুই। মীরার মন আর কিছুতেই শান্ত হইবে না, সে চায় শুধু শ্যামসুন্দরকে।

বিরহিনীর হৃদয় দুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—

পায়ে শরণ মীরোঁ। আয়, তুম বিন রহো ন জায়।
জল বিন কমল চন্দ বিন রজনী, ঐসে তুম দেখো বিন সজনী।
ব্যাকুল ব্যাকুল ফিরুঁ রৈণ দিন, বিরহ কলেজো খায়।
দিবস ন ভূখ নীঁদ নহি রৈণা, মুখ সুঁকথত ন আবৈ বৈণা।
কহা কহুঁ কুছ কহত ন আবৈ, মিল কর তপত বুঝায়।
কুঁ তরসাবো অন্তরজামী, আয় মিলো কিরপা কর স্বামী।
মীরা দাসী জনম জনম কী, পরী তুম্হারে পায়॥

—প্রিয়তম, এসো, একবার দরশন দাও, তোমাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারি না যে! জল না থাকিলে যেমন কমল, চাঁদ না থাকিলে যেমন রজনী; ওগো বঁধু, তোমাকে না দেখিয়া আমারও সেই দশা। আমি দিবারাত্রি আকুলি-বিকুলি করিয়া ফিরিতেছি—বিরহে যে আমায় কলিজা খাইয়া ফেলিল। দিনে আমার ক্ষুধা নাই, রাত্রে নাই ঘুম, কথা বলিতে গেলে আমার মুখে যে বচন সরে না। কি আর বলিব; কোন কথাই যে জুটিতেছে না—এসো বন্ধু, আসিয়া এই তাপ শীতল কর। ওগো অন্তরের ধন, এমন করিয়া তৃষা বাড়াইতেছ কেন, এস দয়া করিয়া আমায় বুকে তুলিয়া লও। মীরা যে তোমার জন্ম-জন্মের দাসী; ওগো তোমার পায়ে পড়ি, একবার এসো!

এই যে—এই যে প্রভু তুমি আসিয়াছ—

মহারো জনম-মরণ কো সাথী,
থাঁ নে নহি বিসরুঁ দিন রাতী।
তুম দেখ্যা বিন কল ন পড়ত হৈ, জানত মেরী ছাতী।
ঊঁচী চঢ় চঢ় পন্থ নিহারুঁ রোয় রোয় অঁখিয়া রাতী।
য়ো সংসার সকল জল ঝুঁঠো, ঝুঁঠা কুল রা নাতী।
মোউ কর জোড়্যা অরজ করত হুঁ, সুণ লীজ্যো মেরী বাতী।
য়ো মন মেরো বড়ো হরামী, হুঁ তো মণ মাতো হাথী।
সতগুরু দস্ত বখ্যো সির উপর, আঁকুস দে সমঝাতী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, হরিচরণাঁ চিত রাতী।
পল পল তেরা রূপ নেহারুঁ, নিরখ নিরখ সুখ পাতী॥

—ওগো আমার জন্ম মরণের সাথী! দিনরাতের মাঝে এক মুহূর্ত্তের তরেও কি তোমাকে ভুলিতে পারি? তোমাকে না দেখিলে যে আমার সোয়াস্তি নাই—এ কথা তো আর কেউ জানে না, জানে কেবল আমার অন্তর। তোমার দরশ উদ্দেশে চড়িয়া আমি পথের পানে চাহিয়া রহিয়াছি, চাহিতে চাহিতে চোখ লাল হইয়া গিয়াছে। এই জগৎসংসার সকলই মিথ্যা, কূলের সম্বন্ধও তো মিথ্যা; আমি হাত জোড় করিয়া তোমার কাছে আরজী করিতেছি, আমার কথা কয়টী তুমি শুনিয়া লও।—এই যে আমার মন, এ বড় পাজী, যেন মদে মাতাল হাতী। ভাগ্যে সদ্‌গুরু তাঁহার হাত আমার মাথায় রাখিয়াছেন, তিনি অঙ্কুশের আঘাতে তাহাকে পথে ফিরাইয়া আনেন। তাই আজ নিরবধি নাগরই মীরার প্রভু, তোমারই চরণে আমার চিত্ত লীন হইয়া রহিয়াছে। আমি পলে পলে দেখি বন্ধু তোমার রূপ—আর দেখিয়া দেখিয়া কি বিপুল সুখে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠে।

আমার এ সুখের তুলনা কি জগতের কোথাও আছে? তোমার উদ্দেশ পাইয়া আজ আর আমি দীনা হীনা কাঙালিনী নই, আজ আমি রাজরাজেশ্বরী—

বড়ে ঘর তালী লাগো রে, মুহারা মন কী উদাবধ ভাগী রে॥
হীলরিয়ে মুহারো চিত নহী রে,
ভাবরিয়ে কুণ জায়।
গঙ্গা যমুনা হুঁ কাম নহী রে,
মৈঁ তো জায় মিলুঁ দরিয়ায়॥
কাচ কথীর হুঁ কাম নহী রে,
লোহা চঢ়ে সির ভার।
সোনা রূপা হুঁ কাম নহী রে
মুহারে হীর্যাঁ রো ব্যোপার॥
ভাগ হমারো জাগিয়ো রে
হুয়ো সমন্দ মুসীর।
অমৃত প্যালা ছাঁড়ি কৈ
কুণ পীবৈ কড়বো নীর॥

—আজ আমি বড় ঘরের ঘরণী হইয়াছি, আমার মনের সকল কামনা পূর্ণ হইয়াছে। এতটুকু পুকুরের প্রতি আর আমার নজর নাই, আমি তোমার জল খুঁজি। কেন, গঙ্গা-যমুনাই বা খুঁজিব কেন, আমি সমুদ্রে যাইয়া মিলিব! কাচ, লোহা, সোণা, রূপা দিয়াই বা আমার প্রয়োজন কি, আমার যে এখন হীরার বেসাতী! ওগো, আমার ভাগ্য আজ জাগিয়াছে, সাগরের সঙ্গে আজ আমি মিলিয়াছি। এখন অমৃতের পেয়ালা ছাড়িয়া কে তিক্ত জল পান করিবে বল?

[আত্মসমর্পণ]

নারীর কথা

শ্রীমাখনলাল সমাদ্দার, বি-এ।

বাল্যকালে পিতার, যৌবনে স্বামীর, এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীনে বাস করা অর্থাৎ সারাজীবনটা কয়েদীর মত আবদ্ধ থাকা মনু হইতে অনেকেই নারীর জন্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সেই সনাতন প্রথাটা এখনও রীতিমত চলিয়া আসিতেছে। সময়ের গুণে যদিও এই প্রথাটা কিছু বদলাইয়াছে, তবু শতকরা বোধ হয় দুই জন ভিন্ন তিন জন নারী প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্মে সবলের মত স্বাধীনতা পান নাই। এই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অনেকেই নানারূপ মত পোষণ করেন। অনেকের মতে স্ত্রীস্বাধীনতা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, অনেকে বলেন, গৃহকর্ম্মেই নারীর আবদ্ধ থাকা দরকার, এবং গৃহকর্ম্ম হইতে নারীর অবসর পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। অনেকে বলেন, নারী এবং পুরুষ যখন সমকক্ষ তখন পুরুষই নারীর কাজকর্ম্ম করিতে পারেন এবং সেইজন্য নারীর পুরুষের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করাও যাহা, না করাও তাহা। এইরূপ অনেক মত পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে, যাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নারীকে পশ্চাতে রাখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের প্রাচীন ভারতে নারীরা কি স্থান অধিকার করিতেন, তাহাই জানাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রবন্ধে শুধু ঐতিহাসিক ঘটনাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, নিজস্ব মত দেওয়া নাই। অবলা জাতি বলিয়া নারীর চিরদিনই খ্যাতি! এই খ্যাতির মূলে কাহারা, তাহার বিচার করিতে আসি নাই। তবে, প্রাচীন ভারতে নারী যে যুদ্ধকালে প্রয়োজন হইলে স্বামী ভ্রাতা পিতাকে সাহায্য করিতেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতের কথা যদি সত্য হয় তবে এই বীরত্বের প্রমাণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইবে না। শুধু ভারত কেন, অন্যান্য দেশেও নারী পুরুষকে যুদ্ধ ব্যাপারে বহুবিধ সাহায্য করিতেন। বিগত মহাযুদ্ধেও নারী না থাকিলে কি হইত তাহা চিন্তা করাও যায় না। রুশ মহাদেশেও এখনও নারী সৈনিকএর চিহ্ন লোপ পায় নাই।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কন্যাকে পুত্রের ন্যায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণ দেশের কোন একটী অনুশাসনে গ্রাম্য সভাতে স্ত্রীলোকগণ স্থান পাইতেন (১)। কোন স্ত্রীলোককে বারাণসী রাজের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছিল (২)। রাজকার্য্যে যোগদান করিবার নিমিত্ত গ্রামবাসীগণ ও স্ত্রীলোকগণ আমন্ত্রিত হইতেন। স্ত্রীলোকগণ রাজকার্য্যে যোগদান করিতে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। (৩)। যজ্ঞাদিতে তাঁহারা উপস্থিত থাকিতে পারিতেন। তাহাতে কোন বাধা ছিল না। রথে আরোহণ করিয়া রাজপথে গমনাগমন করিতে পারিতেন। এমন কি নিজ নিজ সম্পত্তি পরহস্তগত হইলে, তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত বিচার গৃহে প্রবেশ করিতে সক্ষম ছিলেন (৪)। তৎকালীন দিনে নারীর যে সমান অধিকার ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। স্বামীর কার্য্যে স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার ছিল। স্বয়ম্বর প্রথা একটী অতি সুন্দর প্রথা ছিল। এ বিষয়ে মিষ্টার রাগোজিন বলিয়াছেন, "She appears to have been on a footing of perfect equality with her husband, subject absolutely to no one in his house, not even to his parents, let alone to his brothers and sisters. What is more, she was a willing bride, and though it was customary to make the

(১) Havell : Aryan Rule in India. P. 232

(২) Jataka : Vol. 5. 521.

(৩) Rhys Davids : Buddhist India. P. 49.

(৪) ঋগ্বেদ। ৫, ৬১। ১, ১৬৬।

official demand through third persons, it is more than probable that her consent was made sure of first, and indeed that she was frequently awarded the privelege of choosing out of many suitors. This fine old Aryan custom entered far into the classical Brahmania period, and the epics frequently show us noble maidens holding solemn levees on such occasion—the so called Svayambaras "(১)। অর্থাৎ স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর সমান অধিকার ছিল, এমন কি স্বামীর পিতামাতারও অধীনে থাকিতে হইত না। যদিও বিবাহ অপর লোকে ঠিক করিত, তবু স্ত্রীলোকগণের সম্মতি প্রথমেই গ্রহণ করা হইত এবং প্রায় সময়েই তাঁহারা নিজ নিজ স্বামী অনেকগুলি পুরুষের মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়া লইতেন। ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব প্রথম প্রথম নারীকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এতদূর ঘৃণা করিতেন যে নারীর ছায়াস্পর্শও তাঁহার সহ্য হইত না! প্রিয়শিষ্য আনন্দকে উপদেশ দিবার সময় বুদ্ধদেব এই বিষয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। যখন আনন্দ জিজ্ঞাসা করেন যে ভিক্ষুগণ স্ত্রীলোকদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তখন, ভগবান তথাগত ব্যস্ত হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "আনন্দ! তাহাদের দর্শন করিও না!" "কিন্তু যদি দর্শন করি?" "তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিও না।" "যদি তাহারা আমাদিগের সহিত বাক্যালাপ করে তবে?" "তোমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত রাখিবে আনন্দ!" ইত্যাদি ইত্যাদি! তথাগত স্ত্রীলোকগণকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। কিন্তু সেই বুদ্ধই যখন নারীকেও প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিলেন, তখন তাঁহাদের কঠোর ব্রতপালন ও ব্রহ্মচর্য্য পালন দেখিয়া চমৎকৃত হয়েন। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদিগের "থেরীগাথা" এখনও আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে। সেই সময়ে যদিও স্ত্রীলোকদিগের গৃহকর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা চক্ষুশূল ছিল, তথাপিও শিল্প ও বিজ্ঞানে তাঁহাদের পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। দর্শনের জটিল গবেষণার মধ্যে, উপনিষদের কঠোর ব্যাখ্যার মধ্যেও স্ত্রীলোকগণ প্রবেশ করিতে সামান্য দ্বিধাবোধ করিতেন না। গার্গী এ বিষয়ে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন (১)। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী "ব্রাহ্মণে"র সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন এবং স্বামীর নিকট জটিল সমস্যার ব্যাখ্যা শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন (২)। এইরূপ উদাহরণ অনেক দেওয়া যাইতে পারে।

যদিও স্ত্রীলোকগণ স্বামীর সহিত সমান অধিকার পাইতেন, যদিও তাঁহারা স্বামী কিংবা স্বামীর পিতামাতার অধীনে থাকিতেন না, তাই বলিয়া এ কথা বলা যায় না, যে, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিণী ছিলেন কিংবা নানাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করার জন্য গৃহকর্ম্মে অমনোযোগী ছিলেন। এ বিষয়ে পূজনীয় ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, "The old Aryans knew of no more tender relation than that between husband and wife. The wife, though subject to her husband, was the mistress of the husband, and had authorities over farm labourers and slaves. Her importance is sufficiently indicated by the fact, that she participated with her husband in all religious ceremonies and we read how, in early dawn, she loving pair, with harmonious mind and in fitting words, sends up their prayers to the gods above. There was no purdah system. The woman spoke to the people gathered at her husband's house, and went to feasts, and general sacrifices.....They were fully attentive to their household duties and we have refreshing picture in the Rigveda as to how they rose at early hours, set the house-

(১) Ragozin: Vedic India. P. 368.

(১) বৃহদারণ্যক; ৩; ৬; ৮।
(২) ঐ ; ২; ৪; ৫।

hold servants at work, and made themselves active, singing songs while working. Their education was not neglected, and some ladies even composed mantras and rose to the rank of Rishis." অর্থাৎ স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক বর্ত্তমান ছিল। স্বামীর অধীনে থাকিলেও স্ত্রী গৃহিনী ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীও ধর্ম্মকার্য্যে যোগদান দিতেন। অবরোধ প্রথা ছিল না। স্ত্রীলোকেরা স্বামীর বন্ধুবান্ধবদের সহিত বাক্যালাপ করিতেন। নিমন্ত্রণে যোগদান করিতেন এবং গৃহস্থালীর সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ভৃত্যদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেন। গৃহকর্ম্ম করিবার সময় প্রফুল্লচিত্তে গান গাহিতেন। তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার কোনরূপ অবহেলা হইত না। এমন কি অনেকে মন্ত্র রচনা করিয়া ঋষি আখ্যা পাইয়াছিলেন।

হিন্দুনারীর এই চিত্রের পার্শ্বে আধুনিক হিন্দুনারীর চিত্র রাখা যায় না। হিন্দুধর্ম্মের অবনতি হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে জাতিরও অবনতি হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্য জাতির বংশধর আমরা, তাঁহাদের কতটুকু বজায় রাখিয়াছি তাহা প্রণিধান করিবার যোগ্য। বিদেশীয় অনেকেই আমাদের নিন্দা করিয়াছেন। সে নিন্দার আমরা তুমুল প্রতিবাদও করিয়াছি। কিন্তু মিঃ রাগোজিন যাহা বলিয়াছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তিনি স্তুতি করিয়াছেন মুক্তকণ্ঠে, আবার আধুনিকালকার অবনতির নিন্দাও করিয়াছেন প্রচুর। তিনি বলিয়াছেন, "What a terrible falling off from the high standard is presented by the condition of men, as modified in later Brahmonism, and specially Hinduism. My all sorts of foreign deteriorating influences and of speculative lucubrations, the condition which endures to this day and makes of the bulk of Hindu women are of the most deeply depressed, pitiable fractions of humanity" (১)। উন্নতির উচ্চশিখর হইতে হিন্দুধর্ম্মের কি গভীর পতন হইয়াছে।

বিদেশীর সংস্পর্শে আসিয়া, বিদেশীয় দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। মানবজাতির মধ্যে হিন্দুনারীর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অবনতি হইয়াছে। কুসংস্কার আমাদের আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমরা নারীকে পশ্চাতে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। অবলা বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি। কলের মত গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করিতেছি। বস্তুতঃ নারী যে উচ্চাসনের অধিকারিণী, তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। তাহা হইতে তাঁহাদের বঞ্চিত করিয়াছি!

"গৃহ আলোকময় রাখিবার জন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা সুখী ও তৃপ্তি রাখা স্বামীর কর্ত্তব্য, কারণ স্ত্রী বিনা গৃহ শূন্য বোধ হয়, গৃহ অনবরত অরণ্যে পরিণত হয়। পুরুষের সমস্ত সুখ স্ত্রী ব্যতিরেকে অসম্ভব। স্ত্রীর ন্যায় সুন্দর ঔষধি পাওয়া যায় না। কোন বস্তুই স্ত্রীর সমান হয় না। পবিত্র দীপের ন্যায় স্ত্রীলোকগণ গৃহ পবিত্র ও আলোকিত রাখেন। তাঁহারাই গৃহের আনন্দ, মনের আনন্দ ও সকলের আনন্দ। হিন্দুর নিকট স্ত্রী কেবল মাত্র দৈহিক আনন্দের নিমিত্ত নহে পরন্তু স্ত্রীলোকগণ স্বামীর আত্মার আত্মা।" (২)।

---

(১) Rogozin: Vedic India, P. 393.

(২) J. A. O. S. XIII. 36 and Footnote.

কাহার অপরাধ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অ-দেখা কোন্ যবনিকার
আড়াল থেকে আজ :
পাগল-মনের আঁখিতে তার
কিসের এত লাজ ?
এতই নিঠুর অবহেলা,
পরাণ নিয়ে একি খেলা ?
প্রেমের কথা মিল্‌বে না কি
হেলাফেলায় আজ !

ওরে আমার লাজুক প্রিয়া,
অবুঝ-বুকের ধন !
আলোর ভয়ে' তোল্ রে আমার
হিয়ার সিংহাসন।
এই অবেলায় আবছা-আলো
লাগে কি আর তেম্‌নি ভালো ?
আঁধার বুকের মাণিক আমার,
সাতটি রাজার ধন !

সরম-ভরা নয়ন দুটি
জানিয়ে দিলো কা'র
চরণ-তলে বিলুণ্ঠিয়া
ব্যাকুল বারে বার !
সেই তো কাজল-দীঘির-নীরে
অবগাহন আমায় দিয়ে'—
আঁখির-কোণে সেই তো কালো
কটাক্ষ-বাহার !

দুপুর-নিশার নির্জ্জনতা
স্তব্ধ তন্দ্রায়,
নিথর হ'য়ে ঘুমিয়ে গেছে'
পাগল-পথিক-প্রায় !
হেউল-চূড়ায় কল্‌মলে গো
চন্দ্র-কিরণ ওই গলে গো !
পাপিয়ারই পরাণ-দ্বারে
'বিভাস' ভেসে যায়।

নাম-না জানা অ-দেখা ঘোর
কৌতূহলের ভরী,
ভাসিয়ে নে' যাও আমায় বুকে আমার
তোমার সাথী করি।
অকূল হ'তে আকুল-করা
গ'ড়বে বাঁশীর সুরটি ভরা
'রাগিণী' আর 'ভীম-পলাশী'
ভ্রুভঙ্গ-রূপ ধরি'।

অপূর্ণ কি রইবে আমার
আজনমের সাধ ?
বারেক প্রিয়া বাঁধতে মোরে
পাতবে না কি ফাঁদ !
রাখবে না কি মিনতি মোর—
হ'বে জীবন হতাশ-বিভোর ;
নীরব র'বে পরাণ-বীণা
কাহার অপরাধ ?

ভুলের মাশুল

শ্রীমতী শান্তিলতা বসু।

(১)

উমা লেখাপড়া-জানা মেয়ে। তার বাবা ছিলেন মেদিনীপুরের মহকুমা-হাকিম।

বিলাতী কাব্য-কাহিনীর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কাল ডুবিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার ধারণাটা হইয়া গিয়াছিল কতকটা কাব্য-কাহিনীর নায়ক-নায়িকার মতই। কিন্তু কবে যে তাহার অজ্ঞাতে যৌবনের এক বিচিত্র রঙীন্ স্বপ্নের নেশা এক অজানা ছিদ্র-পথে তাহার অন্তর-লোকে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাচীন মতটীর আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া গেল, সে কথা সে প্রথমে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সময়ের পরিবর্ত্তনে হঠাৎ একদিন সে স্পষ্টই তাহার নিজের ভিতর দেখিতে পাইল যে, যৌবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তার মাদকতার বন্যা দিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ-রূপে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে! কাজেই সেই সঙ্গে তাহার প্রাচীন মতের কতকটা কাটছাট করিয়া পরিবর্ত্তন করাও আবশ্যক হইয়া উঠিল।

সময়ের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের কোন একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে "প্রথম দর্শনেই" যে লোকটীকে সে ভালবাসিয়া ফেলিল, সে একজন আধুনিক রুচি সম্পন্ন তরুণ আর্টিষ্ট। রং-বেরংয়ের ব্যাপার লইয়াই তাহার কাজ। কিন্তু এই ব্যাপারে সে যাহার মনে রং ধরাইয়া দিয়া গেল সে তাহাকে "প্রথম দর্শনেই" না-ভালবাসিয়া পারিল না! পিতাকেও তাহার ইচ্ছাটা জানাইল বটে কিন্তু কার্য্যতঃ কোন ফল হইল না। কারণ টাকা পয়সার দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাঙ্গালা দেশের চিত্রকরদের যা' হয় ঐ তরুণ যুবকটীর পক্ষেও তার কোন ব্যতিক্রম ছিল না!

সানাই বাঁশীর করুণ তান এবং জন-কোলাহলের ভিতর দিয়া পিতার অনুমোদিত যে লোকটীকে সে জীবনের সুখ-দুঃখের সাথীরূপে দেখা পাইল, তাহাকে ঐ কলেজে-পড়া কাব্য-কাহিনীর নায়ক নায়িকার কোনটীর সঙ্গেও তুলনা করা চলে না। এমন কি তাহার নামটী পর্য্যন্ত কাব্য-জগতের পরিত্যক্ত প্রান্তে একবিন্দু স্থানও পাইবারও যোগ্য নয়!

যার সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হ'ল তাহার নাম ছিল রমেশ বিহারী। স্বভাব চরিত্র এবং লেখাপড়ায়—ছেলেটী খুবই ভাল ছিল, কিন্তু স্বাধীন মতামতের দিক দিয়া ধরিতে গেলে সে ছিল প্রাচীনপন্থী দলেরই একজন। পিতার মৃত্যুর পর হঠাৎ সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া পিতার সঞ্চিত অর্থে ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলে এক লোহার ব্যবসা সুরু করিয়া দিল; এবং সংসারী হইবার জন্য সেই সঙ্গে একটী বিবাহও করিয়া বসিল। কিন্তু যাহাকে সে বহু আশা করিয়া বিবাহ করিল, সে সংসারী হইতেও চাহে না এবং লোহা-লক্কড়ের ধার ধারিতেও রাজী নয়!

(২)

সহরতলীতে ছোট্ট একটী বাড়ী—নাম "কমলা কুটীর"। স্বামী রমেশবিহারী সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সারিয়া আফিসে চলিয়া গিয়াছে, বাসায় শুধু উমা একা ও চাকর বহু। মাথার অসুখটা বাড়িয়া যাওয়ায় উমা বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সময় আর তাহার কাটিতে চাহে না; তাই টেবিল হইতে কাগজ কলম লইয়া তাহার এক দূর-সম্পর্কীয় দাদা ধীরেনের নিকট একখানা চিঠি লিখিতে বসিয়া গেল। লেখা শেষ হইলে ভৃত্য বহুকে ডাকিয়া চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া বলিল,—"তোর দাদাবাবুকে বলিস্, দিদিমণির বড্ড অসুখ,—তাঁর এখনই আসা দরকার।"

ভৃত্য বহুকে পাঠাইয়া দিয়া টেবিলের উপর হইতে নূতন একখানা মাসিকপত্র টানিয়া লইয়া উমা বার বার পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই তাহাতে মনঃ-সংযোগ করিতে পারিল না।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ বাহিরে ধীরেনের সাড়া পাইয়া চাদরখানি ভাল করিয়া মুড়ি দিয়া উমা পাশ ফিরিয়া শুইল। ধীরেনের পদশব্দে চোখ মেলিয়া বলিল—"এসো।"

প্রত্যুত্তরে ধীরেন বলিল—"শুনলুম তোর নাকি অসুখ?"

কতকটা অভিমানভরে উমা উত্তর করিল—"কিন্তু তাই শুনেই তুমি ছুটে আস নি! তোমায় ডাকতে পাঠিয়েছিলুম, তবেই তো তুমি এসেছ—নইলে ছোট বোনটীর কথা একবার মনেও পড়তো না!"

অনুতপ্তের মত ধীরেন কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। কারণ উমার অভিযোগ কঠিন হইলেও অসত্য নয়।

উমা বলিল—"কিছু মনে ক'রো না ধীরেন-দা, মানুষের জীবনটাই এই। এমন কত আসে কত যায়,—সব কি মানুষ মনে রাখে, না রাখতেই পারে?"

হঠাৎ উমার কণ্ঠস্বর কেমন যেন গাঢ় হইয়া গেল। চমকিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইতেই ধীরেন দেখিতে পাইল উমার সমস্ত মুখ দারুণ যন্ত্রণায় একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে!

ধীরেন প্রথমে একটু ইতঃস্তত করিল, পরে বলিল—"মাথাটা একটু টিপে দেব কি?"

উমা সম্মতি জানাইল।

ধীরেন পরম স্নেহভরে উমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ রমেশবিহারীর জুতার শব্দ শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল।

উমা বলিল—"কই, এত সকালে তো তার আসার কথা নয়!"

উমার কথা শেষ না হইতেই হঠাৎ রমেশবিহারী ঝড়ের মত ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া এক অপরিচিত যুবককে তদবস্থায় দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল! রমেশ বিহারী যেরূপ সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক, তাহাতে অবাক হইবারই কথা বটে—বিশেষতঃ বাসায় যখন অন্য কেহ নাই।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ঘটনাটা ওলট্-পালট্ খাইয়া কেমন যেন একটা বিশ্রী ব্যাপার হইয়া গেল! বায়স্কোপের ফিলিমটা হঠাৎ সরিয়া গেলে তার ছবির কথাটা যেমন শুধু দর্শকের মনে একটা গভীর ছাপ আঁকিয়া দিয়া যায়, ইহাও যেন কতকটা তেমনি।

রমেশের ভাব-গতিক লক্ষ্য করিয়া ধীরেন কিছু বলিবার জন্য তক্তপোষ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই রোষোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বাধা দিয়া রমেশ বলিল,—"অযাচিত ভাবে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কর্ত্তে গেলে, মঙ্গলের চাইতে অমঙ্গলের আশাটা বেশী করে নিজেকে নির্দ্দোষী প্রমাণ কর্ত্তে আসবেন। আমি বলছি, যদি ভাল চান্ তবে এখনই কোন কথা না ব'লে নীচে নেমে যান।"

উমা যেন লজ্জায় একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল! সামান্য একটা ভুলের জন্য তাহার স্বামী একজন নির্দ্দোষী লোকের মাথায় বিনা দোষে এমন একটা অপবাদের বোঝা চাপাইয়া দিয়া—এমন কি, অপরাধের সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার একটা সুযোগ পর্য্যন্ত তাহাকে না দিয়া এতখানি অপমান করিলেন, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সারা বিকালটা তাহার অস্বস্তিতে কাটিয়া গেল। নির্জ্জীবের মত সে বিছানায় শুইয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৩)

নিস্তব্ধ রজনী। অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের পশ্চিম প্রান্তে একটা তারা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বলিয়া তাহাও নিভিয়া গেল। উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া নিবিড় কালো পৃথিবীর পানে তাকাইয়া রমেশবিহারী তাহার অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলির সম্বন্ধে একে একে চিন্তা করিয়া যাইতেছিল। বাবুর খাবার সাজাইয়া খাবার-ঘরে ঠাকুর ব্যাকুল-চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিল। উমা নিঃশব্দ-চরণে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্বামী চেয়ারে বসিয়া আছেন, সম্মুখে টেবিলের উপর কতকগুলি দোকানের হিসাবের বহি খোলা রহিয়াছে।

একটু আগাইয়া আসিয়া স্বামীর দিকে তাকাইয়া উমা বলিল,—"কাল মাধবীর ছেলের জন্মতিথি উৎসব; যদি অনুমতি দাও তবে—"

পূর্ব্বের ন্যায় উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের নিস্তব্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া স্ত্রীর কথায় বাধা দিয়া রমেশ বলিল,—"উমা, তোমার মত শিক্ষিতা নারীকে পেয়ে

প্রথমে আমি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান্ মনে করেছিলুম। কিন্তু আজ আমার পূর্ব্বের ধারণার সঙ্গে বর্ত্তমান ধারণা যাচাই কর্ত্তে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে, তোমার মত শিক্ষিতা নারীর ব্যবহার তোমার ও আমার মধ্যে আজ কতকটা পার্থক্যের ব্যবধান টেনে দিয়েছে! তাই, আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে যে, মানুষ দুনিয়ায় যা' কিছু আশা করে, বাস্তব জীবনে তাই যদি ঘোল আনা কার্য্যে পরিণত হ'য়ে যেত, তবে এ দুনিয়াটা হ'য়ে যেত একটা প্রকাণ্ড পাগলা গারদ!"

নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া রমেশবিহারী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—"উমা, তুমি তো বুঝবে না, আজ কি বিশ্বাসঘাতকতার আগুন তুমি আমার অন্তরে জেলে দিয়েছ। তুমি বল্‌ছো কাজের কথা বলতে। কিন্তু আমি তো দেখি, তোমার কাছে যেটা অকাজের কথা, সেইটাই হয়তো আমার কাছে বড় একটা কাজের কথা। যাক্, আজ এইটুকুই জেনে রেখ,—আমার আর বেশী বলবার শক্তি নেই।"

স্বামীর স্নেহ-পূর্ণ কথাগুলির প্রত্যুত্তরে উমা যে কি উত্তর দিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তার মুখ দিয়া একটী শব্দও উচ্চারিত হইল না।

রমেশ ডাকিল—"উমা!"

হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে উমা সাড়া দিল—"কি!"

রমেশ বলিল—"আমার এতগুলো কথার প্রত্যুত্তরে কই তুমি তো একটী কথারও উত্তর দিলে না?"

ম্লান কণ্ঠে উমা উত্তর করিল,—"কি উত্তর দেব—"

কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের পানে তাকাইয়া থাকিবার পর স্নেহ-ভরে স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া রমেশ বলিল—"উমা, তোমার নিজের যদি কিছু বলবার থাকে তবে নিঃসঙ্কোচে আমায় বলতে পার। সেজন্য আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হব না, বা তাতে কোন বাধা দেব না।"

স্বামীর স্নেহ-বিজড়িত আহ্বানে উমা হঠাৎ চমকিত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরে নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া স্বামীর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৪)

বলি বলি করিয়া অন্তরের গোপন কথাগুলি না বলার চাইতে বরং বলিয়া ফেলিলে অনেক সময় যে অন্তরের দগ্ধে-মরা যন্ত্রণার হাত হইতে সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা অব্যাহতি পাওয়া যায় এ কথাটা সত্য হইলেও শক্ত বটে।

উমা প্রথমে মনে করিয়াছিল যে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য সে তাহার স্বামীকে জানাইয়া দিবে যে তিনি যতই কেন না তাহাদের দু'জনকে সংশয়ের চক্ষে দেখুন না,—সে কেবল তাঁহার একটা মনের ভুল।

আসলে তো তাহাদের ভিতর ভাই বোন্ সম্বন্ধ। প্রকৃত ব্যাপারটা তাহার স্বামীকে জানাইয়া দিলে তো সব গোলই মিটিয়া যায়,—কিন্তু সে তাহা পারিয়া উঠিল না। লজ্জা ও অভিমান তাহাকে পাইয়া বসিল।

উমার ধারণা, পুরুষ ও নারীর মধ্যে পশুর মত শুধু একটা দৈহিক আকর্ষণ ছাড়া আরও একটা এমন কিছু সম্বন্ধ আছে, যাহার মূল্য অনেক বেশী। পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্নিগ্ধ-সুন্দর, পবিত্র ভালবাসা ও প্রেম বলিয়া যে একটি জিনিষ আছে, পশু ও মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য যাচাই করিতে গেলে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ আসন দান করা উচিত। পবিত্র প্রেম ও ভালবাসা মানুষের সমস্ত নীচতা, সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ধুয়ে মুছে ফেলে, মানুষকে আরও সুন্দর আরও পবিত্র করিয়া সংসার আবর্ত্তনের শোক-তাপ, ব্যথা-বেদনার মধ্যেও শান্তির আলয়ে পৌঁছাইয়া দিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত ব্যাপারটা স্বামীকে বুঝাইতে যাওয়াটা সে যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। শুধু সে তাহার স্বামীকে তাহার স্বাধীন মতের কথাটাই বলিয়া দিবে মনে করিয়াই স্বামীর কথার

প্রত্যুত্তরে বেশ একটু কক্ষভাবেই বলিয়া বসিল—"ভাই বোনের ভিতরকার পবিত্র সম্বন্ধের প্রমাণ জন্য যদি কোন যুক্তিতর্কের বদর বিয়ে স্ত্রীকে স্বামীর চোখে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন ক'রে ভালবাসার পাত্রী হ'তে হয়, তবে সে ভালবাসার প্রত্যাশা আমি করি না।"

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একটু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া উমার গর্ব্বোদীপ্ত মুখের প্রতি তাকাইয়া একটু স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে রমেশবিহারী উত্তর করিল—"এ লোক-দেখানো মিথ্যা অভিনয়টুকু না করলেই কি চলতো না উমা? বিয়ের পর এই পাঁচ পাঁচটী বছর ধ'রে বিদেশীরী ভালবাসার ভান দেখিয়ে অনেক নোংরা মিথ্যার বোঝা আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে—আমার তরুণ জীবনটাকে তুমি পঙ্গু ক'রে দিয়েছ! আজও আবার যে মিথ্যার বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তুমি নিষ্কৃতি পেতে যাচ্ছ, সে বোঝা বইবার শক্তি যদি আমার আর নাই-ই থাকে তা'হলেও কি তুমি আমায় নিষ্কৃতি দেবে না? তোমার মতে হয়তো আরও কিছু চাপিয়ে দিলে তোমার পক্ষে ভাল ছিল;—কিন্তু আর বেশী বইবার শক্তি যে আমার নেই! তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, দয়া ক'রে ভবিষ্যতের জন্য আমায় একটু মুক্তি দাও!"

স্বামীর এই কথার উপর আর কোন উত্তর দেওয়া উমা উচিত মনে করিল না। তাই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পরে বলিল—"যদি কোন দিন নিজের ভুল বুঝে আমাকে নির্দ্দোষী বলে মনে কর, তবে তাহাই আমি নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনার বস্তু বলে মনে করব।"

তাহার চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতা প্রমাণ জন্য ইহার বেশী কিছু স্বামীকে বলিবার প্রবৃত্তি তাহার হইল না এবং বলিবার কিছু ছিলও না। শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গিয়া পিত্রালয়ে যাইবার জন্য ভৃত্য বদুকে ডাকিয়া একখানা গাড়ী আনিতে আদেশ করিল এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া নিজের দুই একটি ত্রিনিষপত্র যথাস্থানে গোছাইয়া লইয়া অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে স্বামীর পদধূলি লইয়া দাঁড়াইতেই, স্বামী রমেশবিহারী বলিল—"গাড়ী ডাকতে পাঠালেই কি গাড়ীতে যাওয়া যায়?"

উমা কোন কথা বলিল না, মৌন হইয়া বসিয়া রহিল।

* * * *

অভিমান জিনিষটার এমনি একটা অপ্রতিহত ক্ষমতা আছে যে মানুষের দুর্জ্জয় ক্রোধও অনেক সময় তাহার কাছে হার মানিয়া যায়। রমেশেরও হইয়াছিল তাহাই। সে যখন ক্রমে ক্রমে উমার বিবাহিতা জীবনের সমস্ত খুঁটি-নাটি তুচ্ছ ঘটনাগুলি একে একে আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইল যে নিজে একটু স্বাধীন প্রকৃতির নারী হইলেও প্রকৃতপক্ষে উমার পবিত্র চরিত্রের উপরে কোনরূপ কলঙ্ক আরোপ করা যাইতে পারে না, তখন তাহাকে অনুতাপানলে আরও দগ্ধ করিবার জন্যই হঠাৎ একদিন উমার মৃত্যুশয্যায় লিখিত একখানা চিঠি আসিয়া তাহার হাতে পড়িল। চিঠিতে লেখা ছিল—

শ্রীচরণ কমলেষু—

ঝোঁকের মাথায় সেদিন তোমার উপর অভিমান ক'রে চলে আসাটাই যে এ চিঠির সৃষ্টি তা বুঝেছি। স্বামীর উপর অভিমান ক'রে চলে না আসাটাই হয়তো সব দিক দিয়েই ভাল ছিল; কিন্তু যখন হ'য়ে গেছে তখন আর কি? এই চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে, তখন হয়তো আমি বহুদূরে। তাই আগে থেকেই বলে রাখি যে আমার উপর যতটা দুর্নামের বোঝা চাপিয়ে দাও দিও, কিন্তু অন্ত আর একজন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোককে মিথ্যা অপরাধের গ্লানিতে কলঙ্কিত ক'রে রেখ না। তার ও আমার মধ্যে যে ভালবাসা ছিল সেটা ছিল স্নিগ্ধ, সুন্দর, পবিত্র ভালবাসা,—সাধারণতঃ ভাইবোনের ভিতর যতটা আশা করা যায়। আজ সে কথাটা তোমাকে খুলে বলাম, যদি বিশ্বাস হয় তবে কোন দিন ক্ষমা কোরো। এর বেশী আর আমার কিছু বলবার নেই। আমার সভক্তি প্রণাম গ্রহণ কর। শ্রীচরণে নিবেদন। ইতি

সেবিকা—
শ্রীউমারাণী মিত্র।

বিজলী-বাতি

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন গুপ্ত।

অনেক দিন পরে আবার এসেছি আমার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার ছেঁড়া পুঁথিখানা নিয়ে। আর ইলেক্‌ট্রীক বাতি, ইলেক্‌ট্রীক পাখা কি করে আমাদের এত আরাম দিচ্ছে সেই সম্বন্ধে দুটো কথা বলব।

তোমরা হয়তো কেউ কেউ মনে করো, ইলেক্‌ট্রীসিটি আগুনের মতই একটা জলন্ত কিছু তারের ভিতর দিয়ে এসে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে; আর বাতিটা কাঁচের কিনা, তাই ওর ভিতর থেকে আলো বেরিয়ে আসে!—তা নয়; ইলেক্‌ট্রীসিটি হ'তে আলো বেরোয় না। তোমাদের বাতির সুইচ্‌'এর ঢাকনিটা খুলে কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে, ওর মধ্যে ইলেক্‌ট্রীসিটি রয়েছে; দৈবাৎ হাত লাগলেই বেশ উপভোগ করতে পারবে ইলেক্‌ট্রীসিটি রয়েছে কিনা!—এ ভাবে তোমাদের কেউ কেউ কোনো-দিন 'শক্' খেয়েছও বোধ হয়। এই সব দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, ইলেক্‌ট্রীসিটি এমনই একটা জিনিষ যার রঙ রূপ কিছু নাই যে বাইরে থেকে দেখে বুঝা যাবে। যেমন আকাশের ভিতরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, আমরা চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কিন্তু অনুভব করছি, তেমনই ইলেক্‌ট্রীসিটিও একটা পদার্থ, যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে বইতে পারে।

আবার ইলেক্‌ট্রীসিটি সব জিনিষেরই ভিতর দিয়ে যে চলতে পারে তা নয় কিন্তু। মাটির ভিতরে এর অবাধ গতি। বজ্রপাতের সময় মনে হয় বুঝি একটা আগুনের ফুল্‌কি পৃথিবীতে এসে পড়ে; কিন্তু কখনও কখনও তেমন ক্ষেত্রেও ঐ আগুনটাই বজ্রের খুব একটা আসল বস্তু নয়। আকাশে মেঘ সমস্ত পরস্পরের সংস্পর্শে এলে তাদের ভিতরে এমন একটা বৈদ্যুতিক কাণ্ড ঘটে, যার ফলে একটা প্রচণ্ড শক্তি-সম্পন্ন ইলেক্‌ট্রীসিটির উৎপন্ন হয়। বজ্রের আওয়াজটা এর থেকেই হয়ে থাকে, আর সেই উৎপন্ন ইলেক্‌ট্রীসিটিই প্রবল বেগে পৃথিবীতে নেমে আসে; কারণ পৃথিবীই ইলেক্‌ট্রীসিটির সব চেয়ে বড় বাহন।

তামা, লোহা, পিতল এই সব ধাতুর ভিতরও ইলেক্‌ট্রীসিটির বেশ স্বচ্ছন্দ গতি; জল, জীবদেহ এই শ্রেণীর কতকগুলি পদার্থের ভিতর দিয়েও এ চল্‌তে পারে, কিন্তু বেশ সহজে নয়; আবার চিনে মাটি, শ্লেট, কাঠ, রবার এই জাতীয় কতকগুলি পদার্থের ভিতরে ইলেক্‌ট্রী-সিটির একেবারেই প্রবেশ নিষেধ! এই সব তথ্য যেদিন আবিষ্কার হল সেদিন ইলেক্‌ট্রীসিটিকে অতি সহজে বন্দী করে ইচ্ছেমত কাজ করিয়ে নেবার সুবিধে হয়ে গেল।

তোমাদের বাড়ীতে যেখানে রাস্তা থেকে তার এসে ঢুকেছে, সেখানে লক্ষ্য করে দেখ্‌বে দুটো চিনে মাটির জিনিষের সঙ্গে ঐ তার বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যাতে ইলেক্‌ট্রী-সিটি তার ছেড়ে দেওয়াল বেয়ে কোথাও না চলে যায়।—তারপর সেখান থেকে এমন তার লাগিয়ে ইলেক্‌ট্রীসিটিকে ঘরের ভিতরে আনা হয়েছে, যার গায়ে থাকে রবার, কাগজ, কাপড়, এই সবের একটা দুর্ভেদ্য আবরণ। তাই ইলেক্‌ট্রীসিটির আর পৃথিবীর সঙ্গে কোনও সংস্পর্শ না থাকায়, শুধু তারে-তারে ঘরে-ঘরে পাখায়-পাখায় বাতিতে-বাতিতে ঘুরে ফিরে খেতে হয়। বাইরে থেকে লক্ষ্য করে দেখ দুটো তার তোমাদের বাড়ীতে এসেছে, ওর একটা তার দিয়ে অনবরত ইলেক্‌ট্রীসিটি আসে আর তোমাদের বাতি জ্বালিয়ে অন্য তার দিয়ে ফিরে যায়।

এখন বাতি কি করে জ্বলে সেই কথাই বলব। চৌবাচ্চার জলের চেয়ে কলের জলের লম্ব ধারার তাপ যে বেশী, তা বোধ হয় তোমরা কেউ লক্ষ্য করেছ। আরও ভাল করে পরীক্ষা করলে বুঝ্‌তে পারবে কলের জলের পাইপের তাপও পরিমাণিক অন্যান্য জিনিষের চেয়ে বেশী। এ সব শীতকাল হলে হাত দিয়েই বেশ বোঝা যায়।

এর কারণ হচ্ছে ঐ পাইপের সীমাবদ্ধ ছিদ্র পথ দিয়ে জলকে অনেক দূর হতে আসতে হয় বলে জল ও পাইপ দুইই গরম হয়ে যায়। জলের চাপ ও পরিমাণ যত বেশী হয় পাইপের তাপের পরিমাণও তেমনই বাড়ে।—যে কোনো পদার্থ যে কোনো পদার্থের উপর যে কোনো কাজ করলেই তাদের তাপের তারতম্য ঘটতে পারে!—তোমাদের যদি কখনও কোন রেল ষ্টেশনে যাওয়ার সুযোগ ঘটে তখন কোনো ট্রেণ চলে যাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ সেই ট্রেণবাহী রেলের উপর হাত দিয়ে দেখবে অন্যান্য রেলের চেয়ে সেটা কত বেশী গরম হয়েছে। মাতৃমন্দিরে আমি গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বলেছি, পদার্থ সকল সংখ্যাতীত পরমাণুর সমষ্টি; শীত ও তাপের তারতম্যে সেই সব পরমাণু প্রসারিত হয়, পদার্থ আয়তনে বাড়ে। আর আর একটা সংবাদ আবার পাঠক পাঠিকাদের দেব, আগে যা বলেছি, ঠিক তার বিপরীত।

যদি কোনো পদার্থের উপর চাপ লাগে, যাতে করে তার পরমাণুগুলোর স্থানচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা হয়, তা হলে সেই পদার্থটা গরম হয়ে উঠে। গরম হলে পদার্থের পরমাণুর যেমন স্থানচ্যুতি হয়, তেমনি স্থানচ্যুতি হলে পদার্থ গরম হয়—এই হল প্রাকৃতিক একটা নিয়ম। পাইপের ভিতর দিয়ে যখন জল চলে তখন পাইপের ভিতর থেকে বাইরের পানে জল একটা চাপ দিতে থাকে; এই চাপের ফলে পাইপ গরম হয়ে উঠে।

তোমাদের বাড়ী হতে নিশ্চয়ই অনেক দূরে ইলেক্ট্রীসিটি তৈরী করবার কারখানা রয়েছে। সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে ইলেক্ট্রীসিটি তৈরী করে তাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত চালিয়ে দেবার মত চাপ অনবরত তার উপর দেওয়া হচ্ছে। সেই চাপের সাহায্যে ইলেক্ট্রীসিটি তারের ভিতর দিয়ে তারের সমস্ত পরমাণু ছেপে তোমাদের বাড়ীতে আসছে।—এই জন্যেই যতক্ষণ ইলেক্ট্রীসিটিকে তোমাদের বাড়ীতে চলাফিরা করতে হয়, ততক্ষণ সমস্ত রাস্তার তারটাই সামান্য বেশী গরম হয়ে থাকে।

ইলেক্ট্রীক বাতি একটা খুলে নিয়ে বেশ করে পরীক্ষা করে দেখ। কাচের ভিমটার চারিদিক থেকে বাতাসের সঙ্গে ভিতরের কোনও সংযোগ নাই। ওর ভিতর থেকে পাম্প করে বাতাস টেনে বের করে সিল করে দেওয়া হয়েছে, যাতে ওর ভিতর আর বাতাস ঢুকতে না পারে। ভিমের ঠিক উপরে দুটো চোখের মত পিতলের ফলক লাগানো আছে; বাতি লাগিয়ে দিলে বাইরের দুটো তারের সঙ্গে এর সংযোগ হয়ে যায়। ঐ চোখ দুটোকে সংযোগ করে ভিমের ভিতরে বায়ুশূন্য স্থানে রয়েছে একটা খুব সরু চুলের মত শক্ত তার। এই জাতীয় তারের একটা বিশেষত্ব এই যে, যে বৈদ্যুতিক চাপে খুব তারে বেশ মাত্র তাপ উৎপন্ন হয়, সেই চাপে এই তারের তাপ ৭০০° ৮০০° ডিগ্রী এমন কি ততোধিক পর্য্যন্তও হয়ে থাকে। এই তাপে বাতির ভিতরকার এই সূক্ষ্ম তার উত্তপ্ত হয়ে আগুনের মত উজ্জ্বল ভাবে জলতে থাকে কিন্তু বাতির ভিতরে কোনো বাতাস নেই বলে তারটা আর পুড়ে ছাই হয়ে যায় না; কাজেই যতক্ষণ সুইচ্ লাগানো থাকে ততক্ষণ বাতির এই তার জ্বলে জ্বলে ঘর আলোকময় করতে থাকে। সুইচ হচ্ছে ইলেক্ট্রীসিটির প্রবেশ পথ; সুইচ্ লাগিয়ে দিলে বাইরের তারের সঙ্গে বাতির তারের সংযোগ তার কেটে দিলে বিচ্ছেদ হয়, এটা বোধ হয় আর বেশী করে বুঝাতে হবে না। তোমাদের যে কোনো একটা ছোটো সুইচ্ সাবধানে খুলে, সুইচ্ লাগিয়ে ও কেটে বেশ সহজেই এর যন্ত্রের কারসাজি বুঝতে পারবে।

এইবার কেমন করে পাখা চলে সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা। তোমাদের ভিতরে সামান্য দুই একজন ভিন্ন অনেকেই বোধ হয় চুম্বক দেখ নাই, কিন্তু সবাই এর কথা শুনেছ হয়তো। চুম্বক বলে এক জাতীয় লোহা তৈরী হয়ে থাকে, তার কাছে অন্য যে কোনো লোহা আনলেই সে তাকে টেনে নিতে চায়! এই চুম্বকের আবার দুটো করে মুখ থাকে; দুটো মুখে দু'রকম গুণ। দুটো চুম্বকের এক জাতীয় মুখ যদি কাছাকাছি রাখা যায়, তারা পরস্পর থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে দূরে ছুটে যেতে চায়! আবার যদি বিজাতীয় মুখ কাছাকাছি রাখা যায়, তা'হলে পরস্পরকে টেনে নিয়ে আঁকড়ে থাকতে চায়! ব্যাপারটা বোধ হয় তোমাদের কাছে খুবই জটিল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু চোখে না দেখলেও ব্যাপারটা

অনুমান করে নেওয়া মোটেই কঠিন হবে না। অনেকটা দুটো পেন্সিলের মত। মনে কর, একটা পেন্সিলের কাটা দিক অন্য পেন্সিলের গোড়ার দিকের কাছে নেওয়া মাত্র তারা আকৃষ্ট হচ্ছে, আবার দুটো পেন্সিলেরই কাটা দিক বা গোড়ার দিক নিকটস্থ হলে তারা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। অনেকটা এই ভাবের।

লোহার কোনো খণ্ডকে যদি তড়িৎবাহী তার দিয়ে জড়িয়ে রাখা যায়, তা হলে সেই লোহাটার এই অবস্থা হয়ে থাকে। যদি ঐ ভাবের জড়ান অবস্থায় তারের ভিতর লোহা নাও থাকত, তা হলেও শুধু ইলেক্ট্রিসিটির চল্‌বার গুণে ঐ ভাবের জড়ানো তারের নিজেরই ঐ লোহার মত অবস্থা হত। তারের এই অবস্থায় ওর মধ্যে লোহাটা থাকে বলেই লোহা চুম্বক হয়ে যায়। এই সব ব্যাপার চাক্ষুষ দেখ্‌তে হলে যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞের সাহায্য লাগে; কিন্তু অতি সহজ উপায়েই আমি তোমাদের একটা মোটামুটি ধারণা গড়ে দেব, যদি তোমরা নিজেরাও একটু ভেবে চিন্তে বুঝবার চেষ্টা করো। মনে কর, দুটো সুতোর রিল পাশাপাশি রাখা হয়েছে এবং তাদের ভিতরে ইলেক্ট্রিসিটিও দেওয়া হয়েছে। এরই দরুণ চুম্বকের মত দুই জাতীয় দুটো মুখ এদের প্রত্যেকেরই হয়েছে। এখন যদি একটা রিলের যে মুখে লাল লেবেল দেওয়া আছে সেটা অন্য রিলের ফাঁকা মুখের কাছে আনা যায়, তা হলে তারা পরস্পর আকৃষ্ট হবে; এবং যদি একটার লেবেল আঁটা মুখ অন্যের লেবেল আঁটা মুখের কাছে আনা যায় তাহলে তারা দূরে ছুটে যেতে চাইবে।

পাখার ঠিক নীচে একটা গোল বলের মত কিছু লক্ষ্য করেছ বোধ হয়? ওর মধ্যে এই রিলের মত করে অনেক তার জড়ান আছে। ঐ গোল বলটার কিন্তু দুটো অংশ আছে। একটা বাইরের আবরণ, এই বাইরের আবরণের খোলের মধ্যে রটি বেল্‌বার বেলুনীর মত একটা লোহার পদার্থ আছে। একটা ঢাকের খোলের ভিতরে আর একটা ঢোলের খোল ঢুকিয়ে দিলে যেমন হয় অনেকটা সেইভাবের! বাইরের খোলটার ভিতরের দিকের গায়ে আর ভিতরের খোলটার বাইরের দিকের গায়ে রিলের মত তার জড়ানো আছে। এই জড়ানো তারগুলি এমন ভাবে সাজানো আছে যে, ঠিকমত বসিয়ে দিলে 'রিল'গুলো বেশ কাছাকাছি হয়ে থাকে আর এর ভিতর ইলেক্ট্রিসিটি দিলে পরস্পর বিরোধী চুম্বকশক্তি উৎপন্ন হয়ে একেবারে অবিরাম আকৃষ্ট ও বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। এই ভাবে ভিতরের জিনিষটা বাইরের খোলের ভিতরে থেকে ঘুরতে থাকে আর এরই সঙ্গে আমাদের পাখাগুলো লাগানো আছে বলে ঘরে বাতাস হতে থাকে।

এত সব অদৃষ্ট, দুর্জ্ঞেয় আর অভাব্য বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে হয়তো আমার পাঠক পাঠিকাদের কারো কারো মস্তিষ্কের অবসাদ উপস্থিত হতে পারে! তাই এবার যাতে তাদের বাস্তবিক গার্হস্থ্য কাজের সাহায্য হয়, এই ভাবের কতকগুলি বিপদ আপদের কথা গল্পচ্ছলে বলে আমি আজ বিদায় নেব।

যাদের বাড়ীতে ইলেক্ট্রিক বাতি আছে, তাদের কেউ বড় কেরোসিন বাতি বা এমন কি, মোম বাতিটি পর্য্যন্ত ঘরে রাখেন না। এতে হঠাৎ বাতি নিভে গেলে তাঁরা ভয়ানক বিপদগ্রস্থ হয়েই পড়েন। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, অনেক বাড়ীতে পুরুষেরা পর্য্যন্তও অতি সামান্য সামান্য কারণেও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন অথবা সান্নাই কোম্পানীর সাহায্যের জন্য ছুটোছুটি করেন। মেয়েরা তো মনেই করেন গৃহস্থালী ভিন্ন আর কোনো জিনিষ তাঁদের জানবার বা করবার দরকারই নাই, সুতরাং ঐ অবস্থায় যদি ঐরূপ ঘটনা ঘটে তবে বিপদ কেমন হয় তাহা ত সহজেই অনুমেয়!

তোমাদের ঘরের প্রত্যেক সুইচের পাশে সুইচের মতই, কিন্তু চিনামাটির ঢাকনি-ওয়ালা আর একটা জিনিষ আছে। এর নাম 'কাট্ আউট্'। এই কাট্ আউটের মধ্যে এক টুক্‌রা নরম তার লাগানো আছে; এর নাম ফিউজ্ তার।—সময় থাক্‌তে কিছু ফিউজ্ তার কিনে রেখে দিও। বাড়ীর কোনো বাতি যদি নেভে, বা ফ্যান বন্ধ হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে সেই বাতির সুইচ কেটে দেবে অথবা ফ্যান বন্ধ হ'লে বাড়ীর মেইন্ সুইচ্ কেটে দেবে।—তার পর একখানা পীঁড়ি, চৌকী, বা টুল টেনে নিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে কাট আউটের মধ্যে ফিউজ তার

লাগিয়ে দেবে। তারপর সুইচ্ লাগিয়ে দেখ্‌বে বাতি জ্বলে কি না। এতে যদি বাতি না জ্বলে তা হ'লে বাতি খুলে দেখ তার ভিতরকার তার পুড়ে গেছে কি না। যদি বাতি ভাল থাকে, তা' হ'লে বাতির 'হোল্ডার' (যার ভিতরে বাতি লাগাতে হয়) খুলে তার ভিতরে দুটো টাইট্ দিয়ে দাও। সাধারণের পক্ষে এই টুকু জানলেই যথেষ্ট। যদি এতেও ভাল না হয় তবে বিশেষজ্ঞের জন্ত বসে থাক্‌বে।

ফিউজ লাগিয়ে দিলেও যদি পাখা না চলে তবে ওতে বেশী হাত দিও না।—যদি সমস্ত বাড়ীর বাতি নিভে যায় তা হ'লে কাকেও সঙ্গে নিয়ে বাতির সাহায্যে মেইন সুইচ্ দুটোই কেটে দেবে। তারপর তারই পাশের কাট আউটে ফিউজ তার লাগাবে। যদি এতে ঠিক না হয় তবে সাধারণের পক্ষে বিশেষজ্ঞের জন্ত বসে থাক্‌তে হবেই। কিন্তু সমস্ত কাজ করবার আগে সুইচ কাট্‌তে ভুলো না।

বাতির সুইচ্ লাগালে অনেক সময় সুইচের ভিতরকার ব্লেড্ ভাল লাগে না; এই জন্ত অনেক সময় সুইচ্ টিপলেও বাতি জ্বলে না। এরূপ বুঝলে একটা পেন্সিল বা কাঠের বাট ওয়ালা ছুরি অথবা ছোট স্ক্রু ড্রাইভারের কাঠের অংশ ধরে দিয়ে ব্লেডকে একটু চেপে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো ধাতব পদার্থ হাতে নিয়ে এসব কাজ কোরো না; যদি নিতান্তই করতে হয় তবে কোনো টুল বা কাঠের চেয়ারে দাঁড়িয়ে এক হাত মাত্র ব্যবহার করে খুব সতর্কণে এ কাজ করবে যা'তে তোমার শরীরের যে কোনো অংশ দেওয়ালের সংস্পর্শে না আসে।

সুইচের ভিতরকার কল খারাপ হলে অনেক সময় সুইচের বোতামে হাত দিলেই 'সক্' লাগে। এরূপ হলে একটা সুতো বোতামের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে ব্যবহার করলে সক খাওয়ার ভয় থাক্‌বে না।

এই প্রবন্ধ পড়ে কেউ হয়তো মনে করতে পারেন ইলেকট্রীসিটি স্বভাবতঃই বুঝি একটা সবল পদার্থ। কিন্তু তা নয়; ইলেকট্রীসিটি সবলও আছে, অবলও আছে। আমরা বাতি পাখা ইত্যাদি কাজে যে ইলেকট্রীসিটি ব্যবহার করি তা যন্ত্রের সাহায্যে সচল গুণসম্পন্ন করে প্রস্তুত হয়ে থাকে। কেমন করে সেই কাজ হয়, তা বুঝিয়ে বলবার মত সুযোগ ও সময় এ নয়; তাই আজকের মত এখানেই আমার কথা শেষ করছি।

চিঠি

শ্রীমতী মলিনাবালা নাগ চৌধুরী।

কলিকাতা।
১০ই বৈশাখ, ১৩৩৬।

ভাই রেখা,

আজ অনেক দিন পরে তোকে চিঠি লিখতে বসেছি। তুই এখন একজন গ্রাজুয়েট, তবুও যে এই হতভাগিনী, বিস্মৃতাঙ্কিতা, অশিক্ষিতা ইন্দুর কথা মনে ক'রে খোঁজ নিয়েছিস্, এ আমার পরম সৌভাগ্য। তুই লিখেছিস্ যে আমার দুরবস্থায় তোর দুঃখ হয়েছে। তোর চিঠির ভাবে বুঝলাম যে, তোরা আমাকে একটু হীনও ভেবেছিস্। কিন্তু ভাই, যার অন্তর স্বামী-প্রেমে পূর্ণ, সে কি অন্য পথ ধরতে পারে? তুই আমার স্বামীকে দেখিস নি, তোকে বলব কি, যা আমি পেয়ে হারিয়েছি সে অনেকের ভাগ্যে—অনেক রাজ রাণীর ভাগ্যে হয় না। সে আমার কল্পনার—সে আমার ধারণার অতীত। সেই স্বামী পেয়ে হারিয়েছি, আর তাই হারিয়ে আবার আমি ক্ষণিকের সুখ প্রলোভনে ভুলে যাব?

তোকে সব কথা জানাতে গেলে আগের কথাও কিছু লিখতে হয়। আমার কথাগুলো শুনে তুই বড় ব্যথা পেয়েছিস; তা পাবারই কথা। আমার কথা আমি কাউকে জানাতাম না, লোকে মন্দ বলে বলুক, তার আমি কি করব? কিন্তু তোকে না জানিয়ে পারলুম না। ভাই, যেদিন আমার হৃদয় দুয়ারে অজানা অচেনা অতিথি এসেছিল, সে দিনের কথা মনে উঠলে এই দীর্ঘ দিন পরেও সমস্ত হৃদয় পুলক শিহরণে কেঁপে উঠে। আমার বিয়ে হয়েছিল পনের বছরে। বিয়ের পর মা, বাবা, আর বিশেষতঃ সব ছোট ভাই মন্টুকে ছেড়ে আসতে যে কি কষ্ট হয়েছিল সে আমিই জানি। স্বামীর হাতের মধ্যে আমার হাত ছিল, ঘোমটার ফাঁকে তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়ল, ম্লান করুণ অথচ উজ্জ্বল প্রেমপূর্ণ নয়নে তিনি আমার অশ্রু-সজল মুখের পানে চেয়ে রয়েছেন। আমি ক্ষণিকের জন্য সব ভুলে গেলাম এই মধুর দৃষ্টির সামনে। শ্বশুর বাড়ী গিয়ে আমি সকলের সমালোচনার জিনিষ হয়ে উঠলাম। আমার শাশুড়ী মাতা ছিলেন না। আমার স্বামী ইচ্ছা ক'রে আমায় ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। অথচ আমি সুন্দরী ছিলাম না।

সেদিন সন্ধ্যার পর আমি একলাটী বসে ছিলাম, মন্টুর কথা মনে উঠে মনটা বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় দশ বার বছরের একটী ছেলে ছুটে এসে আমার কাছে বসে পড়ল। তার শান্ত সুন্দর মুখখানি দেখে আমি মন্টুর কথা ভুলে গেলাম। সে আমার হাতখানা অসঙ্কোচে ধরে একটু নেড়ে চেড়ে বল্লে "তুমি কি আমার বউদি? ভাই বউদি, তুমি আমায় ভালবাসবে তো? আমায় কেউ ভালবাসে না, আমার তো মা নেই,—" বালকের চক্ষু লাল হয়ে এল। আমি সস্নেহে আঁচল দিয়ে চোখ দুটি মুছিয়ে তার হাতখানা ধরে বল্লুম, "কেঁদ না ভাই, আমি তোমায় খুব ভাল বাসব। তোমার নাম কি ভাই?" আহ্লাদে সে বলে উঠল "আমার নাম সতু।" এই বাড়ী এসে এতক্ষণ পরে আমি শান্তি পেলাম।

ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী বল্লেন "ইন্দ্রা, বড় আশা করে তোমাকে ঘরে এনেছি, তুমি ঐ মাতৃপিতৃহীন সতুটার ভার নিতে পারবে কি? ওকে যদি তুমি মানুষ ক'রে তুলতে পার, সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে, তা হ'লে বুঝব তুমি ইন্দ্রাণী।" আমি সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলুম। সেইদিন হ'তে সতু আমার। বাড়ীতে সতুকে মানুষ ক'রবার কেউ ছিল না। দুদিনের মধ্যে সতু আমার বাধ্য হয়ে গেল। সতুকে যত্ন করা বাড়ীর কেউ পছন্দ ক'রত না। কিন্তু আমি কিছু শুনতাম না, আমার যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তাকে মানুষ ক'রতেই হবে। স্নেহের জয় চিরকাল। উদ্ধত, দুরন্ত সতু খুব শীঘ্রই বিনীত, শান্ত, সভ্য হয়ে গেল। কিন্তু সতুর জন্য আমার সব

ক'রতে হত অনেক। বাপ চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যেত, নীরবে আমি সব সহ্য করেছি, স্বামীর অসীম প্রেমের মধ্যে আমি সব ভুলে ছিলাম। ইচ্ছা ক'রলে আমি স্বামীর কর্ম্মস্থলে থাকতে পারতাম কিন্তু সতুর ভবিষ্যৎ ভেবে যাইনি। সতু ও আমি প্রায় তিন চার বছরের ছোট বড়। কিন্তু সতু একেবারেই বালক ছিল।

সেদিন আমার স্বামী বাড়ী ছিলেন; ছুটী। দুপুর বেলা সতু খানিকটা দুধের সর নিয়ে আমার ঘরে, "আমি সরটা খেয়ে ফেলেছি।" খানিক পরে দিদি এসে বলেন "ইন্দু, সতুর মাথাটা তুমি খাচ্ছ!" রহস্য করে আমি বল্লুম "সে কি দিদি?" ক্রোধে দিদি আমায় মুখে যা এল তাই বলে যেতে লাগলেন। ননদ এসে বল্লেন "ও ঘরে নির্ম্মল রয়েছে চুপ কর।" দিদি চুপ করে গেলেন। রাত্রে স্বামী আমায় বল্লেন "ইন্দ্রা, চল তুমি আমার সঙ্গে, এখানে থেকে আর কতদিন এমন ভাবে নির্য্যাতন সইবে?" আমি বল্লুম "না, এখন যাব না, সতু আর একটু বড় হোক। আর দিন কতক পরে নিশ্চয়ই যাব।"

কিন্তু তাই যাওয়া আর হ'ল না। তার পর সব শেষ, আমার সঙ্গে দেখা হ'ল আবার মরণ সময়। সতুকে একেবারে আমায় দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন "সতুকে মানুষ করে তুলেছ—আর বেশী দেরী নেই ওর কার্য্যক্ষম হতে। ওর আশ্রয়ে থেকো, ও তোমার অমর্য্যাদা ক'রবে না।" সতুকে বলে গেলেন—"তোর মানুষের বউদির তুই ছাড়া আর কেউ নেই। তোর বউদি অত্যন্ত অভিমানী সতু, তোর বউদির অভিমানের মর্য্যাদা রাখিস।" ভাই রেবা, তারপর এ জগতের হাসি আনন্দ শান্তি সব চিরতরে কালের কোলে চলে গেল। কি অকল্পনীয় যন্ত্রণা! সে সব মর্ম্মান্তিক কাহিনী কাউকে জানাবার নয়। তাঁর আশা সতুকে মানুষ করা, সে আশা তিনি পূর্ণ ক'রে যেতে পারেন নি, আমি করেছি, স্বর্গ হতে তিনি দেখছেন।

রেবা, হিন্দুঘরের বিধবার যে কত সহ্য ক'রতে হয় তা তুই জানিস নে, হিন্দু বিধবা সংসারের একটা অনাবশ্যক জিনিষ। সেই সময়—সেই সময় সতু যদি আমার না থাকত তা হলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। এই হাসির ফোয়ারার মধ্যে কতখানি অশ্রুর উৎস জমাট বেঁধে আছে তা সতু ভিন্ন কেউ জানত না। হৃদয় ভরা বেদনা নিয়ে আমি বেঁচে আছি, আমায় বেঁচে থাকতে হবে, আমি যে স্নেহের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

সতু সেবার ম্যাট্রিক দিয়েছে, সেই সময় তার পিতৃতুল্য ভ্রাতার বিয়োগ হল। তারপর আর কেউ তার পড়ার খরচ দিতে রাজী হলেন না। আমি একে একে নিজের সমস্ত গহনা বিক্রী করে তাকে এম, এ পাশ করিয়েছি। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছেলে এবং দেশের সুসন্তান বলে পরিচয় দেবার যোগ্য হয়েছে। এই আমার সতু। সতুর সম্বন্ধে তুই কত কি লিখেছিস, কিন্তু ভাই, আমি সতুর মা বলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সেই সতুর সম্বন্ধে তোর খারাপ ধারণা আসে? তুই লিখেছিস,—সতু যুবক আমি যুবতী, সতু যুবক আমি অগ্নি। লোকের চোখে সতু যুবক, আমার চোখে সতু বালক; এত বয়সেও সতু বালকের মতই চপল, এখনও সতু তেমনি করে আবদার আব্দারে আমায় অতিষ্ঠ করে তুলত। আর আমি সতুর বড় বোন—আমি সতুর মা। মেয়ের পুরুষ বন্ধু শুনলে সবাই চমকে উঠবে, লোকে মন্দ বলবে, কিন্তু সতু আমার বিপদে বন্ধু, শোকে শান্তি। সতু যে আমার কি তা জানাবার নয়। সতু যে আমার কতখানি হৃদয় অধিকার ক'রে বসে আছে সে আমার অন্তর্যামী জানেন।

সংসারে কোন অবলম্বন ছিল না, সতুকে পেয়ে আমি অনেক ভুলেছিলাম,—এতটুকু শান্তিও কিন্তু বিধাতার সহ্য হ'ল না। তাই নারীর শ্রেষ্ঠ বর সুনাম হারালাম। বলতে পারিস রেবা! কি পাপে আমাদের এই নারীজন্ম? রেবা, আমার এ মর্ম্মন্তুদ যাতনা কাকে জানাব? যে সতুর জন্য আমি এত কথা শুনছি, সে সতুও যে আমায় ফাঁকি দিয়ে তার দাদার কাছে চলে গেল। তার দাদা মরবার সময় তাকে আমার সারা জীবনের অবলম্বন দিয়ে গিয়েছিলেন। আবার সে হতভাগা চলে গেল, তার বদলে ছেলেটার একটা অপগণ্ড দিয়ে। রেবা, আমি যে আর সহ্য ক'রতে পারছি নে ভাই, আজ দুদিন হল সতু চলে গেছে। তবুও আমায় বেঁচে থাকতে হবে, তবুও আমায় সব সহ্য ক'রতে হবে; আবার সতুর নামে যা-তা

শুনতে হবে! সংসারের সব অবলম্বন একে একে হারিয়ে ফেলেছি; আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ ক'রবার কিছু নেই—কিছু নেই। বিধবার জীবন বিফল, তবুও সতু আমায় একদিন সফল ক'রে তুলেছিল—আমাকে কর্ম্ম জগতে বার ক'রে দিয়েছিল। আবার—আবার এ কি বন্ধনে আবদ্ধ হ'লাম! কবে মুক্তি পাব কে জানে?

কোন কথাই তোকে লিখ্‌তাম না, কিন্তু সতু আজ স্বর্গগত, তার সম্বন্ধে আর কোন কথাই ভাল লাগে না। আর কেউ বিশ্বাস না করুক অন্ততঃ তুই করবি, সেই আশায় তোকে লিখ্‌লাম। "সতু আমার কি?" সতু আমার বন্ধু ছিল, সতু আমার ছেলে ছিল, সতু আমার ভাই ছিল। স্বামী হারিয়েছি, সতুকে হারিয়েছি, আবার নারীর সুনামও হারিয়েছি; তারপর বন্ধুদের স্নেহও হারিয়েছি। বল রেখা, কি নিয়ে বেঁচে থাকব? সতু যদি আজ থাকত তা হলে যে আমি সহ্য ক'রতে পারতাম, আমার এত দুঃখ হত না। দুঃখে অনেক কথাই লিখ্‌লাম, ক্ষমা করিস। তুই আমার ভালবাসা নিস। হতভাগিনী সর্ব্বহারা ভিখারিণী, সকলের স্নেহবঞ্চিতা আমি, আর কতকাল এই শুষ্ক কঠোর জীবন বহন ক'রব? বিদায়! ইতি—

তোদের স্নেহ-বঞ্চিতা

ইন্দ্রাণী—ইন্দু

নারী

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন, কবিরঞ্জন।

জীবন্ত দেবীর মূর্ত্তি তুমি ওগো নারী,
মাতৃরূপে কত স্নেহ হৃদয়ে তোমার;
কখন বা ভগ্নীরূপে দিতে শান্তি-বারি
তোমার মানস-সরে করুণার ধার।

কভু তুমি কন্যারূপে কারুণ্যের ছবি,
প্রেয়সীর মূর্ত্তি কভু চিত্ত বিনোদিতে;
কোথা লক্ষ্মী—কোথা দুর্গা—তুমি ওগো সবি;
দেবীর দুয়ারে যাওয়া বৃথা অর্ঘ্য দিতে।

প্রসব করিয়া জীবে পালিছেন যিনি,
ত্যাগের অনন্ত জ্যোতিঃ নিরখি যাঁহারে,
শক্তিরূপে যাঁর হৃদে বহে মন্দাকিনী—
দেবী আর কারে কব বিনা গো তাঁহারে?

মহাশক্তি নারীজাতি—তাঁর শক্তি ল'য়ে
শক্তিমান্—বলীয়ান পুরুষের দল;
জাগ নারী, সেকালের মতন হইয়ে,
আবার ভারতে পুনঃ হোক্ নব বল।

এস গার্গী, এস মৈত্রী, এস অরুন্ধতী
জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দেখাতে সকলে,
আবার আবার এস খনা, লীলাবতী
মহিয়সী মূর্ত্তি ল'য়ে ওগো দলে দলে।

তোমাদের পূজা পুনঃ হোক প্রচলন,
অশান্তি-অনল রাশি যাইবে চলিয়া;
ভারতে নূতন নহে নারীর পূজন,
দুর্গতি চরম আজি নাহি তা' বলিয়া।

কোনো উপচার এতে প্রয়োজন নাই,
পুরুষ, পূজারি হ'ও সম্মুখে রাখিয়া,
শঙ্খ ঘণ্টা গঙ্গাজল কিছু নাহি চাই,
তাঁদের আসন শুধু দাও গো ছাড়িয়া।

এস দেবী, নিজবেশে বালিকা হইয়া,
পুনঃ সম্মোহিনী মূর্ত্তি যুবতীর সাজে,
প্রৌঢ় ছবি পরক্ষণে সম্মুখে ধরিয়া
পূজা নিতে এস দেবী পুরুষ-সমাজে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৯)

প্রথম বিভাগ—

রমা বসু—স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ
বীণা দাশ—বেথুন কলেজ
জোয়ান হাওয়ার্ড—নর্ম্যাল স্কুল
জ্যোৎস্নাকুমারী দেবী— ঐ
অরুণি দাশ—ডায়োসেসন কলেজ
সরস্বতী দত্ত— ঐ
ননীবালা দত্ত গুপ্তা—বেথুন কলেজ
লরেন্স এনা—নর্ম্যাল স্কুল
মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়—ডায়োসেসন কলেজ
প্রমতি রায় চৌধুরাণী—নর্ম্যাল স্কুল
চিন্নানালু আম্মা— ঐ
অমিতা দত্ত—সিটী কলেজ
জাবেদা বানু জাহাঙ্গীর কবরাজি—নর্ম্যাল স্কুল
মার্গারেট ক্লার্ক— ঐ
বীণা দত্ত—বেথুন কলেজ
রমলা ঘোষ—ডায়োসেসন কলেজ
পেরী ডোরিস—নর্ম্যাল স্কুল
অমিয়া দাশ গুপ্তা—ডায়োসেসন কলেজ
পারিজাত ঘোষ— ঐ
ক্রীস্টিনা মণ্ডল— ঐ
উষা রায়—বরিশাল বি, এম কলেজ
উমা চট্টোপাধ্যায়—স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ
ইন্দিরা বসু—নর্ম্যাল স্কুল
মার্গারেট গ্রেগরী—লরেটো হাউস
দাউরা লীলা লতিকা দে—ডায়োসেসন কলেজ
জ্যোতিঃপ্রভা দাশ গুপ্তা— ঐ
বীণাপাণি দাশ—বেথুন কলেজ
মাণিক্ এস্ পাভরি—নর্ম্যাল স্কুল
উমারাণী বসু—বেথুন কলেজ
আগ্নি সুকীয়াস—নর্ম্যাল স্কুল
শেফালিকা সেন গুপ্তা— ঐ
বেলা দাশ—বেথুন কলেজ
আর্ল্ ডেরা মার্গারেট—নর্ম্যাল স্কুল
বীণা মজুমদার—নর্ম্যাল স্কুল
লীলা বসু—বেথুন কলেজ
ইন্দিরা দে—ডায়োসেসন কলেজ
বিদ্যাবতী রায়—বেথুন কলেজ
হেপ্‌ডেন্ এডিথি ডায়োলেট—নর্ম্যাল স্কুল
শান্তি দাশ গুপ্তা—বেথুন কলেজ
মায়া দেবী—নর্ম্যাল স্কুল
লতিকা বসু— ঐ
জেন্ এস্ কোয়নি— ঐ
জ্যোতিঃপ্রভা দাশ গুপ্তা—বেথুন কলেজ
মনোরমা বসু—নর্ম্যাল স্কুল
ভ্রমর ঘোষ—ডায়োসেসন কলেজ
শান্তি গুহ—বরিশাল বি, এম কলেজ
শান্তি নিয়োগী—নর্ম্যাল স্কুল
বীণা চৌধুরী— ঐ
কবি মৃণালিনী গৌর—লরেটো হাউস

দ্বিতীয় বিভাগ—

ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়—নর্ম্যাল স্কুল
আশালতা বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীহট্ট এম, সি কলেজ
মীরা বসু—ডায়োসেসন কলেজ
ঊর্ম্মিলা ভট্টাচার্য্য—বেথুন কলেজ
অমিয়া বিশ্বাস—নর্ম্যাল স্কুল
সুষমা বিশ্বাস—বেথুন কলেজ
শকুন্তলা চন্দ্র—ডায়োসেসন কলেজ
পারুল চট্টোপাধ্যায়—বরিশাল বি, এম কলেজ
বেলারেণু চৌধুরী—নর্ম্যাল স্কুল

মণিকা দাস—বেথুন কলেজ
জ্যোৎস্না দাশগুপ্তা—স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ
ফুলরেণু দত্ত—নন্-কলেজিয়েট
শান্তি দত্ত—ডায়োসেসন কলেজ
সুধারাণী দে—নন্-কলেজিয়েট
আয়ট্রভী অমিতা গোম্—লরেটো হাউস
জ্যোৎস্না ঘোষ—নন্-কলেজিয়েট
নিহার গুপ্ত—স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ
নীলিমা গুপ্তা—নন্-কলেজিয়েট
প্রভাবতী মজুমদার—শ্রীহট্ট এম, সি কলেজ
স্নেহলতা মল্লিক—বেথুন কলেজ
কমলা মিত্র—সিটী কলেজ
লীলা উষারাণী মুখার্জ্জী—নন্-কলেজিয়েট
নির্ম্মলা নাগ—বেথুন কলেজ
ওরা নায়ক—ডায়োসেসন কলেজ
কণকপ্রভা নিয়োগী—নন্-কলেজিয়েট
অশোকা রায়—ডায়োসেসন কলেজ
কবি কোহেল—নন্-কলেজিয়েট
অন্নপূর্ণা সেন—বেথুন কলেজ
জ্যোৎস্না সেন—ডায়োসেসন কলেজ
নীতা সেন—বেথুন কলেজ
নীলিমা সেন—ডায়োসেসন কলেজ
স্নেহলতা সেন—নন্-কলেজিয়েট
মল্লিকুন্তলা সেনগুপ্তা—বরিশাল বি,এম কলেজ

তৃতীয় বিভাগ—

শান্তিপ্রভা রায়—নন্-কলেজিয়েট

আই-এস-সি পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৯)

প্রথম বিভাগ—

চামেলি দত্ত—বেথুন কলেজ
অমলপ্রভা দাশ— ঐ
সুহাসিনী দত্ত— ঐ
সুনীতি সেন— ঐ
অমিয়া দাশ গুপ্তা—সেণ্ট্ জেভিয়ার কলেজ
পরিমল দাশ গুপ্ত—কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ
রমা দাশ—বেথুন কলেজ
নির্ম্মলা ঘোষ— ঐ

দ্বিতীয় বিভাগ—

প্রতিভা বসু—বেথুন কলেজ
কমলা গুপ্ত—নন্-কলেজিয়েট, শ্রীহট্ট এম, সি কলেজ
সুলেখা সেন—নন্-কলেজিয়েট, কলিকাতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা(১৯২৯)

ইডেন কলেজ—

প্রথম বিভাগ : করুণাবালা গুপ্তা, নির্ম্মলা সেন গুপ্তা, মীরা দে, লতিকা সেন, সুকৃতি দাশ, সুনীতিপ্রভা নাগ, অশোকা সেন গুপ্তা, কমলা সেন গুপ্তা, সুলেখা সেন, সুধামাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণু সেন গুপ্তা, ইন্দিরা সেন গুপ্তা।

দ্বিতীয় বিভাগ : অমিয়া সেন গুপ্তা, প্রীতিময়ী ঘোষ, কিরণবালা দে, অনুপ্রভা নাগ, নব মল্লিকা দত্ত রায়।

নন্-কলেজিয়েট (ইডেন কলেজ)—

দ্বিতীয় বিভাগ :—মনীষা সেন, বীণাপাণি রায়ে, লতিকা দাশ গুপ্তা।

প্রাইভেট—

দ্বিতীয় বিভাগ :—জ্যোতির্ম্ময়ী গুপ্তা।
তৃতীয় বিভাগ :—হিরণ্ময়ী পাল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদের তালিকা (১৯২৯)

ইডেন হাই স্কুল—

প্রথম বিভাগ :—হেমলতা দাশ, অমৃতপ্রভা গুহ, মনোমোহিনী ভট্টাচার্য্য, সুপ্রভা দাশ, বীণাপাণি দাশ গুপ্তা, শৈলবালা দে, শোভা ঘোষ, আশা গুহ, প্রমিলা বালা গুপ্তা, শতদলবাসিনী সরকার।

দ্বিতীয় বিভাগ :—স্বর্ণপ্রভা নাগ।

করমন্নেসা হাই স্কুল—

প্রথম বিভাগ :—মজিদা ঘোষ।

দ্বিতীয় বিভাগ:—শোভাময়ী গুপ্তা, লীলাবতী সেন গুপ্তা।

তৃতীয় বিভাগ :—মহামায়া সেন।

প্রাইভেট্—

প্রথম বিভাগ :—লীলাবতী দত্ত।

দ্বিতীয় বিভাগ :—নীহারিকা দাশ।

উপেক্ষিতার দান

শ্রীগোপেশ্বর সাহা।

ত্রিকালের ওই সীমারেখা পরে দেখি যে তিনটি বালিকা বধূ,
রূপ-যৌবনে অতুল বিশ্বে ছন্দে অনন্ত প্রীতির মধু।
ঊর্ম্মিলা সে যে নির্ম্মলা চির, অতি সুকোমলা পুষ্প সম,
নব যৌবনে দিয়াছে সঁপিয়া লক্ষ্মণ হেন রতন কম!

কত যুগ পরে হেরি যে আবার কপিলাবাস্তু প্রাসাদ মূলে,
প্রাণনাথে তার দিয়াছে সঁপিয়া নিখিলের তরে আপনা ভুলে।
সেদিনের কথা, বাংলার বুকে প্রাণবল্লভে দিয়াছে ছাড়ি,
অপরের তরে আপনার সুখ বিলায়ে দিয়াছে তরুণী নারী।

এমনি করিয়া নিখিলের তরে যুগে যুগে হেরি নারীর দান,
নারী না জাগিলে জাগে কিরে কভু কুলিশ কঠোর পুরুষ প্রাণ?
জগতের ব্যথা যুগে যুগে যবে বেজেছে নারীর কোমল প্রাণে,
ব্যথা ভুলে গেছে, সে নারী-হৃদয় মাতিয়া উঠেছে নীরব দানে।

নানা কথা

সারদেশ্বরী আশ্রম—

এই মহিলা আশ্রমটি প্রাচীন ভারতের আচার নিয়ম ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার একটি অনুকূল প্রতিষ্ঠান। আশ্রমবাসিনীগণ অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্তোত্রাদি পাঠ পূর্ব্বক প্রার্থনা করেন, নিজেরাই পালা করিয়া গৃহকার্য্য ও রন্ধনাদি সম্পন্ন করেন। ধনী, দরিদ্র ও বয়স নির্ব্বিশেষে সকলকেই আশ্রমের কার্য্য করিতে হয়; সকলেই নিরামিষ আহার করিয়া থাকেন। আশ্রম বয়স্কীর সংখ্যা ৪৬ জন। আশ্রমের সহিত একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় আছে, তাহার ছাত্রীসংখ্যা ১৬৮। শিক্ষনীয় বিষয়—বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যনীতি, গৃহশিল্প, শিল্পকার্য্য ও ধর্ম্মসঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি। এখানকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য সমাপ্ত করিয়া আর এক বৎসর পড়িলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া যায়। আশ্রমস্থ মন্দিরে প্রত্যহ পূজার্চ্চনা ও ভোগরাগাদি হয়। যাঁহারা আদর্শ হিন্দুমতে কন্যাদের শিক্ষা দান করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই আশ্রমটি বিশেষ উপযোগী। বিশেষ বিবরণ ২৬ নং বাগী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

বাঙ্গালী ছাত্রীর কৃতিত্ব—

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী ভক্তি অধিকারী গত বি, এ পরীক্ষায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষীতীশচন্দ্র অধিকারীর কন্যা। আরও কয়েকটী ছাত্রী ঐ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

এবার ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইডেন্ কলেজের শ্রীমতী করুণাবালা গুপ্তা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমতী করুণা দুই বৎসর পূর্ব্বে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শিবাজী কলেজ—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্র ও ছাত্রীদের শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চার সুবিধার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহার নাম হইবে শিবাজী কলেজ। এই কলেজে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। কলেজের নানটি সুন্দর হইয়াছে।

দুঃস্থা নারীর সাহায্য—

ভবানীপুর শাঁখারি পাড়ার প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালী কার্ম্ম য্যাক্‌চুয়ির একজন অংশীদার ছিলেন। মৃত্যুকালে ইনি ২২।৩ নং শাঁখারি পাড়া রোডস্থ ২৭ কাঠা ভূমিস্থিত লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সুবৃহৎ অট্টালিকাখানি উইলের সর্ত্তমত দুঃস্থ হিন্দু স্ত্রীলোক বা বিধবা-দিগের কষ্ট মোচনের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন এবং স্থানীয় দক্ষিণ কলিকাতা হিন্দু সভার সহকারিতায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য কয়েকজন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়াছেন। এই সম্পত্তির আয় হইতে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া দুঃস্থ স্ত্রীলোকদের কোনরূপ অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাহাদের দুরবস্থার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে।

বিদেশী মহিলার দান—

মিসেস্ মেরী হেলেনা মগার কিছুদিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিংয়ে পরলোক গমন করিয়াছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে একখানা উইল করিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তাঁহার সম্পত্তির কতকাংশ দান করিয়া বাকী ১ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দ্বারা দার্জ্জিলিংয়ে অচিকিৎসিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন এবং এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেলকে এই সম্পত্তির একমাত্র অছি নিযোগ করিয়া দিয়াছেন।

শিশু পালনে সহায়তা—

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সভার অন্যতম সদস্য মিঃ জেমস্ কুজেন্স সম্প্রতি এক উইল করিয়া তাঁহার সম্পত্তি হইতে কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড বা প্রায় পৌনে তিন কোটী টাকা শিশু সন্তান-গণের লালনপালনের জন্য দান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যদি বালকবালিকাগণকে যথারীতি লালন পালন করা হয়,

তাহাদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়, তবেই উত্তর কালে তাহাদের দ্বারা সমাজের ও দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

প্রয়াগে কুম্ভমেলা—

এবার মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভমেলা হইবে। এখন হইতেই ইহার জন্য বিরাট আয়োজন চলিতেছে। তুর্গের নিকটের বাঁধ হইতে ত্রিবেণী সঙ্গম পর্য্যন্ত অস্থায়ী রেল বসিবে, বাঁধের নিকট একটি নূতন ষ্টেশন নির্ম্মিত হইবে। ই, আই, রেলের কর্তৃপক্ষ রূপে গভর্ণমেণ্ট তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ বালিকা বিদ্যালয়—

গত ২৯শে বৈশাখ দিল্লী সনাতন সরস্বতী ভবনে ইন্দ্রপ্রস্থ বালিকা বিদ্যালয় ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের 'রজত-জয়ন্তী উৎসব' এবং পুরস্কার বিতরণী সভা হইয়া গিয়াছে। সহস্রাধিক লোক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইং ১৯০৪ সালে মাত্র নয় জন ছাত্রী লইয়া এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়, বর্ত্তমানে শতাধিক ছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করে।

আসানসোলে মহিলা-সভা

আসানসোলে পূর্ব্বিনা সম্মিলনীর উদ্যোগে মহিলাদের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিল্প প্রদর্শনীতে যে সমস্ত মহিলা ভাল শিল্প জিনিস দেখাইতে পারিয়াছেন, এই সভায় তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, কে বসুর পত্নী পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন।

সিংহলে মহিলা কলেজ—

সিংহলে মুসলমান বালিকাদের জন্য একটি উচ্চাঙ্গের কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। তথাকার মুসলমান সমাজ এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী হইয়াছেন। আরম্ভেই অনুমান সেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

নারী-লেখিকার সৌভাগ্য—

কুমারী মার্গারী লরেন্স একজন উপন্যাস-লেখিকা। "যৌবন জয়গান" নামক সম্প্রতি ইনি একখানি উপন্যাস লিখিতেছেন। প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ইহার প্রথম সংস্করণের সমুদয় পুস্তকের জন্য গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

ভারতের স্ত্রীশিক্ষা—

প্রদেশ	দেশীয় ভাষা	ইংরাজী
ত্রিবাঙ্কোর	১৭০ জন	৫৮ জন
কোচিন	১১৫ জন	৭৬ জন
বর্ম্মা	১১২ জন	৩৮ জন
বরোদা	৪৭ জন	১০ জন
বোম্বাই	২৭ জন	৩৭ জন
মাদ্রাজ	২২ জন	২৩ জন
বাংলা	২১ জন	২৩ জন
আসাম	১৪ জন	১৭ জন
মধ্যপ্রদেশ	৯ জন	২ জন
বিহার উড়িষ্যা	৯ জন	৪ জন

নারীর রাজত্ব—

ইংলণ্ডে নারী রাজত্বের সূচনা হইতেছে। মহিলা ভোটারের সংখ্যা অধুনা পুরুষ ভোটার হইতে বেশী হইয়া পড়িয়াছে। ৮ই মে পর্য্যন্ত ৪০২টি কেন্দ্রের ভোটার তালিকা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ১১ লক্ষ ভোট মহিলাদের দিকে বেশী হইয়াছে।

এখন পর্য্যন্ত মোট ভোটদাতার সংখ্যা ১ কোটী ৯০ লক্ষ ১১ হাজার ৪২২ জন। উহাদের মধ্যে নারী ভোটারের সংখ্যা ১ কোটী ৪ লক্ষ ৪১ হাজার ২১৪ জন। কাজেই পুরুষের হইতে মেয়েদের ভোট সংখ্যা ১১ লক্ষ ৭০ হাজার ৯০৬টি বেশী হইয়াছে।

নিউইয়র্কের এক প্রধান ব্যাঙ্কের হিসাবে প্রকাশ যে ১২ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের বেশীর ভাগ অর্থ ই মহিলাদের হস্তে পড়িবে। উত্তর আমেরিকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির শতকরা ৪১ ভাগই নাকি মেয়েদের নামে এবং টাকার বাজারেও নাকি তাহাদের গুরুত্ব অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

দিনে দিনে কতই দেখিব!

শ্রীমতুলচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক ১৭ নং রামানাথ বসু লেন, বিদ্যোদয় প্রেসে মুদ্রিত এবং ২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

—নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র—

বার্ষিক সডাক ৪৲ টাকা

বিশিষ্ট সংখ্যা ॥০ আনা

ষাণ্মাষিক ২৲ টাকা মাত্র

প্রতি সংখ্যা ৴০ আনা

[গত বৈশাখে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে]

সম্পাদক—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ও শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

নববেশে, নবসাজে, পরিবর্দ্ধিত আকারে, গল্প, কবিতা, রঙ্গ রচনা, বিচিত্র কৌতুক চিত্র, কথিকা, ভ্রমণকাহিনী ধারাবাহিক উপন্যাস সম্ভার লইয়া প্রতি মাসের প্রথমেই বাহির হইয়া সকলের চিত্ত বিনোদন করিতেছে। আশ্বিনে এবখানি বিশিষ্ট সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

কার্য্যালয় ঃ—১৪ নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।

জ্যোতিষীর অদ্ভুত যোগবল

যোগবলে ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান নির্ণয়। ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্যজ্যোতিষী যোগী, ভূবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক স্বামী প্রেমানন্দজীর প্রদর্শিত যোগসাধন প্রণালীতে আপনার ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান আশ্চর্য্যরূপে অবগত হউন। যোগশক্তির এই অদ্ভুত পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এবং ভারতের বাহিরে বর্ম্মা, সিংহল প্রভৃতি দেশ হইতে শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণের রাশি রাশি অযাচিত প্রশংসাপত্র আসিতেছে। বিগত বার বৎসর যাবত আমাদের এই প্রতিষ্ঠান সাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি লাভ করিয়া আসিতেছে। প্রতি ৫টী প্রশ্নের উত্তরের জন্য ১৲; বর্ষফল গণনা—এক বৎসরের শুভাশুভ ফল বিস্তারিত ভাবে ২৲; ৫ বৎসরের সাধারণ ফলাফল ৩৲; সমস্ত জীবনের ফলাফল জন্ম হইতে মৃত্যু (সরল বঙ্গভাষায় পুস্তিকাকারে বিস্তারিত ভাবে)—৫৲। জন্ম তারিখ কিংবা অনুমান বয়স পত্র লিখিবার সময় পাঠাইবেন। (ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র)

প্রফেসার—এস, এল, বসু, বি-এ।

৮ নং ভিডন ষ্ট্রীট, (পোঃ বঃ ১১৪১৮) কলিকাতা।

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—

বীরাবাই (নাটক, মনোমোহনে অভিনীত)—২৲ টাকা, মল্লিকা (কাব্য)—৷৵০ আনা, পল্লবিনী (ঐ)—।০ আনা, সপ্তস্বরা (ঐ)—১৲ টাকা, পঞ্চপাত্র (ঐ)—৸০ আনা, পত্রচিত্র (ঐ)—৸০ আনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—২৲ টাকা, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ—৷৵০ আনা,

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনাপণে বিবাহ সমিতি

প্রায়ই অভিভাবকের একটি কঠিন সমস্যা হইয়াছে। প্রায়ই ভদ্রলোক ২।৩টি কন্যার বিবাহ দিয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। অধিকন্তু কুটুম্ব হইয়া সারা জীবন অসুখী হইয়া পড়েন। **ইহা একমাত্র যৌতুকের প্রতারণা।** এরূপ ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তাই বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের অনুরোধে সমাজে সেবা করার জন্য আমরা বিনাপণে বিবাহ সমিতি স্থাপন করিয়াছি।

আমাদের সমিতির নামই আমাদের সঙ্কল্পের পরিচয় দেয় যে আমরা বিনা পণে বিবাহ ঠিক করিয়া দিব। অথচ পারিশ্রমিকের জন্য আমাদের কোনরূপ পীড়ন নাই; কেবল মাত্র সমিতির ব্যয় পরিচালনের জন্য নাম মাত্র পারিশ্রমিক লইয়া থাকি। আমাদের সকলের বহু পাত্র পাত্রী আছে। যাঁহারা আমাদের পত্র দ্বারা অথবা নিজে আসিয়া অনুসন্ধান করুন। এই সামাজিক দুর্দ্দিনে আমরা সমাজের এই গুরুতর সেবাব্রত আনন্দে গ্রহণ করিলাম। আমাদের আশা আছে যে ঈশ্বরানুগ্রহে ও সামাজিকবর্গের সহানুভূতিতে আমরা কৃতকার্য্য হইব।

ইহা ছাড়া যাহারা পণ লইতে ও দিতে ইচ্ছুক এরূপ সর্ব্বশ্রেণীর জন্য পাত্র পাত্রী আছে। বিধবা বিবাহও আমরা দিয়া থাকি। অভিভাবক প্রায়ই ধনিকা ও কুলটিকা নারীগণকে সৎসাধারণে ৺নবদ্বীপ ধাম ইত্যাদিতে রাখিয়া আসেন কিন্তু তাহাতে সুফল হয় না, কিছু দিন পরে উক্ত নারীগণ পাপের পথে বিচরণ করে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমাদের সংবাদ দিলে আমরা ঐ সকল নারীকে পুনরায় বিবাহ দিয়া সমাজের পঙ্কোদ্ধার করিয়া থাকি। ভ্রূণহত্যা মহাপাপ; সংবাদ পাইলে, সমিতির তত্ত্বাবধানে শিশু রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, ও গোপন রাখা হয়।

সমাজ-সেবক—বিনাপণে বিবাহ সমিতি,

১৭০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের

জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগ আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, ব্রাহ্ম এণ্ড কোং

১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

আপনার স্বর্ণকারকে

সংবাদ দিন।

সোণার পাত তৈরীর

ডল্‌না কল।

Flattening Machine.

বিলাতের বার্ম্মিংহামের তৈরী ডল্‌না কলই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা নিজে সেখানে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া অনেক কল আমদানী করিয়াছি। একটি কল কিনিলে বিশ বৎসর নিয়মিত কাজ করা চলিবে।

৩ ইঞ্চ রোলারের ১টি—৩৫০৲ টাকা।

৪ ইঞ্চ রোলারের ১টি—৬২৫৲ টাকা।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস।

২০০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

হোমিও রিসার্চ লেবরেটরী
৪৭, নারিন্দা-ঢাকা।

নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ

হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়াতে যে সকল ঔষধ গৃহীত হইয়াছে এবং যে সমস্ত ঔষধ আমাদের দেশে ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় উদ্ভিদ হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। চিকিৎসকগণ তাঁহাদের রোগীদিগকে এই ঔষধসমূহ সেবন করাইয়া আশাতীত ফললাভ করিয়া এসেছেন এবং আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। রোগীদিগকে একবার ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। **সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক,** উচ্চহারে কমিশন দিয়া থাকি। নাম ঠিকানাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

ভাইটিন

ভাইটিন—সর্ব্বপ্রকার রোগ, জ্বরের, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধাতুপ্রবাহ, অপচিবিদ্যা, স্বপ্নদোষ, অনিদ্রারোগে, মন মন প্রভাব, ওজঃক্ষয়কালে ধমনী, শিরঃপীড়া, মানসিক অবসাদ, স্মৃতিশক্তির অভাব, সর্ব্বদা আলস্যবোধ, কার্য্যে অনিচ্ছা, অরুচি, এবং দেহ ও হৃদযন্ত্রের প্রভৃতি শরীর অবসাদকারী রোগে ভাইটিন সাবাং অব্যর্থ। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ আনা।

কালমেঘ

যকৃতের সর্ব্বপ্রকার পীড়া, জীর্ণজ্বর, অজীর্ণ, অম্লিবালা, কৃমি প্রভৃতি সহজ উপশমিত হয়। কালমেঘ নিয়ত সেবনে ম্যালেরিয়া নিবারক, অন্যান্য সেবনে দুর্ব্বলতানাশক। বালকদিগের পক্ষে কালমেঘ অতিশয় সুখপ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা।

সিনিস

সিনিস সেবনে কোষ্ঠে ও তলপেটে বেদনা এবং হাইবোধ, গা বমিবমি করা, অরুচি, নিদ্রানাশ, মাথাধরা, শরীর ভারবোধ দুর্ব্বলতাদি বাধকের যাবতীয় উপদ্রব দূরীভূত হইয়া শারীরিক পুষ্টি সাধন এবং লাবণ্য বৃদ্ধি করে। এ পর্য্যন্ত বাধকের যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে, ইহার ন্যায় গুণসম্পন্ন ঔষধ দ্বিতীয় দেখা যায় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ আনা।

অর্জ্জুন

হৃদ্‌রোগ অর্থাৎ ধড়ফড়ানি, বক্ষোবেদনা, বুক ধড়ফড় করার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

ইউপেপসিন

অম্ল, অজীর্ণ, আমাশয়, গ্রহণী, উদরাময় ও ডায়রিয়ার অব্যর্থ ঔষধ। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ আনা।

স্মাইলেক্সিনা

সর্ব্বপ্রকার রক্তের অব্যর্থ ঔষধ প্রতি শিশি ।৵০ আনা

ইউফ্রোনা

কোষ্ঠবদ্ধতা (Dyspepsia) নিবারণের একটি অব্যর্থ ঔষধ। নিত্য প্রাতে সেবনে বদ্ধ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও পরিপাক শক্তি বাড়ে। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা।

তিক্রোসিন

যকৃৎ ও প্লীহার একমাত্র মহৌষধ বটিকা। প্লীহা ও যকৃৎ যত বর্দ্ধিত এবং যত পুরাতন হউক না কেন ইহা সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০।

সাইট্রিসিনা

ম্যালেরিয়া নিবারণে অসাধারণ শক্তিশালী। ম্যালেরিয়া প্রাদুর্ভাব কিম্বা ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে নিত্য সেবনে ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০।

কলেরাবাম

কলেরার প্রাদুর্ভাবকালে প্রত্যেক বাড়ীই কলেরাবাম রাখা কর্ত্তব্য। বাম্প হওয়া মাত্র ইহা ব্যবহার করিলে আর কোন ভয় থাকে না। "কলেরাবামে" সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদরের পীড়াও আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

ডেনো

কণ্ঠ হইতে পুঁজস্রাব ও কাসের নিবারণের অব্যর্থ ঔষধ। যত দীর্ঘ সময়ের পীড়া হউক না কেন ইহা সপ্তাহত প্রয়োগে নিশ্চয় আরোগ্য করিবে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

M. ALI, AC.

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

সচিত্র

শিশুরঞ্জন সিরিজ

সম্পাদক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ।

আষাঢ় হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রতি মাসে একখানি করিয়া পুস্তক বাহির হইবে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা ।০ আনা মাত্র।

ছেলেমেয়েদের কূপমণ্ডূকতা দূর করিবার জন্য, তাহাদের হৃদয় ও জ্ঞানের পরিধি বাড়াইতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার তাহাদের নিকট উজাড় করিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যেই এই "শিশুরঞ্জন সিরিজ" প্রকাশিত করা। তাহাদের গৃহ ও স্কুলের বাহিরে যে বৃহত্তর পৃথিবী আছে, সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে জানিতে, বুঝিতে ও ভাবিতে দিন। বাঙ্গালা ভাষায় এত অল্প মূল্যে এ ধরণের এমন সুন্দর বই অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।

—আষাঢ়-সংখ্যা—	—শ্রাবণ সংখ্যা—	—ভাদ্র-সংখ্যা—
উড়ো জাহাজ	ধ্রুব	প্রহ্লাদ

আমাদের নূতন প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পুস্তক—

বিজ্ঞানের কেরামতি

বিজ্ঞান সম্বন্ধে কত কি নূতন গল্প বলা হইয়াছে—রূপকথা ফেলিয়া ছেলে-মেয়েরা এই সব গল্প পড়িবে। ইনিটেসন লেদার বাঁধাই। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

চীন-জাপানের উপকথা

বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা, চিন্তার ধারা এই সব বিদেশী রূপকথার মধ্য হইতে সুন্দর পরিস্ফুট হয়। অসংখ্য একরঙা ও তিনরঙা ছবি। কাপড়ে বাঁধাই, সুবৃহৎ পুস্তক মূল্য ১৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—বাণী সাহিত্য মন্দির

১৯।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউক্যালিপটাস নিমগুলঞ্চ চিরতা লৌহাদি পাথুরিয়া শ্রেষ্ঠ জরায় ধাতুউদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত
ম্যালেরিয়া দুরারোগ্য প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষমও বিশিষ্ট জীবাণুসম্ভূত কালাজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ
ইউক্যালিপটীন
ইউক্যালিপটাসের হাওয়ায় ম্যালেরিয়া হয়না, পাতাপচা জলপানে প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য হয়, অন্যনাম "জ্বরতর"
শিশি ১৲ মাঃ ।৶ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি
ব্যাঙ্ক—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাঝভাঙ্গা, কুচবিহার।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

এ বৎসরের বিশেষ সংখ্যা

বৈশাখের

সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা

(ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৩৬)

বাঙ্গলার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র সচিত্র মাসিক

সম্পাদক

সঙ্গীত বিভাগ—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (রূপদক্ষ)

সাহিত্য বিভাগ—অধ্যাপক ডাক্তার কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট (প্যারিস)

[বৈশাখের বিশেষ সংখ্যা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইয়াছে]

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ, গুণীমণ্ডলীর গীত বাদ্য সম্বন্ধীয় সুচিন্তিত প্রবন্ধ, স্বরলিপি, সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে বিশুদ্ধ আলোচনা, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে মতামত ও তাল, লয়, মাত্রা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদ উপদেশ, সেতার, এস্রাজ, বেহালা, হারমোনিয়ম, মৃদঙ্গ ও তবলা প্রভৃতি সকল যন্ত্র ঘরে বসিয়া শিখিবার প্রণালী সমূহ এই সংখ্যাতে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বহু ত্রিবর্ণ ও একবর্ণ ছবিতে সুসজ্জিত হইয়া এই সংখ্যা বর্দ্ধিত কলেবরে বাহির হইয়াছে।

বিশেষ সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা—ডাক মাঃ /০ আনা—একুনে ।৵০ আনার ডাক টিকেট পাঠাইয়া আজই এক সংখ্যা গ্রহণ করুন। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৸০ আনা মাত্র।

আফিসঃ—৮ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট,

—কলিকাতা—

মূল্য ফেরৎ।

ভূতপূর্ব্ব মেডিকেল কলেজ অব হোমিওপ্যাথির প্রিন্সিপাল্ **আর. সেনগুপ্ত.** এম্‌ডি (আমেরিকা) কর্ত্তৃক দেহী-গাছগাছড়া হইতে হোমিওপ্যাথিক্ প্রণালীতে আবিষ্কৃত ও গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারীকৃত :—(১) **ফিমেইল ফ্রেণ্ড** প্রদর, বাধক, রক্তাল্প প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী-রোগের; (২) **সেইফ ডেলিভারি** বিনাকষ্টে সন্তান প্রসবের; **সূতিকা-সুহৃদ্** সূতিকারোগের (৩) **চিলড্রেন ফ্রেণ্ড** সর্ব্বপ্রকার শিশু রোগের; (৪) **এজ্‌মা এনিমা** হাঁপানির; (৬) **পাইলস্ কিওর** অর্শের; (৭) **বার্থ কণ্ট্রোলার** ইচ্ছানুযায়ী গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিবার অব্যর্থ মহৌষধ। প্রতি ঔষধ (১৫০ বড়ি) মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। কার্য্যকরী না হইলে মূল্য ফেরৎ। এজেন্টস্ :—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা বি, কে, পাল এণ্ড কোং প্রভৃতি। সেনগুপ্ত কৃত **আদর্শ-ধাত্রী-শিক্ষা** বা গর্ভিণী প্রভৃতি ও শিশু-চিকিৎসায় উল্লিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক্ মতে আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। মূল্য ১৲ মাত্র।

সোল-এজেণ্ট :—ফ্রেণ্ডস্-হোমিও-হোম

৬৪।১, মণিতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুকবি চিত্তরঞ্জন দাতব্য আয়ুর্ব্বেদ হাঁসপাতালের চিকিৎসক, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান ও ধাত্রী পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী প্রণীত

দুইখানি নূতন পুস্তক

১। বাঙ্গালীর খাদ্য

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী, এম-এ, এল-এম্-এস মহাশয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

অতি সহজ ও সরল ভাষায় বাঙ্গালীর খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণী লাল বসু সি, আই, ই, বলেন—"আপনার গ্রন্থ পাঠে লোক উপকৃত হইবে।"

মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

পারিবারিক চিকিৎসা

প্রত্যেক রোগের কারণ ও তাহার সহজ প্রাপ্য পরীক্ষিত ঔষধ দ্বারা বেশ সহজ ও সরল ভাষায় ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি বলেন—"এই পুস্তকের দ্বারা দেশের ও দশের বিশেষ উপকার হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।"

মূল্য ।৵৹ আনা মাত্র।

আরোগ্য নিকেতন,

২০ নং কলাম রোহ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ টনিক
বা
যড়তিক্ত সার

জ্বরে অব্যর্থ, এক শিশিতে দুটী রোগী আরোগ্য হয়

মূল্য ৸৹ আনা। ভিঃপিতে ১৷৹ আনা।

ঠিকানা :—টেলিগ্রাফ টনিক আফিস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

তেরপল

ও কভার, সর্ব্ববিধ ক্যাম্বিস ও মটরহুড

নূতন ধরণের ওয়াটার প্রুফ

কাপড়, দড়ি, ক্যাম্পখাট

হোল্ডল

ডেক-চেয়ার, হেমিয়ন, চট ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা,

দাম সস্তা

ফোন নং ৫৭৬ বড়বাজার

প্রস্তুতকারক :—

সুরেশ, হৃষীকেশ দত্ত এণ্ড কোং

৩৪-৩৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

অদ্ভুত দ্রব্য গুণ — পরীক্ষা করুন

প্রদরামৃত

(স্ত্রীলোকের রক্ত প্রদর ও শ্বেত প্রদরের ধন্বন্তরী)

এই ঔষধ সেবনে নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য রক্ত প্রদর ও শ্বেত প্রদর এবং তজ্জন্য শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি যে কোন বর্ণের স্রাব ও জরায়ুর বেদনা, ক্ষত বা ক্যান্সার কোষ্ঠবদ্ধ ও অম্বাদি, যে কোন প্রকার যন্ত্রণাদায়ক কঠিন উপসর্গ ৩টক তৎসমুদয় তিনদিনে আরোগ্য হইবে। ইহা স্ত্রীরোগের সম্ভ ফলপ্রদ অমোঘ মহৌষধ।

মূল্য ৬৲ টাকা, ডাকমাশুল ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কবিরাজ শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

১১১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীর একমাত্র মুখপত্র

গত বৈশাখে তৃতীয় বছরে পড়েছে

সম্পাদক—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, এম-এ।

—এর নিয়মিত লেখক-লেখিকা—

সাহিত্যগুরু কথা-শিল্পি শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী নলিনী গুপ্ত, অনিলবরণ, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্র রায়, কালিদাস রায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সুকুমার বসু, রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, নলিনী গুহ প্রমুখ :—

জাতির মর্ম্মে যে দুঃখ বেদনা ও অপমানের দাহ প্রতিনিয়ত জ্বালা সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে সান্ত্বনার অবলেপন দিবার অধিকারী দ্বারা তাহাদের আদর্শ ও কর্ম্মজীবনের পথ নির্দ্দেশের ইপ্সিত "বেণু" সুর-ঝঙ্কারে ডাক দিয়া আসে। জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিবার সামর্থ্য যাহাদের আছে সেই তরুণ ও কিশোর সম্প্রদায়ের প্রাণের বাণী ইহার প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠে,—আর কিশোরীর ও তরুণীর স্বাতন্ত্র্যবোধের আহ্বান, তাহাদের যৌবনের দায়ী পথের নিশানা, অনুকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝে চলিবার পদ্ধতি ইহার সুর-সম্ভারে বিরাজ করে।

আজ ভাই বাংলার প্রত্যেক কিশোর-কিশোরী ও যুব-সম্প্রদায় "বেণু"র মর্ম্মকথা বুঝিতে চেষ্টা করুন,—আমরা তাঁহাদিগকে ইহার সুরের সঙ্গে পরিচিত হইতে আহ্বান করিতেছি। বার্ষিক মূল্য ২৲, ষাণ্মাসিক ১৷৶০, নমুনা সংখ্যা ৶১০, বহির্ভারতে ৪৲ টাকা।

বেণু কার্য্যালয়

৯৩-১ এফ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

আসাম বেঙ্গল পেপার ষ্টোর

WHOLSALE DEALERS IN PAPERS, STATIONERY GOODS, PRINTING MATERIALS.

কাগজ বিক্রেতা

Assam Bengal Paper Store

৩৬ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

EXERCISE BOOKS, ACCOUNT BOOK AND GENERAL ORDER SUPPLIEERS.

আমাদের দোকানে নানা রকমের দেশী বিলাতী কাগজ, একাউন্ট বুক, একসার সাইজ বুক, প্রুফটিন্যাল খাতা, পেন্সিল, পেনহোল্ডার এবং নানা প্রকারের লিখিবার ও ছাপিবার কালি ইত্যাদি যাবতীয় ষ্টেশনারী জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

বিলাত ভ্রমণ

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।

গ্রন্থকার তাঁহার বিলাতে যাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত পূর্ণ একটি বৎসর কাল ইয়োরোপের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সহর, পল্লী ভ্রমণ করিয়া নিজ চক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহার মধ্যে আবশ্যক ও চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষা সরল, উপন্যাসের মত সরস-মধুর।

আচার্য্য রায় বলিয়াছেন—"বেশ একটা খাঁটি রকমের ভ্রমণ। বইখানায় বিলাতের সাধারণ রীতিনীতির কথা লেখা হয়েছে। বিশেষতঃ তার মধ্যে আমাদের দেশের সম্মুখে ধরবার বিষয়গুলি বেশী করে ফুটে উঠেছে। খুবই কাজের কথায় পূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক। বইখানা দেখে সুখী হয়েছি। দেশের হাওয়া ফিরেছে, এরকম বইএর আদর হবে।"

গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিষয়ের পঞ্চাশখানি হাফটোন ছবি গ্রন্থের গুরুত্ব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। তিন শত পৃষ্ঠার উপর, উৎকৃষ্ট বক্রিম পাউণ্ড আইভরি ফিনিস কাগজে ঝরঝরে ছাপা, কাপড়ে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা; উপহার দিবার পক্ষে একখানি উচ্চাঙ্গের পুস্তক। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র, ভিপিতে ২৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—মাতৃমন্দির কার্য্যালয়

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

আভা
ক্যাষ্টর অয়েল

যে কত সুন্দর তা' জানতে হ'লে নিজে মাত্র এক শিশি মাখলেই বুঝতে পারেন; তখন দেখবেন যে তেলটা যদিও গাঁটি কিন্তু মোটেই চট্‌চটে নয়—আর এটাই হচ্ছে আভার একটা নিজস্ব বিশেষত্ব—যেটা অন্য কিছুতেই পাবেন না। আভার গুণের বিষয় আমরা কিছু বলতে চাইনা শুধু আপনি নিচের কটা লাইন পড়ুন, তা' হলেই যথেষ্ট হবে। এটা কলিকাতা মেডিকেল কলেজের স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত সিনিয়র ছাত্র ও ডাক্তার শ্রীবিপিন বিহারী রায় (এম্, বি,) মহাশয় আভার গুণে সন্তুষ্ট হয়ে লিখেছেন।

"Certified that AVA CASTOR OIL of Messrs. Torun Chemical Works of Calcutta is one of the **best non-sticky pure Castor Oils** in the market. It is **medicated** and **delicately scented,** and **free from any injurious ingredients.** It **Stimulates** the growth of **hair** and can be used by all with impunity.

24.4.29. Bipin Behari Roy, M.B.

৪ আউন্স—দাম মাত্র ১৲ টাকা। কলিকাতায় সর্ব্বত্র পাইবেন; না হলে নিচের ঠিকানায় দেখুন:—

এজেণ্ট:—রজনী ফার্ম্মেসী

৪১, হ্যারিসন রোড, (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, জংসন) কলিকাতা।

তরুণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

পোষ্ট বক্স—২১২, কলিকাতা।

কথাসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্রিকা

কালি-কলম

ভাবে ও সুরে—গল্পে ও কবিতায়—প্রবন্ধে ও উপন্যাসে অনুপম

সডাক বার্ষিক ৩৷৹ প্রতি সংখ্যা (নগদ) ।৹

—ভালো ভালো উপন্যাস—

—হেমচন্দ্র বসুর—
মুখোস ১৷৷৹

—প্রেমেন্দ্র মিত্রের—
পাঁক
১৸৹

—শৈলেশকুমার দে—
মাটির নেশা ১৷৹
ভুঁই-চাঁপা ১৷৹

তরুণ-লেখক শিরোমণি
—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের—
জোয়ার-ভাঁটা ২৷৹
অতসী ১৸৹ হাসি ১৷৹ ষোল-আনা ১৸৹
নিহারিকা ওরাচ্ কোম্পানি ১৷৹
মাটির ঘর ২৲ লক্ষ্মী ৸৹ বাংলার মেয়ে ২৲
মহাযুদ্ধের ইতিহাস ২৷৷৹

—হেমেন্দ্রলাল রায়ের—
ঝড়ের দোলা ১৸৹

—নিরুপমা দেবীর—
দেবব্রত
৩৲

—যতীন্দ্রমোহন সিংহের—
উড়িষ্যার চিত্র ২৲

—জগদীশ গুপ্তের—
বিনোদিনী ১৲

মায়ার কথাশিল্পি
—মণীন্দ্রলাল বসুর—
রক্তকমল ১৷৷/৹
সোনার হরিণ ১৷৷/৹
মায়াপুরী ১৷৹

—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্য সেনগুপ্তের—
বাঁকা-লেখা ২৲

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের
অমর উপন্যাস
ভারতের মহত্তম
আনন্দমঠ ২৲
(সচিত্র ১১শ রাজ-সংস্করণ)
—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের—
চিত্রবহা
(বহুদ আলোচিত ও সর্ব্বত্র প্রশংসিত)
৪১৬ পৃষ্ঠা—দাম ২৸৹

—নীরা দেবীর—
ধ্রুবা ২৲
রূপহীনার রূপ ২৲
—অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—
জমা-খরচ ১৷৷৹
স্ত্রী ১৷৹

পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
বসুমতী এজেন্সী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

[illegible] ও সম্ভ্রান্ত সমাজের পৃষ্ঠপোষিত, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইসচেয়ারম্যান ও

ডেপুটি মেয়র [illegible] প্রতিষ্ঠিত—

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

সরেস খুরজা ঘৃতের খাবার তৈরী করা হয়। বসিয়া খাইবার এমন স্থান, আসন, আদর, যত্ন কলিকাতায় বিরল; অর্ডার অতি যত্নে সরবরাহ করা হয়। ন্যায্য মূল্য, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—শ্রীমাণি মার্কেট; সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম্-এ সম্পাদিত

দী পি কা

সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিক-পত্রিকা

বৈশাখ হইতে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বঙ্গের প্রধিতযশা সাহিত্যিকবৃন্দ 'দীপিকা'য় নিয়মিতভাবে লিখিতেছেন। প্রচুর গল্প ও কবিতা এবং সুন্দর কাহিনী ইত্যাদিতে 'দীপিকা'র পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা মাত্র—নমুনার দাম সাড়ে চারি আনা। পুস্তক ও উত্তরবঙ্গের গৃহে গৃহে পণ্যদ্রব্যের বিবরণ পৌঁছাইতে হইলে 'দীপিকা'য় বিজ্ঞাপন দিন্। চিঠিপত্র নিম্নঠিকানায় লিখুন—

কর্ম্মকর্ত্তা—শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

ইন্দ্রাণী বটিকা

যত দিনের পুরাতন এবং যে কোন প্রকার মেহ, প্রমেহ, হউক না কেন, ২১ দিনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। স্ত্রীরোগেও ইন্দ্রাণী বটিকা বিশেষ উপকারী।—বাধক, প্রদর, শ্বেত নিষ্ক্রমণ, বন্ধ্যা রোগ প্রভৃতি ও উপদংশ ও কোষ্ঠ দোষে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ৪২ বটিকা পূর্ণ এক কৌটা ২১ দিনের উপযোগী মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কল্যাণী পাউডার

কল্যাণী পাউডার—যত, অজীর্ণ বা ডিসপেপসিয়া রোগের এক মাত্র প্রতিষেধক। এক মাত্রা সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই উপকার বুঝিবেন। যত দিনেরই পুরাতন ডিসপেপসিয়া হউক না কেন এক মাস নিয়মিত সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেন। মূল্য ছোট শিশি ৵১০ পয়সা, মাঝারি শিশি ৸০ আনা, বড় শিশি ৵০ আনা।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়

পোঃ—নাটোরী, জেলা নদীয়া।

এজেন্ট—এম্. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ বনফিল্ড লেন।

দি গ্রাণ্ড ষ্টোরস্, ৩৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মহিলা-কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের নিম্নলিখিত

গ্রন্থ সকল

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে এবং ৪২এ, হাজরা রোড, বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত এম, রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। আলো ও ছায়া ১৸০, ২। মাল্য ও নির্ম্মাল্য ১৸০,

৩। পৌরাণিকী ১৲, ৪। অশোক সঙ্গীত ৷৷০

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাঙ্গালা ভাষায় কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্র।
এবার নূতন বেশে নূতন ভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা নূতন তথ্যে পূর্ণ হইয়া বৃহদাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

সম্পাদক—শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।

ব্যবসা ও বাণিজ্যে কি কি থাকে?

১। দেশ বিদেশের কৃষি শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ এবং সংবাদ। ২। প্রতি মাসে কৃষির মাসিক তালিকা অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে কি কি কৃষি আরম্ভ করিতে হইবে তাহার সারগর্ভ লিপি। ৩। দেশ বিদেশের কাজ কারবার সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রয়োজনীয় সংবাদ ও প্রবন্ধ। ৪। যাঁহারা কাজ-কারবার করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের সচিত্র জীবনী। ৫। যাহাদিগে কিরূপ ভেজাল চলিতেছে তাহার গুহ্য জ্ঞাপন। ৬। নানারূপ জাল জুয়াচুরীর গুহ্য উদ্ঘাটন। ৭। পত্রাবলী—গ্রাহকগণ যে সকল প্রশ্ন এবং সংবাদাদি জানিতে চাহিবেন তাহার সদুত্তর দান। ৮। সোণা, রূপা, তুলিসাল, দেশী দফতর ইত্যাদি বাজারের সমুদয় সরেস বাজার দর। ৯। কোম্পানীর কাগজ ও নানা বর্ণ সেয়ারের বাজার দর। ১০। ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী—অর্থাৎ কলিকাতা এবং অন্যান্য দেশের কোথায় কোন জিনিস বেচা অথবা কেনা যায় তাহার বিশেষ বিবরণ এবং ক্রেতা বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা। ১১। জাপান, জার্ম্মানী, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে দুই চারি শত টাকা মূলধনে যে সকল ছোট ছোট কল লইয়া (Labour saving machineries) লোকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় তাহার সচিত্র বিবরণ। ১২। বিভিন্ন ব্যবসায়ের বিবরণ যথা—ব্যাঙ্কি, জীবনবীমা, অগ্নিবীমা, সমুদ্র বীমা, আড়তদারী, অডিটিং বা হিসাব পরীক্ষা, চা, চিনি, পাট, ফটকা ইত্যাদির বিবরণ। ১৩। নানারূপ দালালী। ১৪। ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত গল্প। ১৫। সচিত্র সামাজিক নক্সা প্রভৃতি। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যে কেহ সংবাদ বা প্রবন্ধ পাঠাইবেন তাহা প্রকাশযোগ্য হইলে সাদরে গৃহীত হয়। ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাজে প্রবন্ধ নাই। প্রত্যেক প্রবন্ধেই কাজের কথা আলোচিত হয়। একবার সামান্য ৫৵০ টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক হইয়া দেখুন; এত নূতন নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান পাইবেন যে তাহার একটীর দ্বারাই বহু সহস্র টাকা। ব্যবসা ও বাণিজ্যের আকার প্রবাসী ও ভারতবর্ষের ন্যায় এবং প্রতিমাসে ইহাতে অন্যূন একশত পৃষ্ঠায় প্রবন্ধাদি থাকে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৫৵০, নমুনার মূল্য ৷৷০ আনা, ভিঃ পিঃতে বার্ষিক মূল্য ৫৷৷০ এবং নমুনার মূল্য ৸০ আনা লাগে।

ফোন—
৮৩৮—৩৩৫৫

ম্যানেজার—ব্যবসা ও বাণিজ্য,
৯৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

আয়ুর্ব্বেদ, আর্য্য-চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। অগ্রহায়ণে তৃতীয় বর্ষে পড়িয়াছে। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক, আয়ুর্ব্বেদের সেই প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ কবিরত্ন ইহার সম্পাদক। দেশের প্রথিতযশা কবিরাজ ও ডাক্তারগণ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। বার্ষিক মূল্য ৩৷৷০, নমুনা সংখ্যা ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
ম্যানেজার, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ৯নং পঞ্চানন লেন, কলিকাতা।

গল্প উপন্যাসের কল্পতরু, বিখ্যাত লেখকবৃন্দের জ্ঞানগর্ভ রচনা অলঙ্কৃতা

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ফাল্গুনে ২৬শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে!

(১) বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ ধার্য্য করা হইয়াছে।

(২) এই বর্ষে তিনখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে, তা ছাড়া গল্প প্রবন্ধ ত আছেই।

(৩) নূতন লেখককে উৎসাহ দিয়া নূতন লেখক তৈয়ারী করা অর্চ্চনার ২৫ বৎসরের সাধনা।

(৪) আজই গ্রাহক হউন। এ বর্ষে বিক্রয়াধিক্যে বেশী গ্রাহক লইতে পারিব না।

(৫) নমুনার মূল্য ৵১০ ডাক টিকিট।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—কর্ম্মকর্ত্তা, অর্চ্চনা

পোঃ অর্চ্চনা, কলিকাতা।

কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

'কৃষক' ☙ মাসিক পত্রিকা ☙ 'কৃষক'

গত ২৭ বৎসর হইতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বাগানের কার্য্য, চাষের কার্য্য ইত্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে কৃষকের গ্রাহক হওয়া একান্ত আবশ্যক। বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ৩৷০ আনা মাত্র

কৃষক কার্য্যালয়—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—তাজা বীজ — আসল গাছ — কৃষি পুস্তক—

বাগানের সর্ব্ববিধ গাছ, চারা ইত্যাদি এবং সব্জী চাষের জন্য সর্ব্বপ্রকার বীজ সুবিধা দরে পাইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন: পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়। আমরা আজ ৩০ বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বীজ সরবরাহ করিয়া আসিতেছি।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"নব আনন্দে জাগা আজি নব বলি-কিশলয়!"

"স্বাস্থ্য-সমাচার" "Health & Happiness." "স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা"র ভূতপূর্ব্ব সহঃ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্র **জীবনের আলো** ও সমালোচনী

অপরূপ সাজে সজ্জিত, অভিনব পরিকল্পনায়, অপূর্ব্ব বর্ণসুষমায় শোভিত হইয়া, নব জ্ঞান, নব সত্তা, নব আনন্দের বার্ত্তা লইয়া বৈশাখ হইতে উন্মেষিত হইতেছে।

স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, দাম্পত্য জীবন, শক্তি চর্চ্চা, বীরগণের জীবনী ও আত্ম-চরিত, শিশু-কল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল, পল্লী-উন্নতি, স্ত্রী-শিক্ষা, অন্ন সুবন্ধনে যাবতীয়, উচ্চ শিল্প, কৃষি, গো-পালন, ধনিক ও শ্রমিক সমস্যা, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত সর্ব্বপ্রকারের সহজ চিকিৎসা, পৃথিবীর সকলদেশের সমকালীন্ রাজনীতি, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও নানা শাখার তাত্ত্বিকী সাহিত্যের আলোচনা ইহাতে প্রধানতঃ স্থান পাইয়া থাকে। তা' ছাড়া প্রতি মাসে একটি কবিতা ছোট গল্প ও দুই একটী মনোজ্ঞ কবিতা থাকে। প্রতি মাসে অন্ততঃ ৪ খানি ছবি থাকে।

কাপ্তেন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বাগচী, কাপ্তেন শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, প্রফেসর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ শ্রীযুক্ত যদুনাথ গাঙ্গুলি, রায় ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার দাস প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ লেখকগণ ইহাতে লিখিতেছেন।

প্রতি মাসে ৬৪ পৃষ্ঠা করিয়া পাঠ্য বিষয় থাকে। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৵০ মাত্র; মফঃস্বলের লাইব্রেরী সমূহ মাত্র ২৲ টাকায় পাইবেন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইতেছে, শীঘ্র গ্রাহক হউন।

"জীবনের আলো" কর্ম্ম-কুটির ২৮নং বহিতলা রোড্ (নারিকেলডাঙ্গা), কলিকাতা।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত পুস্তক

পতিব্রতা—(তৃতীয়াঙ্ক নাটক), সতীর গৌরব-চিত্র—নাট্যকলার চূড়ান্ত পরিচয় লইয়া ফুটিয়াছে। সতী ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী। সুন্দর বাঁধাই; মূল্য ১৲ টাকা।

নারীমঙ্গল—নবধর্ম্মে দীক্ষিত নারী পুরুষ কি ভাবে আদর্শ সমাজ গঠন করিতে পারে, তাহারই পরিচয় লেখক সাধ্যমত স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। মূল্য ৷৵০ আনা।

চণ্ডীদাস—(পঞ্চাঙ্ক নাটক), বাংলার প্রেমের কবি, সিদ্ধ সাধক চণ্ডীদাসের জীবন সাধনের অপূর্ব্ব রহস্য বিশ্লেষণ। মূল্য ১৷০ টাকা।

উদ্বোধন—স্ত্রী-চরিত্র বিহীন পঞ্চাঙ্ক নাটক। মূল্য ১৲ টাকা।

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—প্রায় পঞ্চাশখানি চিত্রে সুশোভিত। মূল্য ১৷০ টাকা মাত্র।

অগ্রিম গ্রন্থ তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস

২৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক
গার্হস্থ্য ঔষধাবলী
পকেট সংস্করণ
মাত্র ৭টী ঔষধ
মূল্য

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায়।

বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন।

ইলেক্ট্রো আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

৬নং নং ২১, মাষ্টার প্লেস, কলিকাতা।

মিস্ মেয়োর "মাদার ইণ্ডিয়া" পড়িতে ইচ্ছা হয় না কি?

"মাদার ইণ্ডিয়া"র সুদক্ষ বাংলা সমালোচনা আপনাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবে।

বিদেশীর হস্তে ভারতের মাতৃজাতি কি ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন

একবার পড়িয়া দেখুন।

মূল্য ৵০ আনা। ৵১০ র ডাকটিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়াই পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান—

মাতৃমন্দির কার্য্যালয়।

১০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবাসিত তিল তৈল রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

রুমালের জন্য
মন্দার
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

বাণী

সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণমোহন ভক্তবর্ত্তী।

কার্য্যালয়—১৪ নং পামারবাজার রোড্, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

বাংলার আধুনিক সাহিত্যের ভাবধারার পরিচয় পাইতে হইলে আজই গ্রাহক হউন।

ঔপন্যাসিক-সম্রাট শরৎচন্দ্রের জীবনের অপরূপ ঘটনাবলী বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

বাণীর নবীন পূজারীগণকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৸০ (এক টাকা বার আনা মাত্র)

ECONOMIC JEWELLERY WORKS

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্,

200, Cornwallis St. ২০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ঃ সুলভে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারের খ্যাতনাম্না কারখানা ঃ—

Awarded Certificate of Honour with Medal by the British Empire Exhibition, London, 1924 & 25

বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিবার পর হইতে আমাদের কারখানার অলঙ্কার অধিকতর উন্নতরূপে প্রস্তুত হইতেছে।

একজিবিশন শাঁখা এনগ্রেভ—গিনি সোনার পুরু পাতে ইয়োলো রোল্ডের শাঁখার উপর মোড়া। নূতন মেশিনে, নূতন ধরনে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সোনায় প্রস্তুত। বহু বৎসর ব্যবহার চলিবে। দু হাতে দু গাছা মাত্র ব্যবহৃত হয়। এই একজিবিশন শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার। শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে।

প্রমাণ প্রতি জোড়া—২০৲ (১০ গিনি সোনা ১০৲, শাঁখা ৪৲, মজুরী ৬৲)
বালিকা সাইজ—১৬৸০ (৮/০ গিনি সোনা ৮৸০, শাঁখা ৩৲, মজুরী ৫৲)
শিশু সাইজ—১৪৲ (৮/০ গিনি সোনা ৭৸০, শাঁখা ২৷৷০, মজুরী ৪৲)।

একজিবিশন চুড়ী এনগ্রেভ—গিনি সোনার পুরু পাতে ইয়োলো রোল্ডের উপর মোড়া। দু হাতে দু গাছা অথবা দু'খানার সেট ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার চুড়ীর মত কাজ দিবে।

প্রমাণ প্রতি জোড়া—১২৷৷০ (৬০ গিনি সোনা ৭৷৷০, ষ্টেম ৩৲, মজুরী ৩৲
বালিকা সাইজ—১৩৸০ (৬/০ গিনি সোনা ৬৷৷০, ষ্টেম ২৷৷০, মজুরী ৫৲)
শিশু সাইজ—১১৲০ (৬/০ গিনি সোনা ৬৲, ষ্টেম ২৷৷০ মজুরী ৩৲)
প্রমাণ—তিন জোড়া মিলে ১২ গাছা এক সেট চুড়ী ৪৩৷৷০ টাকা।

একজিবিশন শাঁখা প্লেন—গিনি সোনার পাতে ইয়োলো রোল্ডের শাঁখার উপর মোড়া। প্রমাণ জোড়া—১০৷৷০, বালিকা সাইজ—৮৷৷৵০, শিশু সাইজ—৭৷৷০

একজিবিশন শাঁখা—প্লেন, সরু—ঠিক ঐ মত গুণবিশিষ্ট। প্রমাণ—৮৷৵০, বালিকা সাইজ—৭৷৷০, শিশু সাইজ—৬৷৷৵০।

বীণাপাণি শাঁখা—৩য় হস্তী-দন্তের উপর গিনি সোনার মোড়া; সমগ্র শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত।

প্রমাণ প্রতি জোড়া—১০৲, বালিকা সাইজ—৯৲, শিশু সাইজ—৮৲।

বীণাপাণি শাঁখা—সরু, ৩য় হস্তী-দন্তের শাঁখার উপর গিনি সোনার মোড়া। প্রমাণ প্রতি জোড়া—৯৲, বালিকা সাইজ—৮৲, শিশু সাইজ—৭৲।

হস্তীদন্তের বালা—গিনি সোনার পাতে মোড়া এনগ্রেভ পদ্ম-পেঁচ বালা—

প্রমাণ—১০৲, বালিকা—১৩৲।

তার-পেঁচ বালা—

প্রমাণ—১৩৲, বালিকা—১৭৲।

কল্যাণী চিরুণী

মহিষ-শৃঙ্গের ফ্রেমের উপর গিনি সোনার পালিশ পাতে মোড়া, চমৎকার এনগ্রেভ করা।

১১ গাড়া—১৩৲ টাকা
১০ গাড়া—১১৲০ টাকা
৯ গাড়া—৯৷৷০ টাকা

সেপ্‌টিপিন্—সোনার উপর চুণী ও মুক্তা সেট করা।

২ ইঞ্চি—১৬৲
১৸০ ইঞ্চি—১৪৲
১৷৷০ ইঞ্চি—১২৲

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনার মোড়া।
প্রমাণ—৮৸০, বালিকা সাইজ—৭৸০, শিশু সাইজ—৬৲।

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—সরু, বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনার মোড়া।
প্রমাণ—৭৸৵০, বালিকা সাইজ—৬৲, শিশু সাইজ—৫৸০

সমস্ত অলঙ্কারই গিনিসোনায় প্রস্তুত এবং প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে ফেরৎ লওয়া বা বদল করিবার গ্যারান্টি দেওয়া হয়। শাঁখার ভিতরের মাপ চাই। বয়স্কাদের জন্য প্রমাণ মাপের শাঁখা লইলেই ঠিক হইবে। বালিকাদের জন্য বয়সের উল্লেখ করিবেন। পত্র লিখিলেই ভিঃ পিতে মাল পাঠান হয়।

অলঙ্কারের নূতন মূল্যতালিকা চাহিলেই পাঠান হয়

স্বত্বাধিকারী শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী (মাতৃমন্দির-সম্পাদক)

জাতীয় মঙ্গলকামীদিগের কয়েকখানি পুস্তক

পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বয়ং পাঠ করুন এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে পাঠে উৎসাহ দিন।

১। সংগমসাধনা বা বীর্য্যক্ষয়ের প্রতীকার ৷৹ আনা।
২। সরল ব্রহ্মচর্য্য—৶০ আনা।
৩। বিধবার জীবন যজ্ঞ—৷৶০ আনা।
৪। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য—১৲ টাকা।
৫। আপনার জন—৷৶০ আনা।
৬। কর্ম্মের পথে—/১০ পয়সা।
৭। পথের সাথী—/১০ পয়সা।
৮। পথের প্রদীপ—/১০ পয়সা।
৯। পথের সন্ধান—/১০ পয়সা।
১০। পথের সঞ্চয়—/১০ পয়সা।
১১। প্রবুদ্ধ যৌবন—/১০ পয়সা।
১২। সাধকের বাণী—/১০ পয়সা।
১৩। ব্রহ্মচারীর দিনলিপি—।০ আনা।
১৪। স্বামীজির পত্র—৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—**গুরুকুল সমিতি।** ৩৮ নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছোট বালকের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে; ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং

গিরগাঁও, বোম্বাই।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

মাতৃমন্দিরের নিয়মাবলী

গ্রাহক-গ্রাহিকা—

বৈশাখে বর্ষ আরম্ভ হইয়া মাতৃমন্দির প্রতি বাংলা মাসের প্রথম দিনে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। যে কোন মাস হইতে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। মাতৃমন্দিরের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ডাকমাশুল সহ তিন টাকা। ভিঃপিঃতে ৩৷৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যা চারি আনা। দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুরাতন সংখ্যা নমুনা পাঠান হয়। গ্রাহকগণ চিঠিপত্র লিখিতে নিম্ন নম্বর উল্লেখ করিবেন এবং পত্রের উত্তরের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকেট পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানান আবশ্যক।

লেখক-লেখিকা—

এই পত্রিকায় মহিলাদিগের কল্যাণকর নানা বিষয় প্রকাশার্থে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আহ্বান করা হইতেছে। প্রবন্ধ ও সংবাদাদি খুব ছোট ও সরল ভাষায় হওয়া আবশ্যক। মহিলাদিগের মধ্যে কেহ কোথায়ও শিক্ষা, অর্থকরী শিল্প প্রভৃতির উন্নতি দেখাইলে সে সম্বন্ধীয় সংবাদ আমরা মাতৃমন্দিরে পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। নারীর অভাব অভিযোগ সম্বন্ধীয় সংবাদ পাঠাইলে সাদরে প্রকাশিত হইবে। নূতন লেখিকাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করা হয়। প্রবন্ধ পরিষ্কার এবং ফাঁক ফাঁক করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। প্রত্যেক বিষয়ে লেখক-লেখিকার পূর্ণ নাম-ধাম থাকা আবশ্যক। প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি

মাতৃমন্দির বাংলার অধিকাংশ ধনী ও শিক্ষিত গৃহস্থের অন্তঃপুর মহলে সমাদরে পঠিত ও সযত্নে রক্ষিত হয়। এই সকল অন্তঃপুর মহলের পরামর্শ মতেই কর্ত্তারা গৃহস্থালীর আবশ্যক জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া থাকেন—তাই মাতৃমন্দিরের বিজ্ঞাপনে ব্যবসায়ীগণ লাভবান হইতেছেন।

বিজ্ঞাপনের মাসিক হার—

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	১৮৲	কভার ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা	২৮৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০৲	কভার ৪র্থ পৃষ্ঠা	৪০৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৬৲	বিজ্ঞাপনের মুখপাত	২২৲
সূচীর অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲	লেখার মুখপাত	২২৲
সূচীর সিকি পৃষ্ঠা	৮৲	লেখার শেষ	২২৲

স্থায়ী বিজ্ঞাপনদাতাগণ পত্র লিখিয়া ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক বন্দোবস্ত করুন। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে সিকি টাকা কমিশন পাইবেন। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলে বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

মাতৃমন্দিরের গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষার্থে বিজ্ঞাপন গ্রহণ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—মাতৃমন্দির; ২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী।

শ্রাবণে (কবিতা)
শ্রীমতী চন্দ্রিকুধা চার ১৪৭

দার্জ্জিলিং ও কলিম্পং
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ১৪৬

গ্রন্থালোচনা ... ১৫১

কলিকায় শিশু ও মাতৃমঙ্গল
শ্রীশশিচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ ১৫৩

মাষ্টার (গল্প)
শ্রীমতী সরোজপ্রভা দেবী ১৫৪

বঙ্কিমচন্দ্র (কবিতা)
শ্রীনরেন্দ্র দেব ... ১৫৮

আকাঙ্খা
শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী ১৫৯

অতৃপ্তি (কবিতা)
শ্রীমতী চারুলতা দেবী ১৬০

বরাভয় (চিত্র)
শ্রীরামগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৬১

কুড়িয়ে পাওয়া মণি (কবিতা)
শ্রীমতী মাহ্‌মুদা খাতুন ১৬৫

শিশু শিক্ষা
শ্রীঅবিনাশকুমার দাস ১৬৩

মাসিক আট আনা খরচে ঘরে বসিয়া
সঙ্গীতের আনন্দ উপভোগ করুন!

আমাদের "সেনোলা রেডিও সেট"

কেবল মাত্র আপনার ইলেক্ট্রিক প্লাগে লাগিয়ে দিলেই গায়ক-গায়িকার নিজ কণ্ঠস্বর বা দেশ-বিদেশের সংবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য, মনোমত গল্প, বক্তৃতা সবই শুনতে পাবেন।

দাম মাত্র ১২৫৲ টাকা হইতে ২৫০৲ টাকা।

ক্রিষ্টাল সেট (হেডফোন সহ) ১৪॥০ টাকা হইতে ৩২৲ টাকা।

বিস্তৃত তালিকার জন্য পত্র লিখুন বা শুভাগমন করুন।

গ্রামোফোন ও রাডিও-যন্ত্র বিভাগ
১৮সি, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন নং—"কলিঃ ৪৩১৫"

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স
(রেডিও বিভাগ)
২১ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।
(লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়)

টেলিফোন—
কলিকাতা
৩৩৪৫

সূচী।

লণ্ড (কবিতা)
কুমারী কল্পনা দেবী ১৬৮

স্বাস্থ্যবতী মহিলা প্রসঙ্গ
শ্রীবিমলভূষণ ঘোষ চৌধুরী ১৬৯

ভারতের সমস্যা (অভিভাষণ)
শ্রীমতী প্রভাবতী দাশগুপ্তা, এম-এ, পি-এইচ-ডি ১৭৩

রন্ধন ১৭৯

ব্যায়ামের আবশ্যকতা
অধ্যাপক রমেশ শর্মা ১৮২

রন্ধন বিদ্যা
কুমারী রেণুকণা বসু, অমিতা মুখার্জ্জী ... ১৮৩

শাসন
শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ভড় ১৮৪

বর্ষায় (কবিতা)
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম-এ ১৮৫

গার্হস্থ্য ধাতুবিজ্ঞান
শ্রীমতী সুশীলা নন্দী ১৮৬

নানা কথা ১৮৯

৫০ বৎসরের সুফল দায়ক

১। **শিশুসখা বটিকা**—ইহা শিশুদিগের যাবতীয় অসুখ দূর করিতে সমর্থ। কখনই নিষ্ফল হয় না। প্রতি কৌটায় ৩০০ বটীকা থাকে।

২। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহা স্ত্রীলোকের যাবতীয় ব্যাধি নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। সুস্থাবস্থায় সেবনে শরীর নীরোগ থাকে। প্রতি কৌটায়—১৬ বটীকা থাকে।

৩। **মণিতৈল**—ইহার মত উপকারী ও সুগন্ধিযুক্ত তৈল বাজারে নাই, একথা স্পর্দ্ধার সহিতই বলিতেছি।

প্রত্যেকের মূল্য টাকা করিয়া।

আশুতোষ নিরাময় ফার্ম্মাসী
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

এস, কেমিসের জগদ্বিখ্যাত, বহু প্রশংসিত

রয়েল ফোল্ডিং অর্গ্যান

ইহার সৌন্দর্য্য, গঠন দর্শনে ও গুরুগম্ভীর হৃদয়স্পর্শী প্রাণ মাতানো মধুর সুর শ্রবণে সন্তপ্ত হৃদয়েও আনন্দ আনয়ন করে;—তাই ইহা সঙ্গীতপ্রিয় পুরুষ ও মহিলাগণ বহুকাল হইতে আনন্দের সহিত আদরে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। দুই সেট রীড, চার অক্টেভ ১৩৫৲ হইতে ১৪০৲ টাকা। ইহা ছাড়া নানা রকম বাদ্য যন্ত্র আমাদের নিকট পাওয়া যায়। বিনামূল্যে সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য অদ্যই পত্র লিখুন

কলিকাতা হারমোনিয়াম হল
এস, কেসিন এণ্ড কোং
৪২।৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ স্বর্ণ-সিন্দূর

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগ-নাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশ্মীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি দ্বাদশটী উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কাস, কাসি, সর্দ্দি, হাঁপা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহাতে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা আনন্দময়কে রসায়ন।

স্বপ্নবিলাস

স্বপ্নদোষ, শুক্রমেহ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা রোগের মহৌষধ। স্বপ্নদোষের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য ১৲

দারভাঙ্গার

প্রসিদ্ধ আম্র ও নানাপ্রকার

ফলের কলম

লেংড়া, বোম্বাই (বড়) প্রতি শত ১৭৲ টাকা, ৫০টি ৯৲ টাকা। প্যাকিং মাশুল স্বতন্ত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়। কলমের ক্যাটলগ ফ্রি।

ম্যানেজার

হারটিকালচারাল ওয়ার্কস্

৪৪ নং দারভাঙ্গা (বিহার)।

SHWAL REPAIRING HOUSE

আমাদের কারখানায় সকল রকম শাল, জামীয়ার, বেনারসী সাড়ী, গরম কোট-প্যাণ্ট, তসর, গরদ, টাঙ্গাইল ও শান্তিপুরে ধুতি-সাড়ী প্রভৃতি স্থলভে অল্প সময়ের মধ্যে রিপু, ধোলাই ও রং হইয়া থাকে। পুরাতন জিনিষ আমরা নূতনের মত করিয়া দিই। নূতন পরিচয়ের কিছুই নাই, সুবিদিত নামই একমাত্র পরিচয়।

অন্ততঃ একবারের জন্য পরীক্ষা করিতে সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিতেছি।

এফ, এম, এণ্ড সন্স

৬৪।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে)

বিশুদ্ধ গণনা কার্য্যালয়

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সংশোধক, বেদাঙ্গ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক

পণ্ডিত—শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ

বিশুদ্ধভাবে হিন্দী, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় কোষ্ঠী ঠিকুজী প্রস্তুত ও বিচার, মোটক বিচার, হস্তরেখা দৃষ্ট ফলাফল নির্ণয় করিয়া দিতেছেন। মাতৃমঙ্গল কবচ, বংশরক্ষা কবচ, নবগ্রহ কবচ, শ্রীকবচ, শনি কবচ প্রভৃতি পুরশ্চরণ করিয়া দেন।

প্রতিজ্ঞা রোগে মাতৃমঙ্গল কবচ, মৃতবৎসা দোষে বংশরক্ষা কবচ অব্যর্থ।

প্রাপ্তিস্থান—অধ্যাপক ভবন

৯৭।৩ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

গাঙ্গিক-একাকার-সঙ্ঘের

ডাক্তার এ, টি, দত্তের পেটেণ্ট পথ্য ও গ্রন্থ

পেটেণ্ট বার্লি— মূল্য ।০ আট আনা।
পেটেণ্ট সাগু— মূল্য ।৵০ ছয় আনা।
পেটেণ্ট হুইট ফুড— মূল্য ৵০ চয় আনা।
মল্টেড ফুড— মূল্য ।০ আট আনা।
মল্টেড মিল্ক— মূল্য ১৲ এক টাকা।

গাঙ্গিক একবার (একাকার মানবজাতি গঠন মূলক গ্রন্থ) মূল্য ।০ আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—**জি, সি, পাল এণ্ড কোং,**

১১৫ নং বো বাজার ষ্ট্রিট, বড়বাজার, এবং ২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট, মুরগিহাটা, কলিকাতা।

জীবনী চাই

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস (২য় খণ্ড) ও Family history of Indiaর প্রথম খণ্ডে প্রকাশার্থ

প্রত্যেকের পারিবারিক ইতিহাস, জীবনী ও ফটো চাই।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

নেবং ছাঃ জগবন্ধু লেন, বৌবাজার, কলিকাতা।

"মাতৃমঙ্গল" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের পৃষ্ঠপোষিত, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইসচেয়ারম্যান ও
ডেপুটি চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক প্রশংসিত—

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

সরেস খুরজা ঘৃতের খাবার তৈরী করা হয়। বসিয়া খাইবার এমন স্থান, আসন, আদর, যত্ন কলিকাতায় বিরল ; অর্ডার অতি যত্নে সরবরাহ করা হয়। ন্যায্য মূল্য, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—শ্রীমাণি মার্কেট ; সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম্-এ সম্পাদিত

দীপিকা

সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিক-পত্রিকা

বৈশাখ হইতে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বঙ্গের প্রথিতযশা সাহিত্যিকবৃন্দ 'দীপিকা'য় নিয়মিতভাবে লিখিতেছেন। প্রচুর গল্প ও কবিতা এবং ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদিতে 'দীপিকা'র পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা মাত্র—নমুনার দাম সাড়ে চারি আনা। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের গৃহে গৃহে পণ্যদ্রব্যের বিবরণ পৌঁছাইতে হইলে দীপিকা'য় বিজ্ঞাপন দিন্। চিঠিপত্র নিম্নঠিকানায় লিখুন—

কর্ম্মকর্ত্তা—শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

ইন্দ্রাণী বটিকা

যত দিনের পুরাতন এবং যে কোন প্রকার মেহ, প্রমেহ, চট্‌ক না কেন, ২১ দিনে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে। স্ত্রীরোগেও ইন্দ্রাণী বটিকা বিশেষ উপকারী।—বাধক, প্রদর, রক্ত বিকৃতি, বন্ধ্যা দোষ প্রভৃতি উপসর্গ ১ কৌটা সেবনে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে। ৪২ বটিকা পূর্ণ এক কৌটা ১১ দিনের উপযোগি মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কল্যাণী পাউডার

কল্যাণী পাউডার—অম্ল, অজীর্ণ বা ডিসপেপসিয়া রোগের এক মাত্র প্রতিষেধক। এক মাত্রা সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই উপকার বুঝিবেন। যত দিনেরই পুরাতন ডিসপেপসিয়া চট্‌ক না কেন এক মাস নিয়মিত সেবনে নিশ্চিত আরোগ্য লাভ করিবেন। মূল্য ছোট শিশি ৵১০ পয়সা, মাঝারি শিশি ৷৵০ আনা, বড় শিশি ৷৷০ আনা।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়

পোঃ—মাটিয়ারী, জেলা নদীয়া।

এজেন্ট—এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ বনফিল্ড লেন।
দি গ্রাণ্ড ষ্টোর্স, ৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশভক্তি

জাতীয় উদ্বোধনের দিনে পুত্র কন্যাদের স্বদেশপ্রেমী করিবার জন্য ৺অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয়ের সিন্ধে বাঁধাই দেশভক্তি বা আত্মোৎসর্গ উপহার দিউন। মানসী ও মর্ম্মবাণী বলেন "জননীরা তাঁহাদের শিশু পুত্রদের ভবিষ্যতে কিরূপ রাঙ্গা টুকটুকে বৌ হইবে এই ভবিষ্যবাণী না করিয়া যদি এই সব কাহিনী শুনান তাহা হইলে এখনও জাতটা মানুষ হইতে পারে।" মাতৃমন্দিরের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের ডাক মাশুল লাগিবে না। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমতী সরস্বতী

C/o. অধ্যাপক সমাদ্দার

'পাটলিপুত্র' বাঁকিপুর (পাটনা।)

হিন্দু-মিশন

হিন্দু-মিশন বুলেটিন—ইংরাজী মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা দেড় আনা।
হিন্দু-মিশন—বাংলা পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র।

হিন্দু-সম্প্রদায়ের সুসংহত সঙ্ঘ, সামাজিক এবং ধর্ম্ম জীবনে নূতন ভাব, নূতন আদর্শ এবং নূতন কর্ম্মস্রোতের উৎস হিন্দুমিশনের মুখপত্র। এই পত্রে ধর্ম্ম এবং সমাজ বিষয়ক বর্ত্তমান সমস্যাগুলি চিন্তাশীল লেখকগণের দ্বারা আলোচিত হইয়া থাকে।

দেশসেবক শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের নূতন গ্রন্থ—

হিন্দু ধর্ম্মের স্বরূপ

মূল্য ৹ আনা মাত্র। ইহাতে মাতৃপূজা, পুরুষোত্তম, উপাসনা, বেদের পরিচয়, ঋগ্বেদে সোমদেব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গীতা কি নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মিতা রমণী ও হিন্দুসমাজ, জাতীয় আন্দোলনে আধ্যাত্মিকতা—এই আটটি সন্দর্ভ আছে। হিন্দুমাত্রের অবশ্য পাঠ্য।

অন্যান্য বই :—শ্রীঅরবিন্দের কবিতা, ১ম খণ্ড ১৷০ সিকা, ২য় খণ্ড ৸৹ টাকা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও হিন্দুসংগঠন (যন্ত্রস্থ) শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন প্রণীত—হিন্দু সংগঠন—১৲ টাকা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এল প্রণীত

মহাভারত মঞ্জরী, মূল্য ৷৵ টাকা।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "প্রবাসী" বলেন—ইহাতে যে কি নাই, সমগ্র শাস্ত্রের কি অনবলোকিত রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিতে কালক্ষেপ হইবে। ৹ ৹ ৹ আমরা বলি 'যা নাই ভারতে তা' নাই ভারতে।' এখানে দেখিতেছি, 'যা নাই মঞ্জরীতে, তা নাই ভারতে।' ফলতঃ অখণ্ড হিন্দুজাতির হিতার্থে অখণ্ড ভারতের মঙ্গলার্থে এই বই রচিত হইয়াছে।

মিশনের প্রকাশিত বই

গীতাসার	।৵০ আনা	মুক্তি সাধনা	।৵০ আনা
ভারতের জাতীয়তা	।০ আনা	হিন্দু আচার ও স্তোত্রমালা	৵০ আনা
হিন্দুর পুনরুত্থান	/০ আনা	বাঁচিবার পথ	/০ আনা
		Ideas and Methods	**As 1**

হিন্দু-মিশন-বাণীমন্দির। ৭, বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র—

বার্ষিক সডাক ৪৲ টাকা

বিশিষ্ট সংখ্যা ৷৷০ আনা

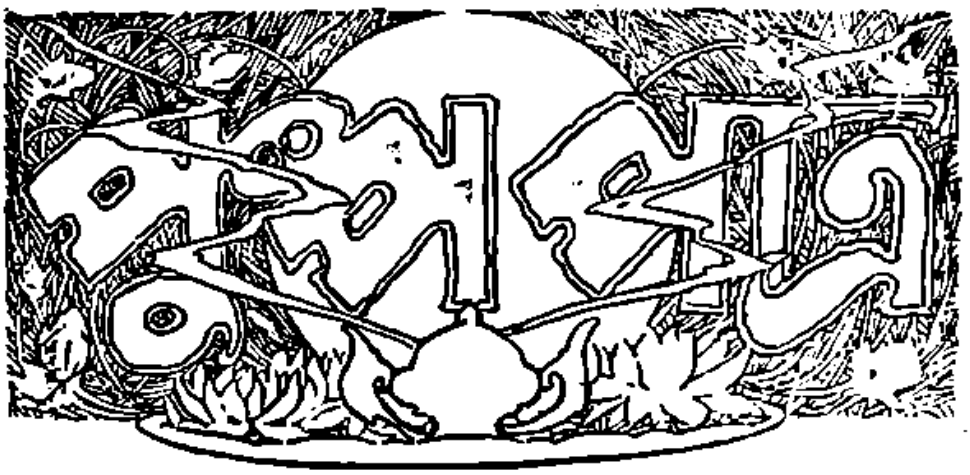

ষাণ্মাষিক ২৲ টাকা মাত্র

প্রতি সংখ্যা ৷৵০ আনা

[গত বৈশাখে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে]

সম্পাদক—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ও শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

নববেশে, নবসাজে, পরিবর্দ্ধিত আকারে, গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, কৌতুক চিত্র, কবিকা, ভ্রমণকাহিনী ধারাবাহিক উপন্যাস সম্ভার লইয়া প্রতি মাসের প্রথমেই বাহির হইয়া সকলের চিত্ত বিনোদন করিতেছে। আশ্বিনে এবখানি বিশিষ্ট সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

কার্য্যালয় ঃ—১৪ নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মহিলা-কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে এবং ৪২এ, হাজরা রোড, বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত এম, রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। আলো ও ছায়া ১৷৷০, ২। মাল্য ও নির্ম্মাল্য ১৷৷০,
৩। পৌরাণিকী ১৲, ৪। অশোক সঙ্গীত ৷৷০

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—

মীরাবাই (নাটক, মনোমোহনে অভিনীত)—১৲ টাকা, মল্লিকা (কাব্য)—৷৷৵০ আনা, বল্লরী (ঐ)—৷৷০ আনা, সপ্তস্বরা (ঐ)—১৲ টাকা, পত্রপাত্রে (ঐ)—৸০ আনা, পত্রচিত্র (ঐ)—৸০ আনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—২৲ টাকা, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ—৷৷০ আনা.

প্রাপ্তিস্থান—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনাপণে বিবাহ সমিতি

আজকাল কন্যাদায়ে একটী কঠিন সমস্যা হইয়াছে। প্রায়ই ভদ্রলোক ২।১টী কন্যার বিবাহ দিয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। অধিকন্তু কুটুম্ব লইয়া সারা জীবন অস্থির হইয়া পড়েন। **ইহা একমাত্র খণ্ডকের প্রতারণা।** এইরূপ ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তাই বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের অনুরোধে সমাজ সেবা করার জন্য আমরা বিনাপণে বিবাহ সমিতি স্থাপন করিয়াছি।

আমাদের সমিতির নামই আমাদের সম্বন্ধের পরিচয় দেয় যে আমরা বিনা পণে বিবাহ ঠিক করিয়া দিব। অথচ পারিশ্রমিকের জন্য আমাদের কোনরূপ পীড়ন নাই; কেবল মাত্র সমিতির ব্যয় পরিচালনের জন্য নাম মাত্র পারিশ্রমিক হইয়া থাকে। আমাদের সন্ধানে সর্ব্ব শ্রেণীর বহু পাত্র পাত্রী আছে। যাঁহার যাহা আবশ্যক হয় পত্র দ্বারা অথবা নিজে আসিয়া অনুসন্ধান করুন। এই সামাজিক গুদ্দিনে আমরা সমাজের এই গুরুতর সেবাব্রত সানন্দে গ্রহণ করিলাম। আমাদের আশা আছে যে ঈশ্বরানুগ্রহে ও সামাজিকবর্গের সহানুভূতিতে আমরা কৃতকার্য্য হইব।

ইহা ছাড়া যাহারা পণ লইতে ও দিতে ইচ্ছুক এরূপ সর্ব্বশ্রেণীর বহু পাত্র পাত্রী আছে। বিধবা বিবাহও আমরা দিয়া থাকি। আজকাল প্রায়ই ধর্ষিতা ও কুচরিত্রা নারীগণকে সর্ব্বসাধারণে গঙ্গাসাগর ধাম ইত্যাদিতে রাখিয়া আসেন কিন্তু তাহাতে সুফল হয় না, কিছু দিন পরে উক্ত নারীগণ পাপের পথে বিচরণ করে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমাদের সংবাদ দিলে আমরা ঐ সকল নারীকে পুনরায় বিবাহ দিয়া সমাজের পঙ্কোদ্ধার করিয়া থাকি। জ্রূণহত্যা মহাপাপ; সংবাদ পাইলে, সমিতির তত্ত্বাবধানে শিশু রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, ও গোপন রাখা হয়।

সমাজ-সেবক—বিনাপণে বিবাহ সমিতি,

১৭০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের

জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগ আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং

১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

আপনার স্বর্ণকারকে
সংবাদ দিন।

সোণার পাত তৈয়ারীর

ডল্‌না কল।

Flattening Machine.

বিলাতের বার্ম্মিংহামের তৈরী ডল্‌না কলই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা নিজে সেখানে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া অনেক কল আমদানী করিয়াছি। একটি কল কিনিলে বিশ বৎসর নিয়মিত কাজ করা চলিবে।

৩ ইঞ্চ রোলারের ১টি—৩৫০৲ টাকা।

৪ ইঞ্চ রোলারের ১টি—৬২৫৲ টাকা।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস।

২০০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা

হোমিও রিসার্চ লেবরেটরী
৪৭, নারিন্দা-ঢাকা।

নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ

হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়াতে যে সকল উদ্ভিদ গৃহীত হইয়াছে এবং যে সমস্ত উদ্ভিদ আমাদের দেশে যুগে যুগে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় উদ্ভিদ হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। চিকিৎসকগণ তাঁহাদের রোগীদিগকে এই ঔষধসমূহ সেবন করাইয়া আশাতীত ফললাভ করিয়া একেন্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে উহার প্রশংসা করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন; রোগীদিগকে একবার ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। **সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক,** উচ্চহারে কমিশন দিয়া থাকি। নাম ঠিকানাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

ভাইটিন

ভাইটিন—সর্ব্বপ্রকার স্নেহ, ঘৃতের, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধাতুস্রাবল্য, প্রমেহ, বহুমূত্র, অনিচ্ছাকৃতস্রাব, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবকালে যন্ত্রণা, শিরঃপীড়া, মানসিক অবসাদ, স্মৃতিশক্তির অভাব, সর্ব্বদা আলস্যবোধ, কার্য্যে অনিচ্ছা, অজীর্ণতা, এবং বেত ও রক্তস্রাব প্রভৃতি শরীর ক্ষয়কারী রোগে "ভাইটিন" সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ আনা।

কালমেঘ

যকৃতের সর্ব্বপ্রকার পীড়া, জীর্ণজ্বর, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি প্রভৃতি সত্বর উপশমিত হয়। কালমেঘ নিত্য সেবনে ম্যালেরিয়া নিবারক, অন্যান্তে সেবনে দুর্ব্বলত্বনাশক। রোগীদিগের পক্ষে কালমেঘ অতিশয় ফলপ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি ।৶০ আনা।

সিনিস

সিনিস সেবনে কোষ্ঠের ও অন্ত্রনালীর বেদনা এবং মন্দবোধ, গা বমিবমি করা, অরুচি, নিদ্রানাশ, মাথাধরা, শরীর ভারবোধ দুর্ব্বলতাদি বাধকের যাবতীয় উপদ্রব দূরীভূত হইয়া শারীরিক পুষ্টি সাধন এবং লাবণ্য বৃদ্ধি করে। এ পর্য্যন্ত বাধকের যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে, ইহার ন্যায় গুণসম্পন্ন ঔষধ দ্বিতীয় দেখা যায় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ আনা।

অর্জ্জুন

হৃদরোগ অর্থাৎ হৃৎস্পন্দন, বুকধড়ফড়ানি, বুক ধড়ফড় করায় অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

ইউপেপসিন

অম্ল, অজীর্ণ, আমাশয়, গ্রহণী, উদরাময় ও ভাবিবিধার আশুফল প্রদ। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ আনা।

স্মাইলেক্সিনা

সর্ব্বপ্রকার রক্তের দোষ নাশক ঔষধ। প্রতি শিশি ৸০ আনা।

ইউফ্রোনা

কোষ্ঠবদ্ধতা (**Dyspepsia**) নিবারণের একটি মহৌষধ। নিত্য প্রাতে সেবনে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও পাকযন্ত্র শক্তি হয়। মূল্য প্রতি শিশি ।৶০ আনা।

তিক্রোসিন

যকৃৎ ও প্লীহার একমাত্র মহৌষধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা ও যকৃৎ যত বর্দ্ধিত এবং যত পুরাতন হউক না কেন ইহা সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ।৶০।

সাইটি্রসিনা

ম্যালেরিয়া নিবারণে অসাধারণ শক্তিশালী। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কিম্বা ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে নিত্য সেবনে ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ।৶০।

কলেরাবাম

কলেরার প্রাদুর্ভাবকালে প্রত্যেক ঘরেই কলেরাবাম রাখা কর্ত্তব্য। দাস্ত হওয়া মাত্র ইহা ব্যবহার করিলে আর কোন ভয় থাকে না। "কলেরাবামে" সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদরের পীড়াও আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

ডেনো

কর্ণ হইতে পূঁজস্রাব ও কানচুলা নিবারণের অব্যর্থ ঔষধ। যত দীর্ঘ দিনের পীড়া হউক না কেন ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

M. AD. AC.

সচিত্র

শিশুরঞ্জন সিরিজ

সম্পাদক—শ্রীশশিভূষণ মিত্র, বি-এ।

শ্রাবণ হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রতি মাসে একখানি করিয়া পুস্তক বাহির হইবে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা ।০ আনা মাত্র।

ছেলেমেয়েদের কূপমণ্ডূকতা দূর করিবার জন্য, তাহাদের হৃদয় ও জ্ঞানের পরিধি বাড়াইতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার তাহাদের নিকট উজাড় করিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যেই এই "শিশুরঞ্জন সিরিজ" প্রকাশিত করা। তাহাদের গৃহ ও স্কুলের বাহিরে যে বৃহত্তর পৃথিবী আছে, সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে জানিতে, বুঝিতে ও ভাবিতে দিন। বাঙ্গালা ভাষায় এত অল্প মূল্যে এ ধরণের এমন সুন্দর বই অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।

—আষাঢ়-সংখ্যা—	—শ্রাবণ-সংখ্যা—	—ভাদ্র-সংখ্যা—
উড়ো জাহাজ	ধ্রুব	প্রহ্লাদ

আমাদের নূতন প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পুস্তক—

বিজ্ঞানের কেরামতি

বিজ্ঞান সম্বন্ধে কত কি নূতন গল্প বলা হইয়াছে—বসিয়া বসিয়া ছেলে-মেয়েরা এই সব গল্প পড়িবে। ইণ্টারেষ্টিং বোর্ডে বাঁধাই। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

চীন-জাপানের উপকথা

বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা, চিন্তার ধারা এই সব বিদেশী উপকথার মধ্য হইতে সুন্দর পরিস্ফুট হয়। অসংখ্য একরঙা ও তিনরঙা ছবি। কাপড়ে বাঁধাই, সুবৃহৎ পুস্তক মূল্য ১৷০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—বাণী সাহিত্য মন্দির

১৯।৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউক্যালিপটাস নির্য্যাসের চিরন্তন সৌহার্দ্দি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অরম্ন ধাতুউদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত ম্যালেরিয়া, দুরারোগ্য, প্লীহাযকৃৎযুক্ত বিষম ও জীর্ণ জীবাণুসম্ভূত কালজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ

ইউক্যালিপটীন

ইউক্যালিপটাসের নিওয়ুলী স্যালেরিয়া হরনা, প্লীহাযকৃৎ আরোগ্য,স্বাস্থ্যদানে "অমৃতের"

শিশি ১৷৵ মাঃ।৶ তিন শিঃ একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি

এজেণ্ট—ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

"মাসিকমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা

(ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৩৬)

বাঙ্গলার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র সচিত্র মাসিক

সম্পাদক

সঙ্গীত বিভাগ—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য বিভাগ—অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট (প্যারিস)

ভারতীয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা, বঙ্গদেশীয় কীর্ত্তন, বাউল প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, এবং বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ও গুণীমণ্ডলীর গীত বাদ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য নানা সুচিন্তিত প্রবন্ধ ; স্বরলিপি, সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে বিশুদ্ধ আলোচনা, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে মতামত ও তাল, লয়, মাত্রা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদ উপদেশ; সেতার, এস্রাজ, বেহালা, হারমোনিয়ম, মৃদঙ্গ ও তবলা প্রভৃতি সকল যন্ত্র ঘরে বসিয়া শিখিবার প্রণালী সমূহ সরলভাবে বালক বালিকাদের পর্য্যন্ত বোধগম্য হইবার উপযোগী করিয়া প্রতিমাসে এই পত্রিকায় বাহির করা হয়।

বার্ষিক মূল্য ৩৸০ আনা, প্রতি সংখ্যা ।৶০ আনা মাত্র।

আফিস ঃ—৮ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট,

—কলিকাতা—

বিলাত ভ্রমণ

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।

বিলাত ভ্রমণ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

হিতবাদী—• • আমরা অনেক দিন পরে একখানি খাঁটি ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ধরণের অনেক ভ্রমণবৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে, কিন্তু এখানি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একথা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি • •।

বঙ্গবাসী—• পুস্তকখানি পাঠকগণের কৌতূহল জাগাইয়া তুলিবে, চুম্বকের মত মনকে আকর্ষণ করিবে • •।

আনন্দবাজার পত্রিকা—• • পুস্তকের সমস্ত অংশ খুব কৌতূহলপ্রদ, গ্রন্থকারের মানব চরিত্র জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা সরল, বর্ণনাভঙ্গী মনোরম • •।

বাঙ্গালার বাণী—• এই বিলাত ভ্রমণ বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানি সম্পদ হইল • •।

নব্যশক্তি—• • সাধারণ ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেকে পড়িয়া থাকেন কেবল আমোদ পাইবার লোভে, কিন্তু এই বইখানি পড়িলে আমোদের সঙ্গে পাওয়া যায় অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য • •।

বাঙ্গালার কথা—• • এরূপ প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না • •।

দৈনিক বসুমতী—• • ইউরোপ খণ্ডের ছোট বড় সকল দেশের সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য এবং কলকারখানাদির বিশদ বর্ণনা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে; সমস্ত বিষয়ই চিত্তাকর্ষক • •।

প্রবাসী—• • বইখানি পেয়িয়া সুখী হইয়াছি। যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের বিলাতের মোটামুটি একটি পরিচয় সহজে লাভ করিতে সমুৎসুক, অক্ষয়বাবুর সরলভাষায় লিখিত এই বিলাত ভ্রমণখানা তাঁহাদের পক্ষে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে • •।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—• • বইখানা আগাগোড়া চিত্তাকর্ষক। লেখক শুধু নিজের ভ্রমণ কথা লিখেন নাই, বিলাতের যে যে কথা বাঙ্গালীর জানা উচিত তাহাই লিখিয়াছেন • •।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র, ভিপিতে ২৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—মাতৃমন্দির কার্য্যালয়

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

১। বেণুদা শুভ হইয়াছে।

২। বেলাকী বালিকা বাটীর ছাত
ঢালাই দিয়া দুত বাঁচাইতেছে।

৩। বেলাকী শুভ হইল।

৪। চা বাগানের বেলাকী
কুলি বালিকাগণ।

৫। কুলির কুলি বউ ওরফে
বিনত করিতেছে।

৬। বেলাকী বউ বসন্ত শিশু
কন্যা লইয়াছে।

সপ্তম বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৩৬ | চতুর্থ সংখ্যা

শ্রাবণে

শ্রীমতী ভক্তিসুধা হার।

সজল সঘন বাদল লগনে
পাগল জেগেছে আজ—
অধীর উছাসে ফিরে ব্যাকুলিয়া
বিকল, বিভল পাগলের হিয়া
আকুল পিয়াসী কাহারে চাহিয়া
আজিরে উদাসী সাজ ;
সজল বাদরে পবন মাতিয়া
ফিরিছে ধরণী-মাঝে।

ঘন, সুনিবিড় গভীর আঁধারে
ঝরিছে শ্রাবণ-ধার
পূর্ণ প্লাবনে ভরি' পথ ঘাট
চির পরিচিত পল্লীর বাট
ডুবায়ে, ভাসায়ে শস্যের মাঠ
উচ্ছ্বাস ছোটে তার ;
কোথা হারায়েছে পল্লীর হাট
চিচু যে মেলা ভার !

মেঘের মাদল বাজিছে আকাশে
ঝরিছে বাদল-জল,
অসহ বিরহে বক্ষ বিদারি'
আঁধার চিরিয়া বিদ্যুৎ তারি
অগ্নি বর্ণে রক্ত বিথারি'
ঝলকে গগন তল।
উথলিয়া শুধু ওঠে আঁখি-বারি
হিয়াখানি টলমল।

এস হে সঘন শ্রাবণ গভীর !
এস হে আঁধার ঘোর !
এস হে বিরহী পাগল পবন
মত্ত দোলায় দুলায়ে ভুবন
এস হে ভরিয়া সারা হৃদি-মন
হৃদয়-বন্ধু মোর,
পাগল বাদলে ঢালিব গোপন
ব্যাকুল নয়ন-লোর।

দার্জ্জিলিং ও কলিম্পং

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

[পরবর্ত্তী অংশ]

একটি সপ্তাহ কলিম্পংএ নানা নূতনত্বের মধ্যে কাটান গেল। কলিম্পং এত ভাল লাগছিল যে, আরও কিছুদিন এখানে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু এ যাত্রায় ভ্রমণে আমি তিন সপ্তাহের বেশী সময় দিতে পারবো না, বাকী দুটি সপ্তাহ আর আর দেখব বলে দার্জ্জিলিং যাত্রা মনস্থ করলাম।

পূর্ব্বে বলেছি আমি কলিম্পংএ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দত্ত মহাশয়ের বাসায় ছিলাম, ললিত বাবু মেসার্স ডেভিড্ সাণ্ডুন কোম্পানীর উল খরিদের এজেণ্ট। যাবার পূর্ব্বে এঁর কাছ থেকে উলের কারবার সম্বন্ধীয় অনেক আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করে নিলাম। এগুলি প্রবন্ধাকারে বাংলা সংবাদপত্রে লিখে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণকে এই ব্যবসায়ে উৎসাহিত করতে আশা রইল। পূর্ব্বেই বলেছি, পঞ্চাশ ষাট লক্ষ টাকার উল এখান থেকে প্রতিবৎসর রপ্তানি হয়, আর এই বিরাট কারবারে মাত্র ১০।১২টি ইংরেজ ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী; বাঙ্গালী মালিক এর একজনও নয়।

১লা জুন মধ্যাহ্নে আহারান্তে একখানা মোটর ট্যাক্সিতে কলিম্পং-রোড ষ্টেশনে রওনা হলাম, ষ্টেশন এখান থেকে বারো মাইল দূরে। এক ঘণ্টার মধ্যেই দশ মাইল পথ তিস্তার পোল পর্য্যন্ত নেমে এসে দেখা গেল পোলের উপর দিয়ে একখানা প্রকাণ্ড লৌহ দণ্ড পার করা হচ্ছে। তাতে অনেক সময় লাগবে, তিনটায় শিলিগুড়ির জন্যে ট্রেণ ছাড়বে, এই খানেই তিনটা বেজে গেল। কাজেই এই তিস্তার বাঁধারে আমাকে একদিনকার মত থাকতে হল। ট্রেণ ফেল করায় দুঃখ হচ্ছিল না, এত নূতনত্বের মধ্যে কি আর কোন দুঃখ আসতে পারে?

তিস্তার তীরেই পোলের কাছে একটা Rest House আছে; একেবারে নদীর তীরে সুন্দর বিলাতী ধরণে একখানি কাঠের ঘর। সেখানেই স্থান নিলাম। বসে বসে তিস্তার পাহাড়-ভাঙ্গা জল-কল্লোল দেখছি, এমন সময় দেখলাম একজন পাহাড়ী একটি যুবতীকে পিঠে করে আসছে। তারা উপর পাহাড়ে রাস্তা তৈরীর কাজ করছিল, একখানি পাথর গড়িয়ে প'ড়ে যুবতীর একখানা পা ভেঙ্গে গেছে, তারা আপন ঘরে চলেছে—যুবতী তার স্ত্রী। স্বামীর কাঁধের উপর মাথা রেখে চোখ বুজে রয়েছে; স্বামী অনায়াসে তাকে পিঠে করে নিয়ে চলেছে। ভাবলাম, আমার মত বাঙ্গালী হ'লে এই বিপদে কি করত? যেখানে পাথর চাপা পড়েছিল সেইখানেই দুজনে বসে বসে কাঁদতে হ'ত। এদের এই দৃশ্যটি গভীর হয়ে মনে আঁকা রইল।

শিলিগুড়ি থেকে কলিম্পং রোডে যে ট্রেণ এসেছে তার কলিম্পংএর যাত্রীরা আমার সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। অনেক নেপালী, ভুটীয়া; পাঁচ সাত জন ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষও ছিল। Rest Houseটি আমি দখল করে বসে আছি, কাজেই ইংরেজ দু-চার জন Rest Houseএর বারান্দায় একটু বিশ্রাম করেই চলে গেল।

সন্ধ্যা হল। রাত্রিতে Rest Houseএই থাকবার আয়োজন করছিলাম। তিস্তায় মাড়োয়ারী মহাজনদের বিরাট 'উল গুদাম' আছে, সেখানকার বাঙ্গালী কর্ম্মচারী (বড়বাবু) রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে রাত্রিবাসের নিমিত্ত তাঁর বাসায় নিমন্ত্রণ করলেন। দেখলাম, মহাজনের কার্য্যকারক হ'য়েও তিনি বেশ পদস্থভাবে সপরিবারে বাস করছেন। তাঁর বাসাটি একটি ডাক-বাংলোর মত। রাত্রিতে রাধাকান্ত বাবুর কাছে এ অঞ্চলের অনেক নূতন খবর শুনলাম। তিনি পাহাড়ীয়া জাতির

সরলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, শ্রমশীলতা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা প্রভৃতি অনেক গুণের ব্যাখ্যা করলেন।

পরদিন সকালে রাধাকান্ত বাবুর আতিথেয়তায় স্নানাহার সম্পন্ন করে কলিম্পং রোড ষ্টেশনে যাবার আয়োজন করছি এমন সময় দেখলাম, একটি বেসালী যুবক মোটরে ষ্টেশনে চলেছে;—তার সঙ্গে কলিম্পংএ পরিচয় হয়েছিল। সে আমাকে দেখেই গাড়ী থামাল এবং আমাকে তার গাড়ীতে করে ষ্টেশনে পৌঁছিয়ে দিয়ে অল্পেকের বন্ধুত্বের সম্যক মর্য্যাদা রক্ষা করল।

বিকাল তিনটায় কলিম্পং-রোড ষ্টেশন থেকে ট্রেণে ছ'টায় শিলিগুড়ি এসে পৌঁছলাম। পথের রমণীয় প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যের কথা আমি যাবার বেলায়ই লিখেছি; দ্বিতীয়বারও সে আনন্দটি উপভোগ করলাম।

শিলিগুড়ির বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার এম,এ, বি,এল মহাশয়ের অতিথেয়তায় রাত্রি বেশ আনন্দে কাটল। ইনি এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। এঁর তত্ত্বে সহরে এদিন থেকে নতুন 'ম্যাণ্টেল-লাইটের' বাতি দেওয়া হয়েছে; সহর নতুন শোভায় শোভিত হয়েছে। এই আনন্দ উপভোগের জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু আমাকে সঙ্গে করে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত সমস্ত সহর ঘুরে দেখালেন। এই উপলক্ষে সহরের অনেক প্রধান লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হল। দেখলাম, আমাদের জুবেলায়ী কাজকর্ম্মের সম্পর্কে সহরের অনেকেই আমাকে চিনলেন।

৩রা মে সকালে দার্জ্জিলিং যাবার জন্য শিলিগুড়ি থেকে ট্রেণে চাপলাম। কলকাতা থেকে যে মেল এল, তার যাত্রী নিয়ে 'টায়-টায়-পোয়া' মেল গাড়ী ছ'টা-পঁচিশে দার্জ্জিলিং রওনা হ'ল। আমি ভিড় দেখে এটায় চাপলাম না। আধঘণ্টা পরে যে লোকাল ট্রেণ ছাড়বে সেইটায় যাওয়া ঠিক করলাম। শিলিগুড়ি থেকে দার্জ্জিলিং ৫১ মাইল পথ, সেকেণ্ড ক্লাশের ভাড়া তিন টাকা সাড়ে পনের আনা। লোকাল ট্রেণে যাত্রীর ভিড় কম, ভাড়াও কিছু কম। আমি ২৫ মাইল পথ তিনধরিয়ার একটি টিকিট করে এই ট্রেণে চাপলাম। হিমালয়ের পথের শোভা ধীরে ধীরে ভাল করে দেখব, তাই পথে তিনধরিয়া, কার্সিয়ং ও ঘুম এই তিনটি ষ্টেশনে বিশ্রাম করে যাওয়ার 'প্রোগ্রাম' করেছিলাম।

ট্রেণ দার্জ্জিলিং অভিমুখে রওনা হল। আবার হিমালয়ে উঠব,—আবার নতুন পথের শোভা দেখব; বিশেষতঃ দার্জ্জিলিং দেখব—প্রাণে খুবই আনন্দ হ'চ্ছিল। তিন মাইল সমতল পথ চলেই তরাইএর জঙ্গলে ট্রেণ প্রবেশ করল। তরাইএর শোভা কলিম্পং যাবার বেলায়ই বলেছি। ঘন সন্নিবদ্ধ বনের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে ট্রেণ একটু একটু করে উপরে উঠছিল, মাঝে মাঝে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে পশ্চাদ্দিকের নীচের সমতলভূমি ও তিস্তা নদী প্রভৃতি দেখা যাচ্ছিল; সে-ও এক অপূর্ব্ব শোভ!

তরাইএর আধা মাটি আধা-পাথুরে জমী ছেড়ে ক্রমে উর্দ্ধে খাঁটি পাথুরে পাহাড়ে উঠছিলাম। পথ ক্রমেই আঁকা বাঁকা। উপরে বহু উঁচু নীচু পাহাড়, তাই রেলপথ অনেক কৌশলে আঁকা বাঁকা পথে চলেছে। আমার গাড়ীতেই ভবানীপুর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ মহাশয় সপরিবারে কার্সিয়ং চলছিলেন। একটী বালক তাঁহার সঙ্গে ছিল। নতুন পথের অনেক জানবার শোনবার বিষয় তিনি উৎসাহের সঙ্গে বালকটিকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর সেই বর্ণনা আমি মনোযোগের সঙ্গে শুনলাম। তিনি বালকটিকে শোনাচ্ছিলেন বটে, সেগুলি আমার পক্ষেও খুবই কাজের হচ্ছিল। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ট্রেণ ক্রমে উর্দ্ধে উঠছিল। কিন্তু সম্মুখে কোন কোন জায়গায় পাহাড়ীরা পথ এমনই উপরে উঠেছে যে ট্রেণ অতটুকু পথের ভিতর অত উপরে উঠতে পারে না।

এখানে একটু এই লাইনের আরম্ভের ইতিহাস বলি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই পর্য্যন্ত রেলপথ এনেই থমকে গেলেন। তিনি তাঁর বাংলোয় গিয়ে স্ত্রীর কাছে গভীর দুঃখের সঙ্গে বলছিলেন, আমার সব কর্ম্ম পণ্ড হল; দার্জ্জিলিংএ রেলপথ নেওয়া অসম্ভব হয়ে গেল। বলেই তিনি টেবিলের ওপর মাথা রাখলেন। স্ত্রীও গভীর দুঃখের সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন, 'Let us turn'—তবে ফেরা যাক। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁর রেলপথের অগ্রগতির

কথাই ভাবছিলেন। 'ফেরা ঘাক' কথা শুনে তাঁর নতুন বুদ্ধি মনে জাগ্‌ল। তিনি রেল পথ পিছন দিকে ফিরিয়ে ক্রমে উর্দ্ধে তুলে আবার সামনে এগিয়ে খানিকটা উঠে তাঁর পথ করবার চিন্তা করলেন। দার্জ্জিলিংএর যাত্রীগণ দেখবেন, কী কৌশলে এই অল্প স্থানের ব্যবধানের ভিতরে রেল পথ কেমন উপরে তোলা হয়েছে। কৌশলটি এখন আমাদের কাছে সহজ লাগছে বটে, কিন্তু যাঁর মাথায় প্রথম বেরিয়েছিল তিনি শত ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। এই রকমে পর পর তিনটি স্থানে রেলপথ উর্দ্ধে তোলা হয়েছে। এই রকম স্থান গুলিকে Reverse বা পিছনো-সিঁড়ি-পথ বলা হয়।

কোন কোন স্থানে ট্রেণ উপরে তোলবার জন্যে রেলপথ খানিকটা ঘুরে এসে পুনরায় সেইটারই অনেক উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। একে Loop বলা হয়। এই রকম কত কি আশ্চর্য্য বিষয় দেখ্‌তে দেখতে ক্রমে পাহাড়ের উপর উঠছিলাম। বেলা দশটায় তিনধরিয়া ষ্টেশনে নামলাম। তিনধরিয়া থেকে দক্ষিণ দিকে বাংলার সমতল ভূমি দূরে বহু নিম্নে অতি নতুন রকম দেখাচ্ছিল।

তিনধরিয়ায় দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ের একটি কারখানা আছে। অনেক বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর বাস। স্নানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করেই ট্রেণে কার্সিয়ং রওনা হ'লাম। তিনধরিয়া থেকে কার্সিয়ং বার মাইল পথ। সমস্ত পথই পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকা বাঁকা হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের গায় সর্ব্বত্রই চায়ের ক্ষেত। পথে কয়েকটা Reverse অর্থাৎ পিছনো-সিঁড়ি-পথ দেখা গেল। বিকাল চারটায় কার্সিয়ংএ এসে পৌছলাম। কার্সিয়ং দার্জ্জিলিংএর পরেই নামকরা জায়গা। এখানে বহু ইংরেজ বাস করে। এদের অনেকেই চায়ের ক্ষেতের মালিক। বাঙ্গালী বড়-লোকের বাসভবনও এখানে কম নয়। বাঙ্গালীদের একটা Mess আছে, আমি সেখানে গিয়ে রাত্রিবাসের জন্য স্থান নিলাম। কার্সিয়ং সহরটি নিতান্ত ছোটখাট নয়, তবে সমতল জমীর অভাবে উপর-নীচে পাহাড়ের গায়ে নানান স্থানে ছড়ান বাড়ী ঘর। বাঙ্গালী মেসের আরোজন দেখলাম আধা-সাহেবী ধরণের। রাত্রিতে মেসের লোক-জনের মুখে যে সব আলোচনা শুনলাম তা বায়স্কোপ, থিয়েটার, টেনিস, ক্যারম এই সব নিয়ে। বিশেষ কোন কাজের কথা কারো মুখে শুনা গেল না।

পরদিন সকালে ট্রেণে চেপে ঘুম ষ্টেশনে নামলাম। কার্সিয়ং থেকে ঘুম ২৫ মাইল পথ—সেই আঁকাবাঁকা পথ, সেই চারিদিকে চায়ের ক্ষেত। ঘুম ষ্টেশনটি খুব উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ঘুমের প্রাকৃতিক অবস্থা অতি অদ্ভুত। বারোমাস প্রবল শীত। অধিকাংশ সময়েই বৃষ্টি ও কুয়াসাপূর্ণ থাকে। ঘুমে তিব্বতীদের একটা প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির আছে, একে Ghum Monastery বলে। মন্দিরের বাইরের কারুকার্য্য এবং ভিতরের দেওয়ালের চিত্রাবলী অতি রমণীয়। মন্দির মধ্যে বিরাট বুদ্ধ মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তির সম্মুখে শতগতিযুক্ত দীপাধারে ঘৃতের শত প্রদীপ জলছে। সেখানকার পুরোহিত অত্যল্প পরিমাণে হিন্দুস্থানী ভাষা জানেন, তারই সাহায্যে আমাকে আদর আপ্যায়ন করলেন। মন্দিরের সঙ্গে একটা পুরাতন বৌদ্ধ গ্রন্থ সম্বলীয় লাইব্রেরী আছে।

ঘুম পাহাড়ের একধারে একটা জলাশয় আছে, এখান থেকে দার্জ্জিলিংএ পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। ঘুম ৭,৪৬০ ফিট উঁচু। নিকটেই টাইগার-হিল নামক একটা পাহাড় আছে, সেটা উঁচু ৮,৫০০ ফিট। এই পাহাড়ের উপর থেকে প্রভাতের সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য পরম রমণীয়। সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্য দেখবার এ রকম স্থান নাকি পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। দেশদেশান্তরের লোক—যাঁরা দার্জ্জিলিং ভ্রমণে আসেন, তাঁদের এই টাইগার-হিলের সূর্য্যোদয় দর্শন একটা লোভনীয় বিষয়। এদিন বড় কুয়াসা আর বৃষ্টি ছিল। তাই টাইগার-হিলে যাওয়া আমার ঘ'টল না। ঘুমে ফিনল্যাণ্ড বাসীদের একটি খৃষ্টীয় মিশন দেখলাম। এখানে দু'জন ফিন-মহিলা তত্ত্বাবধায়িকা আছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তুষারাবৃত ফিনল্যাণ্ডের অনেক কথা শুনলাম। অনেক বালিকা এঁদের তত্ত্বে বিদ্যাশিক্ষা করে; কিছু কিছু শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। ফিনল্যাণ্ড ইয়োরোপের উত্তরমেরু প্রদেশ।

এই সব দেখা শুনার পর আহারান্তে ট্রেণে দার্জ্জিলিং রওনা হ'লাম। এখান থেকে দার্জ্জিলিং মাত্র ৫ মাইলের পথ। ঘুমের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ চূড়াটি দিয়ে যখন ট্রেণ

চলছিল, তখন চারদিকের পাহাড় পর্ব্বত সবই আমাদের নীচের রইল। এত উচ্চে রেলপথ পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা জানিনে। ঘুম পাহাড় পার হয়েই দূরে দার্জ্জিলিং শহরটি দেখা গেল। ট্রেণ এ সময় নীচু পানে নামছিল। দার্জ্জিলিং Sea level থেকে ৬,৫০০ ফিট উঁচু। ঘুম কিন্তু ৭,৪৬০ ফিট উঁচু তা আগেই বলেছি।

দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে গাড়ী ধরল। ষ্টেশনটি বেশ বড় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখলাম বহু সংখ্যক কুলি যুবতী ও কন্যা ধাত্রীদের মোট বইতে এসেছে। তারা অনেকেই সুন্দরী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে সজ্জিত। তারা বড় বড় লগেজগুলোও অনায়াসে পিঠে বেঁধে নিয়ে চললো। দার্জ্জিলিংএর সবই আমাদের সমতল বঙ্গের ধারণা অপেক্ষা নতুন রকমের। ভেবেছিলাম, সহরে এসে বুঝি যথেষ্ট সমতল জমী পাওয়া যাবে। দেখলাম সহরেও সমতল জমীর একান্ত অভাব। ছোট বড় রাস্তাগুলি এঁকেবেঁকে উপর নীচে দিয়ে চলেছে; বড় রাস্তাগুলি মোটর গাড়ী চলবার মত উপযোগী করে তৈরী করা।

দার্জ্জিলিংএর লোকসংখ্যা বিশ হাজারের উপর। এখানে বাঙ্গালী যত দেখব আশা করেছিলাম তত কিন্তু দেখলাম না। বাঙ্গালীদের একটি ক্লাব আছে তার সঙ্গে একটি লাইব্রেরীও আছে। বইএর দোকান, ফটোগ্রাফী, মোটর গাড়ী ভাড়া দেওয়া প্রভৃতি কয়েকটি কাজকারবার ব্যতীত বাঙ্গালীর ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কিত বিশেষ কোন ব্যাপার দেখলাম না। অনেকগুলি বাঙ্গালী বড়লোকের বাড়ী আছে। এর মালিকেরা গ্রীষ্মকালে কয়েকমাস এখানে এসে বাস করে যান। এঁদের কেউ কেউ চাবাগানের মালিক। দার্জ্জিলিং অঞ্চলে প্রচুর চা ও সিঙ্কোনার বাগান আছে। সিঙ্কোনা বাগান সরকারের হাতে। সিঙ্কোনা গাছের ছালে কুইনাইন জন্মে।

একদিন এখানকার অবজারভেটরী-হিল্ দেখতে গেলাম। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি উত্তরের বড় বড় পর্ব্বতচূড়া গুলি ভাল দেখা যায়। এই সব পর্ব্বতচূড়া দেখবার জন্য এই অবজারভেটরী-হিলে ভাল ব্যবস্থা আছে। এদিন মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য আকাশ পরিষ্কার ছিল, এই অবকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিষ্কার দেখা গেল। কলিম্পং থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছিলাম কিন্তু এত স্পষ্ট নয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া উচ্চে ২৮,১৪৬ ফিট; এখান থেকে ৪৭ মাইল দূরে। পাহাড় পর্ব্বত যেখানে এখানকার বড় দেখা। এই অবজারভেটরী-হিল্ থেকে উত্তরে চৌত্রিশটি তুষারাবৃত উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া দেখা যায়. এর একটা তালিকা ও নক্সা এখানে রয়েছে। মাউণ্ট এভারেষ্ট হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া—এটি ২৯০০০ ফিট উঁচু, এখান থেকে ১০৭ মাইল উত্তরে। এটি এখান থেকে দেখা যায় না।

বার্চ্চ-হিল্ নামে আর একটা উঁচু পাহাড় আছে, এখান থেকেও আকাশের দৃশ্য ও পাহাড়-পর্ব্বত প্রভৃতি সুন্দর দেখলাম। একটি পাহাড়ের উপর নেপালীদের উপাস্য দেবতা মহাকাল স্থাপিত। মহাকাল মূর্ত্তি একখানি প্রস্তর খণ্ড মাত্র। কেহ কেহ একে বৌদ্ধ পূজা-পদ্ধতি বলে থাকেন। মহাকাল মূর্ত্তির চারিদিকে বাঁশের মাথায় বস্ত্র বাঁধা রয়েছে, তাতে অনেক মন্ত্রতন্ত্র লেখা। তিব্বতীয় মন্দিরের চারিদিকেও এই রকম বাঁশের মাথায় কাপড় বেঁধে তাতে মন্ত্রতন্ত্র লেখা থাকে। মহাকাল মূর্ত্তি দেখে মনে হল, এটি আধা হিন্দু আধা বৌদ্ধ ভাবের পূজা। অনেক নেপালী, তিব্বতী, ভূটীয়া প্রভৃতি এসে পূজা করছে। একজন নেপালী পুরোহিত আছেন। তিনি ভক্তগণকে সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্র পাঠ করান।

এই মহাকালের কিঞ্চিৎ নিম্নে একটি গুহা দেখতে পাওয়া যায়। ভক্তদের বিশ্বাস, এখান থেকে কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ আছে। দার্জ্জিলিং যে শিবের ধাম এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। স্থানীয় পাহাড়িয়া জাতি একে 'দুর্জ্জলিঙ' উচ্চারণ করে থাকে। বাঙলা করলে এর অর্থ হয় দুর্জ্জয়লিঙ্গ অর্থাৎ দুর্জ্জয় শিবলিঙ্গ। এই মহাকাল নামীয় প্রস্তর খণ্ডই সম্ভবতঃ দুর্জ্জয় শিবলিঙ্গ। এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। উহার নিকটে কয়েকটি নেপালী সন্ন্যাসী বাস করে।

দার্জ্জিলিংএ বাঙ্গালী মেয়েরা নানা ভাবে সজ্জিত হয়ে ভ্রমণে বার হয়ে থাকেন। অত্যন্ত শীতের দেশ, জুতা না পরলে পথে ঘাটে চলা কষ্ট, তাই মেয়েরা প্রায়ই সকলেই জুতা ব্যবহার করেন। বাঙ্গালীর খাদ্য মৎস্যাদি অতি

দুর্ম্মূল্য, শাকসব্জী অপেক্ষাকৃত সস্তা। এখানে বহু দেশের বহু জাতীয় লোকের গতিবিধি। সকলেই প্রায় বিশেষ বিশেষ কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত। বাঙ্গালীরা কিন্তু অধিকাংশেই যান কেবল বায়ু পরিবর্ত্তন করতে। দার্জ্জিলিংএর জল-হাওয়া অন্যান্য জাতির পক্ষে অনুকূল হলেও বাঙ্গালীর পক্ষে বেশী স্বাস্থ্যকর বোধ হয় না। বাঙ্গলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জল যেমন স্বাস্থ্যকর, বাতাস যেমন শুকনো, এখানে তেমন নয়। এখানকার হাওয়া ভিজে (moist) ও জল্‌কো। জলে কিকিং অম্লের ভাগ থাকায় অনেক সময় পেট খারাপ করে। গরমের দিনেও এখানে বাঙ্গালীর আবশ্যকের অপেক্ষা বেশী ঠাণ্ডা। নতুন যাত্রীর পক্ষের অসুবিধা গুলোই আমি বললাম। দু' একবার বাসের পর এইসব অসুবিধা কেটে গিয়ে স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়।

দার্জ্জিলিংএর পথে অনেক নতুন বিষয় দেখতে পাওয়া যায়। সকাল বেলা ছেলে মেয়েরা বড় বড় বাঁশের চোঙা পিঠে নিয়ে দুধ বিক্রী করতে বেরিয়েছে। চোঙা-গুলি অসাধারণ মোটা। কেউ কেউ টীনের চোঙাও ব্যবহার করে। কুলিমেয়ে মোটের অপেক্ষায় বসে আছে, এই অবসরে উলের সোয়েটার বুনছে। পথের ধারে বুড়ী টুকরো টুকরো আক বিক্রী করছে, সর্ব্বদাই তার উলের কন্ফটার বোনা চ'লছে। স্বামী চাকরী করে, স্ত্রীকে দিয়ে ছোট একখানা চায়ের দোকান করে দিয়েছে; দিব্য পুষ্ট ছেলে মেয়ে তাদের ছোট ঘরখানির ভিতর খেলা করছে। মেয়ে-পুরুষ সবাই সুস্থ, সর্ব্বদাই এখানে কাজ নিয়ে আছে। নেপালী, ভুটিয়া স্ত্রীলোক স্বচ্ছন্দে পথঘাটে চলাফেরা করে, তাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিতাও হয়েছে; কিন্তু বাঙ্গালীর মত চলনা-পরা নয়, আবশ্যক মত তাদের বেশভূষা। পাহাড়ীয়া দেশ, বিশেষতঃ অত্যধিক শীত, পায়ে একজোড়া জুতা সকলেরই আছে।

দার্জ্জিলিং দেখবার জন্যে আসা মন্দ নয়। কিন্তু হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্যে বাঙ্গালীর পক্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলই ভাল বোধ হয়। দার্জ্জিলিংএ ইংরেজদের অনেক বড় বড় দোকান আছে। কলকাতার White Away Laid Law, Hall & Anderson, Smith Stanistrit প্রভৃতি অনেক বড় বড় কোম্পানীর Branch দার্জ্জিলিংএ রয়েছে। দার্জ্জিলিংএর অলঙ্কারের পাথর বা দার্জ্জিলিংএর মালা বলে আমরা যে জিনিসগুলো দেখতে পাই, ওর কিছুই দার্জ্জিলিংএর নয়, সবই জার্ম্মাণী, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি ইউরোপের দেশ থেকে আসে। দার্জ্জিলিংএর চিত্র সম্বলিত সুন্দর সুন্দর কার্ড, এলবাম্ অনেক দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, দাম খুব বেশী হলেও এগুলি কিনবার মত জিনিস।

দার্জ্জিলিংএ মাত্র এক সপ্তাহ ছিলাম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে আনন্দলাভ করেছি আর আনন্দ পেয়েছি পাহাড়ীদের গতিবিধি দেখে। দার্জ্জিলিং ভয়ানক খরচের স্থান। হোটেলের ব্যয় তৃতীয় শ্রেণীতে দৈনিক আড়াই টাকা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে চার টাকা। প্রথম শ্রেণীতে পাঁচ সাত টাকা। ইংরেজদের হোটেলের চার্জ্জ এর চেয়ে অনেক বেশী। দার্জ্জিলিং ইংরেজের বাসের পক্ষেই বেশী উপযোগী।

এ যাত্রায় কলিম্পংএ এক সপ্তাহ, দার্জ্জিলিংএ এক সপ্তাহ আর পথে যাতায়াত ও বিরামে এক সপ্তাহ, মোট তিনটি সপ্তাহ বেশ একটু নূতনত্বের মধ্যে কাটিয়ে এলাম।

ভারতবর্ষ বিচিত্র দেশ, পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করে যত নূতন কিছু দেখা যায়, এক ভারতেই তার চেয়ে বহু বহু দেখবার রয়েছে। অবকাশ মত এসব কিছু কিছু দেখা চাই।

গ্রন্থালোচনা

অংশু—

বাংলার যশস্বী লেখিকা শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ প্রণীত। ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸০ আনা। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে বিদুষী মহিলা কবির ছিয়ানব্বইটি খণ্ড কবিতাপূর্ণ পুস্তক। পারিপার্শ্বিক বস্তু ও বিষয় লইয়া কবির মনে যখন যে মহান ভাব জাগিয়াছে, মার্জ্জিত ভাষায় ও সুললিত ছন্দে কবিতার ভিতর দিয়া তিনি তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গ্রন্থখানি দুঃখ কষ্টময় সংসারের উপর একটি পবিত্র কিরণ সম্পাত করতঃ সংসারকে মধুময় করিয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য—

মহাত্মা গান্ধী লিখিত; শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন, বি-এ সঙ্কলিত। বাইরে আমরা যতই সভ্যতার পরিচয় দিই না কেন, আমাদের ভিতরের মনোবৃত্তির গতি কোন দিকে? বাইরের সহিত তাহার সামঞ্জস্য কতটুকু? কিন্তু যতদিন আমরা আমাদের অন্তরের বৃত্তিগুলিকে সংযত করতঃ সম্যকরূপে মার্জ্জিত করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের আত্মিক কল্যাণের আশা বৃথা। আত্মিক কল্যাণের প্রকৃত উপাদান এই "ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থখানিতে যেমন পাইয়াছি তেমন আর কোথাও পাই নাই। গ্রন্থখানি বাংলার যুবকযুবতীদিগকে গভীর মনোনিবেশের সহিত বার বার পড়িতে অনুরোধ করি। মূল্য ।৹ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—তরুণ-সাহিত্য-মন্দির। ১৯নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা।

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস (১ম খণ্ড)—

পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী সম্পাদিত। ৫নং ডাঃ জগবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৹ আনা। স্বনামধন্য লোকদের জীবনেতিহাস—দেশের মূল্যবান সম্পদ। ইহা পুস্তকাকারে ধারাবাহিক রূপে বাহির করিতে আরম্ভ করিয়া গোস্বামী মহাশয় একটি বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। আমাদের দেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, মহাত্মা প্রভৃতি কয়েকটি জীবনী লইয়াই সাধারণতঃ আলোচনা হইয়া থাকে, কিন্তু বাংলার পরিবারে ছোট বড় ঘরে এমন অনেক মহৎ জীবনী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার ইতিহাস রক্ষিত না হইলে বাংলার সম্পদ লুপ্ত হয়। আমরা এই গ্রন্থখানির ভিতরে এমন অনেক ব্যক্তির ইতিহাস প্রাপ্ত হইলাম, যাঁহাদের আদর্শ বাংলার যুবকগণের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দেশভক্তি—

৺যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত। নিজ জীবন তুচ্ছ করিয়া যে সকল কর্ম্মবীর স্বদেশ রক্ষার্থ আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, পৃথিবীর নানাদেশের ইতিহাস হইতে উহার দ্বাদশ জন বিশেষ ব্যক্তির আত্মদানের কাহিনী প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক আখ্যানটি চিত্তাকর্ষক, প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রদ। দেশের ছেলেদের হাতে দিতে হইলে এমন বই-ই দিতে হয়। মূল্য ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমতী সরস্বতী, ৫০ অধ্যাপক সমাদ্দার, 'পাটলীপুত্র' বাঁকিপুর (পাটনা)।

শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান—

পণ্ডিত শ্রীব্রজমোহন দাস প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা, সুলভ সংস্করণ /১০ পয়সা। নবদ্বীপ প্রাচীন মায়াপুর গ্রন্থকারের নিকট এবং ১১নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট পণ্ডিত ব্রজমোহন দাস আদর্শ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ও খ্যাতনামা গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত। ইনি পনের বৎসর যাবৎ প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে বহু নিদর্শনাদির দ্বারা এই গ্রন্থের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরের উত্তরাংশে প্রাচীন মায়াপুরই মহাপ্রভুর জন্মস্থান। ৭৬০ বৎসরের নবদ্বীপ বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে গভীর গবেষণা সহকারে

লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ব্রজমোহন দাস মহাশয় আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইসলামপুর পরগণার মুসলমান পল্লী মিয়াপুরকে যে "গৌড়ীয়" নাম ধারণপূর্ব্বক এক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ মায়াপুর বলিয়া প্রচার করিতেছেন, উহা মহাপ্রভুর জন্মস্থান নহে। গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রও এই অনুকূলে প্রমাণ দিতেছে। চৈতন্য-দেবের জন্মস্থানের ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হইবার পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী।

বিলাতভ্রমণ—

বইখানির আমরাই প্রণেতা, আমরাই প্রকাশক। বইখানি লিখিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, একখানি ছেলেদের পড়িবার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইল—ও দেশ যাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা বইখানি দেখিয়া উপহাস করিবেন। নিজে যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা দেশ-বাসীকে শুনাইবার জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহারই বলে বইখানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। কিন্তু তাহার পর দেখিলাম বিলাতভ্রমণ বইখানি পাঠ করিয়া যে সকল লোক আমাদিগকে প্রশংসাপূর্ণ পত্র দিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিলাত প্রত্যাগতেরাই বেশী খুসী হইয়াছেন, বুঝিতে পারিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, পৃথিবীভ্রমণ প্রণেতা যামিনীমোহন ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বইখানি সম্বন্ধে ইহাদের অত্যধিক প্রশংসাপূর্ণ পত্র দেখিয়া, বিশেষতঃ প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রিকাগুলিতে একবাক্যে ইহার জয়গান শুনিয়া, এখানি রচনার সার্থকতা সম্বন্ধে আমার যে সন্দেহ ছিল তাহা দূর হইয়াছে।

আমি দেখিলাম ও দেশের ইংরেজ আর এদেশের ইংরেজ এক নহে—দেখিলাম, ইংরেজ আমাদের ছেলেদের যে শিক্ষা দেয় এবং তাহাদের ছেলেদের যে শিক্ষা দেয়, তাহা মোটেই এক নহে। আরও অনেক কিছু দেখিলাম যাহা কোন বইএ পাই নাই, কোন বিলাত প্রত্যাগতের মুখেও শুনি নাই। এসব কথা আমি দেশবাসীকে না শোনাইয়া পারি না। তাই আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশের একটি আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলাম।

একদিন ঘটনাক্রমে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া একটি গরীব মেয়ের কাছে যে ভাবে একটি পেনী সাহায্য পাইয়াছিলাম এবং সেই বালিকার দানের মধ্য দিয়া বিলাতবাসীকে যতখানি চিনিয়াছিলাম—সে পাওয়াটা আমার কম নহে। এমনই বহু বহু জিনিস পাইয়াছি এবং গ্রন্থে তাহা সন্নিবদ্ধ করিয়াছি। দেশবাসীকে সে প্রাপ্তির ভাগী করিতে পারিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইহাই আমার বিলাতভ্রমণ রচনার সার্থকতা।

গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন

গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া মাতৃমন্দিরের গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবেন। বিদেশী বন্ধুবর্গকে পত্র লিখিবার সময় তাঁহাদিগকে ইহার গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিতে ভুলিবেন না। গ্রাহক বৃদ্ধির উপরেই মাতৃমন্দিরের স্থায়ী শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে। দশের সহায়তাই এরূপ অনুষ্ঠানের একমাত্র সম্বল।

রুশিয়ায় শিশু ও মাতৃমঙ্গল

শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি-এ।

গত মহাযুদ্ধকে "বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যেমন ভারতের জীবন যাত্রার ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলেও পার্শ্বাণ্ট, রুশিয়া, জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমাজে, রাষ্ট্রে, শিল্পে ও বাণিজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। এখন ধীরে ধীরে সবাই আত্মস্থ হইবার জন্য বিপুল উদ্যমে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে রুশদেশে যুদ্ধের পরের একটা দিক দেখাইবার ইচ্ছা আছে।

বর্ত্তমানে রুশদেশে দুই লক্ষ অনাথ বালক ও বালিকা সমাজের গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের কাহারও পিতামাতা যুদ্ধে মরিয়াছে, কাহারও বা আত্মীয় স্বজন গত ১৯২১-২২ সনের ভীষণ দুর্ভিক্ষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এক "মস্কো" সহরেই প্রায় ২৫ হাজার এই প্রকার গৃহহীন ও স্বজনহীন বালক বালিকা বিদ্যমান। ইহাদের অনেকেরই বয়স ১২ হইতে ১৫ বৎসর। ইহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে—তীর্থস্থানের ভিখারীর মত এক পয়সার জন্য পথিকের পিছনে এক মাইল হাঁটিয়া যায়। দিনে ভিক্ষা করা ও রাত্রে পথিপার্শ্বে শুইয়া থাকা ইহাদের কাজ। ইহাদের পরিধানে শতছিন্ন বস্ত্র, চোখে বিরাট ক্ষুধা, দেহে দারিদ্র্যের চিহ্ন সকল মূর্ত্তিমান। অভাবে, কুসঙ্গে ও ব্যাধিতে ইহারা দুর্ব্বল মস্তিষ্ক, কেহ বা বিকলাঙ্গ, কেহ বা চোর ও লম্পট হইয়া পড়িয়াছে। মদ্য পান, জুয়া খেলা ও ফুর্ত্তিয়া ইহাদের এমন অভ্যাসগত হইয়া পড়িয়াছে যে, সমাজ শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম।

১৯২৬ সনে প্রথম সোভিয়েট্ (Soviet union) ইউনিয়নের এই সমাজ দেহের দুষ্ট ক্ষতের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। একটী কমিশন তখনই বসে এবং সরকারী লোকেরা রাস্তাঘাটে যতদূর সম্ভব খুঁজিয়া প্রায় ৩৭০০টী বালক বালিকা সংগ্রহ করে। ১৯২৭ সনে আরো ২৭৯২টী সংগৃহীত হয়। তখন শিশুকল্যাণ নামক একটী (Children's Committee of the Central Executive of the Soviet Union) সমিতি স্থাপিত হয়। ঐ সমিতি অবিলম্বে একটী উপনিবেশ গঠন করিয়া সেখানে এই সকল ভবঘুরেদের রাখিবার ব্যবস্থা করেন। কতকগুলিকে কৃষকদের বাড়ীতে বাড়ীতে কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য সরকারের খরচে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি কম্যুনিষ্ট দলও ইস্তাহার জারি করিয়াছেন যে, ১৯২৯ সনের মধ্যে রুশিয়ায় একটীও 'ভবঘুরে' (Vagrant) থাকিতে পারিবে না। আইন করা হইয়াছে যে, যে কেহ দেখিবা মাত্র এই সকল শিশুকে ধরিয়া প্রথমতঃ শিশু ও মাতৃ-মঙ্গলাগারে (Central Institute for Mother and Child) পাঠাইয়া দিতে বাধ্য। অল্পবয়স্কদের ধরিয়া পাঠান অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু বয়স্কদের গ্রেপ্তার করিতে গেলে প্রায়ই হাতাহাতি হয়। অবশ্য কেহ কেহ বিনা আপত্তিতেও ইন্‌স্পেক্টরদের সহ এই সকল আশ্রয়-ভবনে যায়।

এই সকল বিপথগামী শিশুদের জন্য Central Institute for Mother and Child নামক কেন্দ্রীয় সমিতিতে একটী কার্য্যকরী শিক্ষালয় আছে। সেখানে বালকেরা ও কিশোরেরা দুই মাস থাকিয়া একটু "সভ্য ভব্য" হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজও শিখে। এই সকল যুবক ও বালকদের মনোবৃত্তির অনুশীলন জন্য একটী গবেষণাগারও আছে। ইহাদের মনের প্রকৃতি ও গতি অতি বিস্ময়কর। কেহ কেহ কারণে অকারণে ভীষণ অপরাধ করে, কেহ বা বিনা উত্তেজনায় কাহারও মাথায় লাঠি বসাইয়া দেয়। লোকের অনিষ্ট করা অথবা লোকের একান্ত অনুগত হওয়া উভয়ই ইহাদের পক্ষে সমান সম্ভব।

মস্কো সহরে অসংখ্য আশ্রয়-ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ছেলেদের যার যেমন প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন সেই শ্রেণীর আশ্রমে তাহাকে পাঠান হয়। 'মস্কো' নগরে ১৮৯টী সাধারণ হোম্ (General homes) ও দেশ মধ্যে ৫০টী এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান আছে। উহাতে প্রায় ১০,০০০ বালকের স্থান আছে। এখানে বালকদের দেহের দিকে প্রধানতঃ দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল অনশন ও অর্দ্ধাশনে ইহাদের সংপ্রবৃত্তি সকল লোপ পাইয়াছে। কুক্রিয়াসক্ত এই সকল বালকদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া প্রথমতঃ ইহাদিগকে "মানুষ" করিয়া তোলা হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে অথবা সত্য কথা বলিতে ইহাদিগকে উৎসাহিত করা হয়। দেখা গিয়াছে, স্নেহ ও মমতার সহিত শিক্ষাদানের ফলে ইহারা অতি শীঘ্রই বিনয়ী ও নম্র হইয়া পড়ে; রীতিমত সময়ে আহার করিতে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেও অভ্যস্ত হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহাদের জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

উপনিবেশগুলি সহর হইতে দূরে প্রতিষ্ঠিত। মস্কোর সন্নিকটে ১৭টী ও দেশ মধ্যে ৫টী উপনিবেশ আছে। এখানে অপেক্ষাকৃত বয়স্কেরা হাতের কাজ প্রভৃতি শিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়।

বিকলাঙ্গ ও অপরাধ-প্রবণ (Children with physical defects and criminal past) বালকদের জন্য বিশেষ শ্রেণীর আশ্রম-ভবন (Special homes) আছে। দেখা যায় যে বিকলাঙ্গ অথবা রোগগ্রস্তেরা প্রায়ই অপরাধ-প্রবণ হয়। ইহা মনোবিজ্ঞানের একটী সর্ব্বজন-গ্রাহ্য তথ্য। এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নীতি উপদেশেরও ব্যবস্থা আছে।

অধিকাংশ বালক ও যুবকেরাই কৃষকগৃহে প্রেরিত হয়। সেখানে পল্লীর মুক্ত বায়ুতে, পল্লীবাসীর সাহচর্য্যে ও কৃষিকার্য্য জন্য শারীরিক শ্রমে এই সকল শিশুর আশ্চর্য্য উন্নতি লক্ষিত হয়। উদ্যানের কাজ করা, গাছে জল দেওয়া ও পশুপালন করাতে ইহারা খুব আনন্দ পায়।

প্রত্যেক আশ্রম-ভবনেই ৪ ঘণ্টা পাঠ ও ৪ ঘণ্টা হাতের কোন না কোন কাজ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ৪ বৎসর এইরূপ প্রাথমিক শিক্ষার পর বালকেরা ফ্যাক্টরীতে কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিবার জন্য যায়, কেহ কেহ বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যও গিয়া থাকে। অভিজ্ঞেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, শতকরা ৬টী মাত্র আশ্রম-ভবনের কড়াকড়ি সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া যায়। বর্ত্তমানে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে যে বালকেরা যেন আশ্রম-ভবনে ভয় না পায় এমন আমোদ প্রমোদ ও স্নেহযত্নের প্রবর্ত্তন আরো বেশী করিয়া করিতে হইবে। ক্লাব, নাচঘর ও প্রমোদাগার আরো বেশী করিয়া স্থাপিত হইতেছে।

অনাথ ভবনগুলির জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। শিক্ষকেরা যথেষ্ট বেতন পাইতেছেন না, কারখানা ও বিদ্যালয়গুলিতে যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের বিশেষ অভাব। বালক বালিকারা লোহার খাটে, শক্ত মাদুরে শুইয়া থাকে। গায়ে দিবার জন্য দুইখানির বেশী কম্বল দেওয়ার উপযোগী অর্থ নাই। ছেলেদের যথেষ্ট কাপড় দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। গৃহের চতুর্দ্দিকে দারিদ্র্য প্রকট। ইহা বাহিরের দিক্, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায় বালকেরা চিত্রবিদ্যা, ক্রীড়া ও কথাবার্ত্তা—সকল বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে। প্রত্যেকের একখানি 'ডায়েরী' (Diary) আছে, তাহাতে "My life" নাম দিয়া প্রতি বালক নিজের জীবন লিপিবদ্ধ করে। এই জীবনীগুলি মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া অতি মূল্যবান। কি করিয়া বালকেরা খারাপ হয় অথবা কিরূপে তাহাদিগের উন্নতি সম্ভব, এই সকল বিষয়ে বহু ইঙ্গিত ইহাতে পাওয়া যায়। এই সকল জীবনী পাঠে আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে ইহারা সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করিবে। শিক্ষা ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া রুশদেশ একদল ভবঘুরেকে 'মানুষ' করিয়া দেশের আবহাওয়া ফিরাইয়া দিয়াছে।

মাষ্টার

শ্রীমতী সরোজপ্রভা দেবী।

(১)

এক কৌটা ছেলে, একটু হাসিত বা একটু হাত পা নাড়িয়া ফেলিত, মা অমনি দৌড়িয়া আসিয়া বলিতেন—"দেখ, অত টুকুন ছেলে, কি আশ্চর্য্য, এ বয়সে এ রকম হাসতে খেলতে আর কখনো তো দেখি-ই নি, শুনিও নি। ও বড় হলে একটা হাকিম-টাকিম কিছু হবে, সে তুমি দেখ'—এই আমি বলে রাখলুম।"

বাপ পণ্ডিত লোক। শুনিয়া হাসিতেন।

তার পর ছেলে এক বছর দু'বছর করিয়া পাঁচ বছরে পড়িল। বাপ নিজে ছেলেকে হাতে খড়ি দিয়াই পাঠা লিখাইতে সুরু করিলেন। অল্প দিনেই বুঝিলেন, ছেলে হাকিম না হউক, যত্ন করিলে মানুষ হইবে।

মা ছেলের আশ্চর্য্য মেধা, স্মরণশক্তি ও অধ্যবসায়ের কথা শুনিয়া বলিতেন,—"এখন আমার ভাগ্যে বাঁচলে হয়।" বাপের কিন্তু ছেলের সুস্থ শরীরের পানে চাহিয়া সে আশঙ্কা মনে উদয় হইত না এক সময়ের জন্যও।

আরও পরে। বিদ্যামন্দিরে উঠিবার প্রথম ধাপগুলি ছেলে অবলীলাক্রমে পার হইয়া গেল, কোথাও একটু বিশ্রাম লাভ করিবার প্রয়োজন বোধ করিল না। গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে বৃত্তি লইয়া এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া সহরে গেল সে আই-এ পড়িতে।

দুই মাস চার মাস অন্তর ছেলে বাড়ী আসে, মা দেখেন এই দুই চার মাসের মধ্যে ছেলের আর বারের চেয়ে এবার আরও বেশী পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ন্যাড়া মাথা, ছেঁড়া দোলাই গায়ে, ময়লা কাপড় পরণে, খালি পায়ে কেলোর স্থানে টেড়ি কাটা,চশমা চোখে, পামশু জুতা পায়ে, লম্বা কোঁচা ঝোলান কালিবাবু ক্রত গড়িয়া উঠিতে লাগিল। মা ভাবিলেন, ভবিষ্যৎ হাকিমের পূর্ব্বলক্ষণ তাঁহার পুত্রের দেহে, ব্যবহারে এবং চালচলনে ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে। তিনি অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। পিতাও মনে মনে সস্নেহের হাসি হাসিলেন; ঈষৎ শঙ্কিতও হইলেন। কিন্তু আই-এ পরীক্ষায়ও যখন সে বৃত্তি সহ স্বর্ণপদক লাভ করিল, তখন তাঁহার সে শঙ্কা দূর হইতে কিছুই বিলম্ব হইল না।

মা, ছেলের হাকিম হওয়া যে অসম্ভব ব্যাপার নয়, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বুঝিয়া লইলেন, এবং ভবিষ্যৎ হাকিমের মাতা হওয়ার গৌরবটা এখন হইতেই বোধ করিতে লাগিলেন। পিতা বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিলেও ভিতরে একটু গর্ব্বানুভব না করিয়া পারিতেন না, এবং ছেলে হাকিম না হউক ভবিষ্যতে যে একটা বড় রকমের কিছু হইবে—ইহা আশা করিতেন।

ছেলে হাকিম হইবে এ আশার সঙ্গে মা আরও একটা আশা পোষণ করিতেছিলেন, কোন রাজার ঘর হইতে পরীর মত একটী কন্যা—যাহার দেহ অলঙ্কারের ভারে একেবারে নুইয়া পড়িবে—এমনি একটি বউ শীঘ্রই আনিবেন। দু একটী সম্বন্ধ আসিতেছিল, তাহা দেখিয়া মার আর সন্দেহ ছিল না যে অচিরাৎ রাজারাজড়ারা আসিয়া তাঁহার পায়ে সাধিবে। এক বড় উকিল তাঁহার সুন্দরী সুশিক্ষিতা সর্ব্বালঙ্কৃতা কন্যা ও নগদ তিন হাজার এবং প্রচুর বরশয্যার প্রলোভন দেখাইতেছিলেন, মার মন টলিয়াছিল; কিন্তু রাজার কথাটা ভুলিতে পারিতেছিলেন না। বাপ কিন্তু রাজি হইয়া গেলেন এক কথায়। তিন হাজার টাকা, যথেষ্ট বরাভরণ এবং সর্ব্বালঙ্কৃতার জন্য তত নয়, যত ছেলের ভবিষ্যতের মস্ত বড় একটা সহায় হইবে বলিয়া। ছেলের মাকে তাহাই বুঝাইবার চেষ্টাও তিনি করিতেছিলেন।

এমন সময় আসিলেন এক জমিদার। তিনি ব্যাপার বুঝিয়া হাঁকিলেন আরও চড়া দর,—উকিল হতোধিক,—জমিদার আরও উপরে!

বাপ সঙ্কটে পড়িলেন, মা বেশ একটা গর্ব্ব মিশ্রিত আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সব ওলট-পালট করিয়া দিল যে, সে প্রতাপান্বিত জমিদার-কন্যাও নয় বা খ্যাতনামা উকিল-দুহিতাও নয়,—গরীব কেরাণীর শ্যামাঙ্গিনী মেয়ে। ইহাকেই সঙ্গে লইয়া সহসা ছেলে একদিন আসিয়া হাজির। বেশ হাসি মুখে সহজ শান্ত সুরে জানাইল, কেমন করিয়া গরীব বেচারা বাপ জীর্ণ ভদ্রাসন টুকু খোয়াইয়া মেয়ের বিয়ের সংস্থান করিতেছিলেন। সে তাহা জানিতে পারিয়া এবারকারের মত ভদ্রলোককে আর পথে বসিবার সুযোগ দেয় নাই।

শুনিয়া মা যেমনি কষ্ট হইলেন, তেমনি ক্ষুণ্ণও হইলেন। বাপ একটা আরামের ছোট নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া এবার মনে মনে যে গৌরব বোধ করিলেন তাহা ছেলের বুদ্ধি পাওয়ার গৌরবের চেয়ে কম নয়।

সজ্জালঙ্কার ত' দূরের কথা, মেয়েটীর দু হাতে দু গাছি রাঙা শাঁখা ভিন্ন কোথাও অলঙ্কারের চিহ্ন মাত্র নাই। দেখিয়া মা তাহার শান্ত ভীরু মুখের পানে কট্ মট্ করিয়া চাহিলেন। মেয়েটী চোখ নামাইয়া নিল। বাপ করুণ স্নেহে তাহাকে কাছে টানিয়া নিলেন, কোল ঘেঁসিয়া সে বসিল।

ইহারও কিছু পরে। ছেলে বি-এ পাশ করিয়া ল পড়িতেছিল। সহসা সে বাড়ী আসিয়া একদিন হাজির। পড়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে, কিছুকাল হইতে সে ফিতেপেড়ে বিলাতী মিলের কাপড় ছাড়িয়া খদ্দর ধরিয়াছিল এবং ভলান্টিয়ার হইয়া এদিক ওদিক যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল —জলপ্লাবনে, দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিতে। তাহাতে মা চিন্তিতা ও দুঃখীতা হইলেও নিরাশ হন নাই। পিতা, পুত্রের কাজ বাহিরে এবং ভিতরে সমর্থন করিয়াছিলেন।

মা শুনিলেন, ছেলে পড়িবেই না, পরন্তু চাকরীর চেষ্টাও করিবে না; করিবে গ্রাম্য স্কুলে মাষ্টারী। মা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন ও ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ছেলের সুমতি প্রার্থনা করিয়া যতগুলি দেবদেবীর নাম তাঁহার জানা ছিল সকলকেই উঁচুদরের প্রলোভন দেখাইয়া রাখিলেন। কিন্তু কোন দেবদেবীই প্রলোভিত হইলেন না, এমনিই ভাগ্য। বাপ ক্ষুণ্ণ হইলেন কিন্তু কষ্ট হইতে পারিলেন না।

(২)

সহসা ছোট গ্রামটীর মধ্যে এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। এতদিনের ঘুম যখন তাহার ভাঙ্গিল, তখন সে এমনি কল-কোলাহল জুড়িয়া দিল, যাহাতে অনেকেই আশা করিলেন, শান্ত গ্রামটীর ঘুমাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। ব্যায়ামের আখড়া, চাষীর আশ্রম, লাইব্রেরী, ধাত্রী চিকিৎসালয়, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। গ্রামের প্রবীণগণ শিখা দুলাইয়া হাত নাড়িয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তরুণ মাষ্টারের পাশে কিশোর ছাত্রের দল অগ্রসর হইয়াই চলিল। তাহাদের ফিরিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

মাষ্টারের সঙ্গে ছেলেরা আপন হাতে কুড়াল কোদাল ধরিয়া গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করিল, নালা কাটিল, পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিল; গ্রামের রঙ বদলাইয়া গেল। কৃষি সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানগর্ভ বই লাইব্রেরীতে সঞ্চিত হইল। চাষার সঙ্গে ক্ষেতে নামিয়া গেল ছেলেরা, দেশের শস্য-ক্ষেত্রে শ্রী খুলিয়া গেল।

ব্যায়ামের আখড়ায় ছেলেরা শুধু দুবেলা হাজিরা দিতেছিল না, উপযুক্ত গুরুর কাছে তাহারা শিক্ষা প্রাপ্তও হইতেছিল; গ্রামের ছেলের চেহারা বদলাইল। মাষ্টার ছেলেদের সঙ্গে সকল কাজে ঘুরে আর বলে—"ভাইরা আমার, আমরা যখন এমনি ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হব যে, আমাদের ছোট ভাই কুমোর, কামার, জেলে, তাঁতী, ধোপা, নাপিতদের কাজ করতে পারব সমান দক্ষতায়, তখনি আমাদের সুদিন ফিরবে। যখন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কাজের সাহায্য করতে পারব সমান অংশে, তাদের ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর হাত হতে উদ্ধার করবার ভার আপনার হাতে নেব, তাদের সুখ-দুঃখ নিজের বলে গ্রহণ করব, তখন আমাদের শিল্প বাণিজ্য সমৃদ্ধিশালী হবেই, নইলে আমরা পিছিয়েই পড়ব কেবল। মনে ভেবে দেখ, তাঁতি কাপড় বুনছে গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে, সে আর ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত নয়, সুস্থ সবল; তাঁত হ'তে কাপড় বেরুচ্ছে দ্রুত,—যেমনি সুন্দর, তেমনি পরিমাণে বেশী। চাষা

লাঙ্গল দিচ্ছে জমিতে, জিহ্বাতে টক্ টক্ করে মনের আনন্দে এক রকম শব্দ করছে, কারণ সে জানে, এখন অনাবৃষ্টিতে তার বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নাই, তার ক্ষেতের পাশেই পুকুরে প্রচুর জল ধরা হয়েছে, অতিবৃষ্টি হ'লেও সে তার ক্ষেত রক্ষা করবার উপায় জানে; তার বলদ শীর্ণ, অস্থি চর্ম্মসার নয়, পুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ। তারপর চারিদিকের মাঠ ভরে দেখা দিল সবুজ অঙ্কুর। আরও পরে, শ্যামল শিষগুলি হাওয়ায় নাচবে--হেলবে—খেলবে। ক্রমে সোনার রঙে রঙীন হয়ে উঠ্‌বে। যেন মা-লক্ষ্মী তাঁর সোনার আঁচোলখানা বিছিয়ে দিলেন। তারপর চাষা ভাইরা শস্য কাটতে গাইতে গাইতে। লক্ষ্মীর চরণ ছাপ আঁকা ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার ছোট ছোট প্রাঙ্গনগুলি ভরে যাবে তাদের, স্থান সঙ্কুলান হবে না..."

মাষ্টার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলে—"চালান বন্ধ করতে হবে। গাঁয়ের লোক পেট পুরে খাবে, জমা থাকবে কিছু ভবিষ্যতের জন্য, আর কিছু যাবে যেখানে আমাদের দুর্ভিক্ষ জল প্লাবন পীড়িত ভাইরা হাহাকারে দিগন্ত পূর্ণ করছে সেইখানে। এমনি করে গাঁ গড়ে তুলতে হ'লে ভদ্রলোক সেজে আর বসে থাকা চলবে না। নেমে পড়তে হবে চাষার সঙ্গে, আমাদেরই তাদের বাঁচাতে হবে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হ'তে, ঋণের দায় হ'তে। তাদের চালে খড় থাকল কিনা, পরণে কাপড় জুটল কিনা, খেতে তারা পেলে কিনা দু বেলা—এসব আমাদেরই দেখতে হবে। আমাদেরই তাদের শিক্ষা দিতে হবে, কেমন করে অল্প পরিশ্রমে প্রচুর শস্য উৎপাদন করা যেতে পারে, এবং অতি-বৃষ্টি অনাবৃষ্টির হাত হ'তে ক্ষেত কেমনে রক্ষা করা যেতে পারে। আমাদের গাঁয়ের ভদ্রলোকের ছেলেদের পাঁচ সাত ক্রোশ হেঁটে যখন পায়ে ব্যথা হবে না, নৌকা বাইতে যখন আর তাদের জলে পড়বার শঙ্কা থাকবে না, যেদিন গাঁয়ের মা বোনদের উদ্ধার করতে অপরের সাহায্য নিতে হবে না,এবং সংবাদপত্রে সে সব কাহিনী ছাপিয়ে কাদুনী গাইব না,এমনি ভাবে যখন গাঁয়ের সমস্ত ছেলে গড়ে উঠ্‌বে, তখনি তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। তারপর তারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার জন্য, তাদের বলে বলীয়ান করবার জন্য, ঘুমন্তদের কাণে জাগরণী বাণী শোনবার জন্য। তাই, সেদিন ফেরাবার ভার আমাদেরই।"

মাষ্টার স্তব্ধ হয়। ছেলেদের বুকের রক্ত নাচিয়া উঠে তালে তালে, মুখ হয় উজ্জ্বল—চোখে স্বপ্ন জড়িমা।

(৩)

দীর্ঘ পচিশ বছর পরের কথা। মাষ্টার আজিও মাষ্টারী করে, কিন্তু তাহার সে উৎসাহ আর নাই। পিছনে ছেলের দল আর তেমন ফেরে না, সেও ছেলেদের সঙ্গে আর তেমন ঘুরে না। কৃষিক্ষেত্রে, ধোপা নাপিতের বাড়ীতে, ব্যায়াম সমিতিতে এখন তাকে ক্বচিৎ দেখা যায়। মাঝে মাঝে তাহার স্কুল কামাইও হইয়া যায়, ছেলেদের পড়াইবার ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু বিশ্রামও সে করে। দেশের আবহাওয়াটীকে পর্য্যন্ত যে একদিন সুস্থ সবল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, তাহার নিজের দেহটাই আজ যেমনি শীর্ণ, তেমনি রুগ্ন। ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়ার মত সে আপনার দেহ ভার আপনি বহিতে পারে না। দেশের মাটীকে যে একদিন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, সে আজ আপনিই বয়সের পরিমাণ হইতে আরও অনেক বেশী বৃদ্ধত্বে পরিণত হইয়াছে, মাথার চুলের মধ্যে কাঁচা চুল আছে কি না খুঁজিয়া দেখিতে হয়। জলজলে চোখ দুটী এখন যেমনি গর্ত্তে তেমনি নিষ্প্রভ, যাহার কর্ম্ম প্রেরণা একদিন সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত হইতে চাহিয়াছিল, সে আজ চালের উপর লাউ কুমড়ার ডগা তুলিয়া দেয়, তাহার তলায় জল মাটী দেয়, ছেলে মেয়ে রাগে, মাঝে মাঝে জ্বর হয়, তারপর হাঁপানিও আছে।

ইন্‌স্পেক্টর আসিলেন, স্কুল দেখিতে। মাষ্টারগণ এবং গ্রামের সাধারণ সকলে সমবেত হইয়া জানাইলেন, উহাকে দিয়া আর কাজ চলে না কোনমতেই; অনেক দিন যাবৎ পোষা গিয়াছে আর সম্ভব নহে। অক্ষম ব্যক্তিকে রাখিয়া স্কুলের কোন ফল নাই।

সমস্ত শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর, উহাকে কাজ হইতে বরখাস্ত

করাই যুক্তিসঙ্গত ও সুবিবেচনার কাজ বলিয়া মনে করিলেন। একবারের জন্যও কাহারও মনে হইল না যে, এই স্কুলের ভিত্তি ঐ লোকটা গড়িয়া তুলিয়াছিল বলিয়াই আজ তাহারা প্রাচীর তুলিতে পারিয়াছে। যে লোকটা একদিন সকলের অন্ন সমস্যার কথা চিন্তা করিয়াছিল আজ তাহার অন্ন কোথা হইতে জুটিবে, সে কথা ভাবিবার অবসর কাহারও হইল না।

এমনই আমাদের দেশের ব্যবস্থা।

বঙ্কিমচন্দ্র

(বঙ্কিম-স্মৃতি-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত)

শ্রীনরেন্দ্র দেব।

একদা যেদিন ভাগীরথী কূলে
ধীরে উঠেছিল জমে
বহু বরষের বিপুল আঁধার
ঘনীভূত হ'য়ে ক্রমে ;
হৃত বৈভব যশ বাণিজ্য
বিগত শিল্প কাজ,
ধূলি-সমাহিত জ্ঞান গৌরব
অতীত সুষমা সাজ ;
বীর্য্য-বিহীন দীন হীন জাতি
পরাধীন পরদাস,
পড়েনাকো আর কাব্য কাহিনী
রচেনাকো ইতিহাস ;
মানস সরসে স্বচ্ছ সলিল
এসেছে আবিল হ'য়ে,
বাণী-পাদ-পীঠে কমল মলিন
ঝ'রে পড়ে র'য়ে র'য়ে ;
জ্বলে না প্রদীপ মন্দিরে আর
বন্ধ হ'য়েছে পূজা,
অন্ধকারের অন্তরে কাঁদে
অনাদৃতা বেতভূজা !
সেদিন নিঃস্ব গৌড়ের সেই
তিমির তামসী রাতে
তুমি উঠেছিলে উদ্ভাসিয়া দিক
নবীন রশ্মি পাতে !
অমা-নিশীথের আঁধার ভেদিয়া
ধূমল গগন ভালে,
নব বঙ্কিম চন্দ্র কিরণ
ঝলকিল জ্যোতি জালে !

দেবীর দীর্ণ দেউলের দ্বারে
দাঁড়ালে আসিয়া তুমি,
জ্ঞানের বিভায় দেশ বৎসল !
আলোকি মাতৃভূমি !
মুক্ত করিয়া রুদ্ধ দুয়ার
হে আরাধ্য আদি গুরু !
ষোড়শোপচারে সাদরে পূজা
করেছিলে একা সুরু।
লয়ে প্রতিভার পক্ক প্রদীপ
অভিনব আয়োজনে,
দেবী ভারতীর আরতি আবার
করেছিলে কায়মনে।
সার্থক ওগো, সে পূজা তোমার
সিদ্ধ সাধনা তব,
তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত আজি
লক্ষ পূজারী নব।
তব পদাঙ্ক অনুসরি সবে
পূর্ণ করেছে ব্রত,
তোমার দেবী দিব্য দ্যুতিতে
বিশ্ব প্রজ্ঞানত !
নূতন করিয়া গড়েছো প্রতিমা
করেছো হে প্রাণদান,
অনন্তকাল ঘোষিবে তোমার
মনীষার জয়গান !
বঙ্গবাণীর প্রথম পূজারী !
তোমার কীর্ত্তি স্মরি,
চরণ পদ্মে শ্রদ্ধায় আজি
লুটায়ে প্রণাম করি !

আকাঙ্ক্ষা

শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী।

মানব জাতির উন্নতির মূল কারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা হইতে ইচ্ছাশক্তির উন্মেষ হয়, ইচ্ছাশক্তির পরিণাম কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। কর্ম্ম-প্রবৃত্তির বলে মানুষ উন্নত হইয়া থাকে। যে যত ক্ষুদ্র যত তুচ্ছই হউক না কেন, যদি ইচ্ছাশক্তির উপরে নির্ভর করিয়া অবিচলিত চিত্তে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হয়, তবে উন্নতি সে করিবেই।

জগতে ইচ্ছাশক্তির অগম্য কোন্ পথ আছে? আকাঙ্ক্ষার অপ্রাপ্য কোন্ বস্তু আছে? সাধনার অসাধ্য কোন্ সিদ্ধি আছে? দুর্লঙ্ঘ্য আল্পস্ পর্ব্বতেও পথের সন্ধান মিলিয়াছিল; তৃষিত সেনাপতির ব্যগ্র বাহুর আহৃত পানীয়কেও মুমূর্ষু সৈনিকের বলবতী তৃষ্ণা আকর্ষণ করিতে সমর্থা হইয়াছিল; অর্দ্ধাশন ক্লিষ্ট, ম্যালেরিয়া জীর্ণ, কপর্দ্দক হীন বালকও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইতে, দুস্তর সাগর হইতে, দুর্দ্ধর্ষ খরস্রোত দামোদরকে গোষ্পদ জ্ঞান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

চাষের কেট্‌লির কম্পন দেখিয়া মানব-চিত্ত বাষ্পীয় শকট উদ্ভাবন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, তুচ্ছ নিদর্শন পাইয়া সীমাহীন পারাবারে মহাদেশ আবিষ্কার করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল; সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই সাধনার সিদ্ধি আজ কত দেশ মহাদেশকে সমুন্নত করিয়া তুলিতেছে।

বালক ভগীরথের অদম্য আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর বুকে সুরধুনী ধারা বহাইয়াছে; বালক ধ্রুবের উচ্চপদ লাভের আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর সাম্রাজ্যকে তুচ্ছ করিয়া ধ্রুব-লোক স্থাপন করিয়াছে; মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের দীর্ঘজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে চিরজীবী করিয়াছে।

ক্ষুদ্রতম বারি বিন্দু আকাঙ্ক্ষার বলে বেগবতী স্রোতস্বিনীতে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রতম বীজ-কণিকাটী আকাঙ্ক্ষার বলে বিশাল বিটপীর আকার ধারণ করে। কি জড়, কি চেতন, কি উদ্ভিদ, সকলেই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় সাধনার বলে দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিতেছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, আকাঙ্ক্ষাই যদি সুবিশাল মানব-জাতির উন্নতির একমাত্র কারণ হয় তবে, ত্রিকালদর্শী বিশ্ব রহস্যাভিজ্ঞ প্রাচীন মনীষীগণ পুনঃপুনঃ আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন কেন?

যদি এরূপ প্রশ্ন উঠে তবে তাহার উত্তর এই যে—না, তাঁহারা এরূপ আদেশ করেন নাই, করিতে পারেন না; কারণ ইহা হইতেই পারে না। মানবের মানবত্ব যতক্ষণ, ততক্ষণ তাহাদের আকাঙ্ক্ষা থাকিবেই—ইহা ত্যাগের অতীত। আকাঙ্ক্ষার ভিত্তির উপরে জগৎ প্রতিষ্ঠিত। ত্যাগীশ্রেষ্ঠ বুদ্ধদেবেরও মোক্ষলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। মুমূর্ষু মানব লোকান্তরে যাত্রা করিবার সময়েও ভবিষ্যদ্বংশীয় গণের উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করে।

প্রাচীন মনীষীগণ আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করিতে বলেন না; তাঁহারা বলেন, আকাঙ্ক্ষার উচ্ছৃঙ্খল গতিকে সংযত করিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধদেশে চালনা করিতে। ভক্ত শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সাসে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।"

মানব প্রকৃতির চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগকে সান্ত হইতে অনন্তে যাইতে, ক্ষুদ্র হইতে মহৎ হইতে উদ্বোধিত করে, মানব চিত্তের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা বহু ঊর্দ্ধগামিনী। মানবের আকাঙ্ক্ষা, মানবের স্পর্দ্ধা অত্যন্ত অধিক; তাহারা ভগবানের দয়া চাহে না; চাহে, তাঁহারই ন্যায় শক্তিশালী হইতে। তাহাদের নিবেদন—

"বিপদে মোরে রক্ষা কর
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়;
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুখেরে যেন করিতে পারি জয়।"

এই আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায়—স্নেহ-পিপাসু সুকোমলচিত্ত মানব কঠিন সাধনার পথে অগ্রসর হয়, জলন্ত অনলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, ক্রুশকাষ্ঠকে অবহেলা করে, বিষ পান করিতেও ইতস্ততঃ করে না। উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার অটল সাধনার পরিণামে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার।

কিন্তু তাই বলিয়া উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার ফলে কোনও রূপ অনিষ্টের আশঙ্কাও কি নাই? নিশ্চয়ই আছে; ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। আকাঙ্ক্ষা মানব জাতিকে যেমন উন্নত লক্ষ্যে অগ্রসর করে, ধ্বংসের পথেও তেমনি দ্রুত গতিতে নামাইয়া দেয়। দুর্য্যোধনের অতিরিক্ত লোভের পরিণাম ইহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। লঙ্কেশ্বর রাবণের কীর্ত্তিকাহিনী আজিও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

যিনি উন্নত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি আকাঙ্ক্ষার প্রভু হউন। আকাঙ্ক্ষার দাসত্বই অধঃপতনের প্রথম সোপান।

অতৃপ্তি

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

বাসনার অগ্নি-দাহে হৃদয় জ্বলিয়া যায়,
দীপ্ত হয় আমিত্ব সত্তার,
স্নেহ-প্রীতি-করুণার মধুরতা লুপ্ত হয়,
চারিদিকে জাগে হাহাকার;
দীপ্যমান বহ্নি শিখা
জাগাইয়া বিভীষিকা
দিকে দিকে প্রধাবিত হয়,
কেহ নাই—কিছু নাই! কেবল আতপরাশি
ত্রিভুবন করে ভস্মময়।

কোথায় সুখের আশা, জীবনের পবিত্রতা—
হৃদয়ের আনন্দ কোথায়।
যত দূরে দৃষ্টি যায়—জাগে শুধু আকুলতা,
তৃষ্ণা জাগে অনল জ্বালায়;
মনোবীণা ঝঙ্কারিয়া
ভাষা ওঠে উচ্ছ্বসিয়া,
এই কথা বলে বার বার,
নিবে যাক্ অগ্নি-শিখা—উষ্ণতা বিলুপ্ত হোক্,
শান্তি থাক্ হৃদয়ে আমার।

হে প্রিয়, জীবন-সখা! কি বলিতে পারি আমি,
কোন্ কথা আছে বলিবার?
তোমারি চরণ তলে বিলুণ্ঠিয়া দিবা যামি
জানাতেছি মিনতি আমার;
পাপ-পুণ্য, হর্ষামর্ষ,
তোমারি আনন্দস্পর্শ,
তুমি নাথ, আলো-অন্ধকার—
এই অনুভূতিটুকু জাগাইতে চাহি প্রাণে,
আশা কেন মিটে না আমার!

ঝরা-ফুল

শ্রীরামগোপাল মুখোপাধ্যায়।

দুঃখের সংসারে সুখের সোণার স্বর্গ রচনা করেছিলুম আমরা দু'জনে এই বিপুল পৃথিবীর এক পাশে। সে যেন এক খানি ছোট সবুজ শ্যামল গ্রাম, আর আমি অনেক দূরের পাহাড় থেকে বয়ে আসা একটী ছোট ঝর্ণার নদী।

দিন রাত দু'জনে শুধু কাণে কাণে আবোল তাবোল কথা—তার মানে নেই, বিরাম নেই; এমনি দিন যায়।

একদিন হঠাৎ আমাদের ঘরে—সকলের চোখ হতে লুকোনো বিজন বনের ফুলের মত একটী ছোট ফুল ফুটে উঠ্‌ল। তার দলে দলে স্বর্গের সৌরভ, ঠোঁটে ভরা শরৎ সন্ধ্যার সোণার হাসি।

তার দিকে চেয়ে চোখ জুড়োলো, বুকে তুলে বুক জুড়োলো, চুমু খেয়ে সমস্ত জীবন অমৃত মাখা হয়ে উঠ্‌ল।

আমি বলি—ও আমার, সে বলে—তার। তার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখে জল আসে—এত মায়া, এত স্নেহ, এত করুণা, এত ভালবাসা। বর্ষার জলে ভেজা ঘুঁই ফুলটির মত আমাদের বুক ঢালা স্নেহে ভিজে ভিজে সে নিত্য বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

নিষ্ঠুর সংসার আমাকে তা দেখতে দিলো না।—এক দিন তাদের কাছে বিদায় নিয়ে সহরের দিকে যাত্রা করলুম কাজের সন্ধানে।

ঘরের দরজায় সে দাঁড়িয়ে ছিল—প্রতিমাটির মত কোলে নিয়ে সেই ফুলের গুচ্ছটীকে।

অনেক দূরে বাঁকা পথের শেষে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে তাদের দিকে একবার শেষ দেখা দেখে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছলুম।

* * *

কারখানায় কাজ করি লোহা লক্কড়ের মধ্যে। মন সব সময় পড়ে থাকে সেই চার পাশে গাছের ছায়া ঢাকা ছোট পাতার কুঁড়েখানিতে। তাদের কথা যতই ভাবি বুকখান ততই নিবিড় স্নেহে ভরে ওঠে। মেঘকে ডেকে বলি তাদের খবর এনে দাও—বাতাসকে ডেকে বলি আমার ভালবাসা তাদের জানাও।—রাতে স্বপন দেখি তারা আমার সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে—চোখ ভরা জল। দিন গুণছি, কবে আবার তাদের দেখা পাব।

বাদলের বিকেল বেলা।

নিবিড় কালো মেঘে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গিয়ে ধরণী অন্ধকার হয়ে উঠেছে—আমার মনেও যেন ঘনিয়ে উঠেছে কেমন একটা অজানা ভয়।

এমন ব্যাকুলতা ভরা চিঠী ত আর কখনো পাইনে! ঘরের দিকে আমার সমস্ত মনটা ছুটে চল্‌ল এই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর কারখানার লোহার প্রাচীর ভেদ করে।

বড় বাবুর কাছে ছুটি চাইতে গিয়ে চোখের কোণ দুটো জলে ভরে উঠল। শুকনো গলায় তিনি বলে উঠলেন, ছুটি হবে না, কাজ শেষ করে যেতে হবে।

অন্তর যে উৎসটা মনের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল এ কথায় একটা মস্ত পাষাণ পড়ে সেটা যেন পলকে চাপা পড়ে গেল।

বসে বসে ভাবতে লাগলুম—অন্তরে যার এত সম্পদ দাও ভগবান, বাইরে তাকে এত হীন কেন কর ঠাকুর?

প্রাণের ভেতরটা যেন ফেটে উঠ্‌ল—চোখ দুটো মেঘলা ঘোলাটে আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

তারা যেন ভালই থাকে দয়াময়।

একদিকে চাকরী আর এক দিকে অন্তরের টান, কে বলে দেবে—সত্য এ দুটোর কোনটায়। আমার মনের দাবিকে যে নিষ্ঠুর একটী ফুঁকে উড়িয়ে দিলে, তারও কি মন বলে কোন একটা জিনিষ নেই? তারও কি ঘরবাড়ী নেই—তারও কি স্নেহ মায়া নেই—গরীবের উপর প্রভুত্ব করতেই কি তাদের জন্ম? ভগবান! কবে মানুষকে মানুষ আপনার ব'লে আলিঙ্গন করতে পারবে?

* * *

ট্রেণে বসে এক টানা স্রোতের মত ভেবেই চলেছি, বাইরে করছে আষাঢ়ের অবিরাম ধারা।

ট্রেণ ষ্টেশনে এসে থামল—মযলা কাপড়ে বাঁধা পুটলিটী হাতে নিয়ে নেমে চললুম সেই দারুণ বৃষ্টির মধ্যে। পথের দু'দিকে জল জমেছে—ছপ্ ছপ্ করে ব্যাঙগুলো লাফালাফি করছে, জলে ভেজা গাছের পাতায় পাতায় জোনাকির আলো ঝিক্ ঝিক্ করছে—বিদ্যুতের আলোয় খুঁজে খুঁজে চললুম মাঠের পথে।

মাঝপথে হরিশ খুড়োর বাড়ী। সেখানে এসে শূন্য পকেটে একবার হাত দিয়ে দাঁড়ালুম। ভাল অবস্থায় একদিন তাকে কিছু টাকা—আজ এই দুঃখের দিনে যদি কিছু—

অনেক ডাকাডাকিতেও তিনি কোন কথার উত্তর দিলেন না। চললুম ঘরের দিকে।

দাওয়ার উপর এসে দাঁড়ালুম। সব অন্ধকার, সব নীরব, শুধু জলের ঝরঝর্ শব্দ! আকাশ থেকে মাটি পর্য্যন্ত সব অন্ধকার যেন চোখের জলে ভিজে রয়েছে।

নারিকেল গাছের মাথায় বাজ পড়ল কড়্—কড়্—কড়্, সমস্ত উঠান আলোয় ভরে গেল!

কোণে খুঁটীর কাছে মুখটী উপুড় করে বসে কে? চকিত আলোয় আমার মুখের পানে চাইলে—ওগো! তুমি এসেছ! আমাদের সব গিয়েছে যে—

জল ধরে গেছে, মেঘ আর নেই, আকাশ তারায় ভরা। টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁকে একাদশীর চাঁদ কোথায় ছুটে চলেছে। জলে ভেজা ধরণী আবছা চাঁদের আলোয় যেন বিষাদে ভরা।

সে তার গরীব পিতার জীবনের সকল যাতনা দূর করে আজ চলে গেছে কত দূর দেশে!

ঐ আকাশের দিকে চেয়ে শুধু চারটী চোখ!

এক বর্ষায় যে যুঁই ফুটেছিল আর এক বর্ষায় তাকে ঝরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

কোথায় গেল সে?

কুড়িয়ে পাওয়া মণি *

শ্রীমতী মাহ্মুদা খাতুন।

হারিয়ে যাওয়া পথের মাঝে কুড়িয়ে পাওয়া মণি,
আমি তারে সবার চেয়ে বড় বলে জানি;
যে ধন থাকে হাতের কাছে
মূল্য তাহার কমেই আছে,
হারিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে আনে
প্রসাদ অনেকখানি;
হারিয়ে যাওয়া পথের মাঝে
কুড়িয়ে পাওয়া মণি।

সাকীর অধর টোলটি মধুর মিথ্যে কভু নয়,
তোমরা গানে পাগল করে সত্যি মনে হয়।
কিন্তু যে ধন হারিয়ে ফেরে
হৃদয় সে যে দেয় গো ভ'রে
তেমন করে চিত্ত ভরে
সাধ্য কারো নয়—
হারিয়ে যাওয়া মণির এ যে
মধুর পরিচয়।

---

* পাবনা-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

শিশু-শিক্ষা

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস।

শিক্ষা শৈশব হইতেই আরম্ভ হয়, এই কথা আমরা সকলেই স্বীকার করি; কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। ফলতঃ সন্তানগুলি বিপথগামী হইয়া প্রাপ্ত বয়সে সংসার-সাগরে হাবু-ডুবু খাইতে থাকে, অথবা অকালে জরা-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণ হারায়। এই জন্যই বর্ত্তমানে সোণার বাঙ্গলা শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে,—রোগ, শোক, অকালমৃত্যু বাঙ্গলায় একাধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। দেশের এই দুরবস্থার জন্য, এই জরাজীর্ণ অবস্থার জন্য, শিল্প-বিজ্ঞানের অধঃপতনের জন্য, সন্তানগণের সংসাহসে পুরাঙ্মুখতার জন্য দায়ী প্রথমতঃ আমাদের মাতৃজাতি, তার পর পিতা, শিক্ষাদাতা (স্কুলের শিক্ষক) ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনাদি। মাতার উপরই সন্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানতঃ নির্ভর করে। কাঁচা মাটি হইতে যেমন ইচ্ছা তেমনই মূর্ত্তি গড়া যায়; সেইরূপ শিশুকেও মা যেভাবে তৈয়ার করিবেন, যে ভাবে শিক্ষা দিবেন, ভবিষ্যতে সংসারে অবতীর্ণ হইয়া সেই সকল শিক্ষার গুণেই সে দশের নিকট পরিচিত হইবে; স্বীয় জ্ঞানগরিমায় আত্মপ্রসাদ লাভে সমর্থ হইবে এবং আজীবন স্বাস্থ্যবান থাকিয়া চিরদিন মর্ত্ত্যসুখ উপভোগ করিবে। কিন্তু এত সুখ, এত শান্তি এই বঙ্গ-সন্তানদের ভাগ্যে ঘটে কোথায়? আমাদের মাতৃজাতি সন্তান-পালনে নিতান্ত অসমর্থা। প্রসবান্তে সন্তানটির সেবা শুশ্রূষার ভার, যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহারা ঝি-চাকরদের হাতে অর্পণ করিতে পারিলেই যেন নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন। মাতা সন্তান-পালনে অসমর্থা —বেতন-ভোগী ঝি-চাকর যে কত যত্ন করে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়! পক্ষান্তরে, তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া শিশু তাহাদেরই গুণ, জ্ঞান, আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিয়া লয় এবং অপরিষ্কার ঝি-চাকরদের অবর্ণার্জ্জিত সংক্রামক রোগনিচয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া বসে। মায়ের সন্তান পালনে এত অমনোযোগিতার কারণ তাঁহাদের অশিক্ষিত অবস্থা, শিশুপালনের গুরুত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতা, আলস্য, বৃথাগর্ব্ব, আভিজাত্যাভিমান বা সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ততা। বঙ্গে মাতৃজাতির মধ্যে শতকরা ২ জন মাত্র শিক্ষিতা। তাঁহাদের অধিকাংশই নাটক নভেল লইয়াই অমূল্য সময় অতিবাহিত করেন। শিশু-পালন, শিল্প-বিজ্ঞান-চর্চ্চা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কাজেই দেশের আর কল্যাণ কোথায়?

পুরুষ জাতিও শিশু-রক্ষার জন্য কম দায়ী নহেন। অবশ্য বহির্জগতে স্বীয় পরিবার পোষণার্থ, দেশের ও দশের মঙ্গলার্থ তাঁহাদের সময়ের অধিকাংশ ক্ষেপণ করিতে হয় এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহাদের শিশু সন্তানদের লালনপালন ও শিক্ষার কাজটাও যে ঐ সকল বিশিষ্ট কর্ম্মনিচয়ের অন্যতম কর্ম্ম—এ কথা স্মরণ করা উচিত। তাঁহারা মনে করেন সন্তানের অধ্যয়নকাল উপস্থিত হইলে পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট তাহারা সকল বিদ্যা সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিতে পারিবে। ইহার পূর্ব্বে আর এমন কি শিক্ষা দিবার আছে? বস্তুতঃ ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়ার পূর্ব্বেও অনেক মূল্যবান বিষয় শিক্ষা দেওয়ার আছে। এবং সেই সকল শিক্ষার দ্বারাই তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইবে।

পরে পাঠশালা ও গুরুমহাশয়দিগের কথার আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—অধুনা আর আমাদের সেই পূর্ব্বকালের পাঠশালা নাই, আর সেরূপ গুরুমহাশয়ও নাই। তৎস্থানে এখন স্কুল ও মাষ্টার মহাশয় দেখা দিয়াছেন। এখন আর গুরুমহাশয়ের নিকটে থাকিয়া ছাত্রকে নীতি শিক্ষা করিতে হয় না, গুরুমহাশয়ের ভয়ে ছাত্রকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয় না। এখন ছেলেরা মাষ্টার মহাশয়ের নিকট কেবলমাত্র পড়িবে; আর তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে ১১টা হইতে ৪টা। যখন তখন তাহাদিগকে কেহ আর বিরক্ত করিতে আসিবে না। এখন গুরু শিষ্যের সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হওয়াতে শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। অর্থের সম্পর্ক আসিয়া

পড়াতে একধারে গুরু ও পিতার ভার দূর হইয়া গিয়াছে।

শিশু বা বয়স্থ ছাত্রের গুরুর নিকট কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে, অঙ্ক কষিতে, বাঙ্গালা সংস্কৃত ইংরাজি সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়িতে শিখিলে হইবে না, পুস্তকের পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে যে নীতির কথা, স্বাস্থ্যের কথা লেখা আছে, তাহা যাহাতে পুস্তকের মধ্যে নিবদ্ধ না থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষক মহাশয়দিগের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। "সদা সত্য কথা বলিবে" মানান করাইয়া ছাড়িয়া দিলেই হইবে না,—যাহাতে ছাত্র সত্য কথা বলে, সেদিকে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে; এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ছাত্র সদা সত্য কথাই বলিতেছে। এই হিসাবে শিক্ষক মহাশয়দের আর এক কর্ত্তব্য আছে। তাঁহাদের কেবল মাত্র পুস্তক হইতে শিক্ষা দিলেই হইবে না, কার্য্য দ্বারা দেখাইতে হইবে যে,পুস্তক লিখিত উপদেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করা আবশ্যক। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধ্যাপনা কালে নিজে পাঠগৃহের মধ্যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া ছাত্রকে ঐরূপ কার্য্য যে বিশেষ দোষাবহ এবং স্বাস্থ্যের হানিকর তাহা বলিলে চলিবে না। শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভের জন্যই কিশোরকে পাঠান হয়। শিক্ষক নাম সার্থক করিতে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার যত্ন লইতে হয়। আত্মীয়-স্বজনের নিকট শিশু সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিবে। পিতার নিকট ত শিশু খুব কম সময়েই থাকে। মাতার নিকটেও যতটা সময় থাকে, তাহা অপেক্ষা অধিক সময় বাড়ীর অন্যান্য লোকদিগের নিকটে থাকে। "তুই"কে "তুমি" বলিতে, গায়ে পা লাগিলে প্রণাম করিতে, লোকের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিবে বাড়ীর গুরুজন। শিশুকে প্রতি কাজেই সুশিক্ষা দেওয়া যায়; এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নিকট সদয় ব্যবহার পাইলে, লোকের সম্ভ্রম, নাম মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া চলিবার শিক্ষা অতি সহজেই হইয়া থাকে।

প্রথম তিন মাসের শিক্ষা

ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষাই চিরজীবনের অভ্যাসগত হইয়া বসে। সুতরাং প্রথম জীবনে সুশিক্ষার অভাব হইলে আজীবন সে তাহার কুফল ভোগ করিবে এবং সংসারের আবর্জ্জনা হইয়া থাকিবে। সাধারণতঃ ছোট শিশুদের দেখা যায় যদি তাহারা কোন বিষয়ে ২।১ বার আসক্ত হয়, তাহা হইলেই পুনঃ পুনঃ তাহারই জন্য কাঁদিতে থাকে; এবং সেই বস্তু ভিন্ন অন্য কিছুতেই শান্ত হয় না। অতএব তাহাদিগকে কোন কুক্রিয়ায় আসক্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে।

ছেলেকে প্রথম শিক্ষার প্রারম্ভেই নিয়মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দেওয়া ভাল। তদ্দ্বারা সে যথা পদ্ধতিতে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে এবং শরীরও এক ভাবে তৈয়ারী হইয়া দৃঢ় হইবে। আমাদের চরিত্রও আমাদের অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র। এই অভ্যাস শিশুকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। শিশু জগতের কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু তাহার ধরাধামে আগমনের পরমুহূর্ত্ত হইতেই এই জ্ঞান প্রাপ্তির অভ্যাস দ্বারা তাহার জীবন গঠনের কার্য্য আরম্ভ হয়। শিশুকাল হইতেই যদি শিশুকে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে স্নান, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি অভ্যাস করান যায়, তাহা হইলে আজীবন সে সময়নিষ্ঠ হইয়া কাজ করিবে এবং তাহার অনিয়মনিত কোনরূপ রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। শিশু মস্তিষ্কে অতি শীঘ্র অভিজ্ঞতার রেখাপাত হয়। বিশেষতঃ খারাপ বিষয়গুলি আরও সহজে অভ্যাসগত হইয়া পড়ে। সুতরাং মাতা অত্যন্ত সাবধানে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রস্তুত হইবেন। অশিক্ষিত নীচমনা দাস-দাসীদের নিকট হইতে শিশুকে সর্ব্বদা দূরে রাখা উচিত। জানি না, মাতা কিরূপে সামান্য তুচ্ছ পরিশ্রমের ভয়ে দেবতা-বাঞ্ছিত সরলপ্রাণ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দাস-দাসীর উপরে অর্পণ করিয়া শান্তি পান। এই জননী নামের কোন সার্থকতা নাই। শিক্ষিতা, সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী স্নেহময়ী জননী, শিশুকে সর্ব্বদা নিজের নিকটে রাখিয়া সৎ বিষয় সকল শিক্ষা দিবেন, এবং কু-অভ্যাস হইতে বিরত করিবেন। তিন মাসের মধ্যে শিশুর যাহা যাহা শিক্ষার দরকার তজ্জন্য বাহিক কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই, শুধু মাতার

অভিজ্ঞতার উপরই ইহা পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। দ্বিতীয় মাসে শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। অঙ্গের আহ্লাদ দর্শন করিয়া শিশু হাসিয়া নিজের স্ফূর্তি প্রকাশ করে। তৃতীয় মাস হইতে উহারা আপন জন চিনিয়া লয় এবং নূতন লোক দর্শনে ভীত হয়। এই সময় ক্রমে ক্রমে তাহারা হাত পা নাড়িতে আরম্ভ করে এবং কোন কিছু ধরিবার চেষ্টা করে।

শিশুর দ্বিতীয় তিন মাসের শিক্ষা

এই সময় হইতে শিশুর হাতে খেলনা দিবে। শিশু আগ্রহান্বিত হইয়া উহা ধরিবে ও তাহা দিয়া খেলা করিবার চেষ্টা করিবে। এই সময়ে উহারা যাহা পায়, তাহাই মুখে পুরিয়া দেয়। কাজে কাজেই ক্রীড়নক অপেক্ষাকৃত বড় অথচ হাল্কা হওয়া উচিত। হাত কিম্বা ঠোঁট কাটিয়া যাইতে পারে এমন টীনের খেলনা, কিম্বা লাল রসে দ্রবীভূত হয় এমন রং করা মাটীর বা কাঠের খেলনা দেওয়া উচিত নহে। ক্রিয়ার দ্রব্যটি লইয়াই শিশু অঙ্গ-চালনা অভ্যাস করিয়া লয়। খেলনা একদিকে পড়িয়া গেলে শিশু তাহা ধরিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে; কেহ উহা উপরে উঠাইয়া ধরিলে, শিশু হাত বাড়াইয়া উঠিতে চেষ্টা করিবে। এরূপ করিতে করিতেই তাহাদের হাত পা মাথা ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে দৃঢ় হইতে থাকে। মনে রাখিতে হইবে, এই সময় শিশু যে সকল জামা কাপড় ব্যবহার করিবে তাহা যেন উহার কোনরূপ প্রাকৃতিক গতি রোধ না করে। আমাদের দেশের জননীরা শিশু সন্তানগুলিকে এমনি ভাবে কাপড় জড়াইয়া রাখেন যে অনেক সময় তাহাদের নড়িবার শক্তি থাকে না, তাহারা সকল রকম অঙ্গ-চালনা হইতে বিরত থাকে; ফলে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। শিশুদের সাধারণ অঙ্গ-চালনা হইতেই মস্তিষ্ক-চালনা কার্য্য আরম্ভ হয়। মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হইয়াই তাহারা এটা সেটায় হস্তক্ষেপ করে। কাজেই যাহাতে তাহাদের এ সকল কাজে আগ্রহ জন্মে সেরূপ কাজ করাই উচিত।

শিশু-জীবনের তিন মাস গত হইলে তাহার প্রতিদিনের কার্য্যেই কিছু কিছু শিখিবার থাকে। তাহার শয্যা, বাসগৃহ, শয়ন প্রভৃতির যে ব্যবস্থা এখন হইতে করা যায়, কালে তাহাই বদ্ধমূল হইয়া গেলে, স্বাস্থ্য নিয়মাবলী পালনের জন্য আর বিশেষ কোন প্রয়াস পাইতে হয় না। শিশুর শয্যা তাহারই উপযুক্ত হওয়া উচিত। শয্যা যেন সর্ব্বদা পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকে। উত্তর কালে পরিচ্ছন্ন বিছানা আর দেহের অস্বস্তি না হয় এরূপ বিছানার প্রতি যাহাতে শিশুর আসক্তি হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা করা বিধেয়। অবশ্য এই বয়সেই এই শিক্ষা হয় না; কিন্তু এই অবস্থা হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিলে পরে কষ্ট হয় না। শিশুর থাকিবার ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোর বন্দোবস্ত রাখার দরকার। আহারের পর শিশুকে দক্ষিণ পার্শ্বে শায়িত করিতে হইবে। অপর সময় বাম পার্শ্বে শয়ন করানই যুক্তিযুক্ত; কারণ, নিয়ত একপার্শ্বে শোয়াইলে মস্তক ও দেহের অসমান বর্দ্ধন ঘটিতে পারে। শয়ন কালে শিশু যেন মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক নিদ্রা না যায় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহা ভবিষ্যতের একটী অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা। ইহা অতি কু-অভ্যাস ও স্বাস্থ্যক্ষয়কর। দিবা-রাত্রি শিশুকে শয্যায় শায়িত করিয়া রাখা ভাল নহে। ক্রোড়ে করিয়া জনন কালে মুক্ত, নির্ম্মল বায়ু প্রবহমান ক্রীড়াক্ষেত্রে লইয়া গেলে শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। বহির্ভ্রমণ কালে শিশু যেন উপযুক্ত রূপে সজ্জিত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়, যেন শীতল বায়ু সেবনে কোন প্রকার ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত না হয়। এই সময় হইতেই শিশুকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিক্ষা দিবে। ৫।৬ মাস বয়সের সময় শিশুর স্মৃতিশক্তি ও অনুকরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়। জননী অত্যন্ত সাবধানে এবং দক্ষতার সহিত শিশু পালনে ও শিশু শিক্ষায় ব্রতী হইবেন। অন্যথা এই দেবাকাঙ্ক্ষিত পবিত্র ফুলটি অসময়ে ঝরিয়া পড়িবে অথবা শুষ্ক ও মলিন হইয়া কয়েকদিন সংসারের আবর্জ্জনা হইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় ছয় মাসের শিক্ষা

প্রকৃত পক্ষে শিশুর পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবার পূর্ব্বে তাহাকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার স্বাভাবিক নানা প্রকার

অসুবিধা আছে। তবে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই শিশু নিজের বুদ্ধি-বৃত্তি যখন পরিচালনা করিতে থাকে, তখন হইতে শিক্ষা দিতে পারিলে তাহা হইতে বিশেষ সুফল লাভের আশা করা যাইতে পারে।

প্রথম ছয় মাসের শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, কতকগুলি শিশুর স্বাস্থ্যের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়া শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের সুবিধা করিয়া দেওয়াই এই কালের শিক্ষা। অভ্যাসের সমষ্টি লইয়া যখন চরিত্র গঠিত হয়, তখন যাহাতে শিশু সুস্থ সবল থাকে এবং পরে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া নিজেকে চালাইয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। আমরা এই সম্বন্ধে শিশুর বাসগৃহের অবস্থার কথার উল্লেখ করিতে পারি। যদি শিশুকাল হইতেই ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে তাহার ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখি বা তাহাকে পোষাক দিয়া একেবারে মুড়িয়া রাখিবার ব্যবস্থা করি, উত্তরকালে তাহার সামান্য কারণেই ঠাণ্ডা লাগিবে এবং প্রতি পদে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। কিন্তু ছয় মাস হইতে এক বৎসর কাল বয়সে যদি শিশুকে বিভিন্ন ঋতুর আক্রমণ সহ্য করিবার মত তৈয়ারী করা যায়, তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহ যতই পুষ্ট হইতে থাকে, কার্য্য-প্রণালীকে শীত, বর্ষা, গ্রীষ্মের মধ্য দিয়াও তাহার গুরু কার্য্য সম্পন্ন করিবার শক্তিও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

সাত আট মাস বয়স হইতে শিশু যখন আপনা হইতে হামা টানিতে চেষ্টা করিবে বা বৎসরের শেষ ভাগে যখন আপনা হইতেই দাঁড়াইতে শিখিবে, তখন তাহার কার্য্যে স্বাবলম্বনের প্রশ্রয় দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অতি মাত্রায় যত্ন দেওয়া হানিকর। হাঁটিতে সে চেষ্টা করিতেছে তাহাকে সাহায্য না করিয়া কোলে লইয়া বেড়ান অতিশয় অন্যায়।

শিশুকে শাসন করিবার কালে ভয় দেখান কোন ক্রমেই উচিত নহে। শৈশবে "জুজু বুড়ীর" ভয় দেখানর ফলে প্রাপ্ত বয়সেও লোকে সঙ্গী না লইয়া ঘরের বাহির হইতে সম্মত হয় না, এরূপ দেখা যায়। বাড়ীর পালিত পশু হইতে সাবধান করা যাইতে পারে, কিন্তু সেই সকল পশু ভীতির বস্তু এরূপ শিক্ষা দেওয়া অতিশয় মন্দ।

শিশুকে স্ফূর্ত্তিতে রাখিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। অতি সামান্যতে অসন্তুষ্ট হয় এরূপ শিশু ভবিষ্যতে বড়ই বিরক্তকর হইয়া দাঁড়ায়। সঙ্গীর সহিত খেলিবার, নিজের খেলনা লইয়া মাতিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি করা ভাল। কেবল চৌকী দিয়া সাবধান করিতে চেষ্টা করা কোন কাজের নহে। যখন সামান্য বিপদের সম্ভাবনা মনে করিয়া ভয় পাইয়া শিশু ছুটিয়া ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে চাহিবে, তখন তাহাকে আশ্রয় দেওয়ার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার যে কোন ভয় নাই, তাহা যথাসম্ভব বুঝাইয়া দেওয়া ভাল।

শিশুদিগকে কেবল কতকগুলি "না"র ব্যবস্থা দেওয়া ভাল নহে। শিশু যাহাতে হাঁটিয়া ছুটিয়া ঘরের কোন জিনিষপত্র টানিয়া না ফেলিতে পারে, সেই দিকে নিজেদের সাবধান হইতে হয়। শিশু কাগজপত্র দোয়াত কলম, তেলের বাটী, ঔষধের শিশি প্রভৃতির যাহাতে নাগাল না পায় সেইরূপ ব্যবস্থা করা মঙ্গলজনক। ইহার পর হইতে প্রকৃত শিক্ষার কাল আরম্ভ হয়। তখন হইতে বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হইতে থাকে এবং শিশুকে কিছু বুঝাইয়া বলিয়া দিলে বেশ বুঝিতে পারে।

এক হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা

পাঁচ বৎসর পর্য্যন্তই ছেলের গৃহশিক্ষার কাল। তৎপরে তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট ভাষা শিক্ষা, নীতি শিক্ষা প্রভৃতি ভবিষ্যৎ কল্যাণকর বিষয়ের শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। শিক্ষকের হস্তে ছেলেকে সমর্পণ করিয়া অভিভাবকের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। তাহাতে বর্ত্তমান শিক্ষার গুরুত্বে ছেলেদের পরিণাম মঙ্গলজনক হয় না।

এক হইতে দুই বৎসরের মধ্যে ছেলেরা বেশ হাঁটিতে পারে, ছোট পুতুল বা টিনের ও কাঠের ছোট জন্তু, পাখী, গাড়ী ইত্যাদি লইয়া খেলিতে পারে, আধ আধ স্বরে কথা বলিতে পারে। দুই হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহাদের উচ্চারণ স্পষ্টতর হয়, শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি পায়। এ সময় হইতে তাহারা শুধু ঘরের সৌন্দর্য্যে, ঘরের ক্রীড়া কৌতুকে সন্তুষ্ট থাকিবে না, ঘরের বাহির হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া

খেলা করিবে এবং বহির্জগতের নানা বিষয় শিক্ষার জন্য উৎসুক হইবে। কোন নূতন জিনিষ দেখিলেই জিজ্ঞাসা করিবে, এইটার নাম কি, ইহার দ্বারা কি কাজ হয়? সেই প্রশ্নোত্তরগুলি তাহাদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে হয়। তৎসঙ্গে ঐ জিনিষের গুণাগুণ গল্পচ্ছলে বুঝাইয়া দিলে তাহারা উহা আর কখনও ভুলিবে না। তাহাদের নিকট কুকথা বলা বা কুকাজ করা উচিত নহে। সর্ব্বদা তাহাদিগকে কুকার্য্য হইতে, কুসংসর্গ হইতে দূরে রাখিবে। ছোট ছেলেরা কখনও শান্ত শিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; সর্ব্বদা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করা তাহাদের স্বভাব। কিন্তু বাঙ্গালীর মায়েরা চাহেন শান্ত ধীর ছেলে। যে ছেলে চেঁচায় না, লাফায় না, দৌড়াদৌড়ি করিয়া গোলমাল করে না তাঁহাদের বিবেচনায় সেই ছেলেই খুব ভাল। বাঙ্গালী পিতারা চাহেন পণ্ডিত ছেলে—যে ছেলে বইয়ে মুখ গুঁজিয়া দিনরাত পড়িয়া থাকে। ছেলেরা খেলা করিতে গেলে বা কোনপ্রকার শারীরিক পরিশ্রমে লিপ্ত হইতে গেলে মাতাপিতার কঠোর শাসন তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনে। ফলে জরা ব্যাধিগ্রস্ত শরীর প্রাপ্ত হইয়া আজীবন তাহারা দুঃখভোগ করে। যাহা অনড়, অসাড়, স্থির, তাহা মৃত। শিশু জীবনের পক্ষে চাঞ্চল্য, অস্থিরতা স্বাভাবিক। মাতাপিতার প্রথম কর্ত্তব্য তাঁহাদের শিশু সন্তানগুলি যেন শক্তিশালী হইতে পারে। তবেই সংসারের সকল বিপদ তাহারা হেলায় ঠেলিয়া যাইতে সমর্থ হইবে। দুই বৎসরের পরেই ছেলে-দিগকে সৎসাহস শিক্ষা দিতে হইবে। ছেলেরা স্ব স্ব চেষ্টায় সামান্য অসুবিধা বা বিপদ দূর করিবে। কোনরূপ অঙ্গহানি বা মৃত্যু যেন না ঘটে, মাতাপিতা শুধু তাহাই দেখিবেন। এইরূপ শিক্ষা দিলেই ছেলে স্বীয় জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হইবে এবং দেশের ও সমাজের উৎকর্ষ সাধন করিবে।

ব্যবহারিক জীবনে প্রস্তুত হইবার জন্য নানারূপ শিক্ষার ইহাই প্রশস্ত কাল। কেবলমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা করিলেই যথেষ্ট হইল না, বা কেবল খেলায় পটু হইয়া স্বাস্থ্য উন্নতির ব্যবস্থা করিবার সুবিধা করিয়া দিলেই হইবে না, সামাজিক ব্যবহার বিষয়েও শিক্ষা দিতে হইবে। কথায়-বার্ত্তায় যাহাতে যোগ্যের প্রতি অসম্মান প্রকাশ না পায়, যোগ্য ব্যক্তির যথোচিত সম্মান দিতে পারে, এই সকল শিক্ষা যে কেবলমাত্র মাতাপিতাই দিবেন, তাহা নহে, আত্মীয় স্বজন গুরুস্থানীয় সকলেরই এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে। শিশুর সহিত সরল স্নেহশীল ব্যবহার করিলে তাহাকে যে কেবল শিক্ষা দিবারই সুবিধা হয়, তাহা নহে, তাহার শাসনেরও বিশেষ সুবিধা হয়। যে বালক সর্ব্বদা নিজগুণে যত ভালবাসা পায়, তাহার কোন কুকার্য্যের জন্য সেই ব্যবহারের প্রত্যাহার বা প্রত্যাহারের ভয়ই যথেষ্ট শাসন; ইহাতেই অধিকাংশ সময় সুফল ফলিয়া থাকে।

প্রত্যেক সমাজেরই মধ্যে ভদ্রজনোচিত কতকগুলি ব্যবহার প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এই ব্যবহার-গুলির সামান্য তারতম্য থাকিলেও কোন তালিকা সৃষ্টি করিয়া ইহার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। তথাপি ভদ্র ব্যবহার বলিলে একটি সাধারণ অর্থ মনে করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিশোরের সকল কার্য্যের মধ্যে স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া এই শিক্ষা দেওয়া যায়। সে যাহাতে কুকথা বা কটু কথা না বলে, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী, মুখ বিকৃতি দ্বারা রোষ ক্রোধ বিরক্তি প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ না করে, কথায় কথায় "মাইরী" প্রভৃতি দিব্য করিয়া আপনার কথার হীনতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা না করে ইত্যাদি নানা প্রকার শিক্ষার ইহাই প্রশস্ত সময়। সামান্য লক্ষ্য রাখিলে, অতি সামান্য পরিশ্রম করিলে এই সকল দূর করা এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিয়া তোলা মোটেই কষ্টকর নহে। কিন্তু এই কাল হইতে কদভ্যাসে প্রশ্রয় দিলে, শিশু সেই সকল বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া গেলে, কদভ্যাস দূর করা কখনও সম্ভব হয় না।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আমাদের সাধারণ মাতা পিতার পক্ষে একটু কষ্টকর ব্যাপার। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিয়ম পালন করেন না, জানেনও না; তাঁহারা আবার কি শিক্ষা দিবেন? নিজের পরিধানের কাপড় ময়লা রাখা, যেখানে সেখানে গুড়, তৈল, চূণযুক্ত হাত মুছিয়া

ফেলা,—ইহা বাঙ্গালী মায়ের অতি সহজ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম। ঘরের মধ্যে সর্দ্দি বা কফ ফেলার অভ্যাস অনেক পিতার মধ্যেও বর্ত্তমান। কাজেই এই ভাবের নানাপ্রকার দোষ আছে বলিয়া ছেলেকে শিক্ষা দেওয়া কষ্টকর। কিশোরকে স্বাস্থ্য-বিধি শিক্ষা দিতে হইবে, নিজেরও সেই সকল নিয়ম পালন করা চাই। প্রাতে শয্যাত্যাগ, মলমূত্র-ত্যাগ, দাঁত মাজা, মুখ ধোয়া, মুখে হাত বা অন্য কোন দ্রব্য দিয়া না রাখা, কাপড়, পেন্সিল, কাগজ প্রভৃতি চর্ব্বণ করিতে না দেওয়া, এ সকল শিক্ষার জন্য কোন বিশেষ সময় প্রয়োজন করে না। হাত ধুইয়া খাইতে বসার অভ্যাস অতি শিশুকালেই করাইয়া দেওয়া যায়, আর এ অভ্যাস চিরকালই থাকিয়া যায়। আমাদের ঘরের মায়েরা কারণে অকারণে "ঘরত ছেঁয়া পড়িয়াছে" সন্দেহে বস্ত্র ত্যাগ করিবেন, কিন্তু যে বস্ত্রই পরিধান করুন, অনেক সময় তাহার আকৃতি দেখিলে সকলেরই ঘৃণার উদ্রেক হয়। নিজেদের এই ব্যবস্থা, কাজেই শিশুর পরিধানের বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগী হয়েন না। শিশু প্রত্যহ কাপড় জামা যাহাতে ত্যাগ করে, সময়ে সময়ে সাবান কাচা প্রভৃতির দ্বারা কাচান হয়, এই সকল শিক্ষা দেওয়া দরকার। যথাতথা সর্দ্দি কফ ফেলিবার অভ্যাসে কদাচ প্রশ্রয় দিতে নাই। মোট কথা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া যৌক্তিক বলিয়া মনে হইবে, কথা ও কার্য্যে দ্বারা তাহার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

[স্বাস্থ্য-সমাচার]

দাও

কুমারী কল্পনা দেবী।

যাতনা সহিতে দিয়াছ এ বুক
দাও দাও ওগো যাতনা,
কঠিন আঘাতে ভাঙ্গিয়া এ হৃদি
দাও তত দিবে বেদনা।

দিয়াছ এ হাত করিবারে কাজ
দাও প্রভু যাহা আছে,
কর্ম্ম-সাগরে ডুবাও আমারে ;
কাজই এ প্রাণ বাঁচে।

এ মুখ দিয়াছ সুধা বরাইতে
দাও প্রাণভরা সুধা,
কর এ আশীষ, মিটাইতে পারি
সবার শ্রবণ ক্ষুধা।

চরণ দিয়াছ এ ভবে চলিতে
দাও দাও ওগো শকতি—
বীর ভাবে আমি চলে যাই যেন
তোমাতেই রাখি ভকতি।

রাজবংশী মহিলা প্রসঙ্গ

আসাম পর্য্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী।

রাজবংশী জাতির সামাজিক রীতিনীতি ও চালচলন কিরূপ তাহা অবগত হইবার জন্য লক্ষ্মীপুরের অন্যতম স্বনামধন্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর ও রূপসীর বর্ত্তমান ম্যানেজার মহাশয়ের সহায়তায় বিগত ২।৪।২৯ তারিখে জলপাইগুড়ি যাত্রা করি। ওই অঞ্চলের রাজবংশী সমাজ সম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহার কিয়দংশ নিম্নে বিবৃত করা হইল—

পরিচ্ছদ

জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশী ভদ্র ঘরের মহিলারা কুচবিহারী ধরণে এবং অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকেরা—(এমন কি মুসলমান মহিলারাও)—বঙ্গনারীদিগের অনুকরণে বস্ত্র পরিধান করেন। এক্ষণে কুচবিহারী ধরণে পরিচ্ছদ পরিধানের কথা বলা যাউক। কুচবিহার রাজপরিবারের ও কুচবিহারের অন্যান্য প্রাচীন অধিবাসিগণের বাটীর মহিলারা অনেকটা নেপালী স্ত্রীলোকদিগের অনুকরণে সাড়ী পরিধান করেন। নেপালী মহিলারা কাপড়ের কেরতা দিয়া কোঁচা দেন, স্বতন্ত্র এক খণ্ড বস্ত্র কটিদেশে বন্ধন করেন; এবং তদুপরি—(বুকের উপরে)—সাধারণতঃ রেশমী বস্ত্র জড়ান। নেপালী স্ত্রীলোকেরা শিরোদেশের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনার্থ অথবা মস্তকাচ্ছাদন হেতু সাধারণতঃ স্বতন্ত্র রেশমী বস্ত্র—(তদভাবে রঙ্গীন কাপড়)—শিরোদেশ হইতে পশ্চাৎ দিকে লম্বিত করিয়া দেন। তাঁহাদের অঙ্গ নাই। নেপাল অঞ্চলের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ সাধারণতঃ পাঁচ-খানি, যথা:—সাড়ী, কটীবস্ত্র, জামা, বক্ষাচ্ছাদন বস্ত্র ও শিরাচ্ছাদন বস্ত্র। নেপালী রমণীর সাড়ীর দৈর্ঘ্য দেখিয়া তাঁহারা সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী ঘরের কি না স্থির করা যায়। নেপাল অঞ্চলে যে ব্যক্তি যত ধনশালী, তাহার স্ত্রীর পরিধেয় সাড়ী তত অধিক দীর্ঘ হইবে। ধনশালী নেপালী রমণীকে ১৫।১৬ হাত পর্য্যন্ত লম্বা সাড়ী পরিধান করিতে দেখা যায়। প্রাচীন ঘরের কুচবিহারী স্ত্রীলোকেরা যে দুইখানি পরিচ্ছদ পরিধান করেন, তাহা হইতেছে সাড়ী ও জামা। তাঁহা-দিগের ঘোমটা ভ্রূযুগলের নিম্নগামী নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি—তাঁহারা নেপালীদিগের অনেকটা অনুকরণে কোঁচা দিয়া সাড়ী পরেন।

রাজবংশী স্ত্রীলোকের ভূটীয়া তাঁত পরিচালন

জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশী স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ বাটীতে অবসর সময়ে ভূটীয়াদিগের অনুকরণে তাঁতে "ঝালং" নামক সূত্রবস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন। ইহাতে অতি সুন্দর কারুকার্য্য আছে। বাঙ্গলার তাঁতীদিগের তাঁতের যন্ত্রের প্রচলন তাঁহাদিগের মধ্যে নাই। ভূটীয়া তাঁতে ৬ হাতের অধিক দীর্ঘ বস্ত্র প্রস্তুত হয় না। পাহাড়ে সমতল স্থানাভাবে ভূটীয়ারা তাঁতের টানা দিতে পারে না। এজন্য তাঁহাদিগের তাঁতগুলি ছোট। আমরা পরে 'কতা' নামক বস্ত্রের কথা বলিব। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪ হাত। দেশী তাঁতে ৬ খানি 'কতা' একসঙ্গে টানা দেওয়া যায়। ভূটীয়া তাঁতে টানা দিতে হয় না। ঐ অঞ্চলের রাজবংশী স্ত্রীলোকেরা ভূটীয়া তাঁতে পাটের সরু দড়ি দিয়া উৎকৃষ্ট চট, মোটা দড়ি দিয়া থলে এবং টাকুর সংযোগে ছিন্ন বস্ত্র পলিতার আকারে পাকাইয়া তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট শয্যাবস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারেন। সেগুলি বিছানায় পাতিবার অথবা গায় দিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই শয্যাবস্ত্র নানা রংয়ে চিত্রিত করা। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে একখানি উৎকৃষ্ট শয্যাবস্ত্রের মূল্য সাধারণতঃ ১১।১২৲ টাকা।

ভূটীয়া তাঁতের সরঞ্জাম

এক্ষণে আমরা ভূটীয়া তাঁতের সাজ সরঞ্জামের কথা বলিব। ইহা ১২ টা, যথা:—১। তাঁত পই (মোটা খুঁটী) দুইটী; ২। দোহুলোং (মাটীতে পোতা 'তাঁত

পই' ঘরের মধ্যস্থলে সংযুক্ত ৪ ফুট লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওড়া কাঠ বিশেষ); ৩। খুপনি—ইহা দুইটেছে দুইটি কাষ্ঠ-খণ্ড বিশেষ, ইহাদিগকে উরুদেশের উপর রাখিয়া বোনা কাপড় টান দেওয়া ও জড়ান যায়; ৪। নেত্‌কু *—খুপনির শেষ প্রান্তে যে চটের কালি সংযুক্ত থাকে, তাহাকে নেত্‌কু বলে; ৫। খুঁটি (প্রায় ১ হাত দীর্ঘ খুটী, ইহার দ্বারা তাঁতের টানা দিতে হয়; খুটীর দ্বারা একখণ্ড খুপনি আটকান হয়। ইহার পর খুপনি ও দোহুলোয়ের সহিত 'জোখা' নামক মাপের ২ গাছি দড়ির টান দিতে হয়; ৬। পিপরি কাঠি—ইহার দ্বারা টানার জোড়া বন্ধ থাকে; ৭। দুইটা ছোট কাঠি (তন্মধ্যে একটীতে 'ঘ' বাঁধে); ৮। তন্তুকাঠি (মোটা কাঠি বিশেষ; ইহা বয়ন কার্য্যের প্রধান সহায়; ৯। থনা—মাকু; ১০। ২ টা ব্যাও—ইহা চেপ্‌টা কাষ্ঠখণ্ড বিশেষ, দুই ফের সূতার মধ্যে ব্যাও থাকে, ইহার দ্বারা সূতা ঠাসা হয়। ১১। তাথুরি (টানু বা সূত্র প্রস্তুতের যন্ত্র); ও ১২। তিসিলা (টানুস্থ সূত্রগুচ্ছের মধ্যস্থলে যে কাঠি প্রবিষ্ট করা হয়, তাহাকে তিসিলা বলে)। সূতা গোল করিয়া রাখিবার পদ্ধতি বিশেষকে জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশীরা "পাঞ্জী" বলেন। মাটীর উপর পিঁড়িতে বসিয়া রাজবংশী জাতির স্ত্রীলোকেরা তুলী তাঁতের কাজ করিয়া থাকেন। এখানকার খেন-মহিলারা তুলীয়া তাঁত ব্যবহার করেন না।

কতা

ইহা জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশী স্ত্রীলোকের সকল সময়ের পরিধেয় মোটামোটা বস্ত্র বিশেষ। ঐ অঞ্চলের তন্তুবায় জাতি স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই তাঁতের সাহায্যে কতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ৪ হাত এবং প্রস্থে ২৷৷০ হাত। ইহার দুই দিকে পাড় আছে। জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাটীতে কতার প্রচলন নাই। বর্ত্তমানে এখানকার বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরা ব্যতীত যুবতীরা ইহা ব্যবহারে বিরত হইয়াছে। পূর্ব্বে খেন মহিলারা কতা ব্যবহার করিতেন না। খেন, কোচ ও রাজবংশী মহিলাদিগের দেখাদেখি এক্ষণে ইঁহারা 'কতা' ব্যবহার করিতেছেন। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের রাভা-বংশীরা কতা ব্যবহার করেন না।

অলঙ্কার

অবস্থাপন্ন রাজবংশী মহিলারা প্রাচীন গহনার মধ্যে কর্ণে ৩৪ জোড়া 'অস্তি', নাসিকায় 'বালি' নামক অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি নাকছাবি ব্যবহার করিতেছেন। পূর্ব্বে সোণার চুড়ির প্রচলন তাঁহাদিগের মধ্যে ছিল না। বর্ত্তমানে তাঁহারা হাঁসুলি ব্যতীত ছারাকাঠি, মোহনমালা, চন্দ্রহার ও বাঘা নামক অলঙ্কার কণ্ঠে ধারণ করেন।

রাজবংশী মহিলাদের কয়েকটি অলঙ্কার।

মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক রাজবংশী মহিলা আজকাল হাঁসুলি ব্যবহার করেন না। তাঁহারা আজিও গায় যে মল পরিধান করিতেছেন তাহার নাম 'ঠ্যাংখাড়'। জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশী মহিলাদিগের মধ্যে বর্ত্তমানে প্রচলিত অন্যান্য অলঙ্কারগুলির নাম, যথা:—ছাড়িয়া, মুতরিয়া, আড়্‌গিরি, চাকি (উপর কাণের), ফুলকরি (নীচের কাণের), ভিজি (উপর কাণের), চাপকাটি, বউন কাঠি, টাকারালা, শিকিলি, বুচিয়াবোর হার, ধকানি হার, সাঙ্গি, মাঙ্গিনি, সোনা কাঠি বা সন্দনা, নথ, গুলাপ, বেশচার, অস্তিসোণা, পাত চেরি ঝুমকা, গাঠিয়া, হালকা, কদম', শতেসরি, গোলখাড়ু, বাঁক, পাওপাতা, পঙ্কমী, আড়বেকী, বাজু, কাটা বাজু, তার, গজরা, কাতিবি, গোলখাড়া বা

* । নেত্‌কু—পরদের চাপ দিয়া কটিসংযুক্ত নেত্‌কুতে জোর দিলে বোনা কাপড়ে টান পড়ে। ইহাতে বয়ন কার্য্যের সুবিধা হয়, টান না পড়িলে 'ব্যাণ্ড' দ্বারা ঠাসা যায় না এবং বয়ন কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। তুলীয়ার সমতল স্থান পায় না বলিয়া গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে পায়ের চাপ দিয়া পশ্চাৎ দিকে কোমরে জোর দেয়। নেত্‌কুতে টান না দিলে খুপনিতে টান পড়িবে না।

মুঠা, করণ, বাউটী ও নিতাগাট। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বহু নেপালী জাতির লোক বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের মহিলাদিগের মধ্যে চাকি, ফুলকরি, সোনপাত্ ও আড়বেকী এই চারিটী অলঙ্কারের প্রচলন নাই।

বিবাহ

জলপাইগুড়ি অঞ্চলের রাজবংশীরা কন্যাকে নিজ বাটীতে আনিয়া পুত্রের বিবাহ দেন। ইহাই তাঁহাদের প্রাচীন জাতীয় প্রথা। বর্ত্তমানে শিক্ষিত নগরবাসী রাজবংশীরা অন্যান্য জাতির অনুকরণে কন্যার নিবাসে পুত্রের বিবাহ দিতেছেন। তাঁহাদিগের কুলগুরু এবং পুরোহিত হইতেছেন 'অধিকারী'। এই অধিকারী জাতিতে রাজবংশী এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। এখানে উল্লেখ যোগ্য —জলপাইগুড়ি অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ছিল না। বিবাহের যে পাকা কথা হয়, তখন রাজবংশীরা তাহাকে 'দরগুয়া' বলেন। 'দর' শব্দে দড় বা দৃঢ় এবং 'গুয়া' শব্দে পান বুঝায়। বর পক্ষীয় কোন কোন ব্যক্তি পাত্রীকে দেখিতে গিয়া বয়স্থা দেখিলে কখন কখন রহস্য করিয়া বলিয়া থাকেন :—"কইন্যা কইন্যা গন্ধায় না, কইন্যা গেছে পালহেয়।" অর্থাৎ পাত্রীকে কন্যার মত দেখাচ্ছে না; কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া সে যুবতী হইয়াছে। রাজবংশীরা কন্যাপণকে সাধারণতঃ 'বোডী' বলেন। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বোডীর অন্য অর্থ ছিল কপর্দ্দক, শুল্ক বা মূল্য। বৌদ্ধ গান ও দোহাতে তাহার প্রমাণ যথা :—"কবডী ন লেই, বোডী ন লেই সুচ্ছড়ে।"

পাত্রের বাটীতে কন্যাকে যখন বিবাহার্থ আনা হয়, তখন তাহার সহিত কয়েক জন এয়ো স্ত্রীলোক আসিয়া থাকে। তাহাদিগকে "বৈরাতি" বলা হয়। বিবাহের সময় পাত্রপাত্রী উভয় পক্ষের স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে গীত সংযোগে লড়াই হয়। অধিকাংশ স্থলে বিবাহ বিষয়ক লড়াইয়ের গীতগুলি গালিগালাজ পূর্ণ। উভয় দলে দলাবাজী করিয়া নানা রকম সুরে অনেকক্ষণ ধরিয়া গান গায়। যে দলের 'বৈরাতি'রা সঙ্গীত দ্বারা পাল্টা জবাব দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া যায়, তাহাদের হার হয়। গান গাহিবার সময় তাহারা হাতে তাল দেয় না।

বিবাহের দিন হোম হয়, কিন্তু বাসী বিবাহের দিন তাহা হয় না। হোমের পূর্ব্বে মণ্ডপে বর ও কন্যার কোলে বর অথবা কন্যার অনেক সঙ্গিনী একছড়া কলা দেয়। এই ছড়াতে ১৬ টীর কম থাকিবে না—বেশী থাকিলে কথাই নাই। ইহার পর বর কন্যা পরস্পর পান দিয়া থাকে। রাজ-বংশীরা বিবাহের সময় বাতীত অন্য সময় খিলি পানের ব্যবহার করে না। তৎকালীন একটী হাস্যোদ্দীপক গীত* নিম্নে প্রকাশ করা হইল। Ethnology'র দিক দিয়া ইহা মূল্যবান।

বিহত বনাইছে কইনা বর, ওহে রে হর মিত্তর।
কইনার মাওটা থেকেরথেলি ছুরিতে শাওর।
চারিকুলা ঘট-বারি কলাত দিছে কলর ছেরি।
কলর ছেরিত গেইছে চন্দনকার অনুন চেয়ারি।
ডাইনের গুরুটা বামে গে হইল।
খিলি খিলাইতে কইনা নড়িবার ধইল।
ওগো বরটা খিলাছে খিলি, কইনা ঝটকাছে হাত
তাতে চেয়ারী খোল্যেক রাগ, ঘাবিয়া বসালেক দাঁত
দোমুখা খাদিনাটাত, চেঁচিয়া উঠিল কইনা
চিতর হয়া পড়িল গে দুলুয়াটার কলাত।
'কইনা মইল গে' 'কইনা মইল গে'
যত লোকে কতার ধইল
কি হইল, কি হইল করে মেলা আসিয়া বরের কাকা।
ও মোর বাপেরে বাপ, মইল, মইল, মইল মোর বাছা।
ও মোর দুলুয়ারে টং টং করে শালার গুষ্টি।
কি দেখিয়া আছিস রে, ওরে ডাকা শালা
ওরা বিয়া কায় পারে, চুমুক লাগে বা
টানিয়া নামাউক বিষ, চামরার ফেটিং ভোর
মূলেছেরে বাবা ঘিটকুমার নাগা।
ওকি মরিবে, ওহো রে চেয়ারী শালা
এতলাতে আছে জাগা, কমর পিঠি হাত বাহা
নাইতে কামড়া চকলাত, ঘোংসরের তলত।
কামড়ালরে শালা, যে যাগাত না সে যাগাত।

[শব্দার্থ—বিহত—বিবাহকার্য্যে। মিত্তর—মিত্র।

* এই বঙ্গের গীত সাধারণতঃ মোটা হলির উৎসব উপলক্ষে গাওয়া হয়।

মাও—মা। দেকেরখেলি—আনাড়ি। চারি—চালুনি। কলাত—কোলে। ছেড়ি—ছড়া। চদনকার—প্রকাণ্ড। চেয়ারি—কোয়ার মত একজাতীয় গোকা বিশেষ; ইহা দুই শ্রেণীর যথা:—চেয়ারী ও অঘুন চেয়ারি। অঘুন চেয়ারি অপেক্ষা চেয়ারি অধিক বিষাক্ত। শুক—শ্রেষ্ঠ (এখানে বর); সম্প্রদানের সময় বর, কন্যার দক্ষিণ দিকে থাকে কিন্তু সম্প্রদানান্তে বর, কন্যার বামে বসে। এই সময় দুই জন 'বৈয়াতি' (এয়োস্ত্রী) বর-কন্যা উভয়ের কোলে—(কাপড়ের মধ্যে) কলার ছড়া দেয়। তারপর কন্যা অথবা বরের মা আশীর্ব্বাদ করে। ডাইনের শুকটা বামে গে হইল—অর্থাৎ, কবি বলিতেছেন, বিবাহটা আরম্ভ হইল। নড়িবার ধইল—নড়িল চড়িল। খিলাইতে—খাওয়াইতে। খিলি—পান। বটকাছে—কিনকে কেলছে। বাহিনাটাত—পাড়ে। দোমুখা বাহিনাটাও—এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ দ্বারা কবি বেশ বাহাদুরীর পরিচয় দিয়াছেন। চিত্তর হয়া—চিত হইয়া। দুলুয়া—বর; জলপাইগুড়ি অঞ্চলের মুসলমানেরাও বরকে 'দুলুয়া' বলে। টং টং করে—খাড়া হয়ে বসে। ডাকা—ডেকে নিয়ে আয়। কায়—কে। চামড়ার কেটিং—চামড়ার জিনিস। খিটুকুমার—মিঠা কুমড়া। নাখা—নত। নাইতে—নহিলে। ঘোংগরের—ঘোমটা বা আচ্ছাদন]

যাহা হউক, জলপাইগুড়ি সহরে কন্যাকে ছাঁদনাতলায় বরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ কালীন পূর্ব্বোক্ত 'বৈয়াতি'রা নিম্নোদ্ধৃত ধরণের হাস্যোদ্দীপক গীত গাহিয়া থাকে:—

তলধিয়া ধর গে মাই তলধিয়া ধর।
দুই মনিয়া চাউলের টঙ্গি তলধিয়া ধর॥

[শব্দার্থ—তলধিয়া—তুলিয়া। মাই (স্ত্রীলোক)। দুই মনিয়া—২ মন। টঙ্গি—বাট তোলা দের ধরিয়া তিন মন ওজনের দ্রব্যকে টঙ্গি বলে]

এখানে উল্লেখযোগ্য—জলপাইগুড়ি জেলার পল্লীগ্রামবাসী রাজবংশীদিগের বিবাহ কালে ছাঁদনাতলা হয় না। তদ্ভিন্ন সহরের শিক্ষিত রাজবংশীরা তৎকালে ছাঁদনাতলা বাঁধেন। ইহাকে 'মাড়োয়া' বলে। মাড়োয়াতে বরের চতুষ্পার্শ্বে কন্যা প্রদক্ষিণ করিলে পর পরস্পরের মধ্যে শুভ দৃষ্টি হয়। জলপাইগুড়ি সহরের রাজবংশীরা শুভদৃষ্টিকে 'জিকমামারা' বলেন। গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষ্মীপুরের ভূম্যধিকারীর বাটীর বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ হয় না। বগরীবাড়ীতেও তদ্রূপ।

বিভিন্ন বর্ণে বিবাহ

মেছপাড়া ষ্টেটের জমীদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ খান সিং (কাশ্যপ গোত্রজ) ও বগড়ীবাড়ী ষ্টেটের পূর্ব্বপুরুষ হতিবর চৌধুরী জাতিতে রাজপুত ও অম্বর বংশোদ্ভূত ছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ কূলে ইঁহারা প্রথমে জায়গীরদার ছিলেন। কন্যা অভাবে ইঁহাদের বংশধরগণ রাজবংশী জাতির সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাজবংশী হইয়াছেন। উক্ত মেছপাড়া ষ্টেটের ৺খগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী আহোম বংশীয় আসামের শেষ রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহের প্রপৌত্রী গোবিন্দ কুমারী আইদেউকে বিবাহ করেন। বিবাহ অন্তে এই কন্যার নাম হয় শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী। ৺খগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরযূবালা দেবীকে পাঙ্গার বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডর এবং দ্বিতীয় কন্যা ৺বনলতা দেবীকে সিদলির রাজা শ্রীযুক্ত অভয়নারায়ণ দেব বিবাহ করেন। ৺খগেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতা ৺কমলাকান্তের কন্যা শ্রীমতী গিরিবালার সহিত কুচবিহারের আহেলকার স্বর্গীয় কুমার রঙ্গীলনারায়ণের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হইয়াছে। ৺রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (Bar-at law) র দুই কন্যাকে শ্রীহট্টের স্বনামধন্য রাজা গোপিকামোহন রায় বাহাদুর বিবাহ করিয়াছেন। ৺তিলকরাম চৌধুরীর কন্যা ৺সরৎকুমারীর সহিত কুচবিহারের শ্রীযুক্ত বিপ্রনারায়ণ ভবনিধির বিবাহ হইয়াছিল।

ভারতের সমস্যা*

শ্রীমতী প্রভাবতী দাশগুপ্তা, এম-এ, পি-এইচ্-ডি।

আজকে আপনারা আমাকে আপনাদের মাঝখানে ডেকেছেন, তার জন্য আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বেশী বক্তৃতার কাজে ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা প্রবল হ'য়ে ওঠে এবং যে কিছু কাজ করেছে তারি উপদেশ দেওয়া শোভা পায় বলে আমি বক্তৃতা দিতে ভয় পাই। বিশেষতঃ এই রকমের ভাবের আদান প্রদান চিন্তার ধারাকে অত্যন্ত ভাসা ভাসা করে দেয়, তা দিয়ে আমাদের বর্ত্তমান সময়ের সমস্যার কোনরূপ মীমাংসা হ'তে পারে না। তবে আপনাদের স্নেহের জোর আমায় ঠেলবার উপায় নাই বলেই আপনাদের কাছে কয়েকটী কথা বলতে হচ্ছে।

আমাদের প্রথম বুঝবার কথা, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি? তা কি করে হল? তাতে কি ক্ষতি হয়েছে, আর সে ক্ষতিটা আমরা কি করে শোধরাতে পারি। আমি কেবল কতকগুলি সমস্যা তুলছি, এবং তার মীমাংসার চেষ্টাও করেছি, কিন্তু সেটাকে আপনারা শেষ মীমাংসা বলে ধরে নেবেন না।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সময়ের কথা বলতে গেলে তার একটা ঐতিহাসিক চুম্বকের দরকার; ভারতের মানবত্ব স্মরণের ভাব এবং কর্ম্ম জীবনে তাহা প্রয়োগের ধারা "Attitude and interest of life" কেন অন্যান্য দেশ থেকে বিভিন্ন রকম হ'য়েছে তাই দিয়ে সেটা বেশ বোঝা যায়।

সভ্যতার প্রথম যুগে যার গায়ের জোর ছিল সেই স্বার্থ-রক্ষার জন্য স্বার্থগুলি একটা সংগঠনের (organisation) সাহায্যে খানিকে নিয়েছিল, এই মানার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি বিধি-বিধানরূপে গড়ে উঠল। এর পরে আর একটা যুগ আসে, যখন মানুষের চিন্তা শক্তি বেড়ে গেছে ও তার সাথে সাথে একটা ধর্ম্মভাব এসে পড়েছে। এই সময়েই ভারতে যত স্বর্গ-নরকের সৃষ্টি ও অদ্বৈতবাদ-অপবর্গের কল্পনা। এই অবস্থায় সে যে পশুশক্তিকে আর সে-রকম ভয় ক'রবে না, এটা স্বাভাবিক। গুরুপুরোহিতেরা এই যুগের ভাবধারা represent করতেন বলে তাঁরা সমাজ সংগঠনের ব্যবস্থাপক হ'য়ে উঠলেন। গুরুপুরোহিতের বিধি নিষেধ লোকে যাতে মেনে চলে যিনি সেটা দেখতেন তিনি হ'লেন রাজা। রাজাই ছিলেন সংগঠন সংস্থানের রক্ষক ও পরিচালক, তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রের কার্য্যাধ্যক্ষ। গুরু-পুরোহিতের রচিত বিধি নিষেধ স্মরণ মনন ক'রে তিনি রাষ্ট্রের কাজ পরিচালন ক'রতেন মাত্র। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন মানুষের অভাব অভিযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকল, যত তাদের প্রকার ভেদ হতে লাগল, সেই সকল অভাব অভিযোগ পূরণ জন্য রুচি প্রবৃত্তি কর্ম্মানুসারে জনসংঘ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ল। ভারতীয় সামাজিক বর্ণ বিভাগের ইহাই মূল কারণ। রাজশক্তির প্রভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি সমবেত হয়ে কাজ করত মাত্র।

তাছাড়া ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, এবং কৃষক রাতদিন জমিতে আটকা থাকে, বাইরের খবর তার বেশী জানবার দরকার হয় না; ধনের সাহায্যে যে তার জীবন যাপন করতে হয়, তার অভিজ্ঞতা এত remote এবং indirect যে সে সম্বন্ধে তার বিশেষ কোনও অনুভূতিই হতে পারে না। তার direct অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রকৃতি এবং জমি, যা দিয়ে সে ফসল উৎপন্ন করতে পারে। প্রকৃতি তাকে ভক্তি মিশ্রিত ভয়ে অভিভূত করে বলে সে ধর্ম্মভীরু, এবং জমিকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে হয় বলে তার মানসিক বৃত্তি এমনি ভাবে তৈয়ার হয় যে, সে পরিবর্ত্তনে ভয় পায়। এ কথা কৃষককুলে যেমন খাটে, সেইরূপ অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বনকারী সম্প্রদায়ের বেলায়ও খাটে। যে-যাহার বৃত্তিতে কেবল নিষ্ঠ চিত্ত হওয়ার দরুণ তাদের মধ্যে পরস্পরাশ্রয়ী (interdependence) ভাব ফুটে ওঠেনি।

* মালদহ সাহিত্য সম্মিলনে সভানেত্রীর অভিভাষণ (জুন, ১৯২৯)

রাজা তাঁহার দণ্ডের প্রভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে সংহত করে কাজ চালাতেন মাত্র। ফলে রাজশক্তি দেশ থেকে অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায় তথা সামাজিক বর্গ সঙ্কীর্ণ স্বার্থের প্রেরণায় 'শ-ব স-হ-ক্ষ' হইয়া পড়িল। সমান প্রয়োজনে সমবেত হইয়া কর্মক্ষেত্রে জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা রহিত হয়ে পড়ল। ইউরোপেও জনসংঘের এই দশা ঘটত, যদি না ইউরোপ বাষ্পীয় কলকারখানার উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে industrialised না হয়ে পড়ত। ইউরোপে নৈসর্গিক অবস্থা এমন যে তাকে বাঁচবার জন্যে প্রকৃতির সঙ্গে রাতদিন লড়াই করতে হোতো। তাই কৃষিপ্রধান হয়েও তাকে সকল সময় পরিবর্তনশীল হতে হয়েছে এবং নিরাকরণ প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাকে অনুক্ষণ সশঙ্ক, অনলসভাবে সচেষ্ট থাকতে হয়েছে। ফলে দেখবেন, ইউরোপে যুগে যুগে এক একটা নূতন ভাবধারা এসে তার অবস্থাকে উলট-পালট করতে চেষ্টা করছে। অবশ্য প্রত্যেক ভাবধারাই যুগের সঞ্চিত শক্তির বিকাশ মাত্র। এই জন্য ইউরোপ খণ্ড রাষ্ট্র ধর্মযাজকের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করতে পেরেছে। শিল্প বিপ্লব (industrial revolution) যে কেবল প্রাচীন জাতি বিভাগ ভেঙে শ্রেণী বিভাগ এনেছে তা নয়; সাথে সাথে একটা socialised এবং socialistic trend of mind গড়ে তুলেছে। তার কারণ, কলকারখানায় উপার্জন করতে গেলে মানুষকে পরিবার থেকে বাইরে এসে দশের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে মিশে কাজ করতে হয়, প্রত্যেক মুহূর্তে তাকে অন্যের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়, এই জিনিষটা তাকে অন্যকে জানবার সুযোগ দেয়,যার থেকে তার পরস্পরাশ্রয়ের জ্ঞান এবং নিবিড় কুটুম্বভাব মনে জন্মিয়ে দেয়। তা ছাড়া তার ভাগ্যের উন্নতির জন্য তার যে পরিব্রাজকতা (mobility) সেটা তাকে অনেক পরিমাণে সঙ্গতি প্রবণ (adaptable to environment) করে তুলেছে। তাই ইউরোপে এক ভাবধারা বদলে অন্য ভাবধারা গ্রহণ, এক শাসনতন্ত্র বদলে অন্য শাসনতন্ত্রের উদ্ভাবন এবং এক জাতি-বিভাগ ভেঙে অন্য শ্রেণী-বিভাগে ব্যবস্থাপন এবং সেই শ্রেণীগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা সম্ভবপর হয়েছে।

কিন্তু ভারতে এসব ঘটবার কোন অবসর হয় নি। ভারতবর্ষে প্রকৃতির কৃপণতার দরুণ মানুষকে তার খাওয়াপরার এবং বাঁচবার জন্যে অন্যের সাথে মারামারি করতে হয় নি। সেই জন্যই ভারতে মানুষ অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব চিন্তা করবার অবসর পেয়েছে এবং সে তার সেই সময়টায় প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছে। মানুষের সাথে মানুষের কি সম্বন্ধ সেটা চিন্তা করবার দরকার মনে করেনি, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কি সম্বন্ধ সেটাই তাকে বেশী করে ভাবিয়ে তুলেছে, তাই ভারতে বেদ বেদান্তের সৃষ্টি, ব্রহ্ম মীমাংসার চেষ্টা। এই প্রকার মনের ছন্দই ভারতে সাধারণ্যের মধ্যে পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি একটা বৈরাগ্যভাব এনে দিয়েছে। নানাবিধ বৈরাগ্য চিন্তাপূর্ণ দেহতত্ত্বের গান, ভজন প্রভৃতি আমরা দেশের আপামর জনসাধারণের মুখে শুনতে পাই। অথচ সাধারণ মানুষের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান পিপাসা হয় না। কিন্তু এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার হাত ছাড়িয়ে নিজেদের কিছু করবার ক্ষমতা তাদের নাই। যাঁরা চিন্তাধারা বদলাতে পারেন তাঁরা ঐহিক উন্নতি বিধানে সম্পূর্ণ উদাসীন, ফলে সাধারণ মানুষ হাল ছেড়ে দিয়ে গতানুগতিকের পক্ষপাতী হয়ে রইল। এই অবস্থায় জ্ঞানী এবং জনসাধারণের মাঝখানে বিশাল ব্যবধান এসে পড়ল, তাতে করে গুরু-শিষ্যের, যজমান-যাজকের উভয়ের পতন হল। কিন্তু তাই বলে ভারত যে মুক্তির (freedom) সংবাদ রাখত না, তা নয়। মুক্তি যে জীবমাত্রের ঈপ্সিত তা তাঁরা জানতেন। কিন্তু সে মুক্তি যে ঐহিক,রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মুক্তি (liberty) তা নয়, সেটা হচ্ছে পারত্রিক মুক্তি। সেটা দেশের বা দশের স্বাধীনতা নয়। সংসারে মানুষের সাথে মানুষের কি সম্বন্ধ এবং পরস্পরের উপর পরস্পরের এবং ব্যক্তির উপর সংহতির কি অধিকার বা দায়িত্ব (rights and obligations) আছে সে সব চিন্তার ধার তাঁরা ধারতেন না; বা পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিস স্বত্বাভিষিক্তগণ ক্রমে সেই সব শিক্ষা দীক্ষা দেওয়া প্রয়োজনও মনে করতেন না। কর্ত্তব্য জ্ঞান ছিল বটে কিন্তু দাবী দাওয়ার (rights) হিসাবে তাহা ছিল কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করবার কারণ

আছে। গীতায় ভগবান অর্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচনা করিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাহা কর্ত্তব্যের (duty) অনুরোধে, দাবী দাওয়া (right) হিসাবে নহে। ঠিক এই পরমার্থ চিন্তার জন্য সাংসারিক চিন্তা যতটুকু দরকার ততটুকুই ছিল, অথচ যারা পরমার্থ চিন্তাক্ষম নয় তাদের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা ছিল না। জাতি বিভাগ তখনকার সময়ের অর্থ-মীমাংসার সমস্যা পূরণ করতে পেরেছিল বটে, কিন্তু তার পরের ও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার সমস্যা পূরণ করতে পারে নি। এই কারণে সঙ্ঘ বিহীন জাতির যে অবস্থা হয় ভারতের সেই অবস্থা। এরই জন্য পরবর্ত্তী সময়ে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি বিদেশীর হাতে চলে যাওয়া খুবই সহজ হয়েছিল অথচ সংহতির (society) অন্যান্য ব্যবস্থা পুরোহিতের হাতেই থেকে যাওয়ার দরুণ বর্ত্তমান অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হল।

অন্য বিদেশীর পরাধীনতায় ভারতের অবস্থা ততটা সঙ্গীন হয় নি, যতটা পরবর্ত্তী ইংরাজ আমলে হয়েছে। কারণ অন্য যে সব বিদেশী ভারতে রাজ্য শাসন করতে এসেছিল তারা সভ্যতা (civilization) হিসাবে ভারতবাসী থেকে কিছু উন্নত হ'লেও ঐহিক সাধনায় (culture) হিসাবে তারা ভারতবাসীদের ঢের নীচে ছিল, এবং ভারতবর্ষ অতি সহজেই তাকে আপনার ও আত্মস্থ করে নিতে পেরেছিল। পূর্ব্বে সমাজে অর্থ মীমাংসার সমস্যা এত প্রবল হয় নি, কারণ বিদেশী প্রভু নিজে ভারতবাসী হয়েছিল। তারা এদেশে বসবাস করাতে দেশের ধন কর হিসাবে বাইরে চলে যায়নি এবং দেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশেই খরচ হ'ত এবং উদ্বৃত্ত সম্পদ দেশে থেকে যেতো। কিন্তু ইংরাজের বেলায় ভারতে সেটা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি।

ইংরাজের সাধনার পদ্ধতি আমাদের সাধনার পদ্ধতি থেকে ভিন্নরূপ গ্রহণ ক'রেছে। এবং তাদের ঐহিক সভ্যতা ভারতবর্ষের সভ্যতার থেকে অধিকতর জটিল। সুতরাং এদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি এসে ভারতের সমস্যা অন্যরূপ ধারণ করেছে।

ইংরাজের ভারতে থাকবার প্রথম প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষ আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধে ইংলণ্ডের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী। ইংলণ্ড বাণিজ্য প্রধান দেশ, এবং বাণিজ্য করতে গেলে সমুদ্রের উপর অবাধ প্রভুত্বের দরকার। ভারতবর্ষের জন্য ইংলণ্ডের সুয়েজ থেকে সমস্ত এশিয়া খণ্ডের উপর অবাধ প্রতিপত্তি এবং প্রাচ্য উপনিবেশের উপর অন্য কোন বিদেশীর শক্তি নজর দিতে পারে না। জেনারেল লী এক জায়গায় বলেছেন :—

The Indian Empire is in the strategic centre of the 3rd most important portion of the globe. Its influence has had its effect upon the European mind from the earliest time, and in future the power of its strategic position as a diterminate factor in the world politics will increase with each international readjustment.

সে জিনিষটা কি রকম লর্ড কার্জ্জন এক জায়গায় বলেছেন :—

The independence of Afganistan, the continued national existence of Persia, the maintenance of Turkish rule at Baghdad are one & all dependent upon Calcutta. Nay, the radiating circle of her influence overlaps the adjoining continents affects alike the fate of Bosphorus & destinies of Egypt. Nor is the effect less remarkable if examined upon the eastern side.

ইংরাজের ভারতবর্ষে থাকবার দ্বিতীয় প্রয়োজন তার নিজের শিল্প বাণিজ্যের জন্য এখান থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করা, তার নিজের তৈরী মাল বিক্রির জন্য বাজার জোগাড় করা এবং উদ্বৃত্ত মূলধন (surplus capital) খাটান। আমরা আমদানী ও রপ্তানীর বিবরণ পত্রে দেখতে পাই যে,ভারতবর্ষ বছরে কত টাকার মাল আমদানী এবং রপ্তানী করে এবং বছরে বছরে কত টাকা আমদানীর কাজের জন্য ভারতকে ঘর থেকে বের করে দিতে হয়। ১৯১৯—২৩ সালে ভারতবর্ষ বিদেশে ৩০৭ কোটী টাকার কাঁচা মাল চালান ক'রেছে এবং ৩২৬ কোটী টাকার জিনিষ বিদেশ

থেকে কিনেছে। ১৯২৪ সালে ২৯০ কোটী টাকার কাঁচা মাল চালান করেছে এবং ৩৬৭ কোটী টাকার মাল বিদেশ থেকে কিনেছে। তা হলে ভারতবর্ষ ১৯১৯—২৩ পর্য্যন্ত ১৮ কোটী টাকা করে বছরে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে এবং ১৯২৪ সালে ৭৭ কোটী টাকা দিয়েছে, অথচ এই যে কাঁচামাল ভারত হতে বিদেশে যায়, তার মোট ২২% ইংলণ্ড নেয় এবং ভারতবর্ষ তার দেনা মালের ৪৭৮% ইংলণ্ড থেকে নেয়। তা ছাড়া এদেশে ১৪ কোটী বিদেশীয় মূলধন খাটছে এবং তার লাভ এবং সুদ ভারতের বাইরে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের মোট কর ৯০ কোটী টাকা, এর প্রায় ৬০% সৈন্য রাখবার জন্য খরচ হয়। এই খরচের ১/৩ দেশী সৈন্যের জন্য এবং অবশিষ্ট টাকা বৃটীশ সৈন্যের জন্য খরচ হয়। সেনা বিভাগে ৬,৬৮৪ জন ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং ৩,৯৭৬ জন দেশীয় কর্ম্মচারী : ৬৯,২০৮ বৃটীশ সেনা এবং ১,৬৬,৪৯৯ ভারতীয় সেনা। এই আয়ের ১/৩ টাকা ইংলণ্ডে চলে যায় যার কোন return আসে না। বৃটীশ কর্ম্মচারীর মাহিয়ানা আছে; তবে এই রাজ কর্ম্মচারীর মাহিয়ানা হিসাবে যে টাকাটা খরচ হয় তার খানিকটা ভারতবর্ষ ফিরে পায়, কারণ এরা এখানে থাকা খাওয়া বাবদ টাকাটা খরচ করে; কিন্তু পেন্সন বাবদ যে টাকাটা দেওয়া হয় সেটার কিছুই ফেরৎ পাওয়া যায় না।

ঘর থেকে এতটা টাকা বছর বছর বেরিয়ে যাওয়া-ও, এ ছাড়া যে ধন আছে তা ১% লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে একটা ভয়ানক অর্থ সঙ্কীর্ণ অবস্থা এসেছে। দেশে আগে যা কুটীর-শিল্প ছিল, বিদেশীয় যন্ত্র শিল্পের কাছে প্রতিযোগীতায় দাঁড়াতে না পেরে এবং লোকের পছন্দ বদলিয়ে যাওয়ার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এতে যারা কাজ করে জীবিকা উপায় ক'রতো—তাদের ভিতর যারা একটু লেখাপড়া জানে তারা গভর্ণমেণ্ট বা সদাগরী অফিসে কাজ ক'রতে বাধ্য হয়েছে, বাদ বাকী শ্রমিক হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদেশে মূলধন অভাবে এমন কিছু যন্ত্র-শিল্প (industry) হয়নি। যন্ত্র-শিল্প নাই বলে, যারা কৃষি কাজ করে না, তাদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থা দুরূহ। ৩১ কোটী লোকের মধ্যে মাত্র ২০ লক্ষ বা তারও কম লোক কল কারখানায় খাটছে। সুতরাং বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রবল। তা ছাড়া এখনও কৃষি কার্য্যকে প্রকৃতির আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করতে হয়, এবং প্রত্যেক বছর অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির ফলে কোন না কোন জায়গায় চাষীর এই বিপদে ভেঙ্গে খাওয়ার মত উদ্বৃত্ত মূলধন নাই। এ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে যদি কোন মতে পার পেয়ে বেঁচে যায়, তবে তাকে আবার চাষবাস করবার জন্য মহাজনের কাছ থেকে বেশী হারে সুদ দিয়ে টাকা ধার করতে হয়। সাধারণতঃ এ টাকা কখনও সে শোধ করতে পারে না, মহাজন তার প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য জমি নিলাম করে দেয়। এরপর তাকে পরের জমিতে দিন মজুরী করে বাঁচতে হয়।

দেশীয় ব্যাঙ্ক অভাবে দেশীয় কলকারখানা যা আরম্ভ হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই প্রায় অচল। ভারতীয় মজুরের বেতন কম হলেও শিল্পদ্রব্য তৈরারী করিবার অন্যান্য খরচ এত বেশী হয়ে যায় যে, বিদেশীর সাথে প্রতিযোগীতায় Protection Tariffএর অভাবে কিছুতেই পেরে উঠছে না।

ভারতের জীবন সংগ্রাম প্রতিদিন সঙ্কট অবস্থা ধারণ করার সাথে সাথে ভারতবর্ষকে বাধ্য হয়ে তার ভাবধারাকে বদলাতে হচ্ছে। যে ধারা ইউরোপকে এত প্রবল ও ধনশালী করেছে সে ধারাকে গ্রহণ করবার জন্য একটা চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। তাছাড়াও ইউরোপের আরও অন্যান্য সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভারতবর্ষের চিরন্তন চিন্তার ধারাকে নানা স্থানে নানা প্রকারে আঘাত করেছে। এই হচ্ছে ভারতের জাতীয়তার প্রথম সূত্রপাত। বাংলা দেশে জোরে এই ওলট পালট আরম্ভ হয় বলে, অতি প্রথমে এদেশে জাতীয়তার আন্দোলন আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই জাতীয়তা আন্দোলন—মহারাষ্ট্র ছাড়া—বিশেষভাবে দেখা দেয়নি, কেন যে দেখা দেয়নি তার কারণ এই বিপর্য্যয়ের অনুভূতি তাদের হয়নি।

বিগত মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় বিশাল সাম্রাজ্যগুলি ছোট ছোট গণতন্ত্র মূলক রাষ্ট্রে এবং যৌথ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যে সব দেশ যুদ্ধের ফলে বেশী অভিগ্রস্ত হয়েছে তাহাদের জনসাধারণের ভিতর শ্রেণীবোধ (Class

Consciousness) বিশেষ করে এসেছে। কারণ তারা অনুভব করেছে যে একদল লোক তাদের নিজের স্বার্থ এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য অন্যকে অবধা মৃত্যুমুখে পাঠাতে মোটেই দ্বিধা করে না এবং জাতির তাতে যতই আপত্তি থাকুক একে বাধা দিবার ক্ষমতা তার নাই, এবং যতদিন না এই শ্রেণীর নিজেদের সঙ্ঘশক্তি বৃদ্ধি পায় ততদিন পর্য্যন্ত তারা বাধা দিলেও কৃতকার্য্য হতে পারে না। যে অবস্থায় যুদ্ধ বাধে ঠিক সেই অবস্থা এলে আবার যুদ্ধ অনিবার্য্য। যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন দুটো আকার ধারণ করেছে; শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর "শান্তি আন্দোলন" এবং বিশ্ব জন-গণের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আন্দোলন "Workers of the World unite against Imperialism". শান্তিওয়ালারা বলছেন, সবারই স্বাধীন হবার অধিকার আছে, সুতরাং ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ বিগ্রহ হতে দেওয়া হবে না। যদি যুদ্ধ হতে দেওয়া হয় তাহলে এবারকার যুদ্ধ এত মারাত্মক হবে, তা হতে পাশ্চাত্য সভ্যতা একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। শ্রমিক আন্দোলনকারীরা বলছেন, যাহারা এই জন-গণের কষ্টের কারণ, যতদিন পর্য্যন্ত তাদের সমূলে বিনাশ না হবে ততদিন জগতে সকলের শান্তি এবং সুখ সুবিধার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাদের ধ্বংস করে যুদ্ধের সম্ভাবনা শেষ করে দাও। আর একদল বলছেন, গণতন্ত্রবাদ অভীষ্ট দান করেনি, অতএব অন্যরকম রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রয়োজন।

যুদ্ধের ফলে এই যে সব নূতন ভাবধারা এসেছে তার খানিকটা প্রভাব ভারতে এসে পড়াতে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বাংলা দেশের জাতীয়তা আন্দোলনে যোগদান করে। কিন্তু এই আন্দোলনের পদ্ধতি কতকটা টলষ্টয়ের প্রভাব আর বাকীটা আয়র্ল্যাণ্ডের পার্নেলীয় হোমরুল আন্দোলনের দেশী সংস্করণ বা হুবহু নকল বলে, পিছনে জনশক্তির স্বার্থের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না থাকাতে এবং সংহতি শক্তি (Social force) প্রভাবের অভাব আছে বলে, এটা প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর যে দু-একটা আন্দোলন হয়েছিল, বাড়বার আগেই তা নষ্ট হয়ে গেছে।

ভারতের এই অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য সেইটাই ভাব্‌বার বিষয়। আমাদের অনেকে বলেন, আত্মার অনুভূতি ভারতের আদর্শ এবং তার জন্য যে প্রকার স্বাধীনতার দরকার সে স্বাধীনতার সাথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কোন সম্বন্ধ নাই। এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে ভারতবর্ষ পরাধীন হলেও তার এই স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয় না, এবং ভারতবর্ষে ইউরোপীয় জাতীয়তা মূলক আদর্শ-ভাব বৃদ্ধি পেলে বাধা হয়ে ভারতবর্ষকে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও চিন্তাধারা বদ্‌লাতে হবে এবং এতে ভারতবর্ষে যে সাধনা (culture) আছে সেটা ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষে এসে নষ্ট হয়ে যাবে। ভারতও জড়বাদী হয়ে পড়বে। নিছক জড়বাদী হওয়া যে দোষের, তাতে মানবত্বের সম্যক্ স্ফুরণ হয় না সেটা খুবই ঠিক কথা, কিন্তু ভারতে যে সমস্যা দাঁড়িয়েছে তাতে ভারত কিছুটা ইউরোপীয় মতবাদ্ গ্রহণ না করলে জগতের এই complex situationএ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে না। যতদিন সেটা না পারছে ততদিন ভারতবর্ষ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আত্মসম্মান বজায় রেখে নিজের নিজস্ব যদি কোন শিক্ষা দীক্ষা সাধনা থাকে তার সম্বন্ধে সে গর্ব্ব করতে পারবে না। ভারতবর্ষের বেশী দরকার হচ্ছে সেইটাই, যা দিয়ে ভারতবর্ষ নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে। সেটা বিদেশীই হউক বা দেশীই হউক তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের সার্ব্বভৌমিকত্ব সকলেরই স্বীকার্য্য। এরই জন্য জাতীয়তা জ্ঞানের উন্মেষ দরকার। আর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ব্যতীত জাতির বিকাশ হয় না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় মানবের জন্মগত অধিকার। কারণ মানুষকে মানুষের মত হয়ে বাঁচতে গেলে তার সব রকম সুযোগ ও সুবিধার দরকার। যখন রাষ্ট্রশক্তি সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্বে আসে, তখনই সেই স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধা পাওয়া যায়। আত্মবোধ (realisation of the highest self) এটা শুধু ভারতের একলারই আদর্শ নয়, পৃথিবীর সব জাতেরই সেই আদর্শ, কিন্তু যখন মানুষ অনাহারে ক্লিষ্ট, মহামারীতে প্রপীড়িত, শিক্ষাভাবে বুদ্ধিহীন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তখন মানুষের অত-বড় কথা ভাববার সময় বা সুযোগ কোথায়?

কি ভারতীয়, কি পাশ্চাত্য সভ্যতা কোনটাই সম্পূর্ণ নয়। এই সম্পূর্ণতা তখনই আসবে যখন এই দুয়ের মধ্যে

একটা সামঞ্জস্যের ভাব আসবে। বিদেশীর বিদ্যা কিছুই দোষের নয়। ভাবধারার আদান প্রদানেই সভ্যতার ক্রম বিকাশ। কিন্তু সে আদান প্রদান যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেশ কাল ও নিমিত্তের উপর স্থাপিত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা প্রাণহীনই থাকে। রুশোর মানবের-অধিকার বাদ বা মার্ক্সের ধন-সাম্যবাদ ইউরোপে যে বিপ্লব আনয়ন করেছে, যদি তার পিছনে দেশ কাল এবং পাত্রের শক্তি না থাকতো তাহলে সেটা কখনই সম্ভবপর হতো না। ভারতের এখন একমাত্র উপায় সেই শক্তি সঞ্চয় করা। যদি ধন ও জনের ঐক্য সম্পাদনের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানাদির রেখ-স্বাধিকের ব্যবস্থাপন করা যায়, তাহলেই আমার বোধ হয়, ভারত আত্মনিহিত শক্তির উপর পুনরায় নির্ভর করতে পারে।

ভারতবর্ষের জনগণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার কোনও চেষ্টা কেহই যে করছে না, কেহই তাহাদের জন্য মাথা ঘামায় না—একথা বললে সত্যের অবমাননা করা হয়। এ কাজে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ও আত্মোৎসর্গত হবে বলে যাদের আশা করা যায়, তাদের কেহ কেহ আজ এই সভায় উপস্থিত আছেন। কিন্তু যুবশক্তির অস্পষ্ট সাড়া এখানে সেখানে, মাঝে মাঝে পাই বলে, সর্ব্বত্রই যে যুবশক্তি স্থির দৃষ্টিতে তাহার কর্ম্মসাধনের পথ দেখে নিতে পারছে তাও সত্য নয়। যে স্বার্থশূন্য চিন্তা ও তীক্ষ্ণ বিচার দ্বারা ঠিক কর্ম্মপথ বেছে নিতে হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে পরিস্ফুট যে হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান দ্বারা আত্মোৎসর্গতাকে সংযত করতে হয়, তার আদর আজও যুবশক্তি করতে শেখে নাই। তা করতে শেখে নাই বলেই বাংলার যুবশক্তি অনতিদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর জাতীয়তা সংগ্রামের জন্য ভারতবর্ষকে যে ভাবে তৈয়ার করতে হবে, তারা দেখতে পাচ্ছে না। তাহাদিগকে সেই কর্ম্মপথ দেখাবার লোকও বেশী নাই। যুবকগণও নিজেরা সে প্রকৃষ্ট কর্ম্মপথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তেমন বদ্ধপরিকর হন নাই। কাজেই প্রৌঢ়, যুবক, পুরুষ, নারী, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মীদের কোনও আন্দোলনেই আমরা প্রাণের সাড়া পাচ্ছি না। আমরা পরের পদ্ধতি নকল করতেই শুধু চেষ্টা করছি। জাতীয়তার আন্দোলন সার্থক করতে হলে এতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া দরকার, কিন্তু দুঃখের বিষয় যাঁরা বিধান চক্ষুষ্মান এবং ভাবধারার আদান দিবার শক্তি রাখেন, তাঁরা অনেকেই জাতীয়তা আন্দোলন বিষয়ে অনেকটা উদাসীন। ফলে এতদিনের আন্দোলনেও জাতিগঠন মূলক প্রাণস্পর্শী সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে প্রাণের অভাব এত বেশী যে তাতে শুধু ফাঁকা কথা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। জাতিগঠন-ব্যাপারে যে শক্তি দিয়ে সাফল্য লাভ করতে পারা যায় উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হলে তাহা প্রয়োগ করবার জন্য সেই শক্তি গড়ে তুলতে কাহারও বড় একটা দৃষ্টি নাই।

আপনাদের কাছে আমার এই নিবেদন, আপনারা উপযুক্ত সংহতি শক্তি (Social forces) তৈয়ী করুন, দুই সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতের সন্ধিস্থলে আসতে ভারতবর্ষে যে একটা জটিল সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, সেটার সম্বন্ধে আপনাদের প্রত্যেককেই ভাবতে হবে, বিচার করতে হবে, অনুভব করতে হবে। যে শক্তির জোরে জাতির ভাগ্য গঠিত হবে, নিজে যতক্ষণ না তাহা সত্য অনুভব করবেন ততক্ষণ সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা নাই এবং ততক্ষণ সেই কার্য্যশক্তির আবির্ভাবও হবে না। নিজে বীর না হয়ে বীরের পূজা, পরের দ্বারা নিজের আত্মরক্ষার ইচ্ছা ও নিজের চিন্তা ও বিচারের ভার পরের উপর দেওয়া—এগুলি বুদ্ধিশক্তির আলস্য ও কাপুরুষতারই পরিচায়ক।

মনে রাখবেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" সে বল আপনাদের নিজের বল। আর সে বল আমাদের সকলের সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত শক্তির বল।

বন্দেমাতরম্।

সঙ্কলন

নারীর শত্রু নারী

মিসেস্ অলগা ফ্লস-ব্রাউন বিলাতে "সানডে টাইমস" নামক পত্রে লিখিয়াছেন,—

"নারীই নারীর সবচেয়ে বড় শত্রু; কেবল আজ নয় চিরদিন।

"আমি যদি বলি, নারীই নারীর পরম শত্রু তবে পৃথিবীর যাবতীয় শিক্ষিত ও চিন্তাশীল নারীসমাজ আমার উপর খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিতা নারীর দল পৃথিবীর সমগ্র নারীজাতি নহেন, আর মনুষ্য-হৃদয়ের অন্তর্নিহিত পশু-প্রবৃত্তি হইতেও তাঁরা মুক্ত নহেন।

"নারী নারীর সঙ্গে দিনরাতই লাঠালাঠি করিতেছে। আমি একথা প্রমাণ করিব। নারী যদি পুরুষের মত জাতি হিসাবে একজোট হইতে পারিত, তবে কিছুই তাদের পথের কণ্টক-স্বরূপ হইতে পারিত না। এই দেখুন না হাউস্ অব্ কমন্স্। নারীর একতা থাকিলে ওখানে মেয়েরাই মোড়লী করিতে পারিত; কিন্তু তাদের মধ্যে একতা নাই।

"নারীজাতির পসার প্রতিপত্তি যতই বাড়ুক, পুরুষ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। মেয়েরা সব তুখোড় স্বাতন্ত্র্যবাদী। কাজেই ব্যক্তিগত হিসাবে কোন এক রমণী কোথাও বাজীমাৎ করিলেই যে ভবিষ্যতে তাদের প্রাধান্য সূচিত হয়—এমন নয়। নারীরা যা কিছু করে, তার গৌরব জাতিহিসাবে নারীদের প্রাপ্য হয় না; বরং সে গৌরব সেই সেই বিশিষ্ট কৃতকর্মা মহিলার হয়। আর মেয়েরা নিজেরাই এ ভাবে সে গৌরব দেয়ও এবং নেয়ও। নামজাদা সফলকামা মহিলারা স্বগোষ্ঠী ছাড়িয়া 'হংসোমধ্যে বকো যথা' পুরুষের দলে গিয়া মিশে, আর তার পর একদিন ব্যক্তিগত গৌরবের স্মৃতি মাত্র জীয়াইয়া রাখিয়া চলিয়া যায়।

"মেয়েরা নিজেদের ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন মোটর এসোসিয়েশন গড়ে না। মেয়েদের পক্ষে পুরুষদের পথে না চলা ছাড়া উপায় নাই। পুরুষদের সমাজে পুরুষদের সাহায্য ছাড়া তাদের কোনও কিছুতে সফল হইবার জো নাই। শিক্ষা, পুরুষ-সাহচর্য্য, বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র, এবং দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয় এই কতকগুলি কারণে মেয়েদের মধ্যে দলাদলির ভাব জাগিতেছে, নতুবা এটি তাদের মনোজগতে একেবারেই নূতন। কেবল মাত্র নারীদের দ্বারা পরিচালিত নানা রকমের রাজনৈতিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হইতেই একথাটা বেশ বুঝা যাইতেছে। একটু বিচার বুদ্ধি লইয়া যাঁহারা এগুলি লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে, মেয়ে জাতটার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্ত্তনের ভাব আসিতেছে।

"বাহিরের পৃথিবী গোল্লায় যাউক,—নিজের ছেলে মেয়ে লইয়া নিজের গৃহটিকেই পৃথিবীর মত বড় করিয়া দেখিবার ক্ষমতা নারীমাত্রই থাকে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, তাদের প্রকৃতিই এই।

"মেয়েরা সন্তানের মা এবং স্বামীর স্ত্রী হইবে—এ নিয়ম প্রকৃতি দেবীর কেবল জোড়া-তাড়া দেওয়া কোন রকমে সাড়া করা একটা নিয়ম নহে। নারীদের পূর্ণতাই তাহার বিধিলিপি।

"এই অপরিহার্য্য বিধিলিপিই নারীকে নারীর শত্রু করিয়া রাখিয়াছে। যে সভ্যতা বহু নারীকে চিরতরে যৌন-প্রেমে বঞ্চিত করিয়া রাখে, এবং মধ্য যৌবনে আরও বহু নারীকে আশা ও সম্ভোগের দোলায় বছরের পর বছর ঝুলিয়া দোলায়মান রাখে, সেই সভ্যতা যে কেমন করিয়া নারীদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা না জাগাইয়া বন্ধুতা জাগাইতে পারে, তাহা তো আমি বুঝি না।

"সৃষ্টিকর্ত্তা নারীকে অপর নারীর হাত হইতে আত্মরক্ষার এমন অমোঘ অস্ত্র দিয়াছেন, যাহা অতি বড় রাজনৈতিক পর্য্যন্ত ঈর্ষা করিতে ছাড়িবে না। নারী যদি তাহার সেই অস্ত্রের সন্ধানই না পায় বা সন্ধান পাইয়াও তা ব্যবহার না করে, তবে তাহা নারীচরিত্রের পক্ষে প্রশংসার কথা নয়ই; বরং তার জীবনের বৈচিত্র্যহীনতারই পরিচয় মাত্র।"

"এই অস্ত্রের পরিণতি কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য বহুবিধ দানেরই পরিণতির মত। প্রাক্-যৌবনেই অধিকারিণী এই অমোঘ অস্ত্রের সন্ধান পায়। আর যেহেতু এই অস্ত্রের ব্যবহার তার কাছে বেশ আমোদজনক ও কৌতুককর, সেই হেতু সে তা কোন কাজের কাজে ব্যবহার না করিয়া তার

অপব্যবহার করে। যে জাতি আত্মরক্ষার এমন সব অমোঘ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, তারা কি কোন দিন সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারে, অথবা কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ উত্তেজনার সময় ব্যতীত, সর্ব্বদার জন্য ব্যক্তির বিসর্জ্জন দিয়া কাজ করিতে পারে?

"কবিরা নারীর লালিত্য মাধুর্য্যের ঢের ঢের প্রশংসা করিয়াছেন; পুরুষেরাও সে কথা বিষাদ করিতে রাজী। কিন্তু অন্য নারীর মনিব হিসাবে নারীকে দেখিতে গেলে আমরা কি দেখিতে পাই?

"আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে যত রকমের কায়িক কাজ আছে তার মধ্যে গৃহভৃত্যের কাজ সব চাইতে ঘৃণ্য এবং শ্রমসাধ্য। গৃহকে ক্ষুদ্র পৃথিবীও বলা চলে। নারী তার ব্যক্তিত্ব এবং রুচি অনুযায়ী এই পৃথিবী শাসন করে। কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা ফ্যাক্টরী এক্ট বা গবর্ণমেণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর তার কর্ম্মচারী খাটাইবার আইন কানুনে হাত দিতে আসে না। নারী তার আর্থিক অবস্থা এবং ব্যক্তিগত রুচি মাফিক তার কর্ম্মচারীদের খাটায়, বেতন দেয় ও খাওয়া পোষার বন্দোবস্ত করে।

"বিশাল জগত শাসনের অধিকার পাইলে নারীরা নারীর উপরে কেমন ব্যবহার করিত, তাহা বুঝিতে গেলে আমাদিগকে গৃহ ভৃত্যের উপর তাহাদের শাসন ব্যবস্থা দেখিতে হইবে।

"প্রথমেই দেখি, এ সম্বন্ধে কোথাও কোন ঐ-সামঞ্জস্য নাই। অনেক বাড়ীতে বেশ কর্ম্মিৎকর্ম্মার সু-ব্যবস্থার চাকর বাকরেরা পরিচালিত হইয়া থাকে, তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকে, ঘণ্টা হিসাবে কাজের ব্যবস্থা হয়, অতিরিক্ত কাজ দেওয়া হয় না, পক্ষপাতিত্ব দেখান হয় না; অবশ্যই বাড়ীর কোনও চাকরাণী অবাধ্যতা দেখাইলে বা 'মেজাজ' করিলে এই শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা ওলট পালট হইতে পারে। কিন্তু বেশীর ভাগ বাড়ীতেই দেখা যায়—অত্যাচার, ঝগড়াঝাঁটি, গণ্ডগোল। নারীর স্বরাজ্যের প্রকৃত ওজন হয় রান্নাঘরে।

"কর্ম্মনিরতা নারী বেশ একটি দেখিবার বস্তু। পুরুষের সাহচর্য্যে যখন সে কাজ করে তখনই সে প্রকৃত নৈপুণ্য দেখায়। কত নারী যে সাগ্রহে তাহার অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন পুরুষের অধীন হইয়া কাজ করে এবং তার বুদ্ধিবৃত্তির বহরমাত্র হইয়া থাকে, তা দেখিলে অবাক হইতে হয়। কিন্তু অপর এক নারীর অধীন হইয়া কিছুতেই সে থাকিতে চাহিবে না। সে ক্ষেত্রে নিজের বাহাদুরি জাহির করিতে, প্রাধান্য বজায় রাখিতে সে তাহার হাজার রকমের অস্ত্র প্রয়োগ করিবে।

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুরুষ ব্যষ্টি লইয়া থাকে, ততদিন নারী পুরুষের ক্ষেত্রে হাত দিবে না। সব নারী নয়, কিন্তু অধিকাংশ নারী আত্মদোহে রত। তা আবার প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। নারী কোনও দিন নারীর কাজ করিয়া দিতে রাজী নয়।

"যে সকল নারী নিজ ব্যক্তিত্বগুণে অধীনস্থ নারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রগাঢ় ভক্তি ও সম্ভ্রম জাগাইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাজ করিয়া তবে আমি এ সকল কথা বলিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বিরল। নারী হইয়াও যাঁহারা নারী কর্ম্মচারীদিগকে সুযোগ্যতার সহিত খাটাইতে পারেন, তাঁহারা হয় দেবী সুন্দরী, নয় দেবী চতুরা, নয় খুব ভাল মানুষ। তাঁহারা নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাসী, দয়ালু ব্যবসায়াভিজ্ঞ, এবং ঈর্ষা অসূয়ার বশবর্ত্তী নহেন।

"যদি পৃথিবীর সব নারী উপরের তিনটির যে কোনও একটি বা সব কয়টি গুণ লাভ করিতে পারে, তবেই কেবল পুরুষের পক্ষে নারীকে ভয় করিবার কারণ হইবে। সেদিন নারীরা পরস্পরকে ভয় করিবে না, সেদিন তাহাদিগকে ঘাবাইয়া রাখিবে কে?"

—বাংলার বাণী।

জাপানে নারী-শিক্ষা

জাপানে শিক্ষা যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ফিলাডেলফিয়ার নারী মেডিক্যাল কলেজ হইতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম এক মহিলা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উপাধি গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বেও যে ঐ বিষয়ে কোন জাগরণ সূচিত হয় নাই, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। ডক্টর ইয়ামোই যোশিয়োকা টোকিয়োর নারী মেডিক্যাল কলেজের প্রেসিডেণ্ট, জাপানে নারীদিগের মেডিক্যাল শিক্ষা নামক এক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের অনেক পূর্ব্বেই—১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গিংকো ওগিনো নামক একটি মহিলা—দেশের হাসপাতালগুলিতে নারীদিগের চিকিৎসার অব্যবস্থার পরিচয় পাইয়া বিশেষ ভাবে পীড়া

অনুভব করেন এবং সেই দুরবস্থা কিঞ্চিৎ দূর করিবার মানসে 'ইম্পিরিয়াল গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল স্কুলে' প্রবেশ লাভ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। অবশ্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক কিছুই শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে আবশ্যকীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেও তাঁহার বিশেষ কোন বাধা ছিল না।

সেই সময়ে টোকিয়ো সহরে চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার আর একটি বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়টি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাই-হাসেগাওয়া কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৮ সালের বিপ্লবের পর হাসেগাওয়াই প্রথম জাপানী—যিনি য়ুরোপে চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে গিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় হইতেই উপরি-উক্ত গ্রন্থের রচয়িত্রী ইয়াকোই যোশিয়োকা ১৮৯২খৃষ্টাব্দে তাঁহার উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন—

তখন ছাত্রেরা আজকালকার মত মার্জ্জিত স্বভাবসম্পন্ন ছিল না; তাহাদের মন নানারূপ সঙ্কীর্ণতায় পরিপূর্ণ ছিল, ফলে সে-কালে যে নারীগুলি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে যাইত, ইহারা তাহাদের প্রতি বিশেষ ভাবে অভদ্র ব্যবহার করিত। বিদ্যালয়-গুলিতে নারীর সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবার বিশেষ কোন নিয়ম ছিল না। এমন কি ১৯০০ সালেও মেয়েদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার তেমন সুবিধা হয় নাই। এই ভাবে যাহারা লেখাপড়া শিখিয়াও পরীক্ষা দিবার অনুমতি পায় নাই, তাহারা এক দিন আমার নিকট আসিয়া পড়িল এবং একটি নারী-চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার পক্ষে আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিল। তাহাদের বাধা কোথায় এবং দুঃখ কি, সে কথা আমি ভাল করিয়াই জানিতাম। সুতরাং তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলাম। আমার ডিস্পেন্সারীর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে চারজন মাত্র ছাত্রী লইয়া টোকিয়োর নারী চিকিৎসা বিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম অধিবেশন হইল। জীবনের ক্ষেত্রে নারীদেরও যে শিক্ষালাভ করিবার প্রয়োজন আছে, এ কথা কোন পুরুষই সেকালে স্বীকার করিত না, কাজেই পাছে কোন গোলযোগ বাধে, তাই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ভাবেই আমার কাজ সুরু হইয়াছিল। যাহা হউক, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পরীক্ষা দিবার প্রথম অধিকার লাভ করিল।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ডক্টর যোশিয়োকার চিকিৎসা বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ৮০৭এ উন্নীত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যালয় হইতে ১২৪৭টি মহিলা চিকিৎসা বিদ্যার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উপস্থিত জাপানে প্রায় ১ হাজার ৫ শত নারী চিকিৎসক আছেন। ইঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র কেবল জাপানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কয়রোসা, কোরিয়া, চীন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও ইঁহারা কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছেন। কেবলমাত্র চিকিৎসা করিয়াই ইঁহাদের সকলে ক্ষান্ত নন, অনেকে প্রাথমিক চিকিৎসা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, অনেকে হাসপাতালের কর্ম্মচারী হইয়াছেন এবং অনেকে দেশে বন্যা ও ভূমিকম্পের সময় চিকিৎসা পর্য্যন্ত করেন।

বিদ্যার্থীদের জন্য তিনটি চিকিৎসাগার স্থাপিত হইয়াছে—তা ছাড়া একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাগারও আছে। চিকিৎসালয়গুলিতে এককালে বহু রোগীর চিকিৎসা করিবার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে, ধনী নির্ধন নির্ব্বিচারে সকলকে এই স্থানে গুশ্রূষা করা হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পের পর হইতে ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত একটি হাসপাতালে ৪০ হাজার রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠে, সেজন্য টোকিয়োর বহু স্থানে প্রকাশ্য জায়গায় স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি পত্রিকাও নিয়মিতভাবে বাহির হয়। এই পত্রিকার নাম 'জোইকাই'। জোইকাই অর্থে 'নারী-চিকিৎসা-জগৎ।'

—দৈনিক বসুমতী।

ব্যারামের আমদানী

অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা।

আজকাল, দিন দিনই যে রোগের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। এদেশে এমন ভাব ত পূর্ব্বে ছিল না। পরিচ্ছন্নতার প্রতি অসতর্কতাই ইহার কারণ। জাতীয় জ্ঞান-চর্চ্চার অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই নানা কুসংস্কার অনাচার ও বর্ব্বরের স্থান অধিকার করিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের দেশে, সত্যাশ্রিত পরম তপের দেশে, নির্ম্মল স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং সত্যের সত্তেজ সাধনা লোপ পাইল। অধিক কালে আমাদের পারিত্রির কথা আলোচনা আবশ্যক হয় না; পক্ষান্তরে সংকারে অগ্রসর হইতে হইলেই যত বিচার আরম্ভ হয়। তখন, ভগবান মঙ্গলময়ের রাজ্যে যে আমরা বিচরণ করিতেছি আমরা তাহা ভুলিয়া যাই। পূজা পার্ব্বণে, প্রসাদের নামে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও পরিচ্ছন্নতার নির্ম্মল যুক্তি উড়িয়া যায়। তখন বিষাণই সর্ব্বশক্তিমান তত্ত্ব বলিয়া ঘোষিত হয়। এই ধর্ম্মান্ধতার বিষময় ফলও হাতে হাতে ফলিতেছে। তেহার পার্ব্বণের পর মহামারীর বিষয়, সকলেই অবগত আছেন। এ মোহ নিদ্রায় আমরা আর কতকাল আত্মপ্রবঞ্চনায় কাটাইব? শৈশব হইতেই বালকবালিকাগণকে পিতামাতার নিকট পরিচ্ছন্নতার, সদাচারের কথা শিক্ষা করিতে হইবে; শিক্ষিতগণকে অশিক্ষিত দেশবাসীকে, কুসংস্কার ও অপরিচ্ছন্নতা ত্যাগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে যে বড় বেশী অর্থব্যয় বা পরিশ্রম আবশ্যক তাহা নহে; মাতা, অন্যান্য গুরুজন বা দেশবাসী স্নেহের নামে, সভ্যতা শিক্ষার নামে যে সব অনাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন, তাহাতে বরং অধিকতর অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম হয়।

কলিকাতার ন্যায়, আজকাল ছোট বড় সব সহরেই দোকানের খাবার, বাজারের শাকসব্জীর উপর লোকের নির্ভর করিতে হয়। দরিদ্র লোকেরা জানে বাজারে যাহা আনিতে পারিলেই তাহারা উহা বেচিয়া কিছু অর্জ্জন করিতে পারিবে। ঝিঙে, কলমী ইত্যাদি শাক যে সময় নিতান্ত কদর্য্য খানা ডোবা হইতে তাহারা সংগ্রহ করিয়া আনে। ঐ সব, এই জন্য রন্ধনের পূর্ব্বে বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে। কাঁচা পাকা ফল, যেমন জাম, জামরুল, পেয়ারা ইত্যাদি কিনিয়াই ছেলে মেয়েরা অমনি খাইতে আরম্ভ করে, আজকাল ধুইয়া খাওয়ার কথা বলিলে, অতি জ্ঞানী, প্রবীণ গুরুজনকেও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগের নিকট অপ্রস্তুত হইতে হয়। কেবল শিক্ষার অভাবেই আজ যে এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা নহে। শিক্ষিতগণের অজ্ঞানতা জনিত কু-আচারও এই অধোগতির জন্য দায়ী।

দুধ রাবড়ীর দোকানে যান সেখানেও ঐ ব্যাধি সংক্রামকতার ভীতি। রাস্তার ধর্ম্মামা। পচা বিড়াল বা ইঁদুর ময়রার উপর হইতে মাছি আসিয়া রাবড়ী, মালাই, ঘনির উপর বসিল। সে ত আর পা ধুইয়া, মুখের থুঁয়া ধুইয়া আসিয়া মালাইএর উপর বসিবার অবসর পায় নাই; সুতরাং পচা গলিত বিষাক্ত অণু পরমাণু তাহার পায়ের সঙ্গে আসিয়া অবাধে রাবড়ী মালাইয়ে মিশিল। এখন ভাবিয়া দেখুন ঐ খাদ্য গ্রহণ কত বিপজ্জনক! পুরী কচুরীর দোকানে যান—সেখানে ঘাহি ত আছেই, তার উপর সেই ভেজিটেবল ঘি। লোককে ঠকাইবার জন্য ঐ জ্বালানী তৈলের সঙ্গে সঙ্গে ঘি যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশুদ্ধ ঘৃত বা ঘৃত পক্ক দ্রব্য বল বৃদ্ধি করে; কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, ভেজিটেবল তৈলে প্রস্তুত খাবার খাইয়া লোক দিন দিন হীনবল হইতেছে। দুধের বিষয় কলিকাতার খাদ্য পরীক্ষকগণের অনুরোধনে এই অখাদ্য খাদ্য শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে। গ্রামের গোয়ালাগণ এখন বিশুদ্ধ গ্রাম্য দুধের সহিত এই ভেজিটেবল তৈল আওটিয়া, ঘাখন তুলিয়া বাজারে ঘির ব্যবসা চালাইতেছে। দেশবাসীর এই বিষয়ে তীব্র আন্দোলন উত্থাপন করা আবশ্যক। নীরবে এই সব সহ্য করিয়া, দিন দিন জাতিকে মৃত্যুমুখেই যাইতে হইতেছে এবং হইবে।

আজকাল দাঁতের ব্যারাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ঐ যে টুথ ব্রাসের শক্ত রোম, উহাতে কত দিন ঘষন করে তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখি? শিক্ষার দোষে আমাদের দুর্গতি; তাহা না হইলে নিষাধির উৎকৃষ্ট দাতন থাকিতে আমরা আজ ঐ টুথ ব্রাসের মোহে দাত হারাইব কেন?

বাজারে কত বাজনা বাঁশী বিক্রয় হয়। কিনিয়াই অমনি বালক বালিকাগণ আমোদে উহা মুখে দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করে; একবার ধুইয়া লইলে অনেক ব্যাধির বিপদ হইতে শিশুগণকে বাঁচান যায়।

আজকাল লোকে যার তার ব্যবহৃত কাপড়, জামা, জুতা ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহা নিরাপদ নহে। একবার একটী চীনা যুবতী পরচুলা পরিধান করিয়া সাজিয়াছিলেন; পরে দেখা গেল তাঁহার কপালে কুষ্ঠের আমদানী হইয়াছে। এই জন্য অজানা দ্রব্যাদি, বিশেষতঃ পরচুলাদি ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক।

আমরা, গোঁড়ামী এবং কুসংস্কার বাদ দিয়া, যদি পূর্ব্ব প্রচলিত সদাচার বিধি মানিয়া চলি তাহা হইলে অনেক ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারি। এমন কি প্রণামের নামেও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ না করা, শাক সবজী ইত্যাদি বেশ বাছিয়া ধুইয়া ব্যবহার করা, হাত পা মুখ ধুইয়া, বাহিরের পোষাক ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ পরিচ্ছদে, শুদ্ধ স্থানে বসিয়া বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা, দোকানে বা কেফে (cafe) যার তার আচরিত, আধোয়া বা নামমাত্র ধোয়া পেয়ালা প্লেটে চা বা খাদ্যাদি খাদ্য গ্রহণ না করা—এই সব সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। মাতা শিশুগণকে, ধর্ম্মের দোহাই না দিয়া, সরল শরীর রক্ষার নিয়ম বলিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করুন; ক্রমশঃ এ বদ ছাওয়া ফিরিবে, দেশে সদাচার প্রবর্ত্তিত হইবে।

রন্ধন বিদ্যা

ডিমের ডালনা

ডিমের ঝোল অনেকেই রান্না করিতে জানেন, কিন্তু ডিমের ডালনা বোধ হয় অনেকেই করিতে জানেন না। ইহাতে ডিমও কম লাগে এবং ইহা খাইতেও বেশ সুস্বাদু হয়।

ডিমের ডালনা রাঁধিতে হইলে প্রথমে কিছু (অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী, যেমন একপোয়া আলুতে তিনটী ডিম দিতে হয়) আলু সিদ্ধ করিয়া খোসা ছাড়াইয়া একটী বাসনে বেশ করিয়া ছানিয়া রাখিবেন। পরে দুই তিনটী ডিম ভাঙ্গিয়া তাহাতে দিবেন এবং পরিমাণ মত নুন, হলুদ, একটু লঙ্কাবাটা ও কিছু ময়দার গুঁড়া দিয়া খুব ভাল করিয়া ছানিবেন। তার পর উনানে কড়া চড়াইয়া দিবেন, কড়া খুব ভাল করিয়া গরম হইলে তাহাতে তৈল দিয়া ঐ আলু ছোট ছোট বড়া আকারে ভাজিয়া লইবেন। বড়া হইয়া গেলে কড়াতে ঘৃত কিংবা তৈল দিয়া তেজপাতা, পিঁয়াজকুচা, হলুদ, নুন, ধনে ও জিরাগোলমরিচ বাটা দিয়া ভাজিয়া লইয়া পরিমাণ মত জল দিবেন। পরে ঐ বড়াগুলি তাহাতে দিয়া কিছু নুন দিবেন। আন্দাজমত ঝোল থাকিতে ঘি গরম মসলা দিয়া নামাইবেন। ইহাকেই ডিমের ডালনা বলে।

কুমারী রেণুকণা বসু।

বিলাতী বেগুনের চাট্‌নী

উপকরণ :—একসের বিলাতি বেগুন, একসের চিনি, আধসেরটাক ভিনিগার, কিছু কিস্‌মিস্, কিছু রসুন ইত্যাদি।

বেগুনগুলি ভাল করিয়া সেঁকিয়া উত্তমরূপে চটকাইয়া লইতে হইবে। পরে চিনি ও ভিনিগারের বেশ গাঢ় ভাবে রস করিয়া তাহাতে সেই চটকানো বেগুনগুলি দিয়া মাখা মাখা করিয়া তাহাতে আন্দাজ মত রসুন, কিস্‌মিস্ ইত্যাদি দিয়া লইলেই বিলাতি বেগুনের চাটনী প্রস্তুত হইবে। ইহা খাইতে যে বেশ সুস্বাদু তাহা নিজেদের করিয়া দেখা। চাটনীগুলি পরিষ্কার বোতলে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে অনেকদিন পর্য্যন্ত ভাল ভাবেই থাকে।

অমিয়া মুখার্জ্জি।

শাসন

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ভড়।

ভুলুবাবু সবে পাঁচে পড়েছে। তার দাদা হীরুর বয়স কিন্তু ষোল।

ভুলু এখনও লেখাপড়া করতে শেখে নি,—মাঝে মাঝে সাদা কাগজে কালির আঁচড় টানে মাত্র। দাদা রোজ ইস্কুলে যায়, কত ছবি ওয়ালা মোটা মোটা বই পড়ে, আবার প্রাইজের সময় কেমন চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে বই পুরস্কার পায়।

গ্রীষ্মের ছুটিতে এক দিন সকাল বেলা রঙের বাক্স খুলে দাদা ছবি আঁকতে বসল। হঠাৎ এক বন্ধু এসে তাকে ডাকলে। আঁকা শেষ হল না, তার সঙ্গে সে কোথায় বেরিয়ে গেল।

এদিকে ভুলুবাবু দাদার ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর আঁকবার সরঞ্জাম দেখে খোলা খাতাতেই রঙের ব্যবহার সুরু করে দিলে। কিছুক্ষণ পরে দাদার ছবির চিহ্নটুকুও আর রইল না।

দাদা ফিরে এসে সব দেখলে। এ যে কার কাজ তা জানতে তার বিশেষ বিলম্ব হল না। নেজদিদির কাছ থেকে সব সন্ধান পাওয়া গেল। ফলে ভুলুবাবুকে দাদার কাছে উত্তম মধ্যম দু' চার ঘা খেতে হল। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করেও কোন লাভ হয় নি। প্রহারের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। নেজদিদি না এসে পড়লে ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াত তা বলা যায় না।

মা কালীঘাটে গেছলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে আদ্যোপান্ত সব শুনলেন। পরের দিন সকালে মার ঘরে হীরু ও ভুলুর ডাক পড়ল। কি হয়েছিল জিজ্ঞাসা করায় হীরু আগের দিনের সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বললে। মা চুপ করে শুনলেন। ভুলুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দাদা যা বলছে তা কি ঠিক?" ভুলুর মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। দাদা উত্তেজিত হয়ে বললে, "বাঁদর! এখন যে বড় চুপ করে রইলি? বল্‌না কাল কি করেছিলি!" মা ভুলুকে বাইরে যেতে বললেন। সে বেচারা যেন বাঁচল।

তার পর হীরুর দিকে মুখ ফিরিয়ে মা বললেন, "বেশ বুঝতে পারছি, ভুলু তোমার রং, খাতা, ছবি—অনেক কিছুই নষ্ট করেছে। এখন জিজ্ঞাসা করি তুমি তাকে মেরেছিলে কি?"

হীরু বেশ চেঁচিয়ে বললে, "মারব না ত কি? আদর পেয়ে পেয়ে ছেলে দিন দিন একেবারে মাথায় উঠেছে। ওকে মাঝে মাঝে বেশ একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

মা হেসে ফেললেন, বললেন, "ওঃ, তুমি তা হলে ছোট ভাইটিকে শিক্ষা দিতে গেছলে। আমি ভাবলাম বুঝি বড্ড রাগ হয়েছিল, নিজেকে দমন করতে পার নি, তাই—"

হীরুর মুখের বীরত্ব ব্যঞ্জক জ্যোতি একটুখানি নিষ্প্রভ হল। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও হেঁট হয়ে পড়ল।

মা আবার বলতে সুরু করলেন, "দেখ হীরু, যতই কিছু বল না, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি তুমি কখনই শিক্ষা দেবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে মার নি। খাতা পত্তর নষ্ট হয়েছে দেখে ভারি রাগ হয়েছিল। তাই তাদের উপর দু' এক ঘা বসিয়ে দিয়েছিলে। ঠিক কি না বল?"

হীরু কোন উত্তর দিলে না। মা বলে যেতে লাগলেন, "তোমার মত আমরা অনেকেই রাগের বশবর্ত্তী হয়ে মারধর করে মনে করি বুঝি শাসন করা হল। কিন্তু জেনে রেখে দিও, একে কখনই শাসন বলা যেতে পারে না। মেরেটেরে বা ভয় দেখিয়ে যে শাসন করা হয়, তাতে শাসিতের অন্তরের দোষগুলো একেবারে নষ্ট হয় না, কিছুক্ষণের জন্য চাপা থাকে মাত্র, সুযোগ পেলেই আবার দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আসে। আর এক্ষেত্রে শাসকের সঙ্গে শাসিতের মনের মিল থাকে না। তাই বিশেষ দোষ করলে একের কি ক্ষতি হয় তা অপরে বোঝবার চেষ্টা করে না। উপরন্তু কেমন করে প্রহারের প্রতিশোধ নেওয়া যায় তারই পথ খুঁজতে থাকে। এতে হয় কি, নষ্ট না হয়ে দোষগুলো ক্রমে বেড়েই ওঠে। এ হেন শাসনকে কুশাসন বললেই

হয় ভাল। প্রকৃত পক্ষে শাসন করতে গেলে অন্ধ হলে চলে না, অনেকখানি ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। ছোট ছেলেরা অনেক দোষ করে, আর তাতে আমাদের বিস্তর ক্ষতিও হয়। কিন্তু এ দোষগুলো সব এক ধাঁচের নয়। আর তাই সে গুলোকে নষ্ট করবার জন্য কখনও একটা বাঁধা ধরা উপায় থাকতে পারে না। কোন কোন জায়গায় শিশু নিজেই তার দোষ সম্বন্ধে সচেতন হয়। এখানে চুপ করে থাকাই শ্রেয়ঃ। কোথাও কোথাও দোষটা বুঝিয়ে দেবার দরকার করে। এখানে একটু আধটু কথা বলতে হয়। একটি ছোট্ট গল্পের ভিতর দিয়ে বক্তব্যটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারলেই সব চেয়ে ভাল হয়। আবার এমন কতকগুলো দোষ আছে যা শিশু মাত্রেই করবে। এ দোষগুলো চাপতে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে শিশুর শৈশবটাকেই মেরে ফেলা। এ ক্ষেত্রে তারা যাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি করতে না পারে এই উদ্দেশ্যে নিজেদের দিক দিয়ে একটু সাবধান হওয়াই হচ্ছে এক মাত্র কর্ত্তব্য।"

একটু থেমে মা আবার বললেন, "ব্যাপারটা তা হলে বুঝতে পেরেছ বীরু। শাসন করা বড় সোজা কাজ নয়। দোষগুলোকে ভাল করে পরীক্ষা করে তার প্রতিকার করবার চেষ্টা করতে গেলে অনেকখানি বুদ্ধি খরচ করতে হয়। আশা করি, ভবিষ্যতে তুমি আর ক্রোধান্ধ হয়ে পাশবিক শাসন না করে বুদ্ধির ব্যবহার করে মানুষের যোগ্য শাসন করবে।"

আমাদের এই বাংলা দেশের ঘরে ঘরে ভুলুবাবুর মত "দুষ্টু" ছেলে দেখতে পাওয়া যাবে। আশা করি, শাসন করবার সময় তাদের বাবামণি ও দিদিমণিরা ভুলুবাবুর মায়ের কথা গুলো একবার মনে মনে স্মরণ করে নেবে।

বরষা

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম-এ।

গ্রীষ্ম, তোমার নৈদাঘ লীলা শান্ত হয়েছে আজ,
থেমেছে তোমার সংহার-করা অম্বরে-জ্বালা বাঁজ!
চারিধারে হায় দোর জানালায় ছুটায়ে জলের খই,
বিশ্ব-ভুবন নন্দিয়া আজি বরষা এসেছে ওই!

লক্ষ লক্ষ দুর্ব্বল দেহে সঞ্চিত করি প্রাণ,
নব গৌরবে এসেছে বরষা, ওঠে তার জয়গান;
শীর্ষে তাহার কেতকীর ডালা কদম্ব-ফুল সাজ,
অঙ্গে তাহার বেষ্টিত চারু মেঘমালা পেশোয়াজ!

নব উল্লাসে কালি-কজ্জলে কমল নয়ন মাজি,
অমরাবতীর দুয়ার খুলিয়া বরষা এসেছে আজি;
উলুরব আর মেঘ-মল্লারে বেজে ওঠে ঢোল কাঁশি,
হাসি-কান্নার আধ-উল্লাসে বাজে মঙ্গল বাঁশী!

কালো মেঘ আর তুষার কলমে বাতায়ন ফাঁকে ফাঁকে,
জগৎ-জাগানো সাগর মথিয়া কত না স্বপন আঁকে;
কম্পিত বায়ু আসে ফিরে যায় ফিরে এসে যায় চলে,
তরু-মঞ্জরী কত গৌরবে তরুণীর মত দোলে!

বন্যা-প্লবন সাথে লয়ে আজ এসেছে বরষা রাণী,
প্রাণে প্রাণে আজ পড়ে গেছে সাড়া, মঙ্গল-জয়-বাণী;
চন্দনা-গুরু নবীন শান্তি ভরিয়া ক্ষটিক ঝারি,
পিয়াসা-কাতর বনানীর পর ঢালি দেয় হেমকারি!

ছল ছল ছল্ চঞ্চল তার অঞ্চল ভরা জল,—
চুঁয়ে চুঁয়ে তাই ভরি চারি ঠাঁই ঝরিছে অনর্গল;
আজি চারিধার জলে একাকার জলে জলময়,
পথিক পথ শঙ্কিত চিতে অস্থিছে কত ভয়।

মেঘে মেঘে আজ মখমল সাজ, উঠেছে আকাশ গায়ে,
ঘূর্ণী পরিমল করে টলমল বহিছে দখিণ বায়ে;
বন্ধন-হারা খণ্ডন মেঘে বন্দিত নভোনীল,
নন্দন-ঢালা মন্দ পবনে নন্দিত অনাবিল!

নব প্রণয়ের সৌরভ লয়ে এসেছে নবীন দূত,—
পাতায় পাতায় ঐ দেখা যায় কত হাসি বিদ্যুৎ!
বারো মাস ধরে পুরাণোর ঘরে ছিল যাহা শোভাহীন,
বরষের পরে বরষার তরে আজিকে তা অমলিন।

হেরি মেঘমালা তরুণীর আজি বক্ষ ভরিয়া ওঠে,
হৃদি-সঞ্চিত বাসনা লালসা ফুল হয়ে আজ ফোটে;
গুরু গুরু ডাক মল্লার ধ্বনি তার সে বুকের মাঝে
যৌবন-শিখা-কূজ-গীতিকা, হিন্দোল রাগ বাজে!

পিচকারী হাতে বনানীর পাতে ছড়ায়ে জলের ছিটা,
সবুজ নীলেতে সাজিয়ে আবার বনের বাস্তুভিটা,
বিশ্ব ভুবন নন্দিয়া আজি খুলি বরুণের দ্বার
এসেছে বরষা চিরসুষমাময় শান্তির অবতার!

গার্হস্থ্য ধাতুবিজ্ঞান

[সোণা—রূপা]

শ্রীমতী সুশীলা নন্দী।

জৈষ্ঠের ধাতুবিদ্যে আমরা কাঁসা, পিতল, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতু সম্বন্ধে গৃহস্থের আবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় কিছু কিছু আলোচনা করেছি, এবার সোণা-রূপা সম্বন্ধে কিছু বলব।

সোণা-রূপা এই দুইটি ধাতুর বর্ণের সৌন্দর্য্যের এবং বর্ণের স্থায়ীত্বের প্রশংসা না করে পারা যায় না; তামা পিতল প্রভৃতি ধাতু অপেক্ষা এর বৈশিষ্ট এইখানে। কিন্তু এই দুই ধাতুর কার্য্যকারিতার চেয়ে এদের গৌরব হয়েছে ঢের বেশী। জগতে সমস্ত জিনিসের আদান প্রদান হয় এই সোণা ও রূপার বিনিময়ে। এ ভিন্ন আমাদের অলঙ্কারাদি রূপে আমরা এদের যেরূপ সমাদর দিয়েছি সেরূপ সমাদর জগতে আর বেশী কিছু জিনিসের ভাগ্যে ঘটে নাই। অলঙ্কার আমরা দু'টি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি—সৌন্দর্য্যের পরিপোষক রূপে এবং সম্পদ রূপে। আকরে সোণা রূপা যদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত তবে এর এত মূল্যও হত না, এত আদরও হত না।

পাকা সোণা—খাঁটী সোণাকে আমরা পাকা সোণা বলি। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে কোন প্রকার মিশ্র সোণাকে পাকা করা যায় এবং অনেক স্বর্ণকারই মিশ্র সোণা পাকা করে থাকেন। এ ভিন্ন ইংলিশ-বেটার, চিনেপাত প্রভৃতি কয়েক প্রকারের পাকা সোণা মহাজনগণ আমদানী করেন। স্বর্ণকারগণ চেষ্টা করলে সোণা এমন পাকা করতে পারেন, যা ঐ সকল আমদানী সোণার চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়; কিন্তু অনেকেই পরিশ্রম লাঘবের জন্য তত বিশুদ্ধ করেন না। সোণা-রূপার পরিমাণের হিসাব এইরূপ:—৪ পাই বা ৬ রতিতে এক আনা, ১৬ আনায় ১ তোলা বা ১ ভরি। ১ তোলা ১টি টাকার সমান ওজন। সোণা-রূপার দর সব সময় একভাবে থাকে না, কখন কখন কিঞ্চিৎ কম বেশী হয়। যখনকার যে দর তা সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়।

গিনি-সোণা—হিন্দুস্থানীরা পাকা সোণায় অলঙ্কার প্রস্তুত করেন কিন্তু বাঙ্গালী আমরা গিনি-সোণা ভালবাসি। গিনি-সোণা অর্থে সরকারী গিনি-মুদ্রায় সোণা বা যেরূপ সোণায় গিনি তৈরী হয়। প্রধানতঃ দুইটি কারণে অলঙ্কার প্রস্তুতের পক্ষে গিনি-সোণা বিশেষ উপযোগী। প্রথমতঃ এর বর্ণ পাকা সোণা অপেক্ষা সুন্দর, দ্বিতীয়তঃ গিনি-সোণা পাকা সোণা অপেক্ষা অধিক শক্ত, পালিশ করলে এর উজ্জ্বলতাও বেশী হয় এবং ঐ উজ্জ্বলতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। পাকা সোণা হরিদ্রা বর্ণের, আর গিনি সোণা তদপেক্ষা রক্তাভ। একভরি গিনি সোণায় প্রায় ৸৵১২॥ (চৌদ্দআনা আড়াই পাই) পাকা সোণা আর বাকী ৵৷৷ (সাড়ে পাঁচ পাই) বিশুদ্ধ তামা থাকে; মোটামুটি এই হিসাব। ইংরাজী নিয়মে হিসাব ধরলে ২৪ ভাগ গিনি সোণার মধ্যে ২২ ভাগ পাকা সোণা আর ২ ভাগ বিশুদ্ধ তামা থাকে। গিনি সোণাকে ইংরাজী প্রথায় ২২ ক্যারেট্ (22 Caret) সোণা বলে। এই মত ২৪ ভাগের মধ্যে যত ভাগ বিশুদ্ধ সোণা থাকে তত ক্যারেট্ সোনা বলা হয়। ইংরেজেরা ১৮ ক্যারেট্, ১৫ ক্যারেট্, ১২ ক্যারেট্, ৯ ক্যারেট্ প্রভৃতি কোয়ালিটির সোণা ব্যবহার করেন, এতে অলঙ্কার খুব শক্ত আর উজ্জ্বল হয়। ইংরেজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিরা খুবই ফ্যাসন-প্রিয়, নানা প্রকারের হাল-ফ্যাসনের সরু সরু অলঙ্কার এঁরা ব্যবহার করেন, তাই ক্যারেট্ সোণার আদর এঁদের কাছে বেশী। বিশেষতঃ এঁরা অলঙ্কারের সোণার মূল্যের আদর যত করেন, তার চেয়ে অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যের আদর করেন বেশী। ক্যারেট্ সোণায় তামা, রূপা, প্লাটিনম্ প্রভৃতি মিশ্রণ দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে সোণার মিশ্রণের কোন ধারা নাই, যার যে পরিমাণ মিশ্রণ দেওয়া ইচ্ছা তাই করে। মিশ্রণের পরিমাণের ধারা না থাকার জন্য গ্রাহকগণ অনেক সময় স্বর্ণকারদের কাছে ঠকেন। অর্থাৎ স্বর্ণকার যদি বেশী মিশ্রণ দিয়ে কম মিশ্রণ বলে তবে গ্রাহক কিসের সঙ্গে তুলনা করে তার ঠকাটা বুঝে নেবেন? কিন্তু গিনি সোণারই মাত্র একটা ধারা রয়েছে, তাই গিনি সোণার অলঙ্কার করলে ঠকার ভয় অপেক্ষাকৃত কম।

অলঙ্কারে পাইনের ব্যবস্থা—অধিকাংশ অলঙ্কারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে তৈরী করতে হয়। এই জোড়া দিবার জন্য পাইন ব্যবহার আবশ্যক হয়। সোণার সঙ্গে রূপা, তামা, দস্তা মিশিয়ে পাইন তৈরী করা হয়। পাইন বেশী সোণা মিশ্রণেও হতে পারে, কম সোণা মিশ্রণেও হতে পারে। স্বর্ণকার যদি সততা রক্ষা করতে চান তবে এই পাইন বেশী মাত্রা সোণা দিয়ে তৈরী করতে পারেন।

তার পর বিশেষ কথা এই যে, অলঙ্কার তৈরী করতে যতটুকু পাইনের আবশ্যক, স্বর্ণকারগণ কেউ কেউ অনেক স্থানে তার চেয়ে অনেক বেশী পাইন ব্যবহার করেন। এইটাই অলঙ্কার গড়বার পক্ষে স্বর্ণকারদের সব চেয়ে বড় ফাঁকি। স্বর্ণকারগণ কেহ কেহ আবার গ্রাহককে এমন ধারার অলঙ্কার গড়তে প্রলুব্ধ করান, যাতে বেশী পাইন দেওয়া চলতে পারে। সুখের বিষয় আজকাল অনেক অলঙ্কার প্রস্তুতকারক সততার সঙ্গে অলঙ্কার তৈরী করে সুনাম অর্জন করছেন।

অলঙ্কার প্রস্তুত সম্বন্ধে আরও কিছু কথা আছে। পৃথক পৃথক অলঙ্কারের সোণার পরিমাণ অর্থাৎ ওজনের একটি ধারা আছে; উপযুক্ত পরিমাণ অপেক্ষা কম সোণায় অলঙ্কার তৈরী করলে অলঙ্কার টেকসই হয় না, কম সোণায় অনেক স্থলে উপযুক্ত সুন্দর করে তৈরীও করা সম্ভব হয় না; কিন্তু এমনও দেখা যায় স্বর্ণকারগণ ভারীর দরে অধিক মজুরীর আশায় গ্রাহককে আবশ্যকের অতিরিক্ত সোণার অলঙ্কার তৈরী করতে পরামর্শ দেন। যাদের ভারী ওজনের অলঙ্কার গড়তে আপত্তি নেই তাঁদের অবশ্য এতে বেশী ক্ষতি হয় না।

নক্সা করা গহনায় অনেক সময় খুব উঁচু করে দস্তা পাতা ফুল আঁকা হয়, আর তার নীচের গভীরতা টুকু পাইনে ভরাট করা হয়, এতে গ্রাহকের অনেক ক্ষতি হয়। তার পর ঐ সকল অলঙ্কার কখন কখন ডাইনও কাটা হয়, তাতে ফল হয় এই যে, নীচের ত পাইনে ভর্ত্তি রইলই, আবার উপর থেকে ভাল সোণাটুকু ডাইনও কেটে তুলে নেওয়া হল। এরকম গহনা ভাঙ্গলে অর্দ্ধেক পরিমাণ খাঁটি সোণা পাওয়াও ভার।

পুরাতন অলঙ্কার—পুরাতন গহনা বিক্রি করা বা তাই দিয়ে নতুন গহনা তৈরী করার ব্যাপার নিয়ে সব লোককেই একটু দায়ে পড়তে হয়। মূল্যবান জিনিস, অথচ সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় স্বর্ণকারের উপরে—স্বর্ণকার কৃপা করে যতটুকু সততা রক্ষা করেন তারই উপরে। এ থেকে অব্যাহতি পাবার আর কোন উপায়ই দেখা যায় না। কারণ সোণা রূপার অলঙ্কার প্রস্তুতকারকদের ভিতরে এত গোপন-তত্ত্ব রয়েছে যে, সে সব সাধারণের বোধগম্যের অতীত। কাজেই স্বর্ণকার স্বেচ্ছায় সততা রক্ষা না করলে লোকের অনেক ঠকতে হয়। এ সব থেকে অব্যাহতি পাবার একমাত্র উপায় গহনার ব্যবহার কমানো। এতক্ষণ পরে আমি পুরুষদের স্বপক্ষে এতবড় একটা কথা বলে ফেল্‌লাম, আমার ভগিনীগণ আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন।

চাঁদিরূপা—বিশুদ্ধ রূপাকে চাঁদিরূপা বলে। চাঁদিরূপা অতি শুভ্র কিন্তু নরম। রূপাকে শক্ত করতে হলে প্রতি ভরিতে আধআনা বা একআনা দস্তা মিশ্রণ দেওয়া চলে, এতে রূপার শুভ্রত্বের ব্যাঘাত হয় না, অথচ আবশ্যকমত শক্তও হয়।

অলঙ্কার চাঁদিরূপার করা ভাল কিন্তু বাটি গেলাস প্রভৃতি বাসন তৈরী করতে রূপাতে এক আধ আনা দস্তা মিশ্রিত করে শক্ত করে নেওয়া উচিত। এই শক্ত রূপার বাসনের পালিসও ভাল হয়। স্বর্ণকার কিন্তু ফাঁকি দিতে চেষ্টা করলে অর্দ্ধেক রূপা অর্দ্ধেক দস্তা দিয়েও জিনিস তৈরী করে দিতে পারে, আর তা নূতন অবস্থায় ভাল রূপার মতই দেখায়, তার পর ব্যবহারে ক্রমে বিবর্ণ হয়ে যায়।

চাঁদিরূপায় দস্তা ও তামা দুইই মিশ্রণ দেওয়া চলে। তিন ভাগ চাঁদিরূপায় এক ভাগ মিশ্রণ দিলেও ব্যবহারে রূপার বর্ণ শুভ্রথাকে কিন্তু এর বেশী মিশ্রণ দিলেই ব্যবহারে বিবর্ণ হয়।

পূর্ব্বে বাঙ্গলার ছোট বড় সকল ঘরেই রূপার অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে উচ্চ সমাজে রূপার চুড়ী, বালা, চন্দ্রহার, হড়াহার, মল, তোড়া প্রভৃতির ব্যবহার দেখা গিয়েছে; এখন সে সকল আমাদের দিদি-শাশুড়ী, শাশুড়ীগণের অলঙ্কারের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বাক্স পেটরায় আবদ্ধ রয়েছে। বর্ত্তমানে উচ্চ সমাজে নতুন বৌএর পায়ে কয়েকদিনের জন্য রূপার তোড়া দেখা যায় মাত্র; আর বেশী কিছু রূপার গহনার প্রচলন নাই। কিন্তু পল্লীগ্রামে মধ্যশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা এখনও যথেষ্ট রূপার গহনা পরে থাকেন।

অলঙ্কার যখন সৌন্দর্য্য বোধের দিক দিয়ে ব্যবহৃত হয় তখন রূপা আর সোনা, এর মর্য্যাদার বেশী হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া উচিত বোধ হয় না। রূপার বর্ণ সাদা আর সোণার বর্ণ হলুদ; এই সাদা আর হলুদে সৌন্দর্য্যের বিশেষ তারতম্য নাই। কিন্তু আজকাল গহনার মর্য্যাদা হয় অনেকটা মূল্যের মর্য্যাদার দিক দিয়ে, তাই উচ্চ শ্রেণীর মেয়েরা আর রূপা পরা পছন্দ করেন না।

আমরা ইংরেজ মেয়েদের হাতে কখন কখন রূপার প্লেন গোলবালা দেখতে পাই, তাঁরা যে সোণার বালার দাম জোটাতে অসমর্থ এমন নয়, কেবল সৌন্দর্য্য বোধের দিক দিয়েই তাঁরা রূপার বালা ব্যবহার করেন। বর্ত্তমানে বিলাতে আর একরকম সাদা সোণার প্রচলন আরম্ভ হয়েছে, এর নাম হয়েছে হোয়াইট-গোল্ড অর্থাৎ সাদা সোণা। বিশুদ্ধ সোণার সঙ্গে অতি সামান্য পরিমাণ প্লাটিনম্ মিশিয়ে এই সোণা তৈরী হয়। আমরা বলতে পারি, যদি সাদা বর্ণই হল তবে রূপার থেকে আর পার্থক্য কি হল? সম্ভবতঃ হোয়াইট-গোল্ডএর বর্ণ রূপার চেয়ে বেশী উজ্জ্বল। আমাদের দেশে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই রূপার গহনা পরে, এই মনে করে রূপার গহনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া বিবেচনার কর্ম্ম নয়।

সোণা রূপা পরিষ্কার রাখবার উপায়—সোণা রূপার জিনিস ময়লা হলে গাঢ় তেঁতুল গোলা জল গরম করে তার মধ্যে এক ঘণ্টা রেখে দিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। একটু বেশী শক্ত ময়লা হলে এরূপ তেঁতুল গোলা জলে রেখে খানিকটা সময় আগুনে জাল দিয়ে তার পর ব্রাস দিয়ে ঘুষে ফেললেই পরিষ্কার হয়। তবে অনন্ত বালা প্রভৃতি যে সকল অলঙ্কারের মধ্যে গালা পোরা আছে, সেগুলি গরম তেঁতুল গোলা জলে রাখা চলবে কিন্তু আগুনে জাল দেওয়া চলবে না। তাতে ভিতরের গালা গলে গিয়ে খানিকটা বের হয়ে যেতে পারে। গহনাটি একেবারে ফেটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। তেঁতুল জলে পরিষ্কার করবার পর পরিষ্কার জলপাত্রের মধ্যে অলঙ্কার রেখে ব্রাস দিয়ে বার বার ধুতে হবে। আর তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার শুকনো ন্যাকড়ায় মুছে নিতে হবে। তেঁতুলের পরিবর্ত্তে রিটে ও দাবান মিশ্রিত জলে ভিজিয়ে রেখে এক আধ ঘণ্টা পরে ব্রাস দিয়ে ধুলেও পরিষ্কার হয়।

গহনা উত্তমরূপে পরিষ্কার করবার আরও উপায় আছে। রূপা বা তামা পিতলের প্লেন জিনিস পরিষ্কার করবার জন্য 'মেটাল-পালিস' বলে একপ্রকার জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। ঐ মেটাল-পালিস কাপড়ের টুকরায় মাখিয়ে পরিষ্কার করা অলঙ্কারগুলির উপর ধীরে ধীরে রগড়াতে হয়; তারপর, বাজারে ভাল ভাল মনোহারী দোকানে রুজ (Rouge) বলে এক রকম লাল রঙ্গের গুড়া পূর্ব কৌটা কিনতে পাওয়া যায়, একখানা নরম পরিষ্কার ন্যাকড়ায় একবিন্দু রুজ মাখিয়ে সেই ন্যাকড়া দিয়ে ঐ মেটাল পালিসে পরিষ্কার করা সোণার অলঙ্কারের উপর মৃদুভাবে কিছুক্ষণ রগড়ালে উজ্জ্বল হয়ে একেবারে নতুনের মত হবে।

অলঙ্কারের সঙ্গে চুণী, পান্না, মুক্তা প্রভৃতির ব্যবহার বর্ত্তমানে খুব বেড়ে উঠেছে। এই সব প্রস্তরাদি জহরৎ ব্যবহার সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে মোটেই লাভজনক নয়। প্রথমতঃ এই সকল জিনিসের বাজার দরের কোন ধারা না থাকায়, স্বর্ণকার যদি বেশী দাম আদায় করে, তবে গ্রাহকে তা সহজে ধরতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ এই সকল জিনিস ব্যবহারের পর এর আর বিশেষ কিছু দাম থাকে না। কাজেই অলঙ্কারে জহরৎ ব্যবহার বড়লোকদেরই সাজে।

অলঙ্কারের মজুরী সম্বন্ধে স্বর্ণকার নির্দ্ধারিত দর কমাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নাই। কারণ তাদের সততার উপরেই যখন নির্ভর করতে হয়, তখন মজুরী সম্বন্ধে তারা যা বলে তাই ধার্য্য করা উচিত। শেষ কথা, গহনা প্রস্তুতে যখন এত গোলযোগ, তখন অলঙ্কারের ব্যবহার আমাদের দিন দিন কমানই উচিত।

নানা কথা

আসাম-বঙ্গের বন্যা—

আসাম এবং বাংলার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের শ্রীহট্ট, শিলচর, নওগাঁ, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে ভীষণ জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়া লোকজনের দুরবস্থার একশেষ করিয়া তুলিয়াছে। নরনারীর এবং বালক-বালিকা-শিশুর দুর্দ্দশার কাহিনী, গৃহপালিত পশুর মৃত্যুর কাহিনী সংবাদপত্রের স্তম্ভ পরিপূর্ণ হইয়া যে ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, শুনিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। ধূধের এবং ক্ষেতের শস্যাদি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখা দিয়াছে। কংগ্রেস কমিটি, হিন্দু মিশন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, অভয় আশ্রম প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় নানা স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ সমস্ত স্থানের বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য করিতেছেন। এ সময় দেশবাসী যাহার যেমন সাধ্য, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে পাঠাইয়া দিয়া সাহায্য করা উচিত। আমাদের নিকট কোন অর্থ সাহায্য পাঠাইলে আমরা বন্যাপীড়িত অঞ্চলে পাঠাইয়া দিব।

বন্যার সাহায্যে জমীদার-মহিলা-সভা—

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যকল্পে শ্রীহট্টের জমীদার শ্রীযুক্তা গোবিন্দপ্রিয়া চৌধুরাণী মহোদয়ার সভানেত্রীত্বে কলিকাতায় আসামের জমীদার মহিলাগণের এক সভা হয়। শ্রীযুক্তা রাণী সুচারু রায় (শ্রীহট্ট) সভার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া বলেন। তিনি বলেন, দয়াদাক্ষিণ্য, লোক-সেবা নারীর স্বাভাবিক ধর্ম; অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিই নারীর প্রকৃত মূর্ত্তি। অতএব এই প্লাবনে বিপন্ন অধিবাসীদিগের জন্য নারীর কার্য্য যথেষ্ট আছে। সভার উদ্যোগে কয়েক দিনের মধ্যেই নিম্নলিখিত অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে:—গোবিন্দসুন্দরী চৌধুরাণী ৬০০৲ টাকা, রাণী সুহাসিনী দেবী ২৫০৲ টাকা, প্রফুল্লবালা চৌধুরাণী ১০০৲ টাকা, প্রমিলাকুমারী চৌধুরাণী ৫০০৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত অনেকেই অর্থদানের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সন্তানের দুরবস্থা দেখিয়া মায়েদের এ দানের মূল্য অর্থের হিসাবে গণনা করা যায় না, ইহার মূল্য অনেক বেশী।

কপিলমুনি কালী-মন্দির—

খুলনার দক্ষিণাংশে কপিলমুনিতে বহুদিনের একটি কালী মন্দির ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া ছিল, অনুন্নতশ্রেণীর একজন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি সম্প্রতি বহু অর্থ ব্যয়ে মন্দিরটির সংস্কার করিয়া দিবার পর স্থানীয় উচ্চ বর্ণস্থ ব্যক্তিগণ ঐ মন্দিরে নিম্নবর্ণের লোকজনের প্রবেশাধিকার বন্ধ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতায় হিন্দু মিশনের সভাপতি স্বামী সত্যানন্দ উহাতে নিম্নশ্রেণী প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের প্রবেশের সহায়তা করিতে যান। ফলে উচ্চবর্ণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। উচ্চবর্ণস্থ ব্যক্তিগণ পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করেন। পুলিশ স্বামী সত্যানন্দকে গ্রেপ্তার করে। স্বামীজি বর্ত্তমানে জামিনে খালাস আছেন। উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণ প্রথমে এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের মীমাংসা করেন নাই; অত্যন্ত সুখের বিষয় সম্প্রতি উহার মীমাংসা হইয়াছে, মন্দিরে সর্ব্বশ্রেণীর অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা বলি, সমাজের উচ্চবর্ণ উচ্চেই থাকুন, কিন্তু দেবমন্দিরে সাধারণ মানুষের সমান অধিকার না থাকিলে হিন্দুসমাজে দেবতার অভিসম্পাত অনিবার্য্য।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান—

৪৪৪ বৎসর পূর্ব্বে ৮৮২ বঙ্গাব্দে নবদ্বীপে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে নবদ্বীপের গঙ্গার বহুবার গতি পরিবর্ত্তনে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান তিন চার বার নদীগর্ভে নিমগ্ন হয়। বর্ত্তমানে তাঁহার জন্মস্থান লইয়া দুইটি প্রবান দল দাঁড়াইয়াছে। একদল গৌড়ীয় নাম ধারণ করত: বর্ত্তমান গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী "মিয়াপুর" নামক স্থানকে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান "মায়াপুর" বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিত প্রবর ব্রজমোহন দাস মহাশয় বহু নিদর্শন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, গঙ্গার পশ্চিম পারে বর্ত্তমান রামচন্দ্রপুর নামক স্থানই গৌরাঙ্গদেবের প্রকৃত জন্মস্থান। তিনি সেখানে নবদ্বীপস্থ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরের নিদর্শন বাহির করিয়াছেন। এই উপলক্ষে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ জন্মস্থান

নির্ণয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। তমোলুকের খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভানা মহাশয় এবিষয়ে অগ্রণী হইয়া অনেক কাজ করিতেছেন। বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহরস্থ মন্দিরগুলি যেরূপ ব্যবসায়ের ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, তীর্থ যাত্রীদের প্রতি যেরূপ অন্যায় অত্যাচার চলিতেছে, তাহাতে ব্রজমোহন দাস মহাশয়ের নির্দ্দেশিত গৌরাঙ্গদেবের প্রকৃত জন্মস্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হওয়া বাস্তবিকই কল্যাণকর।

মহিলা-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—

আদর্শ-ত্যাগী, বিদুষী মহিলা শ্রীযুক্তা নবনলিনী দেবী নবদ্বীপে গৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থানে একটি মহিলা-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপনে প্রয়াসী হইয়া ২১ বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। ইহা বর্ত্তমান নবদ্বীপ হইতে তিন মাইল উত্তরে বেলোড়া ষ্টেটের নিকট অবস্থিত। নবনলিনী দেবীর বৈষ্ণব-জীবনের কাহিনী লইয়াই সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রসিদ্ধ "পথের আলো" পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ইনি হাইকোর্টের উকিল, ইণ্ডিয়ান-রেভিনিউ-এ্যাক্ট প্রণেতা শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই লব্ধপ্রতিষ্ঠা মহিলার কল্পিত মহিলা-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অচিরাৎ গঠিত হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুক।

অভিনেত্রীর দান—

কলিকাতার পাঁচুবাবুর নাতী একজন অভিনেত্রী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও অলঙ্কারাদি লাভব্যকার্য্যে উইল করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের নারীর পক্ষে অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন ও অর্থোপার্জ্জন সম্মানজনক বলিয়া পরিগণিত না হইলেও এই অভিনেত্রীর ত্যাগের আদর্শের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। আমাদের দেশে সম্পন্ন বিধবা, যাঁর কোন আত্মীয় স্বজন নাই তাঁর পক্ষে পোষ্যপুত্র গ্রহণাদির পরিবর্ত্তে সাধারণ কোন কার্য্যে অর্থদান করিয়া যাওয়া উদারতার পরিচায়ক। ইহা দাতার পক্ষে ধর্ম্মের কার্য্যও বটে।

মহিলা ব্যবহারজীবি—

ত্রিবন্দ্রমের মিসেস্ অন্ন চণ্ডী, এম-এ সম্প্রতি মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কেরলের মহিলা সমাজের মধ্যে ইনিই প্রথম আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। মালবার উপকূলের মহিলা সমাজের সাপ্তাহিক পত্র "অরীমধের" ইনি ম্যানেজিং এডিটার। মিসেস চণ্ডী কোর্টহামে ওকালতী করিবেন।

আট বৎসর স্থায়ী গর্ভ—

পেশোয়ারে একটী প্রৌঢ়া রমণীর পেটে অত্যন্ত ভার বোধ করায় হাসপাতালে যায়। ডাঃ কর্ণেল ফ্রেজার অনুমান করেন যে, রমণীর টিউমার হইয়াছে। তিনি রমণীর পেটে অস্ত্র করিয়া দেখিতে পান যে, তলপেটে একটি পিণ্ড রহিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, ঐ পিণ্ডটী একটী সন্তান, প্রায় প্রস্তরীভূত হইয়া আছে। রমণীকে জিজ্ঞাসা করায় কর্ণেল জানিতে পারেন যে, আট বৎসর পূর্ব্বে সে একবার গর্ভের লক্ষণ বোধ করিয়াছিল। প্রকৃতির বিচিত্র লীলা!

আফগান নারীর দেশপ্রীতি—

আমীর আমানুল্লা দেশের কল্যাণের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও দেশে শান্তিস্থাপন করিতে না পারিয়া পুরাতন মন্ত্রী নাদীর খাঁর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রাণী সৌরিয়া সহ দেশত্যাগ করতঃ ইউরোপে গমন করিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত বাচ্চাই সাকু আমীরের বিরুদ্ধে দেশবাসী প্রাচীনপন্থীদিগকে উত্তেজিত করতঃ দেশে যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত করাই আমীরের দেশত্যাগের কারণ। নাদীর খাঁর সহিত বাচ্চাই সাকুর যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধে কাবুলী স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত বাচ্চাইয়ের বিরুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন। আমীর আমানুল্লা নারীর সম্মান রক্ষার জন্য দেশে অনেক সদনুষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন। তাই আফগান নারী আজ বাচ্চাইকে দমন করিবার জন্য স্বেচ্ছায় রণক্ষেত্রে নামিয়াছেন।

মায়ের মন্দিরে পিশাচ-পুরোহিত—

রূপচাঁদ ভট্টাচার্য্য নামক একব্যক্তি দক্ষিণ বারাসত বাজারের কালীমন্দিরে কুসুমবালা দেবী নাম্নী এক বিধবা মহিলার পক্ষ হইতে পুরোহিত হইয়া কালীপূজা করিত। একদিন রূপচাঁদ কুসুমবালার নিকট অসৎ প্রস্তাব করে। তাহাতে কুসুমবালা রূপচাঁদকে পুরোহিতের কার্য্য হইতে অপসারিত করাইয়া দেন। রূপচাঁদ চাকুরী পরিত্যাগ করে এবং যাহাতে আর অন্য কোনও পূজক না আসে তাহার চেষ্টা করে। অধিকন্তু যে 'তোলার' সাহায্যে পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত সেই 'তোলা'

বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য বাজারের সকল লোককে ঢোল পিটাইয়া জানাইয়া দেয় এবং কৃষ্ণ চরিত্রের নানাপ্রকার কুৎসা করিতে থাকে। পুরোহিতের অভাবে পূজার কাজ বন্ধ হয় দেখিয়া কৃষ্ণবালা তাঁহার দশ বৎসরের পুত্রের সাহায্যে কোনও প্রকারে পূজার কাজ চালাইতে থাকেন এবং রূপচাঁদ ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর,পি মুখার্জ্জির আদালতে মান-হানির মোকদ্দমা আনয়ন করেন। মীমাংসা করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ দেওয়ায় কৃষ্ণবালার পক্ষের উকিল মিঃ হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত অগ্রবর্ত্তী হইয়া রূপচাঁদকে জানান যে, তাহার কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপ করিলে মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইবে। তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করেন। তাহাতে আসামীর তিনশত টাকা জরিমানা হইয়াছে। এই টাকা কৃষ্ণবালা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাইবেন। সমাজে এরূপ পিশাচ বহু বহু আছে, কিন্তু গুরুপুরোহিতের মধ্যে এরূপ পিশাচও যে কখন কখন দেখা যায়, ইহা দেশের পক্ষে অতীব কলঙ্কের কথা। মানুষ চেনা যে বিষম দায়।

ইটালীর জনবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা—

ইটালীর বর্ত্তমান সমাজ সংস্কারক নেতা মুসোলিনি দেশের জন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সাধারণকে উৎসাহিত করিতেছেন। তিনি আশা করেন, তাঁহার এই আন্দোলনের ফলে আগামী বৎসরে স্বাভাবিক অপেক্ষা দশলক্ষ অধিক শিশুর জন্মলাভ হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু সন্তানের পিতামাতাকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লেখেন, কাহাকেও বা অর্থাদি উপহার দেন। সাত সন্তানের পিতামাতা সম্মানের স্থান লাভ করেন। বহু সন্তানের পিতামাতা ইন্‌কম ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পান, ট্রামে চড়া, বায়োস্কোপ দেখা প্রভৃতিতে অল্পমূল্যে স্থান পান। কোন স্থানে দশম সন্তান জন্মিলে রাজসৈন্যগণ আসিয়া সদ্যজাত শিশুর গৃহের নিকট বাদ্য বাজাইয়া জয়গান করিয়া যায়। আমাদের দেশে বহু সন্তানের পিতামাতা সম্মান লাভ না করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ট্যাক্স দেওয়া, সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া প্রভৃতিতে যদি তাঁহাদের একটু ব্যয় লাঘবের ব্যবস্থা হয় তবেই আমরা সে পরিবারের প্রতি যথেষ্ট উপকার করা হইল বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু দেশের কর্ণধার সরকার বাহাদুরের কর্ণে একথা পৌঁছিবে কি?

ইটালীর দেশপ্রীতির অন্যতম ব্যবস্থা—

ইটালী দেশকল্যাণ কল্পে নানাভাবে শক্তির পরিচয় দিতেছে। সম্প্রতি ইটালীয় ফ্যাসিষ্ট নামক একদল এরূপ আন্দোলন চালাইতেছে যে, যতদিন দেশে কলা না জন্মাইবে, ততদিন কলা খাওয়া দেশবাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। বিদেশী কলা আমদানী হইয়া ইটালীর বহু অর্থ বাহিরে চলিয়া যায়। এজন্য বিদেশ হইতে যাহাতে কলার আমদানী না হয় তাহার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। ঘরের পয়সা যাহাতে বাহিরে না যায় তাহার জন্য এমনই ব্যবস্থা চাই বটে।

বালকদিগের ধূমপান

আমাদের দেশে ধূমপান অতীব গর্হিত কার্য্য, বিশেষতঃ স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী, ইহা সকলেই অবগত আছেন। বালক দিগের পক্ষে ধূমপান তাহাদের শরীর বৃদ্ধির পক্ষে বিঘ্ন জনক এবং ফুসফুসের মহা ক্ষতিকারক। ইহা জানিয়া শুনিয়াও বালক দিগের অভিভাবকগণ, তাহাদের ধূমপান হইতে ক্ষান্ত রাখিবার জন্য যতটুকু দৃষ্টি রাখা দরকার ততটুকু রাখেন না। জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার ভিতর এরূপ নিয়ম হইয়াছে যে, ষোল বৎসর বয়সের কম বালকদিগকে ধূমপান করিতে দেখিলে পুলিশ সাব ইনেস্‌পেক্টর বা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিবেন। আমরা আশা করি, পল্লীগ্রামের অভিভাবকগণ বালকদিগকে ধূমপান হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য ইহাপেক্ষাও কঠোর ব্যবস্থা করিবেন।

দেবদাসীপ্রথা রহিত—

কত রকম অন্ধবিশ্বাস, কত কুসংস্কার যে এদেশের লোককে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। মাদ্রাজ অঞ্চলের বহু মন্দিরে একটি প্রথা সুদূর অতীতকাল হইতে আজ পর্য্যন্তও চলিয়া আসিতেছিল। বহু নারী চিরদিন কুমারী অবস্থায় থাকিয়া এই সকল মন্দিরের সেবিকারূপে মন্দিরের সম্মুখে সঙ্গীত ও নৃত্য করিত। ফলে তাহাদের অধিকাংশের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত হইয়া যাইত। মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার মহিলা ডেপুটী প্রেসিডেন্ট ডাঃ মুথুলক্ষ্মী এই প্রথা রহিত করিবার জন্য সম্প্রতি একটি বিল উপস্থিত করেন। উহা পরিষদ গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও সঙ্গে সঙ্গে ইহার

অনুমোদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। বহুকালের একটি পাপ সমাজ হইতে বিদূরিত হইল। আমরা ডাঃ শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মী ও মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বামীস্ত্রীতে চায়ের দোকান—

কয়েক মাস গত হইল একটি ব্রাহ্মণ যুবক কলিকাতায় একটি চায়ের দোকান করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী এবং অপর একটি আত্মীয়া এই দোকানের কার্য্যে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করিয়া থাকেন। ইহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; স্বামী স্ত্রী উভয়েই শিক্ষিত। শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে দিন দিন যেরূপ বেকার সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সংসারে থাকিয়া যে-কোন রূপে অর্থ উপার্জ্জনকে নিন্দা করা চলে না। পূর্ব্বে ইঁহাদের দোকান আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ছিল, বর্ত্তমানে ৬৩।২, চুন্নাপুর ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে। দোকানটির অবস্থা দিন দিন ভালই হইতেছে। এই যুবকের নাম শ্রীঅজিতকুমার বাগচী, স্ত্রীর নাম বিমলপ্রভা। বেকার পরিবারে স্ত্রী পুরুষে মিলিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য এইরূপ কার্য্য অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন আবশ্যক। যিনি কাজেকর্ম্মে সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

রূপের প্রতিযোগিতা—

আমেরিকা ইউনাইটেড্ ষ্টেটের অন্তর্গত টেক্সাস্ প্রদেশের গ্যালভেষ্টন সহরের ১২ই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, এখানে পৃথিবীর ১১টি দেশের ১১টি শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। ইংলণ্ডের এবং মার্কিণ যুক্ত রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীরাও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু এক, এল, গল্ভারষ্টীটার নাম্নী একটি অষ্ট্রিয়ান তরুণীই তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-জগতের রাণী বলিয়া তাঁহার মাথায় মুকুট পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ সাদা পোষাক পরাইয়া তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের পরীক্ষা লওয়া হয়, অতঃপর স্নান করিবার পোষাক পরিয়া তাঁরা তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের পরীক্ষা দেন। প্রথম পুরস্কারের দাম ৪০০ পাউণ্ড। অষ্ট্রিয়ান তরুণীটিই এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের সভ্যতায় এরকম কত কি ব্যাপার চলে কে জানে। নারীর রূপ লইয়া বাহিরের জন-সমাজে এইরূপ খেলাধূলা আমাদের তনিতেও ঘৃণা বোধ হয়।

শ্রীঅতুলচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক ১৭ নং রাধানাথ বসুর লেন, 'বিজোদয় প্রেসে' মুদ্রিত এবং ২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আভা
ক্যাষ্টর অয়েল

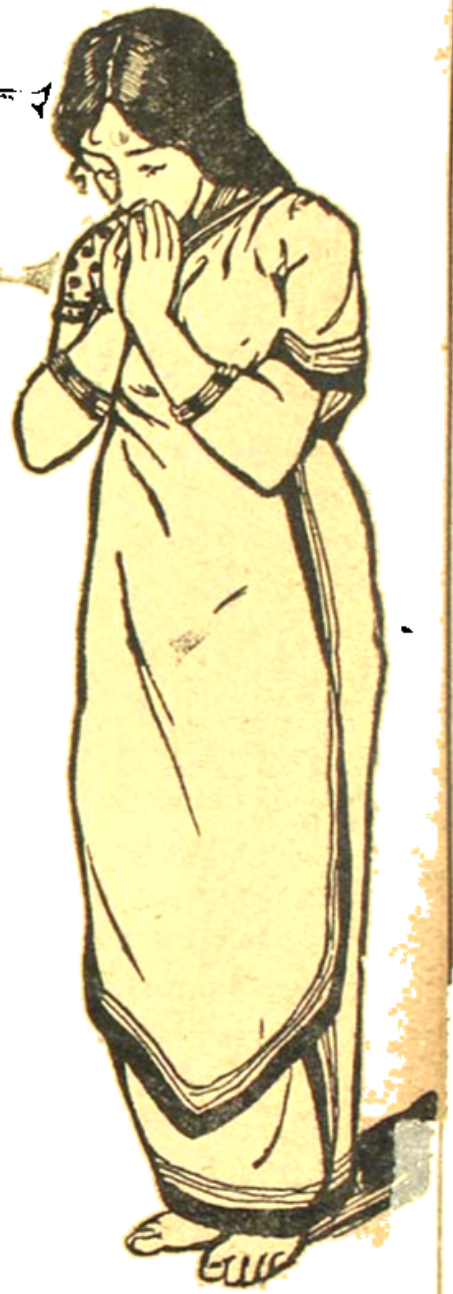

যে কত সুন্দর তা' জানতে হ'লে নিজে মাত্র এক শিশি ব্যবহার করতে পার্ব্বেন; তখন দেখবেন যে তেলটা দেখতে খাঁটি কিন্তু মোটেই চট্‌চটে না—আর এটাই হচ্ছে আভার একটা নিজস্ব বিশেষত্ব—যেটা অন্য কিছুতেই পাবেন না। আভার গুণের বিষয় আমরা কিছু বলতে চাইনা শুধু আপনি নিচের কটা লাইন পড়ুন, তা' হলেই যথেষ্ট হবে। এটা কলিকাতা মেডিকেল কলেজের স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত সিনিয়র হাউস-সার্জ্জেন ডাক্তার শ্রীবিপিন বিহারী রায় (এম্. বি,) মহাশয় আভার গুণে সন্তুষ্ট হয়ে লিখেছেন।

"Certified that AVA CASTOR OIL of Messrs. Torun Chemical Works of Calcutta is one of the **best non-sticky pure Castor Oils** in the market. It is **medicated** and **delicately scented,** and **free from any injurious ingredients.** It **Stimulates** the growth of **hair** and can be used by all with impunity.

24.4.29. Bipin Behari Roy, M.B.

৫ আউন্স—দাম মাত্র ১৲ টাকা। কলিকাতায় সর্ব্বত্র পাইবেন; না হলে নিচের ঠিকানায় দেখুন:—

এজেণ্ট:—রজনী ফার্ম্মেসী

৪১, হ্যারিসন রোড্ (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ জংসন) কলিকাতা।

তরুণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

পোষ্ট বক্স—২১২, কলিকাতা।

ভারতের সনাতন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান।

শ্রীশ্রীনবগ্রহ দেব-সুপ্রতিষ্ঠিত।

১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট (মহাশক্তি আশ্রম ও জ্যোতিষ মহামণ্ডলে)

সর্ব্বশক্তিসহ গ্রহদেবতার আবির্ভাব।

সনাতন ধর্ম্মের মূলাধারস্বরূপ ও কালস্রোতে অবিসংবাদিত দর্পণ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান যুগে যুগে আপনাদের ন্যায় কল্পাদপের স্নিগ্ধ ছায়াতেই রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া। আজ-কালবিজয়ী ত্রিকাল সত্য হিন্দু সভ্যতার সর্ব্বজয় মহিমা বিশ্বে প্রচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর আর্য্যজাতির জীবন-প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তিম শয্যা পর্য্যন্ত জীবনের প্রতি পল নির্ভর করিয়া রহিয়া যাইতেছে সেই ধর্ম্মকল্পের মানদণ্ড ধৃত হইয়া রহিয়াছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বিরাট তনু গ্রহদেবতাগণের হস্তে। গ্রহদেবতাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী, ভগবানের প্রভুশক্তির পরিচালক। গ্রহদেবগণ আর্য্যঋষির অন্তরস্থ আত্মজ্ঞানে ব্রহ্মের কার্য্যকরী শক্তিরূপেই প্রতিভাত হইয়াছেন। জড় পদার্থরূপে কখনও উপেক্ষিত হন নাই। তাঁহারা গ্রহদেবতার গতিবিধি, প্রভাব ও অনুগ্রহ নিগ্রহ সামর্থ্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রতীক বলিয়া ভক্তি-বিনম্রচিত্তে অর্চ্চনা করিয়াই জাগতিক আধি, ব্যাধি, শোক, তাপ, দৈন্য ও মৃত্যুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হইয়াছেন এবং বিশ্বকে এই মঙ্গলময় পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। গ্রহদেবতাদের সন্তোষবিধান না করিয়া কেহই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না।

পরিতাপের বিষয় এই যে, পৃথিবীর কল্যাণ অকল্যাণের একমাত্র কারণ গ্রহদেবতাদের অর্চ্চনা করিবার কোনও প্রতিষ্ঠান স্থাপী এবং শাস্ত্রসম্মত গ্রহদেবতার মূর্ত্তি বা মন্দির বঙ্গদেশে নাই, **সেখানে সমস্ত সমস্যা সংসারের ত্রিতাপক্লিষ্ট, দৈন্য দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনা নিবেদন করা যায়** অথবা আপনার স্বার্থ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য আকুল প্রার্থনা করা যাইতে পারে। সর্ব্বোপাদক হিন্দু প্রতীক ভিন্ন সমাধিস্থ হইতে পারে না। সংসারের নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে গ্রহগণের কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই গ্রহশান্তির ব্যবস্থা।

এই জন্য নবগ্রহ মূর্ত্তি ও মন্দিরের একান্ত আবশ্যক। এই অভাব দূর করিবার জন্য অল্ ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল্ এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল্ সোসাইটীর পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তায় নানা দিক দিয়া স্বীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থ বলি দিয়া বহুকাল যাবৎ বহু আয়াস স্বীকারে সুবৃহৎ নবগ্রহমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। নবনির্ম্মিত মর্ম্মর-প্রস্তর-গঠিত শ্রীমন্দিরে বৃহৎকায় ধ্যানোক্ত নবগ্রহ-দেবতার নবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৩৩৬ সনের ২৬শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে ঐ মূর্ত্তিসকল স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই শুভদিন হইতেই তান্ত্রিক বিধান অনুসারে মহাসমারোহে পূজা, হোম, পুরশ্চরণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশেই শাস্ত্রোক্ত এইরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও বিপুল আয়োজনে পূজা ও পুরশ্চরণাদি এবং দীর্ঘদিনব্যাপী মহোৎসব কোনও দিন হয় নাই। যাহাতে ত্রিতাপদগ্ধ নরনারী জীবনের ঈপ্সিতকে আলিঙ্গন করিয়া চিরকাল দুঃখ,দৈন্য, রোগ, শোকের নিষ্ঠুর স্পর্শ হইতে ত্রাণ পাইতে পারে তাহারই জন্য এই সাগর সেতুবন্ধ।

আপনি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যাসপুত্র আর্য্যঋষির পুণ্য মহাবংশের যোগ্যাধিকারী, আপনার পূর্ব্বজগণের পরার্থপরতায় আজও ভারতের ধর্ম্মকর্ম্ম ও পবিত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সঞ্জীবিত রহিয়াছে। আপনার ধমনীতে আজও দধীচি, শিবি, কর্ণ প্রভৃতির পবিত্র শোণিতধারা প্রবাহিত হইতেছে। অহল্যা, ভবানী, মৈত্রাণীর দানশীলতা ভারতের ত্যাগপ্রবণতায় জলন্ত দৃষ্টান্তরূপে

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র দিবেন।

বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে। আপনার আত্মা এখনও শুভ্র সুধাপানে অমরত্বের অধিকারী হইয়াছে। ভিক্ষুক নারায়ণ নামে পূজিত, যাচক ব্রহ্মণ্যদেবের প্রতীকরূপে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন এই বিশ্বাস আজও এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অবিচল রহিয়াছে, সেখানে এই পুণ্যানুষ্ঠান একান্ত ব্যর্থ হইবে, জগৎকল্যাণব্রত অসমাপ্ত থাকিয়া আমাদিগকে অভিশপ্ত করিবে এইরূপ ঘৃণিত নাস্তিকতার আমাদের অন্তরে স্থান পায় নাই বলিয়াই **আমরা আজ আপনাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও দানশীলতার উপর নির্ভর করিয়া এই অসম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা—হিন্দু সজ্জনগণের বদান্যতা।** শ্রীশ্রীনবগ্রহদেবতার পূজাদ্বারা আপনি ইহকালে সৌভাগ্য, আরোগ্য, যশঃ, ঐশ্বর্য্যমান ও প্রভূত ধন অর্জ্জন করিয়া **পরকালে অক্ষয় স্বর্গলাভের** অধিকারী হইতে পারিবেন।

যিনি যে কোনও সময়ে যেরূপভাবে পূজা কার্য্যের সঙ্কল্প করাইবেন তাহা আমাদিগকে জানাইতে হইবে। নাম ও গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক বিশেষ পুরশ্চরণ ও পূজা করাইতে হইলে পূজার ব্যয় প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ জানিবার জন্য অতি সত্বর সোসাইটীর পণ্ডিত মণ্ডলীর উপদেশ গ্রহণ করিবেন। সোসাইটীর নির্দ্ধারিত সদাচারনিষ্ঠ ব্রতী পণ্ডিতগণ যথাশাস্ত্র পূজা ও পুরশ্চরণাদি করিয়া শুভ যজমানকে উপযুক্ত সময়ে আশীর্ব্বাদাদি প্রেরণ করিয়া থাকেন।

দেশের ও দশের মঙ্গল কামনায় আমার জীবনব্যাপী সাধনা, আগ্রহ, যত্ন ও চেষ্টার ফলে এতাবৎ সমগ্র ভারতে যাহার অভাব সকলেই অনুভব করিতেছিলেন গ্রহদেবতার কৃপায় সেই চির আরাধনার মানবের সুখ-দুঃখ নিয়ামক শ্রীশ্রীনবগ্রহদেবের ভয়োক্ত ধ্যানের মূর্ত্তি অতুল অর্থব্যয়ে নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করাইয়া শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়া ধন্য হইয়াছি। এই মহৎ কার্য্য যথাশাস্ত্র সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে **বিদ্যোৎসাহী ধর্ম্মপ্রাণ মহানুভবগণের সহায়তা ও সহানুভূতি আমাকে আরও সমুৎসাহিত করিবে।** যাহাতে ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদের ইচ্ছামত পূজাদি সুসম্পন্ন করাইতে পারেন তজ্জন্য নিম্নোক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১। যিনি প্রতি বৎসর একবার করিয়া পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহশান্তি করাইবেন তাঁহাকে এককালীন ১০০৲ একশত টাকা অথবা মাসিক ২৲ টাকা দান করিতে হইবে। প্রতি মাসেই নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ ডাকযোগে প্রেরিত হইবে।

২। যিনি তিন মাস অন্তর একবার করিয়া পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহশান্তি করাইতে ইচ্ছা করেন তিনি এককালীন ৩৫০৲ তিন শত পঞ্চাশ টাকা অথবা মাসিক ৬৲ দান করিবেন। সেই দাতার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য প্রস্তর ফলকে লিখিত থাকিবে। প্রতি মাসেই নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ ডাকযোগে প্রেরিত হইবে।

৩। যিনি প্রতি মাসে শান্তি কামনায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহশান্তি ও বার্ষিক একবার নবগ্রহের পুরশ্চরণ করাইতে ইচ্ছুক তিনি এককালীন ১০০০৲ এক হাজার টাকা অথবা মাসিক ২০৲ টাকা দান করিবেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস একখানা প্রস্তর ফলকে খোদিত করিয়া নবগ্রহ মন্দিরের প্রকাশ্য দ্বারদেশে রক্ষিত হইবে।

৪। যিনি নিজের পুত্র কন্যাদি পরিজনের সহিত গ্রহশান্তি স্বস্ত্যয়ন ও নবগ্রহের বার্ষিক একবার পুরশ্চরণ কার্য্য করাইবেন, তাঁহাকে এককালীন ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা অথবা মাসিক ২৫৲ টাকা দান করিতে হইবে।

৫। ১০০০৲ দশ হাজার টাকা এককালীন দান করিলে, তাঁহার জন্য চিরকাল ষোড়শোপচারে নবগ্রহ পূজা এবং প্রতি মাসে একবার পুরশ্চরণ হইবে। পূজান্তে নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ প্রতিদিন তাঁহার উপদেশ মত তাঁহার গৃহে ব্রাহ্মণদ্বারা অথবা ডাকযোগে প্রেরিত হইবে। অধিকন্তু তাঁহার পারিবারিক ইতিহাস একখণ্ড প্রস্তর ফলকে খোদিত করিয়া নবগ্রহ মন্দিরের প্রকাশ্য দ্বারদেশে রক্ষিত হইবে। অন্যান্য বিষয় সবিশেষ পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

প্রেসিডেন্ট—অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটী, সম্পাদক তান্ত্রিকাচার্য্য জ্যোতির্ব্বিদ—

(গ্রেটব্রাইন) পণ্ডিত শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্যারত্ন, তত্ত্বভারতী, বিদ্যাভূষণ, এফ্, টি, এস্।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাঙ্গালা ভাষায় কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্র।
এবার নূতন বেশে নূতন ভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা নূতন তথ্যে পূর্ণ হইয়া বৃহদাকারে প্রকাশিত হইতেছে।

সম্পাদক—শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।

ব্যবসা ও বাণিজ্যে কি কি থাকে?

১। দেশ বিদেশের কৃষি শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ এবং সংবাদ। ২। প্রতি মাসে কৃষির মাসিক ডায়েরী অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে কি কি কৃষি আরম্ভ করিতে হইবে তাহার স্মারক লিপি। ৩। দেশ বিদেশের কাজ কারবার সম্বন্ধে নানারূপ প্রয়োজনীয় সংবাদ ও প্রবন্ধ। ৪। যাঁহারা কাজ-কারবার করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের সচিত্র জীবনী। ৫। আমাদিগে কিরূপ ভেজাল চলিতেছে তাহার রহস্য জ্ঞাপন। ৬। নানারূপ জাল জুয়াচুরির রহস্য উদ্ঘাটন। ৭। পত্রাবলী—গ্রাহকগণ যে সকল প্রশ্ন এবং সংবাদাদি জানিতে চাহিবেন তাহার সদুত্তর দান। ৮। সোণা, রূপা, ভূষিমাল, লোহা ইস্পাত ইত্যাদি বাজারের সমুদয় দ্রব্যের বাজার দর। ৯। কোম্পানীর কাগজ ও নানাবিধ সেয়ারের বাজার দর। ১০। ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী—অর্থাৎ কলিকাতা এবং অন্যান্য দেশের কোথায় কোন জিনিষ বেচা অথবা কেনা হয় তাহার বিশেষ বিবরণ এবং ক্রেতা বিক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা। ১১। জাপান, জার্ম্মানী, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে দুই চারি শত টাকা মূলধনে যে সকল ছোট ছোট কল লইয়া (Labour saving machineries) লোকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় তাহার সচিত্র বিবরণ। ১২। বিভিন্ন ব্যবসায়ের বিবরণ যথা—ব্যাঙ্কি, জীবনবীমা, অগ্নিবীমা, সমুদ্র বীমা, আড়তদারী, অডিটিং বা হিসাব পরীক্ষা, চা, চিনি, পাট, ফটকা ইত্যাদির বিবরণ। ১৩। নানারূপ দালালী। ১৪। ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত গল্প। ১৫। সচিত্র সামাজিক নক্সা প্রভৃতি। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যে কেহ সংবাদ বা প্রবন্ধ পাঠাইবেন তাহা প্রকাশযোগ্য হইলে সাদরে গৃহীত করা হইবে। ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাজে প্রবন্ধ নাই। প্রত্যেক প্রবন্ধেই কাজের কথা আলোচিত হয়। একবার সামান্য ৫।৵০ টাকা বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক হইয়া দেখুন; এত নূতন নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান পাইবেন যে তাহার একটীর দ্বারাই বহু সহস্র টাকা। ব্যবসা ও বাণিজ্যের আকার প্রবাসী ও ভারতবর্ষের ন্যায় এবং প্রতিমাসে ইহাতে অন্যূন একশত পৃষ্ঠার প্রবন্ধাদি থাকে। নমুনার মূল্য ।০ আনা, ভি পিতে বার্ষিক মূল্য ৫।০ এবং নমুনার মূল্য ৸০ আনা লাগে।

ফোন—
কলিঃ—৩৩৫৫

ম্যানেজার—ব্যবসা ও বাণিজ্য,
৯৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

আয়ুর্ব্বেদ, আর্য্য-চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্র। অগ্রহায়ণে তৃতীয় বর্ষে পড়িয়াছে। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক, আয়ুর্ব্বেদের সেই প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ কবিরত্ন ইহার সম্পাদক। দেশের প্রধিতযশা কবিরাজ ও ডাক্তারগণ এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০, নমুনা সংখ্যা ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
ম্যানেজার, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান। ২নং পঞ্চানন লেন, কলিকাতা।

"আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" ইংরেজ কবির [illegible]

গল্প উপন্যাসের কল্পতরু, বিখ্যাত লেখকবৃন্দের জ্ঞানগর্ভ রচনা অলঙ্কৃতা

অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ফাল্গুনে ২৬শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে!

(১) বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ ধার্য্য করা হইয়াছে।

(২) এই বর্ষে তিনখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে, তা ছাড়া গল্প প্রবন্ধ ত আছেই।

(৩) নূতন লেখককে উৎসাহ দিয়া নূতন লেখক তৈয়ারী করা অর্চ্চনার ২৫ বৎসরের সাধনা।

(৪) আজই গ্রাহক হউন। এ বর্ষে বিক্রয়াধিক্যে বেশী গ্রাহক লইতে পারিব না।

(৫) নমুনার মূল্য ৵১০ ডাক টিকিট।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—কর্ম্মকর্ত্তা, অর্চ্চনা

পোঃ অর্চ্চনা, কলিকাতা।

কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিষয়ক একমাত্র

'কৃষক' ☞ মাসিক পত্রিকা ☜ 'কৃষক'

গত ২৭ বৎসর হইতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। বাগানের কার্য্য, চাষের কার্য্য ইত্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে কৃষকের গ্রাহক হওয়া একান্ত আবশ্যক। বার্ষিক মূল্য ডাঃ মাঃ সমেত ৩৷০ আনা মাত্র।

কৃষক কার্য্যালয়—১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—তাজা বীজ — আসল গাছ — কৃষি পুস্তক—

বাগানের সর্ব্ববিধ গাছ, চারা ইত্যাদি এবং সব্জী চাষের জন্য সকলপ্রকার বীজ খুব ভাল ও সস্তা দরে পাইবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়। আমরা আজ ৩০ বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বীজ সরবরাহ করিয়া আসিতেছি।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন লিমিটেড্

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"নব আনন্দে জাগা আজি নব কলি-কিশলয়!"

"স্বাস্থ্য-সমাচার" "Health & Happiness," "স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা"র ভূতপূর্ব্ব সহঃ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু সম্পাদিত

সচিত্র মাসিক পত্র

জীবনের আলো

ও সমালোচনী

অপরূপ সাজ সজ্জায়, অভিনব পরিকল্পনায়, অদৃষ্টপূর্ব্ব বর্ণসুষমায় রঞ্জিত হইয়া, নব জ্ঞান, নব সত্য, নব আনন্দের বারতা লইয়া বৈশাখ হইতে উন্মেষিত হইতেছে।

স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, দাম্পত্য জীবন, শক্তি চর্চ্চা, বীরগণের জীবনী ও আত্ম-চরিত, শিশু-কল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল, স্ত্রী-উন্নতি, স্ত্রী-শিক্ষা, অন্ন সুলধনে ব্যবসা, উচ্চ শিল্প, কৃষি, গো-পালন, ধনিক ও শ্রমিক সমস্যা, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যপ্রকাশের সহজ চিকিৎসা, পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালীন্ রাজনীতি, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও নানা শাখার উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের আলোচনা ইহাতে প্রধানতঃ স্থান পাইয়া থাকে। তা' ছাড়া প্রতি মাসে একটি করিয়া ছোট গল্প ও ১ একটী সুলেখক কবিতা থাকে। প্রতি মাসে অন্ততঃ ৪ খানি ছবি থাকে।

কাপ্তেন শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাপ্তেন শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, প্রফেসর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস, ডাঃ শ্রীযুক্ত যদুনাথ গাঙ্গুলি, রায় ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ শ্রীযুক্ত মেঘচন্দ্র রায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার দাস প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ লেখকগণ ইহাতে লিখিতেছেন।

প্রতি মাসে ৬৪ পৃষ্ঠা করিয়া পাঠ্য বিষয় থাকে। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৵০ মাত্র; মফঃস্বলের লাইব্রেরী সমূহ ৩ ২৲ টাকায় পাইবেন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইতেছে, শীঘ্র গ্রাহক হউন।

"জীবনের আলো" কর্ম্ম-কুটির ২৬নং বহুবাজার রোড্ (নারিকেলডাঙ্গা), কলিকাতা।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত পুস্তক

পতিব্রতা—(তৃতীয়াঙ্ক নাটক), সতীর গৌরব-চিত্র—নাট্যকলার চূড়ান্ত পরিচয় লইয়া ফুটিয়াছে। ঐ ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী। সুন্দর বাঁধাই; মূল্য ১৲ টাকা।

নারীমঙ্গল—নবধর্ম্মে দীক্ষিত নারী পুরুষ কি ভাবে আদর্শ সমাজ গঠন করিতে পারে, তাহারই পরিচয় যথা সাধ্যমত স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। মূল্য ।৵০ আনা।

চণ্ডীদাস—(পঞ্চাঙ্ক নাটক), বাংলার প্রেমের কবি, সিদ্ধ সাধক চণ্ডীদাসের জীবন সাধনের অপূর্ব্ব তত্ত্ব বিশ্লেষণ। মূল্য ১৷৹ টাকা।

উদ্বোধন—স্ত্রী-চরিত্র বিহীন পঞ্চাঙ্ক নাটক। মূল্য ১৲ টাকা।

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ—প্রায় পঞ্চাশখানি চিত্রে সুশোভিত। ১৷৹ টাকা মাত্র।

অন্যান্য গ্রন্থ তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

প্রাপ্তিস্থান—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস

২৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখিবেন।

কেশের পক্কতা নিবারক

সর্ব্বশক্তিবর্দ্ধক অবলেহ

এই ঔষধ ৪০ দিন ব্যবহারে কেশ কখনই পক্ক হইবে না। পক্ককেশও ৩দিনের ভিতরে সমূলে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ হয়। আর ইহাতে মস্তিষ্কের শক্তি, দৃষ্টিশক্তি কি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের শক্তি বরাবর সমভাবে থাকে। ইহার আরও বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্নায়ুশক্তিবর্দ্ধক ও অবসাদ মস্তিষ্কের অবসাদ দূরকারক। তাই স্কুল কলেজের ছাত্রগণের বিশেষ আবশ্যকীয়। মূল্য ১০৲ টাকা।

শ্বেতকুষ্ঠের দৈব মহৌষধ

এই ঔষধ সেবনে ও প্রলেপে যদি এক মাসের মধ্যে শ্বেতকুষ্ঠ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় তবে মূল্য ফেরত দিব। মূল্য ৫৲ টাকা।

৫০নং ফকিরি মেডিকেল মার্কেট
মাহেরিয়া সরাই (বিহার)।

মিস্ মেয়োর "মাদার ইণ্ডিয়া" পড়িতে ইচ্ছা হয় না কি?

"মাদার ইণ্ডিয়া"র সুদীর্ঘ বাংলা সমালোচনা আপনাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবে।
বিদেশীর হস্তে ভারতের মাতৃজাতি কি ভাবে চিত্রিত হইয়াছেন
একবার পড়িয়া দেখুন।
মূল্য ৵০ আনা। ৵৯০ র ডাকটিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়াই পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান—
মাতৃমন্দির কার্য্যালয়।
২০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুবাসিত তিল তৈল রূপে গুণে গন্ধে অতুলনীয়

রুমালের জন্য
মন্দার
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ

বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস
৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট কলিকাতা

বারণা

সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণমোহন ভক্তবর্ত্তী।

কার্য্যালয়—১৪ নং পামারবাজার রোড্, পোঃ ইটালী, কলিকাতা।

বাংলার আধুনিক সাহিত্যের ভাবধারার পরিচয় পাইতে হইলে আজই গ্রাহক হউন।
ঔপন্যাসিক-সম্রাট শরৎচন্দ্রের জীবনের অপরূপ ঘটনাবলী বৈশাখ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।
বাণীর নবীন পূজারীগণকে সাদর আহ্বান জানাইতেছি।
বার্ষিক মূল্য সডাক ১৸০ (এক টাকা বার আনা মাত্র)

ECONOMIC JEWELLERY WORKS
ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্.

200, Cornwallis St. ২০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

: সুলভে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারের খ্যাতনামা কারখানা :—

Awarded Certificate of Honour with Medal by the British Empire Exhibition, London, 1924 & 25

বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিবার পর হইতে আমাদের কারখানার অলঙ্কার অধিকতর উন্নতরূপে প্রস্তুত হইতেছে।

একজিবিশন শাঁখা এনগ্রেভ—গিনি সোনার পুরু পাতে ইরোলো ব্রোঞ্জের শাঁখার উপর মোড়া। নূতন মেশিনে, নূতন ধরনে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সোনায় প্রস্তুত। বহু বৎসর ব্যবহার চলিবে। দু হাতে দু খানা মাত্র ব্যবহৃত হয়। এই একজিবিশন শাঁখা ক্রম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রমাণ প্রতি জোড়া—৸৹ (৷৹ গিনি সোনা ১০৲, শাঁখা ৷৵, মজুরী ৵) বালিকা সাইজ—১৸৹ (৷৵ গিনি সোনা ৸৹, শাঁখা ৵, মজুরী ৵) শিশু সাইজ—১৲ (৷৵ গিনি সোনা ৸৹, শাঁখা ৷৷৹, মজুরী ৵)।

একজিবিশন চুড়ী এনগ্রেভ—গিনি সোনার পুরু পাতে ইরোলো ব্রোঞ্জের উপর মোড়া। দু হাতে দু খানা অথবা দু'গাছার সেট ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায়ে ঠিক তিনগুণ টাকার চুড়ীর মত কাজ দিবে।

প্রমাণ প্রতি জোড়া—১৷৹ (৷৵ গিনি সোনা ৭০, ব্রোঞ্জ ৵, মজুরী ৵ বালিকা সাইজ—১২৸৹ (৷৹ গিনি সোনা ৬৹, ব্রোঞ্জ ৷৷৹, মজুরী ৵) শিশু সাইজ—১১৷৹ (৷৹ গিনি সোনা ৫৲, ব্রোঞ্জ ২৷৷৹ মজুরী ৵) প্রমাণ—তিন জোড়া অর্থাৎ ছয় খানার এক সেট চুড়ী ৩৪৷৷৹ টাকা।

একজিবিশন শাঁখা প্লেন—গিনি সোনার পাতে ইরোলো ব্রোঞ্জের শাঁখার উপর মোড়া। প্রমাণ জোড়া—১০৷৹, বালিকা সাইজ—৮৷৷৵০, শিশু সাইজ—৭৷৷

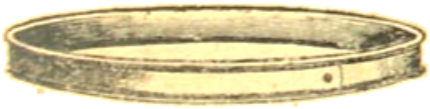

একজিবিশন শাঁখা—প্লেন, সরু—ঠিক ঐ মত ছাবিশিষ্ট প্রমাণ—৮৷৵০, বালিকা সাইজ—৭৷৷০, শিশু সাইজ—৬৷৷৵০।

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনার মোড়া। প্রমাণ—৮৸৹, বালিকা সাইজ—৭৵০, শিশু সাইজ—৬৲।

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—সরু, বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনায় মোড়া। প্রমাণ—৬৷৵০, বালিকা সাইজ—৬৲, শিশু সাইজ—৫৵০

বীণাপাণি শাঁখা—শুভ্র হস্তী-দন্তের উপর গিনি সোনার মোড়া; সমগ্র শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত।

প্রমাণ প্রতি জোড়া—১০৲, বালিকা সাইজ—৯৲, শিশু সাইজ—৮৲।

বীণাপাণি শাঁখা—সরু, শুভ্র হস্তী-দন্তের শাঁখার উপর গিনি সোনার মোড়া। প্রমাণ প্রতি জোড়া—৯৲, বালিকা সাইজ—৮৲, শিশু সাইজ—৭৲।

হস্তীদন্তের বালা—গিনি সোনার পাতে মোড়া এনগ্রেভ পল-পেঁচ বালা—

প্রমাণ—২০৲, বালিকা—১৬৲।

তার-পেঁচ বালা—

প্রমাণ—১৯৲, বালিকা—১৩৲।

কল্যাণী চিরুণী

বহিম-পৃষ্ঠের ফ্রেমের উপর গিনি সোনার পালিশ পাতে মোড়া, চমৎকার এনগ্রেভ করা।

১১ দাড়া—১৬৲ টাকা
১০ দাড়া—১১৷৹ টাকা
৯ দাড়া—৯৷৷০ টাকা

সেপ্‌টিপিন্—সোনার উপর চুণী ও মুক্তা সেট করা।

২ ইঞ্চ—১৩৲
১৷৷০ ইঞ্চ—১০৲
১৷৷০ ইঞ্চ—১২৲

সমস্ত অলঙ্কারই গিনিসোনায় প্রস্তুত এবং প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে ফেরৎ লওয়া বা বদল করিয়া গ্যারান্টি দেওয়া হয়। শাঁখার ভিতরের মাপ চাই। বালকদের জন্য প্রমাণ মাপের শাঁখা লইলেই ঠিক হইবে। বালিকাদের জন্য বয়সের উল্লেখ করিবেন। পত্র লিখিলেই ভিঃ পিতে মাল পাঠান হয়।

অলঙ্কারের নূতন মূল্যতালিকা চাহিলেই পাঠান হয়

স্বত্বাধিকারী শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী (মাতৃমন্দির-সম্পাদক)

জাতীয় মঙ্গলকামীদিগের কয়েকখানি পুস্তক

পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বয়ং পাঠ করুন এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে পাঠে উৎসাহ দিন।

১। সংযমসাধনা বা বীর্য্যক্ষয়ের প্রতীকার ॥০ আনা।
২। সরল ব্রহ্মচর্য্য—৵০ আনা।
৩। বিধবার জীবন যজ্ঞ—৷৵০ আনা।
৪। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য—১৲ টাকা।
৫। আপনার জন—৷৵০ আনা।
৬। কর্ম্মের পথে—/১০ পয়সা।
৭। পথের সাথী—/১০ পয়সা।
৮। পথের প্রদীপ—/১০ পয়সা।
৯। পথের সন্ধান—/১০ পয়সা।
১০। পথের সঞ্চয়—/১০ পয়সা।
১১। প্রবুদ্ধ যৌবন—/১০ পয়সা।
১২। সাধকের বাণী—/১০ পয়সা।
১৩। ব্রহ্মচারীর দিনলিপি—।০ আনা।
১৪। স্বামীজির পত্র—৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—**গুরুকুল সমিতি** ঃ ৩৮ নং কৈলাস বসুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছোট বালকের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে; ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে, অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়ঃ

প্রোপ্রাইটার—

কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং

গিরগাঁও, বোম্বাই।

মাতৃমন্দিরের নিয়মাবলী

গ্রাহক-গ্রাহিকা—

বৈশাখে বর্ষ আরম্ভ হইয়া মাতৃমন্দির প্রতি বাংলা মাসের প্রথম দিনে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। যে কোন মাস হইতে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। মাতৃমন্দিরের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ডাকমাশুল সহ তিন টাকা। ভিঃপিঃতে ৩।০ টাকা। প্রতি সংখ্যা চারি আনা। দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুরাতন সংখ্যা নমুনা পাঠান হয়। গ্রাহকগণ চিঠিপত্র লিখিতে নিজ নম্বর উল্লেখ করিবেন এবং পত্রের উত্তরের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকেট পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানান আবশ্যক।

লেখক-লেখিকা—

এই পত্রিকায় মহিলাদিগের কল্যাণকর নানা বিষয় প্রকাশার্থে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ ও সংবাদাদি খুব ছোট ও সরল ভাষায় হওয়া আবশ্যক। মহিলাদিগের মধ্যে কেহ কোথায়ও শিক্ষা, অর্থকরী শিল্প প্রভৃতির উন্নতি দেখাইলে সে সম্বন্ধীয় সংবাদ আমরা মাতৃমন্দিরে পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। নারীর অভাব অভিযোগ সম্বন্ধীয় সংবাদ পাঠাইলে সাদরে প্রকাশিত হইবে। নূতন লেখিকাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করা হয়। প্রবন্ধ পরিষ্কার এবং ফাঁক ফাঁক করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। প্রত্যেক বিষয়ে লেখক-লেখিকার পূর্ণ নাম-ধাম থাকা আবশ্যক। প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি

মাতৃমন্দির বাংলার অধিকাংশ ধনী ও শিক্ষিত গৃহস্থের অন্তঃপুর মহলে সমাদরে পঠিত ও সযত্নে রক্ষিত হয়। এই সকল অন্তঃপুর মহলের পরামর্শ মতেই কর্ত্তারা গৃহস্থালীর আবশ্যক জিনিষপত্র খরিদ করিয়া থাকেন—তাই মাতৃমন্দিরের বিজ্ঞাপনে ব্যবসায়ীগণ লাভবান হইতেছেন।

বিজ্ঞাপনের মাসিক হার—

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	১৮৲	কভার ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা	২৮৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০৲	কভার ৪র্থ পৃষ্ঠা	৪০৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৬৲	বিজ্ঞাপনের মুখপাত	২২৲
সূচীর অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲	লেখার মুখপাত	২২৲
সূচীর সিকি পৃষ্ঠা	৮৲	লেখার শেষ	২২৲

স্থায়ী বিজ্ঞাপনদাতাগণ পত্র লিখিয়া ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক বন্দোবস্ত করুন। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে সিকি টাকা কমিশন পাইবেন। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলে বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

মাতৃমন্দিরের গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষার্থে বিজ্ঞাপন প্রচার সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—মাতৃমন্দির; ২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী।

আলোচনা ১৯৩

সঙ্কলন ... ১৯৬

ইতিহাসে নারীর স্থান ও অধিকার

শ্রীমাখনলাল সমাদ্দার, বি-এ ২০১

সাজাহান (কবিতা)

শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা ২০৮

মহিলাদের রঙ্গমঞ্চে নৃত্যের পরিণাম

শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা ২০৯

শেষের শেষে (গল্প)

শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য ২১২

প্রহেলিকা (কবিতা)

শ্রীমতী চারুলতা দেবী ২১৫

বিধবার জীবন যজ্ঞ (সমালোচনা) ২১৬

বিলাতের পত্রাবলী

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ২১৮

মাসিক আট আনা খরচে ঘরে বসিয়া সঙ্গীতের আনন্দ উপভোগ করুন!

আমাদের "সেনোলা রেডিও সেট"

কেবল মাত্র আপনার ইলেক্ট্রিক প্লাগে লাগিয়ে দিলেই গায়ক-গায়িকার নিজ কণ্ঠস্বর বা দেশ-বিদেশের সংবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য, মনোমত গল্প, বক্তৃতা সবই শুনতে পাবেন।

দাম মাত্র ১২৫৲ টাকা হইতে ২৫০৲ টাকা।

ক্রিষ্ট্যাল সেট (হেডফোন সহ) ১৪৷৷০ টাকা হইতে ৩২৲ টাকা।

বিস্তৃত তালিকার জন্য পত্র লিখুন বা শুভাগমন করুন।

গ্রামোফোন ও বাদ্য-যন্ত্র বিভাগ
১৯সি, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিঃ
ফোন নং—"কলিঃ ৫০৭০"

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স
(রেডিও বিভাগ)
২১ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।
(লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়)

টেলিফোন—
কলিকাতা
৩৩৪৫

সূচী।

কতদূর ? (কবিতা)
শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী, ২২১

হিন্দুর বিবাহ ও সহবাস-সম্মতির আইন ২২২

সন্তোষিতা সহবা রমণী (কবিতা)
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ২২৩

পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী (জীবন-কথা)
শ্রীপ্রাণলাল গোস্বামী ২২৪

খাদ্য সমস্যা
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ২২৫

স্ত্রীশিক্ষার ধারাপরিবর্ত্তন
শ্রীমতী করুণা দেবী ২৩৩

মুক্তি
শ্রীপঞ্চানন সিকদার ২৩৪

আলেয়ার আলো (গল্প)
শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী ২৩৬

দস্তরক্ষা
অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা ২৩৮

নানাকথা ২৩৯

৫০ বৎসরের সুফল দায়ক

১। **শিশুসখা বটিকা**—ইহা শিশুদিগের যাবতীয় অসুখ দূর করিতে সমর্থ। কখনই নিষ্ফল হয় না। প্রতি কৌটায় ৩০০ বটীকা থাকে।

২। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহা স্ত্রীলোকের ব্যাধি নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। সুস্থাবস্থায় সেবনে শরীর নীরোগ রাখে। প্রতি কৌটায়—১৬ বটীকা থাকে।

৩। **মণিতৈল**—ইহার মত উপকারী ও সুগন্ধিযুক্ত তৈল বাজারে নাই। একথা স্পর্দ্ধার সহিতই বলিতেছি।

প্রত্যেকের মূল্য ১ টাকা করিয়া।

আশুতোষ নিগ্রহ ফার্ম্মাসী
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

এস, কেমিসের জগদ্বিখ্যাত, বহু প্রশংসিত

রয়েল ফোল্ডিং অর্গ্যান

ইহার সৌন্দর্য্য, গঠন দর্শনে ও গুরুগম্ভীর হৃদয়স্পর্শী প্রাণ মাতানো মধুর স্বর শ্রবণে সন্তপ্ত হৃদয়েও আনন্দ আনয়ন করে; —তাই ইহা সঙ্গীতপ্রিয় পুরুষ ও মহিলাগণ বহুকাল হইতে আনন্দের সহিত আদরে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। দুই সেট রীড, চার অক্টেভ ১৩৫৲ হইতে ১৪০৲ টাকা। ইহা ছাড়া নানা রকম বড় যন্ত্র আমাদের নিকট পাওয়া যায়। বিনামূল্যে সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য অদ্যই পত্র লিখুন:

কলিকাতা হারমোনিয়ম হল
এস, কেমিস এণ্ড কোং
৪২।৬, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ স্বর্ণ-সিন্দূর

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী, বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ফুসফুসের রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহাতে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা আনন্দদায়ক রসায়ন।

স্বপ্নবিলাস

স্বপ্নদোষ, শুক্রমেহ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা রোগের মহৌষধ। স্বপ্নদোষের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। সপ্তাহ ১৲

প্রগতি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

বর্ত্তমান শতাব্দীর অন্যতম মুখপত্র। বলিষ্ঠ, সুস্থ, নির্ভীক, সুন্দর সাহিত্যই প্রগতির একমাত্র বৈশিষ্ট। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ভাবধারার বাহক ও প্রচারক প্রগতি প্রতি শিক্ষিত ও উন্নত রুচি পাঠক-পাঠিকার অবশ্য পাঠ্য।

সম্পাদক—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীঅজিতকুমার দত্ত।

বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা।

কার্য্যালয় :—৪৭, পুরাণা পল্টন, রমণা, ঢাকা।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

বিশুদ্ধ গণনা কার্য্যালয়

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সংশোধক, বেদাঙ্গ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক

পণ্ডিত—শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ

বিশুদ্ধভাবে হিন্দী, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় কোষ্ঠী ঠিকুজী প্রস্তুত ও বিচার, যোটক বিচার, হস্তরেখা দৃষ্টে ফলাফল নির্ণয় করিয়া দিতেছেন। মাতৃমঙ্গল কবচ, বংশরক্ষা কবচ, নবগ্রহ কবচ, শ্রীকবচ, শনি কবচ প্রভৃতি পুরশ্চরণ করিয়া দেন।

প্রতিকা রোগে মাতৃমঙ্গল কবচ, মৃতবৎসা দোষে বংশরক্ষা কবচ অব্যর্থ।

প্রাপ্তিস্থান—অধ্যাপক ভবন

৯৭।৩ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

গাঙ্গিক-একাকার-সঙ্ঘের

ডাক্তার এ, টি, দত্তের পেটেণ্ট পথ্য ও গ্রন্থ

পেটেণ্ট বার্লি— মূল্য ৵ আট আনা।
পেটেণ্ট সাগু— মূল্য ৵০ ছয় আনা।
পেটেণ্ট ছানি ঔষধ— মূল্য ৵০ ছয় আনা।
মল্টেড ফুড— মূল্য ৵ আট আনা।
মল্টেড মিল্ক— মূল্য ১৲ এক টাকা।

গাঙ্গিক একাকার (একাকার মনোবৃত্তির গঠন মূলক গ্রন্থ) মূল্য ।০ আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—**জি, সি, পাল এণ্ড কোং,**

১১৫ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রিট, বৈঠকখানার, এবং পাল ব্রাদার্স ৩৯এ নং ক্যানিং ষ্ট্রিট, মুর্গিহাটা, কলিকাতা।

জীবনী চাই

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস (২য় খণ্ড) ও Family history of Indiaর প্রথম খণ্ডে প্রকাশার্থ প্রত্যেকের পারিবারিক ইতিহাস, জীবনী ও ফটো চাই।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

৩নং ভগবন্ত লেন, বৌবাজার, কলিকাতা।

শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের পৃষ্ঠপোষিত, কলিকাতা কর্পোরেশনের ওয়াইসচেয়ারম্যান ও
ডেপুটি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রশংসিত—

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

সরেস পুরজা ঘৃতের খাবার তৈরী করা হয়। বসিয়া খাইবার এমন স্থান, আসন, আদর, যত্ন কলিকাতায় বিরল ; অর্ডার অতি যত্নে সরবরাহ করা হয়। ন্যায্য মূল্য, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—শ্রীমাণি মার্কেট ; সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম্-এ সম্পাদিত

দীপিকা

সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিক-পত্রিকা

বৈশাখ হইতে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বঙ্গের প্রথিতযশা সাহিত্যিকবৃন্দ 'দীপিকা'য় নিয়মিতভাবে লিখিতেছেন। প্রচুর গল্প ও কবিতা এবং ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদিতে 'দীপিকা'র পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা মাত্র—নমুনার দাম সাড়ে চার আনা। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের গৃহে গৃহে পণ্যদ্রব্যের বিবরণ পৌঁছাইতে হইলে 'দীপিকা'য় বিজ্ঞাপন দিন্। চিঠিপত্র নিম্নঠিকানায় লিখুন—

কর্ম্মকর্ত্তা—শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

ইন্দ্রাণী বটিকা

যত দিনের পুরাতন এবং যে কোন প্রকার মেহ, প্রমেহ, চউক না কেন, ২১ দিনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। স্ত্রীরোগেও ইন্দ্রাণী বটিকা বিশেষ উপকারী।—বাধক, প্রদর, রক্ত বিকৃতি, বন্ধ্যা দোষ প্রভৃতি উপসর্গ ১ কৌটা সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ৪২ বটিকা পূর্ণ এক কৌটা ২১ দিনের উপযোগী মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

কল্যাণী পাউডার

কল্যাণী পাউডার—অম্ল, অজীর্ণ বা ডিসপেপসিয়া রোগের এক মাত্র প্রতিষেধক। এক মাত্রা সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই উপকার বুঝিবেন। যত দিনেরই পুরাতন ডিসপেপসিয়া চউক না কেন এক মাস নিয়মিত সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবেন। মূল্য ছোট শিশি ৵১০ পয়সা, মাঝারি শিশি ৷৵০ আনা, বড় শিশি ৷৹০ আনা।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়
পোঃ—মাটিয়ারী, জেলা নদীয়া।
এজেণ্ট—এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ১০ বনফিল্ড লেন।
দি গ্রাণ্ড বৌবস্, ৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশভক্তি

জাতীয় উদ্বোধনের দিনে পুত্র কন্যাদের স্বদেশপ্রেমী করিবার জন্য ৺অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয়ের সিন্ধে বাঁধাই দেশভক্তি বা আত্মোৎসর্গ উপহার দিউন। মানসী ও মর্ম্মবাণী বলেন "জননীরা তাঁহাদের শিশু পুত্রদের ভবিষ্যতে কিরূপ রাঙ্গা টুকটুকে বৌ হইবে এই ভবিষ্যদ্বাণী না করিয়া যদি এই সব কাহিনী শুনান তাহা হইলে এখনও জাতটা মানুষ হইতে পারে।" মাতৃমন্দিরের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের ডাক মাশুল লাগিবে না। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমতী সরস্বতী
C/o. **অধ্যাপক সমাদ্দার**
'পাটলিপুত্র' বাঁকিপুর (পাটনা।)

হিন্দু-মিশন

হিন্দু-মিশন বুলেটিন—ইংরাজী মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা দেড় আনা।
হিন্দু-মিশন—বাংলা পাক্ষিক পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র।

হিন্দু-সম্প্রদায়ের সুপরিচিত সঙ্ঘ, সামাজিক এবং ধর্ম্ম জীবনে নূতন ভাব, নূতন আদর্শ এবং নূতন কর্ম্মস্রোতের উৎস হিন্দুমিশনের মুখপত্র। এই পত্রে ধর্ম্ম এবং সমাজ বিষয়ক বর্ত্তমান সমস্যাগুলি চিন্তাশীল লেখকগণের দ্বারা আলোচিত হইয়া থাকে।

দেশসেবক শ্রীযুক্ত অমিয়বরণ রায়ের নূতন গ্রন্থ—

হিন্দু ধর্ম্মের স্বরূপ

মূল্য ৵০ আনা মাত্র। ইহাতে মাতৃপূজা, পুরুষোত্তম, উপাসনা, বেদের পরিচয়, ঋগ্বেদে সোমদেব, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, নীতি কি নীতিশাস্ত্র, ধর্ষিতা রমণী ও হিন্দুসমাজ, জাতীয় আন্দোলনে আধ্যাত্মিকতা—এই আটটি সন্দর্ভ আছে। হিন্দুমাত্রের অবশ্য পাঠ্য।

অন্যান্য বই :—শ্রীঅরবিন্দের গীতা, ১ম খণ্ড ১৷৹ সিকা, ২য় খণ্ড ২৷৹ টাকা। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও হিন্দুসংগঠন (যন্ত্রস্থ) শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন প্রণীত—হিন্দু সংগঠন—১৲ টাকা।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী, বি-এল প্রণীত

মহাভারত মঞ্জরী, মূল্য ১৲ টাকা।

এই পুস্তক সম্বন্ধে "প্রবাসী" বলেন—ইহাতে যে কি নাই, সমাজ শাসনের কি অনবলোকিত রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিতে কালক্ষেপ হইবে। • • • আমরা বলি 'যা নাই ভারতে তা' নাই ভারতে।' এখানে দেখিতেছি, 'যা নাই মঞ্জরীতে, তা নাই ভারতে।' ফলতঃ অখণ্ড হিন্দুজাতির হিতার্থে অখণ্ড ভারতের মঙ্গলার্থে এই বই রচিত হইয়াছে।

মিশনের প্রকাশিত বই

গীতাসার	৷৵০ আনা	মুক্তি সাধনা	৷৵০ আনা
ভারতের জাতীয়তা	৷৹ আনা	হিন্দু আচার ও স্তোত্রমালা	৵০ আনা
হিন্দুর পুনরুত্থান	/০ আনা	বাঁচিবার পথ	/০ আনা
		Ideas and Methods	**As 1**

হিন্দু-মিশন-বাণীমন্দির। ৭, বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—নূতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্র—

বার্ষিক সডাক ৪৲ টাকা
বিশিষ্ট সংখ্যা ॥৹ আনা

বাণ্মাষিক ২৲ টাকা মাত্র
প্রতি সংখ্যা ৴৹ আনা

১ [গত বৈশাখে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে]

সম্পাদক—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র ও শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

নববেশে, নবসাজে, পরিবর্দ্ধিত আকারে, গল্প, কবিতা; রস রচনা, কৌতুক চিত্র, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী ধারাবাহিক উপন্যাস সম্ভার লইয়া প্রতি মাসের প্রথমেই বাহির হইয়া সকলের চিত্ত বিনোদন করিতেছে। আশ্বিনে এবখানি বিশিষ্ট সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্য্যালয় ঃ—১৪ নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মহিলা-কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে এবং ৪২এ, হাজরা রোড, বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত এম, রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। আলো ও ছায়া ১৸০, ২। মাল্য ও নির্ম্মাল্য ১৸০,
৩। পৌরাণিকী ২৲, ৪। অশোক সঙ্গীত ॥০

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—
মীরাবাই (নাটক, মনোমোহনে অভিনীত)—১৲ টাকা, মণিরা (কাব্য)—॥৶০ আনা, খঞ্জনী (ঐ)—।০ আনা, সন্ধ্যেরা (ঐ)—১৲ টাকা, পদ্মপত্র (ঐ)—৸০ আনা, পত্রচিত্র (ঐ)—৸০ আনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—২৲ টাকা, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ—॥০ আনা,

প্রাপ্তিস্থান—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দারভাঙ্গার

প্রসিদ্ধ আম্র ও নানাপ্রকার

ফলের কলম

লেংড়া, বোম্বাই (বড়) প্রতি শত ১৭৲ টাকা. ৫০টি ৯৲ টাকা। প্যাকিং মাশুল স্বতন্ত্র। মূল্য অগ্রিম দেয়। কলমের ক্যাটলগ ফ্রি।

ম্যানেজার

হার্টিকালচারাল ওয়ার্কস্

৪৪ নং দারভাঙ্গা (বিহার)।

SHWAL REPAIRING HOUSE

আমাদের কারখানায় সকল রকম শাল, জামীয়ার, বেনারসী সাড়ী, গরম কোট-প্যাণ্ট, তসর, গরদ, টাঙ্গাইল ও শান্তিপুরে ধুতি-সাড়ী প্রভৃতি স্বল্পতে অল্প সময়ের মধ্যে রিপু, ধোলাই ও রং হইয়া থাকে। পুরাতন জিনিষ আমরা নূতনের মত করিয়া দিই। নূতন পরিচয়ের কিছুই নাই, সুবিদিত নামই একমাত্র পরিচয়।

অন্ততঃ একবারের জন্য পরীক্ষা করিতে সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিতেছি।

এফ, এম, এণ্ড সন্স

৬৪।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে)

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের

জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগ আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে অদ্ভ ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং

১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আপনার বন্ধুকে সংবাদ দিন।

সোণার পাত তৈরীর

ডল্না কল।

Flattening Machine.

বিলাতের বার্ম্মিংহামের তৈরী ডল্না কলই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা নিজে সেখানে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া অনেক কল আমদানী করিয়াছি। একটি কল কিনিলে বিশ বৎসর নিয়মিত কাজ করা চলিবে।

৩ ইঞ্চ রোলারের ১টি—৩৫০৲ টাকা।

৪ ইঞ্চ রোলারের ১টি—৬২৫৲ টাকা।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস।

২০০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হোমিও রিসার্চ লেবরেটরী
৪৭, নারিন্দা-ঢাকা।

নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ

হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়াতে যে সকল উদ্ভিদ গৃহীত হইয়াছে এবং যে সমস্ত উদ্ভিদ আমাদের দেশে গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় উদ্ভিদ হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। চিকিৎসকগণ উহাদের রোগীদিগকে এই ঔষধসমূহ সেবন করাইয়া আশাতীত ফললাভ করিয়া এসেণ্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন; রোগীদিগকে একবার ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। **সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক,** উচ্চহারে কমিশন দিয়া থাকি। নাম ঠিকানাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

ভাইটিন

ভাইটিন—সর্ব্বপ্রকার স্নেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধাতুগলা, পলোরিয়া, বহুমূত্র, অনিচ্ছাকৃতস্রাব, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবকালে যন্ত্রণা, শিরঃপীড়া, মানসিক অবসাদ, স্মৃতিশক্তির অভাব, সর্ব্বদা আলস্যবোধ, কার্য্যে অনিচ্ছা, অজীর্ণতা, এবং যেত ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি শরীর ক্ষয়কারী রোগে "ভাইটিন" সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা।

কালমেঘ

যকৃতের সর্ব্বপ্রকার পীড়া, জীর্ণজ্বর, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি প্রভৃতি সত্বর উপশমিত হয়। কালমেঘ নিত্য সেবনে ম্যালেরিয়া নিবারক, অন্যান্য সেবনে দুর্ব্বলতানাশক। বালকদিগের পক্ষে কালমেঘ অতিশয় ফলপ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি ।৵০ আনা।

সিনিস

সিনিস সেবনে কোষ্ঠের ও তৎসংলগ্ন বেদনা এবং ভারবোধ, পা ঝিনঝিন করা, অরুচি, নিদ্রানাশ, মাথাধরা, শরীর ভারবোধ দুর্ব্বলতাদি বাধকের যাবতীয় উপদ্রব দূরীভূত হইয়া শারীরিক পুষ্টি সাধন এবং লাবণ্য বৃদ্ধি করে। এ পর্য্যন্ত বাধকের যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে, ইহার ন্যায় গুণসম্পন্ন ঔষধ দ্বিতীয় দেখা যায় না। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা।

অর্জ্জুন

হৃদ্‌রোগ অর্থাৎ হৃৎস্পন্দন, বক্ষোবেদনা, বুক ধড়ফড় করার অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

ইউপেপসিন

অম্ল, অজীর্ণ, আমাশয়, গ্রহণী, উদরাময় ও ডায়রিয়ার আশ্চর্য্য [illegible]। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা।

স্মাইলেক্সিনা

সর্ব্বপ্রকার বাতের অব্যর্থ ঔষধ। প্রতি শিশি ৸০ আনা।

ইউফ্রোনা

কোষ্ঠবদ্ধতা (Dyspepsia) নিবারণের একটি মহৌষধ। নিত্য প্রাতে সেবনে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও পাচকাগ্নি বৃদ্ধি করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা।

তিফ্রোসিন

যকৃৎ ও প্লীহার একমাত্র মহৌষধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা ও যকৃৎ যত বর্দ্ধিত এবং যত পুরাতন হউক না কেন ইহা সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০।

সাইট্রিসিনা

ম্যালেরিয়া নিবারণে অসাধারণ শক্তিশালী। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কিম্বা ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে নিত্য সেবনে ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০।

কলেরাবাম

কলেরার প্রাদুর্ভাবকালে প্রত্যেক গৃহেই "কলেরাবাম" রাখা কর্ত্তব্য। পাওয়া মাত্র ইহা ব্যবহার করিলে আর কোন ভয় থাকে না। "কলেরাবাম" সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদরের পীড়াও আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

ডেনো

কর্ণ হইতে পূঁজস্রাব ও কাণের ঘা নিবারণের অব্যর্থ ঔষধ। যত দীর্ঘ সময়ের পীড়া হউক না কেন ইহা ক্রমাগত প্রয়োগে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা।

সচিত্র

শিশুরঞ্জন সিরিজ

সম্পাদক—শ্রীশশিরকুমার মিত্র, বি-এ।

আষাঢ় হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রতি মাসে একখানি করিয়া পুস্তক বাহির হইবে। সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা ।০ আনা মাত্র।

ছেলেমেয়েদের কূপমণ্ডুকতা দূর করিবার জন্য, তাহাদের হৃদয় ও জ্ঞানের পরিধি বাড়াইতে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার তাহাদের নিকট উজাড় করিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যেই এই "শিশুরঞ্জন সিরিজ" প্রকাশিত করা। তাহাদের গৃহ ও স্কুলের বাহিরে যে বৃহত্তর পৃথিবী আছে, সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে জানিতে, বুঝিতে ও ভাবিতে দিন। বাঙ্গালা ভাষায় এত অল্প মূল্যে এ ধরণের এমন সুন্দর বই অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।

—আষাঢ়-সংখ্যা—	—শ্রাবণ-সংখ্যা—	—ভাদ্র-সংখ্যা—
উড়ো জাহাজ	ধ্রুব	প্রহ্লাদ

আমাদের নূতন প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পুস্তক—

বিজ্ঞানের কেরামতি

বিজ্ঞান সম্বন্ধে কত কি নূতন গল্প বলা হইয়াছে—রূপকথা ফেলিয়া ছেলে-মেয়েরা এই সব গল্প পড়িবে। ইমিটেসন লেদার বাঁধাই। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

চীন-জাপানের উপকথা

বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা, চিন্তার ধারা এই সব বিদেশী রূপকথার মধ্য হইতে সুন্দর পরিস্ফুট হয়। অসংখ্য একরঙা ও তিনরঙা ছবি। কাপড়ে বাঁধাই, সুবৃহৎ পুস্তক মূল্য ১।০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—বাণী সাহিত্য মন্দির

১৯।৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইউক্যালিপ্টস, লিঙ্গলকেচিরতা, নৌহাদি, গুগ্গিবার শ্রেষ্ঠ জবরদ্ধ ধাতুউদ্ভিজ্জের সমবায়ে প্রস্তুত
ম্যালেরিয়া দুরারোগ্য রোগপ্রস্থ যুক্ত বিষম ও বিশিষ্ট আবহু সম্ভূত কালজ্বরের অত্যাশ্চর্য্য নূতন অব্যর্থ ঔষধ
ইউক্যালিপটীন
ইউকালিপ্টসের গুণবর্দ্ধন ম্যালেরিয়া হরনা, পালাপচা জলপানে রোগমুক্ত আরোগ্য হয় অন্যথায় গ্যারেণ্টি
শিশি ১।৵ ২।৷৷ ৩।৷৷ তিন শিশি একত্রে, অতিরিক্ত মাঃ ফ্রি। প্রঃ ভারত কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ বেলগাছিয়া, কলি
ব্রাঞ্চ—ন্যাশনাল কেমিক্যাল এজেন্সি, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার।

শারদীয়া সংখ্যা !!

শারদীয়া সংখ্যা !!

সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা

(ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৩৬)

বাঙ্গলার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র সচিত্র মাসিক

সম্পাদক { সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট (প্যারিস)

সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ, গুণীমণ্ডলী সঙ্গীত বিষয়ক সুচিন্তিত ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধাদি দ্বারা, আধুনিক প্রচলিত বাঙ্গলা গানের স্বরলিপি ও আলোচনার সাহায্যে শারদীয়া সংখ্যা উজ্জ্বল করিবেন। সেতার, এস্রাজ, বেহালা, হারমোনিয়ম, মৃদঙ্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর উপযোগী সহজ প্রবন্ধ সমূহ এবং তাল, লয়, মাত্রা প্রভৃতি শিখিবার সরল প্রণালীসমূহ এই সংখ্যার বিশেষত্ব।

বিশেষ সংখ্যার মূল্য ॥০ আনা, ডাক মাঃ /০ আনা, ৷/০ আনার ডাকটিকিট পাঠাইয়া আজই নাম রেজেষ্টারী করুন। বার্ষিক মূল্য ৩৸০ আনা।

আফিস ঃ—৮ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট,

—কলিকাতা—

শুভ সংবাদ !!

শুভ সংবাদ !!

সর্ব্বপ্রকার হারমোনিয়ম, অর্গ্যান, এস্রাজ, সেতার বেহালা, বাঁশী, ক্লারিওনেট, কর্ণেট, বাঁয়া তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এবং সর্ব্বপ্রকার, গ্রামোফোন মেশিন, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, হিন্দী, তামিল ভাষার রেকর্ড ইত্যাদির সচিত্র ক্যাটলগের জন্য অদ্যই পত্র লিখুন।

সর্ব্বজন প্রশংসিত **অর্গেনো** হারমোনীয়ম আমাদের বিশেষত্ব।

আর, বি, দাস

৮ সি, লাল বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন ৫৩৬ কলিকাতা গ্রাম আবিদাস।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

মূল্য ফেরৎ।

ভূতপূর্ব্ব মেডিকেল কলেজ অব হোমিওপ্যাথির প্রিন্সিপাল্ **আর, সেনগুপ্ত,** এম্‌ডি (আমেরিকা) কর্ত্তৃক দেশীয় গাছগাছড়া হইতে হোমিওপ্যাথিক্ প্রণালীতে আবিষ্কৃত ও গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারীকৃত :—(১) **ফিমেইল-ক্রেওঁ** প্রদর, বাধক, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী-রোগের; (২) **সেইফ-ডেলিভারি** বিনাকষ্টে সন্তান প্রসবের; **সূতিকা-সুহৃদ্** সূতিকারোগের (৩) **চিলড্রেন-ক্রেওঁ** সর্ব্বপ্রকার শিশু-রোগের; (৪) **এজ্‌মা-এনিমা** হাঁপানির; (৬) **পাইলস্-কিওর** অর্শের; (৭) **বার্থ কণ্ট্রোলার** ইচ্ছানুযায়ী গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিবার অব্যর্থ মহৌষধ। প্রতি ঔষধ (১৫০ বড়ি) মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। কার্য্যকরী না হইলে মূল্য ফেরৎ। এজেণ্টস্ :—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা বি, কে, পাল এণ্ড কোং প্রভৃতি। সেনগুপ্ত-কৃত **আদর্শ-ধাত্রী-শিক্ষা** বা গর্ভিণী প্রভৃতি ও শিশু-চিকিৎসাও উল্লিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক্ মতে আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। মূল্য ১৲ মাত্র।

সোল-এজেণ্ট :—ক্রেওস্-হোমিও-হোম

৬৪।১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরুলিয়া চিত্তরঞ্জন দাতব্য আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতালের চিকিৎসক, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান ও বাস্থ্য সমাচারের সহযোগী সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী প্রণীত

দুইখানি নূতন পুস্তক

১। বাঙ্গালীর খাদ্য

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী, এম্-এ, এল-এম্-এস মহাশয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

অতি সহজ ও সরল ভাষায় বাঙ্গালীর খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণী লাল বসু সি, আই, ই, বলেন—"আপনার প্রবন্ধ পাঠে লোক উপকৃত হইবে।"

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

পারিবারিক চিকিৎসা

প্রত্যেক রোগের কারণ ও তাহার সহজ প্রাপ্য পরীক্ষিত ঔষধ দ্বারা বেশ সহজ ও সরল ভাষায় ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি বলেন—"এই পুস্তকের দ্বারা দেশের ও দশের বিশেষ উপকার হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।"

মূল্য ।৶০ আনা মাত্র।

আরোগ্য নিকেতন,

২০ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ টনিক বা ষড়তিক্ত সার

জ্বরে অব্যর্থ, এক শিশিতে দুটা রোগী আরোগ্য হয়

মূল্য ৸০ আনা। ভিপিতে ১৵০ আনা।

ঠিকানা :—টেলিগ্রাফ টনিক আফিস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

তেরপল ও কভার, সর্ব্ববিধ ক্যাম্বিস ও মটরহুড

নূতন ধরণের ওয়াটার প্রুফ কাপড়, পর্দ্দা, ক্যাম্পখাট **হোল্ডল**

ডেক-চেয়ার, হেলিয়ান, চট ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা, দাম সস্তা

ফোন নং ৪৭৬ বড়বাজার

প্রস্তুতকারক :—

সুরেশ, হৃষীকেশ দত্ত এণ্ড কোং

৩৪-৩৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

অদ্ভুত ক্রিয়া গুণ পরীক্ষা করুন

প্রদরামৃত

(স্ত্রীলোকের রক্ত প্রদর ও শ্বেত প্রদরের ধন্বন্তরী)

এই ঔষধ সেবনে নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য রক্ত প্রদর ও শ্বেত প্রদর এবং তজ্জন্য শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি যে কোন বর্ণের স্রাব ও জরায়ুর বেদনা, ক্ষত বা ক্যান্সার কোষ্ঠবদ্ধ ও অর্শাদি, যে কোন প্রকার যন্ত্রণাদায়ক কঠিন উপসর্গ হউক তৎসমুদয় তিনদিনে আরোগ্য হইবে। ইহা স্ত্রীরোগের সদ্য ফলপ্রদ অমোঘ মহৌষধ।

মূল্য ৮৲ টাকা, ডাকমাশুল ॥০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কবিরাজ শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

১১১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীর একমাত্র মুখপত্র

গত বৈশাখে তৃতীয় বছরে পড়েছে।

সম্পাদক—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, এম-এ।

—এর নিয়মিত লেখক-লেখিকা—

সাহিত্যগুরু কথা-শিল্পি শরৎচন্দ্র; দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, সাহিত্য-মহারথী নলিনী গুপ্ত, অনিলবরণ, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্র রায়, কালিদাস রায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সুনির্ম্মল বসু, রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, নলিনী গুহ প্রভৃতি।

জাতির মর্ম্মে যে দুঃসহ বেদনা ও অপমানের দাহ প্রতিনিয়ত জ্বালার সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে সান্ত্বনার অবলেপন দিবার অধিকারী যাহারা তাহাদের আদর্শ ও কর্ম্মজীবনের পথ নির্দ্দেশের ইঙ্গিত "বেণু"র সুর-ঝঙ্কার ভাসিয়া আসে। জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিবার সামর্থ্য যাহাদের আছে সেই তরুণ ও কিশোর সম্প্রদায়ের প্রাণের বাণী ইহার প্রতি ছন্দে ফুটিয়া উঠে,—আর কিশোরীর ও তরুণীর স্বাতন্ত্র্যলাভের আহ্বান, তাহাদের যৌবনের যাত্রা-পথের নিশানা, অনুকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝে চলিবার পদ্ধতি ইহার সুর-সম্ভারে বিরাজ করে।

আজ তাই বাংলার প্রত্যেক কিশোর-কিশোরী ও যুব-সম্প্রদায় "বেণু"র মর্ম্মকথা বুঝিতে চেষ্টা করুন,—আমরা তাঁহাদিগকে ইহার সুরের সঙ্গে পরিচিত হইতে আহ্বান করিতেছি। বার্ষিক মূল্য ২৲, ষাণ্মাসিক ১৷৵০, নমুনা সংখ্যা ৶১০, বহির্ভারতে ৪৲ টাকা।

বেণু কার্য্যালয়

১৩-১ এফ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

আসাম বেঙ্গল পেপার ষ্টোর

WHOLSALE DEALERS IN PAPERS, STATIONERY GOODS, PRINTING MATERIALS.

কাগজ বিক্রেতা

Assam Bengal Paper Store

৩৬ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

EXERCISE BOOKS. ACCOUNT BOOK AND GENERAL ORDER SUPPLIEERS.

আমাদের দোকানে নানা রকমের দেশী বিলাতী কাগজ, একাউণ্ট বুক, একসার সাইজ বুক, প্রকৃটিক্যাল খাতা, পেন্সিল, পেনহোল্ডার এবং নানা প্রকারের লিখিবার ও ছাপিবার কালি ইত্যাদি যাবতীয় ষ্টেশনারী জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিলাত ভ্রমণ

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।

বিলাত ভ্রমণ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

হিতবাদী—• • আমরা অনেক দিন পরে একখানি খাঁটি ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ধরণের অনেক ভ্রমণবৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে, কিন্তু এখানি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একথা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি • •।

বঙ্গবাসী—• • পুস্তকখানি পাঠকগণের কৌতূহল জাগাইয়া তুলিবে, চুম্বকের মত মনকে আকর্ষণ করিবে • •।

আনন্দবাজার পত্রিকা—• • পুস্তকের সমস্ত অংশ খুব কৌতূহলপ্রদ, গ্রন্থকারের মানব চরিত্র জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা সরল, বর্ণনাভঙ্গী মনোরম • •।

বাঙ্গালার বাণী—• • এই বিলাত ভ্রমণ বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানি সম্পদ হইল • •।

নবশক্তি—• • সাধারণে ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেকে পড়িয়া থাকেন কেবল আমোদ পাইবার লোভে, কিন্তু এই বইখানি পড়িলে আমোদের সঙ্গে পাওয়া যায় অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য • •।

বাঙ্গালার কথা—• • এরূপ প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না • •।

দৈনিক বসুমতী—• • ইউরোপ খণ্ডের ছোট বড় সকল দেশের সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য এবং কলকারখানাদির বিশদ বর্ণনা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে; সমস্ত বিষয়ই চিত্তাকর্ষক • •।

প্রবাসী—• • বইখানি দেখিয়া সুখী হইয়াছি। যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের বিলাতের মোটামুটি একটি পরিচয় সহজে লাভ করিতে সমুৎসুক, অক্ষয়বাবুর সরলভাষায় লিখিত এই বিলাত ভ্রমণখানা তাঁহাদের পক্ষে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে • •।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—• • বইখানা আদ্যোপান্ত চিত্তাকর্ষক। লেখক শুধু নিজের ভ্রমণ কথা লিখেন নাই, বিলাতের যে যে কথা বাঙ্গালীর জানা উচিত তাহাই লিখিয়াছেন • •।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র, ভিপিতে ২৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—মাতৃমন্দির কার্য্যালয়

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখুন।

শরৎ-জ্যোৎস্না

মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ | ভাদ্র—১৩৩৩ | পঞ্চম সংখ্যা

আলোচনা

মেয়েদের আশ্রম—

বাংলায় মেয়েদের জন্য যেখানে-সেখানে বিভিন্ন রকমের আশ্রম গঠনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। যেমন গড়িতেছে, ভাঙিতেছেও তেমনি। বর্ত্তমানে মেয়েদের জন্য বিভিন্ন রকমের আশ্রমের আবশ্যকতা অস্বীকার করা চলে না। তবে এত ভাঙ্গা গড়া কেন? বাস্তবিক অসহায় মেয়েদের জন্য প্রাণ কাঁদে কয়জনের? সত্যসত্যই অসহায় মেয়েদের তত্ত্বাবধান করিবার মত দক্ষতা ও নৈতিক বল আছে তাঁহাদের মধ্যে কয়জনের? নবদ্বীপে বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য মাড়োয়ারীদের প্রতিষ্ঠিত ভজনাশ্রমে কলঙ্কের কথা কখনো কখনো শোনা গিয়াছে। কলিকাতা অবলাশ্রমের মেয়েদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। এমন অনেক আশ্রম বা ভবনের কথা জানা গিয়াছে যেখানে মেয়েদের নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা-গ্লানি কর্ত্তৃপক্ষের সতর্কতায় বাহিরে প্রকাশ পাইতে পারে না। ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক কথা, কলিকাতায় শিশু-সহায় ও মাতৃমঙ্গল-সমিতি নাম দিয়া কাগজ ছাপাইয়া বাংলার বিভিন্ন জেলায় অর্থসংগ্রহ করিয়াছে, অথচ কাগজে লিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিয়া স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধীয় বীভৎস-লীলার আভাস বলিয়া বোঝা গিয়াছে; নারীর রক্ষককেই ভক্ষকরূপে দেখা গিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা বলিতে চাই, নারী-প্রতিষ্ঠানগুলি পুরুষের সংস্রব হইতে একেবারে মুক্ত থাকাই শ্রেয়ঃ। একটি পুরুষ কেরাণী রাখারও আবশ্যক নাই।

অন্ধভক্তি—

মেয়েরা অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণা। তাঁহাদের ভক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু না বলিতে হইলেই ভাল হইত। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায়, তাঁহারা অপরিচিত সাধু-সন্ন্যাসীকে ভক্তি করিয়া অনেক সময় প্রতারিত হইয়া থাকেন। জ্যোতির্ব্বিদ, গ্রহবিপ্র নামধারী প্রভৃতিরাও কখনো কখনো পল্লীর সরলপ্রাণ গৃহিণীদিগকে ঠকাইয়া অর্থ লইয়া যায়। তাহার পর তাবিজ, কবচ, ঝাড়া পোঁচা প্রভৃতি ওঝালারা এবং ফকির-ফাঁকড়ারাও তাঁহাদের কাছ হইতে মাঝে মাঝে প্রকারান্তরে অর্থাদি আদায় করে।

আজকালকার গুরুদেবগণও কেহ কেহ বিধবার অর্থের প্রতি লোভপরায়ণ হইয়া তাঁহাদের ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত আদায় করিয়া থাকেন। আমরা এ সকল বিষয়ে খুব পাকা পরামর্শ কিছু দিতে পারিব না, তবে সত্য সত্যই তাঁহারা যে যে দিক দিয়া বাহিরের লোকের নিকট প্রতারিত হন, সেই সকল দিকে সাবধান হইতে অনুরোধ করি। ভক্তি নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ; এই ভক্তি অজ্ঞানান্ধকার-মূলক না হইয়া জ্ঞানালোকসম্পন্ন হউক—ইহাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

স্ত্রী-শূদ্রের বেদাধিকার—

মনুর মতে স্ত্রীলোক ও শূদ্রের বেদ পাঠে—এমন কি শ্রবণেও অধিকার নাই, কিন্তু বর্ত্তমানে এই বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা চলিতেছে। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছ পণ্ডিতেরা বেদ পাঠ, বেদ অধ্যাপনা ও বেদ মুদ্রণ সবই করিতেছেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণদের ইহাতে আপত্তি থাকিলেও ঐ সকল পণ্ডিতকে বাধা দিবার উপায় নাই। আর আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থিনীরা জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বেদের মন্ত্রাদি পড়িয়া আসিতেছেন। কেহ তাঁহাদিগকে বাধা দিবার কল্পনাও করিতে পারে না। সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার কোন এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত এক ক্ষৌরকার-নন্দনকে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে দেখিয়া ক্রোধে স্বীয় কপালে পাদুকাঘাত করিয়াছেন শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। ব্রাহ্মণপ্রবর ক্ষৌরকার মহাশয়কে গুণ্ডা লইয়া আক্রমণও করিয়াছিলেন। এই অপরাধে ব্রাহ্মণের অর্থদণ্ড এবং কারাদণ্ড হইয়াছে। যাহা হউক—বর্ত্তমানে মনুর নিষেধেরও দিন নাই, আর ব্রাহ্মণের নিষেধেরও দিন নাই। সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠেই সকলের অধিকার আছে—তা শূদ্রই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, সম্প্রতি ঢাকা দীপালি-সঙ্ঘের মহিলাগণ নারীর বেদ-অধ্যয়ন, নারায়ণপূজা সম্পাদন, প্রণব ও গায়ত্রী দীক্ষা প্রচলন প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। বাংলার সর্ব্বত্র এই নীতি অনুসৃত হউক—আমরা ইহাই আশা করি।

বিবাহ ও সহবাস-সম্মতি আইন—

সমাজ পরিচালনের জন্য আইন কানুনের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু বিদেশী রাজার শাসনের আমলে যত অধিক রাজকীয় আইন প্রচলিত হইবে, দেশ ততই অধিক পরিমাণে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে। সামাজিক আইনকানুন এখনো সমাজের হাতে রহিয়াছে। ইহার দোষ গুণ দেখিবার ভার, রীতিনীতি সংশোধন করিবার ভার সমাজের হাতে থাকাই কল্যাণকর; ইহাতে সামাজিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়। সহবাস সম্মতি আইনের খসড়া এই পত্রিকার স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। পাঠকপাঠিকাগণ উহা বিবেচনার সহিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, এই আইন প্রচলিত হইলে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক মনো মিলনের ব্যাঘাত হইবে। বিশেষতঃ যে বিষয় সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গোপনীয় ভাবেই রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা লইয়া প্রকাশ্য আদালতে আলোচনা কি লজ্জার কথা নয়? গুণ্ডা কর্ত্তৃক নারীহরণ, নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইনের শিথিলতা প্রযুক্ত গুণ্ডাদের বিশেষ কিছু শাস্তিই হইতেছে না। এ বিষয়ে আইনের কর্ত্তাদের দৃষ্টি নাই আর কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড ব্যবস্থা হইবে স্বামী-স্ত্রীর দুই এক বৎসরের বয়সের পার্থক্য লইয়া! আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—এই আইন প্রচলনে সম্পূর্ণ বাধা দেওয়া হউক।

মেয়েদের আত্মহত্যা—

বাংলায় মেয়েদের আত্মহত্যার হার দিন দিন নানা-ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। আত্মহত্যা মহাপাপ, আত্মহত্যা দেহের অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের পক্ষে চিরকালের গ্লানিজনক—ইহা কে না বুঝে? তবে ইহা করে কেন? অনেকের মতে, মেয়েরা সংসারের দুঃখ-কষ্ট গঞ্জনায় অতিষ্ঠ হইয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, আত্মহত্যার কারণ ইহা ছাড়া আরও কিছু। সাধারণতঃ দেখা যায়, আত্মহত্যার মূলে একগুঁয়েমি, অভিমান এবং যে-সে কারণে ক্রোধান্ধ হওয়া প্রভৃতি মূর্খতা রহিয়াছে। কখনও দেখা গিয়াছে, গঞ্জনাদাতার

প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়াও নারী আত্মহত্যা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লয়। আত্মহত্যাকারীরা সকলেই মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে বাঁচিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। আত্মহত্যা কোনও অবস্থায়ই আবশ্যক হয় না তাহার প্রমাণ এই যে, আত্মহত্যার চেষ্টা করিতে গিয়া যাহারা ঘটনাক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছে পরে তাহাদের আর আত্মহত্যার আবশ্যক হয় নাই। এরূপ লোকের পরবর্ত্তী জীবন দুঃখময় হয় নাই, আর আর লোকের মতই কাটিয়াছে। তাহারা সকলেই স্বীকার করে যে, আত্মহত্যা করিতে গিয়া তাহারা মহা ভ্রমের কাজ করিয়াছিল। তাই পুনরায় বলি, আত্মহত্যার কারণের মূলে রহিয়াছে নারীর এক-গুঁয়েমি, অভিমান ও যে-সে কারণে ক্রোধান্ধ হওয়া প্রভৃতি মূর্খতা। প্রত্যেক মানুষের জীবনে ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ইহার অপব্যবহার করিতে বা নষ্ট করিতে তাহার নিজেরও অধিকার নাই। আত্মহত্যাকারী পরজন্মে মহাবিচারের দায়ে পড়িবে।

নারী সদস্যের কার্য্য—

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী মুথুলক্ষ্মীর চেষ্টায় দেবদাসী প্রথা রহিত করার আইন বিধিবদ্ধ হইল। দেবদাসীরা ছিল মন্দিরের বিগ্রহের সঙ্গে বিবাহিতা। দেবতার দাসীত্বের সঙ্গে সঙ্গে পাপাচরণেরও অবকাশ ছিল যথেষ্ট। তাই এই প্রথার নিবারণ দরকার ছিল। একজন মেয়ে সদস্যের দ্বারা এই আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, ব্যবস্থাপক সভায় মেয়েদেরও একটা বিশেষ ক্ষেত্র আছে।

বাঙ্গালার অপব্যয়—

বিলাতী মিনিষে বাংলাদেশে বৎসর বৎসর যত অর্থব্যয় হয় তার মধ্যে মাত্র ঔষধ পথ্যাদির জন্য বিলাত হইতে আমদানী দ্রব্যগুলির হিসাব নিম্নে দেখান যাইতেছে। এই ব্যয় ইচ্ছা করিলে আমরা না করিয়াও পারি।

খাদ্য

শিশুদের পথ্য—২৭, ৪৯, ১২৮৲

পেটেন্ট দুগ্ধাদি—১২, ১৬, ৩০০৲

পনির—৩, ৪৯, ৫০২৲

পেটেন্ট ফুড্—৬৯, ৬৫, ৪৪৮৲

টিনে ভরা ফল—২, ৯১, ০১০৲

কেক্ ও বিস্কুট—৮, ২৭, ১৫৫৲

চকোলেট ও কোকো—১, ০৯, ২৬৭৲

আচার ও চাটনী—১, ২৭, ০৮৮৲

জ্যাম ও জেলী—১, ৯৩, ২০৯৲

ঔষধ

পেটেন্ট ঔষধ—২, ২৯, ৫২৬৲

সালসা—৬৭, ২০০৲

কড্ লিভার অয়েল—৮, ৭৯০৲

সঙ্কলন

নারী-স্বামী—

দীর্ঘকাল কোন রমণীর নিজেকে পুরুষ বলে চালিয়ে আসা কতকটা সম্ভবপর হলেও এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য যে সেই রমণী আর এক রমণীর সহিত বহুদিন স্বামী স্ত্রী ভাবে কাটিয়ে আসতে পারে অথচ স্ত্রী জানতেও পারবে না যে তার স্বামী নারী। কিন্তু কথায় বলে 'Truth is stranger than fiction'. জীবনে এমন অনেক ঘটনা দেখা গেছে যেখানে এক আধ বৎসর নয়, দীর্ঘ আট দশ বৎসরও এক নারী আর এক নারীর সহিত দাম্পত্য-জীবন কাটিয়ে এসেছে অথচ স্ত্রী জানতেও পারেনি যে, তার স্বামী তারি মত একজন নারী।

এ বিষয়ে সব চেয়ে আধুনিক ঘটনা কর্ণেল বার্চ্চারের কাহিনী; সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই এ ঘটনার বিষয় অবগত আছেন। কর্ণেল বার্চ্চারের প্রকৃত নাম শ্রীমতী ভ্যালেরী স্মিথ (Mrs. Valeri Smith)। সাত সাত বছর শ্রীমতী স্মিথ নিজেকে পুরুষ বলে পরিচিত করে এসেছেন এবং তাঁরি মত আর একজন নারীর সহিত স্বামী স্ত্রী ভাবে কাটিয়ে এসেছেন। বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, এমন কি স্ত্রী পর্য্যন্ত এক-দিনও সন্দেহ করেন নি যে কর্ণেল বার্চ্চার রমণী। প্রথম এ কথা প্রকাশ পেল সেদিন এক দেওয়ানী মোকদ্দমায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ কথা প্রকাশ পাওয়ার পরও বার্চ্চারপত্নী প্রথম বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে তাঁর স্বামী পুরুষ নন।

সংসারে কর্ণেল বার্চ্চারের কাহিনী বিরল নয়। প্রসিদ্ধ যৌনতত্ত্ববিদ ডাঃ হ্যাভলক এলিস (Dr. Havelock Ellis) তাঁর বিরাট পুস্তক Studies in the Psychology of Sex এর দ্বিতীয় খণ্ডে এরূপ উদাহরণ ভূরি ভূরি দেখিয়েছেন। তাঁর পুস্তক থেকে দু' একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

১। নিকোলে ডি রেলান (Nicholoi de Relan) ছিলেন শিকাগোর (Chicago) রুশ-রাজদূত সভার সম্পাদক। ৩২ বৎসর বয়সে বক্ষারোগে তাঁর মৃত্যু হয়; মৃত্যুর সময় জানা গেল যে তিনি রমণী। রুশ দেশে জন্ম হয়। ছেলে বেলা থেকেই তাঁর আচার ব্যবহার পুরুষোচিত ছিল; এমন কি তাঁর বাল্য সহচরীরা তাঁকে Manly বলে উপহাস করত। রুশদেশ থেকে তিনি আমেরিকায় এসে নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দিতে থাকেন এবং দশ বৎসর আর এক নারীর সহিত স্বামী স্ত্রী ভাবে বাস করেন। দীর্ঘ দশ বৎসর পরে অবৈধ অত্যাচার করার অপরাধে তাঁদের বিবাহবন্ধন ছিন্ন হলে, রেলান আর এক বিধবাকে পুনরায় বিবাহ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁর উভয় স্ত্রীরই ধারণা ছিল যে রেলান পুরুষ।

২। মেরী এণ্ডার্সন (Mary Anderson) স্বচ্ছ রমণী ছিলেন। অতি শৈশবে মাতা পিতা উভয়কেই হারিয়ে মেরী এডিনবরা যান এবং সেখানে নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দেন। পুরুষের বেশেই তিনি আমেরিকায় যান এবং সেখানে পুরুষের মত বাস করতে থাকেন। এই তিরিশ বৎসরের মধ্যে তিনি দু'বার বিবাহ করেন। তাঁর উভয় স্ত্রীই স্বামীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং কেহই জানতেন না যে, তাঁদের স্বামী পুরুষ নন।

এই সকল নারী-স্বামীরা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে তাঁদের স্ত্রীদের প্রতারিত করে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পুরুষ বলে চালাতে হলে শুধু কৃত্রিম দৈহিক পরিবর্ত্তনই যথেষ্ট নয়। রমণী-সুলভ হাবভাব একদিন না একদিন তাদের মুখোস খুলে দেবেই দেবে। ডাঃ এলিস্ এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর কথায় ভিন্ন প্রকৃতির এই অনুকরণ লিপ্সাকে (tendency to imitate the opposite sex) Sexual inversion বা যৌন বৈপরীত্য বলা যেতে পারে। এলিস্ এই সব 'ইন্‌ভারটেড' (inverted) নারীর মনস্তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে এই সব মেয়েদের পুরুষদের মুগ্ধ করবার কোন ক্ষমতা থাকে না। তাদের পুরুষদের ওপর এক বিজাতীয় ঔদাসীন্য থাকে এবং নারী কেন পুরুষকে ভাল-বাসে, এ তারা বুঝতে পারে না। অথচ পুরুষের মন যে কেন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় তা তাদের পক্ষে বোঝা সহজ। পুরুষের ওপর এই সব নারীর কোন আন্তরিক টান থাকে না বলেই তাদের পুরুষের প্রতি নারীর সহজ লজ্জা ও একান্ত নির্ভরতা থাকে না—

"The inverted woman is not usually attrac-

tive to men. She herself generally feels the greatest indifference to men and often cannot understand why a woman should love a man, though she easily understands why a man should love a woman. She shows, therefore nothing of that sexual shyness and engaging air of weakness and dependence which are an invitation to men."—এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, এই সব রমণী শুধু খেয়ালের বশেই দীর্ঘকাল নিজেদের পুরুষ বলে পরিচয় দেয় না; তাদের হাবভাব এমনি কি মনের গঠন পর্য্যন্তও পুরুষ মনের ছাঁচে ঢালা বলেই তাদের নিজেদের ভেতরে পুরুষকে অনুকরণ করবার একটা সহজ স্পৃহা আছে। আর এই মানসিক পরিবর্ত্তনের জন্যই তারা দীর্ঘ দিন না ধরা দিয়ে নিজেদের পুরুষ বলে চালাতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে মনের এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি। এটা খুব সত্য যে মানুষের মন তার পারিপার্শ্বিক ভাবের আবহাওয়ার মধ্যে গড়ে ওঠে। তা হলে নারী-মনের এই পরিবর্ত্তনের কারণও তার চারিদিকের আবহাওয়ার ভেতর খুঁজে পাওয়া উচিত। এলিসও ঠিক এই কথাই বলেছেন। তাঁর মতে, সকল ক্ষেত্রে আধুনিক নারীর পুরুষের সমকক্ষ হবার ঐকান্তিক চেষ্টাই হ'চ্ছে তার মনের এই বিকারের মূল কারণ।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় Feminist Movementএর বেশী প্রকোপ; তাই বোধ হয় এই দুই দেশের মত আর কোন দেশে Sexual inversionএর প্রাদুর্ভাব এত বেশী নয়। ভারতবর্ষে নারীজাগরণ তেমন উৎকট নয় বলেই হয়তো ভারতনারীর মন এখনো 'ইনভার্ট' হবার সুযোগ পায় নি।

এই তো গেল নারী ইন্‌ভার্সনের কথা। পুরুষ ইন্‌ভার্সনের সম্বন্ধেও এখানে দু'একটা কথা বলা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। পুরুষদের মধ্যেও Inversion দেখা যায়। বৈষ্ণবদের মধ্যে 'সখী ভাবের' কথা অনেকেরই জানা আছে। বৈষ্ণব ভক্ত সখীভাবের বশে হাবভাব সব শ্রীরাধার অনুকরণে করতে থাকেন। বোধ হয় ক্ষণকালের জন্যও এই সময় পুরুষ-মন নারী-মনের অনুরূপ হ'য়ে যায়। বৈষ্ণবদের বিশ্বাস, ভগবানকে পতিরূপে পাওয়া সহজ; নিজেদের স্ত্রীমতীরূপে ভগবানের পায়ে অর্ঘ্য দেবার বহুদিনের একান্ত ইচ্ছাই বোধ হয় তাদের মনে ঐরূপ অবস্থা ঘটায়। —শান্তিপুর

জনশিক্ষার সহজ উপায়

ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী সুষমা দেবী আমেরিকার বহু স্থান পরিভ্রমণের ফলে তত্রত্য জনশিক্ষার ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি ভারতে জনশিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে যে অভিনব পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ হইল।

পরিকল্পনাটীর বিশেষত্ব এই যে, সরকার হইতে সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রারম্ভে না হউক, পরিণামে পরিকল্পনাটী আত্মনির্ভরক্ষম হইবে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অন্যূন ২০ জন সদস্য লইয়া "ভারতে গ্রাম্য নিরক্ষতা দূরীকরণ সমিতি" নামে একটী নিখিল ভারত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক কমিটীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। উহার কার্য্যালয় সেই প্রদেশের প্রধান নগরে স্থাপিত থাকিবে।

যে সকল স্থানে ইউনিয়ন বোর্ড আছে, সেই সকল ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে যতগুলি গ্রাম আছে, সেই সকল গ্রামের এক এক জন প্রতিনিধিকে লইয়া প্রাদেশিক কমিটী, একটি গ্রাম্য-শিক্ষা কমিটি স্থাপন করিবেন। ইউনিয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে উক্ত কমিটির সহযোগীতা করে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে পাঠশালা স্থাপিত হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এবং সকল বালক বালিকা যাহাতে পাঠশালায় পড়িতে আকৃষ্ট হয়, তাহার ব্যবস্থা করা এই সকল গ্রাম্যশিক্ষা কমিটির কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

স্থানীয় চাঁদার সাহায্যে পাঠশালার ঘর ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকল সময়েই যে ঘরের ভিতর পাঠশালার কার্য্য হইবে, এরূপ নহে। অনেক সময় মুক্ত বায়ুতে পাঠশালার কার্য্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এই সকল গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার জন্য যোগ্য শিক্ষকদিগকে আকৃষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক এরূপ লোক পাওয়া না গেলে পারিশ্রমিক

দিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। সেই পারিশ্রমিক যাহাতে নগদ অর্থে না হইয়া জিনিষ পত্রে দিবার ব্যবস্থা হয়, এরূপ করিতে হইবে। আমাদের দেশের কৃষকশ্রেণীর পক্ষে অনেক সময় নগদ অর্থ দেওয়া কষ্টকর হয়। তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদের জমীর উৎপন্ন দ্রব্য দিতে তাহারা তত কষ্টবোধ করে না। সপ্তাহে ১ সের করিয়া চাউল বা ধাইস অথবা অন্য কোন দ্রব্য তাহারা অনায়াসে দিতে পারে উহা পাইলে শিক্ষকেরও বেশ চলিয়া যায়।

প্রত্যেক গ্রামের জমিদার শিক্ষককে ৫ বিঘা হিসাবে জমী বিনা খাজনায় আবাদ করিতে দিয়া তাহাকে শিক্ষাকার্য্যে প্রোৎসাহিত করিতে পারেন।

গ্রাম্য-শিক্ষা কমিটির সদস্যদিগের আন্তরিকতা এবং স্বগ্রামের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগের উপর উল্লিখিত পরিকল্পনার সফলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

পরিকল্পনাটী কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কার্য্যালয়ের ব্যয় অন্য বিবরক ব্যয়ের হিসাবে প্রত্যেক গ্রামের জন্য ৫ হইতে ১০ হাজার টাকার প্রয়োজন। ইহা তেমন বেশী বলিয়া মনে করা যায় না।

খাদ্য বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা

পুষ্টিকর খাদ্যেই শারীরিক শক্তি বর্দ্ধন করে—এই ধারণা সর্ব্বত্র প্রায় সকলেরই বদ্ধমূল। যেটুকু আহার উত্তমরূপে পরিপাক হইতে পারে, তাহাই যে দেহের হিতজনক, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করেন না। আমেরিকার বিখ্যাত ডাক্তার ও মেডিক্যাল মিশনরী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ জে, এইচ, কেলগ এম, ডি, খাওয়ার ভ্রান্ত ধারণা বিষয়ে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) খাওয়ার স্পৃহার উপর যে খাদ্যদ্রব্য নির্ভর করে, তাহা ভুল।

(২) শিশুদের জন্য অধিক পরিমাণ চিনি ও চর্ব্বি জাতীয় খাদ্যের যে বিশেষ প্রয়োজন, ইহা ভুল।

(৩) রুগ্ন ব্যক্তির অরুচি ও অরুচি নিবারণ তাহাকে মুখরোচক খাদ্য দ্বারা যে প্রলুব্ধ করিতে হইবে, ইহা ভুল।

(৪) সুপরিপাকের জন্য রকমারি খাদ্য যে প্রয়োজনীয়, ইহা ভুল।

(৫) ছাত্র, পুরোহিত, আইন ব্যবসায়ী প্রভৃতি যাহাদের বসা কাজ, তাঁহাদের যে অল্প খাদ্য দরকার, ইহা ভুল।

(৬) মাংস বা অপর কোন বিশেষ খাদ্য যে মস্তিষ্ক বা শরীরের অপর কোন অংশ বিশেষের উপযোগী খাদ্য, ইহা ভুল।

(৭) স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা অনুরূপ স্নায়ুর দুর্ব্বলতাগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে যে অধিক মাংস ও খাদ্যের প্রয়োজন, ইহা ভুল।

(৮) পুষ্টিকর খাদ্য মাত্রই যে বলকারী, ইহা নিতান্তই ভুল।

(৯) অধিক শ্রমশীল ব্যক্তির পক্ষে যে অধিক মাংস খাওয়া আবশ্যক, ইহা ভুল।

(১০) পরিপাকের জন্য যে সময় দরকার তদনুযায়ী খাওয়া অপেক্ষা অধিক ঘন ঘন খাইলে যে শরীর সমধিক পুষ্ট হয়, ইহা ভুল।

আমেরিকার জনৈক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক খাদ্য বিষয়ে কোন "বরাবাঁধা" নিয়ম না করিয়া শুধু এই বলেন যে যাহাই খাইবে তাহা যেন সুচর্ব্বিত হয় অর্থাৎ যে চর্ব্বণে খাদ্য লালায় মিশিয়া আপনা আপনি পাকস্থলীতে যাইবে; উহা গিলিতে হইবে না। ইহাতে অতি ভোজন হইতে পারিবে না এবং শরীরে পুষ্টিবর্দ্ধন ঘটিবে।

—পঞ্চানন্দ।

লেবুর উপকারিতা

মানবদেহ সংরক্ষণে লেবু একটি অমূল্য বস্তু। লেবুর বহু গুণ সম্বন্ধে একদিকে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ, অপরদিকে পাশ্চাত্য বৈদ্যবৈজ্ঞগণ একবাক্যে সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহার যথাসম্ভব আলোচনা করিতেছি। সর্ব্বাগ্রে বিভিন্ন প্রকার লেবু সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

কাগজী ও পাতিলেবু (নিম্বু)—"অরুচি, বায়ুনাশক, অগ্নি-উদ্দীপক, পাচক ও লঘু। (অন্যত্র) ক্রিমিনাশক, তীক্ষ্ণ, উদরযোগ নাশক; ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শূল রোগে হিতকর,

যাহার একেবারে রুচি নষ্ট হইয়াছে অথবা যাহার কৃচ্ছ্রসাধ্য অরুচি রোগ জন্মিয়াছে তাহার পক্ষে উক্ত লেবু হিতকর। ইহা ত্রিদোষ অগ্নিমান্দ্য, বাতরোগ, বিষদুষ্টি, গলরোগ, বমনভাব ও বিসূচিকা রোগে প্রযোজ্য।"

টাবাসেবু—"অম্লমধুর রস, অগ্নির উদ্দীপক, লঘু, রক্তপিত্ত-নাশক, কণ্ঠ-জিহ্বা-স্বর শোধনকারক, হৃদয়গ্রাহী এবং ইহা শ্বাস, কাস, অরুচি ও পিপাসানাশক"

সোঁড়াসেবু (জম্বীর)—"উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অম্লরস এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, বিষদ্ধ, শূল, কাস, বমনবেগ, বমি, পিপাসা, আম-দোষ, মুখের বিরসতা, হৃৎপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমিনাশক। ক্ষুদ্র জম্বীরও উক্তপ্রকার গুণদায়ক, ইহা তৃষ্ণা ও বমি নাশক।"

বাতাবীলেবু—"মধুর রস রুচিকারক, শীতবীর্য্য, গুরু এবং ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস, হিক্কা ও ভ্রমনাশক।"

কমলালেবু—"মধুর রস, গুরু, কফ, শ্লেষ এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, গরদোষ, বিষ, রক্তদোষ, শোষ, অরুচি, পিপাসা ও বমি নাশক। ইহা কফকারক ও পুষ্টিজনক।"

উল্লিখিত বিবরণ একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই লেবুর যে কত গুণ তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। অতঃপর আমরা পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের মতেরও উল্লেখ করিতেছি—

একজন বিখ্যাত ব্যক্তি বলিতেছেন যে লেবু তাঁহার দৈনিক ঔষধস্বরূপ। তাহাতে ত্রিশ বৎসর মধ্যে তাঁহার কোন রোগ হয় নাই (টেইলার)

আমেরিকার একজন বিশেষজ্ঞ বলেন যে রোগের বীজাণু নষ্ট করিতে, লেবুর শক্তি অসাধারণ। টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধিতে লেবু উৎকৃষ্ট ঔষধ। যাহার যত বয়স তাহার প্রতি দশ বৎসরের জন্য একটি হিসাবে যতটি হয়, ততটি লেবু রোজ খাওয়া উচিত (যথা, যাহার বয়স ৩০ বৎসর, তাহার ৩টী লেবু রোজ খাওয়া কর্ত্তব্য) লেবুর রস কোন ব্যাধির জন্য খাইতে খালি পেটে খাইতে হয়। লেবুর রস স্কেলো রোগেরও ভাল ঔষধ। লেবুর রস জলে মিশাইয়া প্রত্যহ ৩।৪ গ্লাস জল পান করিতে হয়।

সিসিলীদ্বীপের অধিবাসীরা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধকরূপে কড়া কফির সহিত লেবুর রস মিশাইয়া পান করে।

আর এক বিশেষজ্ঞ বলেন—দেহের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে এবং রন্ধনশালায় লেবু অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। লেবুর রসে ঘষিলে মাড়ী শক্ত হয়। পরাঙ্গুষ্ঠের প্রদাহযুক্ত স্ফীতিতে স্নানের পর লেবু ঘষিলে সুফল ঘটে। শোয়ার পূর্ব্বে উষ্ণ জলে লেবুর রস দিয়া মিশ্রিযোগে পান করিলে, উগ্র সর্দ্দি আরোগ্য হয়। ক্রিমি ও চর্ম্মরোগের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। লেবু চাতে ঘষিলে, উহার চর্ম্ম মসৃণ ও পরিষ্কৃত হয়।

আহারের শেষে একটি লেবুর অর্দ্ধপরিমাণ মাত্রায় সেবন করিলে, কেবল পাকস্থলীর বর্দ্ধিত হয় না, উহাতে অগ্নিমান্দ্যের ফল স্বরূপ পাথরি রোগ নষ্ট হয়। লেবুতে অতিক্ষুধা, অম্ল, জ্বালা পাথরি, পেট ফাঁপা, স্নায়ুবিদরক অগ্নিমান্দ্য ও মদ্যপান-জনিত দূর করে।

অপর এক মার্কিন দেশীয় বিশেষজ্ঞ বলেন যে প্রত্যহ একটি করিয়া লেবু খাইলে, মানুষ শতায়ু হইতে পারে।

সিকিতোলা কাগজীর রস ও এক আনা লবণ একত্র করিয়া খালিপেটে খাওয়া, কলেরা রোগের প্রতিষেধক।

সান্ত্রিতে অল্প একটুকু মিশ্রী (এক পয়সা মূল্যের) ভিজাইয়া তাহার একটা কাগজী লেবুর রস প্রত্যহ প্রাতে খালিপেটে খাইলে, স্নায়ুবিদরক দৌর্ব্বল্য দূর হয়। ঐরূপ, প্রাতে গরম জল লেবুর রসসহ পানেও অগ্নিমান্দ্য ও স্নায়ুর দুর্ব্বলতা দূর হয়।

লেবুতে "ভিটামিন" রহিয়াছে, উহা সেবনে আর্ত্তিরোগ আরোগ্য হয়। লেবুতে নাইট্রিক এসিড থাকায়, উহা বাত-রোগীর একমাত্র সেব্য অন্ন।

বাতারি লেবুর রস সেবনে রক্তামাশয়ে, অগ্নিমান্দ্যাদি পীড়া আরোগ্য হয়। —২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

সাময়িক কৃষি

সব্জীবাগান—

এই সময় শাকারি, শীম, বিঙ্গে, পল্তা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই বরবটি, বেগুণ, শাঁক আলু, টেঁপারি প্রভৃতি, এবং পাটনাই কুলকপি, পাটনাই শালগাম, ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালংশাক ও টমাটোর ফলাদি ফসল করিতে গেলে এখন বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জীবীজ প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই। মকাই (ছোট) এবং দো-আঁশ চাষের সময় এখনও যায় নাই।

ফুলবাগিচা—

গোলাপি, অপরাজিতা, এমারন্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, মাটিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল গাছ লাগাইবার

সময় এখনও আছে। ক্যানার ঝাড় এখন পাতলা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপন করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারী করা যায়। গোলাপ, জবা, বেল, যুই প্রভৃতি কলম অর্থাৎ ডাল ছাঁটিয়া তাহা হইতে চারা তৈয়ারী করিবার এই উপযুক্ত সময়। জবা, চাঁপা, চামেলী, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ বসাইবার এই সময়।

ক্যানা লিলি প্রভৃতি পট বা গামলা বসলাইবার সময় বর্ষারম্ভ, কিন্তু কেহ কেহ আষাঢ় শ্রাবণ মাসেও এই কার্য্য করেন। মূলজ ফুল গাছের মূল বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইয়া হয়। কতকগুলি মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়, ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিয়স, ক্রোটন, আমেরাস্থাস, একালিফা প্রভৃতির ডাল কাটিয়া এই সময় বসাইতে পারা যায়।

ফলের বাগান—

আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টি হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মরা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথম কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের ফেকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়। একার্য্য আষাঢ়েই অবশ্য আরম্ভ করা হয়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

জবা বর্ষাতেই পেঁপে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু চারা তৈয়ারী করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চারা নাড়িয়া পুতিলে ভাদ্রমাসের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় এবং জমিতে যখন পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে, যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

শস্যক্ষেত্র—

কৃষকের এখন বড় মরসুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধানের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার দক্ষিণাংশে পাট নাবি হয়। ধান্য-রোপণ শ্রাবণেই শেষ হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাস ধান্য রোপণের উপযুক্ত সময়। বর্ষারম্ভ হইলেই বীজতলাতে ধান বুনিয়া বীজধান (ধানচারা) তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়।

বিবিধকর্ম্ম—

আম, নারিকেল, লিচু, প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখনও একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ায় মাটি চালিত করা কর্ত্তব্য। সুপারি গাছের গোড়ায় এই সময়ে গোবর মাটী দিতে হয় ইহাতে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া দিবার এই সময়। আমরুল বৃক্ষ বথা, শিম, সেগুণ, মেহগি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা আবশ্যক।

সব্জী ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয় দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নলা ঠিক রাখা আবশ্যক। কোন লতা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার ডেউড় এমনে পুতিলেও চলিতে পারে। বেগুণ, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছ-গুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে, তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

রৌদ্রযুক্ত স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সার করিয়া কলায় চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতে হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল কম হয়। যে দোয়াস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর ঁড়া বাঁধিয়া ঐ ঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁকআলুর বীজ পুতিবে। শাঁকআলুর ক্ষেতে সর্ব্বদা আলগা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউস ধান কাটে।

বাগানের বেড়া

যাঁহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইতে পারে। চিরস্থায়ী বেড়ার জন্য অনেক ভুরেণ্টা বা মেহগী, ত্রিপত্রা বা চিতার বেড়া দেন। ডাল পুতিয়া হউক বা বীজ ছড়াইয়া হউক, বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ষাকালে উপযুক্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ হইতে এই বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়, শ্রাবণ পর্য্যন্ত চেষ্টার বিরত হইতে নাই। পচা ভাদ্রে বা নিতান্ত শীত কিম্বা গ্রীষ্মে বেড়া প্রস্তুত করা চলে না।

ইতিহাসে নারীর স্থান ও প্রভাব

লেফটেনাণ্ট্ শ্রীমাখনলাল সমাদ্দার, বি. এ.

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ। কিন্তু সমগ্র ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যতদূর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত নারীর কার্য্যকলাপও দেখিতে পাওয়া যায়। নারীর সাহায্য লইয়া যে ইতিহাস গঠিত হইয়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। নারী যদিও এই ইতিহাসের উপাদান, তথাপি তাঁহার জীবন চিরকালই ঘোর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। তাঁহার ধারার পরিবর্ত্তন অতি সামান্য মাত্রায়ই হইয়াছে। জগত যেমন মাত্র পুরুষ লইয়াই "কারবার" করিতেছে! গুটী কতক সুন্দরী স্ত্রীলোক, বীরনারী রাণী, ও ধার্ম্মিকানারী ঐতিহাসিকদিগের নিকট ইতিহাসের উপাদান, কিন্তু সাধারণ নারীর কথা, সাধারণ নারীর ইতিহাস, তাঁহারা কিছুই জানেন না কিংবা জানিতেও চাহেন না! নারী জাতীর ইতিহাস কোথায়? সমস্ত জিনিষেরই ইতিহাস আছে, তাহাদের উপাদান সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অনেকানেক মনীষী গবেষণা করিতেছেন। ব্যবসায় বাণিজ্যের ইতিহাস আছে। পৌরাণিক যুগের ইতিহাস আছে। এ সকলের ইতিহাস জানিবার জন্য অত্যন্ত প্রচেষ্টাও হইতেছে। কিন্তু নারীর ইতিহাসের উদ্ধারের চেষ্টা কয়জন করিতেছেন? নারীর কথা বলিতে গেলে মাত্র দুই চারিজনের নাম করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হয়। কিন্তু গুটীকতক নারীর ইতিহাস যখন সমগ্র নারী জাতির ইতিহাস নহে এবং সামান্য কয়েকজন তাঁহাদের সাক্ষী হইতে পারেন না, তখন বলিতে হয় যে নারীর ইতিহাস একেবারেই নাই; কিম্বা যাহা আছে তাহাও তুচ্ছ করিবার মত! নারীর ইতিহাস, তাঁর উন্নতির ইতিহাস, যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাও কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া। কারণ নারী চিরকালই নরের অনুসরণ করিয়াছে। তাঁহাকে চিরকালই পশ্চাতে থাকিতে হইয়াছে!

পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারী সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র দুইজনেরই ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষ সংসারের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে উন্নতির পথে, অর্থাৎ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে, আর নারী গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত থাকিয়া অস্থাবর সম্পত্তির মত পুরুষের পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। সন্তান প্রসব করা ও পালন করা, জগতের দুঃখ কষ্ট সহ্য করা তাঁহার কর্ত্তব্য, আর পরিশেষে এই দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে করিতেই তাঁহার পরিসমাপ্তি। তাঁহার জীবনে আর কোন উদ্দেশ্য নাই! সকলেই নারীর সম্বন্ধে এই ধারণাই পোষণ করিয়া আসিতেছেন। আর এই ধারণার মতবর্ত্তী হইয়া ঐতিহাসিকগণ নারীকে চিরদিন পশ্চাতে রাখিয়াছেন। মাত্র কতকগুলি বিষয়ে, যেমন—"আদিকালের" স্বয়ম্বর প্রথাটা, (যেখানে নারীর একটা বিশেষ অধিকার ছিল,) সতীত্ব রক্ষা করাটা—এইরূপ কতকগুলি বিষয় ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু নারীর ইতিহাস কি পুরুষের ইতিহাস নহে? দুইজনেই কি সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্টি নহে? নারীর স্বার্থ কি পুরুষের স্বার্থের সহিত জড়িত নয়?

এগুলির সত্যতার সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া বাতুলতার কাজ। দুঃখকষ্ট নরনারী দুইজনকেই সমানভাবে আঘাত করে। দুইজনেরই শীতবোধ হয়, গ্রীষ্ম বোধ হয়; সুখ, দুঃখ, জীবন সকলেরই সমান। পরিশেষে মৃত্যু? পুরুষ ও নারী, তাহারও সমভাবে অধীন! কিন্তু ইহাই যখন ইতিহাসের উপাদান ছিল, তখন শরীরে কোন ভিন্ন "আত্মার" ছিল না, বা আবশ্যকও ছিল না। যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অসভ্য অবস্থায় পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেন, তখনও নারীপুরুষের ইতিহাস এক ছিল। কিন্তু প্রকৃতির এই সামান্য উপাদানগুলি আর জগতের ইতিহাসের উপাদান নহে। জগতের জীবনে বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে, ও হইবে। আজ যাহা সর্ব্ববাদীসম্মত, কাল তাহাই মিথ্যা পরিগণিত হইবে; জীবন মরণ সংগ্রামে

প্রকৃতি কোন সময়েই উদাসীন ছিল না। চির পরিবর্ত্তনশীল জগতে পুরুষের ইতিহাস ও নারীর ইতিহাস এখন আর এক নহে। ব্যবসা, বাণিজ্য, যুদ্ধ, ও সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি বহুদিন হইতে ইতিহাসের ধারা পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সামান্য গৃহস্থ জীবনে পরিবর্ত্তন যখন হইতে দেখা দিল, সেই সময় হইতে এখনও পর্য্যন্ত যদিও স্ত্রীপুরুষ এক সঙ্গে সুখে দুঃখে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহাদের ইতিহাস বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। নারীর একটা চিরদিনই পৃথক অস্তিত্ব ছিল; তিনি যেন অপর একটী রাজ্যেই বাস করিতেন।

নারীর সহিত পুরুষের কোন্ কোন্ বিষয়ে ঐক্য আছে ইতিহাস খুঁজিয়া যদি আমরা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারি, তবে আমরা অনেক তথ্য জানিতে সমর্থ হইব। এইটী জানা আমাদের অত্যন্ত আবশ্যকও; কারণ যদিও নারী চিরকালই অখ্যাতির ভাগী, ভাল কোন দিন নহই, তথাপি জগতের অর্দ্ধেক ইতিহাস নারী।

চারিটী জিনিষ নারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। অবয়বের বিভিন্নতা, যুদ্ধব্যাপার, অর্থনীতি, ও (কতকগুলি উদ্ভট) মনস্তত্ত্ব।

প্রথমটীর দিক দিয়া বলা যায়, যদি নারী পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বলা না হইত তাঁহাকে সন্তানের ভার বহন না করিতে হইত, তাহা হইলে জগতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। নারী পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কারণ, তিনি দুর্ব্বলা—এই মতটি আবহমানকাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। এই ভাবটীর জন্যই নারী নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আজ বদ্ধপরিকর এবং সেই জন্যই নারী আজ উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

দ্বিতীয় জিনিষটি, অর্থাৎ যুদ্ধব্যাপারটা, নারীকে পুরুষ হইতে বিভিন্ন রাখিবার জন্য অধিকতর দায়ী। নারীর অবনতির মূলেও যুদ্ধ; কারণ নারীর হৃদয় ও শরীর, দুইই অত্যন্ত কোমল। যুদ্ধের নৃশংসতা তাঁহার সহ্য হয় না আর দ্বিতীয়ত যুদ্ধবিগ্রহে নারী অর্থের ন্যায় পরিগণিত হইতেন। "আদিকালে" যুদ্ধশেষে পরাজিত জাতির স্ত্রীলোকগণ, বিজেতার সামগ্রী হইত। কিন্তু পুরুষের বীরত্ব যত বাড়িয়া চলিতেছে, নারীর দুঃখও তত বাড়িয়া চলিতেছে—এ কথাটী বলা বোধ হয় ঠিক হইল না। কারণ, গত মহাযুদ্ধের পরেই ইতিহাসে নারীর "স্থান" ও প্রভাব অত্যন্তরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, গত মহাযুদ্ধে পূর্ব্বেকার যুদ্ধগুলির চেয়ে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ছিল। যুদ্ধপ্রথা, যুদ্ধের নিয়ম একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধ মানুষের দৈহিকশক্তির উপর নির্ভর করে নাই কিম্বা পূর্ব্বেকার যুদ্ধগুলির ন্যায় দেশ জয় করিবার সামান্য উদ্দেশ্য লইয়া আরম্ভ ও শেষ হয় নাই। মহাযুদ্ধ হইয়াছিল আর্থিক সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য এবং সেই জন্য এই যুদ্ধব্যাপারে নারীকেও রীতিমত সাহায্য করিতে হইয়াছিল। এমন কি, অনেক দেশে সৈনিক ব্যবসায়ও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল! পুরাকালের ন্যায় যুদ্ধশেষে কি হইবে শুধু ইহা চিন্তা করিবার জন্য নারীকে গৃহে বসিয়া থাকিতে হয় নাই। কিন্তু যদিও গত মহাযুদ্ধে নারীকে প্রভূত সাহায্য প্রদান করিতে হইয়াছিল, এই মহাযুদ্ধের ফলে নারী অনেক আধিপত্য পাইয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধব্যাপার চিরকালই নারীর উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আসিতেছিল। নারীও বিজেতার ধনসম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া আসিতেছিলেন! এক প্রকারে এই পরাজিতা লুণ্ঠিতা নারীর দলই বিজেতা জাতির অবনতির কারণ হইত। অন্ধবিশ্বাস জিনিষটা নারীর ভিতর যতটা বদ্ধমূল ততটা পুরুষের ভিতর নহে। পুরাতন আবহাওয়া, পুরাণ বিশ্বাস, নারীর মজ্জাগত হইয়া যাওয়াতে, নারী শীঘ্র উন্নতি করিতে পারে নাই। এমন কি জাতির অমঙ্গল অনেক সময় নারীই বহন করিয়া আনিয়াছে। আমাদের বৃদ্ধা ঠান্‌দিদির দল অনেক সময় আমাদের মস্তিষ্ক কর্ম্মহীন করিয়া দিয়াছেন। অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ ধারণা আমাদের অতি শিশু বয়স হইতেই পোষণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। আর তাই জাতির উন্নতিও সেই শিক্ষানুযায়ী অগ্রসর হইতে বিলম্ব ঘটে।

য়ুরোপের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থাও নারীকে প্রাধান্য দিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু এই মতও সর্ব্ববাদী-সম্মত নয়। এই মতের বিচার করা এক্ষণে যাইতে পারে। নারী চিরকালই নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। নারী

কুলীর দল, যাহাদের না হইলে জগতের কাজকর্ম অল্পব্যয়ে সম্পাদিত হইত না, তাহাদের অত দুর্ব্বল শরীর লইয়া যে সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহা জাতির উন্নতির পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর। সন্তান প্রসব করা, পালন করা, উপরন্তু জল ঘাটা, নারীর পক্ষে একান্ত অনুচিত। কিন্তু নারী না হইলে চলিবে না, অথচ জাতির মঙ্গল চাই। ইতিহাস এ বিষয়ে নীরব। কিন্তু কেন এইরূপ চলিয়া আসিতেছে?

কল্পনা শক্তিও নারীর কম নহে। প্রায় সমস্ত কর্ম্মেই নারী নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন। এমন কোন স্থানই নাই, যেস্থানে নারীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। নারী দার্শনিক, ব্যবহারাজীব, যোদ্ধা প্রভৃতি আজকালকার দিনে বিরল নহে, তবে তাঁহাদের সংখ্যা অবশ্য অল্প। নারীর ইতিহাসে সামান্য দুই চারিজন নারীর কর্ম্মের উদাহরণ দেওয়া উচিত নহে। পুরাকালে যতদূর পর্য্যন্ত ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায়, নারী সকল সময়ই পুরুষের পশ্চাতে থাকিতেন না। যদিও ভৃত্যের মত তাঁহারা কাজ করিতেন, পুরুষের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণ করিতেন, তথাপি ধর্ম্মকার্য্যে নারীর স্থান চিরদিনই উচ্চে ছিল। দেবতা, স্ত্রী ও পুরুষ, দুইই ছিল; এখনও দেবদেবী অনেক স্থলে মানা হয়। এমন কি প্রকৃতিও দেবী! কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষের যদিও এত নিকট সম্বন্ধ, নারীর জীবন প্রণালী তথাপি অতি কঠোর। জগতের জানিত যত রকম পাপ কার্য্য আছে, তাহার একটীও নারীর করা উচিত নহে! আর পুরুষের? পুরুষ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে! ব্যবস্থাটী যে চমৎকার তাহা অস্বীকার করা যায় না। নারীকে ধার্ম্মিকা হইতেই হইবে। পুরুষ নিজেরটা ঠিক করিয়া অবলা নারীর উপরই কৃতিত্ব "জাহির" করিতেছেন। নারীর এই যে সহ্যশক্তি, অর্থাৎ মৌনভাবে আদেশ পালন করা, এটা কি তাহাদের দৈহিক শক্তির অল্পতার জন্য? ধর্ম্মভাব কি ইহার জন্য দায়ী? প্রকৃতি কি শুধু ইহাই চান? না অন্য কিছু?

পুরাকালের নিয়মকানুনগুলি নারীর নিকট কিরূপ লাগিত তাহা জানিতে পারিলে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইবে। যখন বিবাহ বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছুই ছিল না তখন নারী কি ভাবিতেন এই অদ্ভুত ব্যবস্থা কি ভাবে চলিত? স্ত্রীলোকের বহু বিবাহ, কি পুরুষের বহু বিবাহ, ইহার কোন্‌টা নারী পছন্দ করিতেন? আর কেনই বা এক জাতি "বহু পতিত্ব" (Polyandry) এবং অন্য জাতি 'বহুভর্ত্তৃকা" (Polygamy) নির্ব্বাচন করিল? (১) 'মাতৃরাজ্য" (Matriarchy) যে সমুদয় দেশে প্রচলিত ছিল, তাহাদের কি অবস্থা ছিল?

বস্তুতঃ মাতৃরাজ্য কি ব্যাপারের সৃষ্টি করিল, তাহা নির্ণয় করা শক্ত। এই নিয়মানুযায়ী মাতার পক্ষ হইতে সন্তানগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করিত, কারণ পিতার কিছু নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও নারী তখন গৃহের একচ্ছত্র কর্ত্রী ছিলেন না। নারী বরাবরই অতি হীন ও নীচ স্থান পাইয়া আসিতেছেন। এই বন্ধনটা এক্ষণে অল্প বিস্তর শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, জগৎ দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সেই হিসাবে নারীও কি উন্নতির পথে অগ্রসর হয় নাই? অনেক স্থানেরই পুরাতন সভ্যতার ইতিহাস এখন আর জানিতে পারা যায় নাই। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা আমাদের নিকট অনেক স্থলে আরব্য উপন্যাসের ন্যায় বোধ হয়! কিন্তু ইজিপ্ট ও সুমেরু প্রদেশ সমূহের শিলালিপিগুলি পাঠে আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বেকার সভ্যতার ইতিহাস জানিতে সক্ষম হই।

গত মহাযুদ্ধের সময় নারী যেরূপ সুউচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ উচ্চ স্থানের অধিকারী মেসোপটেমিয়া প্রদেশের স্ত্রীলোকগণ পূর্ব্বে ছিলেন। তাঁহারা সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারিতেন; বিবাহিত কি অবিবাহিত যে কোন অবস্থাতেই সর্ব্বকার্য্যের অধিকারিণী ছিলেন এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিতেন। স্ত্রীপুরুষ সমভাবে, ব্যবসাবাণিজ্যে যোগদান করিতেন; দুইজনেই বিচারকের ও শাসনকর্ত্তার কার্য্য করিতেন; বিদ্যাশিক্ষা করিতেন; যজ্ঞে যোগদান করিতেন; এবং দুইজনেই পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। নারী পুরোহিতগণ ধনী ও অভিজাত

(১) E. A. Westermark প্রণীত History of Marriage দ্রষ্টব্য।

বংশের ছিলেন। তাঁহারা সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; এবং কন্যাগণও পুত্র সন্তানের ন্যায় সম্পত্তির ভাগ পাইতেন। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে, পুরাতন মেসোপটেমিয়া আধুনিক সভ্যজগতের ন্যায় সর্ব্বকার্য্যে অগ্রণী ছিল। বিবাহিত জীবনের তখনকার আইন-কানুনগুলি কিন্তু নারীর পক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর ছিল। "ব্যবিলন" প্রদেশে যদিও বিবাহবিচ্ছেদ নারীপুরুষ দুই-ই করিতে পারিতেন, তথাপি নারী যদি বিচারে কলহপ্রিয়া কিংবা অসতী প্রমাণিত হইতেন, তবে তাঁহাকে জলে নিমগ্ন করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত! এই নিয়মটী, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী, দুইজনেরই জন্য এক ছিল। শাস্তিটী বড়ই ভীষণ, তথাপি স্ত্রীপুরুষ দুইজনই যে ব্যভিচার দোষে দণ্ডিত হইতে পারিতেন, ইহা সন্তোষজনক বটে। এরূপ অপক্ষপাতিত্ব আর দেখা যায় না। যিশু খৃষ্টের জন্মের ২১০০ বৎসর পূর্ব্বে এইসব আইনকানুন প্রচলিত ছিল। হামুরা বাই ইহার প্রণয়ন করেন।

ঈজিপ্টে এই সময়েই নারীই ভূসম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন। সুমেরিয়া প্রদেশের নারীগণের ন্যায় ঈজিপ্টের নারীদিগের স্বাধীনতা ছিল না। কারণ, আইন অনুসারে ভূসম্পত্তির অধিকারিণীদিগের নিজ নিজ পিতামাতাকে প্রতিপালন করিতে হইত। ঈজিপ্টের নারী ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছেন, গোচারণ করিতেছেন, এইরূপ চিত্রাবলিও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন কিনা, কিংবা রাজবংশীয়া না হইয়াও রাজকার্য্যে যোগদান করিতেন কিনা, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। রাণী Hatroheput রাজকার্য্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। এমন কি তিনি দেশ বিখ্যাতা ছিলেন। কিন্তু রাণী Hatrohepuতএর এই খ্যাতিতে নারীজাতির বিশেষ কিছুই হয় নাই, কারণ শাসনকর্ত্তা স্ত্রীলোক হইলেও শাসন কর্ত্তা!

সুমেরিয়া প্রদেশে স্ত্রীপুরুষের ঐক্যের কারণ পূর্ণভাবে জানা যায় নাই। তবে অনুমান হয় যে, যখন জনসমূহ গ্রাম হইতে নগরে আসিতে লাগিল, তখন নারী নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই প্রচেষ্টার জন্যই এই উন্নতি। "মাতৃরাজ্যে"র প্রভূত উন্নতি দর্শনে এই কথা মনে হয়। তবে ঐতিহাসিকগণ ইহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা কিন্তু ইহা জ্ঞাত আছেন যে, প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে, পুরাণে, গল্পে বীরনারীর কাহিনী অনেক পাওয়া যায়। দেবতাদিগের মধ্যেও অনেক দেবীই প্রচুর পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ইহা হইতে কি আমরা মনে করিতে পারি না যে, এই সব শক্তিশালিনী দেবীগণের চিত্রগুলি নারীর চরিত্র হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে? যদি ঐতিহাসিকগণের মতানুযায়ী ইহা স্বীকার করা হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে চিরপরাধীনা নারীর মধ্যেও প্রেরণাশক্তি অন্তর্নিহিতরূপে বর্ত্তমান আছে। "Amazon"দিগের শক্তির কথা চির প্রসিদ্ধ। ইঁহারা যোদ্ধা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা পুরুষ, তবে স্ত্রীবেশেই যুদ্ধ করিতেন। অদ্ভুত যুক্তি বটে! যদি "Amazon" বলিয়া কিছুই ছিল না মানিয়া লওয়া হয়, তবে কি তাহাদের বিষয় শুধু গল্পই? যাহা হউক, নারী যোদ্ধা যে অসম্ভব নহে, তাহা মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। Dahamey প্রদেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রচুর যোদ্ধা পাওয়া যাইত; মহাযুদ্ধের সময় তাঁহারা রুশ সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিলেন। রাণী বোডেশীয়া যোয়ান অব্ আর্ক, দুর্গাবতী যদি নারী হইতে পারেন, তখন নারী সৈনিকও যে হইবে না ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

পুরাতন গ্রীসে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা শোচনীয় ছিল। গৃহকর্ম্ম ব্যতিরিক্তে তাঁহাদের কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইত না। তাঁহাদের আবশ্যক ছিল মাত্র ভোগলালসার নিবৃত্তির জন্য ও গৃহকর্ম্ম সমাধা করিবার জন্য! অল্প বাক্যালাপ করা ও মূর্খ হওয়াটা তাঁহাদের বিশেষ গুণ বলিয়া পরিগণিত ছিল। নিজ নিজ সন্তানদিগের উপরও তাঁহাদের কোন অধিকার ছিল না। পিতার ইচ্ছানুযায়ী শিশু কন্যাকে মারিয়া ফেলা হইত! শিশুর করুণ ক্রন্দনে মাতার বিচলিত হওয়ার অধিকার ছিল না। কারণ, জীবনের দায়িত্ব যে নারীর থাকিতে পারে, তাহা প্রাচীন গ্রীকগণ বিশ্বাস করিত না। নারী ও ক্রীড়া পুত্তলি মাত্র, এই ভাবটা সর্ব্বদা তাহাদের মনে জাগরূক থাকিত!

প্রাচীন রোমে কিন্তু নারী অবহেলার বিষয় ছিলেন

না। রাজকার্য্যে যদিও তাঁহারা বিশেষ কোন স্থান অধিকারে সক্ষম হয়েন নাই, তথাপি মাত্র একজনই তাঁহাদের সে অভাব পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন রাণী বেমীয়া। তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার শক্তি কোন সিনেটরের ছিল না। (১) রোমান মেটরণদিগের কথা ইতিহাসের পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নয়। তবে রোমান নারী কোমল হৃদয়া ছিলেন না, তাঁহাদের ক্রীড়া কৌতুকগুলিতে বেশ রীতিমত বলের দরকার হইত; গ্লেডিটরের যুদ্ধ দেখিতে তাহারা পুরুষদের ন্যায় উৎসুক ছিলেন; শক্তির উপাসিকা, ও বুদ্ধির পরিচয় তাঁহারা প্রভূত দেখাইয়াছিলেন। রোমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, রোমীয় নারীর উন্নতি, আবার তাহার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে অবনতি হইয়াছিল।

য়ুরোপের ইতিহাসে কেবলমাত্র একটী জায়গায় নারী "স্থান" পাইয়াছিলেন। ক্রিশ্চিয়ান য়ুরোপ নারীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। পরে যদিও তাঁহারা এই উচ্চ স্থান সম্যক রক্ষা করিতে পারেন নাই, তথাপি নারীর সহৃদয়তার কথা কেহই ভুলিতে পারে নাই।

প্রাচীন ভারতে নারীর কি অবস্থা ছিল, তাহা "মাতৃমন্দিরে" পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। নারীকে এখানেও অতি হীন চক্ষে দেখা হইয়াছে। মনু, বুদ্ধ, নারীকে অতি পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন। বাল্য বিবাহ, সতীদাহ, অবরোধ প্রথা, নারীকে অবনতির পথে অতি দ্রুত লইয়া চলিতেছিল, কিন্তু দেশমত বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে আশার ক্ষীণরশ্মি দেখা দিয়াছে। তবে বধূ নির্য্যাতন দিন দিন বুঝি বাড়িয়াই চলিয়াছে। পণপ্রথা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। কুশিক্ষা কুপথে লইয়া চলিয়াছে। বিদেশী আবহাওয়া আমাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িতেছিল; ভগবানের ইচ্ছায় তাহাতে কথঞ্চিৎ বাধা পড়িয়াছে। পুরুষের বহু বিবাহ প্রথা প্রায় লোপ পাইয়াছে, কিন্তু বিধবার দুঃখ এখনও মোচন হয় নাই!

মুসলমানগণও অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন। পয়গম্বর মহম্মদও নারীকে বিশেষ স্বাধীনতা দেন নাই। নারী তাঁহার নিকট "হৃদয়হীনা" ও "কুটিলা" ছিল। বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। তবে, বর্ত্তমান জগৎ অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতেছে। তুর্কী ও ইজিপ্ট পর্দ্দাপ্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আফগানিস্থানের ব্যাপারে মনে শঙ্কার উদয় হয়!

সুদূর প্রাচ্যে, চৈনিক রাজ্যেও নারীর অবস্থা শোচনীয়। সুন্দরী করিবার অভিপ্রায়ে নারীর পা দুইটী লৌহ পাদুকায় আবদ্ধ রাখিবার রীতি অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। একণে অবশ্য সে প্রথাটী অল্পমাত্রায় কমিয়া আসিয়াছে। এই লৌহ পাদুকায় শুধু পা নয়, সঙ্গে সঙ্গে নারীর মনকেও পঙ্গু করিয়া ফেলে। নারী এখানেও যেন ক্রীড়া পুত্তলি মাত্র। তাঁহাকে সুন্দরী করিবার নিমিত্ত নৃশংস আচারের সৃষ্টি; ইহাপেক্ষা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কি আর আছে? বর্ত্তমান চৈনিক নারীর হৃদয়েও বলের সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারা আজ নিজেদের "স্থান" উচ্চে আনিবার জন্য বদ্ধ পরিকর। সাধারণ নারীও আজ সেই ডাকে সাড়া দিয়াছেন।

এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে জগৎ এখনও সত্য সত্য সভ্য হয় নাই। যদি নারীর "স্থান" হইতে জগতের সভ্যতার পরিমাপ করা হয়, তবে, জগত সভ্য হইতে এখনও পারে নাই, এ কথা অত্যুক্তি নয়।

য়ুরোপীয় মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্থানও কিছু উচ্চে উঠিয়াছিল। ধার্ম্মিকা নারীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। তাঁহারা দেবীর মত শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র ছিলেন। কিন্তু তাহার কিছু পূর্ব্বে নারী সয়তানের অনুচরী ছিল। ভারতের ধর্ম্মবেত্তাদিগের নিকট তাঁহারা পাপ সহচরী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাঁহারা নরকের দ্বারস্বরূপ ছিলেন। সাধুগণ নারীকে পাপ মনে করিতেন বলিয়া জগতের ইতিহাসে নারীর স্থান অতি নিম্নে চলিয়া যায়। Chivalry যুগের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ স্থানীয়া নারীর বিবরণ পাওয়া যায়। এই সময় তাঁহাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দেখা হইত। নারীর অবমাননা-কারীদিগকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হইত। নাইটগণ নারী-রক্ষা করিবার জন্য সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন।

(১) Sir, J. Donaldson:at Woman: Her position in ancient Greece & Rome দ্রষ্টব্য।

য়ুরোপের নারীদিগের জন্য নিয়মকানুনগুলি তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই তৈয়ারী হইয়াছিল। Blackstone যদিও বলেন যে, নারী ইংরেজদিগের অত্যন্ত যত্নের "সামগ্রী", তাহা হইলেও ইঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশেষ কিছুই করা হয় নাই। "Civil Right" বলিয়া যে একটা জিনিষ নারী পাইতে পারেন, তাহা তাহাদের মনে হইত না! সেইজন্য একজন বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, "Our old laws and customs relating to women are many of them merry, though the makers of them might possibly be grave men!" অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের জন্য আইনকানুনগুলির মধ্যে বেশীরভাগই হাস্যজনক, যদিও আইন প্রণেতাগণ খুব সম্ভব গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন! উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় Political Worldএ নারীর প্রকৃতপক্ষে কোন উচ্চ স্থান ছিল না। অন্যান্য দেশের ত কোন কথাই নাই! ভারতে মুসলমান যুগে নারী গৃহকুলে আবদ্ধ থাকিতেন। চীনদেশে নারী ক্রীড়াপুত্তলি ছিলেন। আর সভ্যজগৎ আমেরিকা ত কাল তৈয়ারী হইয়াছে। ফরাসী দেশে অবশ্য নারী রাজকার্য্যে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, অনেক স্থলেই দেখা দিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে ফরাসী Salons গুলি নারীশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল! (১)। তখনকার দিনে ধনী ও অভিজাত বংশের স্ত্রীলোকগণ সাহিত্যানুরাগিনী ছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বিদ্যামন্দিরগুলিতে মিলিত হইতেন। এমন কি অনেক নারীই সাহিত্যিকদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শুধু পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতেন না, নিজেরাও সুন্দর সুন্দর কবিতা, পত্রাদি ও জীবনী লিখিতেন। ভল্‌টেয়ার, রুশো, দিদারট, ক্রিম, গিবন সকলেই তাহাদের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা পাইতেন। Salonsগুলিই বর্ত্তমান সাহিত্যের বীজ বপন করিয়াছিল। শুধু কাব্য ও সাহিত্য নহে, দর্শন ও রাজনীতি ও সে সব স্থানে আলোচিত হইত। ফরাসী বিপ্লবের মূলে এই Salons গুলিই। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব হইতে স্ত্রীলোকগণ কিছুই লাভ করেন নাই। যদিও তাঁহারা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, গিলোটিনের নীচে বহুশত মস্তক দান করিয়াছিলেন, জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের "স্থান" পূর্ব্বের মত থাকিয়া যায়! ফরাসী-বিপ্লব নারীকে কিছুই দান করেন নাই। তবে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বিজয় দুন্দুভির শব্দে, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার দাবীও ধ্বনিত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে য়ুরোপে নারী-শিক্ষার প্রচলন হয়। তখাকার পুরুষের মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সকলে এখন আর স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহেন। ইংলণ্ডে, জার্ম্মাণীতে, স্ত্রীশিক্ষার প্রথাও সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শুধু সাহিত্য ও বিজ্ঞান লইয়া তাঁহারা আর ব্যস্ত নহেন; অবলা নামটা তুলিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন। নারী ব্যায়ামাগার এখন সংখ্যাতীত। এ বিষয়ে ভারত ও সুদূর প্রাচ্যও আর উদাসীন নহে। এই সমকক্ষ হইবার প্রবল ইচ্ছা ভবিষ্যতে কি দান করিবে তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ইহার ফল নারীর পক্ষে শুভ কি অশুভ তাহাও বলা সুকঠিন। অতিরিক্ত পরিশ্রম নারীর শরীরের পক্ষে একান্তই অনুচিত, ইহা শুধু সাধারণের মত নহে, পরন্তু চিকিৎসকগণও বলিয়া থাকেন। যদি নারীকে সন্তান বহনের ভার না গ্রহণ করিতে হইত, তবে বোধ হয় এ সমস্যার সমাধান হইত। কিন্তু তাই বলিয়া প্রয়োজন মত ব্যায়াম করা নারীর অনুচিত নহে, বরং অত্যন্ত দরকার।

জগৎ বলিতে এক্ষণে সত্যসত্যই য়ুরোপ, আমেরিকা, ও জাপান বুঝায়। নারীর ইতিহাস তাই ইহাদের লইয়া। ভারতের নারীর আধুনিক ইতিহাস নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করাই এতদিন নারীর দেরী ছিল; য়ুরোপে তাহাও বাকী নাই। ভারতের সে আশা দুরাশা মাত্র!

পরিশেষে ইহা বিজ্ঞাত যে নারীর রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করাটা কতদূর আবশ্যক এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তাঁহাদের দ্বারা কতখানি লাভ হইবে। লাভ আছেই। ইহাতে নর ও নারী মিলিত হইয়া জগতের অনেক উপকার করিতে সমর্থ হইবে। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস, সুমেরু প্রদেশের ইতিহাস, ইহার প্রধান

(১) অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকাগণ G. Gr Tallentyte কৃত The women of the Salonsখানি পড়িতে পারেন।

সাক্ষী। নারীকে পশ্চাতে রাখিয়া আসিবার চেষ্টা পুরুষের অত্যন্ত অহুচিত হইয়াছিল। সমগ্র মানব জাতির ইতিহাস এক্ষণে অন্তরূপ হইবে।

অনেকে বলিতে পারেন যে "প্রকৃতি কোথায় যাইবে? মানব প্রকৃতির কি পরিবর্ত্তন হইবে?" ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, মাতৃত্বের ভার বহন করিতে হইবে বলিয়া কি আমরা নারীকে তাহার প্রাপ্য দিব না? আমাদের নিশ্চেষ্টতা কি নারীকে উন্নতির পথে বাধা দেয় না? আমরা নিশ্চিন্ত থাকিলে নারীর জন্ত এত কথা বলিবার কোনই আবশ্যকতা নাই।

Philliphe De Novoire ১২৪০ খৃষ্টাব্দে পরিষ্কার বলিয়াছিলেন, "Women have a great advantage in one thing—they can easily preserve their honour if they wish to be held virtuous, by one thing only. But for a man many are needful, if he wishes to be esteemed virtuous, for it behoves him to be courteous and generous, brave and wise. And for a woman, if she be a worthy woman of her body, all her other faults are covered, and she can go with a high head wherever she will; and therefore it is in no way needful to teach as many things to girls as to boys." অর্থাৎ নারীর একটি প্রধান সুবিধা এই যে তিনি তাঁহার নিজের মানরক্ষা অতি সহজেই করিতে পারেন, যদি তিনি পুণ্যাত্মা হয়েন। পুরুষের কিন্তু শুধু পুণ্যাত্মা হইলেই চলে না; সঙ্গে সঙ্গে সাহসী, বিনয়ী, বুদ্ধিমান, ও দয়ালু হইতে হয়। আর নারী যদি শুধু নিজের সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন, তবে উচ্চশিরে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারেন। সেই জন্য বালিকাদিগকে বালকদিগের ন্যায় অত বেশী শিক্ষা দিবার দরকার নাই। এই কথা গুলির ভিতর যথেষ্ট সত্যতা থাকা সত্ত্বেও শেষের কথাটী একেবারে ঠিক নয়। যেমন দাসত্ব প্রথা, প্রভু ও দাস, দুই জনেরই পক্ষে অহিতকর, দুই জনকেই অবনতির পথে লইয়া যায়, তদ্রূপ নারীকে চিরকাল অবরুদ্ধ কিংবা পশ্চাতে রাখিবার চেষ্টা পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নাই কিংবা মঙ্গলজনক নহে। মাত্র কল্পনার আশ্রয় লইলে নারীর ইতিহাস পাওয়া যাইবে না। Metellus Numidicus রোমান সিনেটকে বলিয়াছিলেন, "Had kind nature allowed us no exist without the help of women, we should be delivered of a very troublesome companion—" অর্থাৎ দয়ালু প্রকৃতি যদি রমণীর সাহায্য না লইয়া আমাদের বাস করিতে দিতেন, তবে আমরা একটি কষ্টকর সঙ্গীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পৃথিবীর নিয়ম, প্রকৃতি অত সহজে পরিবর্ত্তন করিবেন না। আর যখন ইহাদের হস্ত হইতে সত্যসত্যই পরিত্রাণ নাই, আর ইহাদের সর্ব্ব কর্ম্মের সঙ্গিনী করিলে যখন দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল, তখন প্রকৃতির বিরুদ্ধে না যাইয়া দুইজনে সমভাবে কেন জীবন নিয়ন্ত্রিত করা না। নারীর জীবনের, স্বাধীনতার, দায়িত্বের, যাযাবরিক ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে আরও অনেক তথ্য প্রকাশ পাইবে।

সাজাহান

শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা

গোধূলীর রক্ত-রাগে আরক্তিম ধরা—
নীলজল যমুনার স্রোতে,
'তাজের' মোহন ছবি আঁধারে আলোতে
স্বপ্ন দিঠি মেলিয়াছে, বিরহ বিধুরা।—
আজিকার স্বপ্ন-ঘেরা সাঁজে,
ব্যাকুল অন্তর খোঁজে, মোর মমতাজে ;
অতীত দিনের স্মৃতি ভেসে আসে মনে—
জীবন লগনে—
মধুর স্বপন সম এসেছিল, প্রেমের মূরতি মমতাজ,
লুকাইল বল কোথা আজ ?—

কতনিশি আসে যায় গোধূলীর ছায়ে,
আমি একা বসে আছি স্মৃতির কাননে,
কত ফুল ফুটিয়াছে তাই ভাবি মনে—
একে একে কোথা তারা পড়িছে লুকায়ে ?
মনে পড়ে, কতদিন—চাঁদিনীর রাতে
মোরা এক সাথে—
সোহাগ স্বপন সুখে, প্রেমালাপ করি,
কাটায়েছি নিদ্রাহারা কত বিভাবরী।—
ভালো বাসিতাম যারে প্রাণের মতন—

প্রণয়ের দীপ্ত রাগে তনু মন তার,
বিভূষিত করিয়াছি—সেই তার অঙ্গ আভরণ
ধরণীতে চাহিত না সে যে কিছু আর।
—অতুল বিভব মোর রাজ সিংহাসন,
তুচ্ছ করিয়াছি তারে প্রেমের গৌরবে—
কিছুই চাহি না আমি তুচ্ছ রাজ্য-ধন,
প্রণয় তরঙ্গে যেন সব যায় ডুবে।

* * *

—তারপর অকস্মাৎ আমার জীবন,
মরীচিকা সম সব মিলাইল হায়—
মরণের ছায়—
আমারি হৃদয়-মণি লুকালো কোথায়,
মৃত্যু ঘুমে ঘুমানো কি অনন্ত শয়নে ?—
অচ্ছেদ্য বন্ধনে যারে, বেঁধেছিনু জীবনের স্রোতে,
বসন্তের মহোৎসব ক্ষণে—
মৃত্যু আসি কেড়ে নিল মোর বক্ষ হ'তে
একমাত্র প্রাণ-প্রিয়া অন্তরের ধনে।—

তারপরে—প্রতিদিন নিত্য অশ্রুজলে,
গড়িলাম এ তাজ মহলে—
মর্ম্মের বেদনা দিয়ে রচিলাম মর্ম্মর-মন্দির
হৃদয় কানন হতে করিনু যে কুসুম চয়ন,
তাই দিয়ে করিলাম দেবীর বন্দন।
প্রণয় সৌভাগ্যে প্রিয়া হোল গরবিনী।—
—কত বর্ষ কেটে যায় কত মধু সাঁঝে,
বিরহ ব্যথিত হিয়া খুঁজে ফিরে মোর মমতাজে।

আকাশে বাতাসে বিশ্বে চলে মম প্রিয়ার সন্ধান—
প্রিয়া-হারা হয়ে তবু বাঁচিবে না প্রাণ।
—অসীম অনন্ত ওই নীলাকাশ পটে,
মন্দাকিনী যমুনার তটে,
নিখিলের বুকে—
ব্যথিত বেদনা স্রোতে সুগভীর দুখে,
ব্যাকুল ক্রন্দনে ফিরে, এই ছবি আজ—
কোথা মমতাজ ?—

মহিলাদের রঙ্গমঞ্চে নৃত্যের পরিণাম

শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা

আজকাল নানা রকম ব্যাপারে কলিকাতা সরগরম্ হয়ে উঠেছে। তার একটি হচ্ছে—ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নবীনা, তরুণী কিশোরীদের দ্বারা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে 'লাস্য' ও 'ছুরিত' নৃত্যের ব্যাপার। তাঁরা তব্‌লার বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ের বোলের সহিত ভাবভঙ্গি মিশিয়ে, নূপুরধ্বনিতে আকর্ষিণী রস ঢেলে, সারা অঙ্গে লাস্য ছড়িয়ে কিংবা অবলীলতা ও ভাবশীলতার যোজনা করে, চোখের চাহনী ও ভ্রূভঙ্গি দিয়ে পুরুষ দর্শকদের মধ্যে কুরুচিকে জাগিয়ে তুলে, জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে আকাঙ্ক্ষা-জনিত সৌন্দর্য্যের সুখস্বপ্ন-লহরী তুলে, মোহ-ঘোলা কণ্ঠ-সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রে, হার্‌ম্‌ফ্যাশানের যন্ত্রসঙ্গীতে উর্ব্বশীরস, মেনকারস, লীলাবতীরস, লোমশারস, রম্ভারস প্রভৃতি অপ্সর-জাতীয় রসের উদ্দীপনা করে, নারী-প্রগতির আর এক ধাপ ওপরে পা বাড়িয়ে, তাঁদের অভিভাবকগণের নারী-স্বাধীনতা-প্রিয়তার নমুনা দেখাবার ব্যাপারে ব্যাপৃতা হয়ে রয়েছেন।

অন্যান্য ব্যাপারগুলির সম্বন্ধে কিছু আর না বলে আমরা কেবল দৃশ্য সঙ্গীতের অর্থাৎ নৃত্যের পরিণাম ফলের কথাই এখানে বলতে চাই। এই নৃত্যের পরিণাম ফলের আসন্ন বিপদের ভয়ে আমরা অভিভূতা; আর সংসারী ও বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রকেই ভবিষ্যৎ লাভ লোকসানের কথা ভেবে নিতে হয়, বিশেষতঃ লাভকে ছেড়ে লোকসানের গণনা (estimate) করাই তাঁদের সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী ও গুরুত্ববিশিষ্ট কাজ হয়ে পড়ে। কারণ পরিণাম ভেবে কোনো কাজে ব্রতী হওয়াই হচ্ছে প্রকৃত কর্ম্মীর কাজ; কবিদের, সাহিত্য-সেবীদের, সৌন্দর্য্য-উপাসকদের, দার্শনিক পণ্ডিত প্রভৃতিদের অবশ্য নয়। আর এ-ও বলা আবশ্যক বলে মনে করি যে, সঙ্গ ও আবেষ্টনীর প্রভাবে কিংবা যদি তা না হয় তবে দূষিত করবার সম্ভাবনাবিশিষ্ট কোনো জানা কাজের প্রভাবে তাঁদের নির্ম্মল বা নির্দ্দোষ চরিত্র মলিন বা কলুষিত হয়ে যায়; তাঁদের চরিত্রের সাধুশীলতা অবিশুদ্ধ হয়ে যায়; অন্ততঃ হয়ে যাবার সম্ভাবনাই সাড়ে-পনেরো আনা। জগতে অপরিবর্ত্তনীয় কিছুই নয়। তর্কের খাতিরে না হয় ধরে নেওয়া যাক যে, যাঁরা প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত নাচ্‌ছেন তাঁরা পরিবর্ত্তন-প্রতিরোধক্ষম; কিন্তু তাঁদের নৃত্যের দৃষ্টান্ত এমনও-ত অনেক তরুণীদের রঙ্গমঞ্চে আকর্ষণ করে আনতে পারে যাঁদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন-রোধক (change-proof) নয়; তখন? আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সকল মানব-মানবীর প্রকৃতি, স্বভাব বা সহজাত ভাব কখনই একই ছাঁচে ঢালা হ'তে পারে না।

যে রকম দিনকাল প'ড়েছে, নৃত্যের পরিণাম ফল দেখাতে হ'লে আমাদের শরণাগতা হ'তে হ'বে কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের কতকগুলি মতবাদের। প্রথম কারণ নৃত্য বাতিকের সৃষ্টিকারী হচ্ছেন শিক্ষিত-সমাজের বিভিন্ন দল (sects); আর এই দলসমূহের মধ্যে বহু সংখ্যক শিক্ষিত যুবক যুবতী ও তরুণ তরুণী য়ুরোপীয় আদর্শের ছায়াতলে ঘোরা ফেরা করে থাকেন। কাজেই প্রেক্ষা গৃহে নর্ত্তনকারিণীদের মধ্যে পাশ্চাত্য আদর্শ ও বিলাসিতা মণ্ডিতা কিশোরীরাই বেশী।

নৃত্যবাতিকের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে য়ুরোপ ও আমেরিকা ফের্ত্তা হিন্দুধর্ম্ম-বহনকারীদের শিক্ষা দীক্ষা, যা'র আদর্শকে তাঁরা সেখান থেকে এনে স্বগৃহে স্থাপন করেছেন। সুতরাং এঁরাও নৃত্য প্রণোদক বলে আখ্যা পেতে পারেন, কারণ এঁদের মধ্যে কতক পরিবারের কিশোরীরাও তরুণীদের সহ-নৃত্যকারিণী। নৃত্যবাতিকের তৃতীয় কারণ অতএব পাশ্চাত্যের আদর্শ ছাড়া স্বদেশী আদর্শের প্রতি ওঁরা যখন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন

বলে কতকটা দেখা যাচ্ছে, তখন বাধ্য হয়ে আমাদের পাশ্চাত্য নজীর ওঁদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গত বৈশাখ সংখ্যার "পঙ্ক-পুষ্প" নামক একখানি মাসিক-পত্রিকায় আমরা 'নৃত্যের পরিণাম' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখেছি বলে অনুকতক য়ুরোপীয় ধ্যানধারণা-যুক্ত ভদ্রলোক আমাদের কাছে প্রায় সমস্বরে এক কথা তুলেছিলেন এই যে, শিক্ষিত-সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা সৌন্দর্য্যগ্রাহি-মনোবৃত্তিতে আর আধুনিক ভারতীয় মার্জ্জিত দর্শনবিদ্যাতে (cultured philosophy of modern India) ভারতবর্ষে বিখ্যাত। তাই তাঁরা পরিণাম ফল ভেবেই রঙ্গমঞ্চে সর্ব্বপ্রথমে নিজ পরিবারস্থা তরুণী ও মহিলাদের অভিনয় ও নৃত্য করতে নামিয়েছিলেন নিশ্চয়। দর্শন-শাস্ত্রজ্ঞান ও সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের রহস্য আমাদের বোধ-শক্তির সীমার মধ্যে আসতেই চায় না,—একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবই, কারণ দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ রস্কো (Roscoe) সাহেবের কথায় আমরা আমাদিগকে grovelling herds (হামাগুড়ি দেওয়াদের দলভুক্তা) বলেই জানি। আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির যাহাবো এই মাত্র বলতে পারি যে, একত্ব বা মিল (unity) দর্শন ও সৌন্দর্য্যতত্ত্বের চরিত্রের বিশেষ প্রকৃতি নয়; মানে পক্ষপাতমুক্ত ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি দ্বারা ঐকমত্য গঠন করা ও-দু'টী বিষয়ের প্রকৃতি নয়। ও-দু'টীর মতবাদ-গুলির একটী বিশেষ লক্ষ্যও নেই, আর সেগুলি একই চরম ফলের জন্য কাজও করে না। কাজেই শিক্ষিত দলের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা ভদ্রঘরের নবীনা, তরুণী ও কিশোরীদের প্রেক্ষাগৃহে প্রকাশ্য নৃত্যের পরিণাম ফলের ভাবনা যদিও ভেবে থাকেন (আমাদের ধারণা ওঁরা কখনই তা ভাবেন নি), দর্শনতত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য-রহস্যকে ভিত্তি করলে তাঁদের ভাবনাগুলির লক্ষ্য একই ছিল না, আর সে ভাবনা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তেও পারেনি; অন্ততঃ পূর্ব্ব হতে এ রকম অনুভূতি করলে হয় ত ভুল অবধারণ করা হবে না।

এখন দেখা যাক দর্শনশাস্ত্র ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ঐকমত্য গঠন করা কেন অসম্ভব। পাশ্চাত্য ধ্যানধারণাযুক্ত নৃত্যামোদী ভদ্রলোকদের নিয়েই যখন আমরা উপস্থিত আমাদের আজ কালটীকে ছেড়ে, অর্থাৎ কেবল স্বরলিপি প্রকাশ করার কাজটীকে ছেড়ে, ব্যস্ত হইয়ে পড়েছি, তখন পাশ্চাত্য নজীর না দাখিল করলে আর চলছে না। সক্রেটীস্ বলছেন সৌন্দর্য্য হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী উৎপীড়ন (a short-lived tyranny), প্ল্যাটো বলছেন সে হচ্ছে প্রকৃতির অধিকার (a privilege of nature)। থিয়োফ্র্যাষ্টাস বলছেন, সৌন্দর্য্য হচ্ছে নীরব প্রবঞ্চক (a silent cheat) থিওফ্রাইটাস বলছেন সে হচ্ছে আহ্লাদজনক ভ্রান্ত সংস্কার (a delightful prejudice)। কারনিয়েডিস বলছেন সৌন্দর্য্য হচ্ছে একটী নিভৃত রাজত্ব (a solitary Kingdom), আর হোমার বলছেন সে হচ্ছে প্রকৃতির মহিমান্বিত দান (a glorious gift of nature) এ কথাটি পড়ে Theatre De La Madelineএর ছেলে বুড়োর দিদিমা Mrs. Etnel Borgin) বলেছেন—না, সৌন্দর্য্য হচ্ছে শুষ্কোমুখ পুষ্প (a fading flower)! ওভিড বলছেন সৌন্দর্য্য হচ্ছে দেবতাদের দ্বারা প্রদান করা কৃপা বা দয়া (a favour bestowed by the Gods), আর ডমিশিয়ান বলছেন সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্য কিছুই বেশী প্রীতিকর বা মধুর নয় (nothing is more graceful)। এ কথার বিরুদ্ধে "Winter Garden" নামক প্রেক্ষাগৃহের অভিনেত্রী Miss Rosaleen Stone বলেছেন সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্য কিছুই বেশী হত্যাকারী নয় (nothing is more slaying)। এ্যারিষ্টোটিস্ জোর গলায় বলছেন জগতের সমস্ত সুপারিস-পত্র অপেক্ষা সৌন্দর্য্যই হচ্ছে উত্তম সুপারিস-পত্র (beauty is better than all the letters of recomendation in the world) এ কথা শুনে "Adelphi" নামক রঙ্গমঞ্চের Lady Typist Miss Kathleen Sherrord বলেছেন —হেঁ, কাজ নিয়ে বড় সাহেব মদনের অধীনে চাকরী যোগাড় করতে (yes, to secure a job under boss 'cupid')। আর অস্কার-ওয়াইল্ড বলেছেন সৌন্দর্য্য হচ্ছে সকল ঋতুর আনন্দ ও নিত্যর জন্য সম্পত্তি (a joy of all seasons, a posession for all eternity)। এ কথা পড়ে Gaiety Theatreএর

নর্ত্তকী Amy Darney একটু বক্রোক্তি করে নিয়েছেন এই বলে যে, অতিরিক্ত সূক্ষ্মদর্শীরা অন্ধ হন (nice men are blind)। আর মতবাদ তোলবার দরকার নেই। কারুর মিল কারুর সঙ্গে নেই; সুতরাং এক কথায় সৌন্দর্য্য-রহস্যটা হচ্ছে বিভিন্ন দার্শনিকদের নানা প্রকার স্বপ্নের গল্প মাত্র, যা কোনো একটা কাজের পরিণামফল ভেবে দেখবার কাছও ঘাড়ায় না। এখন দেখা যাক দর্শন-শাস্ত্রই বা কি? একজন বল্‌চেন যে philosophy হচ্ছে এক রকমের ব্যাধি (a disease) যদিও পবিত্র (a sacred) ব্যাধি; অপর একজনের মতে philosophy হচ্ছে উচ্চতম সঙ্গীত (the highest music) অন্য একজনের মতে—দেবী বা দেবতার মর্ত্তে আগমন (visitation of deity) অপর একজনের মতে—মৃত্যুবিষয়ক অনুধ্যান (meditation of death); অন্য একজনের মতে সে হচ্ছে বিজ্ঞান সমূহের বিজ্ঞান (science of sciences)। আর একজনের মতে Philosophy is the science that equates with nonentity and nonentity with entity। এ মতবাদটীর অর্থ ও মোটামুটী ভাব আমরা বুঝতে পারলুম না, কাজেই বাংলা তরজমাও দিতে পারলুম না। যাঁরা উল্লিখিত মতবাদগুলি প্রকাশ করেছেন তাঁদের নামও দিতে পারলুম না। আমরা ঐ মতবাদগুলি Mr, Francis V. Fernandes, M. sc. সাহেবের লেখা "The Limits of the scientific Method" শীর্ষক প্রবন্ধ হ'তে তুলেছি। প্রবন্ধটী কলিকাতার "The Presidency College Magazine" নামক পত্রিকার ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় বেরিয়েছে। একজন সাহেব যখন উল্লিখিত মতবাদ প্রকাশকদের নামোল্লেখ না করেই মতবাদগুলি পত্রিকায় করেছেন, তখন পাশ্চাত্য আদর্শবাদী বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের কাছে বেদবাক্য না হ'লেও gospel truth নিশ্চয়। সুতরাং আমরা নামোল্লেখ করি নি বলে যে আমরা অপরাধিনী, তা অবশ্য নয়। যাক্, Fernandes সাহেব তার পর লিখেছেন :—"Such is the array of definitions we meet with! Let these who dare find the harmony among them. If there is any agreement underlying them all, it is that no two philosophers have the same defination of any particular concept or have the same system, each one excluding to a large extent all the others. They usually differ in their very premises, and so they cannot hope to arrive at the same conclusion." ঠিক এই কথাই সে ভদ্রলোকদের প্রশ্নের উত্তরে খাটে, যাঁরা "পঞ্চপুষ্পে" আমার লেখা 'নৃত্যের পরিণাম' শীর্ষক প্রবন্ধটীকে পড়ে ঘোঁটাঘাঁটি করতে এসেছিলেন। ঘোঁটাঘাঁটি করতে সশরীরে আসা বৃথা। ইচ্ছা হ'লে আমার লেখা বাতিল করবার উদ্দেশ্যে তাঁরাও ত লিখতে পারেন। যাক্ কাণ্ট (Kant) আর হেগেল্ (Hegel)এর philosophy মিলিয়ে দেখতে গিয়ে কার্ল পিয়র্সন (Karl pearson) এক স্থানে লিখেছেন—"what freak of nature made genius and madness such close kinsfolk," ? অর্থাৎ কি-ই যে খেয়াল প্রকৃতি দেবীর, যে অসাধারণ 'ধীশক্তি'কে আর 'ক্ষিপ্ততা'কে পরস্পরের এত নিকট আত্মীয় করেছেন! বাস্তবিক সারা জগৎটা দর্শন-শাস্ত্রের কর্ম্মক্ষেত্রও নয়, আর সে শাস্ত্র পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে কোনো চেষ্টাও করে না; সুতরাং পার্থিব অবস্থার অধীনে সে শাস্ত্র practical science না হওয়াতে সে পরিণাম ফলের কথা ভাবতেও পারে না। কিন্তু ফলভোগ যখন আরম্ভ হয় তখন ফলকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না বলেই practical sciencecকে ফলের কথা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করতে হয়। কাজেই "আমাদের ধারণা ওঁরা কখনই ভদ্রবংশীয় কিশোরী ও মহিলাদের প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে নৃত্যের পরিণাম ফল ভাবেন নি, আর এখনও ভাবেন না, এ ধারণায় আমাদের ভুল হতে পারে না।

খেয়ার শেষে

শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য

সন্ধ্যা কাল।
ঘরে ঘরে দীপের আলো।
একটি আঁধার আঙ্গিনায় মায়ের মরণ ;
পাশ্‌টিতে মিনুর চোখে বর্ষার ধারা,…
কণ্ঠে মর্ম্মভেদী হাহাকার !

খুড়োর সংসার।
স্নেহের চাইতে তাড়নাই বেশী।
চাহনীশীল-বুকে বিশ্বের-অজানা মৌন-অভিযোগের
উঁকি ঝুঁকি !
গভীর-ব্যাথায় এক-একটা দীর্ঘ শ্বাস,…
কখনো বা দু'এক ফোঁটা তরল অশ্রু !
আবার-অল্প-সুখেই মুখ্‌টিতে খুশীর হাসি।

খুড়্‌তুতো ছোট্ট ভাইটি,…
রং-টি ঈষৎ-শ্যামল, কপালে রাখাল-ফোটা,…
নাম…রাখাল।
শয়নে-ভোজনে, চলনে-ফিরণে নিত্যকার সঙ্গী।
বড্ড মায়াবী,…
একটুতে অভিমান, একটুতে অসন্তোষ, একটুতে হুলুস্থুল,
একটুতে উৎপীড়ন ;—
আবার একটুতেই সব ভুল !

ছোট খোকার জন্যে বড়ঘরের দাওয়ায় বসা
মিনতির কাঁথা-সেলাই ;—
কণ্ঠে একটা গুণগুণানো গান বা তান।
পাঠশালা-ফেরৎ রাখালের গৃহাগমন।
জলযোগে গোলযোগ !
বেড়াল-কর্ত্তৃক দুধের কড়া ওলটানো ;
উননের পিঠে পতিত-দুধের আলিপনা ও কাদামাটী ;
বিকের গায়ে বসুধারা !
দুধ-বিনে জলযোগ না-মঞ্জুর।
রান্নাঘরে ভাই-বোনে যুদ্ধক্ষেত্র।

দিদির পিঠে দুম্‌দাম্‌,…
হাতে কামড়ের দাগ !…

খুড়ীমার অকালে নিদ্রাভঙ্গ
তজ্জনিত রোষে ও দুঃখের দুর্দ্দশায়
হতভাগীকে কটুক্তি এবং প্রহার।
ছেলের পিঠেও দু'চারটা !
তারপর পাশের বাড়ী থেকে দুধ
আনা, ছেলেকে খেতে দেওয়া,
একে একে সংসারের সব কাজ
সেরে খাওয়ার পারদর্শিতা।
অপরাধিনী বালিকা আরোপানিক্
অপরাধিনী !…

নিভৃত গৃহতল,…
অশ্রুমুখী মিনতির নীরব-ক্রন্দন !
চুপিসারে রাখালের আগমন ; ব্যথিত-
আহ্বান, দিদি !
চকিতে মিনতির আত্মদমন, স্নেহের ডাক, আয়।
সাম্‌নে-আগত রাখালের বিস্মিত-প্রশ্ন, এ-কি, তুই
কান্‌ছিস্ দিদি ?
—কই ?
—ঐ যে চোখে জল।
—না-রে ও' কিছু না।
কিন্তু কিছুই, রাখালের কাছে এ ছলনা অচল।
রাখাল অনুতপ্ত তারি জন্যে দিদির এই লাঞ্ছনা,
দিদির চোখে এমনি লুকানো অশ্রু !
দিদির কোলের সাম্‌নে সে বসা ; তার চুলের ভিতর
দিয়ে মিনতির অঙ্গুলী চালনা ;—
মনে-মনে রাখালের, নানা আত্মগুণী চিন্তা,
কি,—তা' মানুষের অজ্ঞাত !

রাত্রি।

সকল গৃহকার্যই আজ বিকেল থেকে খুড়ীমার নিজহাতে-সারা,
রান্নাটাও!
আফিসের ছুটীর শেষেই কান্তিবাবু গৃহাগত,
কিন্তু বৈকালিক ঘটনাটা এখনো অজ্ঞাত।
পিতাপুত্রের ভোজন-আসন পাশাপাশি পাতা,
পিতার নির্দ্দিষ্ট-আসনে তাঁর উপবেশন,
কিন্তু পুত্রের তখনো অদর্শন।
আবার ডাক, তবু তার দেখাপাওয়া ভার।
—সে আজ খাবে না, কিছুতে না!
বাপ-মা সকলের সাধ্যসাধনা সব নিষ্ফল।
কারণ?…
দিদিকে কেন অত বক্‌বে মা? কেন তাকে শুধু-শুধি
ধ'রে খালি মার্বে?
ঘটনাটা তখন আপ্‌না থেকেই প্রকাশ।
ফলে, আরো খানিক্ পীড়ন ও লাঞ্ছনা প্রাপ্তির শুভ যোগ
থাকা সত্বেও কেন-যেন মিনতির দুরু-কম্পিত বক্ষের
প্রত্যাশিত-মূর্ত্তিটির আস্‌তে আস্‌তেও অনাগমন।
ঘরে শিশুর অটলপণ টলানো এ দিকে অসম্ভব;
অতি-দুর্জ্জয় তার এ' অভিমান!
শেষে দিদির-সারল্যে স্বয়ম্বরের সেনাপতির আসন-গ্রহণে
তার অস্বীকার ও অন্নব্যঞ্জন ধ্বংস!
হায় রে শৈশবের সরল জীবন মাধুরী!!

মিনতির বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ প্রায়।
খুড়ীমা ও কাকার বিষম চিন্তা।
সে আজ সত্যিই তাদের গলগ্রহ।
সংসারের ক্রম-বর্দ্ধিত নির্ম্মম পেষণ, নির্দ্দয় লাঞ্ছনা,
নিষ্ঠুর পীড়ন;—
তবুও তার অঙ্গে-অঙ্গে তারুণ্য ও
লাবণ্যের ক্রম-বিকাশ!
পার না করেই নয়,…
তাই ধ'রে প'ড়ে এক বুড়ো বর এনে' খাড়া করা!
মরা-গাঙে যেন প্রতিমার বিসর্জ্জন,
ডুববে না, তবু জোর করে ডুবালো!!

বৃদ্ধের মূর্ত্তিদর্শনেই রাখাল বিতৃষ্ণ!
তারপর মায়ের উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন,
মা, শীগ্‌গির ওঁকে দূর ক'রে দাও
বল্‌ছি,…শীগগির। ও কথ্‌খনি
আমার দিদির বর হ'তে পার্ব্বে না,…
কিছুতে না!
মায়ের প্রবোধ, সান্ত্বনা সব নিষ্ফল।
রাখাল আজ মহাপাপ্‌পা!
বরকে পর্য্যন্ত ধম্‌কানি শাসানি, আপনি
ভালোমানুষের মতো চ'লে যান্। বাবার
চাইতে বয়সে বড় হ'য়ে আপনি এসেছেন
দিদিকে বিয়ে কর্‌তে? একটু
লজ্জা কর না?…
প্রত্যুত্তরে পিছন-থেকে কান্তিবাবুর
সরোষ-আহ্বান, রাখাল!
রাখাল নত-মস্তকে দণ্ডায়মান্!
কিন্তু তার বুকের ভিতর একটা ক্রুদ্ধ
সিংহের নিরুদ্ধ গর্জ্জন!
তারপর,
মেয়ে দেখা না-হ'তেই বিয়ে-ভঙ্গ!
দ্বাদশ-বর্ষীয় অবিনীত পুত্রের চেষ্টা-সাফল্য;
আদর্শ-পিতার হতাশ্বাস!
রাখালের পিঠের আহত-স্থানটিতে হাত-বুলানোর সঙ্গে
দিদির ব্যথিত-অনুযোগ, এমনটা তুই কেন করি ভাই?
সতেজ-কণ্ঠেই রাখালের জবাব, কেন,—কি হ'য়েছে তাতে?
ও' বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চাইতে চিরকুমারী থাকা
ঢের ভালো। আজ বাদে কাল চলেছে চিতায়, এখনো
বিয়ের সাধ!
দিদির শান্ত স্নিগ্ধ উক্তি, পাগল কোথাকার! আজ-বাদে
কাল যদি চিতায়ই যেতো, কি তাতে ক্ষতিটা হ'তো?
তোর দিদিকে যদি চিরকুমারী রাখাই তোর অভিপ্রায়,
তবে তখন থেকেই তো সে আবার প্রায় কুমারীই থাকতে
পার্ত! কেন তবে বিয়েটা ভেঙ্গে' দিলি?
—কিন্তু সেটা অসত্যের জীবন, আর এ'টা
—ভুল বুঝেছিস্। বৈধব্যের ভিতরই বরং স্বপ্ন এবং বাস্তব

কিছু কিছু মিশানো আছে ; আর তোর এই চিরকুমারীত্ব জিনিষটিই হ'চ্ছে আগাগোড়া স্বপ্নলোকের !

—তবে তুমি এবিয়েতে সুখী হ'তে ?

মিনতির ছোট একটী দীর্ঘশ্বাস ; তারপর ধীরে ধীরে বিবৃতি ; সুখ-দুঃখের মাপকাঠি তো শুধু বাইরের জিনিষেই হয় না ভাই ! সেটা নির্ভর করে মানুষের মনের উপর। বাইরে অফুরন্ত সুখের উপাদান থাকা সত্ত্বেও—মন যদি তা গ্রহণ না করে,—মানুষ তাতে সুখী হয় না। আবার দুঃখের শরশয্যায় শুয়েও মানুষ শান্তি-সুখের অধিকারী হয়।

—তা' হ'লে আবার ওঁকে ফিরিয়ে আন্‌বো ?

—না ভাই, আর তোদের অপমানিত হ'তে তার কাছে যেতে বলি না।

—তবে তোমার বিয়ের কি হ'বে দিদি ? বাবা যে রকম রেগে' গেছে, বর খুঁজবে কে ?

—কেন, বিয়ে তাড়লি তুই,—বরও খুঁজবি তুই। আমায় কে খুঁজবে ?

—আমি !

—হাঁ, তুই।

—কি ক'রে ?

—সে আমি কি জানি !

পরদিন সকালে গৃহ থেকে রাখাল অদৃশ্য !
সঙ্গে সঙ্গে বাপের ক্যাস-বাক্স থেকে
দশটি টাকার অন্তর্ধান !
কোথায় সে পলাতক, সবার অজানিত।
দিনরাত্রি কাবার, তবু তার খোঁজ নেই।
মায়ের প্রাণে শুভাশুভ কতই চিন্তা,
দিদির বুক দুরুদুরু।
কান্তিবাবু ভাবনাকুল !!

মিনতিই এ জন্যে সর্ব্বপ্রকারে দোষী সাব্যস্ত।
তাই তার উপরেই ঘরে পরের অজস্র লাঞ্ছনা গঞ্জনা।
অভাগিনী নিরুপায় !
মানুষের প্রাণ তো'—কতই সেখানে আর সহ্য শক্তি !
তার বাথার পাথারে আজ বাপের ডাক,
সে-অশ্রুর-বন্যায় ধৈর্য্য বালির বাঁধ,
অসহায়া বালিকার বুকে পরিপূর্ণ হাহাকার !
কিন্তু সবি যথাসম্ভব চর্ম্মচক্ষুর অগোচরে !!

মেঘলা-থম্‌থম্ আষাঢ়ী আকাশ।
তার এ' পারে সুপ্তি নিঃঝুম্ ধরণীর বুকে আধার
বৃষ্টির ঝুম্‌ঝুম্ ;
ও'পারে শুক্লারাত্রির অমলিন চাঁদের হাঁসি,
লক্ষ তারার ঝিকিমিকি !
শয্যাপ্রান্তে মিনতির বুকেও এমি এক পর্দ্দা
কালোমেঘ ;
তার এপারে শুধুই অবিশ্রান্ত দুঃখের ধারা,
আর দূরে—বহু দূরে—রাখালের সঙ্গে কোথায় যেন
লুকানো তার সুখের অমলিন হাসিটি !
আহা-রে ভাইটি,—কেন তুই ঘর ছেড়ে' চলে গেলি ?

ভোরের বাতাসে বিহঙ্গের কল-কাকলী,
নিদ্রা-জাগ্রত জগতের আলোক-স্নান !
একে-একে দু'য়ে-দু'য়ে চরাচরে সবারি জাগরণ,
কিন্তু যে প্রাণটি সবারই আগে নিত্য জাগ্রত,
আজ তার অজাগরণ !
কন্ধরোষে খুড়ীমার তর্জ্জন গর্জ্জন, নবাব-নন্দিনীর
ঘুম ভাঙাতে আগমন, ভয়ার্ত্ত-চীৎকার,
মিনতি তো নেই !—
তার শয্যাতল শুধু যে এক বিষ-বিবর্ণ হিম-শীতল
মৃত দেহ !
খুড়ীমার চোখে টল্‌টলে কয়েক ফোটা অশ্রু ;
শত হ'লেও তিনিও তো মা— !
—আহা রে অভাগিনী,—বড় জ্বালা, বড় যন্ত্রণা
পেয়েছিলি তুই ! আজ এমি ক'রে তাই বুঝি
জুড়িয়ে নিলি !!

প্রহর খানিক বেলা,—
হর্ষদীপ্ত আননে রাখালের গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন ; সঙ্গে তার এক সুদর্শন যুবক।
—মা, মা —দিদি কই ?—দিদি—একি— !
আনন্দময় কণ্ঠ তার হঠাৎ স্তম্ভিত !
দিদি তখন পরপারে,—ধরণীর সুখ দুঃখের সীমার বাইরে !
আঙিনায় নামানো শুধু তার বিষ-মলিন জীবনহীন দেহ-খানি ; পাশে পল্লীজনতার জীবনময় বিষাদ !

রাখালের বুক বক্ষাহত,—চোখভরা অশ্রু,—কণ্ঠে দিগন্তেরী হাহাকার! তার দিদির বর-সংগ্রহের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস তাকে শুনা'তে না পারার ক্ষুব্ধ অভিমানে বুকে তার অদ্ভুত বেদনার রুদ্ধ গুমোট।

—ওঃ পাষাণি! আর একটা দিনও তুই অপেক্ষা ক'রে যেতে পারি না? হায়,—এ'কী শাস্তি,—এ'কী ব্যথা,—এ'কী অভিশপ্ত জীবন!—দিদিরে, অক্ষম ভাইটির অযোগ্য দান নিবি না ব'লেই কি এম্নি ক'রে তাকে ফাঁকি দিয়ে গেলি? কিন্তু তা'কে কার কাছে রেখে' গেলি দিদি?"

ও'পারের ধূ ধূ বালুচরের শূন্যতায় উদ্দেশেই শুধু তখন এপারের খেয়ার শেষের যাত্রীর ব্যথিত-ব্যর্থতার আছাড়ি-পিছাড়ি!!

প্রহেলিকা

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

জ্বলিয়া জ্বলিয়া দীপ ওই দেখ গিয়াছে নিবিয়া,
ওই দেখ সমীরণে ভেসে যায় উত্তাপ তাহার;
দেরী নাই প্রিয়তম, মহাকাল আছে দাঁড়াইয়া—
এখনি বিলুপ্ত হবে জীবনের সত্তাটুকু তার।

বাজিয়া বাজিয়া বীণা এইবার গিয়াছে থামিয়া,
এখনো সমীরে দেখ ভেসে যায় সুরের ঝঙ্কার;
দেরী নাই—দেরী নাই—মহাকাশ ভাঙিয়া পড়িয়া
ধীরে ধীরে মুছে দেবে স্বপনের আবেশ তাহার।

ফুটিয়া ফুটিয়া ফুল বনপ্রান্তে পড়িল ঝরিয়া,
এখনো বাতাসে আছে সুরভিত নিশ্বাস তাহার;
দেরী নাই প্রিয়তম, নিয়তির আকুলিত হিয়া—
শেষ হবে—লুপ্ত হবে সুমধুর স্মৃতি-রেখা তার।

আলো গেছে, গান গেছে, ঝরে গেছে আনন্দের ফুল
আমি শুধু বেঁচে আছি—একি নাথ, হৃদয়ের ভুল?

বিধবার জীবন যজ্ঞ

পুপুন্‌কী গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম হইতে স্বামী স্বরূপানন্দ লিখিত বিধবা-জীবনের উপযোগী উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রথম অর্দ্ধাংশে আটখানি উপদেশপূর্ণ পত্র; প্রত্যেকখানি এক-একটি ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে উপলক্ষ করিয়া লিখিত। প্রত্যেক পত্রে বিধবার বিভিন্ন অবস্থার জীবনকে আদর্শের দিকে ধ্রুবতারার ন্যায় পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। এই গ্রন্থ অভিশপ্ত-বৈধব্য জীবন-মরুতে পবিত্র অমৃতধারা বর্ষণ করিবে। আমরা প্রত্যেক পত্রের আরম্ভের কয়েকটি লাইন পাঠকপাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

প্রথম পত্র— মা, তুমি ব্রহ্মচারিণী। এইজন্য স্নেহের পাত্রী জানিয়াও অন্তরে আমি তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকি। 'বিধবা' কথাটা বলিতে লোকে যে ভাচ্ছিল্যের ভাব মনে পোষণ করে, আমার পক্ষে ব্যাপার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিধবার কথা মনে পড়িলে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে আমার মস্তক তাহার চরণে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। কারণ আমি ব্রহ্মচর্য্যেরই উপাসক এবং পুণ্যশীলা বিধবাদের জীবনে আমি ব্রহ্মচর্য্যের সাধনাকেই মূর্ত্তিমতী দেখিতে পাই। • •

দ্বিতীয় পত্র— মা, • • তোমাদের জীবন দুঃখেরই জীবন। তোমরা যেন বেদনারই জীবন্ত প্রতিমা। • • স্বামীর চিতানলে শুধু তাহার দেহই পুড়িল না, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মান-মর্য্যাদা, সুখ-সৌভাগ্য, আশা-ভরসাও পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইল। সেইদিন হইতে তোমাদের মুখের হাসি ফুরাইয়াছে, চোখের দীপ্তি ম্লান হইয়াছে, প্রাণের উৎস শুকাইয়া গিয়াছে। তোমরা আজ নির্জ্জীব প্রস্তরের মত বিনা প্রতিরোধে সংসারের সকল দুঃখকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছ। এই দুঃখ তোমাদের অগৌরবের নহে, মা! স্বেচ্ছায় যাহারা দুঃখকেই ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লয়, দুঃখ তাহাদিগকে দেবত্ব দান করে। কঠিন দুঃখ ভোগের মূলে এই দেবত্বকে তোমরা ক্রয় করিয়াছ। ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠ সংযমের বলে তোমরা জীবনকে পুণ্যময় করিয়াছ। • •

তৃতীয় পত্র— স্নেহের মা, • • কখনও ভুলিও না ভগবান্ তোমার কে, ভগবান্ তোমার কত আপন। নিমেষের জন্য বিস্মিত হইও না যে, তোমার দেহ, মন তোমার চিন্তা এবং তোমার কর্ম্ম সবই ঐ নিখিল প্রেমময় শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করিবার জন্য। ভোগ পথের পথিকেরা সংসারকে যে দৃষ্টিতে দর্শন করে, সংসারের প্রতি তোমার চক্ষু কখনই যেন সেই দৃষ্টি সঞ্চালিত না করে।" • •

চতুর্থ পত্র— আদরিণী মা, তোমার কৌলিক নামের সহিত সাংসারিকতার স্মৃতি বিজড়িত আছে তাই আমি তোমার নাম রাখিলাম 'গঙ্গা'। এখন হইতে 'গঙ্গামায়ী' বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিব। তোমার এই পাগলা ছেলের এইটি আব্দার। গঙ্গাজল যেমন পবিত্র, তোমাকে তেমন পবিত্র থাকিতে হইবে। গঙ্গাজল স্পর্শে যেমন পাপ-বিদূরণ হয়, তোমাকেও তেমনি পতিতপাবনী হইতে হইবে। মৃত্যুকালে গঙ্গানাম স্মরণ করিয়া যেমন ভক্ত জীব স্বর্গলোক লাভ করে তোমাকেও তেমনি পুণ্য-মহিমা-শালিনী হইতে হইবে। • •

পঞ্চম পত্র— মা, • • বিধবা-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুঃখ হইল তাহার নিঃসঙ্গতা। অর্থকষ্ট, পারিবারিক অত্যাচার, রোগের যন্ত্রণা প্রভৃতি সকল দুঃখকেই মানুষ অনায়াসে সহ্য করিতে পারে—যদি একজন ব্যথার ব্যথী কেহ থাকে। • • মানুষের মূর্ত্তিতে যত লোক তোমাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে জানিও মা, ইহাদের মধ্যে যথার্থ মানুষ অতি অল্পই আছে। • •

ষষ্ঠ পত্র— স্নেহের মা, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই সন্তোষলাভ করিয়াছি। • • ব্রহ্মচর্য্যের সহিত একনিষ্ঠ

ভগবৎ-সাধনা থাকিলে না করা যায়, এমন কাজ এ জগতে নাই। তুমিও সব পারিবে। নিয়ত আশান্বিতা হও এবং নিজের শক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করিতে চেষ্টাবতী থাক। • •

সপ্তম পত্র—স্নেহের মা, • • বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহের প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা অগঠিত চরিত্র এবং অজ্ঞানীর পক্ষে। যাহার চরিত্র গঠিত হইয়াছে এবং ভালমন্দ শুভাশুভের জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন তেমন পুণ্যময়ী বিধবার সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবাহের কথা চিন্তা করাও মহাপাপ। পবিত্রতার আধার স্বরূপা এই সকল নমস্যা মহিলারাই জাতির মনুষ্যত্বকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। • •

অষ্টম পত্র—মা, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ব্রহ্মচারীদিগকে যে-সকল সদাচার পালন করিতে হয় তোমাদের পক্ষেও তাহাই পালনীয় বলিয়া জানিও। • • মনকে সুসংযত রাখিবার জন্য নিয়ত ভগবানের নামে লাগিয়া থাকিবে। নামজপ করিতে তোমার ভাল লাগুক বা লাগুক, তায় আসে না। জপ করিতে করিতে আপনিই মনের সংযম আসিবে, আপনিই একাগ্রতা জন্মিবে। নামজপ করিতে করিতেই প্রাণ ভক্তিরসে আর্দ্র হইবে। • •

এরপর "ব্রহ্মচারিণী বিধবার দৈনিক কর্ত্তব্য" নামে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ হইতে ধারাবাহিকভাবে আরম্ভ করিয়া রাত্রির শয়ন ও নিদ্রাগমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের একটি তালিকা। শুধু এই অধ্যায়টিই স্বতন্ত্রভাবে বিধবা-জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণরূপে একটি উপায়ের প্রবন্ধ হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে চল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রশ্নোত্তর মালা। আমরা একটিমাত্র প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর এইখানে সন্নিবদ্ধ করিয়া এই গ্রন্থের আলোচনা শেষ করিব।

প্রশ্ন :—যে বিধবা গোপনে অসদাচারে আসক্ত হইয়া সন্তানসম্ভবা প্রাপ্ত হইয়াছে সে কি পুনরায় সৎপথে ফিরিয়া আসিতে এবং ভগবদনুগ্রহ লাভ করতঃ পবিত্র জীবনের অধিকারিণী হইতে পারে?

উত্তর :—নিশ্চয়ই পারে। ভগবানের সুপবিত্র নামের আশ্রয় লইলে মানুষ সব পারে। যে মন ইন্দ্রিয়-সুখের পথে বিচরণ করিতেছে, ভগবানের নামের বলে সেই মনই সংশোধিত হইয়া হইয়া নিত্য পবিত্রতায় অবস্থান করিতে পারে। রিপুর উত্তেজনা ও কুবুদ্ধির প্ররোচনা হইতে প্রাণ বাঁচাইবার ব্রহ্মাস্ত্র হইতেছে—ভগবানের নাম। নামের শক্তিতে যে বিশ্বাস করে, নামের যে শরণাপন্ন হয়, অকপট চিত্তে যে নামের সেবা করে, তার অসৎ সঙ্কল্প দূরে যায়, কুবুদ্ধি তিরোহিত হয়, কুমতি অন্তর্দ্ধান করে, তার সঙ্কল্প দিনের পর দিন দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়। • • সঙ্গোপনে পবিত্রতার জলাঞ্জলি দিয়া যে প্রকৃতই অনুতপ্ত হইয়াছ, সে আজ ভগবানের নামকে পরম সম্বল বলিয়া হৃদয়ে ধারণ কর। হেলায় রতন হারাইয়া যে অভাগিনী চ'খের জলে বুক ভাসাইয়াছ, সে ভগবানের নামকে ভবসমুদ্রের তরণী বলিয়া গ্রহণ কর। বুঝিবার ভুলে, বুদ্ধির দোষে জীবনের মধ্যে কামুকতার কদর্য্য পঙ্কিলতাকে যদি কখনও ঠাঁই দিয়া থাক, তবু তার জন্য একেবারে হতাশ হইয়া যাইও না, ভগবানের নামকে সম্বল কর, নামের বলে অন্তরের কালিমা ঘুচিবে। • • নারীসুলভ সরলতার বশে বিষকে অমৃত ভাবিয়া যদি পান করিয়া থাক, আর তাহার সহনাতীত যন্ত্রণায় অধীর-অস্থির হইয়া থাক, তবু নিরুৎসাহ হইও না, নামকে অবলম্বন কর, নামের মহিমায় সকল দুঃখকে দূর কর। • • তোমার চিত্ত যদি এমন জড়দশাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে যে পাপ করিলে অনুতাপ আসে না, অপরাধ করিলে প্রাণে কুণ্ঠা জাগে না, অসৎ পথে চলিতে গেলে ভিতর হইতে বিবেকের নিষেধ-বাণী গর্জ্জন করে না, তথাপি নিরাশ হইও না, তথাপি হাল ছাড়িও না, একাগ্রমনে নাম করিতে থাক, আপনি বিবেক তাহার মোহনোজ্জ্বল মূরতি ধরিয়া অপরূপ বেশে সুস্মিত হাসিতে জগৎ আলো করিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইবে, তোমাকে ক্রোড় দিবে, তোমাকে বুকে টানিয়া ধরিবে, তোমাকে পাপ-মুক্তির পথ, পবিত্রতার পথ দেখাইয়া দিবে। • • নামেই পতিতের উত্থানের মূলমন্ত্র, নামই দুষ্কৃতির উপশমের পরম মহৌষধি। • •

এইরূপ বহু বহু সদুপদেশ প্রশ্নোত্তর মালা স্থলে লিখিত হইয়াছে। সমস্ত উপদেশগুলি বিধবা-জীবনের ইতিকর্ত্তব্য-লইয়া। ••

• বিধবার জীবন-যজ্ঞ, মূল্য ৸৹ আনা; প্রাপ্তিস্থান—ভগবতী সমিতি ১৩৯ হরিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এবং পুণ্যবতী ওইসুল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, পোঃ চাম (খাসিয়া)

বিলাতের পত্রাবলী

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

[বিলাত প্রবাস পুস্তকের সহধর্ম্মিণীকে লিখিত পত্রাবলী হইতে]

(১)

১৩, ব্রডেস্‌বেরী ভিলা, কিলবর্ণ, লণ্ডন।

১৮ জুন, ১৯২৪।

তোমার ২৫শে মে তারিখের চিঠি ১৭ই জুন পেয়েছি। বিলাতে এসে কোন অসুবিধায়ই আমাকে পড়তে হয় নি। বর্ত্তমানে একটি মধ্য অবস্থার গৃহস্থের বাড়ীতে আছি। এদের সঙ্গে এমনই ভাব হয়ে গেছে, যেন আমি এই পরিবারেরই একজন। লণ্ডনের রাস্তার দু'ধারে সুরম্য প্রাসাদাবলীর মাঝখান দিয়ে চলতে কতই কি নতুন নতুন দেখতে পাই; এত নিরবচ্ছিন্ন নতুনত্বের মধ্যেও প্রাণটি কিন্তু পুরাতনের জন্যই ব্যাকুল হয়।

একটা বিশেষ নতুন দেখছি এই যে, এখানে ইংরেজরা আমাকে নবাগত বিদেশী বলে একটু অশ্রদ্ধার চোখেই দেখে। সেদিন লায়ন সাহেব আমার কাছে এসেছিলেন, ইনি কিছুদিন আগে ঢাকা বিভাগের কমিশনার ছিলেন; দেশের কত সংবাদই জিজ্ঞাসা করলেন, কত মধুর আলাপই তাঁর সঙ্গে হল;—একেবারে বন্ধুর মত।

একদিন দেখলাম পরিষ্কার নীল আকাশের উপর একটা প্রকাণ্ড বড় *D* অক্ষর ফুটে উঠ্‌ল। তারপর বুঝলাম, খুব উপরে ছোট একখানা এরোপ্লেন পশ্চাদ্‌-ভাগ থেকে বাষ্প বের করে চ'লতে চ'লতে লিখে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আকাশ জুড়ে "*Daily Mail*" লেখা হ'য়ে গেল। বাতাসের গতি খুব মৃদু ছিল, ধীরে ধীরে মেঘের অক্ষরে এই লেখাটি অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়ে আকাশেই মিশে গেল। এটা হল এখানকার 'ডেলি মেল' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের একটা বিজ্ঞাপন মাত্র।

এখানে সব কাজেই লোকের বেশ ফুর্ত্তি দেখতে পাই। শনিবার বিকালটা বড়ই আনন্দের। শুক্রবারে লোক বেতনের টাকা পায়, শনিবারে ভাল খায়দায়; অনেকে আমোদ-উৎসব, খেলাধূলা, নাচগানে কাটায়। লোকের বেতন এখানে সপ্তাহ হিসাবে।

গত রবিবারে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র সেন মহাশয়ের আহ্বানে নববিধানীয় উপাসনা দেখতে গিয়েছিলাম। নির্ম্মলবাবু এবং একটি বৃদ্ধা বিদুষী ইংরেজ মহিলা কেশবচন্দ্রের প্রচারিত ধর্ম্মমতের আলোচনা করলেন। আমরা ভারতীয় লোক পনের-ষোল জন ছিলাম। তার মধ্যে কুচবিহারের রাজপরিবারের মেয়েরাও ছিলেন। একটি সুন্দর বাংলা গান হ'ল, রবীন্দ্রনাথের—"কবে আমি বাহির হ'লাম তোমারি গান গেয়ে, সে-ত' আজকে নয়, আজকে নয় ..."। নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজী ভাবের মধ্যে বাংলা গান—সে বড়ই মিষ্টি লেগেছিল। সভা ভঙ্গের পর নির্ম্মলবাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা মৃণালিনী সেনের সঙ্গে এবং আর আর মেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। আমাদের মাতৃমন্দির পত্রিকার সম্পর্কে পরিচয়টা অতি সহজেই ঘনিয়ে উঠ্‌ল। বেলা এগারটায় গিয়েছিলাম, তিনটায় বাসায় ফিরলাম।

বিকাল পাঁচটায় এ-বাড়ীর একটি এগার বছরের ছেলের সঙ্গে কুইন্সপার্কে বেড়াতে বের হ'লাম। রবিবারে এখানকার পার্কগুলিতে খুব লোক হয়। আমাদের বাসার আধ মাইল দূরে এই পার্কটি, খুব বড় নয়, তবু চারদিক ঘিরে প্রায় এক মাইল। এখন গরম কাল, তাই বড়

ফুলের বাহার। এদেশে ফুলের ব্যবহার একটু উল্টো ধরণের। ফুল আমাদের দেশে দেবতার পূজোয় লাগে, আর এদেশে ফুল নিয়ে লোকে আনন্দ উপভোগ করে—ঘর সাজায়, টেবিল সাজায়, কেউ বুকে পরে, মেয়েরা কেউ কেউ টুপিতে পরে। ফুল এখানে উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়। এজন্য ফুল-ব্যবসায়ীদের পৃথক বাগান আছে। আশ্চর্য্য এই যে, পার্কের ফুলগুলি একটাও কেউ ছেঁড়ে না। বাগানটিতে এক ঘণ্টা বেড়াবার পর বাগানের ছেলেদের নিয়ে নানা গল্প আরম্ভ ক'রলাম। দেখতে দেখতে অনেক ছেলেমেয়ে জ'মে গেল। নতুন দেশের মানুষ পেলে এখানকার ছেলেমেয়েদের বড় আনন্দ হয়;—কথার পর কথা, জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরলাম। অনেক ছেলে আমাদের বাসা পর্য্যন্ত এসে তবে ফিরল। এই রকম করে প্রত্যেক রবিবারটা বিভিন্ন স্থানে বেড়াই।

আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর এ-বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে খানিকটা গল্প করি। আজকাল রামায়ণের গল্প ধারাবাহিক ভাবে শোনাচ্ছি। প্রতি দিনই সন্ধ্যার পর ছেলেমেয়েরা গল্প শোনবার জন্য হাজির হয়। এতে আমার কথিত ভাষা শিখবারও সুবিধা হয়। এদের সঙ্গে গল্প করবার সময় আমার দেশের ছেলেমেয়েদের কথা বড় মনে পড়ে।

* * *

বিলাতের ডাক কলকাতা থেকে প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে রওনা হয়, উনিশ দিনের দিন সোমবারে লণ্ডনে পৌঁছে। সপ্তাহে সপ্তাহে তোমাদের খবর পেতে আশা করি।

---

(২)

বৃটিশ-এম্পায়ার এক্সিবিশন, লণ্ডন।

১০ই জুলাই, ১৯২৪।

ক সপ্তাহ তোমাকে চিঠি দিতে পারি নি, বড্ড কাজে লেগে গিয়েছি। এপ্রিলের মধ্যভাগে একজিবিশন আরম্ভ হয়েছে, এ পর্য্যন্ত কেবল গড়েই উঠছে। আড়াই মাস কাল আমি আমাদের ষ্টলের কাজের সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের জুয়েলারী বিভাগে তত্ত্বাবধান করলাম, এতে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা বেতন ও যোগ্যতার পুরস্কার হিসাবে এঁরা আমাকে দিয়েছেন। এখন আমাদের নিজেরই অনেক কাজ বেড়ে গেছে তাই সরকারী কাজটুকু ছেড়ে দিয়েছি। আরও দু'টি মেয়েকে আমাদের ষ্টলের অলঙ্কার বিক্রির কাজে নিযুক্ত করেছি। এদের প্রত্যেককে সপ্তাহে আড়াই পাউণ্ড বেতন আরও যাতায়াত ব্যয় দিই। প্রায় চারিশত টাকা মাসিক এদের দুজনের জন্য আমার খরচ হয়। আমাদের ষ্টলের দৈনিক বিক্রি এখন গড়ে তিনশো টাকা। বেঙ্গল কোর্টে আমাদের ষ্টলটাই বেশী সুন্দর হয়েছে। সমগ্র ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়নে আমরা তৃতীয় দাঁড়িয়েছি। একজিবিশন ক্রমেই জোর হয়ে উঠছে। আজকাল দৈনিক গড়ে তিন লক্ষ লোক একজিবিশন দেখতে আসছে। আমাদের ষ্টলের সম্মুখে অনবরত পঁচিশ থেকে একশো লোক দাঁড়িয়ে দেখে। আশ্চর্য্য এই যে, তিনভাগের দু'ভাগই স্ত্রীলোক।

বৌদিদির দুর্ব্বা-বিল্বপত্রাঙ্কিত আশীর্ব্বাদ-পত্রখানি পেয়ে সুখী হয়েছি। তাঁর পত্রে জানলাম্ আমার যাত্রার দিন থেকে তুমি নাকি ঘট পেতে কি পূজো আরম্ভ করেছ, কি রকম পূজো করা তোমার? অনেক সময় বসে বসে কি ভাবনা কর নাকি! মঙ্গলঘট পেতেছ, ভগবানের

স্মরণ করে পুজো করছ, সে ভাল কথাই কিন্তু ভাবনা আবার কিসের? আমি কিন্তু আপন আনন্দে অপনিই মগ্ন রয়েছি, আশা করি তুমিও ভগবানে নির্ভর করে নিভাবনায় থাকবে।

একদিন সম্রাট পঞ্চম জর্জের মহিষী কুইন মেরী একজিবিশন দেখতে এসে আমাদের ষ্টলে এসেছিলেন। আমাদের কয়েকটি অলঙ্কার হাতে করে দেখলেন, প্রশংসাও করলেন। এর আগে সম্রাট পঞ্চম জর্জ দু'দিন একজিবিশনে এসেছিলেন, আমি কিন্তু তাঁকে দেখিনি। কিছু দিন আগে এঁর কন্যা আমাদের ষ্টলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন, চারিদিক থেকে লোক এলো তাঁকে দেখতে; একটুকু সময় দাঁড়িয়েই তিনি চলে গেলেন। একদিন স্পেনের রাণী আমাদের কাছ থেকে আর্মলেট কিনে হাতে পরে গেলেন। একদিন ডেনমার্কের রাজা এসেছিলেন,—লম্বা ঢেঙা বলিষ্ঠ মানুষটী, সাদাসিধে পোষাক; সঙ্গে তিনচারিটি লোক মাত্র। আমাদের কোর্টে আসতেই অনেক লোক তাঁকে দেখতে এল; আমাদের কোর্টের একটি মেয়ে সামনে পকেট-ক্যামেরা ধরতেই তিনি বললেন —ও তুমি বুঝি ফটো নেবে? আচ্ছা নিয়ে নাও,একটু শীঘ্র করে। দেখলাম রাজার কোন মান অভিমান নাই।

এপ্রিলের মধ্যভাগে একজিবিশন আরম্ভ হয়েছে, এই তিনটি মাস আমাদের ষ্টলে বিশেষ বিক্রি হয়নি। আমাদের 'বীণাপাণি শাঁখা' প্রভৃতি যা এনেছিলাম, তা দেখে এরা প্রশংসা করল বটে, কিন্তু এরা হাতে পরনা পরা পছন্দ করেনা তাই শাঁখার পরিবর্ত্তে চাইল আর্মলেট্। আর্মলেট্ কাকে বলে জান? তাগা। এখানকার আবশ্যক গহনার জন্য দেশে টেলিগ্রাম করতেই আমাদের কলকাতার দোকান থেকে প্রচুর আর্মলেট, সেফ্টিপিন, পেন্ড্যাণ্ট, হাতির দাঁতের মালা প্রভৃতি তৈরী হয়ে এসেছে। হাতির দাঁতের তৈরী অনেক রকম হাতী, রথ, নৌকা, গরুর গাড়ি এবং কালী, দুর্গা, শিব, রাধাকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি অনেক রকম দেবদেবী এসেছে। বুদ্ধমূর্ত্তি খুবই বিক্রি হচ্ছে। বুদ্ধদেবকে সারা জগতই সম্মান করে।

যে দুটি মেয়ে আমাদের কাজ ক'রছে,তারা বড়ই বিশ্বস্ত। এরা ছাড়া ইমেলী প্রতি শনিবার আমার সঙ্গে এসে আমাদের কাজের সাহায্য করে। বয়স মাত্র বারো, কিন্তু বেশ চতুরা মেয়ে। শনিবারে ইমেলীদের স্কুল বন্ধ থাকে, এদিন একজিবিশন লোকে লোকারণ্য হয়। ইমেলী আমাকে কাকা (uncle) বলে ডাকে, তাই বেশন কোর্টের সব মেয়েরই কাকা হয়ে গিয়েছি। আমাদের একটি পাথরের তাজমহলের একটি থাম ছিল ভাঙ্গা, তাই বিক্রি হচ্ছিল না, ইমেলী তার গায়ে সুন্দর করে লিখে দাম কমিয়ে নোটিশ দিল—The finest and richest building in the world reduced to 15 shillings. ইমেলীকে দিয়ে আমার খুব সাহায্য হয়।

তোমার কথাই কেবল মনে প'ড়ছে। তুমি আসতে চেয়েছিলে—আমি আনলাম না। এলে কত সাহায্যই যে হত আমার তার বলে শেষ নেই। এত দেখা শুনার আনন্দটাও পূর্ণতা প্রাপ্ত হত। প্রদর্শনীর ষ্টেডিয়মে যে দিন বাজি পোড়ানর competition হল, সেদিন দেখে দেখে আনন্দ আর প্রাণে ধরে না। তারপর যখন মনে হল একা-একাই দেখছি, আমার এ আনন্দের সহভাগী কেউ নেই, তখন আবার গভীর দুঃখে মনে ভরে উঠ্‌ল।

একদিন ছিল এরোপ্লেনের কৃত্রিম যুদ্ধ। সন্ধ্যাকালে চারি দিক থেকে কত এরোপ্লেন এল; তাদের আকাশ ফুড়ে ঘোরাফেরার তর্জ্জন গর্জ্জনে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠ্‌ল। কখনো অতি দ্রুত কখনো অতি ধীর,কখনো সোজা ঊর্দ্ধমুখী কখন সোজা নিম্নমুখী, কখনো কাৎ হয়ে, কখনো চিৎ হয়ে—কত রকমেই এরোপ্লেনের খেলা দেখলাম! সন্ধ্যার পর তাদের যুদ্ধ আরম্ভ হল। কি ভীষণ বোমাছোড়ার শব্দ! বিদ্যুৎ চমকানোর মত আকাশ এক একবার আলোকময় হয়ে উঠছিল। দু একটা এরোপ্লেনে তীব্র সার্চ্চলাইট দেওয়া ছিল, তার আলোতে কখনো কৃত্রিম বিপক্ষীয় এরোপ্লেন, কখনো আকাশের মেঘ আলোকিত হয়ে উঠছিল। পরপর ক' একখানা এরোপ্লেনের সারা গায়, পাখায় অসংখ্য বিদ্যুৎ আলোকের বাতিতে মণ্ডিত হয়ে ছুটে উঠল। তার কোনখানা লাল কোনখানা নীল কোনখানা সবুজ কোনখানা বেগুনে।

লাল এরোপ্লেনখানি বিপক্ষের প্রতি একটি বোমা নিক্ষেপ করেই আলো নিবিয়ে দিল, মুহূর্ত্ত মধ্যেই বহুদূরে

দিয়ে লাল হয়ে ফুটে উঠলো। এইমত পর পর নানা প্রকার যুদ্ধ কৌশল চলছিল। ঐ যাঃ! বিপক্ষের বোমার আঘাতে একখানি এরোপ্লেন ভেঙে আমাদের মাথার উপর পড়ছে, দর্শক আমরা সব ভয়ে কম্পমান; এখনি সর্ব্বনাশ হবে। বাহবাঃ, এই যে আমাদের মাথার কাছে এসে ঁা করে উপর উঠে গেল! কত কি আর লিখব।

একজিবিশনটীতে সারা জগতের যা কিছু আশ্চর্য্য তার অনেক দেখা গেল। বিভিন্ন দেশের কত কি-ই যে দেখলাম। আমাদের দেশের আশে পাশের কত কি নতুন এই সুদূর প্রবাসে বসে দেখছি। তিব্বতের নাচ, বর্ম্মা মেয়েদের নাচ, মাদ্রাজি ভোজবাজি, লঙ্কার মণিমুক্তা তোলার পদ্ধতি এসবও এখানে বসে দেখছি।

আমাদের ইণ্ডিয়া-প্যাভিলিয়নের পাশেই একটা মস্ত বড় ভারতীয় ভোজনাগার হয়েছে। একদিন আমাদের ইংরেজ মেয়েবন্ধুটিকে নিমন্ত্রণ করলাম এই হোটেলটীতে। ইমেলীও আমাদের সঙ্গে ছিল, তাকে নিয়ে আমরা চার জন। ভারতীয় ধরণে খাওয়া হবে—সন্দেশ, রসগোল্লা, অমৃতি গজা কত-কি সেখানকার জিনিসের তালিকায় দেখা গেল কিন্তু আমাদের সবাকার মনোনীত হল একটু করে পোলাও আর একটু করে হরিণের মাংস, তারপরে একটু আমের মোরব্বা; তাই সবাই মিলে খেলাম। অনেক অনুরোধ করলাম কিন্তু কেউ আর বেশী কিছু খেল না। ঘরেই হোক্ আর বাইরেই হোক এরা পেটপুরে খায় না। খাবার সময় বেশ আমোদের গল্প আপনিই এসে জোটে এদের। আমাদের হলটি বাংলার ধরণে সাজানো হয়েছে। আবার জোশ্ বলে যে মেয়েটিকে একখানি পাশী সাড়ী দিয়েছি, বেশ সুন্দরী বাঙ্গালী মেয়ের মত মানিয়েছে তাকে। তারপর বাংলার হাতী ঘোড়া রথ নৌকা দেবদেবী দিয়ে সুন্দর সাজানো হয়েছে আমাদের হলটি। আরও তিনটী মাস একজিবিশন থাকবে, নভেম্বরের প্রথমে বন্ধ হবে। দেশে গিয়ে তোমাদের এসব কথা শোনাবো।

একজিবিশন সম্বন্ধীয় ছবি মানচিত্র, বই কিছু কিছু তোমাদিগকে পাঠিয়েছি, এবার ছবি আঁকা কমাল কয়েকখানা এই ডাকে পাঠাচ্ছি, এগুলো বিলাতের স্মৃতি বলে ঘরে রেখে দিয়ো।

কত দূর?

শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী।

বলনা তোমরা ওগো বলনা আমায়,
পাব নাহি কভু সেই ধ্যেয় দেবতায়?
জন্ম জন্মান্তর ধরি
কত ছুটাছুটী করি
ভুল করি ঘুরিতেছি যেথায় সেথায়!
হয়েছি যে শ্রমাতুর
আর কত আছে দূর
বলনা তোমরা ওগো বলনা আমায়।
আমার মানসাগারে
কল্পনা কুসুম হারে
মানসী প্রতিমা গড়ি অর্চ্চি আমি যায়
সে কি গো মূরতি ধরি
অন্তর বাহির ভরি
মধুর মধুর সুরে ডাকিবে আমায়!
ক্লান্ত এ হৃদয়খানি
যেন ক্ষীণা নিরবিনী
শ্রান্ত এ চরণ আর চলিতে না চায়,
কই কোথা পারাবার
আর কত আছে তার
পারিবে কি নিরবিনী মিশিতে তাহায়?
বলনা তোমরা ওগো বলনা আমায়।

হিন্দুর বিবাহ ও সহবাস সম্মতির আইন

[ভারতসরকারমেন্ট ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তিনি একটি নূতন আইন প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন এসম্বন্ধে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সভাসমিতির মত চাহিতেছেন। হিন্দু যে যেখানে আছেন সেইখানেই অবিলম্বে সভা আহ্বান করুন, এবং সকলের অভিমত এই আগষ্ট মাসের মধ্যেই ক্ষিতীশ বাবুর নিকট প্রেরণ করুন।]

সবিনয় নিবেদন,—

আপনি অবগত আছেন যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতবাসীর বয়স সম্বন্ধে দণ্ডবিধি আইনের কয়েকটি নূতন ধারা সন্নিবেশিত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত আছে। সদস্য শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা এই উদ্দেশ্যে যে প্রস্তাব আনিয়াছেন, তাহা সিলেক্ট কমিটীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহার মর্ম্ম এই :—

(১) পুরুষের বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ও বালিকার বয়স ১৪ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাদের বিবাহ বলাই হইবে। যদি এইরূপ বিবাহ হয়, তবে বর ও কন্যার পিতামাতা, অভিভাবক এবং যাহারা বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইবেন, কিম্বা বিবাহ ঘটাইতে কোনরূপ সহায়তা করিবেন অথবা অবহেলা করিয়া ঐ বিবাহ বন্ধ না করিবেন, তাঁহাদের সকলেরই এক মাস পর্য্যন্ত বিনাশ্রমে কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

(২) যদি বরের বয়স পূর্ণ ১৮ বৎসরের বেশী এবং পূর্ণ ২১ বৎসরের কম হয় এবং কন্যার বয়স পূর্ণ ১৪ বৎসরের কম হয়, তাহা হইলে অধিকন্তু বরেরও এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে। এরূপ স্থলে বরের বয়স ২১ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে, তাহার এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

এই প্রস্তাব ব্যতীত অন্যতর সদস্য ডাক্তার হরি সিং গৌর সহবাস সম্মতি সম্বন্ধে যে আইন করিতে চাহিতেছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

(১) বিবাহিত দম্পতির পক্ষে যদি বালিকার বয়স পূর্ণ ১৫ বৎসর না হয় তবে, বালিকার সম্মতি থাকিলেও, স্বামী বলাৎকারের অভিযোগে অভিযুক্ত হইবে।

(২) যাহারা পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধে সম্মত নহে, তাহাদের পক্ষে, যদি বালিকার বয়স পূর্ণ ১৬ বৎসর না হয়, তাহা হইলে বালিকার সম্মতি থাকা সত্ত্বেও পুরুষ ঐরূপ অভিযুক্ত হইবে।

ভারত গবর্ণমেন্ট কিছুকাল পূর্ব্বে এই সকল প্রস্তাবের উপযোগিতা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রকাশ ঐ তদন্ত কমিটী শ্রীযুক্ত সর্দ্দার প্রস্তাবিত বিবাহ বয়স অনুমোদন করিয়াছেন এবং পত্নীর পক্ষে সহবাস সম্মতির বয়স পূর্ণ ১৫ বৎসর প্রস্তাব করিয়াছেন।

এই সকল প্রস্তাব অতি শীঘ্রই ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া বিধিবদ্ধ হইবার জন্য উপস্থাপিত হইবে। এইরূপ আইন হওয়া উচিত কি না সে সম্বন্ধে দেশে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। অতএব এ বিষয়ে বিশদ পরিচয়রূপে আপনাদের মতামত জানা প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য।

মতামত দিবার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি অনুগ্রহ করিয়া লক্ষ্য রাখিবেন।

(১) প্রস্তাবিত আইনের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনাদের মত পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। সহবাস সম্মতির বিধানগুলি ও বিবাহ সম্বন্ধে বিধানগুলি পৃথকভাবে বিবেচনীয়।

(২) আপনাদের মতের সমর্থক যুক্তি, হেতু ও ঘটনাবলী উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

(৩) কোন সভা, সমিতি বা কোন বিশেষ জাতির বা সম্প্রদায়ের পক্ষে মত জানাইবার সময় ঐ মত সর্ব্ববাদি-সম্মত কিনা এবং মতভেদ স্থলে প্রত্যেক পক্ষের লোক সংখ্যা জানা আবশ্যক।

(৪) যে সকল সম্প্রদায়ের ভিতর বাল্য বিবাহ সাধারণভাবে প্রচলিত আছে, সে সকল সম্প্রদায়ের মত জানা বিশেষ আবশ্যক। এই বিষয়ে আপনাদের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি।

অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন যে আগামী ২রা সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে এবং তাহার যথাসম্ভব পূর্ব্বে আপনাদের উত্তরগুলি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার হস্তগত হওয়া আবশ্যক। নিবেদন ইতি—

১লা আগষ্ট ১৯২৯

বিনীত—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী
Member, Legislative Assembly
Simla (Punjab)

সদ্যোমৃতা সধবা রমণী

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ।

সদ্যোমৃতা সধবা রমণী,
সীমন্তে সিন্দূর জ্বলে কল্পতরু মণি,
গভীর নিদ্রায় শান্তি, দিল অপরূপ কান্তি
সর্ব্ব দেহে তার,
আধ খোলা দুই চোখ, হেরে কোন্ দিব্যলোক,
আলোক অপার।
মৃদু বাঁকা ঠোঁটে লেখা ঈষৎ হাসির রেখা
রঞ্জিত তাম্বূলে
অলক্তে অঙ্কিত পদ, ফুল্ল দুটি কোকনদ,
কভু যেন ভুলে,
পরশন করেনি ধরণী;
জীবনের পথ ছিল স্বর্গের সরণী॥

বিনা মেঘে হল বজ্রাঘাত,
এই ছিল এই নাই, কি অভিসম্পাত!
যে পতি পুত্রের তরে, দিল প্রাণ অকাতরে
তাদের বিলাপ,
অজস্র শোকাশ্রু ধারা, কোথাও পায় না সাড়া,
কুন্তলকলাপ
একটি কাঁপেনা তার, মর্ত্ত্যের বন্ধন ভার
গেল একেবারে,
ছিঁড়েছে নাড়ীর টান, নব-জাত নব প্রাণ
চলে পরপারে।
মুছিল অতীত রেখা পাত,
আজকের জীবনের সকল ব্যাঘাত॥

পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী

পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ইংরাজী ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বোম্বের সন্নিকটে পশ্চিমঘাটের কিছু দূরে গাদিমাস জঙ্গলে রমা ভূমিষ্ঠ হন। ইহার পিতার নাম অনন্ত মিশ্র। রমার শিক্ষার ভার তাঁহার মাতার উপর ন্যস্ত হয়; প্রথম অবস্থায় রমার হস্তে পুস্তক দেওয়া হয় নাই। রমা মাতার মুখে ভাগবতের শ্লোক ও ব্যাখ্যা শুনিয়া অতি শৈশবেই শ্রীমদ্ভাগবত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন তারপর তাঁহাকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হয়। রমার মাতাপিতা বালিকা রমাকে লইয়া অনেক তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তীর্থ ভ্রমণ কালেও পিতামাতা রমাকে লইয়া নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন, পথ পর্য্যটনের শ্রান্তি একদিনের জন্যও তাঁহার স্পৃহা নষ্ট করিতে পারে নাই। অতঃপর রমার যখন ষোড়শ বৎসর, তখন তাঁহার জনক জননীর মৃত্যু হয়। রমাবাই এই অল্প বয়সে মাতাপিতার মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যত্নে ও ভালবাসায় তিনি অচিরাৎ মাতৃপিতৃ-শোক বিস্মৃত হন। মাতৃ-পিতৃ শোকেও রমা অধ্যয়ন স্পৃহা পরিত্যাগ করেন নাই।

অতঃপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত রমাবাই ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকেন এবং স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে থাকেন। তখনকার দিনে স্ত্রীলোকদিগের কার্য্য রন্ধনাগারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত, স্ত্রীলোকের যে আবার বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা কেহ স্বীকার করিতেন না। রমা বলিতেন কুমারীগণকে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপ শিক্ষা দিয়া তবে তাহাদের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। রমাবাই সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিতানী ছিলেন। তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়া মেট্রোপলিটন স্কুল প্রভৃতিতে তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ পণ্ডিত ৺বিদ্যাসাগর, ৺মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মনীষিগণ রমাবাইয়ের সহিত কথোপকথন করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। রমার জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। বাঙ্গলার পণ্ডিতগণ রমাকে বহু মূল্যবান্ উপহার ও "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রমা এলাহাবাদে অবস্থান করিতেন,কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। অতঃপর অভিভাবক হীন হওয়ায় রমা বিপিন বিহারী মেধাবী নামক এক পণ্ডিতকে বিবাহ করেন। বিপিন বিহারী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছিলেন। রমা অধিক দিন স্বামী সুখভোগ করিতে পারেন নাই। বিবাহের দেড় বৎসর পরেই তিনি বিধবা হন। বিধবা হইবার পর রমার কার্য্য ক্ষেত্র সংসারের সামান্য গণ্ডী হইতে বিস্তৃততর কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। রমা 'আর্য্য মহিলা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন, অতঃপর রমা ইউরোপে যান। তথায় গিয়া তিনি উত্তমরূপে ইংরাজী সাহিত্য ও ভাষা আয়ত্ত করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইউরোপের একটি মহিলা কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রফেসার নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রমা ইউরোপ হইতে আমেরিকায় গমন করেন।

রমাবাই কোন স্কুল কলেজে না পড়িয়া আপন চেষ্টা ও অধ্যবসায় বলে সামান্য গৃহস্থ বালিকা হইতে ইউরোপীয় কলেজের অধ্যাপক পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। রমাবাইকে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার যোগ সূত্র। তিনি প্রাচ্য আদর্শেই ভারতের দেব ভাষাতেই ভারতীয় মহিলাগণকে শিক্ষা দিবার পক্ষপাতিনী ছিলেন। আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রচারকগণের মুখে মুখে তাঁহার নাম পরিকীর্ত্তিত হইত। রমাবাই আমাদের দেশের মুখোজ্জলকারী ছিলেন।

খাদ্য-সমস্যা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

খাদ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; কিন্তু কি ভাবে এই খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং কি অবস্থায় ইহা আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে,—বিশেষতঃ জাতির ভবিষ্যৎ আশাস্বরূপ যুবকবৃন্দের গঠনোন্মুখ শরীরের উপর কার্য্য করে, এ বিষয়ে অনেকেই চিন্তা করেন নাই। শুধু কলিকাতা সহরের যুবকবৃন্দের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমি এ কথা বলিতেছি না; সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই আমি ভীত হইতেছি। ঘটনাচক্রে আমাকে সহরে থাকিতে হইলেও পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। গত বাট বৎসরের কলিকাতা-প্রবাস সত্ত্বেও বাঙ্গালার পল্লীর সুখদুঃখের কাহিনী আমার অজ্ঞাত নহে—বিশেষতঃ গত আট বৎসর কাল বাঙ্গালার যত্র-তত্র ভ্রমণ করিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এই ইনষ্টিটিউট-গৃহেই, স্বর্গীয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে আমি "বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা" সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কতকটা বক্তৃতা দিয়াছিলাম; সেই সকল বক্তৃতায় আমি দেখাইয়াছিলাম যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারে বাঙ্গালী ক্রমশঃ হটিয়া যাইতেছে; ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীগণ নিঃসম্বল অবস্থায় বাঙ্গালায় পদার্পণ করিয়া লক্ষ্মীর ধনভাণ্ডার লুটিয়া লইতেছে, আর বাঙ্গালী দার্শনিক নিশ্চেষ্টতার সঙ্গে এই লুণ্ঠন প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। আমি আজ প্রমাণ করিতে চাহি যে, বাঙ্গালীর এই শৈথিল্য ও অলসতার সঙ্গে তাহার দৈহিক দৌর্ব্বল্যের নিকট-সম্বন্ধ বর্ত্তমান; আর এই শারীরিক দুর্ব্বলতার অন্যতম কারণ,—সারবান্ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং অপ্রচুর সুখাদ্য ও অপরিমিত কুখাদ্য আহার।

সত্তর, পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি; তখন টাকায় ৩২ সের দুধ মিলিত, ঘরে ঘরে গোলায় ধান গোশালায় গরু। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে তখন শান্তি ছিল, এখনকার মত কঙ্কাল সার ব্যাধিগ্রস্থের নিশ্বাসে পল্লীর বাতাস তখন দুষ্ট হয় নাই; ম্যালেরিয়ার করাল ছায়া তখনও বাঙ্গালার পল্লীকে শ্মশানে পরিণত করে নাই। অবশ্য জিনিষের রপ্তানী ছিল না বলিয়া দেশে টাকা কম ছিল, কিন্তু টাকার মূল্য এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক ছিল। আমার মনে আছে, আমাদের বাল্যকালে ১৮৭০।৭১ খৃষ্টাব্দে কড়ির সাহায্যে ছোটখাট বেচাকেনা চলিত, আর এখন আধ পয়সার কিছু কিনিতে গেলে দোকানীর ধমকের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইতে হয়। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে আহারের কি সুব্যবস্থা ছিল, তাহা সে সময়ে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ হইতে জানা যায়। "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটক ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে লিখিত হয়; প্রসঙ্গক্রমে নাট্যকার ত্রিবিধ 'ফলারের' (ফলাহারের) বর্ণনা করিয়াছেন, উত্তম, মধ্যম ও অধম।

"উত্তম ফলার :—

ঘিয়ে ভাজা গুপ্ত সূচি, দু'চারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছক্কা আর শাক ভাজা, মতিচুর বঁদে গজা,
ফলারের জোগাড় বড়ই॥

---

* ইউনিভার্সিটি ইন্সিটিউট ভবনে বক্তৃতার সারাংশ।

নিখুঁতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া বড় মজা,
শুনে দক্ সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা,
যত পাই তত হয় তোলা॥
ঘুরি ঘুরি ক্ষীর তাহে, চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিতে শুকো দই।
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাথে
উত্তম কলার তারে কই।

মধ্যম কলার :—

সরু চিঁড়ে শুকো দই, মর্ত্তমান কাঁকা খই,
বাসা মোণ্ডা পাতা পোরা হয়।
মধ্যম কলার তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে,
দক্ষিণাটী ইহাতেও রয়॥

অধম কলার :—

গুমো চিঁড়ে জলো দই, তিত গুড় ধেনো খই
পেট ভরা যদি কিছু হয়।
ক্ষৌদ্রেতে মাথা কাটে, হাত দিয়ে পাতা চাটে,
অধম কলার তাকে কয়॥"

আমি নিজে পল্লীগ্রামে ১৮৲ টাকা মণ খাঁটী গব্য ঘৃত বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি, আর এখনকার ঘৃতের দাম চতুর্গুণ বা পাঁচগুণ হইলেও তাহার ভিতরে যে কি থাকে তাহা রাসায়নিক আমি, আমার অজ্ঞাত নাই। যত প্রকার "হারাম পদার্থ" কল্পনায় আনা যাইতে পারে, অর্থাৎ গরু, শূকর, মহিষ, সাপ প্রভৃতির চর্ব্বি সকলই একাধারে ঘৃতের মধ্যে বিরাজ করে। কলিকাতায় ও তাহার উপকণ্ঠে যে সকল ঘৃত গরু, মহিষ, ঘোড়া প্রত্যহ মিলে, তাহার জন্য প্রতি বৎসর ডাক উঠে; ধাপার মাঠে সেই সকল জন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কর্ত্তিত হইয়া এক বৃহৎ কটাহে উত্তপ্ত করা হয়; উত্তাপের ফলে চর্ব্বি বাহির হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে। দুই চারিটি সরল প্রক্রিয়ার পর এই চর্ব্বির রং ও গন্ধ সম্পূর্ণ দূর হয়; তখন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদিগের মারফৎ টিনে করিয়া এই বস্তু ঘারভাঙ্গা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে চালান হয়। আমাদের মাড়োয়ারী ভ্রাতৃবৃন্দের গোমাতার প্রতি অচলা ভক্তি, পিঁজরা-পোল স্থাপনের জন্য অসম্ভব উৎসাহ, কিন্তু ইহাদেরই কৃপায় এই চর্ব্বি ঘৃতের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পুনরায় বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসে, মূল্যের তারতম্য অনুসারে শতকরা পঁচিশ ভাগ হইতে পঁচানব্বই ভাগ পর্য্যন্ত এই বস্তু ঘৃতের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহার পর বর্ত্তমানে আর এক বিষম উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, "ভেজিটেবল ঘি" (নিরামিষ ঘৃত) নামে এক পদার্থ বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে। উদ্ভিজ্জ তৈলের সঙ্গে হাইড্রোজেন সম্মিলিত করাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়; রাসায়নিক হিসাবে দেখিতে গেলে, ভাল চর্ব্বি ও ঘৃতের বড় একটা প্রভেদ নাই; কিন্তু এই 'নকল' ঘৃতে ভাইটামিন নামক শরীর গঠনের অত্যাবশ্যক উপাদান একেবারেই নাই। এই কারণে এই সকল ঘৃতের ব্যবহার কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু ঘৃতের এই অপ্রাচুর্য্য ও দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ গো-জাতির অবনতি।

অধিক দিনের কথা বলিতেছি না, সম্ভবতঃ পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় পল্লী-জীবনে গো-সেবা একটি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত গো-সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। আর এখন গো-মড়কের প্রাদুর্ভাবে গো-জাতি নির্ব্বংশপ্রায়; যাহা আছে তাহাও সুপ্রজনন অভাবে, খাদ্যের অভাবে কঙ্কালসার হইয়াছে। তরকারীর খোসা, ফেন, জল, পর্য্যাপ্ত খড়,—ইহাই গরুর খাদ্য। খড় এখন দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। গোচারণের জমীর তখন অভাব ছিল না, স্বচ্ছন্দ মনে ঘাস খাইয়া সন্ধ্যার সময় গরু গোয়ালে ফিরিত। আর এখন জমীদারের বিলি বন্দোবস্তের গুণেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, দেখিতে পাই গ্রামের গোচারণ-ভূমি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে, সুতরাং অনাহারে গরু শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। নব্যতন্ত্রের যাঁহারা যুবক, পল্লীবাটীতে হয় ত তাঁহাদের পিতামহী বা অন্য বয়স্কা আত্মীয়ার মধ্যে গো-সেবা কোন-রূপে টিকিয়া আছে, কিন্তু এক দিন যদি কোন কারণ বশতঃ তাঁহাদিগকে "গো-বাড়ান" করিতে বলা হয়, তবে তাঁহাদের মানসিক অবস্থা আমি কল্পনায় বেশ আনিতে পারি। আর নব্য যুবতীদের কথা না বলাই ভাল, হয় ত "গো বাড়ানের" প্রস্তাবেই তাঁহাদের মধ্যে "হিষ্টিরিয়া" দেখা দিবে।

এই সব বাবুয়ানার ফলেই, গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য অবহেলার ফলেই পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত আজ দুধের দুর্ভিক্ষ। রেলষ্টীমারের কাছাকাছি পল্লীতে এখন টাকায় দুই সের হইতে আড়াই সেরের অধিক দুধ পাওয়া যায় না। আর সুদূর পল্লীতে (যেখান হইতে দুধ সহসা রপ্তানী হয় না) হয় ত কালে ভদ্রে টাকায় আট সের দুধ মিলে, তাহাও আবার পরিমাণে যথেষ্ট পাওয়া যায় না। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থকে পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণ দুধ একত্র সংগ্রহ করিতে নাস্তানাবুদ হইতে হয়। আমাকে গত আট বৎসরের মধ্যে কার্য্যোপলক্ষে দুই বার (১৯২০ ও ১৯২৬) বিলাতে যাইতে হয়; দুই বারই আমি বিলাতের দুগ্ধ ও গব্য পদার্থের সরবরাহের বিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা করি। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমি লণ্ডনে উপস্থিত ছিলাম; বিলাতে সেবার প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছিল, রাস্তা ঘাট বরফের সাদা আস্তরণে ঢাকা পড়িত, সাধ্য কি কেহ সকাল সাড়ে আটটা নয়টার আগে শয্যা ত্যাগ করে। কিন্তু প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর খেয়ালের মধ্যেও দেখিতাম যে, ভোরের আলো ফুটিবার আগেই দরজার গোড়ায় দুধের বোতল হাজির হইয়া রহিয়াছে। দস্যু-তস্কর কেহই এই বোতল স্পর্শ করিবে না, যথাসময়ে গৃহস্বামী বাহির হইয়া বোতল ভিতরে লইবেন। লণ্ডন অতি বিশাল নগরী, সত্তর লক্ষ লোকের বাস। লণ্ডনে পল্লী উপকণ্ঠ হইতে শেষ রাত্রিতে রেলযোগে ভিন্ন ভিন্ন সহরতলীর ষ্টেশনে এই সত্তর লক্ষ লোকের উপযুক্ত দুধ জীবাণুমুক্ত পাত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগৃহীত হইয়া হাজির হয়, সেখান হইতেই মোটর-ভ্যান, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি বাহনে পাড়ায় পাড়ায় সরবরাহ হয়। তাহা ছাড়া, পল্লীতে পল্লীতে দুই তিনরশি অন্তর গব্য পদার্থের দোকান (Dairy) তাহাতে দুধ, মাখন, পনির, ঘিয়ে (ঘিয়ে, সেখানে 'গব্য' পদার্থের অন্তর্ভুক্ত) প্রচুর পরিমাণে মিলে। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, সেখানকার দুধ এখানকার দুধের অপেক্ষা অনেক সারবান্ হইলেও দামে সস্তা। হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, প্যারিসে দুধের দাম টাকায় আট সের, আর এই দুধ আমাদের দেশের "মাঠা তোলা" দুধ নহে। অথচ ইংরাজ বা ফরাসী গো-বাধক জাতি, শুধু দেশের গরু ভরসা করিয়া ইহাদের ক্ষুধা মিটে না, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে বরফে সংরক্ষিত "জমান" মাংস প্রতি বৎসর ইহাদের ভোগে লাগে। আমার মনে আছে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন প্রবাসকালে গন্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভুলক্রমে একটি গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম। ঢুকিয়াই সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, রাস্তার দুই ধারে কাতারে কাতারে অগণ্য নিহত পশুর মৃতদেহ ঝুলিতেছে। লণ্ডনের ক্ষুদ্র এক পল্লীর মাংসের বাজারের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আমি ভাবিলাম যে, সমগ্র লণ্ডনে, প্রত্যহ এইরূপ কত পশুই না বলি হইতেছে। মাংস ছাড়া মাছও ইংরাজ বড় কম খায় না; হেরিং, ট্রাউট, স্যামন, কড প্রভৃতি কত প্রকার মাছ নদী ও সমুদ্র হইতে সাধারণভাবে সংগৃহীত হইতেছে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইংরাজের দুধে অরুচি নাই। যেখানে বাঙ্গালা দেশের শ্রেষ্ঠ ধন-সম্পদ্ আসিয়া জমিয়াছে, সেই কলিকাতার বাজারে দৈনিক মাত্র তিন হইতে চারি হাজার মণ দুগ্ধ বিক্রয় হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কলিকাতাবাসী প্রতিদিন লোক-প্রতি পৌনেদু'ছটাক মাত্র দুধ প্রাপ্ত হন। তাহাতে দাঁড়ায় এই যে, শতকরা ৮০ জন লোক বৎসরে দুধের স্বাদ পায় না, কয়েক জন সঙ্গতিপন্ন লোক ও অপোগণ্ড শিশু ভিন্ন আর কাহারও ভাগ্যে দুধ জোটে না। খাঁটী দুধের জন্য আমাদের বিজ্ঞান কলেজে পশ্চিম হইতে কয়েকজন হিন্দুস্থানী গোয়ালা আনাইয়া সকলের আঙ্গিনায় বাস করিতে দিয়াছি, প্রতিদানস্বরূপ তাহারা দয়া করিয়া আমাদিগকে টাকায় তিন সের খাঁটী দুধ দেয়।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্র দেখি, গরুগুলি জীর্ণ শীর্ণ। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে পাহাড় প্রমাণ বিচালি জমান দেখিতাম, এখন সে সব লোপ পাইয়াছে—কঙ্কালসার গরুগুলি কোনমতে ঘাস চাটিয়াই ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। সুন্দরবনে পর্য্যন্ত গরুর এই দুর্দ্দশা, অথচ সেখানেও দোকানে সুইডেনের প্রস্তুত গাঢ় দুধের অভাব নাই। গরুগুলির অবস্থা দেখিয়া আমার বড় করুণা হয়, তৃণার সময় জলটুকু পর্য্যন্ত পায় না; কারণ, জল একে লোণা, তাহার উপর কুমীরের ভয় আছে;

এক একটি গরু গড়ে আধসের হইতে তিন পোয়ার বেশী দুধ দিতে পারে না।

ভারত গবর্ণমেণ্টের গো-বিশেষজ্ঞ স্মিথ বলেন, "গরুর দরুণ ভারতবর্ষ বৎসরে বার কোটি টাকার অপচয় করে।" স্মিথের মতে লণ্ডনে দুধ ভারতবর্ষ অপেক্ষা এক শত গুণ সস্তা; টাকা হিসাবে লণ্ডন ও কলিকাতায় দুধের দাম প্রায় সমান, কিন্তু লণ্ডনের দুধ এ দেশের দুধের অপেক্ষা অনেক গুণ সারবান্ এবং লণ্ডনবাসী কলিকাতাবাসী অপেক্ষা অন্যূন তিরিশ গুণ ধনী।

ডেনমার্ক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, আয়তনে মাত্র ১৬ হাজার বর্গমাইল, বাঙ্গলাদেশের এক পঞ্চমাংশ মাত্র; কিন্তু এই বর্দ্ধিষ্ণু স্বাধীন দেশের আয়ের শতকরা ৭৬ ভাগ পশুজাত পদার্থ হইতে সম্ভূত। মেকলে তাঁহার ইংলণ্ডের ইতিহাসে দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বসময়ে ইংলণ্ডের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সে সময়ে ইংলণ্ডেও এই ভাবে গোধন অপচয় হইত। শীতের সময় যখন চারিদিক বরফে ঢাকা পড়িয়া কৃষিকার্য্য বন্ধ থাকিত ও ঘাস অপ্রাপ্য হইত, তখন মাংসের জন্য অবাধে গোহত্যা চলিত; কয়েক মাস যাবৎ লোক লবণে জারক মাংসের সাহায্যে প্রাণধারণ করিত এবং ইহার ফলে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইত। কিন্তু গাজর, শালগম প্রভৃতির চাষ প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাবে পশুধ্বংস অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

রাজকীয় কৃষি-কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় আমি জোর করিয়া বলিয়াছিলাম যে, জন সাধারণের স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ, দৈনিক আহার্য্যে দুগ্ধ ও গব্য পদার্থের অভাব। বাঙ্গলার ও ভারত গভর্ণমেণ্টের যে আদর্শ গোশালা আছে, তাহা আমি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। কিসে গোজাতির উন্নতি হয়, দুগ্ধ ও গব্য পদার্থ যথানিয়মে সংগৃহীত ও প্রস্তুত হয়, এইসকল বিষয়ে সাধারণের অজ্ঞতা দূর করাই এই পরীক্ষাগারের কার্য্য। দোহনের পর দুগ্ধ বীজাণুমুক্ত (Pasteurise) করা হয়। গোমূত্র, সিমেণ্টের নালা বহিয়া পাত্রে জমা হয়। চোণায় যথেষ্ট পরিমাণ এমোনিয়া-ঘটিত পদার্থ থাকে, ইহা জমীর উত্তম সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাঠ্যাবস্থায় এডিনবরায় দেখিতাম, কচ গোয়ালা চোনা, গোবর, খড় ও চুণ একত্রে মিশাইয়া মাটীতে পুতিয়া রাখিত এবং কয়েক মাস পরে সার হিসাবে ব্যবহার করিত।

তৈলে ভেজাল আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার আর একটী কারণ; পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে 'ঘানি গাছ' ছিল, কলের তেল বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না। তেল কলের হইলেই যে অশুদ্ধ হইবে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলে নিষ্পন্ন পরিবর্ত্তে এত সম্ভব ও অসম্ভব ভেজাল চলে যে, তাহা না দেখিলে সহসা প্রত্যয় করিতে মন উঠে না। শিমুল বীজ ভেজাল যে একবার কলিকাতায় সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন। আর গ্রামের 'ঘানি' হইতে যে খইল বাহির হইত, তাহা গ্রামের গরুর আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এখন গ্রামের কলু পিতৃ-পিতামহের পেশা ছাড়িয়া চাকরীর উমেদারী করিতেছে, খইলের অভাবে গরু শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে এবং কলিকাতার কলে যে খইল প্রস্তুত হইতেছে তাহা পূর্ব্ব হইতে বারনা হইয়া বরাবর জাপানে চলিয়া যাইতেছে—দেশের গরু অভুক্তই থাকিতেছে।

মেডিক্যাল কলেজের শরীর বিদ্যার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক ডাক্তার ম্যাকে বাঙ্গালীর খাদ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যে শুধু শ্বেতসারের প্রাচুর্য্য থাকে, নাইট্রোজেনের ভাগ এত অল্প যে, তাহাতে দেহ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। শ্বেতসার প্রোটীন, শর্করা, স্নেহ ও লবণ জাতীয় পদার্থের সমন্বয়ে আমাদের খাদ্যবস্তু গঠিত, ইহার মধ্যে শুধু প্রোটীনে নাইট্রোজেন থাকে। খাদ্যের মধ্যে প্রধানতঃ দুগ্ধ, ডিম, ডাল, মাছ ও মাংসে প্রোটীন্ থাকে। দুধের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, ডিম অনেকেই খান না, মাংস কিনিবার শক্তি অনেকেরই নাই। বাকি রহিল ডা'ল ও মাছ। মাছ আমরা বাঙ্গালীরা খাই বটে, কিন্তু অনেক সময়েই শুধু মনকে প্রবোধ দিবার জন্য অথবা সধবার "সধবাত্ব" বজায় রাখিবার জন্য! আসলে অনেক সময়েই একরাশ মশলা, বাটনা ও তরকারীর মধ্যে দুই একখানি ক্ষুদ্র মৎস্যখণ্ডও আত্ম গোপন করিয়া থাকে,

নানান্ কলরন্তের পর আবিষ্কৃত হইলেও শরীর-গঠনের যে বিশেষ সহায়তা করে, তাহা মনে হয় না। কারণ, পরিমাণে তাহা অতি অল্প। মোটের উপর আজকাল কলিকাতার ডোবা ও জল ভরাট করিবার সময় মুন্সিপ্যালে গাড়ী যেমন অনবরত আবর্জ্জনা, রাবিশ ঢালিয়া যায়, অদৃষ্টের বিধানে আমরাও সেইরূপ কোনক্রমে ক্ষুধা-নিবারণের জন্য কচু, ঘেচু যাহা সম্মুখে পাই তাহাই উদরে নিক্ষেপ করি। অবশ্য কচু-ঘেচু আহারে যে উপকার হয়, তাহা পরে বলিতেছি। ইহার ফল হয় এই যে, খাদ্যের অধিক ভাগ শরীরগঠন ও সংরক্ষণের কাজে বড় একটা লাগে না, প্রায় সমস্ত অংশই শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। মেডিক্যাল কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ ডাক্তার কোট্টস বলিয়াছিলেন, "ওজন অনুপাতে বাঙ্গালী খায় অনেক, কিন্তু খাদ্যের অনুপাতে তাহা সারহীন; শরীর বিশেষ কিছুই পায় না। ফলে এ দেশের কোন কোন সহরের ড্রেণের সমস্যা অতি জটিল হইয়া দাঁড়ায়।" এই কারণেই একজন বাঙ্গালী ইংরাজের চেয়ে ওজনে কম হইলেও, তাহার পাকস্থলী আয়তনে ইংরাজের পাকস্থলী অপেক্ষা অনেক বড়। বাল্যকাল হইতেই সারশূন্য অথচ পরিমাণে অধিক খাদ্য দ্বারা পাকস্থলী পূর্ণ হওয়ার জন্য পাকস্থলীর পেশী ক্রমশঃ বিস্তৃত হয় এবং স্বতঃসঙ্কোচ ধর্ম্ম হারাইয়া ফেলে।

মাদ্রাজের কনুর ইনষ্টিটিউটের লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ম্যাক ক্যারিসন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের খাদ্যসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, বাঙ্গালী ও মাদ্রাজীর খাদ্য ভারতের অন্য প্রদেশের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং পাঞ্জাবের খাদ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই দুই প্রদেশের খাদ্যের মধ্যে শ্বেতসার, স্নেহ প্রভৃতি উপাদানের অনুপাতে নাইট্রোজেনের স্বল্পতা বিশেষ হয়; দিনের পর দিন শরীরকে প্রোটিন খাদ্য হইতে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়, আর এই "নাইট্রোজেন অনাহারের" (Nitrogen Starvation) ফলেই এই দুই জাতি সারা ভারতে শীর্ণকায় ও দুর্ব্বল। ম্যাক ক্যারিসন আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, গোদাবরী-বদ্বীপের ন্যায় উর্ব্বর ও শস্যবহুল ভূমিখণ্ডে পর্য্যন্ত দুই চারিজন ব্রাহ্মণ ও সঙ্গতিপন্ন লোক ভিন্ন সকলেরই অবস্থা এইরূপ, এই 'সম্মানিত' ব্যতিক্রমের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, অধিবাসিগণ আহারের সঙ্গে সামান্য একটু গব্য পদার্থ ব্যবহার করেন। সেখানকার চাষীরা আর এক কারণে সহজেই বেরীবেরীতে আক্রান্ত হয়; রাত্রিকালে ভাত ভিজাইয়া সকালে সেই ভাত ভিজান জলে সামান্য একটু লঙ্কা ও লবণ মিশাইয়া তাহারা প্রাতরাশ সমাধা করে; এই জন্য ভাইটামিনের অভাবে সহজেই তাহারা বেরীবেরীর কবলে পড়ে।

তরি-তরকারী, খাদ্যশস্য, দুগ্ধ প্রভৃতির মধ্যে ভাইটামিন নামে এক জাতীয় পদার্থ থাকে। ফলমূলে সাধারণতঃ খোসার মধ্যেই ইহার স্থান, পুরু করিয়া খোসা ফেলিয়া দিলে ভাইটামিনও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। আহার্য্যে যদি শুধু শ্বেতসার, স্নেহ, শর্করা, প্রোটীন প্রভৃতি যথোচিত পরিমাণেও থাকে, তাহা হইলে দেখা যায় যে, পুষ্টিকর আহার সত্ত্বেও শরীর ক্রমশঃ কাহিল (Ricketty) হইয়া পড়ে এবং স্কার্ভি প্রভৃতি রোগে সহজেই আক্রান্ত হয়। কয়েক বৎসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন থাকা প্রয়োজন এবং ভাইটামিন অভাবেই শরীর বেরীবেরীতে আক্রান্ত হয় এবং গঠনোন্মুখ দেহ ঠিক ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না। আমরা সাধারণতঃ যাহাদের "ছাতুখোর খোট্টা" বলিয়া উপহাস করি, তাহাদের ভূষিমিশ্রিত লাল আটার মধ্যে (whole meal) ভাইটামিন যথেষ্ট বর্ত্তমান। তাহাদের ক্রোরপতি পর্য্যন্ত এই জাঁতা-ভাঙ্গা লাল আটা ছাড়েন না। আর আমাদের চাই সাদা ধবধবে ঢেকীছাটা চাউল, সফেদ কলের আটা,—অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়াই যেন আমরা চাউল আর ময়দার মধ্যে যেটুকু সার পদার্থ আছে, তাহাও বাহির করিয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হই। ইহাকে স্বকৃত পাপ ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা ভিন্ন আর কি বলিব?

বাঙ্গালীরা বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মেয়েরা ডিম খায় না; কারণ, জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাই, জীবহত্যা ও ভ্রূণ হত্যা মহাপাপ। কিন্তু হত্যা কি শুধু—ডিমের বেলায়ই হয়, ছাগহত্যায় পাপ অর্শে না? ডিমের অনুভূতি আছে কি না, জানি না, আচার্য্য জগদীশ বলিতে পারেন; কিন্তু

সদ্যছিন্ন ছাগদেহের ও কই মৎস্যের ধড়ফড়ানি দেখিয়াও যে জীবহত্যার বৈরুখ্য মনে আসে না, ইহাই আশ্চর্য্য। খাদ্য হিসাবে মাছ ভাল, কিন্তু তুলনায় ডিম আরও ভাল, ডিমের সবটাই সারবান্ খাদ্যে ভরা। আস্ত মাছের আঁস ও মাথা বাদ দিয়া সাধারণতঃ পঞ্চাশ ভাগ মাছ পাওয়া যায়, মাছের আবার আশী ভাগ জলীয় অংশ, মাছের মোট ওজনের উপর শতকরা দশ হইতে পনেরো ভাগের অধিক খাদ্য-অংশ আমরা পাই না, অর্থাৎ এক সের মাছে প্রকৃত পক্ষে "আসল মাছ" থাকে খুব বেশী হইলে, আধপোয়া। কিন্তু ডিমের শুধু খোসাটি বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহার সবটাই খাদ্য। ডিমের সাদা অংশে বিশুদ্ধ এলবুমিন, হলুদে অংশে লেসিথিন ও হলফোলিপিডিন প্রভৃতি বিশেষ পুষ্টিকর উপাদান থাকে। অনেকের মুখে শুনি যে মুরগীর ডিম না খাইলে নাকি ডিম খাওয়ার ফল হয় না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, সামান্য একটু গন্ধ ভিন্ন হাঁসী ও মুরগীর ডিমে কোন প্রভেদ নাই। উভয়েই শরীরের-পক্ষে সমান উপকারী, খাদ্য হিসাবে উভয়েরই মূল্যই খুব বেশী।

মিঠাই খাওয়া আজকালের দিনে একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; দীনতম দরিদ্রের পর্য্যন্ত মিঠাই না খাইলে সভ্যতা থাকে না। রসগোল্লার আকৃতি ও ক্রমশঃ দেখিতেছি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে, শীঘ্রই দেখিবার জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে। মুন্সীপ্যালিটির নিয়মানুসারে সকল মিঠাইয়ের দোকানে কাচের আলমারী থাকা প্রয়োজন, আইন বাঁচাইবার জন্য একটা আলমারী থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে কাচ অনেক সময়েই থাকে না। রসগোল্লার গামলার মধ্যে মাছি, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি সব রকম রোগবাহী কীটপতঙ্গ আনন্দে সাঁতার দেয়, মাঝে মাঝে দমকা বাতাস একরাশি রাস্তার ধূলা গামলার মধ্যে আনিয়া দেয়—আর কলিকাতায় ধূলাতে কলেরা, বসন্ত, কলেরা হইতে কি রোগের বীজাণু যে নাই তাহা আমি জানি না, আমরা মহানন্দে অক্লেশে সেই মিঠাই ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেছি! যদি কেহ বলেন যে, নিত্য এত রোগের মধ্যে থাকিয়াও আমরা বাঁচিয়া আছি কি করিয়া, তাহা হইলে আমার উত্তর এই যে, বাঁচিয়া আছি নেহাৎ বরাৎ জোরে! বাঁচিয়া না থাকিবার যত রকম চেষ্টা থাকিতে পারে, তাহার কোন টিরই আমাদের ত্রুটি নাই। তবে বাঁচিয়া যে আছি তাহা আমাদের চেষ্টার ফলে নহে, ঘোর চেষ্টার বিরুদ্ধে।

মুড়ি, দই, চিড়া প্রভৃতি অতি সুন্দর জলখাবার; আমি নিজে এই সকল খাবার পাইলে আর কিছু চাহি না। মুড়ি আমাদের দেশী বিস্কুট, ইহাতে খেজুরের আংশিক ভাবে ভোজ্যে পরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে। আমার মতে মুড়ি ও বিস্কুটে কোনই প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু দামে, অথচ সভ্যতার খাতিরে অতিরিক্ত বিস্কুট না দিয়া মুড়ি দেওয়া চলে না; কারণ, মুড়ি দিলে অতিথির অপমান করা হয়। যেখানে চৌদ্দ ছটাক বিস্কুটের দাম আড়াই টাকা, সেই পরিমাণ মুড়ির দাম মাত্র দুই চারি আনা। কিন্তু মুড়ির স্থান এক পদার্থ Puffed rice অর্থাৎ বিলাতি মুড়ি বারো আনা পাউণ্ড কিনিয়া অনায়াসে অতিথির পাতে পরিবেশন করা যাইতে পারে! আমার শুধু দুঃখ হয় যে, প্রতিবৎসর এত ছেলে রসায়ন পড়িতেছে, কিন্তু এই সামান্য সত্যটি বুঝাইয়া দিবার কাহারও সামর্থ্য নাই! তাহার উপর গুড় খাওয়া চলিতে পারে না! কারণ চিনির চেয়ে গুড় সস্তা অথচ গুড়ে ভাইটামিন ও লবণ জাতীয় পদার্থ পুরা মাত্রায় থাকে, চিনিতে একেবারে অবর্ত্তমান। মুড়ি অথবা চিড়ে এবং উত্তম গুড় সহযোগে যে চাকতি প্রস্তুত হয়, তাহা এই বৃদ্ধ বয়সেও অমৃত বলিয়া মনে হয়, অথচ মাণিকতলা অঞ্চলে মুড়ি ও চিড়ার দোকান বাহির করিতে আমাকে হয়রাণ হইতে হইয়াছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের শিবমন্দিরের নিকট একটি ছোট দোকান আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাও চলে বোধ হয় আমার মত দুই পাঁচজন বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়ালের ফলে।

ছেলেবেলায় কোজাগর-লক্ষ্মীপূজার রাত্রিতে দেখিতাম, অতিথিগণের মধ্যে মুগ ও মুটের অঙ্কুর, নারিকেল কোরা, কচি শশা, আখের খণ্ড ইত্যাকার জলপান বিতরণ করা হইত; আজকাল বোধ হয় এ সকল লোপ পাইতেছে। এই সকল জিনিষে ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। নারিকেল সম্বন্ধে আমার মত এই যে, এমন সুখাদ্য বোধ হয় জগতে আর নাই। নারিকেল শাঁসে খাদ্যের উপাদান

প্রচুর পরিমাণে থাকে। টাটকা নারিকেল তৈলে প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিউটিরেক এসিড থাকে তাহাতে অনায়াসে লুচি ভাজিয়া খাওয়া চলে, গরম অবস্থায় কোন গন্ধ থাকে না. আমি রসায়নাগারে স্বয়ং এ সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। নেয়াপাতি ডাবের শাঁসে যথেষ্ট পরিমাণে স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ও উদ্ভিজ এলবুমেন থাকে কিন্তু কলিকাতার সভ্যতা অনুসারে এ যেন পুষ্টিকর খাদ্য নারিকেল জল খাইয়া শেষে ফেলিয়া দেওয়াই রীতি অর্থাৎ বাজে অংশ রাখিয়া সারাংশ ফেলিয়া দিতে হইবে, নচেৎ ভদ্রতা রক্ষা হয় না! আমি জানি' শিক্ষা বিভাগের এক বড় ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর (Clarke) টিফিনের বন্দোবস্ত ছিল শাস জল সমেত শুধু একটি আস্ত নারিকেল!

আমাদের দেশের কেরাণী বাবুদের অনেককেই সকাল আটটার সময় কোন মতে চারিটি আলুভাতে ভাত মুখে গুজিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে দশটায় আফিসে হাজিরা দিতে হয় সুতরাং একটা বাজিতে না বাজিতে অনেকেরই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। এই সময়ে নানাপ্রকার মুখরোচক খাদ্য তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়; লোভে পড়িয়া অনেকেই দুই আনা, চারি আনা এমন কি ছয় আনার পর্য্যন্ত মিঠাই খাইয়া বসেন! কিন্তু এ সব খাদ্য দুষ্পাচ্য ও সারহীন, অধিকন্তু স্বল্পবেতন কেরাণীর আয়ের পক্ষে দুর্ম্মূল্য। আমার মতে কেরাণীবাবুরা যদি এলুমিনিয়মের কৌটা করিয়া এক পয়সার মোটা আটার রুটী, দুই তিনটি সিদ্ধ আলু ও "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হিসাবে কিছু সুগন্ধ গুড় লইয়া যান, তবে অল্প পয়সার মধ্যে পুষ্টিকর জলখাবারের বন্দোবস্ত হইতে পারে। মাঝে মাঝে মুখ বদলাইবার জন্য একটী সিদ্ধ ডিম ও ভিজা ছোলা সামান্য ভাজিয়া লইয়া মুড়ির সঙ্গে খাওয়া যাইতে পারে; এই প্রকার জলখাবার খাইলে শুধু যে পয়সা বাঁচিবে তাহা নহে, স্বাস্থ্যের দিক দিয়াও বিশেষ রকম লাভ হইবে।

এ বিষয়ে যতই ভাবি, ততই দেখিতে পাই যে, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের খাদ্যে প্রোটীন, স্নেহ ও ভাইটামিনের অভাব ছিল না। বিলাতেও ভাইটামিনতত্ত্ব আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে ইংরাজের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ লেটুস্ (বাঁধা কপি শ্রেণীর সব্জী), বিলাতী বেগুণ, লেবু প্রভৃতি থাকিত। আর এখন দেখা যাইতেছে যে, এই সকল তরকারীতে কাঁচা অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ ভাইটামিন থাকে। আমরা এত দিন বিলাতী বেগুণ স্পর্শ করিতাম না, এখন খাইতে শিখিতেছি। প্রায় দুই বৎসর হইল, লণ্ডনের পশুশালার উদ্যানে একটি বর্ষীয়সী মহিলাকে স্ট্রাণ্ডউইচের সঙ্গে একটি বৃহৎ লাল ফল কামড়াইয়া খাইতে দেখিয়াছিলাম; সন্ধের হওয়ার কাছে গিয়া দেখি, মহিলাটি একটি পাকা বিলাতী বেগুণ চিবাইয়া খাইতেছেন। আমাদের সাধারণ তরকারীর মধ্যে মূলা, বরবটী ও পেঁয়াজে যথেষ্ট ভাইটামিন থাকে। দেশী পেঁয়াজ বড় উগ্র, বোম্বাই পেঁয়াজ অপেক্ষাকৃত কম ঝাঁঝাল। পেঁয়াজ আমরা বাঙ্গালাদেশে প্রকাশ্যতঃ খাই না, কিন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ অঞ্চলে ব্রাহ্মণও পেঁয়াজের শ্রাদ্ধ করে, অথচ মৎস্যভোজী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট জল খায় না। ধনের শাক, পুদিনা এই সকলের মধ্যে ভাইটামিন অল্পাধিক পরিমাণে থাকে, সুতরাং তরি-তরকারীর বিষয়ে যদি আমরা সামান্য একটু বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করি, তাহা হইলে আমার মনে হয়, এই অল্প পয়সার মধ্যেই বেশ পুষ্টিকর আহারের বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কেশব একাডেমী মাসে চারি আনা করিয়া লইয়া ছাত্রদের জলখাবারের বন্দোবস্ত করিতেছেন; আশা করি, কর্তৃপক্ষও এই উদ্দেশ্যে কিছু দিবেন। চার আনা বা আট আনায় অবশ্য মিঠাইর বন্দোবস্ত হইতে পারে না কিন্তু অনায়াসে আলুসিদ্ধ, লাল আটার রুটি, নূতন গুড়, ছোলা ও মটর সিদ্ধের ব্যবস্থা হইতে পারে। কলেজের হষ্টেলগুলিতে শুনি, ভাতের পরিবর্ত্তে অন্ততঃ একবেলাও রুটী বা চাপাটী দেওয়া সম্ভবপর নহে। অথচ যেখানে যাই, সেখানেই চা'য়ের ছড়াছড়ি দেখি। প্রায় প্রত্যেক ঘরেই একটি করিয়া প্রাইমাস ষ্টোভে, অষ্টপ্রহর চায়ের জল তৈয়ারী হইতেছে ও 'চা গলাধঃকরণ' চলিতেছে। অতিরিক্ত চা'-পানের ফলে ক্ষুধা মরিয়া যায় ও প্রথমটা কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হইলেও অবশেষে অবসাদ আসে। ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যের এত প্রাদুর্ভাব। শিক্ষিত লোকের অনুকরণে রাস্তার মুটে-মজুর পর্য্যন্ত এই বিষ পান আরম্ভ

করিয়াছে, পথের ধারে সকাল-বিকাল দেখি, অগণ্য স্ত্রী-পুরুষ সতৃষ্ণ নয়নে চা'য়ের আশায় বসিয়া আছে। বোম্বাই সহরেও দেখিয়াছি 'বিশ্রান্তি ভবনে' কেরাণীগণ পেয়ালার পর পেয়ালা চা 'সাবাড়' করিতেছে। এ সর্ব্বনাশী নেশা ভীষণভাবে বিস্তৃত হইয়া পলে পলে জীবনীশক্তির নাশ করিতেছে। অতিরিক্ত চা-পানের বিষময় ফল আমি "চা-পান না বিষ-পান" নীরক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত এম্-ডি মহাশয় আমার মতের পূর্ণ সমর্থন করিয়া আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যেন আমি কলিকাতাবাসী ছাত্রগণের মধ্যে সংক্রামিত চা' ও বায়স্কোপের নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করি। অনেকের ধারণা যে চা' খাদ্যবস্তু; কারণ অতিরিক্ত চা'-পানের ফলে ক্ষুধা সম্পূর্ণ লোপ পায়। বাস্তবিক চা'য়ের শতকরা ৯৮ ভাগ জল, দুই ভাগ মাত্র অন্য বস্তু থাকে। চা'পানে উত্তেজনার কারণ ক্যাফিন্ (Caffeine) নামক উত্তেজক পদার্থের অস্তিত্ব। ক্ষুধা নষ্ট হয় বলিয়া প্রমাণ হয় না যে, উহা খাদ্যবস্তু। তাহা হইলে চার্লস এলিয়টের মত আমাদিগকেও বলিতে হয় "গন্ধিকা নিশ্চয়ই খাদ্যবস্তুর গাঢ় নির্য্যাস; কারণ গন্ধিকার ধূম দিয়া পাকী বেহারারা হ'ন হ'ন করিয়া অনায়াসে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে।"

তাহার পর সভ্যতা বৃদ্ধির আর একটি লক্ষণ, অলিতে গলিতে, কোণায়-কানাচে বর্ষার আগাছার মত রেষ্টোরার (Restaurant) প্রাদুর্ভাব! দরিদ্র পিতা বা অন্য অভিভাবক নিজের অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া বংশের দুলালের শিক্ষার জন্য যে অর্থ পাঠান, তাহার মোটা রকম একটি অংশ এই সকল রেষ্টোরা প্রতিপালনে ব্যয় হয়। আর এই সকল দোকানের খাবার সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। দিনের উদ্বৃত্ত মাংস পরের দিন কিমার আকার ধারণ করিয়া চপের মধ্যে প্রবেশ করে, ঘরিবার উপায় নাই। কোন্ জন্তুর মাংস হইতে চপ, কাট্‌লেট্ প্রস্তুত হয়, তাহা অবশ্য ভোক্তাদের জানা নাই। শুনা গিয়াছিল, উত্তর অঞ্চলের নানজাদা এইরূপ একটি খাবারের দোকানদার চপে কুকুরের মাংস দিয়া মাইনের জালে ধরা পড়িয়াছিল। মোটের উপর, সাধারণ ছাত্রের বিলাস ব্যসনে যে অপব্যয় হয়, তাহা যদি পুষ্টিকর খাদ্যে ব্যয় হইত, তাহা হইলে বোধ হয় বাঙ্গালী ছাত্রের স্বাস্থ্য অন্যরূপ দাঁড়াইত। ৭।৮ টাকা জোড়ের জুতা ব্যবহার করিলে ছাত্রমহলে নাম থাকে না। চুল কাটিবার সেলুনে ক্ষৌরী না করিলে আদব-কায়দাদুরস্ত হয় না, সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার থিয়েটার না দেখিলে "অজ পাড়াগেঁয়ে" নাম অনিবার্য্য; বাঙ্গালী ছাত্রকে অগত্যা "পেটের উপর বাণিজ্য" করিতে হইতেছে। শরীরের সকল অবয়বের মধ্যে পাকস্থলীতে ফাঁকি দিয়াও বাহিরের চাকচিক্য বজায় রাখা যাইতে পারে? ডাইংক্লিনিং দোকান হইতে ধোপদোরস্ত পোষাকে দেহ আবৃত করিয়া, মুখে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া দক্ষিণহস্তে রিষ্ট ওয়াচ লাগাইয়া হাল ফ্যাসানের বাঙ্গালী ছাত্র "উন্নতির পথে" দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এ উন্নতিতে বাদ সাধিতে যায় কাহার সাধ্য? এই ছাত্রসমাজই বৃহত্তর সমাজের মেরুদণ্ড, কিন্তু মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরিলে সমাজ কয়দিন টিকিবে?

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, দারিদ্র রোগক্লিষ্ট বাঙ্গালী জাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। সকাল-সন্ধ্যা সকলের ঘি, দুধ মাখন জুটিবে না, ইহা নিশ্চিত। তথাপি দুঃখ এই যে অনায়াসলভ্য সাধারণ খাদ্যের মধ্যেও যাহা সারবান্, তাহাও আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং সারবান্ খাদ্যের সারাংশ ফেলিয়া দিয়া ছাঁকে অংশ গ্রহণ করিতেছি। আমি অনুরোধ করি যে, সকলেই যেন খাদ্যসম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখেন এবং প্রয়োজন হইলে ব্যয়বাহুল্য না করিয়াও চিরাচরিত প্রথার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া খাদ্যের উৎকর্ষ-সাধন করেন। (বসুমতী)

স্ত্রীশিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তন

শ্রীমতী করুণা দেবী।

আমাদের দেশে নারী আন্দোলন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে নারী অপেক্ষা পুরুষই বেশী। তার কারণ, পুরুষই বেশী শিক্ষিত; নারীশিক্ষা প্রায় ব্রত উপবাস পর্য্যন্ত শেষ। এর ফলে স্ত্রীশিক্ষা এদেশে বেশীদূর অগ্রসর হয় নি; পুরুষের যথেষ্ট আগ্রহ সত্ত্বেও নারীরা যেমন তেমনি অন্ধ হয়ে রয়েছে। আর, নারীর অশিক্ষার জন্ত দেশের জাতীয় অভ্যুত্থানও বাধা পেয়েছে যদিও তা অলক্ষিত ভাবে; ছেলেমেয়েকে জাতির সেবায় নিযুক্ত করতে মায়ের দল ভয়ে চমকে যান; জাতির এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের অনুরোধে নিজের পরিবারের স্বার্থ বলি দিতে স্ত্রীরাই বেশী নারাজ।

আসলে, আমরা স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ আমদানি করেছি বিদেশ থেকে বলেই এই বিভ্রাট। আমাদের দেশের মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় না যেমন পাশ্চাত্য দেশে চায়। ওদেশে গত মহাযুদ্ধের পর থেকে পুরুষের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশী হয়ে পড়েছে; অথচ একজন পুরুষের একাধিক বিবাহ করার আইন নেই—তাতে বাধ্য হয়ে অনেক মেয়েকে পুরুষ সাজতে হয়। আমাদের দেশের মেয়েরা আজও গৃহস্থালীতেই সন্তুষ্ট; ঘরের বাইরে তারা কমই আসতে চায়। বাইরের অবস্থার চাপে অথবা অনুকরণের মোহে তাদের স্ত্রীস্বভাব এখনও একেবারে নষ্ট হয় নি।

বিলাতী ইস্কুলের আদর্শে মেয়ে ইস্কুল এদেশে অনেক হয়েছে বটে; কিন্তু দেশের জনসংখ্যার তুলনায় তা পর্য্যাপ্ত নয়। তাদের উন্নতিও তেমন দ্রুত হচ্ছে না। এর জন্তে অবশ্য কেউ কেউ দেশকে কেবল গাল দিয়েই নিশ্চিন্ত। কিন্তু সত্যি কি এর মানে নেই? দেশের লোকে যদি ইংরেজী ধরণে মেয়েকে শিক্ষা দিতে না চায়, তাতে তার পক্ষে কিছু বলবার নেই কি?

প্রথম, এদেশে মেয়েদের শিক্ষা দিতে বসে আমরা পুরুষদের মত ক'রে খসড়া তৈরী করি,—যেন পুরুষদের মত মেয়েরাও আজীবন লেখাপড়া চর্চ্চা করবার সুযোগ পাবে। যদিই কোন মেয়ে নিতান্ত কুমারী বা বিধবা থাকতে রাজী হয়, তা হলে সে হয়ত ইচ্ছা করলে চিরজীবন জ্ঞানের সাধনা করতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ কোন মেয়ে তা চায় না; আগে বৌ পরে মা—সব মেয়েই হতে চায়। ছেলেবেলাকার পুতুলখেলা থেকে এই ইচ্ছার অঙ্কুর দেখা দেয়। প্রাণী এবং যৌনতত্ত্ববিদও বলেন, মেয়েদের মনের এই ইচ্ছা স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের মেয়েকে শ্বশুরঘর করতে হয়; য়ুরোপের মেয়েকে তা করতে হয় না (অন্ততঃ তেমন ভাবে নয়)। এদেশের শ্বশুর শাশুড়ী ছেলের বৌকে নিজেদের হাতে গড়া দেখলেই সুখী হন; বৌএর হাল চাল তাঁদের বাড়ীর থেকে আলাদা হলে সহ্য করতে পারেন না। এই কারণে মেয়ের বাপের বাড়ীর শিক্ষা-দীক্ষার অনেকখানি মিল থাকা চাই; নইলে মেয়েকে শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে পদে পদে প্রতিহত হতে হয়—দুদিনে তার জীবন দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে।

এই দুই কারণে, এদেশের কুমারী শিক্ষার ব্যবস্থা খুব সংক্ষিপ্ত এবং মোটামুটিভাবের হওয়া উচিত। এ দেশে মেয়েদের বিয়ে হয় সাধারণতঃ বার থেকে চোদ্দ বছরের ভেতর; এই বয়সের মধ্যে তাদের লেখাপড়া এক রকম শেষ করা দরকার। আর সেই লেখাপড়া এমন হওয়া চাই, যা জীবনের নিত্যকার আদান প্রদানে কাজে লাগে, সকল গৃহস্থের ঘরেই যার সমান আদর হয়। এখন ধরে নেওয়া যাক যে পাঁচ ছ'বছর বয়সে মেয়েদের হাতে খড়ি দেওয়া হয় এবং ন বছর বয়সের মধ্যে তার বর্ণশিক্ষা তৃতীয় ভাগ আর তার সঙ্গে ধারাপাতের শতক ও নামতা সারা হয়ে যায়। তা হলে বাকী আর চার পাঁচ

বছরে এই কটী বিষয় মেয়েদের অনায়াসে শিখিয়ে দেওয়া যায়, যথা—

বিষয়	পাঠ্যপুস্তক
১। গৃহস্থালী বিদ্যা (২ মাস)—	'গৃহশ্রী' 'বরেন্দ্ররন্ধন' প্রভৃতি।
২। স্বাস্থ্যবিদ্যা (১মাস)—	'স্বাস্থকথা', 'শিশুপালন, 'প্রসূতি পরিচর্য্যা' প্রভৃতি।
৩। ভারতবর্ষের ইতিহাস (৪মাস)—	'ইতিহাসের গল্প' 'রাজা-বাদশা' 'কেল্লাফতে', 'মোগলবিদুষী' 'ভারতীয় বিদুষী' প্রভৃতি।
৪। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের বিবরণ (৩ মাস)	—ভ্রমণ কাহিনী।
৫। পাটীগণিত (৬ মাস)—	যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ হইতে ভগ্নাংশ ও দশমিক পর্য্যন্ত।
৬। ধর্ম্মকথা (৪ মাস)—	রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী ও গীতা (বাংলা অনুবাদ)
৭। বাঙ্গলা সাহিত্য (১২ মাস)—	'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'শিশু' 'শিশু ভেলানাথ', 'একতারা' (কুমুদ মল্লিক) ও প্রসিদ্ধ নভেল দু'একখানি যথা—'সংসার', 'আনন্দ মঠ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি।
৮। বিজ্ঞান (১২ মাস)—	জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহনক্ষত্র', 'মাছ, ব্যাঙ, সাপ', 'গাছপালা' ইত্যাদি।
৯। সংস্কৃত স্তোত্র (২ মাস)—	'সাধনা' (সারদেশ্বরী মঠ হইতে প্রকাশিত)

এর উপর ইংরাজী সংস্কৃত বা গীতবিদ্যা শিখবার বা শেখাবার ইচ্ছা থাকলে বিয়ের পর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। কারণ উভয় ভাষা শিক্ষাই বড় দুরূহ ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার; গীতবিদ্যাও বড় সহজ নয়, গানের দিকে ঝোঁক না দিলে অল্পবয়সে গান শেখা অসম্ভব। মেয়েকে তাই কি রকম স্বামীর ঘর করতে হবে সেই বুঝে দেখতে পারা যায়। তবে বিবাহের পরে এই শিক্ষার ভার শ্বশুর বাড়ীর ওপরেই দেওয়া উচিত; যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে খুব কম শ্বশুর বাড়ীর লোকেই বৌএর লেখাপড়া শেখাকে সুনজরে দেখে। কিন্তু ইংরাজী সংস্কৃত বা গান না শিখলেও শিক্ষার বিশেষ অঙ্গহানি হয় না। ছেলে মানুষ, করে' তুলতে নারীর পক্ষে এ জ্ঞানই যথেষ্ট।

কোন মেয়ে ইস্কুলেই কিন্তু মেয়ের চোদ্দ পনর বছর বয়সের মধ্যে এই অত্যাবশ্যক বিষয়গুলির মোটামুটি জ্ঞান দেওয়ার ব্যবস্থা করে না। ফলে, মেয়েরা ইস্কুল থেকে শ্বশুর বাড়ীতে ঢুকে দেখে তার ইস্কুলের শিক্ষার সঙ্গে শ্বশুর বাড়ীর কর্ত্তব্যের সম্পর্কমাত্র নেই; শ্বশুর বাড়ীতে তাকে হয় লেখাপড়ার অভ্যাস ছাড়াতে হবে নয় শ্বশুর বাড়ীর কাজকর্ম্ম থেকে দূরে সরে দাঁড়াতে হবে। ইস্কুলের ব্যবস্থায় মেয়েদের ইংরাজী সংস্কৃত বাংলা প্রভৃতি ভাষা-শিক্ষার দিকে ঝোঁক দেওয়া হয় বেশী; অঙ্কের দিকে কতকটা অনর্থক নজর দেওয়া হয়, সংসারের কাজে অতটা অঙ্কের দরকার কোনকালেই হয় না। এই কারণে ইস্কুল পড়া মেয়ের সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা বিরোধী হয়ে থাকে।

ইস্কুলে পড়া মেয়েরা প্রায়ই দেশীয় রীতিনীতির ধার ধারে না ও বিলাতী কেতাবের জ্ঞানেই তারা মসগুল থাকে। শ্বশুর বাড়ীর শিক্ষালীক্ষাকে যদি সে সম্ভ্রমের চোখে দেখে, তবেই শ্বশুরঘর সুখের হয়; নইলে তার বিলাতী নকল আদর্শ বজায় রাখবার জন্যে তাকে আলাদা সংসার পাততে হয়। সেই জন্যে একদিকে যেমন ইস্কুলে পড়া মেয়েকে কখন অশিক্ষিত ঘরে বিয়ে দিতে নেই; অন্যদিকে তেমনি শিক্ষিত স্বামীর উচিত বৌকে তাদের বাড়ীর আদর্শে শিক্ষা দেওয়া।

যারা ইস্কুলে কোনকালে পড়েনি, তাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা তাদের স্বামীদের হাতে। শ্বশুর শাশুড়ী এ বিষয়ে উদাসীন; তাঁরা যে সময়কার মানুষ তখন শিখবার বিষয় এত ছিল না, তখন অল্প জ্ঞান নিয়েই দুনিয়ার দিন গুজরান চলত। তাঁদের মতামতের অপেক্ষা না রেখেই তাই বৌএর শিক্ষায় স্বামীদের এগিয়ে পড়া মন্দ নয়। আমাদের দেওয়া ওপরের খসড়া মত কটি বিষয় শেখিয়ে দিয়ে, তার উপর রোজ খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাসটি তৈরী করে দিতে পারলেই বৌকে নব্যশিক্ষিত বলা চলবে, মূর্খ নাম তার ঘুচে যাবে।

এই ভাবে বয়স্কা ও বিবাহিতা মেয়েদের শিক্ষা না হয়ে শুধু ইস্কুলের দোহাই দিতে থাকলে স্ত্রীশিক্ষা কোন দিন যথেষ্ট এগোবে না। কারণ পুরুষ যেদেশে শতকরা নব্বই জন নিরক্ষর সেদেশে নারীর শিক্ষার জন্যে কে কত মাথা ঘামাবে? বরং শিক্ষিত ঘরের সবাই সমান শিক্ষিত হলে অন্ধকার দেশের মধ্যে সেই হবে একটি আলোর ঘাটি! নব্যশিক্ষার পরিপূর্ণ আদর্শ হয়ে এক একটি পরিবার তখন দেশের বাণীকে সার্থক ও সফল করে তুলবেন; লোকে তখন দেখতে পাবে শিক্ষায় সমাজের কি কল্যাণ।

মুক্তি

শ্রীপঞ্চানন সিকদার।

[ইংরেজী কবিতার ভাবানুসরণে বালকের রচনা]

চাই আমি সে জীবন, বহে যাহা অনুক্ষণ,
নদী সম কূল কূল নাদে —
সংসারের কোন বাঁধা, দিতে নাহি পারে বাধা,
ছুইয়া না পড়ে অবসাদে।

আরাম বিলাসে মম, কিংবা খাদ্য অনুপম
কিছুতেই প্রয়োজন নাই।
প্রিয়তম বন্ধু-ভ্রাতা, গুরুজন মাতা পিতা
কাকেও না চাই মোর ঠাঁই।

নির্ম্মল আকাশ গায়, তারাগুলি শোভা পায়,
তারি তলে রচিয়া বিছানা—
একাকী আপন মনে, খেলিব চন্দ্রমা সনে,
ওইগুলি হইবে খেলানা।

অনন্ত ও মুক্তাকাশে, ওই যে বিহঙ্গ ভাসে,
বল দেখি কত সুখী ওরা—
কিছুরই ভাবনা নাই, ধারে নাত কারো ঠাঁই,
কাজ শুধু উড়ে উড়ে ঘোরা।

কিন্তু এই পৃথিবীতে, দেখ চাহি চারি ভিতে,
অগণিত মানবের দল—
কল আর কারখানা, নিষেধ, বিচার মানা,
পদে পদে বন্ধন কেবল!

থাকুক উহারা সুখে আমি চাই মুক্তবুকে
উড়িবারে বিহঙ্গের ন্যায়—
স্বাধীন জীবন চাই, স্বাধীন মরণ চাই
রহিব না অবোধের প্রায়।

আলেয়ার আলো

শ্রীমতী শান্তিলতা দেবী।

ভগবান যা'কে বঞ্চিত করেন তা'কে কি এমনি ক'রেই করেন? আঁধারের সঙ্গে আলোর সমাবেশ আছে বলেই তো লোকে বেঁচে আছে?

জীবনের আলো ফুরিয়ে গিয়েছে আমার সম্পূর্ণ অলক্ষিতে! শুধু আঁধারটাই আমাকে পেয়ে বসেছে! আঁধার আঁধার ক'রেই যদি জীবনটা এমন হাপিয়ে উঠ্‌বে, তবে আমার মত হতভাগাকে সৃষ্টি ক'রে ভগবানের করুণ হৃদয়ের পরিচয়টা অত ক'রে না দিলেই কি চল্‌ত না?

• • • •

লোক-মানব-সমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ রাজপথ।

জীবনের কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথে একটানা স্রোতের মতই উদাস দৃষ্টিতে চলেছি। হঠাৎ পাশের বাড়ীর ফুল-বারান্দা থেকে এক তরুণী জিজ্ঞাসা করে—"কে গো তুমি? কি চাও?"

অন্যমনস্কভাবেই উত্তর দিলাম—"জীবন-পথের সুখ-দুঃখের সাথীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দিতে পারবে?"

তরুণী তো অবাক! বল্লে—"সন্ধান বলে দাও, সংগ্রহ ক'রে আন্‌ব।"

মুখখানা পরিচিত বলেই মনে হ'ল.....কিসে তেষ্টায় শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছিল। লাইট পোষ্টে কোন গতিকে ঠেস্ দিয়ে তরুণীর কথার উত্তর দিতে যাব, হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে' গেলাম। তারপর আর কিছুই জানিনা.....

• • • •

আনন্দের আভাস পেয়ে অন্তর-দেউলের শূন্য প্রদীপ সকলের যেরূপ জ্বলে' থাকে, আমারও ঠিক তেম্‌নি একদিন জ্বলে' উঠেছিল। আমার অন্তরের আঁধার কোণে সে আলোর 'রেখা পড়ে' আমার অন্তরের সমস্ত হারাণ আনন্দটুকু আবার যেন ফুটে উঠ্‌ল! তরুণীর চোখে মুখে সে আলোর 'রেখা পড়ে' তাকেও যেন উদ্ভাসিত ক'রে তুল্‌ল। আনন্দের স্রোতে আমরা দু'জনেই ভাস্‌তে লাগ্‌লুম। কিন্তু তখন তো বুঝ্‌তে পারিনি যে, এ ঠিক নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকের দীপ-শিখার মতই তার স্বরূপ দেখিয়েই চলে যাবে।

• • • •

বহুদিন তার সন্ধানে ঘুরেছি—কিন্তু তার দেখা পাইনি।

আমি তাকে ভালবেসেছিলুম। কিন্তু ওগো, কেমন ক'রে বুঝাব সে কেমন ভালবাসা? অন্তর দিয়ে যা' অনুভব করা যায় ভাষায় যে তা' ব্যক্ত করা যায় না! তাই যদি হ'ত তবে এ নিরাশার বাষ্পে-ভরা জগদ্দল পাথর-খানা বুকের উপর থেকে সরিয়ে ফেলে বুকটা হাল্‌কা ক'রে তোমাদের দেখাতে পারতুম। তোমরা হয়তো বল্‌বে, তবে জেনে শুনেও এ পাগলামি কেন বাপু? কাগজের বুকে দু'চারটী কালির আঁচড় কাট্‌লেই কি প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে ভালবাসা দেখান হয়? তা হ'লে অন্তরের অনুভূতিরই বা এত মূল্য কেন?

খাঁটি কথাই বটে। কিন্তু মন যে অত সোজা যুক্তি মেনে নিতে চায় না। আমি শুধু বুঝি, এ দুনিয়ায় কারণ অকারণেই সব কিছু ঘটে না, যুক্তি অযুক্তির বিচারেও কিছু হয় না। তা হ'লে যে মানুষ মুরুব্বি হ'য়ে তার আত্মীয়ের শোকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"কেঁদে আর কি হবে? যে চিরদিনের তরে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে তাকে তো আর কাঁদলে পাওয়া যাবে না"—সেই মানুষই আবার হয়তো তার প্রিয়জনের মৃত্যুতে পূর্ব্বকার সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে নিজেই আবার কাঁদতে বসে! কেন? এ 'কেন'র উত্তর কি তোমরা কেউ দিতে পারবে?

• • • •

আমি তার প্রেমে পাগল!

দুনিয়ার পুঞ্জিভূত বেদনা বুকের মাঝে চেপে ধ'রে রোজই যেমন যাই আজও তেম্‌নি সব-বাঁধন-হারার প্রায়

রাজপথ দিয়ে চলেছি। লোরেটো স্কুল ও বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ী দুটো পাশ কেটে চলে গেল। হাঁ ক'রে সেই দিকেই তাকিয়ে আছি—যদি তার সন্ধান পাই। আর একটু হ'লেই চাপা পড়েছিলুম আর কি!

তোমরা হয়তো বল্‌বে তুচ্ছ একটা নারীর জন্য ইচ্ছা ক'রে নিজের জীবনটাকে বিপন্ন ক'রে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিতে যাওয়াই বা কেন বাপু? কথাটা ঠিকই বটে। আমিও যে তোমাদের মত সে কথা একদিন বুঝ্‌তাম না, এমনও নয়;—কিন্তু কি জানি কেন, মন যে এতটা জেনে শুনেও মৃত্যুকে আঁকড়ে ধরে শান্তি পেতে চায়! ওগো, এ চাওয়া যে কি জন্য, সে কথা তো তোমাদের বুঝাতে পার্ব্ব না! শুধু এইটুকুই বল্‌তে পারি যে, তোমাদের ভিতর পাওয়ার-আনন্দটাকেই যে আমার মত বড় ব'লে জান্‌তে চেয়েছে—সে-ই বুঝ্‌তে পার্ব্বে। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে—আমি তাকেই জানি। আমার এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর দুই চোখ দিয়া যখনই কোন গৌরভরী দেখেছি, তখনই—প্রতি রেখা, প্রতি ভঙ্গীতে আমি তাকেই দেখেছি! তারই মুখখানি, তারই চাহনিটুকু, তারই গতিভঙ্গীখানি মিলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। ওগো, এত জেনে শুনেও কি তোমরা বল্‌তে চাও, যে, এ জীবনটাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিতে যাই কেন?

• • • •

রোজই যেমন চলি, আজও তেমনি রাজপথ দিয়ে চলেছি। দিনে নয়—রাতে।

হঠাৎ বড় বৃষ্টি যেন ব্যথিত বিরহীর চাপা কান্নার মত হু হু ক'রে আকাশ ভেঙে ঝাপিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! ক্রমাগত চল্‌তে চল্‌তে অবসন্ন দেহে কখন যে গঙ্গার ঘাটে এসে পৌঁছেচি—জানি না! সামনে একটা শান-বাঁধানো ঘাটের উপর বসে নারীজীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সম্বন্ধেই চিন্তা করছিলাম। রাত্রের ঘন অন্ধকার পৃথিবীর বুক থেকে আস্তে আস্তে বিদায় গ্রহণ করেছে মাত্র। সামনে একটা ভিড়ের আড়াল থেকে কোন্ এক পুত্র-শোকাতুরা জননীর মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদ বাইরের ধম্‌কা হাওয়ার আমার কানে ভেসে এল। আর—আর ওকি?.....এক শুভ্র-বসন-পরিহিতা সদ্য-বিধবা নারী—আমার হৃদয়-রাণী, তার ইহজন্মের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা পূত গঙ্গার জলে ধুয়ে ফেলে দিয়ে প্রভাতের অরুণ আলোকে হৃদয় বিদারক হাহাকার কর্‌তে কর্‌তে আমারই অতি নিকট দিয়ে ব্যথিত হৃদয়ে চলে যাচ্ছে! ওঃ, কি নিদারুণ দৃশ্য সে!

এক নিমিষে সমস্ত পৃথিবীটা যেন আমার পায়ের নীচে থেকে সরে গিয়ে মাথাটা ঝিম্‌ ঝিম্‌ কর্‌তে লাগল! মনে হ'ল, দৌড়ে গিয়ে তাকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে বলি, —"ওগো, আমার সন্ধ্যা-গগনের তারা!—অতি বড় ভালবাসা জনের হাতের দেওয়া ব্যথার নিষ্ঠুর আঘাত যে তোমাকে আজীবন সহ্য করতে হবে। বাইরের লোক-চক্ষুর গোচরে এনে তার পবিত্রতার হানি ক'রো না।" কিন্তু পারলাম না!

নিদ্রাহারা রাতের অবসন্ন মাথাটার ভিতর সমস্ত দুনিয়াটা যেন ঘুর্‌তে লাগ্‌ল, মস্তিষ্কের ভিতর কি একটা তীব্র উত্তেজনা ঘুরপাক খেতে লাগ্‌ল—আর সেই সঙ্গে একটা হঠাৎ-পাওয়া নিদারুণ-বেদনা-ময় করুণ দৃশ্যের আঘাতে কে যেন আমার সমস্ত শরীর ভেঙ্গে গুঁড়া ক'রে দিচ্ছিল! নিজেকে সাম্‌লাতে না পেরে হঠাৎ টাল খেয়ে প'ড়ে গেলুম!...

• • • •

যখন জ্ঞান হ'ল, তখন চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই,—আমি একা। অবসন্ন দেহটার উপর কোন গতিকে ভর দিয়ে আমার এ ভাঙ্গা বুক নিয়ে দিনের শেষে আবার আমার সেই বিজন কুটীরে ফিরে এলুম। চাঁদ উঠেছে, তাই আর প্রদীপ জ্বাললুম না। আর জ্বেলেই বা কি হবে? সামান্য দীপ শিখার ঐ ক্ষীণ আলোর রশ্মিটুকুই কি আমার বুকভরা এই অন্ধকার-রাশি দূর ক'রে দিয়ে তার নিজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পার্ব্বে? আর পার্লেও তো আমি তা' চাই না। আমি চাই শুধু অন্ধকার! ওগো আমার অন্ধকার, আর তোমায় তাড়াব না! আজ হতে তুমিই আমার সাথী, তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার ভাই!

আজ কেবলই ভাবি, কেন ঐ আলোর সন্ধানে এতদিন পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ঘুরে মরলুম!

দন্ত রক্ষা

অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা।

স্বভাবের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা দিন দিন ক্ষীণবল এবং আয়ুহীন হইতেছি। দেখিতে দেখিতে দাঁতের বিষয় লইয়া মহাচিন্তা উপস্থিত। দাঁতনড়া, দাঁতব্যথা, জল লাগিলেই দাঁত কনকনানি—যাবতীয় কষ্টদায়ক উপসর্গ উপস্থিত। নানা অনিয়মে ক্ষীণদেহে সহ্য করিবার শক্তিও কম হইয়া আসিয়াছে। ঔষধ প্রয়োগ এবং নিয়ম পালন দ্বারা দাঁত শক্ত করা অপেক্ষা দাঁত ফেলিয়া দেওয়াই অধিকাংশ লোকে এখন সঙ্গত মনে করে—হইতেছেও তাহাই। প্রায়ই এখন নকল দাঁত লাগান লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

দাঁত খারাপ হইবার নানা কারণ—শরীরে চূণ জাতীয় পদার্থের আবশ্যক পরিমাণের অভাব, ম্যাণ্ডবিশেষের কার্য্য-অক্ষমতা, আহারে অবিচার এবং ক্ষীণ হজম শক্তি। মোটকথা স্বাস্থ্যহীনতাই প্রধান কারণ; সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে মঞ্জন, টুথপেষ্ট, টুথব্রাস ইত্যাদি বাহ্য ব্যবস্থা দ্বারা বাহ্যিক কতক গুলি কারণ দূরীভূত হইতে পারে মাত্র।

দন্তরক্ষার জন্য কেবল টুথপেষ্ট বা টুথ পাউডারের উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না। বাহ্যিক ব্যবস্থাগুলিকে একেবারে অবহেলা করিলে চলিবে না। এই জন্য বাহ্যিক কারণগুলি দূরীভূত করিবার প্রণালীর আলোচনা করা যাইতেছে।

আহারের সময় দাঁতের উপর, দাঁতের পাটির মধ্যে মধ্যে বাড়ীর ভিতরে খাদ্য দ্রব্যের কণা প্রবেশ করে। এইগুলিকে পরিষ্কার না করিলে, ঐ সব ক্রমশঃ পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া দাঁতের গোড়া ফাঁক করিয়া দেয় এবং নানা প্রকার দূষিত এসিড উৎপাদন করে। এই উৎপাতের হাত হইতে দাঁত রক্ষা করিতে হইলে নিম্ন লিখিত প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে।

(১) প্রত্যেকবার খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পর প্রথম মুখ বেশ ভাল করিয়া ধুইতে হইবে। তারপর খড়িকার দ্বারা দাঁতের ফাঁকের ভিতর হইতে ঐ খাদ্যকণাগুলি সদ্য সদ্যই বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। অতি সূক্ষ্ম কণা অনেক সময় থাকিয়া যায়। গরম বা ঠাণ্ডা জলের সহিত নুন দিয়া বেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ কুলকুচা করিলে সূক্ষ্মতম কণা গুলির বিষোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আজকাল চিকিৎসকগণ বহু গবেষণার পর আমাদের সেই প্রাচীন অভ্রান্ত মীমাংসায়ই উপনীত হইয়াছেন 'দাঁতে নুন'। আশা করি দেশবাসী বিশেষতঃ চিকিৎসকগণ আয়ুর্ব্বেদের নামে শিহরিয়া না উঠিয়া, দেশের সুচিন্তিত চিকিৎসা প্রণালীর গবেষণায় মনোযোগী হইবেন।

এখন কথা হইতেছে, আলস্য ত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যেক বার খাদ্য গ্রহণের পরই মুখ বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। অবশ্য বিষাক্ত এসিড, কণা হইতে সদ্য সদ্যই উৎপন্ন হয় না, বা খাইতে না খাইতেই কণাগুলি পচিয়া, ফুলিয়া দাঁতকে বিপন্ন করে না, কিন্তু মুখ ধোয়া এবং দাঁত পরিষ্কার করা বিষয়ে অবহেলা হইতেই যে দাঁতের অনেক অনিষ্ট হয়, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(২) দাঁতন, দাঁত-মাজন—নিম, বকুল, শেওড়া, আসশ্যাওড়া, আম—ইত্যাদির দাঁতন বিশেষ উপকারী। শুষ্ক অপেক্ষা কাঁচা দাঁতন ভাল, টুথব্রাস তেমন হিতকর নহে। ইহার রোম অনেক সময় দাঁতের গোড়াকে বিষাক্ত করে, ভাল করিয়া ধুইয়া, জল ঝাড়িয়া না রাখিলে, ঐ রোমগুলি পচিয়া দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত হয়; আবার দাঁত বুরুস করিবার সময় রোম হঠাৎ পেটে গেলে কঠিনব্যাধি হয়। দেশে উৎকৃষ্ট দাঁতন থাকিতে এ বিপদের মধ্যে কেন যাইব? বিনা বিচারে, ডাক্তারগণ দেশবাসীকে টুথব্রাস ব্যবহারের উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বিপন্ন করিয়াছেন, আজ গবেষণার পর আবার তাঁহাদের মতের পরিবর্ত্তন

সুরু হইয়াছে। দেশবাসী এখন দেশী প্রথালীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবেন, আশা করা যায়।

বিলাতি এবং বিলাতি ধরণে তৈয়ারী দাঁতের মাজন অতিশয় মোলায়েম এবং মিহি; উহার ঘর্ষণে, দাঁতের ময়লা দূর হয় না। এইজন্য সিন্ধুর শুষ্ক এঁটেল মাটী, খড়ির গুঁড়া এবং আয়ুর্ব্বেদীয় অন্যান্য দাঁতের মাজন উৎকৃষ্ট। ঘসিবার সুবিধা হয় না বলিয়া অনেকে বালি, বা কাঠকয়লা দ্বারা দাঁত মাজেন, কিন্তু ইহার কণা অত্যন্ত শক্ত; ইহার দ্বারা দাঁতের উপরের পালিস নষ্ট হইয়া দাঁত নরম হয়, এইজন্য শাস্ত্রে বালি এবং কয়লা চূর্ণ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

এখন আমাদের পুরাতন কথাগুলি একবার মোটামুটী আলোচনা করিব। পাঠকগণ ধীরভাবে বিচার করিয়া যাহাতে কল্যাণ হয় তাহাই করিবেন।

(১) শিশুদের দাঁত উঠিবার সময়েই চুষীকাঠী দেওয়া উচিত। শক্ত জিনিষ কামড়াইতে কামড়াইতে দাঁতের উপরের চামড়া কাটিয়া যায় এবং দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়।

(২) বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই মুখ ভাল করিয়া ধোয়া এবং দাঁতের ভিতরের কণা বাহির করিয়া ফেলা উচিত।

(৩) প্রত্যহ নুন দিয়া দাঁত মাজা, নুন জল দিয়া কুলকুচ করা—গলনালী পর্য্যন্ত ধোয়া আবশ্যক।

(৪) যাহাতে ভাল হজম হয়, সেই বিষয় লক্ষ্য রাখা।

(৫) আহারের পর বিশেষতঃ রাত্রিকালে ভোজনের পর দাঁতের ভিতরের কণা বাহির করিয়া, দাঁত সাফ করিয়া শয়ন করা দরকার।

(৬) আহারের পর হরিতকী, আমলকী ইত্যাদি কষায়রস দ্রব্য দ্বারা ছাত্রগণ এবং ঐ সহ বা পান চিবাইয়া গৃহস্থগণ রস খাইবেন; ইহা দ্বারা দন্ত রক্ষা এবং হজমের সাহায্য হইবে।

(৮) পান বা মসলা চিবাইয়া রস পান করিয়া, ছিবড়া ফেলিয়া দেওয়া এবং কুলকুচা করা উচিত। নচেৎ সুপারী এবং মসলার কণা খয়ের চুণের দাগ, দাঁত নষ্ট করিবে)

(৯) সিগারেট, নোক্তা, গুড়ি, জরদা সুরতি এবং চা পান ত্যাগ।

শুভ্র শঙ্খবৎ মুখের শোভা বৃদ্ধি করে, খাদ্যদ্রব্য চিবাইতে সহায়তা করে। স্বাস্থ্যের অন্যতম লক্ষণ সাদা দাঁত, ভদ্র তারও ইহা এক প্রধান লক্ষণ।

নানাকথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী-বৃত্তি

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ আই-এই, আই-এস-সি পরীক্ষায় মিলিত জলে মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছেন। ১৯২১ সালের ১লা জুন হইতে দুই বৎসর এই বৃত্তি প্রদত্ত হইবে—

চামেলি দত্ত	বেথুন কলেজ
বীণা দাস	ঐ
নলীবালা দত্তগুপ্তা	ঐ
লক্ষ্মীরাণী লাহিড়ী	ঐ
অমলপ্রভা দাস	বেথুন কলেজ
সুহাসিনী দত্ত	ঐ
অমিতা দত্ত	সিটি কলেজ
অঞ্জলি দাস	ডায়োসেসন কলেজ
সরস্বতী দত্ত	ঐ
মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
জোয়ান হাওয়ার্ড	নন্‌কলেজিয়েট (লাবেটোহাউস)
এনা লবেজ	ঐ
প্রণতি রায় চৌধুরী	ঐ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী-বৃত্তি—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ সনের ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বৃত্তিও ১লা জুন হইতে দুই বৎসর প্রদত্ত হইবে—

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায়—

সুপ্রভা দাস—	ইডেন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ,	১০৲ টাকা।
মনোমোহনা ভট্টাচার্য্য—	ঐ	১৫৲ টাকা।
শঙ্করবাসিনী সরকার—	ঐ	১০৲ টাকা।
আশা গুহ—	ঐ	১০৲ টাকা।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায়—

করুণাকণা গুপ্তা—	ইডেন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ,	১৫৲ টাকা।
মীরা সে—	ঐ,	২০৲ টাকা।
লতিকা সেন—	ঐ,	২০৲ টাকা।

বালিকার কৃতিত্ব—

কুমারী শ্রীমতী ভাগবতলক্ষ্মী মুখোপাধ্যায় ঢাকা কনার্সিয়াল একাডেমির অধ্যক্ষ মিঃ এস্, কে, মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। তাহার বয়স ১১ বৎসর। এই অল্প বয়সেই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সে গবর্ণমেণ্টের কনার্সিয়াল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে মিনিটে ৫০টী শব্দ টাইপ্ করিতে পারে। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে বাঙ্গালী মহিলাগণ সর্ব্বত্র তাহাদের প্রতিভা প্রদর্শন করিতেছেন।

ইটালীতে বাঙ্গালী মহিলার কৃতিত্ব—

সম্প্রতি কুমারী আভা নাম্নী এক বাঙ্গালী মহিলা রোম নগরে ভারতীয় সঙ্গীত গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গান শুনিয়া সকলেই ভারতীয় সঙ্গীতের খুব প্রশংসা করিতেছে। তিনি ইটালীয় ভাষাতেও অনেক সঙ্গীত গাহিতেছেন।

তিনি ভারতীয় কায়দায় সাড়ী পরিয়াই চলাফেরা করেন। ইটালীর মেয়েরা যে প্রকার খাটো ঘাগরা পরিয়া থাকে, তাহার তুলনায় ইটালীয়গণ মিস আভোর সুশোভন সাড়ীর খুব প্রশংসা করিতেছে।

গোপাল চৌধুরী অনাথ আশ্রম—

সম্প্রতি বায়াকপুর সাবডিভিসনের অন্তর্গত পাণিহাটী গ্রামে গোপালদাস চৌধুরীর অনাথ বালিকা আশ্রমে নবরূপ স্থাপনোপলক্ষে একটী সভানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। রঙ্গলক্ষ্মী টিউবওয়েল কোং উদ্যোগে ও শ্রীযুত অমিয়নাথ বসুর ব্যয়ে নলকূপটী বসান হইয়াছে। মহকুমার মহাবাণী উপস্থিত থাকিয়া ঐ অনুষ্ঠানটী সুসম্পন্ন করেন।

মৈমনসিং সেরপুরের জমিদার বাবু গোপাল দাস চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৫০০০০৲ টাকার মূল্যের জমির উপর একটী সুন্দর বাগানের মধ্যে এই অনাথ আশ্রমটী অবস্থিত। বর্ত্তমানে প্রায় ১০০টী বালিকা তথায় থাকিয়া নানাবিধ কুটীরশিল্প, সঙ্গীত ও অন্যান্য নানা বিষয়ের চর্চ্চা করিতেছে। সম্প্রতি এই আশ্রম-পালিতা হরিদাসী নাম্নী এক বালিকার সহিত কোন এক ভদ্র ব্যক্তির বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মহকুমার মহাবাণী বিবাহ উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বিবাহ ডাঃ গৌরের হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারেই হইয়াছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক ১১ নং রাধানাথ বসুর লেন, 'বিজোদয় প্রেসে' মুদ্রিত এবং২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আভা
ক্যাষ্টর অয়েল

যে কত সুন্দর তা' জান্‌তে হ'লে নিজে মাত্র এক শিশি মাখলেই বুঝ্‌তে পার্ব্বেন; তখন দেখবেন যে তেলটা যদিও খাঁটি কিন্তু মোটেই চট্‌চটে নয়—আর এটাই হচ্ছে আভার একটা নিজস্ব বিশেষত্ব—যেটা অন্য কিছুতেই পাবেন না। আভার গুণের বিষয় আমরা কিছু বল্‌তে চাইনা শুধু আপনি নিচের কটা লাইন পড়ুন, তা' হলেই যথেষ্ট হবে। এটা কলিকাতা মেডিকেল কলেজের স্বর্ণ-পদক-প্রাপ্ত সিনিয়র হাউস-সার্জ্জেন ডাক্তার শ্রীবিপিন বিহারী রায় (এম্, বি) মহাশয় আভার গুণে সন্তুষ্ট হয়ে লিখেছেন।

"Certified that AVA CASTOR OIL of Messrs. Torun Chemical Works of Calcutta is one of the **best non-sticky pure Castor Oils** in the market. It is **medicated** and **delicately scented,** and **free from any injurious ingredients.** It **Stimulates** the growth of **hair** and can be used by all with impunity.

24.4.29. Bipin Behari Roy, M.B.

৪ আউন্স—দাম মাত্র ১৲ টাকা। কলিকাতায় সর্ব্বত্র পাইবেন; না হলে নিচের ঠিকানায় দেখুন:—

এজেন্ট:—রজনী ফার্ম্মেসী

৪১, হ্যারিসন রোড্ (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ জংসন) কলিকাতা।

তরুণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

পোষ্ট বক্স—২১২, কলিকাতা।

ভারতের সনাতন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান।

শ্রীশ্রীনবগ্রহ দেব-সুপ্রতিষ্ঠিত।

১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট (মহাশক্তি আশ্রম ও জ্যোতিষ মহামণ্ডলে)

সর্ব্বশক্তিসহ গ্রহদেবতার আবির্ভাব।

সনাতন ধর্ম্মের মূলাধারস্বরূপ ও কালত্রয়ের অবিসংবাদিত দর্পণ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান যুগে যুগে আপনাদের ন্যায় করুণাদগের স্নিগ্ধ শীতল ছায়াতেই রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়। আজ-কালবিজয়ী ত্রিকাল সত্য হিন্দু সভ্যতার সর্ব্বতন্ত্র মহিমা বিশ্বে প্রচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর আর্য্যজাতির জীবন-প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তিম শয্যা পর্য্যন্ত জীবনের প্রতি পল নির্ভর করিয়া রহিয়া যাইতেছে সেই ধর্ম্মকর্ম্মের মানদণ্ড ধৃত হইয়া রহিয়াছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের বিরাট তনু গ্রহদেবতাগণের হস্তে। গ্রহদেবতাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী, ৺ভগবানের প্রভুশক্তির পরিচালক। গ্রহদেবগণ আর্য্যঋষির অভ্রান্ত আপ্তমানসে ব্রহ্মের কার্য্যকরী শক্তিরূপেই প্রতিভাত হইয়াছেন। জড় পদার্থরূপে কখনও উপেক্ষিত হন নাই। তাঁহারা গ্রহদেবতার গতিবিধি, প্রভাব ও অনুগ্রহ নিগ্রহ সামর্থ্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রতীক বলিয়া ভক্তি-বিনম্রচিত্তে অর্চ্চনা করিয়াই জাগতিক আধি, ব্যাধি, শোক, তাপ, দৈন্য ও মৃত্যুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হইয়াছেন এবং বিশ্বকে এই মঙ্গলময় পন্থায় অনুসরণ করিতে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। গ্রহদেবতাদের সন্তোষবিধান না করিয়া কেহই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না।

পরিতাপের বিষয় এই যে, পৃথিবীর কল্যাণ অকল্যাণের একমাত্র কারণ গ্রহদেবতারের অর্চ্চনা করিবার কোনও প্রতিষ্ঠান, প্রণালী এবং শাস্ত্রসম্মত গ্রহগণের মূর্ত্তি বা মন্দির বঙ্গদেশে নাই. **যেখানে সমস্কে সমস্কে সংসারের ত্রিতাপক্লিষ্ট, দৈন্য দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনা নিবেদন করা যায়** অথবা আপনার ব্যর্থ আত্মার তৃপ্তির জন্য আকুল প্রার্থনা করা যাইতে পারে। সাকারোপাসক হিন্দু প্রতীক ভিন্ন সমাধিস্থ হইতে পারে না। সংসারের নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে গ্রহগণের কোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই গ্রহশান্তির ব্যবস্থা।

এই জন্য নবগ্রহ মূর্ত্তি ও মন্দিরের একান্ত আবশ্যক। এই অভাব দূর করিবার জন্য অল্ ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল্ এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল্ সোসাইটীর পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তায় নানা দিক দিয়া স্বীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থ বলি দিয়া বহুকাল যাবৎ বহু আয়াস স্বীকারে সুবৃহৎ নবগ্রহমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। নবনির্ম্মিত মর্ম্মর-প্রস্তর-খচিত শ্রীমন্দিরে বৃহৎকায় ধ্যানোক্ত নবগ্রহ-দেবতার নবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৩৩৬ সনের ২৬শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে ঐ মূর্ত্তিসকল স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই শুভদিন হইতেই তান্ত্রিক বিধান অনুসারে মহাসমারোহে পূজা, হোম, পুরশ্চরণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশেই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত এইরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও বিপুল আয়োজনে পূজা ও পুরশ্চরণাদি এবং দীর্ঘদিনব্যাপী মহোৎসব কোনও দিন হয় নাই। যাহাতে ত্রিতাপদগ্ধ নরনারী জীবনের ঈপ্সিতকে আলিঙ্গন করিয়া চিরকাল দুঃখ,দৈন্য, রোগ, শোকের নিষ্ঠুর স্পর্শ হইতে ত্রাণ পাইতে পারে তাহারই জন্য এই সাগর সেতুবন্ধ।

আপনি ধর্ম্মপ্রাণ ত্যাগপূত আর্য্যঋষির পুণ্য মহাবংশের যোগ্যাধিকারী, আপনার পূর্ব্বজগণের পরার্থপরতায় আজও ভারতের ধর্ম্মকর্ম্ম ও পবিত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সঞ্জীবিত রহিয়াছে। আপনার ধমনীতে আজও দধীচি, শিবি, কর্ণ প্রভৃতির পবিত্র শোণিতধারা প্রবাহিত হইতেছে। অহল্যা, ভবানী, মৈত্রায়ণীর দানশীলতা ভারতের ত্যাগপ্রবণতার জলন্ত দৃষ্টান্তরূপে

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে। আপনার আত্মা তদীয় শুভ্র সুধাপানে অমরত্বের অধিকারী হইয়াছে। ভিক্ষুক নারায়ণ নামে পূজিত, যাচক ব্রহ্মণদেবের প্রতীকরূপে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন এই বিশ্বাস আজও এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অবিচল রহিয়াছে, সেখানে এই পুণ্যানুষ্ঠান একান্ত ব্যর্থ হইবে, জগৎকল্যাণব্রত অসমাপ্ত থাকিয়া আমাদিগকে অভিশপ্ত করিবে এইরূপ ঘৃণিত নাস্তিকভাব আমাদের অন্তরে স্থান পায় নাই বলিয়াই **আমরা আজ আপনাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও দানশীলতার উপর নির্ভর করিয়া এই অসম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।** ভরসা—**হিন্দু সজ্জনগণের বদান্যতা।** শ্রীশ্রীনবগ্রহদেবতার পূজাদ্বারা আপনি ইহকালে সৌভাগ্য, আরোগ্য, যশঃ, রাজসম্মান ও প্রভূত ধন অর্জ্জন করিয়া **পরকালে অক্ষয় স্বর্গলাভের** অধিকারী হইতে পারিবেন।

যিনি যে কোনও সময়ে যেরূপভাবে পূজা কার্য্যের সঙ্কল্প করাইবেন তাহা আমাদিগকে জানাইতে হইবে। নাম ও গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক বিশেষ পুরশ্চরণ ও পূজা করাইতে হইলে পূজার ব্যয় প্রভৃতি সমুদয় বিবরণ জানিবার জন্য অতি সত্বর সোসাইটীর পণ্ডিত মণ্ডলীর উপদেশ গ্রহণ করিবেন। সোসাইটীর নির্দ্ধারিত সদাচারনিষ্ঠ ব্রতী পণ্ডিতগণ যথাশাস্ত্র পূজা ও পুরশ্চরণাদি করিয়া ভক্ত যজমানকে উপযুক্ত সময়ে আশীর্ব্বাদাদি প্রেরণ করিয়া থাকেন।

দেশের ও দশের মঙ্গল কামনায় আমার জীবনব্যাপী সাধনা, আগ্রহ, যত্ন ও চেষ্টার ফলে এতাবৎ সমগ্র ভারতে যাহার অভাব সকলেই অনুভব করিতেছিলেন গ্রহদেবতার কৃপায় সেই চির আরাধনার মানবের সুখ-দুঃখ নিয়ামক শ্রীশ্রীনবগ্রহদেবের তন্ত্রোক্ত যানের মূর্ত্তি অজস্র অর্থব্যয়ে নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করাইয়া শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়া ধন্য হইয়াছি। এই মহৎ কার্য্য যথাশাস্ত্র সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে **বিদ্যোৎসাহী ধর্ম্মপ্রাণ মহানুভবগণের সহানুভূতি ও সহানুভূতি আমাকে আরও সমুৎসাহিত করিবে।** যাহাতে ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদের ইচ্ছামত পূজাদি সুসম্পন্ন করাইতে পারেন তজ্জন্য নিম্নোক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১। যিনি প্রতি বৎসর একবার করিয়া পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহশান্তি করাইবেন তাঁহাকে এককালীন ১০০৲ একশত টাকা অথবা মাসিক ২৲ টাকা দান করিতে হইবে। প্রতি মাসেই নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ ডাকযোগে প্রেরিত হইবে।

২। যিনি তিন মাস অন্তর একবার করিয়া পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহশান্তি করাইতে ইচ্ছা করেন তিনি এককালীন ৩৫০৲ তিন শত পঞ্চাশ টাকা অথবা মাসিক ৬৲ দান করিবেন। সেই দাতার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য প্রস্তর ফলকে লিখিত থাকিবে। প্রতি মাসেই নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ ডাকযোগে প্রেরিত হইবে।

৩। যিনি প্রতি মাসে শান্তি কামনায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহশান্তি ও বার্ষিক একবার নবগ্রহের পুরশ্চরণ করাইতে ইচ্ছুক তিনি এককালীন ১০০০৲ এক হাজার টাকা অথবা মাসিক ২০৲ টাকা দান করিবেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস একখানা প্রস্তর ফলকে খোদিত করিয়া নবগ্রহ মন্দিরের প্রকাণ্ড দ্বারদেশে রক্ষিত হইবে।

৪। যিনি নিজের পুত্র কন্যাদি পরিজনের সহিত গ্রহশান্তি স্বস্ত্যয়ন ও নবগ্রহের বার্ষিক হুইবার পুরশ্চরণ কার্য্য করাইবেন, তাঁহাকে এককালীন ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা অথবা মাসিক ২৫৲ টাকা দান করিতে হইবে।

৫। ১০০০৲ দশ হাজার টাকা এককালীন দান করিলে, তাঁহার জন্য চিরকাল ষোড়শোপচারে নবগ্রহ পূজা এবং প্রতি মাসে একবার পুরশ্চরণ হইবে। পূজান্তে নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ প্রতিদিন তাঁহার উপদেশ মত তাঁহার গৃহে ব্রাহ্মণদ্বারা অথবা ডাকযোগে প্রেরিত হইবে। অধিকন্তু তাঁহার পারিবারিক ইতিহাস একখণ্ড প্রস্তর ফলকে খোদিত করিয়া নবগ্রহ মন্দিরের প্রকাণ্ড দ্বারদেশে রক্ষিত হইবে। অন্যান্য বিষয় সবিশেষ পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

প্রেসিডেন্ট—অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটী, সম্পাদক তান্ত্রিকাচার্য্য জ্যোতির্ব্বিদ—

(গ্রেটব্রাইন) পণ্ডিত শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্যারত্ন, তত্ত্বভারতী, বিদ্যাভূষণ, এফ্, টি, এস্।

ECONOMIC JEWELLERY WORKS
ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্,

200, Cornwallis St. ২০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—: সুলভে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারের খ্যাতনামা কারখানা :—

Awarded Certificate of Honour with Medal by the British Empire Exhibition, London, 1924 & 25

বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিবার পর হইতে আমাদের কারখানার অলঙ্কার অধিকতর উন্নতরূপে প্রস্তুত হইতেছে।

একজিবিশন শাঁখা এনগ্রেভ—গিণি সোনার পুরু পাতে ইয়োলো গোল্ডের শাঁখার উপর মোড়া। নূতন মেশিনে, নূতন ধরনে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী সোনায় প্রস্তুত। বহু বৎসর ব্যবহার চলিবে। দু হাতে দু গাছা মাত্র ব্যবহৃত হয়। এই একজিবিশন শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বাংশেই অলঙ্কার। শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে।

প্রমাণ প্রতি জোড়া—২০৲ (৷৷০ গিণি সোনা ১০৲, শাঁখা ৪৲, মজুরী ৬৲)
বালিকা সাইজ—১৬৷০ (৷৷০ গিণি সোনা ৮৷০, শাঁখা ২৲, মজুরী ৫৲)
শিশু সাইজ—১৪৲ (৷৷০ গিণি সোনা ৭৷০, শাঁখা ২৷৷০, মজুরী ৪৲)।

একজিবিশন চুড়ী এনগ্রেভ—গিণি সোনার পুরু পাতে ইয়োলো গোল্ডের উপর মোড়া। দু হাতে দু গাছা অথবা দু'গাছার সেট ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার চুড়ীর মত কাজ দিবে।

প্রমাণ প্রতি জোড়া—১৬৷০ (৷৷০ গিণি সোনা ৭৷০, ফ্রেম ৩৲, মজুরী ৬৲
বালিকা সাইজ—১৩৷৷০ (৷৷০ গিণি সোনা ৬৷০, ফ্রেম ২৷৷০, মজুরী ৫৲)
শিশু সাইজ—১১৷০ (৷০ গিণি সোনা ৫৲, ফ্রেম ২৷৷০ মজুরী ৪৲)
প্রমাণ—তিন জোড়া অর্থাৎ ছয় গাছার এক সেট চুড়ী ৪৯৷৷০ টাকা।

একজিবিশন শাঁখা প্লেন—গিণি সোনার পাতে ইয়োলো গোল্ডের শাঁখার উপর মোড়া। প্রমাণ জোড়া—১০৷০, বালিকা সাইজ—৮৷৷৵০, শিশুসাইজ—৭৷৷০

একজিবিশন শাঁখা—প্লেন, বক্র—ঠিক ঐ মত গুণবিশিষ্ট।
প্রমাণ—৮৷৵০, বালিকা সাইজ—৭৷৷০, শিশু সাইজ—৬৷৷৵০।

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—বিশুদ্ধ তাম্রের উপর গিণি সোনার মোড়া।
প্রমাণ—৮৲০, বালিকা সাইজ—৭৵০, শিশু সাইজ—৬৲।

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—বক্র, বিশুদ্ধ তাম্রের উপর গিণি সোনার মোড়া
প্রমাণ—৬৲৵০, বালিকা সাইজ—৬৲, শিশু সাইজ—৫৵০

বীণাপাণি শাঁখা—শুভ্র হস্তী-দন্তের উপর গিণি সোনার মোড়া; সমগ্র শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত।

প্রমাণ প্রতি জোড়া—১০৲, বালিকা সাইজ—৯৲, শিশু সাইজ—৮৲।

বীণাপাণি শাঁখা—বক্র, শুভ্র হস্তী-দন্তের শাঁখার উপর গিণি সোনার মোড়া। প্রমাণ প্রতি জোড়া—৯৲, বালিকা সাইজ—৮৲, শিশু সাইজ—৭৲।

হস্তীদন্তের বালা—গিণি সোনার পাতে মোড়া এনগ্রেভ্ড পল-পেঁচ বালা—

প্রমাণ—১০৲, বালিকা—১৩৲।

তার-পেঁচ বালা—

প্রমাণ—১০৲, বালিকা—১৩৲।

কল্যাণী চিরুণী

মহিষ-শৃঙ্গের ফ্রেমের উপর গিণি সোনার পালিশ পাতে মোড়া, চমৎকার এনগ্রেভ করা।

১১ দাড়া—১৩৲ টাকা
১০ দাড়া—১১৷০ টাকা
৯ দাড়া—৯৷৷০ টাকা

সেপ টিপিন্—সোনার উপর চুণী ও মুক্তা সেট করা।

২ ইঞ্চ—১৩৲
১৷৷০ ইঞ্চ—১৪৲
১৷৷০ ইঞ্চ—১২৲

সমস্ত অলঙ্কারই গিণিসোনায় প্রস্তুত এবং প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে ফেরৎ লওয়া বা বদল করিবার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। শাঁখার ভিতরের মাপ চাই। স্ত্রীলোকের জন্য প্রমাণ মাপের শাঁখা লইলেই ঠিক হইবে। বালিকাদের জন্য বয়সের উল্লেখ করিবেন। পত্র লিখিলেই ভিঃ পিতে মাল পাঠান হয়।

অলঙ্কারের নূতন মূল্যতালিকা চাহিলেই পাঠান হয়

স্বত্বাধিকারী শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী (মাতৃমন্দির-সম্পাদক)

British Empire Exhibition 1924

Patron:
H.M. THE KING.
President
H.R.H. THE PRINCE OF WALES.
Chairman of The Executive Council:
HIS GRACE THE DUKE OF DEVONSHIRE.

This Certificate of Honour is issued
with a Medal to

Messrs. Economic Jewellery Works,

in recognition of having participated in
The British Empire Exhibition,
at Wembley: 1924.

MEMBERS OF THE BOARD.

Chairman

Chief Administrator

Secretary

ECONOMIC JEWELLERY WORKS
ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্

200, Cornwallis St. ২০০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য—

আমাদের সর্বপ্রকার [illegible] অলঙ্কার উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করা এবং আধুনিক রুচির অনুযায়ী নূতন নূতন ফ্যাসানের অলঙ্কার যথাসময় যুগোপযোগী প্রস্তুত করাই এই কারখানার উদ্দেশ্য। যাহাতে গ্রাহকগণের অর্থের অপব্যয় নিবারণ হয় এবং নির্দ্দিষ্টে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার পাইবার সুযোগ হয়, তাহার আমাদের সর্ব্বদা চেষ্টা। এই প্রকারের অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার জন্য আমাদের "বীণাপাণি দাঁচা" [illegible] প্রস্তুতি হইতেছে। অলঙ্কার আর এক প্রকারে হইবার দরুণ সময়ের বিশেষ সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি বিলাত হইতে কিনকার্ড কর্ণিক কর্ণিক নামক "ডেকোরেটিভ এনামেল" ও "ডেকোরেটিভ ষ্টুডি" নামে যে অলঙ্কার আবিষ্কার করিয়াছি তাহা বর্ত্তমানে মেয়েদের পুরুষগণের [illegible] অলঙ্কার ব্যবহারের অপেক্ষা হইতে বহু করিতেছে।

অলঙ্কার প্রস্তুতের সুবিধা-অসুবিধা—

সেকেলের অলঙ্কারগুলি ভিন্ন ভিন্ন কারিগরের তৈরী। কারিগরগণ অলঙ্কার ওজনে বাড়ি করিবেই গ্রাহকগণকে পরামর্শ দিতেন, কারণ তাহাতে তাহাদের অধিক মজুরী দিলার কারিগরের অধিক লাভ হয়। শুধু তাহাই নহে, সেকেলের অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে অধিক খাদ ব্যবহার হইত খাদে কারিগরেরা সেই খাদের অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে প্রতারণার চেষ্টা করিতেন। ইহাতে কম মজুরী লইয়াও কারিগরগণের অধিক লাভ হইত। অধিক খাদের দরুণ গ্রাহকগণই ঠকিতেন। সাহেবগণ গ্রাহকগণ অলঙ্কার প্রস্তুতের এ অসুবিধাটি বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সেকেলে অলঙ্কারের ব্যবহার কমিয়া দিয়াছে। বিশেষ কথা এই যে, কিরূপে অলঙ্কার প্রস্তুত করিলে গ্রাহকগণের ক্ষতি না হইয়া সুবিধা হয় তাহা গ্রাহকগণ অপেক্ষা প্রস্তুতকারকেরাই ভাল বুঝিতে পারেন। এজন্য অলঙ্কার প্রস্তুত সম্বন্ধে সকলের বড় কথা এই যে, যে সকল স্থানে সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটই অলঙ্কার প্রস্তুত করান যুক্তিযুক্ত।

অলঙ্কার প্রস্তুতের বিশেষত্ব—

আমরা ইউরোপ হইতে নূতন ধরণের পেষণ-যন্ত্র আনিয়া দ্বারা সোণা শক্ত করিয়া আমাদের কারখানায় অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছি। ইহাতে সোণা নিখুঁত শক্ত ও টেকসই হয়। এইরূপ মেসিনে প্রেস করা সোণার আর একটী গুণ এই যে, ইহাতে স্বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সোণার তার পাত প্রস্তুত প্রভৃতি সমুদয় কাজই বিভিন্ন প্রকারের মেসিনে করা হয়, এজন্য সমুদয় অলঙ্কারই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। এইরূপ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে অলঙ্কারগুলি প্রস্তুত হওয়ায় অল্প সোণায় প্রস্তুত হইয়াও এগুলি অত্যন্ত মজবুত ও ইহাদের পালিস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। আমাদের অলঙ্কার ভাঙ্গিলে যিনি সোণার মূল্য সম্পূর্ণ পাওয়া যায়।

পালিশ—

আমরা বিলাত হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়া এই সকল কাজ করিতেছি—আমাদের অলঙ্কারের গঠন পালিস ঠিক বিলাতের মত হইয়া থাকে। গহনা পালিসের জন্য আমরা সুন্দর আয়োজন করিয়াছি। বর্ম্মিংহামের ইলেকট্রিক মোটর পালিসের কল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট; বর্ত্তমানে আমরা সেই কল যাহে বিলাত হইতে সেই কল আনিয়া তাহারা পালিসের কাজ করিতেছি।

সোনার শাঁখা

সোনা-বাঁধান শাঁখা বর্ত্তমানকালের হাতে একাল পর্য্যন্ত যে ভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে শিল্পিত সমাজে ইহার বিশেষ আদর ছিল না। ভদ্রমহিলাগণ শাঁখার পরিবর্ত্তে বালা, চুড়ী প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। কিন্তু ইকনমিক্ জুয়েলারীর সোণার শাঁখা অভিনব প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া ক্রমে ইহার নানা প্রকার উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায়, বর্ত্তমানে ইহা উচ্চশ্রেণীর মহিলাদিগের সর্ব্বদা ব্যবহারের সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কার হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক রুচি-সম্পন্ন মহিলাগণ এই শাঁখার দু-গাছা মাত্রই হাতে পরিয়া থাকেন, অন্য অলঙ্কারের আর প্রয়োজন বোধ করেন না। আমাদের "একত্রিবিংশ শাখা" এবং "একত্রিবিংশ চূড়ী" বর্ত্তমানে শিক্ষিত সমাজের সর্ব্বত্র আদরণীয় হইয়াছে।

শাঁখার উপর ও নীচের গঠন সর্ব্বাংশেই মনোরম ও সর্ব্বাংশেই সমান পালিশ করা। ইহার ভিতরের দিকে খুব পালিশ থাকায় অল্প শাঁখা একটু ছোট হইলেও অনায়াসে হাতে পরা যায় এবং হাতে গিয়া বেশ আঁটিয়া থাকে। এজন্য সাধারণতঃ দুখ ফাঁড়া অর্থাৎ ঢিলান শাঁখা করিবার আবশ্যক হয় না। বিশেষতঃ ঢিলান শাঁখা অপেক্ষা ইহা অধিকতর সুশ্রী ও টেকসই।

হাতের মাপ নির্ণয়ের নিয়ম

সাধারণতঃ স্বাভাবিক গঠনের পূর্ণ বয়স্কের শাঁখার ভিতরের মাপ (Inner diameter) দুই ইঞ্চ আধ সুত অর্থাৎ দুই এবং এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগ, সিল্কের চিহ্নিত মোটা রেখাটির মত। ইহার নাম প্রমাণ মাপ (Standard size)

ইঞ্চির হিসাবে ভিতরের মাপ ধরা হয় ; ৮ সুতে ১ ইঞ্চ।

নিম্নলিখিত মাপের শাঁখা ও চুড়ী সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে—

প্রমাণ সাইজ তিন প্রকার—২ ইঞ্চ ১ সুত ; ২ ইঞ্চ আধ সুত এবং ২ ইঞ্চ
(পূর্ণ বয়স্কাদের জন্য)

বালিকা সাইজ দুই প্রকার—১ ইঞ্চ ৭ সুত এবং পৌনে দুই ইঞ্চ
(৬ হইতে ১১ বৎসরের বালিকাদের জন্য)

শিশু সাইজ দুই প্রকার—১ ইঞ্চ ৫ সুত এবং সোয়া ইঞ্চ
(২ হইতে ৫ বৎসর বয়সের জন্য)

ইহা ভিন্ন যে কোন মাপের শাঁখার অর্ডার করিলেই প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।

মাপ পাঠাইবার অপর নিয়ম এই যে, বাম হাতের একগাছা সুগোল চুড়ী খুলিয়া লইয়া তাহার ভিতরের মাপ বা ফাঁক (inner diameter) পরিমিত এক টুকরা কাটি পাঠাইতে হয়। সেই পরিমাণ লম্বা একটি সরল রেখা পোষ্টকার্ড বা অন্য কাগজে আঁকিয়া দিলেও চলিবে। বালিকাদের জন্য বয়সের উল্লেখ করিবেন। ১০।১২ বৎসরের মেয়েদের জন্যও প্রমাণ মাপের শাঁখা লওয়া উচিত ; কারণ তখনকার হাত একটু বড় হইলেও দু'একবৎসর পরেই হাতে ঠিক হইবে।

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে খুলনা সহরে ক্ষুদ্র আয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দুই তিন বৎসর মধ্যেই সোণার শাঁখার জন্য খ্যাতি লাভ করে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ইহার ব্রাঞ্চ স্থাপিত হয়। কার্য্য-প্রসার বশতঃ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রধান কার্য্যালয় হইয়াছে। অল্পমূল্যে সুন্দর সুদৃশ্য অলঙ্কার প্রস্তুতের জন্য ইহার কার্য্য সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বর্ত্তমানে সুদূর ইউরোপ খেত্রেও প্রসার লাভ করিয়াছে।

ইলাহে—ইউরোপ-এক্সিবিশনে আমাদের দুই বৎসরের শিক্ষার ফল—

এক্‌জিবিশন্-শাঁখা

এক্‌জিবিশন্-চুড়ী

গিনি সোণার তৈরী আর্টিপোল্কে অলঙ্কার

ইহাতে গিনি সোণার শুদ্ধ গহনার উপর মনোরম এনামেল করা, নীচে ইয়োলো-রোজ নামক স্বর্ণবর্ণের ধাতুর প্লেন। প্রস্তুতের কৌশলে উপরের গিনি সোণা এবং নীচের রোজের প্লেন বর্ণে, গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের চিহ্ন-টুকু পর্য্যন্ত নাই। ইয়োলো-রোজ স্বভাবতঃই সোণার মত চক্‌, ব্যবহারে মলিন হয় না, তাহে ঘাম লাগে না। দীর্ঘকাল ব্যবহারের পর এনামেল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সোণার পাত খুলিয়া লইয়া আবার নূতন করিয়া বসাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। এক কথায় এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা নিরেট গিনি সোণার শাঁখার মতই ব্যবহৃত হইবে।

ইহা চুড়ী ও শাঁখা দুই প্রকারের প্রস্তুত হয়। গিনি সোণার দর ২০৲ টাকা ভরি হিসাবে নিম্নে মূল্য বিবরণ দেওয়া গেল।

এক্‌জিবিশন-শাঁখা

40 ·

প্রমাণ জোড়া—২০৲, (৷৷০ গিনি সোণা ১০৲, শাঁখা ৫৲, মজুরী ৫৲)
বালিকা সাইজ—১৯৸০, (৷৷০ গিনি সোণা ৮৸০, শাঁখা ৬৲, মজুরী ৫৲)
শিশু সাইজ—১৪৲, (৷৷০ গিনি সোণা ৭৷৷০, শাঁখা ২৷৷০, মজুরী ৪৲)

এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা দর দুইয়ের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার; বিশিষ্ট সমাজে উহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

এক্‌জিবিশন চুড়ী

41

প্রমাণ জোড়া—১৩৷৷০, (৷৷০ গিনি সোণা ৭৷৷০, চুড়ী ৩৲, মজুরী ৩৲)
বালিকা সাইজ—১২৸০ (৷৷০ গিনি সোণা ৬৷৷০, চুড়ী ২৷৷০, মজুরী ৩৲)
শিশু সাইজ—১১৷৷০ (৷৷০ গিনি সোণা ৫৲, চুড়ী ২৷৷০, মজুরী ৩৲)

প্রমাণ তিন জোড়া অর্থাৎ ছয় গাছার একসেট চুড়ী ৩৯৷৷০ টাকা; ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার একসেট চুড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

এক্‌জিবিশন শাঁখা—প্লেন

1-B

গিনি সোণার পাত ইয়োলো রোজের শাঁখার উপর মোড়া। প্রমাণ জোড়া ১০৷৷০, বালিকা সাইজ—৮৷৷৵০, শিশু সাইজ—৭৷৷০

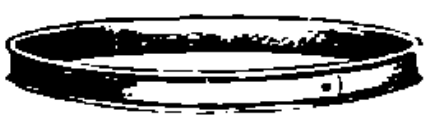

এক্‌জিবিশন শাঁখা—প্লেন সরু

ঠিক প্লেন এক্‌জিবিশন শাঁখার মত গুণবিশিষ্ট। প্রমাণ ৮৷৷০, বালিকা সাইজ—৭৷৷০ শিশু সাইজ—৬৷৷৵০।

এক্‌জিবিশন শাঁখার বিভিন্ন নমুনা—

ইয়োলো-ব্রোঞ্জের ফ্রেমের উপর গিনি সোণার পুরু পাত দিয়া মোড়া।

বিনা এনগ্রেভ্ প্রতি জোড়ার মূল্য				এনগ্রেভ্ করা প্রতি জোড়ার মূল্য—			
প্রমাণ সাইজ—১৮৲	(॥৹ ভরি সোণা	১০৲	ফ্রেম ৪৲	মজুরী ৪৲)	প্রমাণ সাইজ—২০৲	(সোণা ॥৹ ভরী	১০৲	ফ্রেম ৪৲	মজুরী ৪৲)
বালিকা ,, ১৪৸৹	(৸৹ ,,	৮৸৹	,, ৩৲	৩৲)	বালিকা ,, ১৬৸৹	(সোণা ৸৹ ,,	৮৸৹	,, ৩৲	,, ৫৲)
ছোট ,, ১২॥৹	(৸৹	৭॥৹	,, ২॥৹	,, ২॥৹)	শিশু ,, ১৪৲	(সোণা ৸৹ ,,	৭॥৹	,, ২॥৹	,, ৪৲)

42

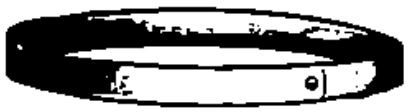

43

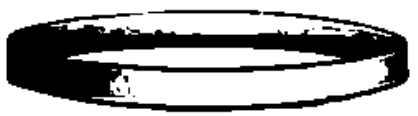

44

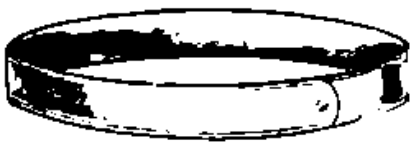

45

46

47

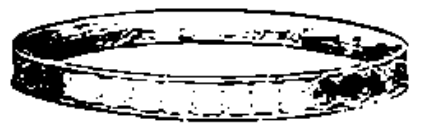

48

49

এক্‌জিবিশন্ চুড়ীর বিভিন্ন নমুনা—

শঙ্খের শাঁখায় উপর গিনি সোণায় মোড়া

60

শঙ্খের তার পেঁচ বালা—প্রমাণ—১৲

67 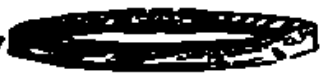

শঙ্খের পল পেঁচ বালা

প্রতি জোড়া প্রমাণ সাইজ ২১।০

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা

বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোণায় মোড়া

61

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোণায় মোড়া। প্রমাণ—৮৷০, বালিকা সাইজ—৭৷০, শিশু সাইজ—৬৲।

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা সরু—বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোণায় মোড়া। প্রমাণ—৬৷৵০, বালিকা সাইজ—৬৲, শিশু সাইজ—৫৷০।

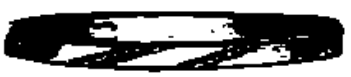

এনগ্রেভ চুড়ী—তামার উপর গিনি সোণায় মোড়া।

(একজিবিশন চুড়ীর নমুনা মত)

প্রমাণ—১৪৷০, ছোট—১২৷০—১৮৲,

৩ গাছার ১ সেট—৪৩৲ টাকা।

মহিষ সিংএর উপর গিনি সোণায় বাঁধা

শাঁখা ঃ

62 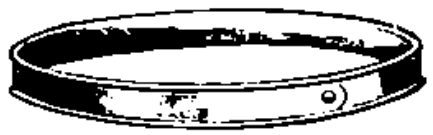

প্রমাণ সাইজ ১০৲
বালিকা " ৯৲
শিশু " ৮৲

মহিষ-শৃঙ্গের কুলী

63

প্রমাণ সাইজ ১৫৲
বালিকা " ১০৲
শিশু " ৯৲

মহিষ-শৃঙ্গের-তার পেঁচ বালা

64

প্রমাণ সাইজ ১৪৲
বালিকা " ১২৲

হস্তী-দন্তের উপর

গিনি সোণায় মোড়া শাঁখা, বালা ও রুলী।

A·1

বীণাপাণি শাখা।

শুভ্র হস্তী-দন্তের উপর গিনি সোণায় মোড়া।
সমগ্র শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত।
প্রমাণ প্রতিজোড়া—১০৲. বালিকা সাইজ—৯৲. শিশু সাইজ—৮৲

বীণাপাণি শাখা (সরু)

শুভ্র হস্তী-দন্তের শাঁখার উপর গিনি সোণার মোড়া।
প্রমাণ প্রতিজোড়া—৯৲. বালিকা সাইজ—৮৲. শিশু সাইজ—৭৲

এনগ্রেভড বীণাপাণি শাখা।

হস্তীদন্তের উপর গিনি সোণার সুক্ষ পাতে বীণা মনোরম এনগ্রেভ করা।
প্রমাণ—১৭।০. ছোট—১৪।০—১১৲

65

তার পেচ বালা—হস্তীদন্তের বালা গিনি সোণার তারে মোড়া।
প্রমাণ—১৩৲. ছোট—১৪৲—১২৲

56 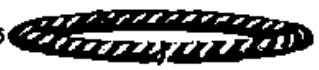

তার পেচ রুলী (সরু) হস্তীদন্তের রুলী গিনি সোণার তারে মোড়া
প্রমাণ—১৪৲. ছোট—১২৲. ১০৲।

২১ 56

লাইন-মোড় রুলী

ডিজাইনুযায়ী হস্তীদন্তের রুলী গিনি সোণার তারে মোড়া।
প্রমাণ—১৪৲. ছোট—১২৲—১০৲

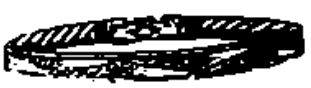

এনগ্রেভড, পল-পেচ বালা—প্রমাণ—১৮।০. ছোট—১৬৲।
উপরোক্ত দ্রব্যগুলিই বিশুদ্ধ হস্তী-দন্তের উপর গিনি সোণায় মোড়া।

গিনি সোণায় প্রস্তুত
বল নেকচেন

66

প্রমাণ—১৮ ইঞ্চি ওজন ২।০ ভরি দাম—৬৫।
মধ্যম—১৬ " ওজন ২ ভরি দাম—৫২৲।
ছোট—১৪ " ওজন ১।০ ভরি দাম—৩৯৲।

লকেট দরের ।৲ টাকা হইতে ১০৲

গিনি সোনায় প্রস্তুত
নানারকম নূতন প্যাটার্ণের মাকড়ী

কুমারী মাকড়ী

প্লেন অথবা পালিশ

শিশু সাইজ—প্রতিজোড়া—৩।০ টাকা হইতে ৭৲

মটর পার্শী মাকড়ী

প্রমাণ প্রতিজোড়া—
১৮৲ টাকা হইতে ২২৲
বালিকা সাইজ প্রতিজোড়া—
১২৲ হইতে ১৫৲ টাকা

পদ্ম পার্শী মাকড়ী 1

প্রমাণ প্রতিজোড়া—
১৭৲ হইতে ২২৲
বালিকা সাইজ প্রতিজোড়া
১২৲ হইতে ১৫৲

লহর মাকড়ী

বালিকা সাইজ—প্রতিজোড়া—১২৲ হইতে ১৫৲

বাঁশফিউ প্যাটার্ণ মাকড়ী

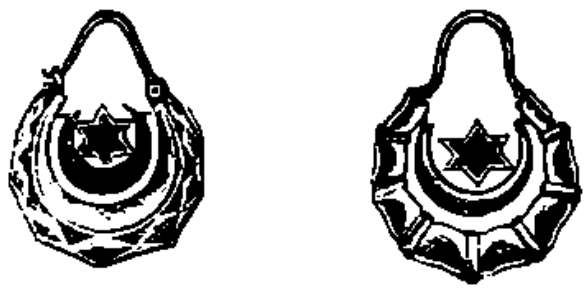

প্রমাণ প্রতিজোড়া—১৮৲, ২২৲ প্রমাণ প্রতিজোড়া ১৮৲, ২২৲
ছোট প্রতিজোড়া—১২৲ টাকা হইতে ১৫৲, ছোট প্রতিজোড়া ১৩৲, ১২৲
মাঝারী প্রতিজোড়া—১৫৲টাকা হইতে ১৮৲, মাঝারী ১৪৲, ১৫৲

লহর মাকড়ী

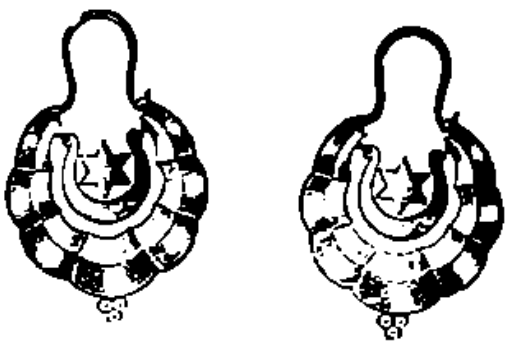

প্রমাণ—প্রতিজোড়া—১৮৲ হইতে ২২৲

নূতন প্যাটার্ণ মাকড়ী

প্রমাণ—প্রতিজোড়া—১৮৲ হইতে ২২৲
মাঝারী " ১৫৲
ছোট— " ১২৲

৩নং মাকড়ী—
প্রতিজোড়া—১০৲
টাকা হইতে ১২৲

কানফুল

৪০

আঙ্গুর পাতা

পাথর মজুরী সহ মূল্য ১২৲ টাকা হইতে।

৪১

ঘোড়াপুষ

মধ্যে দুই খানি চুণী বসান প্রতি জোড়া ১৫৲ হইতে। সমস্ত পাথর বসান হইলে, প্রতি জোড়া ২২৲ টাকা।

৪২

পাথর মজুরী সহ মূল্য প্রতিজোড়া ১৫৲টাকা হইতে। সমস্ত পাথর সেট হইলে ২২৲ টাকা হইতে।

৪৩

৪৪

একখানি করিয়া চুণী বসান প্রতি জোড়া ১১৲ টাকা হইতে।

৪৫

বেল পাতা কানফুল

ডবল থাকা প্রতি জোড়া ১২৲ হইতে। তিন থাকা প্রতি জোড়া ১৫৲ টাকা হইতে।

৪৬

প্রজাপতি টাপ

প্রতি জোড়া ১৫৲ টাকা হইতে। ঐ সাচ্চা চুণী পান্না মুক্তা ও ওপেল বসান প্রতি জোড়া ২৫৲ টাকা হইতে

৪৭

ভাঁড়ায়া পাপড়ি ওয়ার্ক কানফুল

সাচ্চা চুণী পান্না মুক্তা বসান প্রতি জোড়া ২৫৲ হইতে

৪৮

ডবল থাকা গোলপাপড়ি কানফুল।

৪৯

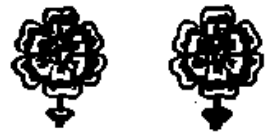

ডবল থাকা গুলুপী পাতা কানফুল।

একখানি করিয়া চুণী বসান প্রতিজোড়া ১২৲ টাকা হইতে। ঐ কানফুল তিনথাক টাকা হইতে ১৫৲ টাকা। প্রতি জোড়া ১৯৲ টাকা হইতে। ঐ দুই খানি পান্না বসান প্রতি জোড়া ২০৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা।

কলেজ কানের টাপ

৯০ ৯১ ৯২ ৯৩

প্রতিজোড়া চুণী বসান মজুরী পাথর সহ মূল্য ১০৲ টাকা হইতে।
ঐ সাচ্চা চুণী পান্না বসান হইলে ৩০৲ টাকা হইতে।
ঐ আসল মুক্তা ও হীরা বসান হইলে অনেক বেশী পড়িবে।

নাকছাবি

৯৪ ৯৫ ৯৬

মূল্য যে কোন নমুনা প্রতিটী ২৷৷০ টাকা, ৩৲ টাকা ও ৪৲ টাকা।

৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

১। চিড়িতন ইত্যাদন টেক্কা নাকছবি ২৲ হিঃ, ঐ কবিনেট ২৷৷০ হিঃ। কলেটওয়ালা নাকছাবি ১ খানি কবিনেট ১০৲, ১ খানি পান্না সেট ১৫৲, একখানি মুক্তাসেট ২০৲ হইতে, ১ খানি ব্রাসলেট ৮০৲ হইতে ২০০৲। ছোট্টো নাকছাবি চুণী পান্না, মুক্তা সেট করা প্রত্যেকটী ৪৲ হইতে ১০৲। টাইপ নাকছাবি A হইতে Z পর্য্যন্ত দেন প্রত্যেকটি ২৷৷০, পাথর সেট ৬৲।

অঙ্গুরী RING

(R 1)

ছোট চুণী পান্না বসান মূল্য ১৫৲ টাকা হইতে

(R 2)

চতুর্ভুজাকৃতি চুণী পান্না ইত্যাদি বসান ৩০ টাকা হইতে।

(R 3)

তিনখানি চুণী পান্না বসান মূল্য ১৮৲ টাকা হইতে।

(R 4)

মধ্যে একটী পাথর বসান মজুরীসহ মূল্য ১০৲ টাকা হইতে।

(R 5)

মাঝখানে চুণী বসান ১৪৲ টাকা হইতে

(R 6)

১পী পান্না বসান ১৫৲ টাকা হইতে

(R 7)

একটী বড় চুণী বসান মজুরীসহ ১৫৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা।

(R 8)

একটী চুণী বসান ১২৲ টাকা হইতে ৩০ টাকা।

(R 9)

১৩টী চুণী বসান মজুরী সহ আনুমানিক ১৪৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা

(R 10)

পাথর মজুরীসহ মূল্য ১৫৲ টাকা হইতে।

(R 11)

পাথর সহ ১২৲ টাকা হইতে।

(R12)

(R13)

(R14)

গ্রেন গোল্ড হইতে ১৫৲ টাকা হইতে। অমেল্ল বা সোলেমানি পাথর বসান হইলে ৩০৲ টাকা হইতে

অঙ্গুরী RING

(R15)

মাঝখানে ১টি ও চারিদিকে ২টি পাথর বসান মজুরী সহ ১৯৲ টাকা হইতে

(R16)

তিনখানি পাথর বসান মজুরীসহ ১৮৲ টাকা হইতে।

(R 17)

মাঝখানে ২টি ও চারিদিকে ৪টি পাথর সহ মূল্য ২০৲ টাকা হইতে।

(R 18)

পাঁচখানি পাথর বসান মজুরীসহ মূল্য ১৯৲ টাকা হইতে।

(R 19)

পাথর মজুরীসহ মূল্য ১৮৲ টাকা হইতে

(R 20)

পাথর মজুরীসহ মূল্য ২০৲ টাকা হইতে।

(R21)

তিনখানি পাথর মজুরী সহ মূল্য ১৮৲ টাকা হইতে।

(R 2)

১৫ রতি পাথর মজুরী সহ মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে।

(R23)

তিনখানি চুণী পান্না মজুরীসহ মূল্য ২৫৲ টাকা হইতে।

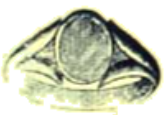

(R 24)

কেবল সোনার গ্রেন গোল্ড আংটি মজুরীসহ মূল্য ১৫৲ টাকা হইতে অমেল্ল বা সোলেমানি পাথর বসান আংটি ২৫৲ টাকা হইতে।

(R25)

কেবল সোনার গোল্ড হইতে মজুরীসহ মূল্য ১৮৲ টাকা হইতে অমেল্ল বা সোলেমানি পাথর বসান হইলে ৩০৲ টাকা হইতে

(R 26)

পাথর মজুরীসহ মূল্য ১৮৲ টাকা হইতে।

(R 27)

পাথর মজুরীসহ মূল্য ১৮৲ টাকা হইতে।

(R 28)

পাথর মজুরীসহ ২০৲ টাকা হইতে।

সেফটিপিন

132

ষ্টাইল সেফটিপিন বহু আলঙ্কারে, যথে থাকে উত্তাদি লেখা প্রত্যেকটী ১০৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা পী ডজনো পালব হেট) প্রত্যেকটি ৯০৲ টাকা হইতে

ব্রোচ সেফটিপিন প্রত্যেকটি ২০৲ টাকা হইতে পাথরের মূল্যানুসারে দাম কম বেশী হইবে।

133

সাঁচ্চা চুণী পান্না বা মুক্তা বসান, গিনি সোনা মাঃ মজুরী ১৮৲ টাকা হইতে ঐ মেন ১০৲ টাকা হইতে।

134

সাঁচ্চা চুণী পান্না মুক্তা বসান, গিনি সোনা মাঃ মজুরী আনুমানিক মূল্য ২০৲ টাকা হইতে।

135

দস্তা মজুরী মূল্য ২০৲ টাকা হইতে

136

মেন—মাঃ মজুরী মূল্য ১৮৲ টাকা হইতে।

137

ওড়োয়া পাশী সেফটিপিন মজুরী পাথর সহ মূল্য আনুমানিক ২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা।

কল্যাণী চিরুণী

138

মহিষ শৃঙ্গের চিরুণীর উপর মিনি সোণার চমৎকার এনামেল সাত বসান মূল্য ১১ দাঁতা ১২৲ ১৫ দাঁতা ১১৲ ২০ দাঁতা—৯৲।

গিনি সোনার হেয়ার পিন

139

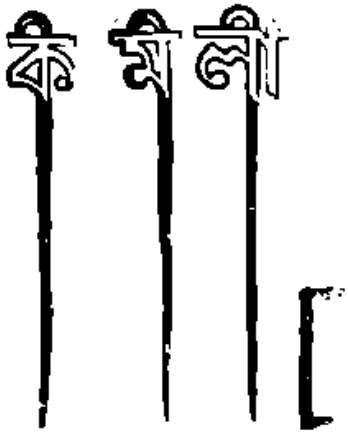

140

২৫ চুল—মধ্যে ১টী সাঁচ্চা চুণী বা পান্না বসান প্রত্যেকটি মাঃ মজুরী আনুমানিক মূল্য ১৮৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকা।

৫০ চুল ডেমার পিন—প্রত্যেকটি মাঃ মজুরী আনুমানিক মূল্য ১২৲টাকা হইতে ২০৲ টাকা।

গিনি সোনার প্রজাপতি কাঁটা (হেয়ার পিন)—

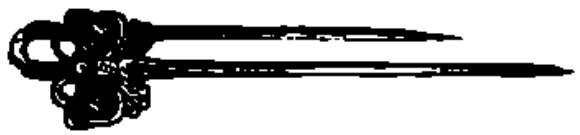

141

142

প্রজাপতি কাঁটা পাথর মজুরী সহ আনুমানিক মূল্য প্রত্যেকটি ২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা।

স্প্রিং কাঁটা—সিঙ্গেল লাল কাঁটা সমেত প্রত্যেকটি মাঃ মজুরী মূল্য ১০৲ টাকা হইতে। ঐ ডবল লালকাটা প্রত্যেকটি ২০৲ টাকা হইতে।

ইংলিশ প্যাটার্ণ দুল

143

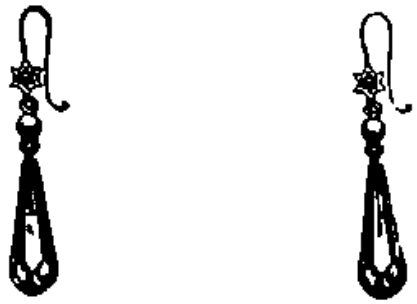

সিনি সোনার পাতার উপর হীরে ও পুঁতি ছড়িয়া চুণী বসান প্রতিজোড়া মূল্য ১৮৲ ১২৲ টাকা।

ইয়ারিং

150 151 152

সিনি সোনার চেন হুক উপরে ২ খানি চুণী সোনা ও পুঁতি ছোড়া আধুনিক মূল্য ১২৲ টাকা হইতে।

144 145

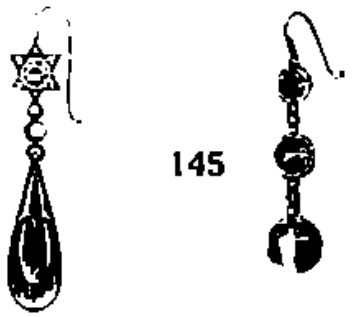

প্রতি জোড়া মূল্য—পাথর মজুরী সহ ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা।

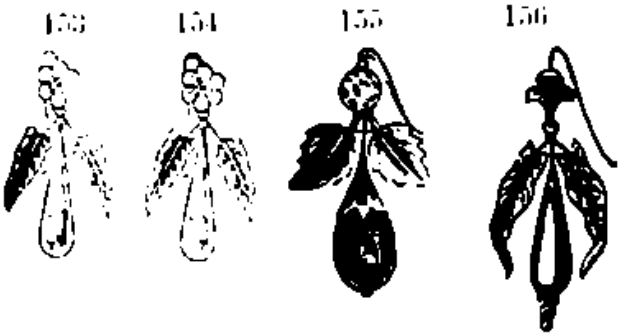

বল ড্রপ প্রতি জোড়া ১৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা।

153 154 155 156

সিনি সোনার ও ২ খানি চুণী বসান মজুরী সহ মূল্য ১২৲ টাকা; ড্রপ চুণীর হইলে ১৫৲ টাকা।

পাথর সোনা ও মজুরী সহ মূল্য ১৫৲ টাকা হইতে।

মুক্তার কর্ণ দুল

157

উপরের ছাঁদের সাচ্চা চুণী পান্না পোখরাজ বসান ও নীচে তিন লহর আসল মুক্তা যুক্ত প্রতি জোড়া আধুনিক মূল্য ৫০৲ টাকা হইতে

বল ইয়ারিং

158

বল ইয়ারিং প্রতি জোড়া মজুরী পাথর সহ ১৪৲ টাকা হইতে।

159

পাথর মজুরী সহ আধুনিক মূল্য ১৪৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকা

সিনি সোনার

ঘোড়ার খুর দুল

উপরে ২ খানি চুণী বসান ও নীচের খুর চেন হইতে মজুরী সহ প্রতি জোড়া ১৫৲ টাকা হইতে। ঐ জড়োয় হইলে প্রতি জোড়া ২৮৲ হইতে।

সাচ্চা জড়োয়া

ইয়ারিং

148

পাথর মজুরী সহ আধুনিক মূল্য ৫০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা।

গিনি সোণায় প্রস্তুত নানাবিধ প্যাটার্ণের নিরেট চুড়ী

প্রতি গাছা ১ চুড়ী হইতে ১।০ চুড়ী সোণায় হয়। মজুরী প্রতি চুড়ী ৸৹ হিসাবে। ৩ গাছা হইতে ৮ গাছাতে সেট হয়।

061

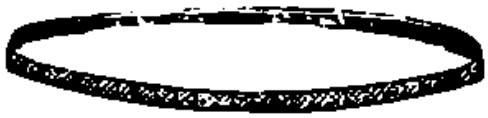

161

162

163

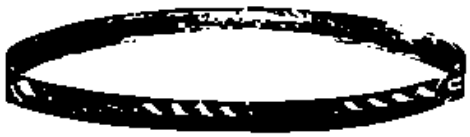

164

165

প্রতি গাছা ১।০ হইতে ৩ গাছাতে সেট হয়। মজুরী প্রতি চুড়ী ৸৹ হিসাবে। ৩ গাছা হইতে ৮ গাছাতে সেট হয়।

প্রতি সেট আনুমানিক মূল্য ১০৲ হইতে ৩০০ টাকা।

166

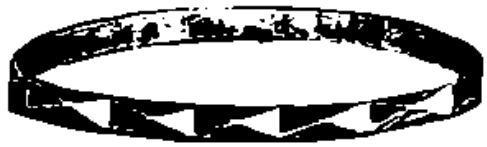

167

168

169

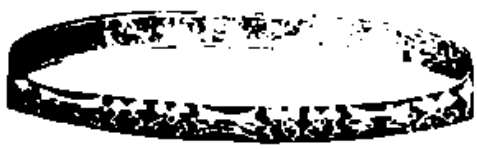

170

171

নিরেট চুড়ী

[illegible] চুড়ী ১ পাটী হইতে ২ পাটীতে হয়। মজুরী প্রতি পাটী ১৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা হিসাবে। ৩ পাটা বা ৪ পাটায় সেট হয়। প্রতি সেট ইহা ছাড়া মজুরী- ১৫৲ হইতে ১০০৲।

172

173

174

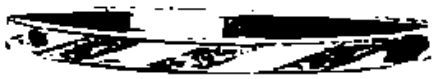

175

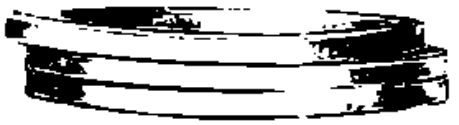

176

177

178

179

180

181

182

183

184

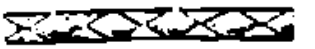

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194
লোহা
প্রতিটি ১২৲ হইতে
১৭৲ টাকা।

সিদি সোনা প্রভৃতি ভিন্নতে সোনার মত দেখায়
মূল্য ২৲ টাকা হইতে

195 বিনাপায়ে প্রস্তুত অনন্ত

দুইবার পালিশ ও মধ্যে দুরুহ কারুকার্য্যযুক্ত অনন্ত। প্রতিযোড়া খুব কম পক্ষে ১ ডরি হইতে ১০ ডরিতে হয়। মজুরী প্রতি ডরি ৫৲ টাকা হিসাবে। যার মজুরী আনুমানিক মূল্য ১২৫৲ টাকা হইতে ২৪০৲ টাকা।

তাড়ুয়া বা তিন পেঁচের তাগা

196

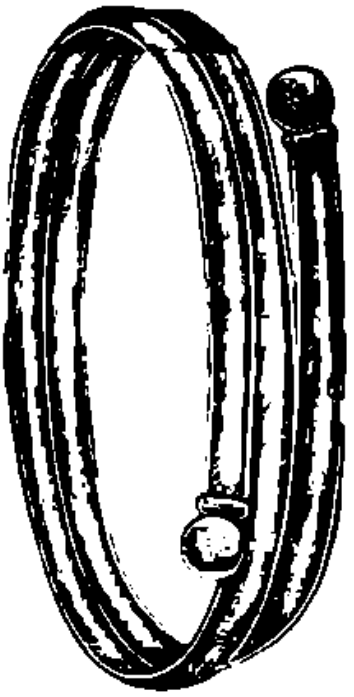

সহজে বোঝা যায় এজন্য এ ঢাঁদে খানি বেলোয়ারী পাথর মোড়া। সাধারণতঃ ২ ডরি হইতে ১০ ডরিতে হয়। মজুরী প্রতি ডরি ৫৲ হিঃ। মূল্য প্রতি যোড়া ১২৫৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকা।

গঙ্গা যমুনা রুলী

197

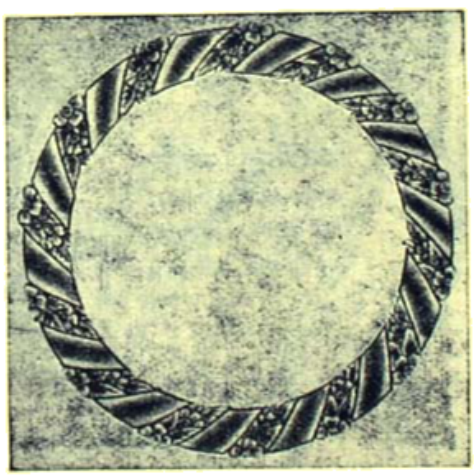

১॥০ ডরি হইতে ৪ ডরিতে হয়। মজুরী প্রতি ডরি ৬৲ হিঃ

নক্সা ওয়ালা রুলি

198

প্রতিযোড়া ২ ডরি হইতে ৪ ডরিতে প্রস্তুত হয়। মজুরী প্রতি ডরি ৫৲ হিসাবে। মূল্য ৭৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা

হেভি পাউার্ড ব্রেসলেট

199

রেসলেট মাঝারি চুণী পান্না মুক্তা সেট করা প্রতি জোড়া ১০০৲ হইতে ২০০৲ টাকা। মধ্যে ও মাঝি ডিজাইনের হইলে ৭০০৲ টাকা হইতে ৪০০৲।

200

চুণী পান্না মুক্তা ইত্যাদি সেট করা প্রতি জোড়া ১৭৫৲ হইতে।

201

মাঝারি চুণী পান্না মুক্তা গোলাপ সেট করা হইলে প্রতি জোড়া ২০০৲ হইতে। মধ্যে ও মাঝি ডিজাইন হইলে ৫০০৲ টাকা হইতে ৭০০৲ টাকা।

ব্যাঙ্গেল

202

পাথর বসানসহ মূল্য ১০০৲ টাকার উপর।

ব্রুচপিন্—৩০৲

203

204

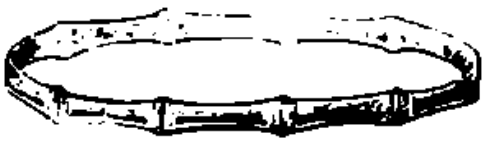

প্রতি জোড়া ২ ভরী হইতে ৩ ভরীতে। মজুরী প্রতি ভরী ৫৲ হিসাবে।

205

চুণী পান্না সেট করা প্রতি জোড়া ১০০৲ টাকা হইতে।

206

207

(1 to 32)

গিনি সোনার নেক্‌চেন, মক্‌চেন ও ঘড়ীর চেন

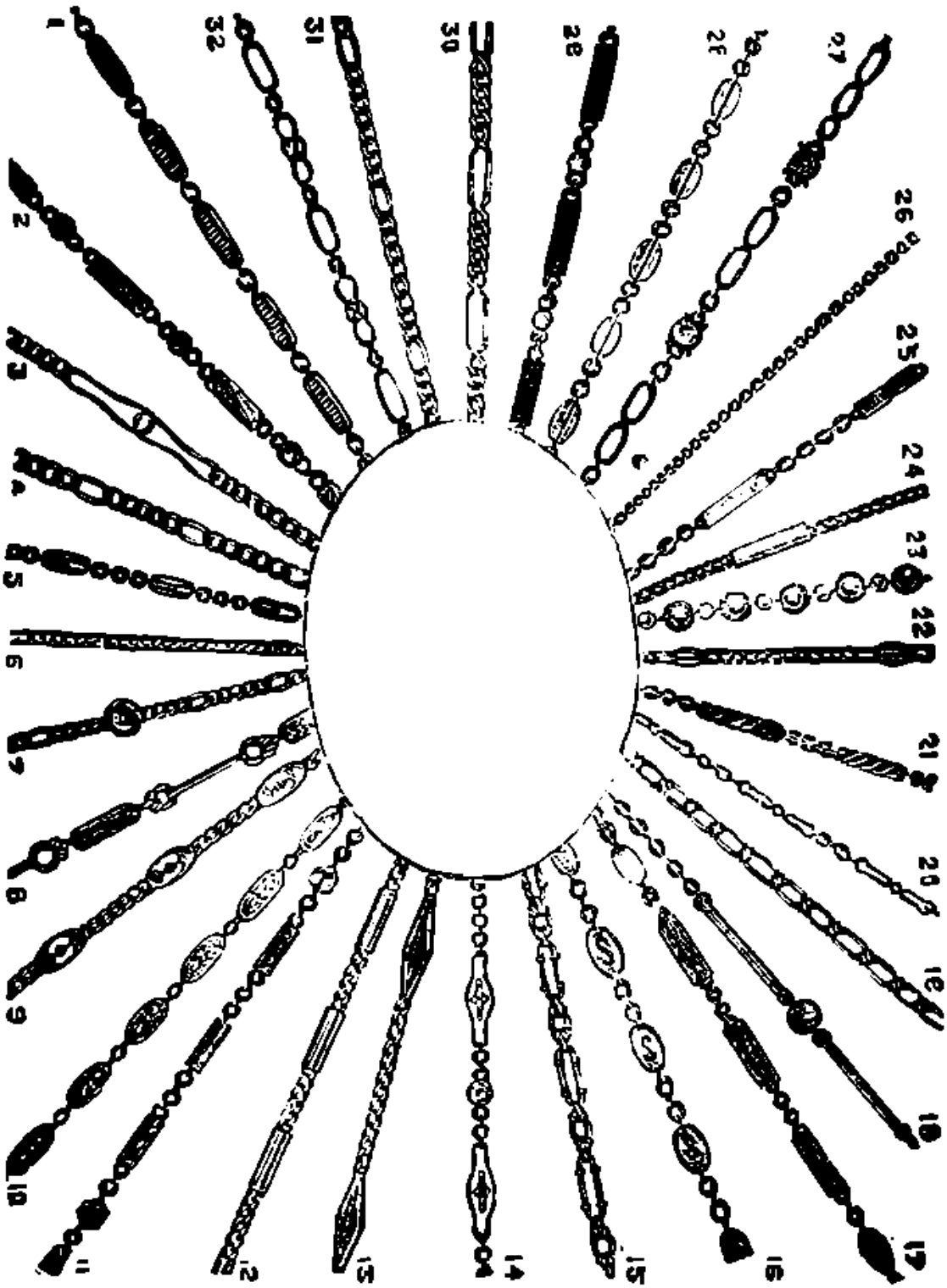

সাধারণতঃ যে কোনও নম্বরের নেকচেন ও মক্‌চেন ১৮" ইঞ্চ হইতে ৪৪ লম্বা হয়। ওজন ১।০ ভরী হইতে ৮—১০ ভরীতে প্রস্তুত হয়। ওজন ২ ভরীর বেশী হইলে মজুরী প্রতি ভরী ৵ হিসাবে। ২ ভরীর কম হইলে মজুরী রেট ১৲ হইতে ১৷৵ টাকা।

গিনি সোনার বল ফেঁড় তমপাতা নেকলেস

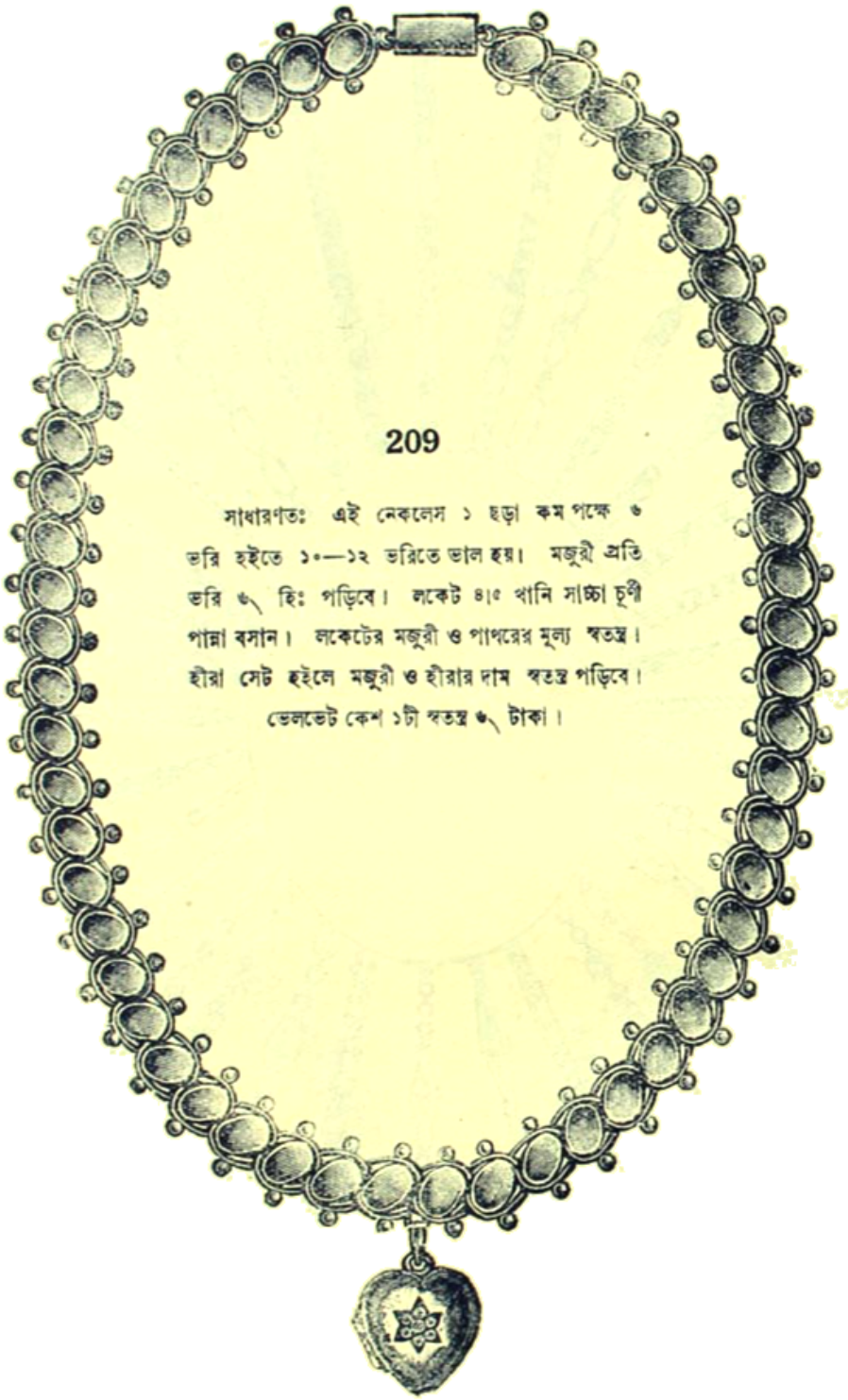

209

সাধারণতঃ এই নেকলেস ১ ছড়া কম পক্ষে ৬ ভরি হইতে ১০—১২ ভরিতে ভাল হয়। মজুরী প্রতি ভরি ৬৲ হিঃ পড়িবে। লকেট ৪।৫ খানি সাচ্চা চুণী পান্না বসান। লকেটের মজুরী ও পাথরের মূল্য স্বতন্ত্র। হীরা সেট হইলে মজুরী ও হীরার দাম স্বতন্ত্র পড়িবে। ভেলভেট কেশ ১টী স্বতন্ত্র ৬৲ টাকা।

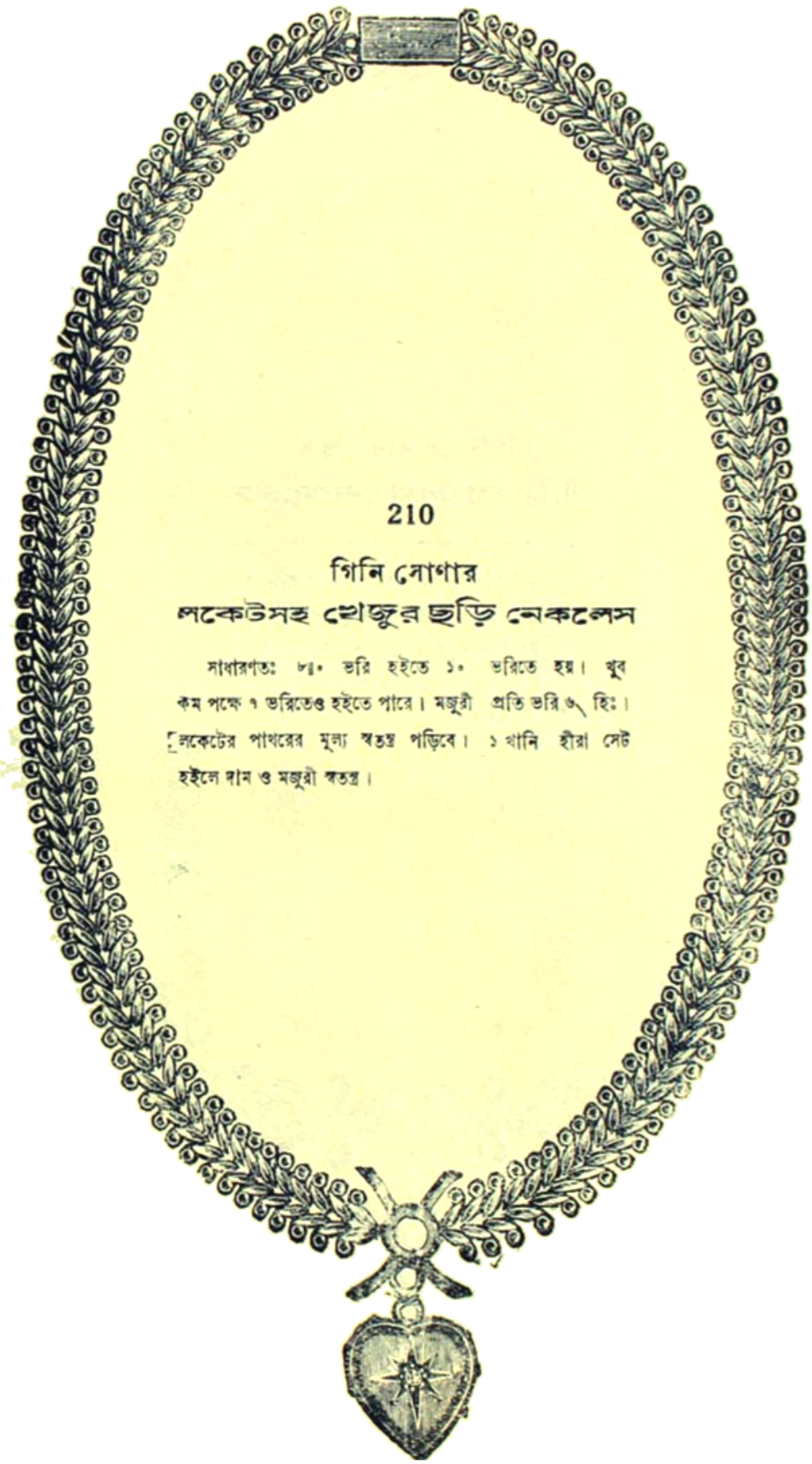

210

গিনি সোণার
লকেটসহ খেজুর ছড়ি নেকলেস

সাধারণতঃ ৮৷০ ভরি হইতে ১০ ভরিতে হয়। খুব কম পক্ষে ৭ ভরিতেও হইতে পারে। মজুরী প্রতি ভরি ৬৲ হিঃ। লকেটের পাথরের মূল্য স্বতন্ত্র পড়িবে। ১ খানি হীরা সেট হইলে দাম ও মজুরী স্বতন্ত্র।

গিনি সোনায় প্রস্তুত

গাঁড়া প্যাটার্ন নেকলেস

সাধারণতঃ ১০ ভরি হইতে ১৫ ভরিতে প্রস্তুত হয়। মজুরী প্রতি ভরি ৬৲ হিঃ। পাথর বসান হইলে আনুমানিক ২৫৲ টাকা হইতে তদূর্দ্ধ মূল্যের বসান যাইতে পারে। উহার মজুরী প্রতি ভরি ৭৲ হিঃ। লকেটের মজুরী নেট ৫৲ টাকা স্বতন্ত্র। হীরা সেট হইলে মজুরী ও হীরার দাম স্বতন্ত্র।

গিনি সোনার সিকেল, ভলল ও ফোলা বিছাহার

(1 to 3)

212

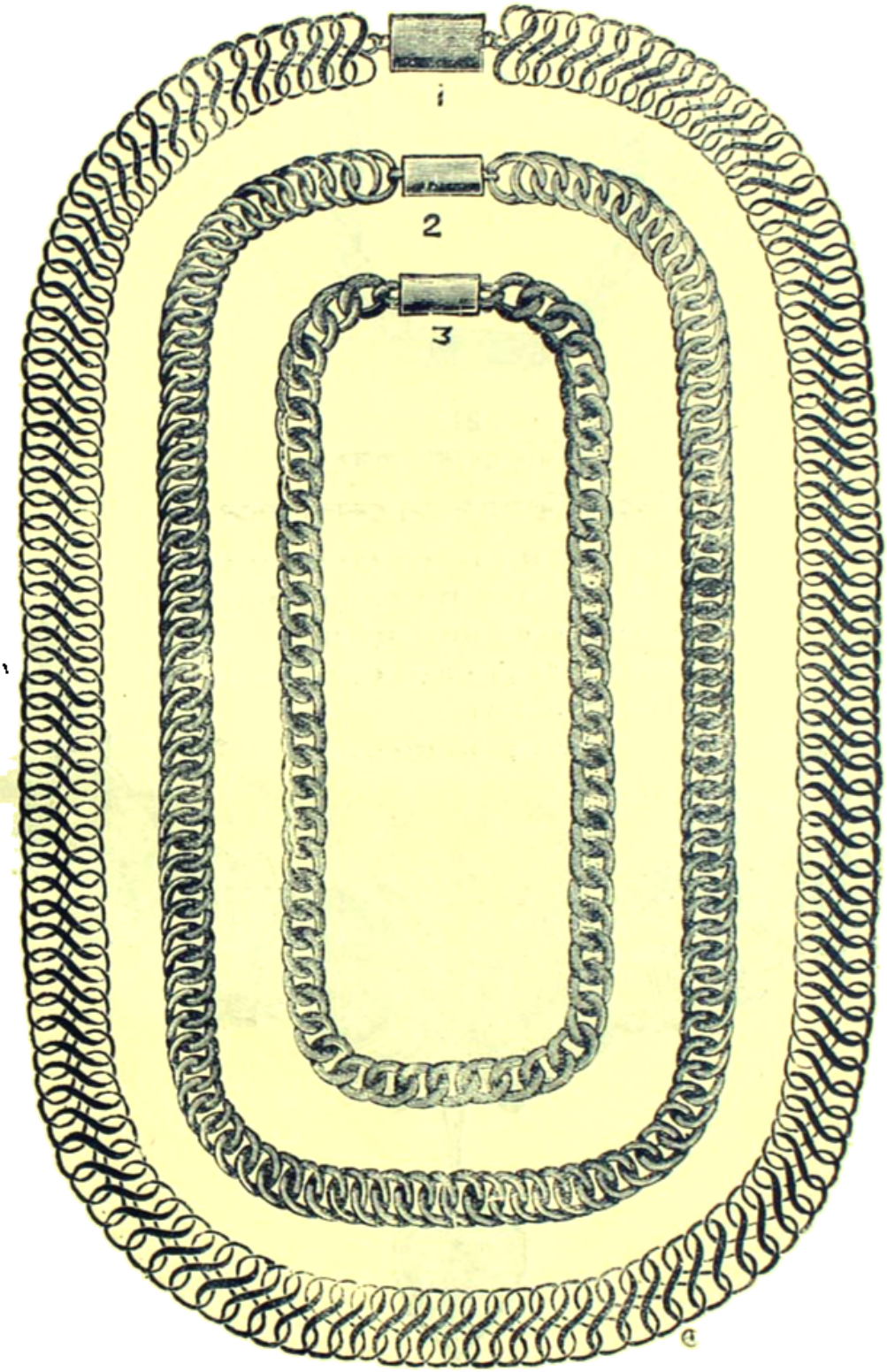

সাধারণতঃ ৪ ভরী হইতে ১০ ভরীতে প্রস্তুত হয়। মজুরী প্রতি ভরী ৸৹ হইতে ১৲ হিসাবে।

গ্রাহকের ইচ্ছানুযায়ী লকেট দেওয়া যাইতে পারে।

213

গিনি সোনায় প্রস্তুত

ভিক্টোরিয়া ক্রস্ নেকলেস

সাধারণতঃ ১২ ভরী হইতে ১৫ ভরীতে প্রস্তুত হয়। খুব কম পক্ষে ৯—১০ ভরী ওজনের হইতে পারে। ওজন কম বেশী অনুসারে চওড়াও কম বেশী হইবে। মজুরী প্রতি ভরী ৭৲ হিঃ এজাপতি ও লকেটের চুণী পান্না মুক্তা ইত্যাদি পাথরের মূল্য ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা।

মূল্য ১ছড়া— ৩৪০ হইতে ৪২০৲

214

গিনি সোনায় প্রস্তুত

নেকলেস

সাধারণতঃ ৮ ভরী হইতে ১০ ভরীতে প্রস্তুত হয়। মজুরী প্রতি ভরী ৭৲ হিঃ। মুক্তা চুণী পান্না পাথর কমপক্ষে ৩০৲ টাকায়। হীরা বসান হইলে হীরার দাম ও মজুরী স্বতন্ত্র।

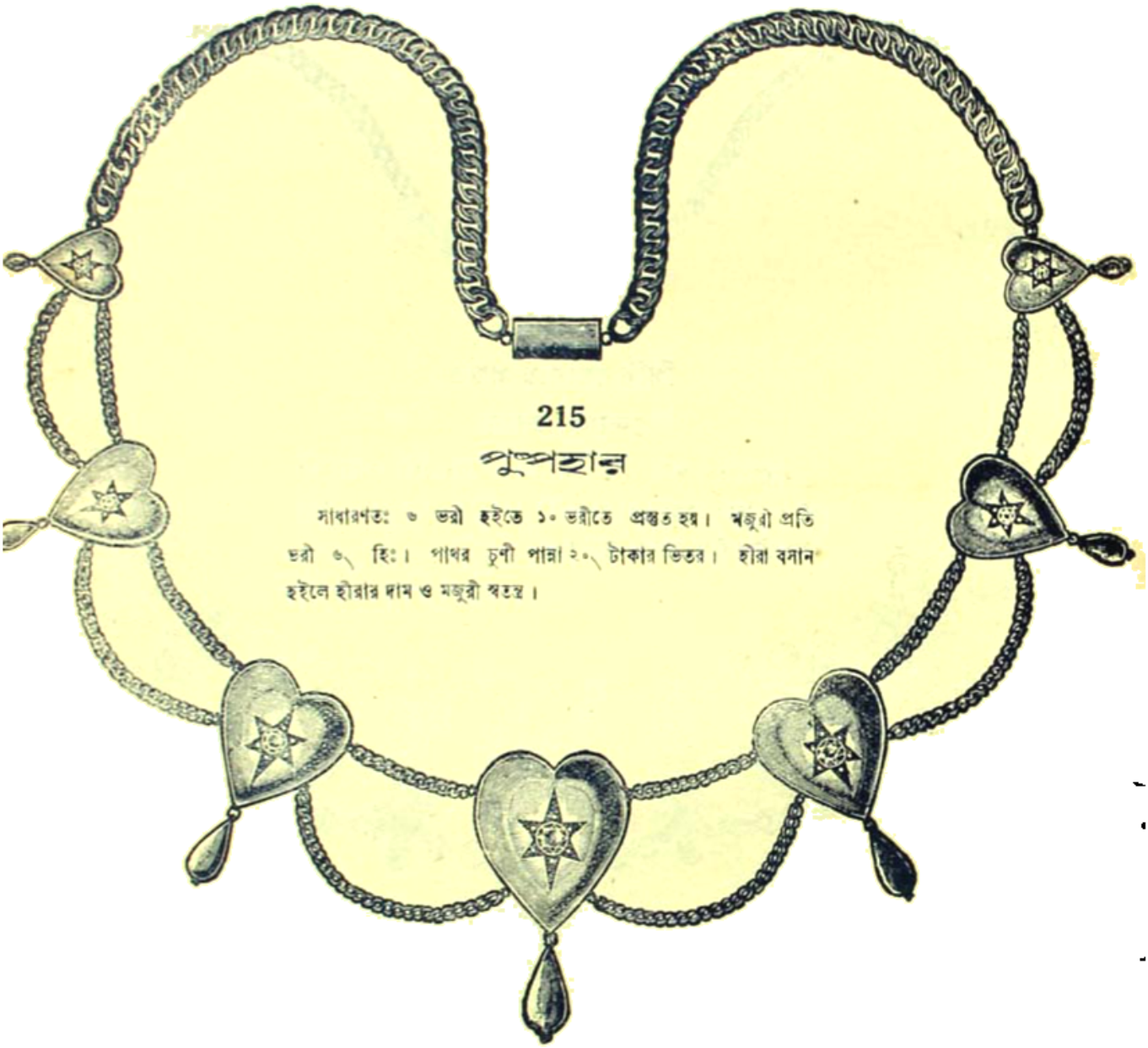

215

পুষ্পহার

সাধারণতঃ ৩ ভরী হইতে ১০ ভরীতে প্রস্তুত হয়। মজুরী প্রতি ভরী ৩৲ হিঃ। পাথর চুণী পান্না ২০৲ টাকার ভিতর। হীরা বসান হইলে হীরার দাম ও মজুরী স্বতন্ত্র।

216

চাউাই নেকলেস

সাধারণতঃ ১০ ভরি হইতে ২০ ভরিতে প্রস্তুত হয়। ওজন কম হইলে চওড়ায় কম হইবে। মজুরী প্রতি ভরি ৭৲ হিসাবে। লকেটের পাথরের মূল্য ও মজুরী স্বতন্ত্র ৮৲ টাকা।

প্রজাপতি নেকলেস

.217

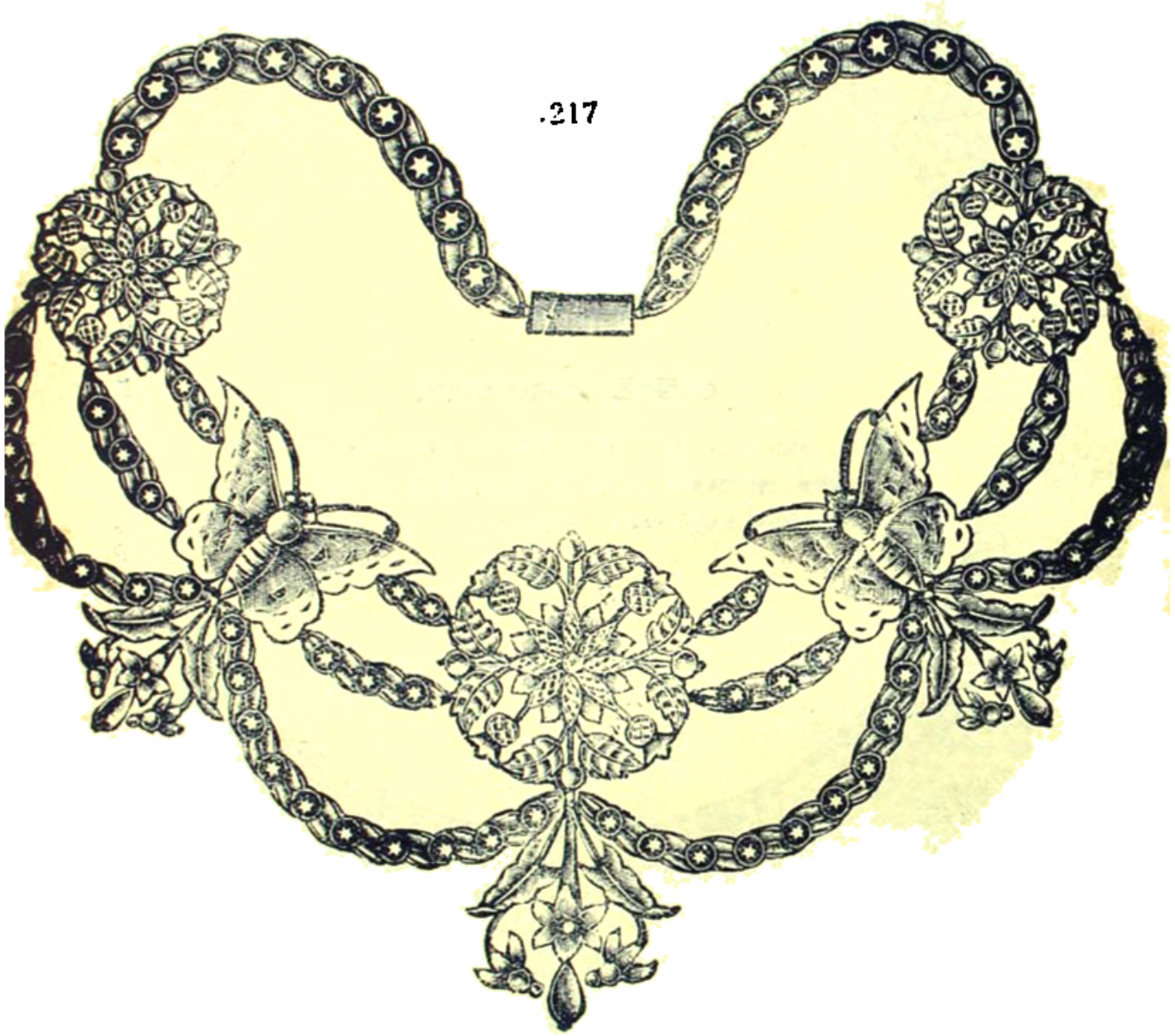

সাধারণতঃ ১০ ভরি হইতে ১৫ ভরিতে প্রস্তুত হয়। পাথর ২৫৲ টাকা হইতে তদূর্দ্ধ। মজুরী প্রতি ভরি ৭৲ হিঃ।
নেকলেসের সঙ্গে বেলজেট কোন ১টির দাম স্বতন্ত্র ৬৲ ছয় টাকা।

218

গিনি সোনার

ভিক্টোরিয়া নেকলেস

সাধারণতঃ ৮ ভরি হইতে ১২ ভরিতে প্রস্তুত হয়। মজুরী প্রতিভরি ৭৲ হিঃ। লকেটের পাথরের মূল্য স্বতন্ত্র।

219

গিনি সোনার জড়োয়া নেকলেস

সাধারণতঃ ৩ ভরি হইতে ৪ ভরিতে প্রস্তুত হয়। পাথর মূল্য ৭০৲ টাকা হইতে। মজুরী রেট ৪০৲ টাকা।
মূল্য ১৮০৲ টাকা হইতে ২৫০৲ টাকা।

220

গিনি সোনার

বল বিস্কুট নেকলেস

সাধারণতঃ ১০ ভরি হইতে ১৫ ভরিতে প্রস্তুত হয়। মজুরী প্রতি ভরি ৭৲ হিঃ। পাথর বসান হইলে প্রতি ভরি মজুরী ৮৲ হিঃ। লকেটের মজুরী স্বতন্ত্র ৫৲ টাকা পড়িবে। হীরা সেট হইলে মজুরী স্বতন্ত্র।

গিনি সোনার জড়োয়া নেকলেস।

221

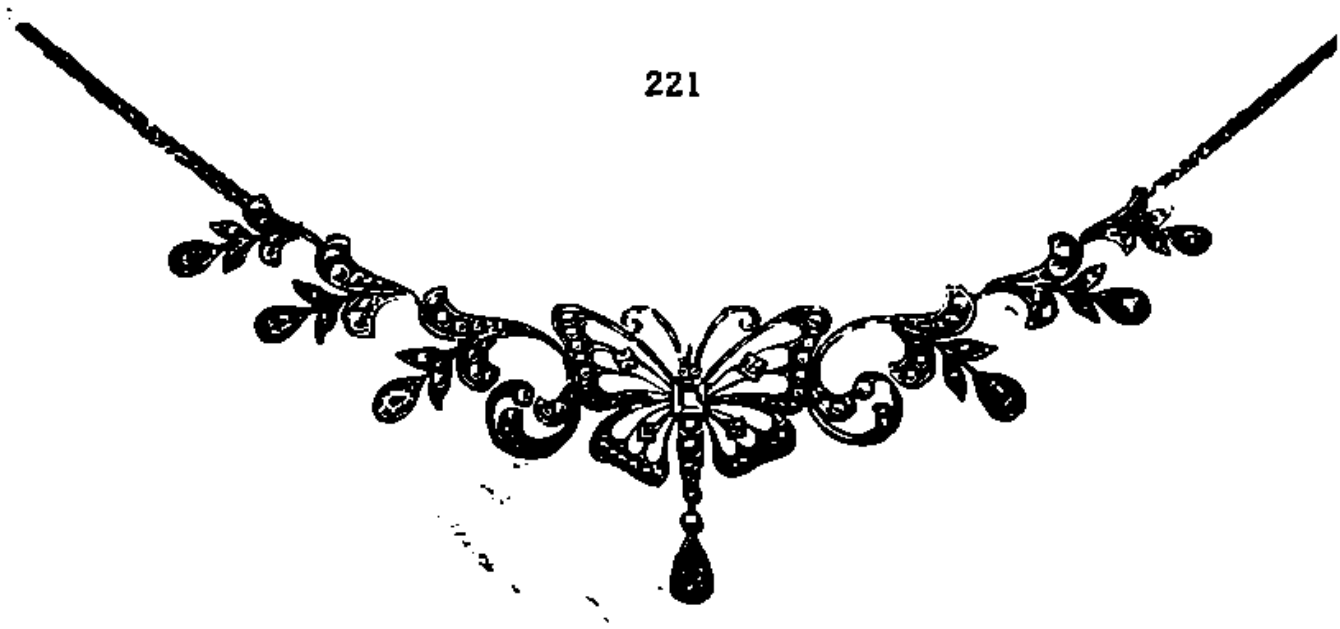

সাধারণতঃ ৭ ভরিতে প্রস্তুত হয়। পাথর, মাঁজা চুণী, পাঁচ মুক্তা, বসান হইতে কম পক্ষে ৭০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা। মজুরী সেট ১০০৲ টাকা। চীনা সেট কম হইতে চীনার দাম সহ ও মজুরী সেট ১৫০৲ টাকা।

গিনি সোনার গোপাল জাল ফাঁস

222

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [

লণ্ডন—বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশনে—ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস (১৯২৪)

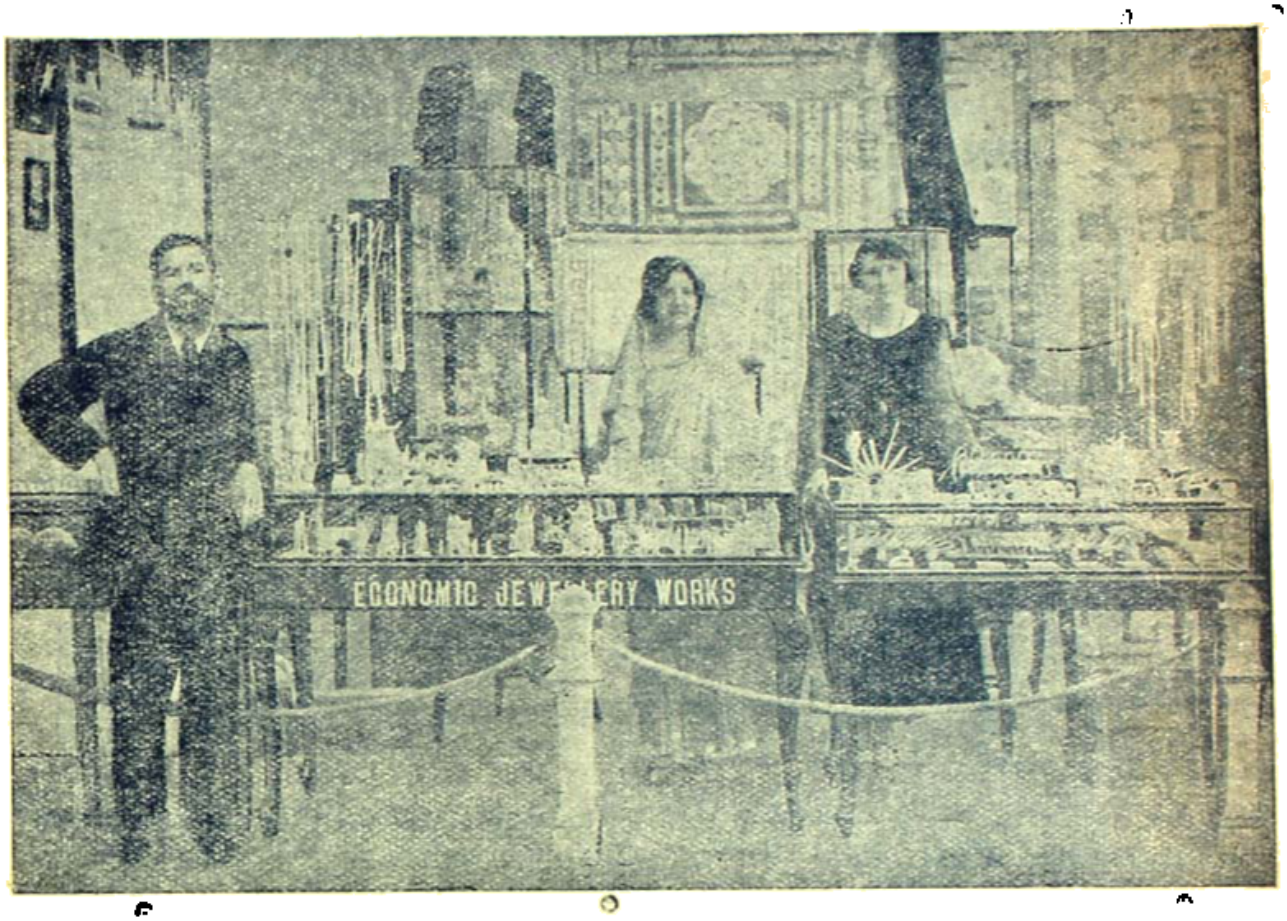

Economic Jewellery Works—at the British Empire Exhibition, Wembley, London 1924

Under the management of the Proprietor—Mr. Akshoy Kumar Nandy (Editor, Matrimandir) assisted by two European Ladies Miss Jones (in Indian costume) and Miss Adams.

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের মহিলা-বিভাগ

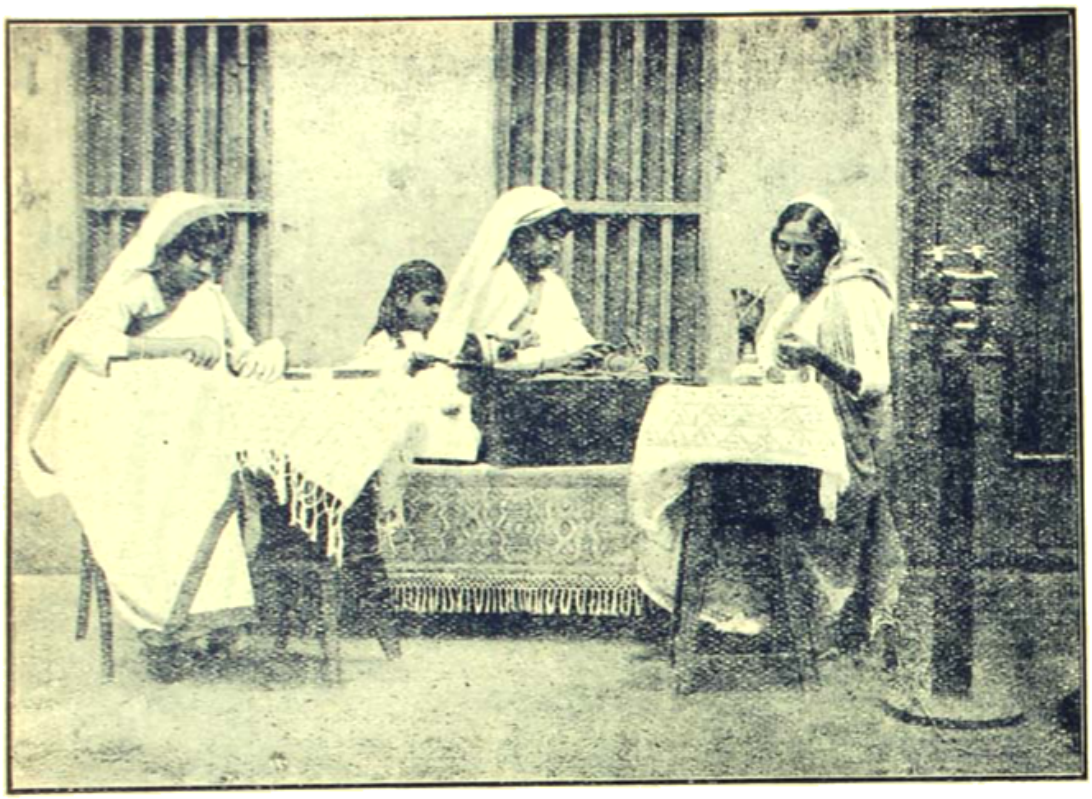

বাম দিক হইতে :—(১) একটি মহিলা সোনার পাত এনগ্রেভ করিতেছেন। (২) একটি বালিকা হাত মেশিন ঘুরাইয়া পাত পালিশ করিতেছে। (৩) মধ্যস্থলের মহিলাটি পাথরে সোনার পাত আঁটিতেছেন। (৪) দক্ষিণের মহিলাটি স্পিরিটল্যাম্পে ঐকদল দ্বারা পাথর পিন আলাই করিতেছেন। (৫) সর্ব্বদক্ষিণে একটি পাত তৈয়ারীর কল (ডলনা কল) রহিয়াছে। এই কলে মহিলারাই আবশ্যক মত সোনার পাত প্রস্তুত করিতে পারেন।

আপনার ব্যবসায় পুষ্ট করিবার জন্য
আপনার স্বর্ণকারকে সাবধান দিন

সোনার পাত প্রস্তুতের
ডলনা কল (FLATTENING MACHINE)

বার্ম্মিংহামের তৈয়ারী ডলনা কলই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

একটি কল কিনিলে বিশ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত চমৎকার মসৃণ পাত প্রস্তুত করা চলিবে। ঘষে বাসিলে আরও দীর্ঘস্থায়ী হইবে। আমরা নিজে সেখানে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া অনেক কল আমদানী করিতেছি।
মূল্য ৩ ইঞ্চ রোলার ১০০৲ টাকা, ৪ ইঞ্চ রোলার ১২৫৲ টাকা।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জাতীয় মঙ্গলকামীদিগের কয়েকখানি পুস্তক

পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বয়ং পাঠ করুন এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে পাঠে উৎসাহ দিন।

১। সংযমসাধনা বা বীর্য্যরক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় ৷৷০ আনা।
২। সরল ব্রহ্মচর্য্য—৵০ আনা।
৩। বিধবার জীবন যজ্ঞ—৷৵০ আনা।
৪। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য—১৲ টাকা।
৫। আপনার জন—৷৵০ আনা।
৬। কর্ম্মের পথে—/১০ পয়সা।
৭। পথের সাথী—/১০ পয়সা।
৮। পথের প্রদীপ—/১০ পয়সা।
৯। পথের সন্ধান—/১০ পয়সা।
১০। পথের সঞ্চয়—/১০ পয়সা।
১১। প্রবুদ্ধ যৌবন—/১০ পয়সা।
১২। সাধকের বাণী—/১০ পয়সা।
১৩। ব্রহ্মচারীর দিনলিপি—।০ আনা।
১৪। স্বামীজির পত্র—৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—**গুরুকুল সমিতি।** ৩৬ নং কৈলাস বসুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছোট বালকের জন্য

ডোঙ্গরের বালামৃত

ইহা শিশুদিগের পক্ষে ঔষধ ও পথ্য। ইহাতে তাহাদের দন্তোদ্গমে সহায়তা করে, দেহের অস্থি সমূহ সুগঠিত করে, হজম ক্রিয়ার সহায়তা ও শরীরের বল সঞ্চয় করে; ইহা নানাবিধ রোগের প্রতিষেধক, পুরাতন ও ক্লেশদায়ক কাসি আরোগ্য করে. অধিকন্তু ইহা খাইতে মিষ্ট। বর্দ্ধনশীল শিশুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপকারী। প্রতি বোতলের মূল্য এক টাকা।

সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

প্রোপ্রাইটার—

কে, টি, ডোঙ্গরে এণ্ড কোং

গিরগাঁও, বোম্বাই।

মাতৃমন্দিরের নিয়মাবলী

গ্রাহক-গ্রাহিকা—

বৈশাখে বর্ষ আরম্ভ হইয়া মাতৃমন্দির প্রতি বাংলা মাসের প্রথম দিনে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। যে কোন মাস হইতে এক বৎসরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়। মাতৃমন্দিরের বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ডাকমাশুল সহ তিন টাকা। ভিঃপিঃতে ৩।৹ টাকা। প্রতি সংখ্যা চারি আনা। দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুরাতন সংখ্যা নমুনা পাঠান হয়। গ্রাহকগণ চিঠিপত্র লিখিতে নিজ নম্বর উল্লেখ করিবেন এবং পত্রের উত্তরের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকেট পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানান আবশ্যক।

লেখক-লেখিকা—

এই পত্রিকায় মহিলাদিগের কল্যাণকর নানা বিষয় প্রকাশার্থে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আহ্বান করা যাইতেছে। প্রবন্ধ ও সংবাদাদি খুব ছোট ও সরল ভাষায় হওয়া আবশ্যক। মহিলাদিগের মধ্যে কেহ কোথায়ও শিক্ষা, অর্থকরী শিল্প প্রভৃতির উন্নতি দেখাইলে সে সম্বন্ধীয় সংবাদ আমরা মাতৃমন্দিরে পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। নারীর অভাব অভিযোগ সম্বন্ধীয় সংবাদ পাঠাইলে সাদরে প্রকাশিত হইবে। নূতন লেখিকাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করা হয়। প্রবন্ধ পরিষ্কার এবং ফাঁক ফাঁক করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। প্রত্যেক বিষয়ে লেখক-লেখিকার পূর্ণ নাম-ধাম থাকা আবশ্যক। প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি

মাতৃমন্দির বাংলার অধিকাংশ ধনী ও শিক্ষিত গৃহস্থের অন্তঃপুর মহলে সমাদরে পঠিত ও সযত্নে রক্ষিত হয়। এই সকল অন্তঃপুর মহলের পরামর্শ মতেই কর্ত্তারা গৃহস্থালীর আবশ্যক জিনিষপত্র খরিদ করিয়া থাকেন—তাই মাতৃমন্দিরের বিজ্ঞাপনে ব্যবসায়ীগণ লাভবান হইতেছেন।

বিজ্ঞাপনের মাসিক হার—

সাধারণ এক পৃষ্ঠা	১৮৲	কভার ২য় বা ৩য় পৃষ্ঠা	২৮৲
ঐ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০৲	কভার ৪র্থ পৃষ্ঠা	৪০৲
ঐ সিকি পৃষ্ঠা	৬৲	বিজ্ঞাপনের মুখপাত	২২৲
সূচীর অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲	লেখার মুখপাত	২২৲
সূচীর সিকি পৃষ্ঠা	৮৲	লেখার শেষ	২২৲

স্থায়ী বিজ্ঞাপনদাতাগণ পত্র লিখিয়া ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাষিক বা বার্ষিক বন্দোবস্ত করুন। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে সিকি টাকা কমিশন পাইবেন। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলে বাংলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

মাতৃমন্দিরের গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষার্থে বিজ্ঞাপন গ্রহণ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ—মাতৃমন্দির ; ২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী

গৌতম বুদ্ধ ও রমণীগণ
ডক্টর বিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি। ২৪১

সুখ ও দুঃখ (কবিতা)
শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর ... ২৫০

ভুল (গল্প)
শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী ২৫১

মা বাপের এই স্নেহ (কবিতা)
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ ২৫৩

আলোক-চিত্র (বিজ্ঞান)
শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন গুপ্ত ২৫৪

পরিবেশন পাত্রাদি
অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা ২৫৭

জাগরণ (কবিতা)
শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর ... ২৫৮

মরুর-মায়া (গল্প)
শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা ... ২৫৯

প্রাচীনা মহিলাদের চিকিৎসা স্থান
কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল্-এ-এম-এস্ ... ২৬২

শারদীয় সম্ভোষে—

আমাদের বাদ্যযন্ত্রালয়ে সহৃদয় গ্রাহক অনুগ্রাহক ও কলাবিদ্‌সুধীজনবর্গের সাদর আমন্ত্রণ! প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মার্কার্ণীয় বাদ্যযন্ত্রসম্ভারে সুসজ্জিত ও গৌরবের শ্রেষ্ঠস্থল

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস থ্যাঁ গ্রামোফোন

এবম্বিধ আমাদের দোকানে আপনার শুভাগমন প্রার্থনা করি। কিনিবার জন্য কোনও বাধ্যবাধকতা নাই,—আমরা কামনা করি কেবল আপনার শুভ-ইচ্ছা—যাহা এতাবৎকাল আমাদের ব্যবসায় সাফল্য দান করিয়াছে। যে কোন প্রকারই বাদ্যযন্ত্র হউক না কেন, আমাদের দোকানে না দেখিয়া অন্যত্র ক্রয় করিবেন না—ইহাই প্রার্থনা। পূজার বিশেষ তালিকার জন্য পত্র লিখুন।—

এন্. বি. সেন এণ্ড ব্রাদার্স

গ্রামোফোন ও বাদ্যযন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট দোকান

১৷সি বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচী।

আমি (কবিতা)
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৬৪
সঙ্কলন ২৬৫
রক্তাক্ষর (গল্প)
শ্রীমতী নির্ম্মলা ঘোষ ২৭০
পরিস্ফুট (কবিতা)
শ্রীমতী চারুলতা দেবী ২৭২
সমালোচনা ২৭৩
বাদলায় (কবিতা)
শ্রীসুকুমার সরকার ২৭৪
স্বর্গের সন্ধান (গল্প)
শ্রীবিমল সেন ২৭৫
স্বাধীন জীবনের গতি
শ্রীঅক্ষয় কুমার নন্দী ২৭৮
কছুয়ির ফকির
শ্রীমতী সুশীলা নন্দী ২৮২
নানা কথা ২৮৭

৫০ বৎসরের সুফল দায়ক

১। **শিশুসখা বটিকা**—ইহা শিশুদিগের যাবতীয় অসুখ দূর করিতে সমর্থ। কখনই নিষ্ফল হয় না। প্রতি কৌটায় ৩০০ বটীকা থাকে।

২। **চন্দ্রপ্রভা বটিকা**—ইহা স্ত্রীলোকের ব্যাধি নিবারণ করিতে অদ্বিতীয়। সুস্থাবস্থায় সেবনে শরীর নীরোগ রাখে। প্রতি কৌটায়—১৬ বটীকা থাকে।

৩। **মণিতৈল**—ইহার মত উপকারী ও সুগন্ধিযুক্ত তৈল বাজারে নাই। একথা স্পর্দ্ধার সহিতই বলিতেছি।

প্রত্যেকের মূল্য টাকা করিয়া।

আশুভ নিগ্রহ ফার্ম্মাসী
২১৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

এন, সি পাল এণ্ড ব্রাদার্স

[সুবর্ণপদক ও প্রশংসাপ্রাপ্ত]

প্যারিস প্লাষ্টার ও সিমেণ্ট্ নির্ম্মিত হিন্দু দেব-দেবীর নিখুঁত মূর্ত্তি, সর্ব্বপ্রকার 'বাষ্ট', মডেল, রিলিফ ম্যাপ ইত্যাদির শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

উদ্যান ও বৈঠকখানা ইত্যাদি সুসজ্জিত করিবার নানা প্রকার মূর্ত্তি, প্রাসাদাবলী সাজাইবার উপযোগী সিমেণ্ট ও মর্ম্মর নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রকার আসবাব পত্র আমাদের এখানে পাইবেন।

☞ বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন—
২৬২ নং আপার চীৎপুর রোড, কুমারটুলী
কলিকাতা।

—দোকান—
বিশ্বনাথের গলি।

বেণারসী হাউস

—দোকান—
বিশ্বনাথের গলি।

ম্যানেজার :— শ্রীনিবারণচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এ। ১৬৪ নং হাড়ারবসা, বেণারস সিটি।

৺শারদীয়া পূজার কয়েকখানি অমূল্য উপহার।

দোসূতী সুরাটী সাড়ী—পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সওগাত। সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়, শ্রিয়জনের উপহারে অদ্বিতীয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট রেশমের মিহি মন খাপী জমী বলিয়া খুবই মজবুত হইবে; ধোপেও নষ্ট হইবে না। সর্ব্বোপরি বং পাকা। মূল্য হিসাবে এবং চাকচিক্যে দামী বেণারসীকেও হার মানায়। আধুনিক পছন্দসত চাঁদ আঙ্গুল টুকটুকে লাল বা কুচকুচে কাল ফিতে অথবা দাঁতপাড়ে সাদা, আকাশী, জমদা, চাঁপা, গোলাপী ও বেগুনে কুলের বং প্রভৃতি ছাড়া ছাড়া রংএর তৈয়ারী; স্পেশাল কোয়ালিটী—১০ হাত ৪।০, ১১ হাত ৬৲, ২ হাত ৪৲, ৮ হাত ৫।০, পিস্ ১৷০ টাকা। একস্ট্রা স্পেশাল কোয়ালিটী—১০ হাত ৬।০, ১১ হাত ৭৲, ২ হাত ৫৲, ৮ হাত ৪।০, পিস্ ১৸০ আনা।

দোসূতী গুজরাটী সাড়ী—ইহাও সর্ব্বাংশে সুরাটী সাড়ীরই অনুরূপ এবং একই উপকরণে তৈয়ারী, শুধু খোলে সামান্য পার্থক্য। ১০ হাত ৪।০, ১১ হাত ৫৲, ২ হাত ৩।০, ৮ হাত ৪৲, ২ হাত ৪।০, ৮ হাত ২৲, পিস্ ১।০ আনা।

আলপাকার সাড়ী—এর পরিচয় অনাবশ্যক। এরূপ চোখে লাগা উজ্জ্বল সিল্কের জিনিস সুতীর দরে বিক্রয় হইতেছে! ৯, ১, ৮, ৯, ও ১০ হাত স্পেশাল যথাক্রমে ১।০, ১।০, ২৲, ২।০ ও ৩।০ টাকা। সাধারণ ১০ হাত ৩।০, ২।০ ও ২৲ টাকা।

নিরুপমা সাড়ী—পূজার অমূল্য উপহার। সৌন্দর্য্য হিসাবে দামী বেণারসীও এর সমকক্ষ নয়। এবার পূজায় প্রিয়-জনকে আমাদের এই অভিনব সুশ্রী সাড়ী উপহার দিয়া লাভা ও গ্রহীতা উভয়েই আনন্দিত ও তৃপ্ত হউন, অর্থব্যয় সার্থক করুন। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। নব্য বিদুষী মহিলাগণ ইহা পাইয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হইবেন। আধু-নিক রুচিসঙ্গত বেণারসীরই ন্যায় লতাপাতাযুক্ত কারুকার্য্যপূর্ণ লাল রেশমের ডিন আঙ্গুল চওড়া নক্সী পাড় ও ঐরূপ নক্সী চওড়া আঁচলাবার। সুন্দর সুন্দর রং পাইবেন। কাশ্মিরী রেশমের জমী, ১০ হাত ১৩৲, ১১ হাত ১৪।০, পিস্ ৩।০ টাকা। ঐ জমীর ফুলতোলা পাড় ও জমীর আঁচলাবার ১০ হাত ১২৲, ১১ হাত ১৩৲, পিস্ ৩৲ টাকা।

বেণারসী সূতী সাড়ী—সাদা জমীর চুড়ী বা বেলোয়ারী পাড় ও ঢালা জমীর আঁচলাবার; দর্জ্জিল ব্যবহার ও ধোপে চলে। ১১ হাত ১৪৲ ও ১৮৲ টাকা। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ২৪৲, পিস্ ৪৲ ও ৪৲ টাকা। ঐ জমীর চাটাই বা সতরঞ্চ পাড় ২০৲, পিস্ ৫৲ টাকা।

ক্রেপ সিল্ক সাড়ী—আজকাল শিক্ষিতা সমাজে এ সাড়ীর প্রচলন খুবই বেশী। হালফ্যাসানের খুব মিহি পাতলা ক্রেপ সিল্কের জমীতে আধুলী বা নক্সা পরিমাণ সাদা জমীর ফুল, এক ইঞ্চি ঢালা জমীর ফিতে পাড় ও জমীর চওড়া আঁচলাবার। সুন্দর সুন্দর ছাপা ও গাঢ় সব রং পাইবেন। ১১ হাত স্পেশাল ১৮৲, সাধারণ ১৬৲, পিস্ ৪৲ ও ৪।০ টাকা।

ভেলভেট পাড় ক্রেপ গরদ সাড়ী—বেণারসের নামি কারখানের সাদা ধবধবে জমীতে টুকটুকে লাল বা কুচকুচে কাল ভেলভেটের চওড়া ফিতে বা দাঁত পাড়। বেণারসের এই ক্রেপ সবর সাড়ীকে সাড়ী জগতের রাণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জমীর দাঁত এবং জমীর চাঁদ আঙ্গুল আঁচলাযুক্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ১১ হাত ৩২৲, ঐ রেশমের দাঁত ১১ হাত ১৮৲, পিস্ ৮৲ ও ৭৲ টাকা। কাশী-সিল্কের জমীতে রেশমের দাঁত ১১ হাত ১৪।০, ১০ হাত ১২৲, পিস্ ৩।০ টাকা।

বিউটি সাড়ী—হালফ্যাসানের বড়ই ভড়কোর জিনিস। আমাদের দোসূতী সুরাটী সাড়ীর জমীতে হিরেবসান পাকা কেলিকো ছাপের পাড় ও আঁচলাবার, জমীর রং পাকা, ১০ হাতি ৮৲ ও ৯।০, ১১ হাত ৯।০ ও ৮৲, পিস্ ১৸০ আনা।

কাশীর তসর—মোলায়েম ও মজবুত, নিত্য পূজা অর্চ্চনায় ব্যবহার্য্য। লালপাড় সাড়ী ১০ হাত ৭।০, ঐ খান ধুতি ৭৲; প্রধান চাদর ৪।০, একটি পাঞ্জাবীর কাপড় ৪।০ টাকা।

কাশী সিল্কের চাদর—সব ডিজাইনেরই পাইবেন। একস্ট্রাস্পেশাল ১২৲, স্পেশাল ১০৲, নাকাবী ৮৲ ও ৭৲, সাধারণ ৬৲, পাড়নার ২৲ হিসাবে বেশী।

কাশী সিল্কের সাবিত্রী সাড়ী—১০ হাত ১০৲, ১১ হাত ১১৲, একটি পাঞ্জাবীর কাপড় ৪৲ টাকা।

সিল্ক খদ্দর—বা পাকান মোটা সিল্কের সুতীং খান—খুবই মজবুত। অথচ সস্তার চূড়ান্ত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট (১৮০ গজ × ৪৪") ১টি কোটের ৩৸০, ২টির ৭৲, ৯টির ১৪৲, প্রধান চাদর ৮৲ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমাদের জিনিস ও দর বাজারের সঙ্গে যাচাই করিয়া লইবেন। সুলভ না হইলে মূল্য ফেরত দিয়া থাকি। অপছন্দে নিজ খরচায় মাল ফেরতাইয়া দিই। ডাকমাশুল বা প্যাকিং খরচ লই না। পাইকারী দর স্বতন্ত্র। অগ্রিম টাকা ভিন্ন পাইকারী দরে মাল পাঠান হয় না।

প্ল্যানচেট যন্ত্র

দ্বারা পারলৌকিক অস্তিত্ব স্থ নহে এখোপকরণ করুন। ভূতভবিষ্যৎ জ্ঞান লাভ, সহজ ও নিশ্চিত যোগে সমাধান করুন। মৃত আত্মীয় স্বজনের মতই আপনাকে স্নেহ করিবে, প্রমাণ পাইবেন। মূল্য প্রতি বক্স ৩.০ টাকা মাত্র, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ভৌতিক বাক্স (রেজিষ্টার্ড)

ইহা একটি অতি আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার। ইহা ব্যক্তিবের সভাবমূর্ত্তি ধারণে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন। ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, নষ্ট দ্রব্যের পুনোদ্ধার ইত্যাদি প্রশ্নের যথাযথ সঠিক উত্তর ও উপায় ইহা দ্বারা জানিতে পারিবেন। মূল্য [ব্যবহার করিবার উপদেশ সহ] ২১০ টাকা, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র। ইহা আপনার একাধারে আনন্দ ও নিত্য প্রয়োজনীয় বন্ধু

অল ইণ্ডিয়া অকাল্ট হাউস্
(ম) ভালিয়াউ, ঢাকা

পূজার আনন্দোৎসব দিনে

সকলেই

তুফানী স্নো

ব্যবহার করিবেন।

ইহা বিদেশী যে কোনো কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে অথচ মূল্য সুলভ।

এক্সট্রা পাউডার আছে।

সোল এজেন্টস্—**এন, সি বোস এণ্ড কোং**
৩৭৪ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

গাঙ্গিক-একাকার-সঙ্ঘের

ডাক্তার এ, টি, দত্তের পেটেণ্ট পথ্য ও গ্রন্থ

পেটেণ্ট বার্লি— মূল্য ৷০ আট আনা।
পেটেণ্ট সাগু— মূল্য ৷৵০ ছয় আনা।
পেটেণ্ট হুইট ফুড— মূল্য ৷৵০ ছয় আনা।
মল্টেড ফুড— মূল্য ৷০ আট আনা।
মল্টেড মিল্ক— মূল্য ১৲ এক টাকা।

গাঙ্গিক একাকার (একাকার মনোবিজ্ঞানের গঠন মূলক গ্রন্থ) মূল্য ১০ আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—**জি, সি, পাল এণ্ড কোং,**
১১৪ নং খোসপেটি ষ্ট্রীট, বড়বাজার, এবং পাল ব্রাদার্স ৩৯এ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, মুগিহাটা, কলিকাতা।

জীবনী চাই

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস (২য় খণ্ড) ও Family history of India'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশার্থ প্রত্যেকের পারিবারিক ইতিহাস, জীবনী ও ফটো চাই।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
৪৪নং সিমলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমাজের পৃষ্ঠপোষিত, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইসচেয়ারম্যান ও
ডেপুটি চেয়ারম্যান কর্ত্তৃক প্রশংসিত—

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

সরেস পুরজা ঘৃতের খাবার তৈরী করা হয়। বসিয়া খাইবার এমন স্থান, আসন, আদর, যত্ন কলিকাতায় বিরল; অর্ডার অতি যত্নে সরবরাহ করা হয়। ন্যায্য মূল্য, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—শ্রীমাণি মার্কেট; সিমলা, কলিকাতা।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম্-এ সম্পাদিত

দীপিকা

সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিক-পত্রিকা

বৈশাখ হইতে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বঙ্গের প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকবৃন্দ 'দীপিকা'য় নিয়মিতভাবে লিখিতেছেন। প্রচুর গল্প ও কবিতা এবং ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদিতে 'দীপিকা'র পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা মাত্র—নমুনার দাম সাড়ে চার আনা। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের গৃহে গৃহে পণ্যদ্রব্যের বিবরণ পৌঁছাইতে হইলে 'দীপিকা'য় বিজ্ঞাপন দিন্। চিঠিপত্র নিম্নঠিকানায় লিখুন—

কর্ম্মকর্ত্তা—শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।

অবসরমত দৈনিক ৲ উপার্জ্জন

সর্ব্বপ্রকার সাবান প্রস্তুত প্রণালী পুস্তক—২ পাউণ্ড সাবান প্রস্তুতের মশলাসহ ২৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। ভিঃ পিঃ হয় না। গ্যারাণ্টী:—বিফলে মূল্য ফেরৎ দিব। হাজার হাজার গ্রাহক কর্ত্তৃক ও সংবাদ পত্রাদিতে উচ্চ প্রশংসিত, তন্মধ্যে ২টী অভিমতের মর্ম্ম নিম্নে দিলাম:—

"পুস্তকের নমুনা অনুসারে কয়েক প্রকার সাবান প্রস্তুত করিয়া সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক ফল পাইয়াছি"—হরিকেশ বক্সিত, এম-এস-সি; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা। "পুস্তকের প্রণালী ধরিয়া হাতেকলমে সাবান প্রস্তুত করিতে পারিয়াছি, তাহে সাবান প্রস্তুত করিয়া কিছু কিছু বাজারে বিক্রী করিতেছি।"—কুমারী ননীবালা দেবী, নর্থ বৈদ্যপাড়া, ঢাকা।

এতদ্ব্যতিত সুগন্ধি কেশ তৈল প্রস্তুত প্রণালী ২৷৹ ও তরল আলতা প্রস্তুত ১৷৹ পাঠাইলে শিক্ষা দেওয়া হয়।

সমদেকাঠী কেমিক্যাল ওয়ার্কস

সমদেকাঠী (বাঁশরাল)

দেশভক্তি

জাতীয় উদ্বোধনের দিনে পুত্র কন্যাদের স্বদেশপ্রেমী করিবার জন্য ৺অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয়ের সিন্ধে বাঁধাই দেশভক্তি বা আত্মোৎসর্গ উপহার দিউন। মানসী ও মর্ম্মবাণী বলেন "জননীরা তাঁহাদের শিশু পুত্রদের ভবিষ্যতে কিরূপ রাঙ্গা টুকটুকে বৌ হইবে এই ভবিষ্যদ্বাণী না করিয়া যদি এই সব কাহিনী শুনান তাহা হইলে এখনও জাতটা মানুষ হইতে পারে।" মাতৃমন্দিরের গ্রাহক গ্রাহিকাগণের ডাক মাশুল লাগিবে না। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমতী সরস্বতী

C/o. **অধ্যাপক সমাদ্দার**

'পাটলিপুত্র' বাঁকিপুর (পাটনা।)

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাঠান হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয়। চিঠি পত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখা হয়।

মকরধ্বজ স্বর্ণ-সিন্দূর

(বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ টাকা

উৎকৃষ্ট স্বর্ণ, পারদ ও আমলাসার গন্ধক দ্বারা যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট বাসক আমলকী, কনফেক্শন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় যথাশাস্ত্র প্রস্তুত। কফ, কাসি, সর্দ্দি, হাঁপা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা

ইহাতে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও স্নায়ুদৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। ইহা আনন্দদায়ক রসায়ন।

স্বপ্নবিলাস

স্বপ্নদোষ, শুক্রমেহ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা রোগের মহৌষধ। স্বপ্নবিলাসের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। সপ্তাহ ১৲

শারদীয়া পূজার বিরাট আয়োজন!

[এই উপলক্ষে শতকরা ১০৲ টাকা কমিশন]

অত্যুৎকৃষ্ট, উচ্চ প্রশংসিত, মেসিনে প্রস্তুত, কেসিনের ভারতবিখ্যাত হারমোনিয়ম "অর্গানি"। শুষ্ক কাষ্ঠে, মূল্যবান উপাদানে বিচিত্র কারুকার্য্যে, সুদক্ষ কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। গঠন পারিপাট্যে, মনোমুগ্ধকর শুরুঝঙ্কারে মধুর সুরে ও স্থায়ীত্বে অতুলনীয়।

৩	অক্টেভ, ২ সেটরীড ছড়ি	১২৲	স্পেশাল সুপিরিয়র	৪৮৲
৩	" " বাঁশছড়ি	৩০৲	" "	৫৪৲
৩.০	" " ছড়ি	৪৮৲	" "	৬৩৲
৩.০	" " বাঁশছড়ি	৬৪৲	" "	৭০৲

কেসিনের "এম, মোহিনী ফ্লুট" "বিজলী ফ্লুট" সঙ্গীতপ্রিয় পুরুষ ও মহিলাগণ আদরে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সকলপ্রকার রুচি ও সকলসামর্থ্যের উপযোগী সকল রকম হারমোনিয়ম অর্গান ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র এখানে মূলভে পাইবেন।

"H" সচিত্র ক্যাটলগের জন্য অদ্যই লিখুন।

এস, কেসিন এণ্ড কোং, ৪২।৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

পূর্ব্ববাংলায় শিশুদের শ্রেষ্ঠ মাসিক

রাজভোগ

সম্পাদক—শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত

বাংলার বাণী বলেন—"ছেলে মেয়েদের এই মাসিক-পত্রখানার ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। লেখকদিগের সকলেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত···গল্প বা প্রবন্ধ প্রত্যেকটি লেখায় এমন একটি শক্তি অন্তর্নিহিত আছে, যাহা ছেলে মেয়েদের কোমল বুকে একটি অক্ষত দাগ কাটিয়া যাইবে এবং তাহাদিগকে স্বাধীন চিন্তায় এবং নূতন আশায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে।" আপনি আজই চিঠি লিখুন। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা।

রাজভোগ কার্য্যালয়,

পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র

মাধবী

সম্পাদক ঃ—শ্রীমনীন্দ্রনাথ বসু, সরস্বতী

মাধবীর সপ্তম বর্ষ চলিতেছে। সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা এবং গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা প্রভৃতি প্রতিমাসে ইহাতে বাহির হইতেছে। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩।৵০ আনা। প্রতি সংখ্যা ।০ আনা। আজই গ্রাহক হউন।

মাধবী কার্য্যালয়, মেদিনীপুর।

বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মহিলা-কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে এবং ৪২এ, হাজরা রোড, বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত এম, রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

১। আলো ও ছায়া ১৸০, ২। মাল্য ও নির্ম্মাল্য ১৸০,
৩। পৌরাণিকী ১৲, ৪। অশোক সঙ্গীত ।৹

সুকবি শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—
বীরাষ্টমী (নাটক, অনারেবলে অভিনীত)—১৲ টাকা, মল্লিকা (কাব্য)—।৶০ আনা, অঞ্জলী (ঐ)—।০ আনা, সন্ধ্যারতি (ঐ)—১৲ টাকা, পলাশ (ঐ)—৸০ আনা, পত্রচিত্র (ঐ)—৸০ আনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—২৲ টাকা, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ—।৷০ আনা,

প্রাপ্তিস্থান—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য ও সুখ

পৃথিবীতে এমন লোক অল্পই আছে যাহারা সুস্থ বোধ করেন না। আপনার শারীরিক যন্ত্রপাতির যে কোন প্রকার অসুস্থতা থাকুক না কেন নিম্নলিখিত চিকিৎসা বিধানের কোন একটী দ্বারা আরোগ্য করা যাইবে।

১। হোমিওপ্যাথি-তত্ত্ব (Homeopathy Knowledge)
২। গুপ্ত-বিদ্যা (Occult Science)
৩। প্রাকৃতিক-চিকিৎসা (Natural Course)
৪। খাদ্য এবং পানীয় (Food and Drink)

ডাক্তার কুণ্ডু

(Specialist in Homeopathy & Astrology)

৫৭এ, সমবায় মেনসন। করপোরেসন ষ্ট্রীট্।

কলিকাতা।

SHWAL REPAIRING HOUSE

আমাদের কারখানায় সকল রকম শাল, জামীয়ার, বেনারসী সাড়ী, গরম কোট-পাণ্ট, তসর, গরদ, টাঙ্গাইল ও শান্তিপুরে ধুতি-সাড়ী প্রভৃতি সুলভে অল্প সময়ের মধ্যে রিপু, ধোলাই ও রং হইয়া থাকে। পুরাতন জিনিষ আমরা নূতনের মত করিয়া দিই। নূতন পরিচয়ের কিছুই নাই, সুবিদিত নামই একমাত্র পরিচয়।

অন্ততঃ একবারের জন্য পরীক্ষা করিতে সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিতেছি।

এফ, এম, এণ্ড সন্স

৬৪।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে)

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের

জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ।

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগ আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, নৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং

১৬৭।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আপনার স্বর্ণকারকে
সংবাদ দিন।

সোণার পাত তৈরীর

ডল্না কল।

Flattening Machine.

বিলাতের বার্ম্মিংহামের তৈরী ডল্না কলই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমরা নিজে সেখানে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া অনেক কল আমদানী করিয়াছি। একটি কল কিনিলে বিশ বৎসর নিয়মিত কাজ করা চলিবে।

৩ ইঞ্চ রোলারের ১টি—৩৫০৲ টাকা।

৪ ইঞ্চ রোলারের ১টি—৬২৫৲ টাকা।

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস।

২০০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হোমিও রিসার্চ লেবরেটরী
৪৭, নারিন্দা-ঢাকা।

নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ

হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়াতে যে সকল ঔষধ পূর্ণীত হইয়াছে এবং যে সমস্ত ঔষধ আমাদের দেশে ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় ঔষধ হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। চিকিৎসকগণ তাঁহাদের রোগীদিগকে এই ঔষধগুলি সেবন করাইয়া আশাতীত ফললাভ করিয়া একেট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। রোগীদিগকে একবার ঔষধগুলি ব্যবহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। **সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক**, উচ্চহারে কমিশন দিয়া থাকি। নাম ঠিকানাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

ভাইটিন

ভাইটিন—সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধাতুস্রাবরোগ, স্বপ্নদোষ, অনিচ্ছাবেগপ্রাব, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবকালে যন্ত্রণা, শিরঃপীড়া, মানসিক অবসাদ, স্মৃতিশক্তির অভাব, সর্ব্বদা আলস্যবোধ, কার্য্যে অনিচ্ছা, অকর্ম্মণ্য, এবং দেহ ও রক্তদূষক প্রভৃতি শরীর অকর্ম্মণ্যকারী রোগে "ভাইটিন" সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৶০ আনা।

কালমেঘ

যকৃতের সর্ব্বপ্রকার পীড়া, জীর্ণজ্বর, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, দুষ্টি প্রভৃতি সত্বর উপশমিত হয়। কালমেঘ নিত্য সেবনে ম্যালেরিয়া নিবারক, অন্যান্য সেবনে দুর্ব্বলতানাশক। বালকদিগের পক্ষে কালমেঘ অতিশয় হৃদয়গ্রহ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৶০ আনা।

সিনিস

সিনিস সেবনে কোমরে ও তলপেটে বেদনা এবং ভারবোধ, যা ধরিধরি করা, অরুচি, নিদ্রানাশ, মাথাধরা, শরীর ভারবোধ দুর্ব্বলতাদি বাধকের যাবতীয় উপদ্রব দূরীভূত হইয়া শারীরিক পুষ্টি সাধন এবং লাবণ্য বৃদ্ধি করে। এ পর্য্যন্ত বাধকের যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে, ইহার ন্যায় গুণসম্পন্ন ঔষধ দ্বিতীয় দেখা যায় না। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৶০ আনা।

অর্জ্জুন

হৃদ্‌রোগ অর্থাৎ হৃদ্‌স্পন্দন, বক্ষোবেদনা, বুক ধড়ফড় করায় অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

ইউপেপসিন

অম্ল, অজীর্ণ, আমাশয়, গ্রহণী, উদরাময় ও আমরিধার অব্যর্থ ফলপ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৶০ আনা।

স্যাইলেকিনা

সর্ব্বপ্রকার বাতের অব্যর্থ ঔষধ। প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

ইউফ্রোনা

কোষ্ঠবদ্ধতা (Dyspepsia) নিবারণের একটি মহৌষধ। নিত্য প্রাতে সেবনে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও পরিপাক শক্তি জন্মে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৶০ আনা।

তিফ্রোসিন

যকৃৎ ও প্লীহার একমাত্র মহৌষধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা ও যকৃৎ যত বর্দ্ধিত এবং যত পুরাতন হউক না কেন ইহা সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৶০।

সাইটিসিনা

ম্যালেরিয়া নিবারণে অদ্বিতীয়। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কিম্বা ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে নিত্য সেবনে ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৶০।

কলেরাবাম

কলেরার প্রাদুর্ভাবকালে প্রত্যেক গৃহেই "কলেরাবাম" রাখা কর্ত্তব্য। রাখ হওয়া মাত্র ইহা ব্যবহার করিলে আর কোন ভয় থাকে না। "কলেরাবাম" সেবনে সর্ব্বপ্রকার উপসর্গ পরিত্রাণ আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

ডেনো

কর্ণ হইতে পুঁজস্রাব ও কানপাকা নিবারণে অব্যর্থ ঔষধ। যত দীর্ঘ সময়ের পুরাতন হউক না কেন ইহা কয়েকদিন প্রয়োগে নিশ্চয় আরোগ্য করিবে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

M. AD. AC

শারদীয়া সংখ্যা !! শারদীয়া সংখ্যা !!

সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা

(ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৩৬)

বাঙ্গলার সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একমাত্র সচিত্র মাসিক

সম্পাদক { সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস নাগ, এম-এ, ডি-লিট (প্যারিস)

সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ, গুণীগুণী সঙ্গীত বিষয়ক সুচিন্তিত ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধাদি দ্বারা, আধুনিক প্রচলিত বাঙ্গলা গানের স্বরলিপি ও আলোচনার সাহায্যে শারদীয়া সংখ্যা উজ্জ্বল করিবেন। সেতার, এস্রাজ, বেহালা, হারমোনিয়ম, মৃদঙ্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর উপযোগী সহজ প্রবন্ধ সমূহ এবং তাল, লয়, মাত্রা প্রভৃতি শিখিবার সরল প্রণালীসমূহ এই সংখ্যার বিশেষত্ব।

বিশেষ সংখ্যার মূল্য ॥৹ আনা, ডাক মাঃ /৹ আনা, ॥/৹ আনার ডাকটিকিট পাঠাইয়া আজই নাম রেজেষ্টারী করুন। বার্ষিক মূল্য ৩৸৹ আনা।

আফিস ঃ—৮ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট,

—কলিকাতা—

শুভ সংবাদ !! শুভ সংবাদ !!

সর্ব্বপ্রকার হারমোনিয়ম, অর্গ্যান, এস্রাজ, সেতার বেহালা, বাঁশী, ক্ল্যারিওনেট, কর্ণেট, বাঁধা তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এবং সর্ব্বপ্রকার, গ্রামোফোন মেশিন, বাঙ্গালা, উর্দ্দু, হিন্দী, তামিল ভাষার রেকর্ড ইত্যাদির সচিত্র ক্যাটলগের জন্য অদ্যই পত্র লিখুন।

সর্ব্বজন প্রশংসিত **অর্গেলো** হারমোনিয়ম আমাদের বিশেষত্ব।

আর, বি, দাস

৮ সি, লাল বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন—১৩৬ কলিকাতা। গ্রাম—আবিদাস।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

মূল্য ফেরৎ।

কর্ণ মেডিকেল কলেজ অব হোমিওপ্যাথির প্রিন্সিপাল্ **আর. সেনগুপ্ত,** এম্‌ডি (আমেরিকা) কর্ত্তৃক দেশীয় গাছগাছড়া হইতে হোমিওপ্যাথিক্ প্রণালীতে আবিষ্কৃত ও গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারীকৃত :—(১) **ফিমেইল ফ্রেণ্ড** প্রদর, বাধক, বন্ধ্যার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী-রোগের; (২) **সেইফ ডেলিভারি** বিনাকষ্টে সন্তান প্রসবের; **সূতিকা সুহৃদ্** সূতিকারোগের (৪) **চিলড্রেন-ফ্রেণ্ড** সর্ব্বপ্রকার শিশু-রোগের; (৫) **এজ্‌মা এনিমা** হাঁপানির; (৬) **পাইলস্-কিওর** অর্শের; (৭) **বার্থ কণ্ট্রোলার** ইচ্ছানুযায়ী গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিবার অব্যর্থ মহৌষধ। প্রতি ঔষধ (১৫০ বড়ি) মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। কার্য্যকরী না হইলে মূল্য ফেরৎ। এজেণ্টস্ :—সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা সি, কে, পাল এণ্ড কোং প্রভৃতি। সেনগুপ্ত-কৃত **আদর্শ-ধাত্রী-শিক্ষা** বা গর্ভিণী প্রভৃতি ও শিশু-চিকিৎসাও উল্লিখিত ঠিকানায় পাওয়া যায়। হোমিওপ্যাথিক্ মতে আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই। মূল্য ১৲ মাত্র।

সোল-এজেণ্ট :—ফ্রেণ্ডস্-হোমিও-হোম

৬৫।১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পুরুলিয়া চিত্তরঞ্জন দাতব্য আয়ুর্ব্বেদ হাঁসপাতালের চিকিৎসক, আয়ুর্ব্বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য পত্রদ্বয়ের সহযোগী সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী প্রণীত

দুইখানি নূতন পুস্তক

১। বাঙ্গালীর স্বাস্থ

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী, এম্-এ, এল-এম্-এস মহাশয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

অতি সহজ ও সরল ভাষায় বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য দ্রব্যের গুণাগুণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুণী লাল বসু সি, আই, ই, বলেন—"আপনার প্রবন্ধ পাঠে লোক উপকৃত হইবে।"

মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

পারিবারিক চিকিৎসা

প্রত্যেক রোগের কারণ ও তাহার সহজ প্রাপ্য পরীক্ষিত ঔষধ দ্বারা বেশ সহজ ও সরল ভাষায় ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামদাস বাচস্পতি বলেন—"এই পুস্তকের দ্বারা দেশের ও দশের বিশেষ উপকার হইবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি।"

মূল্য ।৶৹ আনা মাত্র।

আরোগ্য নিকেতন,

২০ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ টনিক বা ষড়তিক্ত সার

জ্বরে অব্যর্থ, এক শিশিতে দুটী রোগী আরোগ্য হয়

মূল্য ৸৹ আনা। ভিপিতে ১৵৹ আনা।

ঠিকানা :—টেলিগ্রাফ টনিক আফিস,

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

তেরপল ও কভার, সর্ব্ববিধ ক্যাম্বিস ও মটরহুড

নূতন ধরণের ওয়াটার প্রুফ কাপড়, পর্দ্দা, কার্পেটাট **হোল্ডল**

ডেক-চেয়ার, ছেলিঙ্গান, চট ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা, দাম সস্তা

কোন নং ৪৭৬ বড়বাজার

প্রস্তুতকারক :—

সুরেশ, হৃষীকেশ দত্ত এণ্ড কোং

৩৪-৩৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

অদ্ভুত দ্রব্য গুণ পরীক্ষা করুন

প্রদরামৃত

(স্ত্রীলোকের রক্ত প্রদর ও শ্বেত প্রদরের ধন্বন্তরী)

এই ঔষধ সেবনে নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য রক্ত প্রদর ও শ্বেত প্রদর এবং বিজাতীয় শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি যে কোন বর্ণের স্রাব ও অযাচিত বেদনা, ক্ষত বা কাঞ্জার কোষ্ঠবদ্ধ ও অবাধি, যে কোন প্রকার যন্ত্রণাদায়ক কঠিন উপসর্গ হউক তৎসমুদয় তিনদিনে আরোগ্য হইবে। ইহা স্ত্রীরোগের পক্ষে অব্যর্থ অমোঘ মহৌষধ।

মূল্য ৬৲ টাকা, ডাকমাশুল ।৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কবিরাজ শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়।

১।১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীর একমাত্র মুখপত্র

গত বৈশাখে তৃতীয় বছরে পড়েছে।

সম্পাদক—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, এম-এ।

—এর নিয়মিত লেখক-লেখিকা—

সাহিত্যগুরু কথা-শিল্পি শরৎচন্দ্র, দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, সাহিত্য-মহারথ নলিনী গুপ্ত, অনিলবরণ, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্র রায়, কালিদাস রায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সুনির্ম্মল বসু, রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, নলিনী গুহ প্রভৃতি।

জাতির মর্ম্মে যে দুঃসহ বেদনা ও অপমানের দাহ প্রতিনিয়ত জ্বালার সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে সান্ত্বনার অবলেপন দিবার অধিকারী যাহারা তাহাদের আদর্শ ও কর্ম্মজীবনের পথ নির্দ্দেশের ইঙ্গিত "বেণুর" সুর-ঝঙ্কারে ভাসিয়া আসে। জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিবার সামর্থ্য যাহাদের আছে সেই তরুণ ও কিশোর সম্প্রদায়ের প্রাণের বাণী ইহার প্রতি ছন্দে ফুটিয়া উঠে,—আর কিশোরীর ও তরুণীর স্বাতন্ত্র্যবোধের আহ্বান, তাহাদের যৌবনের যাত্রা-পথের নিশানা, অনুকূল পারিপার্শ্বিকের মাঝে চলিবার পদ্ধতি ইহার সুর-সম্ভারে বিরাজ করে।

আজ ভাই বাংলার প্রত্যেক কিশোর-কিশোরী ও যুব-সম্প্রদায় "বেণুর" মর্ম্মকথা বুঝিতে চেষ্টা করুন,—আমরা তাঁহাদিগকে ইহার সুরের সঙ্গে পরিচিত হইতে আহ্বান করিতেছি। বার্ষিক মূল্য ২.০, ষাণ্মাসিক ১৷৵০, নমুনা সংখ্যা ৶১০, বহির্ভারতে ৪৲ টাকা।

বেণু কার্য্যালয়
৯৩-১ এফ. বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

আসাম বেঙ্গল পেপার ষ্টোর

WHOLSALE DEALERS IN PAPERS, STATIONERY GOODS, PRINTING MATERIALS.

কাগজ বিক্রেতা
Assam Bengal Paper Store
৩৬ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

EXERCISE BOOKS. ACCOUNT BOOK AND GENERAL ORDER SUPPLIERS.

আমাদের দোকানে নানা রকমের দেশী বিলাতী কাগজ, একাউণ্ট বুক, এক্সারসাইজ বুক, প্রকৃটিক্যাল খাতা, পেন্সিল, পেনহোল্ডার এবং নানা প্রকারের লিখিবার ও ছাপিবার কালি ইত্যাদি যাবতীয় ষ্টেশনারী জিনিষ সুবিধা দরে পাওয়া যায়। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

"মাতৃমন্দির" উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

বিলাত ভ্রমণ

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুদীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত।

বিলাত ভ্রমণ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

হিতবাদী—• • আমরা অনেক দিন পরে একখানি খাঁটি ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ধরণের অনেক ভ্রমণবৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে, কিন্তু এখানি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একথা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি • •।

বঙ্গবাসী—• • পুস্তকখানি পাঠকগণের কৌতূহল জাগাইয়া তুলিবে, চুম্বকের মত মনকে আকর্ষণ করিবে • •।

আনন্দবাজার পত্রিকা—• • পুস্তকের সমস্ত অংশ খুব কৌতূহলপ্রদ, গ্রন্থকারের মানব চরিত্র জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা সরল, বর্ণনাভঙ্গী মনোরম • •।

বাংলার বাণী—• • এই বিলাত ভ্রমণ বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানি সম্পদ হইল • •।

নবশক্তি—• • সাধারণ ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেকে পড়িয়া থাকেন কেবল আমোদ পাইবার লোভে, কিন্তু এই বইখানি পড়িলে আমোদের সঙ্গে পাওয়া যায় অনেক প্রয়োজনীয় কথা • •।

বাংলার কথা—• • এরূপ প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না • •।

দৈনিক বসুমতী—• • ইউরোপ খণ্ডের ছোট বড় সকল ঘরের সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য এবং কলকারখানাদির বিশদ বর্ণনা এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে; সমস্ত বিষয়ই চিত্তাকর্ষক • •।

প্রবাসী—• • বইখানি দেখিয়া সুখী হইয়াছি। যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের বিলাতের মোটামুটি একটা পরিচয় সহজে লাভ করিতে সমুৎসুক, অক্ষয়বাবুর সরলভাষায় লিখিত এই বিলাত ভ্রমণখানা তাঁহাদের পক্ষে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে • •।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—• • বইখানা আগাগোড়া চিত্তাকর্ষক। লেখক শুধু নিজের ভ্রমণ কথা লিখেন নাই, বিলাতের যে যে কথা বাঙ্গালীর জানা উচিত তাহাই লিখিয়াছেন • •।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র, ভিপিতে ২৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—মাতৃমন্দির কার্য্যালয়

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

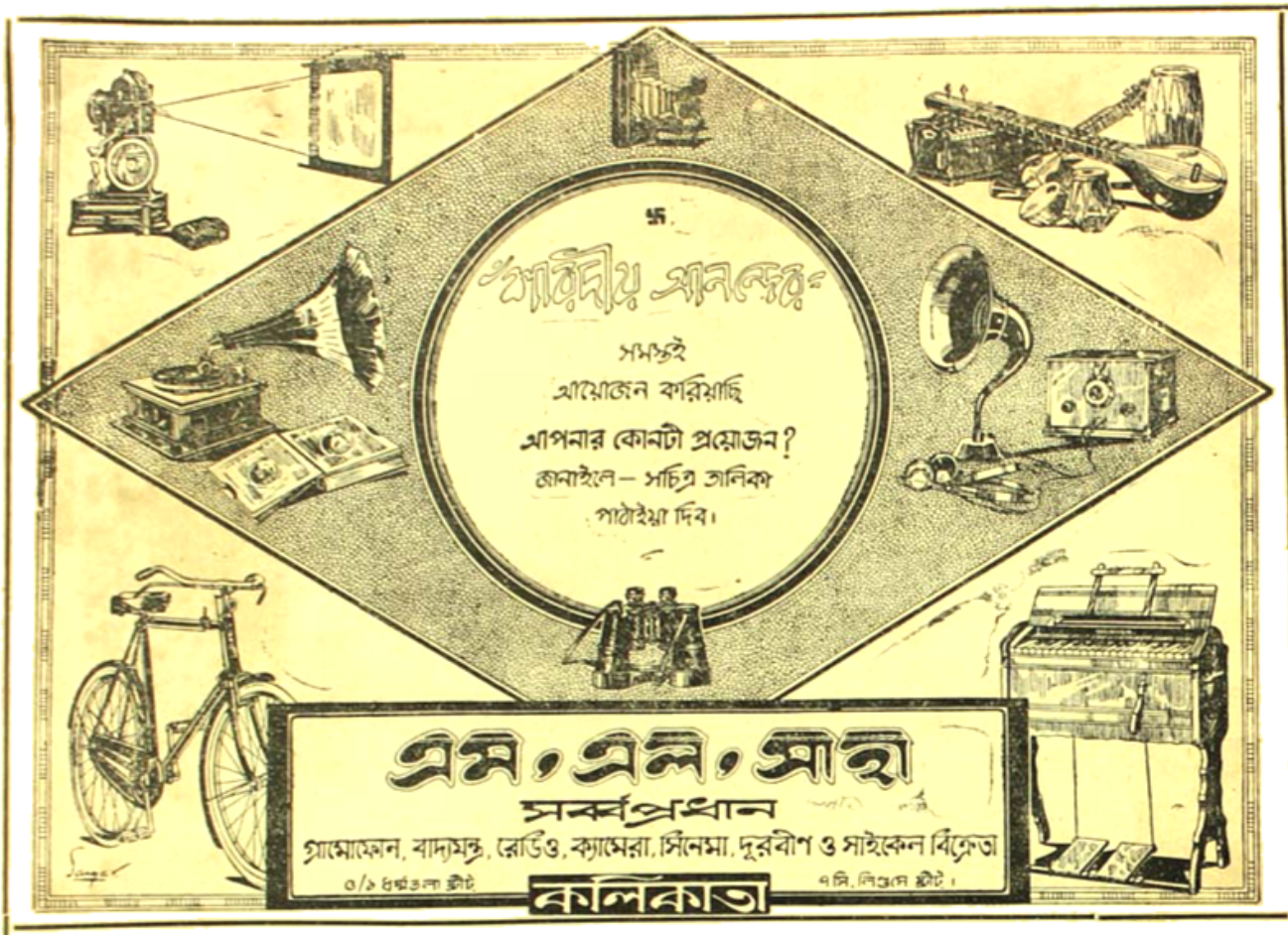

প্রগতি

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

বর্ত্তমান শতাব্দীর অন্যতম মুখপত্র। বলিষ্ঠ, সুস্থ, নির্ভীক, সুন্দর সাহিত্যই প্রগতির একমাত্র বৈশিষ্ট। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ভাবধারার বাহক ও প্রচারক প্রগতি প্রতি শিক্ষিত ও উন্নত রুচি পাঠক-পাঠিকার অবশ্য পাঠ্য।

সম্পাদক—শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীঅজিতকুমার দত্ত।

বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ আনা

কার্য্যালয়:—৪৭, পুরাণা পল্টন, রমণা, ঢাকা।

[মেবার চিত্রকলা : পুর্ণিমা]

[মেবার চিত্রকলা : শিকার দৃশ্য]

মাতৃ-মন্দির

মহিলাদের মাসিক পত্রিকা

সপ্তম বর্ষ | আশ্বিন—১৩৩৬ | ষষ্ঠ সংখ্যা

গৌতমবুদ্ধ ও রমণীগণ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি।

বুদ্ধের ধর্ম্ম বহু ধনী এবং দরিদ্র, বিবাহিত এবং অবিবাহিত রমণীর উপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই ধর্ম্মের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা শ্রেষ্ঠ জন্ম বা সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ লাভের আকাঙ্ক্ষায় সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধের বাণী অনেক বারবণিতার জীবনের ভিতরও পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল।

নারী-সম্প্রদায়ের ভিতর শাক্য পরিবারের মহিলারাই সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিতা হন। ইহার একটী স্বাভাবিক কারণও আছে। সম্ভবতঃ শাক্য-নারীদের সংখ্যা কম ছিল বলিয়াই বহু-বিবাহ তাঁহাদের ভিতর আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। এই নিমিত্ত শাক্য-রমণীদের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন-চিন্তাশক্তিও সমতলের রমণীদের অপেক্ষা সমধিক ছিল; সুতরাং গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা আত্মার মুক্তি-কামনায় সর্ব্বপ্রথমে যে সন্ন্যাসিনীর কঠোর জীবন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

নীতির যাহাতে ব্যতিক্রম না হয় সে জন্য ভগবান বুদ্ধের তীব্র উৎকণ্ঠা ছিল। সঙ্ঘে নারীদিগকে গ্রহণ করাও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু অবশেষে শাক্যরমণীদের আগ্রহই জয়যুক্ত হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে নারীদের সঙ্ঘে যোগদানের ব্যবস্থা অনুমোদন করিতে হইয়াছিল। বুদ্ধের জ্ঞান, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম নিহিত সত্য, বৌদ্ধসম্প্রদায়-ভুক্ত লোকদের চমৎকার আচার ব্যবহারের পদ্ধতির কথা শাক্যবংশের বহু রমণী, গৃহকর্ত্রী, বধূ এবং কন্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রীতি-নীতি তাঁহাদের চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে, তাঁহারা জন্ম-চক্রের ভয়ে ভীত হইয়াই স্বামী এবং পিতা-মাতার নিকট সংসার ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবান তথাগত এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম-জ্ঞানীদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া কঠোর সংযম ও সাধনার দ্বারা তাঁহারা অর্হত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের সমস্ত সন্ন্যাসধর্ম্ম রমণীদের নিকট

ভিন্ন ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহার পরিচয় থেরী-গাথা এবং তাহার ভাষা হইতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৌদ্ধ রীতি-নীতির প্রভাব, বিশেষ ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আকর্ষণী শক্তি মনের ভিতরে অনুপ্রেরণা জাগাইয়া রমণীদিগকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য করিত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, পারিবারিক এবং সামাজিক দুঃখ-মুক্তির কামনায়, অথবা বিশেষ কোনও অসহ্য অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় রমণীরা সন্তান, পিতা-মাতা, স্বামী অথবা প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্যকে বিস্মৃত হইয়াও সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিতেন। বহু সন্তানহারা জননী, বন্ধ্যা-বিধবা এবং অনুতপ্তা বার-বণিতা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আকর্ষণী শক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সংসার পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ, তিরস্কার এবং অনুশোচনার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। যুবতী-কন্যারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পণে বিকাইবার অপমান হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এবং চিন্তাশীলা রমণীরা যুগযুগান্তের সংস্কার তাঁহাদের জ্ঞানের বিকাশের পথে যে বাধার পাহাড় গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই বাধার হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করেন। অলস এবং বিলাসী জীবনের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া ধনবান লোকদিগের স্ত্রীদের মনে সংসার-ত্যাগের বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং দরিদ্রদের পত্নীরা পারিবারিক অভাবের দুঃখ ও দুশ্চিন্তা সহ্য করিতে না পারিয়াই সেই পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সংসারের চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গে অথবা অন্য কোনও আনন্দময় স্থানে পুনর্জ্জন্মের আশায় রমণীরা তখনকার দিনে ভিক্ষুণী এবং থেরীদের কঠোর জীবন ও ব্রত অবলম্বন করিতেন। ইঁহারা—ভিক্ষু, থের এবং সাধারণ লোক, সকলেরই গভীর শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

রমণীদের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব

বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম এই সকল ধর্ম্ম-প্রাণা রমণীদের মনে এমন দৃঢ় রেখা অঙ্কিত করিয়াছিল যে, শয়তানের প্রতি-মূর্ত্তি মার সমস্ত রকম পাপের প্রলোভন দেখাইয়াও তাঁহা-দিগকে জয় করিতে পারে নাই। ইঁহারা প্রবৃত্তিকেও সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন। সুতরাং লম্পটদের দ্বারা ইঁহাদের মনে কামলিপ্সা-উদ্রেক করার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। থেরীগাথায় এই সম্পর্কে একটী বীভৎস কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। শুভা নামে এক ভিক্ষুণী ছিলেন। নির্ব্বাণের তৃতীয় স্তরে আরোহণ করার পর তিনি জীবকের আম্রকুঞ্জের ভিতর ভ্রমণকালে এক লম্পটের দৃষ্টি পথে পতিত হন। লম্পটটি কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ বাসনা জানাইয়া তাঁহার পথ অবরোধ করিলে, তিনি তাহাকে তাঁহার সংসার ত্যাগের কারণ বুঝাইয়া বলেন এবং পথ ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। লম্পট কিন্তু তাঁহার কথায় কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার উপর বলপ্রয়োগের চেষ্টা করে। ইহার পর শুভা নিজের একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া লম্পটটির হস্তের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে লম্পটটি বিস্মিত হইয়া শুভার পথ ছাড়িয়া দেয় এবং তাঁহার নিকটে কাতর ভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করে। অতঃপর সেস্থান ত্যাগ করিয়া শুভা তথাগতের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার উপদেশ লাভ করেন। এই শুভা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া শীঘ্রই বিশ্লেষাত্মক জ্ঞানের সহিত অর্হত্ব-অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন (থেরীগাথা ভাষা, পৃঃ ২৪৪ হইতে)।

গৃহস্থ রমণীর উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব

গৃহস্থ রমণীর উপর বুদ্ধের হিতকর প্রভাবের আরও বহুবিধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোশল রাজের ভগিনী সুমনা শ্রাবস্তির রাজ-কুমারী ছিলেন। একদা তিনি পাঁচ শত রথ এবং পাঁচ শত রাজকুমারী পরিবৃতা হইয়া বুদ্ধদেব সন্দর্শনে গমন করেন। তিনি বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবান তথাগতের নায়ক অর্থাৎ জ্ঞানশীল শিষ্য এবং অ-নায়ক অর্থাৎ কৃপণ শিষ্য যখন স্বর্গে গমন করে তখন তাহাদের ভিতর কোনও পার্থক্য থাকে কি না?" বুদ্ধদেব কহিলেন,—"পার্থক্য থাকে। নায়ক শিষ্য অ-নায়ক শিষ্য অপেক্ষা স্বর্গে দীর্ঘদিন অবস্থান করে। সৌন্দর্য্য, সুখ, সম্পদ এবং প্রভাব প্রতিপত্তিও তাহার বেশী হয়।" সুমনা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যখন তাহারা স্বর্গচ্যুত হইয়া আবার

নরদেহ ধারণ করে তখন তাদের ভিতর কোনও পার্থক্য থাকে কি?" বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন,—"এই পৃথিবীতেও দায়ক শিষ্য অ-দায়ক শিষ্য অপেক্ষা দীর্ঘ জীবন, সৌন্দর্য্য, সুখ, সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়।" আবার প্রশ্ন হইল—"উভয়েই যদি ভিক্ষু হয় তখনও কি তাহাদের ভিতর কোনও পার্থক্য থাকে?" তথাগত উত্তর দিলেন, "কাহারও কাছে কোনও জিনিষ যাচ্ঞা না করিয়াও দায়ক শিষ্যের অ-দায়ক শিষ্য অপেক্ষা চারিটি প্রয়োজনীয় অভাব দূর হইবে।" সুমনা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তাহাদের উভয়েই যদি অর্হৎ হয় তখনও কি ব্যবধান থাকিবে?" এবার বুদ্ধ কহিলেন,—"না।" সুমনা কহিলেন,—"দান করাই স্বর্গে,মর্ত্তে এবং ভিক্ষুদের জীবনেও কল্যাণকর, অতএব দান করাই সঙ্গত।" তথাগত তাঁহার কথা অনুমোদন করিয়াছিলেন (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩২ – ৩৪)।

ইহার পর একদিন বুদ্ধদেব যখন শ্রেণী দিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেছিলেন সেই সময় সুমনা সেই উপদেশাবলী শ্রবণ করেন। তিনি সে উপদেশ বিশ্বাস করেন এবং বুদ্ধদেবের আশ্রয় লন ও তাঁহার উপদেশে তাঁহার চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার উদয় হয়। পিতামহীর মৃত্যুর পর রাজার সঙ্গে সুমনা বিহারে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি তথাগতের ধর্ম্মপ্রচার শ্রবণ করেন এবং সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। অতঃপর জ্ঞানের পরিপূর্ণতার দ্বারা তিনি অর্হত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের বহিরবয়ব এবং আভ্যন্তরিক অর্থও তাঁহার নিকট সম্যক্‌রূপে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল (থেরীগাথা ভাষ্য, পৃঃ ২২—২৩, অঙ্গুত্তর-নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২—৩৪)।

সুজাতা সাকেতের কোনও কোষাধ্যক্ষের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তিনি ভগবান তথাগতের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপবেশন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, এই সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহাকে ধর্ম্মের বাহ্যিক রূপ এবং আভ্যন্তরিক অর্থ বুঝাইয়া দেন। ভগবানের বাণী শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই সুজাতা পটিসম্ভিদা-সহ (বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের সহিত) অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহার পর ভগবান তথাগতকে প্রণাম করিয়া তিনি গৃহে গমন করেন। সেখানে স্বামী এবং পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুজাতা ভিক্ষু সঙ্ঘে প্রবেশ করিবারও অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন (থেরীভাষ্য, পৃঃ ১৩৬—১৩৭)।

একজন ভিক্ষুণীর ধর্ম্মপ্রচার শুনিয়া বজ্রমাতা বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস এতই গভীর ছিল যে তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র বজ্রকে আত্মীয় স্বজনের হস্তে সমর্পণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষু-সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি অবিলম্বে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন (থেরী ভাষ্য, পৃঃ ১৭১—১৭২)।

ভদ্রা শ্রাবস্তির কিঙ্কিল নগরের জনৈক গৃহস্থের কন্যা। অল্প একটি গৃহস্থপুত্র রোহকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ভদ্রার স্বভাব অত্যন্ত সৎ ছিল। সেই জন্য তিনি ভদ্রিস্থি অর্থাৎ ভদ্রমহিলা নামে পরিচিতা ছিলেন। একদা বুদ্ধদেবের দুই জন প্রধান শিষ্য কিঙ্কিল নগরে আগমন করেন এবং রোহক তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। ভদ্রা এবং তাঁহার স্বামী ইঁহাদিগকে ভাল খাদ্য পানীয় ও অন্যান্য বহু দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে নানাভাবে সেবা করেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মালোচনা শ্রবণ করেন। অতঃপর বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি পঞ্চশীল লাভ করিয়াছিলেন। ভদ্রা প্রতি অর্দ্ধমাসের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী এবং পঞ্চদশীতে উপোসথ পালন করিতেন (বিমানবত্থু ভাষ্য, পৃঃ ১০৯—১১০)।

ধম্মপদত্থকথায় উরুবেলার নিকটবর্ত্তী সেনানি গ্রামের রাজকন্যা সুজাতা নাম্নী অন্য একটী রমণীর বিবরণ পাওয়া যায়। যেদিন সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে তিনি বুদ্ধদেবকে অন্নমণ্ড দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিল না। তাই পুত্র হইলে নিরঞ্জনা নদীর তীরস্থিত নিগ্রোধ বৃক্ষের দেবতাকে পূজা দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হন; সুতরাং তিনি যখন পুত্র প্রসব করিলেন তখন অন্নমণ্ড সহ নিগ্রোধ বৃক্ষের দেবতাকে পূজা করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধকেই দেবতা মনে করিয়া অন্নমণ্ড দান করিয়াছিলেন (ধম্মপদত্থ কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬)।

মুক্তা কোশলের ওঘাতক নামক কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। কোন একটি কুজ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি তাঁহার স্বামীর অনুমতি লইয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। তিনি আত্মসংযম করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং দিব্য জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা পটিসম্ভিদাসহ অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন (থেরীগাথা ভাষ্য, পৃঃ ১৪—১৫)।

শ্রাবস্তির কোনও পরিবারে এক বধূ একদিন অর্হৎকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল এবং তাহার নিজের আহার্য্য পিষ্টক হইতে কিয়দংশ তাঁহাকে দান করিয়াছিল। থের সেই উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করেন। এইরূপে সে যে সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছিল তাহারই বলে মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ ৬১)।

রাজগৃহের কোনও কোষাধ্যক্ষের ভৃত্যের নাম ছিল পুণ্ণ। একদা মাঠে কাজ করিবার সময় তাহার পত্নী তাহার জন্য অন্ন লইয়া গমন করিতেছিল। পথে তাহার সহিত সারিপুত্তের সাক্ষাৎ হয় ও আনন্দের সহিত সে সারিপুত্তকে সমস্ত অন্নই দান করে। ঐ উপহার গ্রহণ করিয়া সারিপুত্ত তাহাকে আশীর্ব্বাদের দ্বারা অভিনন্দিত করেন। ইহার পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আবার অন্ন প্রস্তুত করিয়া সে মাঠে লইয়া যায় এবং স্বামীর কাছে বিলম্বের হেতু বর্ণনা করে। সমস্ত শুনিয়া পুণ্ণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিল। অতঃপর অন্ন ভোজন করিয়া স্ত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়ে; কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিতে পায় যে সমস্ত মাঠ স্বর্ণে ভরিয়া গিয়াছে। থের সারিপুত্তের প্রভাবই যে এই স্বর্ণ লাভের কারণ তাহা বুঝিতে পুণ্ণ এবং তাহার স্ত্রীর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। তাহারা কিঞ্চিৎ স্বর্ণ লইয়া রাজ সমীপে গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিল। রাজা ক্ষেত্র হইতে স্বর্ণগুলি তুলিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। যে মুহূর্ত্তে স্বর্ণগুলি শকটে তোলা হইল অমনিই তাহা মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া গেল। রাজকর্ম্মচারীরা রাজার কাছে এই অদ্ভুত ব্যাপার জ্ঞাপন করিতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সৎকর্ম্মের জন্য কেবল পুণ্ণ এবং তাহার স্ত্রীকেই পুরস্কৃত করা হইয়াছে এবং তাহারাই উহা ভোগ করিবার প্রকৃত অধিকারী। ইহার পর তিনি পুণ্ণের জন্যই স্বর্ণগুলি সংগ্রহ করিবার আদেশ করিলেন, স্বর্ণগুলি রাজভাণ্ডারে আনিয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইল। রাজা অতঃপর বহুধন সেট্‌ঠি নাম দিয়া পুণ্ণকে নগরশ্রেষ্ঠির পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুণ্ণ তাহার এই পদলাভের সময় এবং তাহার নূতন প্রাসাদে প্রবেশ কালে বুদ্ধ এবং সঙ্ঘকে অজস্র উপহার দান করিয়াছিল। সৎকার্য্যের দ্বারা পুণ্ণ এবং তাহার স্ত্রী পরে নির্ব্বাণের প্রথম সোপানেও আরোহণ করিয়াছিল। (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ ৬২—৭৪)।

সুপ্পিয়া বারাণসীর কোনও গৃহস্থের পত্নী ছিলেন। বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। সর্ব্বদা বিহারে গমন করিয়া ভিক্ষুদের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিতেও তিনি আনন্দানুভব করিতেন। ভিক্ষুদের স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। একদা একজন ভিক্ষু জোলাপ গ্রহণ করিয়া সুপ্পিয়াকে তাহার ভোজনোপযোগী কোনও মাংস রন্ধন করিয়া দিতে বলেন। তিনি রন্ধন করিয়া দিতে স্বীকৃত হন্ বটে কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এরূপ কোন প্রাণী খুঁজিয়া পান না। অতঃপর নিজের উরুদেশ হইতে মাংস কাটিয়া তাহাই রন্ধন করিয়া তিনি ভিক্ষুকে আহার করিতে দিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রতি পত্নীর এই অপূর্ব্ব নিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হন। ইহার পর একদিন তাঁহারা বুদ্ধদেবকে তাঁহাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান। ভোজনাবসানে সুপ্পিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুদ্ধদেব জানিতে পারিলেন যে, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। অতি কষ্টে তাঁহাকে তথাগতের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ ত্যাগের জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহার ক্ষতও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল (বিনয়পিঠক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬—২১৯)।

রাজগৃহে এক ধনী গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা বুদ্ধদেবের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। একদিন তাঁহারা যখন পুষ্প ও গন্ধভার বহন করিয়া বুদ্ধের স্মৃতিপূজার জন্য

গমন করিতেছিলেন তখনই গৃহস্বামী আসিয়া তাঁহাদিগকে গমন করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু এ নিষেধ বাক্য না শুনিয়াই তাঁহারা তাঁহার পূজার জন্য গমন করিয়াছিলেন এবং পূজা সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পর তাঁহারা দেবলোকে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। (পরমত্থদীপনি, পৃঃ ২১২—২১৫)।

শ্রাবস্তির একটি রমণী পতিব্রতা ছিলেন। তিনি স্বামীর আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিতেন না। তাহা ছাড়া তিনি সত্যবাদিনী ও দানশীলা ছিলেন এবং বুদ্ধের উপদেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। সামর্থ্যানুযায়ী দান করা তাঁহার নিয়ম ছিল। মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিমানবত্থু ভাষ্য পৃঃ ৫৬—৫৭)।

পুণ্ণ রাজগৃহের জনৈক কোষাধ্যক্ষের ভৃত্য ছিলেন। তাঁহার কন্যার নাম ছিল উত্তরা। উত্তরার স্বামী, শ্বশুর এবং শাশুড়ী সকলে মিথ্যা ধর্ম্মের অনুরক্ত ছিলেন। এ কারণ ভিক্ষুকে বা সঙ্ঘে দান করিবার কোনও সুযোগ বা সুবিধা উত্তরার ছিল না। অবশেষে এই অসুবিধার কথা উত্তরা তাঁহার পিতাকে জানান। কন্যার দুঃখের কথা জানিয়া পুণ্ণ কন্যাকে প্রচুর অর্থ প্রেরণ করেন। উত্তরা এই অর্থের কিয়দংশ স্বামীকে দিয়া আমোদ-প্রমোদে দুই সপ্তাহ কাটাইবার জন্য বারবণিতা সিরিমার হাতে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। ফলে এই দুই সপ্তাহ সমস্ত বাধা হইতে মুক্ত হইয়া উত্তরা বুদ্ধদেব এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে দান করিবার এবং বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। শুনিয়া বুদ্ধদেব তাঁহার গৃহে আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া উত্তরা নির্ব্বাণের দ্বিতীয় অবস্থা লাভ করেন। সিরিমার সঙ্গে পাঁচ শত পণিকা ছিল। তাহারাও ভগবান তথাগতের বাণী শুনিয়া নির্ব্বাণের প্রথম অবস্থা লাভ করিয়াছিল। ইহার অল্প দিন পরেই উত্তরা মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিমানবত্থু ভাষ্য পৃঃ ৬২—৭৪, ধম্মপদত্থ কথা, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩০২ হইতে তুলনীয়)।

রাজগৃহের একটী বালিকা মহামোগ্গল্লানের অনুরক্ত কোনও পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যহ সে ভিক্ষুদিগকে দান করিত। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মিথ্যা ধর্ম্মবিশ্বাসী কোনও পরিবারের একটি যুবকের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। একদিন মহামোগ্গল্লান আসিয়া তাহাদের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। বালিকাটি তাঁহাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিল এবং শাশুড়ীর জন্য রক্ষিত পিষ্টক আহারের জন্য প্রদান করিল। শাশুড়ী এই ঘটনা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বালিকাটীর স্কন্ধদেশে গুরুতর আঘাত করিয়াছিলেন। ইহার পর বালিকাটির মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। (বিমান বত্থু ভাষ্য ১২০—১২১)।

সমস্ত বৌদ্ধ ইতিহাসেই দেখা যায় যে মহাপজাপতী গোতমী এবং পাঁচ শত শাক্য মহিলাই সর্ব্বপ্রথমে সংসারের মায়া কাটাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপজাপতী গোতমী বুদ্ধের ধাত্রীমাতা; রাজকুলে তাঁহার জন্ম হইলেও রমণীদের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথমে পার্থিব সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করিয়া সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনিই মস্তক মুণ্ডন করেন এবং পীত পরিচ্ছদ পরিধান করেন। এ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—সে সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুর নিগ্রোধ আরামে শাক্যদের ভিতর বাস করিতেছিলেন। বুদ্ধদেব যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন সেইখানে গমন করিয়া মহাপজাপতী তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক একপাশে দাঁড়াইলেন এবং দাঁড়াইয়া থাকিয়াই কহিলেন, "প্রভু, রমণীদিগকেও গৃহ ত্যাগ করিয়া তথাগতের প্রচারিত নিয়ম ও ধর্ম্মানুসারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে অনুমতি দান করুন, তাহাতেই তাঁহাদের কল্যাণ হইবে।" ভগবান বুদ্ধদেব কহিলেন, "গোতমী, তুমি যথেষ্ট বলিয়াছ। স্ত্রীলোকেরা এরূপ করিবার অনুমতি পাইলে তাহাতে তোমার আনন্দিত হওয়া সঙ্গত নহে।" দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার মহাপজাপতী গোতমী তাঁহার নিকট একই অনুরোধ করিলেন এবং তাহাতে বুদ্ধদেব সেই একই উত্তর করিলেন। অতঃপর মহাপজাপতী গোতমী বুদ্ধদেবের নিকট হইতে নারীদের সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে

প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তাঁহাকে দক্ষিণে রাখিয়া তিনি গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নেত্রদ্বয় বাষ্পভারাকুল ছিল।

যতদিন কপিলাবস্তুতে থাকা সঙ্গত মনে হইয়াছিল ততদিন সেখানে অবস্থান করিয়া ভগবান বুদ্ধদেব বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মহাবনের ভিতর কূটাগার গৃহে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাপ্রজাপতী গোতমীও মস্তক মুণ্ডন করিয়া কমলাদেবীর রংএর পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক কতকগুলি শাক্য রমণী সমভিব্যাহারে বৈশালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে বৈশালীর মহাবনের ভিতর কূটাগার গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রজাপতী গোতমী স্ফীতপদে, ধূলিধূসরিতদেহে, বিষণ্ণ শোকাকুল মনে এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পূজ্যপাদ আনন্দ মহাপ্রজাপতীকে সেইরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, "মহাপ্রজাপতী, আপনি স্ফীত পদে ধূলিধূসরিত অবস্থায়, বিষণ্ণ ও শোকাকুল মনে এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে তোরণ বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন কেন?" মহাপ্রজাপতী উত্তরে কহিলেন, "আনন্দ, ভগবান তথাগত রমণীদিগকে গৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রচারিত নিয়ম ও ধর্ম্মানুসারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে অনুমতি দান করেন নাই বলিয়া আমরা এরূপভাবে দাঁড়াইয়া আছি।"

অতঃপর পূজ্যপাদ আনন্দ ভগবান বুদ্ধদেব যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন সেখানে গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন—"প্রভু, মহাপ্রজাপতী গোতমী তোরণ বাহিরে স্ফীতপদে, ধূলিধূসরিত অবস্থায়, বিষণ্ণ মনে এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে দাঁড়াইয়া আছেন। তথাগতের প্রচারিত নিয়ম ও ধর্ম্ম অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য পাইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অনুমতি প্রদান না করায় জন্য এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। রমণীরা যেরূপ কামনা করিতেছেন তদনুসারে তাঁহাদিগকে কার্য্য করিবার অনুমতি দান করুন।" ভগবান বুদ্ধদেব কহিলেন, "আনন্দ, তুমি যথেষ্ট বলিয়াছ। রমণীদিগকে সেরূপ অনুমতি দান করা সঙ্গত হইবে না।" দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার আনন্দ সেই একই অনুরোধ করিয়া ভগবান তথাগতের নিকট হইতে সেই একই উত্তর লাভ করিলেন।

অতঃপর পূজ্যপাদ আনন্দ মনে মনে কহিলেন,—ভগবান বুদ্ধদেব যখন অনুমতি প্রদান করিলেন না তখন অন্য কোন যুক্তি দ্বারা তাঁহার অনুমোদন লাভের চেষ্টা করিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি কহিলেন, "প্রভু, সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভগবান তথাগতের প্রচারিত নিয়ম ও অনুশাসন পালনপূর্ব্বক রমণীরা যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে তবে কি তাহারা স্রোতাপত্তির ফল উপলব্ধি করিতে অথবা নির্ব্বাণের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সোপানে আরোহণ করিতে অথবা অর্হত্ব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে না?" বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, "সে শক্তি তাহাদের আছে।" আনন্দ কহিলেন, "তাহা যদি হয়, তবে হে প্রভু, যেহেতু মহাপ্রজাপতী গোতমী পিতৃব্য পত্নী এবং ধাত্রীরূপে ভগবান বুদ্ধের বাল্যকালে তাঁহাকে সেবা করিয়াছেন, স্তন্য পান করাইয়াছেন এবং মাতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে বক্ষস্থলে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সেই হেতু স্ত্রীলোককে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তথাগতের নিয়ম ও অনুশাসন পালন পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অনুমতি দান করুন।"

ভগবান বুদ্ধদেব কহিলেন, "এরূপ ক্ষেত্রে হে আনন্দ, মহাপ্রজাপতী গোতমী যদি প্রধান আটটী অনুশাসন পালনের প্রতিশ্রুতি দান করেন, তবে সেই প্রতিশ্রুতি দ্বারাই তিনি দীক্ষিত হইয়াছেন—এরূপ মনে করা যাইতে পারে।"

অতঃপর পূজ্যপাদ আনন্দ ভগবান তথাগতের নিকট হইতে আটটী অনুশাসন অবগত হইয়া মহাপ্রজাপতীর নিকট গমন করিলেন এবং ভগবান বুদ্ধদেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন।

প্রজাপতী গোতমী সব শুনিয়া কহিলেন, "আনন্দ তরুণ বয়সে যখন পুরুষ অথবা রমণীর দেহের প্রসাধনের প্রতি লক্ষ্য থাকে, তখন স্নানের পর পদ্মের মাল্য অথবা মল্লিকা ফুলের মাল্য, অথবা অতিমুক্তক ফুলের মাল্য পাইলে যেরূপ উহা হস্তে গ্রহণ করিয়া মস্তকে

স্থাপন করে, আমিও সেইরূপ ভাবে এই আটটী অনুশাসন গ্রহণ করিলাম; জীবনে আমি কখনও এগুলি লঙ্ঘন করিব না।"

ইহার পর পূজ্যপাদ আনন্দ ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং সেইরূপ অবস্থায় থাকিয়াই কহিলেন "প্রভু, মহাপজাপতী গোতমী প্রধান আটটী অনুশাসন পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন,—ভগবান তথাগতের পিতৃব্যপত্নী উপসম্পদা লাভ করিয়াছেন।" (S. B. E প্রকাশিত বিনয়-পিটক ২য় খণ্ড ৪র্থ ভাগ পৃঃ ৩২০, মনোরথপূরণী, সিংহলী সংস্করণ পৃঃ ২০৩ তুলনীয়)।

ইহার পর মহাপজাপতী গোতমী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং যে পাঁচ শত শাক্যরমণী তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারও দীক্ষা লাভ করেন। এইরূপে দীক্ষিত হইয়া মহাপজাপতী ভগবান বুদ্ধের সম্মুখে গমন করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। ভগবান তথাগত তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর নিয়মানুবর্ত্তিতার দ্বারা তিনি শীঘ্রই প্রাথমিক এবং বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের সহিত অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অন্য পাঁচ শত ভিক্ষুণী নন্দকের উপদেশ শ্রবণ করার পর (মজ্‌ঝিমনিকায়, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ২৭০ হইতে) ছয়টী শাখার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জ্জন করেন। (থেরীগাথা ভাষ্য ১০০ পৃঃ হইতে তুলনীয়)।

এই পাঁচশত শাক্যমহিলা ভিন্ন ভিন্না,ধীরা নারী দুইজন, মিত্রা, ভদ্র, এবং উপনন্দা প্রভৃতি অন্তঃপুরের কয়েকজন রমণীও মহাপজাপতী গোতমীর সহিত সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। যথাসময়ে তাঁহারাও অর্হত্ব লাভ করেন। (থেরীগাথা ভাষ্য পৃঃ ১২—১৩)।

ভদ্রা কচ্চানা সুপ্রবুদ্ধ নামক একজন শাক্যের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার দেহের বর্ণ সোনার মত ছিল বলিয়াই তাঁহাকে এই নাম দেওয়া হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গৌতম বুদ্ধ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের যে পুত্র হইয়াছিল তাহারই নাম রাহুল। এই পুত্রের জন্মদিবসই বুদ্ধ সংসার পরিত্যাগ করেন এবং তাহার পর সিদ্ধিলাভ করিয়া কপিলাবস্তুতে ফিরিয়া আসেন ও তাঁহারা নিজের জ্ঞাতি গোষ্ঠিদের ভিতরে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে থাকেন। রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর ভদ্রা মহাপজাপতী গোতমীর নিকট গমন করিয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি ভদ্রা কচ্চানা নামে খ্যাতি লাভ করেন। যথা-কালে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির পূর্ণতা লাভ করিয়া তিনি অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যে সমস্ত ভিক্ষুণী অসাধারণ দৈবশক্তির অধিকারিণী ছিলেন, তাঁহাদের ভিতরে ভদ্রাকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। (মনোরথপূরণী, পৃঃ ২২৪—২২৫; অঙ্গুত্তর নিকায় ১ম খণ্ড পৃঃ ২৫)।

মহাপজাপতী গোতমী এবং আরও কতকগুলি শাক্য মহিলার অভিষেকের পরেই ভিক্ষুণীসঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহা বহু গ্রামে, সহরে এবং জেলাতে ছড়াইয়া পড়ে।

সঙ্ঘে প্রবেশের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকার অপরাধের দণ্ড হইতে শ্রেণী এবং ভিক্ষুণীরা মুক্ত ছিলেন। একদা একজন লিচ্ছবির পত্নী ব্যাভিচার করে। স্বামী তাহাকে হত্যা করিতে মনস্থ করেন। এজন্য রমণীটী শ্রাবস্তিতে গমন করিয়া জনৈক ভিক্ষুণীর দ্বারা দীক্ষিত হন। স্বামী শ্রাবস্তিতে আসিয়া তাহাকে দীক্ষিত দেখিয়া কোশলের রাজা পসেনদির কাছে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে যে ভিক্ষুণী হইয়াছে তাহাও রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া রাজা বলিলেন "সে যখন ভিক্ষুণী হইয়াছে তখন তাহাকে আর কোনও দণ্ডেই দণ্ডিত করা সম্ভব নহে।" (ভিক্ষুণীবিভঙ্গ, সমন্তপাসাদিকা ২য় খণ্ড পৃঃ ২২৫)। যে নারী স্বামীর শয্যাকে কলুষিত করিয়াছে তাহার দণ্ড অত্যন্ত কঠোর ছিল। স্বামী অনায়াসেই তাহার জীবন গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু প্রব্রজ্যা-গ্রহণের দ্বারা ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেই ব্যাভিচারিণী রমণীরাও দণ্ডের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিত। (ওল্ডেনবার্গের বিনয়-পিটক, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২২৫—২২৬)

নব প্রবেশের অনুশাসন

আটটী অনুশাসন পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়া রমণীরা সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার লাভ করিতেন। অনুশাসন কয়েকটী এইরূপ—

(১) ভিক্ষুণীর বয়স যদি একশত বৎসরও হয় তাহা হইলেও তাহাকে একজন তরুণ ভিক্ষুর আরাধনা করিতে হইবে।

(২) কোনও ভিক্ষুর বাসস্থানের সম্মুখে ভিক্ষুণী তাহার বর্ষাবাসের কাল যাপন করিবে না।

(৩) ভিক্ষুণীকে মাসে দুইবার করিয়া ভিক্ষুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) উপবাসের অবসানে যে অপরাধ দৃষ্ট, শ্রুত বা কল্পিত হইয়াছে তাহার জন্য ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীসঙ্ঘ এই উভয়ের কাছেই ভিক্ষুণীকে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে হইবে।

(৫) যদি কোনও গুরুতর অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ভিক্ষুণীকে উভয় সঙ্ঘের কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে।

(৬) দুই বৎসর ধরিয়া ছয়টী উপদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘের কাছে উপসম্পদা যাচ্ঞা করিবে।

(৭) ভিক্ষুণী কোনও ভিক্ষুকে অপমান করিবে না; বা তাহার নিন্দা করিবে না।

(৮) কোনও ভিক্ষুণী কোনও ভিক্ষুর সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিবে না; কিন্তু ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারিবে। (বিনয়-পিটক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৩—২৫৫)।

ভিক্ষুণী সঙ্ঘের কতকগুলি অনুশাসনকে ভিক্ষুণীদের পালন করিয়া চলিতে হইত। এই অনুশাসনগুলি পালনে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল। অনুশাসন গুলি এইরূপ :—

(১) একটি বিহারে ভিক্ষুণী এক পাত্রের বেশী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

(২) কোনও জিনিষের বিনিময়ে কোনও উপাসক বা উপাসিকার নিকট হইতে কোনও ভিক্ষুণী কোনও দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৩) যে উদ্দেশ্যে কোন জিনিষ কোন ভিক্ষুণীকে দেওয়া হইবে, সে জিনিষ সেই উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

(৪) কোনও লোকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও ভিক্ষুণী এমন কোনও জিনিষ যাচ্ঞা করিতে পারিবে না, যাহার মূল্য ১৬ কহাপণের বেশী।

(৫) ভিক্ষুণী শ্বেত পলাণ্ডু ভক্ষণ করিবে না

(৬) ভিক্ষুণী ধান্য গ্রহণ করিবে না।

(৭) ভিক্ষুণী জানালার ভিতর দিয়া রাস্তায় অথবা ক্ষেত্রে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিবে না।

(৮) ভিক্ষুণী নৃত্য, গীত, বাদ্যে যোগদান করিবে না।

(৯) কোনও লোকের সহিত অন্ধকারে একাকী কোনও ভিক্ষুণী বাক্যালাপ করিবে না।

(১০) আচ্ছাদিত স্থানে লোকের সঙ্গে একত্র উপবেশন বা কথোপকথন করিতে পারিবে না।

(১১) অন্য লোকের অসাক্ষাতে চন্দ্রালোকিত স্থানে বসিয়াও কোন পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ।

(১২) কোনও প্রকাশ্য রাস্তায় বা চৌমাথায় যেখানে বারবনিতা থাকে সেখানে একাকী দাঁড়াইয়া সে কোন লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে না।

(১৩) যে গৃহে সে প্রত্যহ ভোজন করে সেই গৃহকর্ত্তার অনুমতি ব্যতীত সে অন্যত্র গমন করিবে না।

(১৪) গৃহকর্ত্তার অনুমতি না লইয়া অপরাহ্নে কোন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সে উপবেশন বা শয়ন করিবে না।

(১৫) সে কোনও ব্যক্তিকে অভিশাপ করিবে না।

(১৬) নগ্ন হইয়া সে কখনও স্নান করিবে না।

(১৭) দুইজন ভিক্ষুণী এক শয্যায় শয়ন করিবে না, অথবা এক বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিবে না।

(১৮) যদি কোনও ভিক্ষুণী পীড়িত হইয়া পড়ে তবে তাহার সঙ্গিনী ভিক্ষুণী, হয় নিজে তাহাকে শুশ্রূষা করিবে, না হয় অন্যের দ্বারা তাহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবে।

(১৯) যদি কোনও ভিক্ষুণী অন্য একটী ভিক্ষুণীকে আশ্রয় দিয়া থাকে তবে তাহাকে সে নিজেও বিতাড়িত করিবে না এবং অন্যে যাহাতে বিতাড়িত করে তাহারও কারণ স্বরূপ হইবে না।

(২০) কোনও গৃহস্থ বা গৃহস্থ পুত্রের সহিত সে মেলামেশা করিবে না।

(২১) চোর, ডাকাত, দুশ্চরিত্র লোক হইতে আশঙ্কার

সম্ভাবনা আসিলে সে নিজের দেশে ভ্রমণের সময় অস্ত্র সঙ্গে রাখিবে।

(২২) বর্ষাবাসের সময় সে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিবে না।

(২৩) বর্ষাবাসের পর সে বিহারে অবস্থান করিবে না।

(২৪) ভিক্ষুণী রাজপ্রাসাদ, রাজোদ্যান, চিত্রমণ্ডপ, প্রমোদ উদ্যান, সুন্দর উদ্যান, পুষ্প সুশোভিত সরোবর প্রভৃতি পরিদর্শনে গমন করিবে না।

(২৫) সে মূল্যবান চৌকি বা সুন্দর খট্টা ব্যবহার করিবে না।

(২৬) সে কোনও গৃহস্থকে সেবা করিবে না।

(২৭) সে স্ব-হস্তে কোনও গৃহস্থ, পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকাকে খাদ্য দান করিবে না।

(২৮) অন্য কোনও ভিক্ষুণীকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার না দিয়া সে কখনও তাহার বাসগৃহ পরিত্যাগ করিবে না।

(২৯) জীবিকার্জ্জনের জন্য সে কোনও শিল্প শিক্ষা করিবে না।

(৩০) সে কাহাকেও কোন শিল্প শিক্ষা দান করিবে না।

(৩১) যে কুটীরে কোনও ভিক্ষু বাস করে সে কুটীরে তাহার অনুমতি ছাড়া কোনও ভিক্ষুণী প্রবেশ করিবে না।

(৩২) সে কোনও ভিক্ষুর অপমান করিবে না।

(৩৩) অন্য লোকের গৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া সে সকলের পূর্ব্বে ভোজন করিবে না।

(৩৪) কোন বিশেষ পরিবারের সহিত তাহার কোনরূপ সংস্রব থাকিবে না।

(৩৫) ভিক্ষুশূন্য কুটীরে সে বর্ষাবাস পালন করিবে না।

(৩৬) ভিক্ষুণী ভিক্ষুর নিকটে উপদেশ গ্রহণের জন্য গমন করিবে।

(৩৭) এরূপ কোনও রমণীকে সে শিষ্যারূপে গ্রহণ করিবে না যে সংসার পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহার পিতামাতার অনুমতি লয় নাই।

(৩৮) শক্তি থাকিতে সে কোনও রূপ যান ব্যবহার করিবে না।

(৩৯) সে অলঙ্কারে দেহ ভূষিত করিবে না বা সুগন্ধি জলে স্নান করিবে না।

(৪০) অনুমতি না লইয়া সে কোনও ভিক্ষুর সম্মুখে আসন গ্রহণ করিবে না।

(৪১) ভিক্ষুর নিকট অনুমতি গ্রহণ না করিয়া সে তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে না।

(৪২) রাত্রিতে সে একাকী গমন করিতে পারিবে না। (বিনয় পিটক)

(৪৩) ভিক্ষুণীরা পর্য্যায়ক্রমে ভিক্ষুদের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে (মজ্‌ঝিমনিকায়, ৩য় খণ্ড, ২৭০পৃঃ)। ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের জন্য যে সমস্ত সাধারণ উপদেশ আছে সেগুলি তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে; ভিক্ষুণীদের জন্য যে সমস্ত বিশেষ অনুশাসন আছে তাহাও তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে। (বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, ২৪৮ পৃঃ)

(৪৪) ভিক্ষুণীরা ইচ্ছা পূর্ব্বক কোনও লোকের দেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। (বিনয় পিটক ৪র্থ খণ্ড, ২২০—২২২)। কাম চিন্তা লইয়া কোনও ভিক্ষুকে স্পর্শ করাও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। (বিনয় পিটক ২১১ পৃঃ)

(৪৫) যে সমস্ত সভায় শ্রমণী বা ভিক্ষুণী থাকিবে সে সমস্ত সভায় পাতিমোক্ষ আবৃত্তি করা হইবে না। পারণা উৎসবেও পাতিমোক্ষের আবৃত্তি নিষিদ্ধ। (বিনয় পিটক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩০; ঐ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬৭)

(৪৬) ভিক্ষুণীরা অরণ্যে বাস করিবে না, কারণ তাহাতে উল্পলবর্ণার যেরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল সেইরূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে (ধম্মপদত্থ কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮—৪১)। বিনয়পিটকে দেখা যায়, যে পরিচ্ছদ একবার ভিক্ষুণীকে দেওয়া হইয়াছে তাহা আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না। (ধম্মপদত্থ কথা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৪৭)

ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীকে নমস্কার করিবে না বা সম্মান দেখাইবে না। (বিনয়পিটক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭—২৫৮)

সঙ্ঘ যে ভিক্ষুণীকে বর্জ্জন করিয়াছে কোনও ভিক্ষুণী তাহাকে সাহায্য করিতে পারিবে না।

অনুশাসন লঙ্ঘন

যে ভিক্ষুণী অন্য কোনও ভিক্ষুণীর পারাজিকা অপরাধ জানিয়া গোপন করিবে, সেও পারাজিকা অপরাধে অপরাধী হইবে। যে ভিক্ষুকে

ভিক্ষু সঙ্ঘ বর্জন করিয়াছে কোনও ভিক্ষুণী যদি তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলে তবে পারাজিকা অপরাধে অপরাধী হইবে।

কোন ভিক্ষুণী কোনও গৃহস্থ, গৃহস্থের পুত্র, ক্রীতদাস কর্মচারী, এমন কি কোনও শ্রমণ অথবা পরিব্রাজকের নামেও অভিযোগ আনয়ন করিতে পারিবে না। যদি করে তবে সে সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হইবে।

যদি কোনও লোক কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে কোনও ভিক্ষুণীকে উপহার পাঠায় এবং ভিক্ষুণী যদি তাহার উদ্দেশ্যের কথা জানিয়াও তাহা গ্রহণ করে তবে সে সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হইবে।

বুদ্ধদেব এই বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে "হে আনন্দ, রমণীরা যদি গৃহস্থাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করিয়া তথাগতের নিয়ম ও অনুশাসন অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি লাভ না করিত, তবে এই পবিত্র ধর্ম দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইত, এই উৎকৃষ্ট অনুশাসনগুলি হাজার বৎসর পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিত। কিন্তু আনন্দ, যেহেতু রমণীরা এই অনুমতি লাভ করিয়াছে সেই হেতু এই পবিত্র ধর্ম দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে না এবং এই উৎকৃষ্ট অনুশাসনগুলিও পাঁচ শত বৎসর মাত্র চলিবে। হে আনন্দ, যে গৃহে বহু নারী বাস করে সে গৃহ যেমন দস্যু-তস্করের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, ঠিক সেইরূপ যে ধর্ম এবং অনুশাসন অনুসারে নারী সংসার ধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের সুবিধা পায় সে ধর্মও দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। হে আনন্দ, উৎকৃষ্ট ধান্য-ক্ষেত্রও চিতি ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইলে সে ক্ষেত্রও যেমন দীর্ঘদিন ভাল অবস্থায় থাকে না, ঠিক সেইরূপ যে ধর্ম ও অনুশাসন অনুসারে নারী গৃহ-ধর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণের সুযোগ পায় সে ধর্মও দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে না। হে আনন্দ, কোন কোন উৎকৃষ্ট ইক্ষুক্ষেত্রে ক্ষয়রোগ স্পর্শ করিলে সে ইক্ষুক্ষেত্র যেমন দীর্ঘদিন টিকিতে পারে না, ঠিক সেইরূপ যে ধর্ম ও অনুশাসন অনুসারে নারী সংসার ধর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণের সুযোগ পায় সে ধর্মও দীর্ঘদিন স্থায়ী হইতে পারে না। হে আনন্দ, মানুষ যেমন পূর্ব্বেই প্লাবনের আশঙ্কা করিয়া প্রকাণ্ড জলাশয়ের চারিদিকে, জলকে আবদ্ধ রাখিবার জন্য বাঁধ বাঁধিয়া দেয়, আমি তেমনি পদস্খলনের আশঙ্কা করিয়া ভিক্ষুদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আটটী প্রধান অনুশাসনের নির্দ্দেশ করিতেছি। তাহাদিগকে আজীবন এই অনুশাসনগুলি পালন করিয়া চলিতে হইবে। (বিনয়-পিটক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৪-৩২৬)

সঙ্ঘে নারীদিগকে গ্রহণের ফল সম্বন্ধে বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী

বুদ্ধের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। ভিক্ষুদের সহিত ভিক্ষুণীদের এবং ভিক্ষুণীদের সহিত সাধারণ লোকের অবাধ মেলামেশায়, পরবর্ত্তী কালে যে বহুবিধ অশান্তির সৃষ্টি হয়, থুল্লনন্দা এবং মহাধন্ন, অভিরূপনন্দা এবং শ্রাবস্তির কোষাধ্যক্ষ মিগারের পৌত্র সাচ্চকের আখ্যায়িকাই তাহার প্রমাণ। (বিনয় পিটক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০১ হইতে)।

সুখ ও দুঃখ

শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর।

সুখ এসে ভালবেসে
সুকোমল পাণি-পরশনে
ললাটে লেপিয়া যায়
ধীরে ধীরে যে কজ্জল তার,
দুখ এসে স্নিগ্ধ করে
সে কজ্জলে কঠোর মার্জ্জনে,
মুছিয়া ফাকট করে
আগেকার উজ্জ্বলতা তার;
প্রমোদভবন হতে
ব্যাধি লয়ে ফিরে আসে পতি,
প্রাণপাত সেবাশ্রমে
নিরাময় করে তারে সতী।

ভুল

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী।

(১)

সে ছিল নিরুপমা সুন্দরী।

উষার প্রথম স্বর্ণাভার মত যেদিন তার সর্বাঙ্গে যৌবনের সাড়া এসে পৌঁছেছিল, সেই দিনই সে ক্রীতদাসী রূপে অর্থের জন্য বন্দী হ'তে এসেছিল এই রাজ-অন্তঃপুরে মর্ম্মর নির্ম্মিত নিভৃত কক্ষে;—কিন্তু একটা সর্ত্তে, পাঁচ বৎসর পরে সে পুনরায় ফিরে পাবে তার পূর্ব্ব স্বাধীনতা, সেদিন তার সম্মুখে কেউ বাধা দিতে আসবে না।

তরুণ রাজা তার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন নি; তাই তাঁরই আদেশ ক্রমে যেদিন তার বাস-মন্দির অন্যান্য নর্ত্তকীদের সমান স্থানে না হয়ে রাজ-অন্তঃপুরে হ'লো ও তার সম্মানও তাদের চেয়ে অনেক বেশীই রাজার নিকট হ'তে প্রাপ্য হ'লো, সেদিন যেন তাদেরও বুকের মধ্যে দোলা দিয়ে গেল একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ও ঈর্ষা।···

একবার মাত্র ঈর্ষাতুরা দৃষ্টিতে এই তরুণী নর্ত্তকীর সহাস্য মুখের প্রতি চেয়ে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে।···

(২)

নৃত্যরতা ছায়ার অনিন্দ্য দেহ ভঙ্গিমার প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রাজা প্রশ্ন করলেন—"তোমার নাম?"···

তাহার মুখের ওপরে ভেসে উঠলো কৌতুকের আভাষ! অভিবাদন করে উত্তর দিলে—"ছায়া।"

—ছায়া! ছায়া।—মন্ত্রমুগ্ধের মত রাজারও ওষ্ঠাধর ভেদ করে ঐ নামটী কম্পিত স্বরে বার হয়ে এল—"ছায়া!"

সে হেসে মাথা নত করল, সঙ্গে সঙ্গে তার সোণালী ওড়নার আঁচল উড়ে এসে রাজার বাহুমূল স্পর্শ করতেই তিনি শিহরিত হয়ে উঠলেন। বাতাসে ছায়ার কেশের সুগন্ধ ভেসে এসে যেন তাঁকে উন্মনা করে তুললো।

অদূরে সোণার খাঁচে বসে শুক ডেকে উঠলো—'ছায়া!'

শারী তার উত্তর দিলে—ঝুণ্—ঝুণ্—ঝুণ্—!

রাজা হেসে ছায়ার মুখের দিকে তাকালেন।

ছায়ার মুখের ওপোর কে যেন আবীর ছড়িয়ে দিলে, চমকে উঠে সে মুখ নত করে ফেললে।···

(৩)

পাঁচ বৎসর চলে গেছে। ছায়া ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল রাজার সম্মুখে; আজ যে তার মুক্তির নির্দ্দিষ্ট দিন। পূর্ব্বের সে স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার দিন; আজ তার প্রার্থনা শুধু বিদায়ের।

আজ সে চলে যাবে, কিন্তু স্বাধীনতার সে আনন্দ কই—মুক্তির সে উৎসাহ কোথায়?···

—"রাজা!"

রাজা চমকে মুখ তুলবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের পুষ্প-গঠিত নারী মূর্ত্তি ভেঙ্গে ঝরে পড়লো, দল ঝরে গেল।

—"তুমি—কিন্তু এ সময়ে কেন ছায়া?"

ম্লান হেসে সে উত্তর দিলে—"আমার স্বাধীনতা ফিরিয়ে নিতে এসেছি রাজা, আজ আমায় মুক্তি দাও।"

রাজা নীরব।

—"রাজা!"

রাজা মুখ তুললেন;—"আচ্ছা—যাও!"

একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে গেল।

অভিবাদন করে ছায়া চলে গেল, যাবার সময় আর একবার মুখ ফিরিয়ে দেখে গেল, রাজা চেয়ে আছেন তারই পথের দিকে; আর তাঁর পায়ের তলে পড়ে আছে ফুলের রাশি।···

(৪)

ছায়া চলে গেছে।

অন্তঃপুর-কক্ষে আর কেউ বদ্ধ হরিণীর মত ছুটোছুটি করে না, শুক শারী আর নিত্য নূতন কথা শিখে না, তারাও নীরব হয়ে গেছে, শুধু মাঝে মাঝে চীৎকার করে ওঠে—'ছায়া—ছায়া!'

শারী তার উত্তর দেয়—ঝুণ্—ঝুণ্—ঝুণ্—!

রাজা চমকে ওঠেন, তাঁর ব্যাকুল দৃষ্টি চতুর্দিকে যেন কাকে খোঁজ করে, তার দেখা মেলে না !

বাতাসের সজল বাতাস কেঁদে ডাকে—ছায়া ! ছায়া ! উত্তর মেলে না।...

(৫)

যে তাকে খুঁজে আনতে পারবে সে পুরস্কার পাবে—রাজার কণ্ঠহার। তাকে আনা চাই—মন যে প্রবোধ মানে না, সে আজ পরাজয় মানতে চায় তারই কাছে, যার পায়ের তলে সে তার অর্ঘ্য নিবেদন করেছে...যে মন্দিরে তার জীবনের প্রথম আরতি হয়েছে...তার কাছে আজ সে তার সব গৌরব বিসর্জন দিয়ে হার মানতে চায়, সান্ত্বনা পেতে চায় ! তাকে যে চাই-ই !...

দেশ দেশান্তর থেকে দূত ফিরে এলো—ছায়া নেই !

বছরের শেষ দিন খবর পাওয়া গেল—সে আবার ফিরে আসছে, কিন্তু রাজার ডাকে নয়, মনের খেয়ালে।...

(৬)

—"রাজা !"

—"তুমি ?"

—"হ্যাঁ আমিই ; কিন্তু আজ আমি একা নই, আরও একটী অতিথিকে তোমার দ্বারে এনেছি—বল, আশ্রয় দেবে ?"

—"এ কে ?"

ছায়ার পাশে যে দাঁড়িয়ে ছিল তার কুৎসিত মুখের দিকে তাকাতেই গভীর ঘৃণায় রাজার মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো—ছিঃ !

ছায়ার ওষ্ঠাধরে ম্লান হাসির রেখা ভেসে উঠলো ; প্রশ্ন করল—"পরিচয় জানতে চাও ?"

—"চাই।"

—"ও আমার স্বামী, আর আমি ওরই স্ত্রী।"

রাজা চমকে উঠে সরে দাঁড়ালেন। চীৎকার ক'রে উঠলেন—"শয়তানী !—সরে যা ! সরে যা !"

অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর মুখ বিকৃত হ'য়ে উঠলো, কিন্তু ছায়ার মুখের পরে তার লেশমাত্রও আভাষ পাওয়া গেল না . বরং সে একটু হাসলে। তারপর ধীরে ধীরে সে তার স্বামীর হাত ধরে চলে গেল সেই পথে, যে পথে সে এসেছিল, রাজাকে অভিবাদনও জানালো না।

(৭)

ছায়া আবার ফিরে এসেছে, কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরে নয়, রাজার সম্মুখে নয়, সকলের সম্মুখে—সকলের মধ্যস্থলে।

রাজপ্রাসাদ ছেড়ে—আবার আজ তার চরণের নূপুর বেজে উঠেছে রাজধানীর বুকে, আবার তার কণ্ঠস্বর সকলকে সুরের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওষ্ঠাধরে আর তার সে হর্ষের হাসি নাই, চরণ-ক্ষেপে সে চঞ্চলতা নাই, দৃষ্টিতে সে দীপ্তি নাই।

নিত্যকার কাজ সে করে যায়।

দিন কেটে চলে ঘড়ীর কাঁটার সঙ্গে মিল রেখে।...

(৮)

ফাল্গুনের নিশুতি রাত্রি। ছায়া বসে ছিল সরোবর তীরে। উন্মাদ বাতাস দোলা দিয়ে ছুটে চলেছিল ফুলে ফুলে—পাতায় পাতায়—মাধবীর মঞ্জরীতে।

পূর্ণিমার চাঁদ আজও আকাশে ব'সে স্বপ্ন-পারাবারের খেয়া পারাবার করছে। আজও পাতার আড়ালে বসে কোন ঘুমহারা পাখী থেকে থেকে ডেকে উঠছে, কিন্তু আজ যেন তার কণ্ঠেও সুর নাই, জ্যোৎস্নায় সে আনন্দ নাই ! কিন্তু কেন ?...

—"ছায়া !"

পশ্চাতে ফিরেই ছায়া চমকে উঠলো—"রাজা, তুমি !"...

—"হ্যাঁ আমিই।"

—"কিন্তু, তোমার হাতে ছোরা কেন ?"

—"ভয় পেয়েছো ছায়া ?"

—"না, বিস্মিত হয়েছি।"

—"বিস্মিত হবারও তো কোন কারণ নেই, আজ যে আমার হোলীর দিন, তাই তোমার বুকের তাজা রক্তে হোলী খেলতে এসেছি !"

রাজার হাতের ছোরা ছায়ার শুভ্র কোমল বক্ষ চুম্বন করবার সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তাক্ত দেহ রাজার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো !

—"রাজা !"

—"কিছু না—"

দুই হাত মুখের ওপরে চাপা দিয়ে রাজা ধীর পদে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

(৯)

আজ সে ধরার বক্ষে নাই, তবু আছে তার চিহ্ন। আজও রাজ-অন্তঃপুরের বক্ষ মধ্যে যেন তার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠে।

শুক ডাকে—'ছায়া—ছায়া—'

শারী তার উত্তর দেয়—রূপ—রূপ—রূপ— !

রাজা চমকে উঠেন, নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টি ম্লান হয়ে আসে, মুখের পরে ভেসে উঠে অব্যক্ত যন্ত্রণার চিহ্ন !

অবোধ পাখী চিৎকার করে উঠে—'ছায়া—ছায়া—'

রাজার আদেশ এল—ওদের পায়ের সোনার শিকল খুলে দিতে।

(১০)

বর্ষ বিদায় প্রার্থনা জানিয়েছে।

তাই আবার ফাল্গুন এসেছে তার অফুরন্ত রূপ রস গন্ধ গান বহন করে; দিকে দিকে তার জয়যাত্রার ভেরী বেজে উঠেছে; বাতাস সকলকে তাই তার নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে গেল।

রাজপ্রাসাদ আনন্দশূন্য, প্রজাদের মুখের পরে ভেসে উঠেছে বিষাদের নিবিড় ছায়া, নয়নের কোনে অশ্রুর রেখা।

রাজা কই ?···

রাজা কোথায় ?···

ফাল্গুন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না সর্ব্বাঙ্গে মেখে এক বৎসর পূর্ব্বে নর্ত্তকী ছায়া যেখানে মৃত্যু-যন্ত্রনায় লুটিয়ে পড়েছিল আজ এই নিস্তব্ধ নিশীথে রাজ তনুও সেইখানে লুটিয়ে পড়েছে, আর বড় দরদীর মতই তার বিশাল বক্ষ চুম্বন করে আছে সেদিনের সেই ছোরাখানি, যেখানি এক বৎসর পূর্ব্বে এই দিনেই ছায়ার বক্ষ চুম্বন করেছিল।···

মা বাপের এই স্নেহ

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ।

মা বাপের এই স্নেহ,
মানে না সুন্দর মুখ, বিকলাঙ্গ দেহ,
কি অঞ্জনে আঁকা, তার কাছে সব মূর্ত্তি বাঁকা,
মুঠাম সুন্দর।
কালো হয়, দুর্ব্বাশ্যাম, নয়নের অভিরাম,
চির মনোহর॥

বিধিলিপি এ যদি না হ'ত,
তবে অবিরত,
মৃত্যু দিত হানা, মানিত না মানা
শূন্য করি দিত কত ঘর।
এই যে অমৃত ছোঁয়া মায়ের মনের,
সঞ্জীবনী রসে ধোয়া দৃষ্টি নয়নের,
বাঁচে শিশু তারি বলে,
মূক মুখ কথা বলে;
অবল চরণ;
উঠে পড়ে অঙ্ক জুড়ে পাতে সিংহাসন॥

মর্ত্তলোকে অমৃত প্রতীক,
স্নিগ্ধ রস রসায়নে শোধিত অলীক।
নন্দন যে তাইতে তনয়, পুত্র, সন্তানক
অমরাবতী ফুল চির মধুময়,
ব্যাপার অন্যক।

প্রকৃতি সে নির্ম্মম নিষ্ঠুর,
পঙ্গুরে পিশিয়া মারে,
দুরবলে করি দেয় দূর,
স্নেহ কাছে কভু নাহি হারে।
তার ভালবাসা যেন পোষ্যপুত্র রাখা,
সে চায় মোহন মূর্ত্তি তুলি দিয়ে আঁকা,
কুমার অনুপ, যার বর্ণরূপ,
নয়ন লোভন মনোরম,
চারুচিত্র চিত্তের বিভ্রম॥

আলোক-চিত্র

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন গুপ্ত।

আলোক চিত্রের চেয়ে 'ফটোগ্রাফ' কথাটাই আমাদের ভিতরে চলতি বেশী। ফটোগ্রাফ কি করিয়া তোলা হয়, তা অনেকেই জানেন না; মেয়েদের কথা দূরে থাক্, অনেক শিক্ষিত পুরুষেরও এ সম্বন্ধে খুব কম ধারণা আছে।

যে যন্ত্র দিয়ে ফটো তোলা হয়, তাকে বলে ক্যামেরা। ক্যামেরা যন্ত্রটা কিছুই নয়; শুধু একটা বাক্স, যার ভিতরে শুধু একটি মাত্র ছিদ্র ভিন্ন আলো ঢুকতে পারে না।

ক্যামেরার সামনেই একখানা কাচ রয়েছে; এর নাম লেন্স। যার ছবি তোলা হয়, তা থেকে প্রতিফলিত আলো এই লেন্সের ভিতর দিয়ে ঢুকে' পিছনের একখানা কাচের উপর পড়ে। আমরা সাধারণ চক্ষে যে সব জিনিষ দেখতে পাই, তা থেকে কিছু না কিছু আলো প্রতিফলিত হয়ে আসে। সে আলোকের রশ্মি আমাদের চোখে ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু সেই প্রতিফলিত রশ্মি এসে আমাদের চোখে পড়ে বলেই আমরা জিনিষটি দেখতে পাই। যখন আমাদের ফটো তোলা হয়, তখন আমাদের শরীরে, পোষাক পরিচ্ছদে, আশে পাশে, যেখানে যতটা আলো আছে, সেখান থেকেই সেই পরিমাণ প্রতিফলিত আলো এই লেন্স দিয়ে ক্যামেরার ভিতরে ঢোকে।

এর পর ক্যামেরার পিছনে একখানা কাচ লাগিয়ে দেখতে হয় ছবি বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কিনা। এই কাচখানা কিন্তু সাধারণ কাচের মত নয়; এর একটা দিক সাণ্ড্‌পেপার (কাচের গুঁড়ো লাগানো কাগজ) দিয়ে ঘষা। এই জন্যে প্রতিফলিত আলোক লেন্সের ভিতর দিয়ে এর উপর এসে পড়লেই এই কাচের উপরেই ছবিটা বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়;—দেখা যায়, তবে সম্পূর্ণ উল্টো। মাথা নীচুর দিকে, আর পা উপরের দিকে! আলোকের গতির জন্যে এই রকম হয়ে থাকে। আলোকের গতি সোজা; এই জন্যে মাথার আলো সোজা গিয়ে নীচুর দিকে পড়ে এবং পায়ের আলো উপরের দিকে পড়ে।

ক্যামেরাকে খুলে এই ভাবে রাখলেই যে ছবি উঠ্‌বে তার কোনো মানে নাই কিন্তু। যে দৃশ্যের ফটো তোলা হবে, এবার তাকে ফোকাস্ করতে হবে, অর্থাৎ যাতে করে সেই দৃশ্য বেশ পরিষ্কার ভাবে কাচের উপর (গ্রাউণ্ডগ্লাস) ফুটে ওঠে, তাই করতে হবে। যে কাচের কেন্দ্রের নিকটা পুরু, আর পাশ দিকে পাতলা, তার একটা ধর্ম্ম হচ্ছে বাইরের আলোককে কিছু দূরেই নিয়ে কেন্দ্রগত করা।

তোমরা কি কেউ আতসী কাচ দেখেছ? আতসী কাচ বা সর্ট-সাইটেড্ চশমার কাচ সূর্য্যালোকে কোনো কাগজের উপর ধরলে দেখতে পাবে, সমস্ত সূর্য্যের রশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে একটা স্থান অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করেছে। এই অবস্থায় আতসী কাচখানা যতই উপরে তুলতে থাকবে ততই এই আলোকময় স্থান অস্পষ্ট ও এর পরিসর বেশী হতে থাকবে; আবার বেশী নীচুতে আনতে গেলেও ঠিক ঐ অবস্থা হবে। কাজেই কাগজ থেকে কাচখানার এমন একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যবধান আছে, যেখানে রাখলে সমস্ত আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত হবে; এই ব্যবধানকে বলে 'ফোকাল লেঙ্‌থ' বা যেখানে এলে রশ্মিগুলো ফোকাস্ বা কেন্দ্রগত হয় তার দূরত্ব। ক্যামেরার লেন্সেরও ভাব অনেকটা এই রকমের। ক্যামেরার সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত কলকৌশল আছে যে তার লেন্সটাকে পিছনের গ্রাউণ্ডগ্লাস থেকে দূরে নিকটে সরানো যায়। ক্যামেরার লেন্সের দ্বার খুলে দিলেই যে দৃশ্যটা পিছনের গ্রাউণ্ডগ্লাসের উপর পরিষ্কার ফুটে উঠবে, তার মানে নাই। আতসী কাচের মত লেন্স যথাস্থানে না থাকলে ছবি অস্পষ্ট হবে। কাজেই ক্যামেরার লেন্সকে আস্তে আস্তে এদিক ওদিক সরিয়ে এমন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আন্‌তে হয় যে, গ্রাউণ্ডগ্লাসের ভিতর দিয়ে দেখলে বেশ পরিষ্কার ভাবে ছবিটা দেখা যায়। এই কাজটাকে বলে ফোকাস্ করা; ফটোগ্রাফার কালো কাপড়

মুড়ি দিয়ে যখন ক্যামেরার যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করতে থাকে, তখন এই ফোকাস্‌ই করে।

ফটোগ্রাফার ফটো তুলতে আস্‌বার আগেই বেশ পাতলা একটা বাক্সের ভিতর ফটো তুলবার 'প্লেট' পুরে নিয়ে আসে। এই বাক্সটাকে বলে স্লাইড। এর কোন দিক দিয়েই আলো ঢুকতে পারে না; কেবল একটি কবাট ছাড়া। অন্ধকার ঘরে লাল বাতির ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে প্লেট বের করে এর ভিতর পুরে কবাট দিয়ে বাইরের আলোকে আনতে হয়। প্লেটের উপর লাল আলোর কোনো ক্রিয়া হয় না, কিন্তু সূর্য্যালোক বা সাদা আলোকের ক্রিয়া হয়। যা হো'ক ফোকাস্ করা শেষ হলে ফটোগ্রাফার গ্রাউণ্ডগ্লাসটাকে সরিয়ে দিয়ে, তারই স্থানে এই বাক্স বা 'স্লাইড'টাকে ঢুকিয়ে দেয়। তার পর লেন্সের দ্বার (সাটার) বন্ধ করে দিয়ে, কৌশলে এমনভাবে স্লাইডের কবাট খুলে নেয় যে বাইরের আলো কোনো উপায়েই প্লেটের উপর পড়তে পারে না। ক্যামেরাতে এসব কাজ করবার মত যন্ত্রপাতি আছে। এই অবস্থায় ক্যামেরার ভিতরে থাকে ঘোর অন্ধকার আর সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এই প্লেটখানা; সাটার খুলে দিলেই লেন্সের ভিতর দিয়ে আলো এসে প্লেটের উপর পড়বে।

এর পর লেন্সের ভিতরকার ছিদ্রপথ ছোটো বড় করবার একটা গোলাকার দরজা, ঠিক লেন্সের সাটারের পিছনে আছে। একটা লিভারের সাহায্যে একে বড় ছোট করে আলোকের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ছিদ্র পথ বড় করলে বেশী আলো এবং ছোটো করলে কম আলো প্রবেশ করে; এ ছাড়া ছবির রেখাপাত সম্বন্ধেও এই কাজটার অনেক প্রভাব হয়ে থাকে। এই সব বিবেচনা করে, আলোর পরিমাণ বুঝে ফটোগ্রাফার এই ছিদ্রপথ ছোট বড় করে নেয়।

এখন সমস্ত প্রস্তুত। এই সব বন্দোবস্ত করতে করতে ফটোগ্রাফার যখন বিলম্ব করতে থাকে, তখন অযথা বিলম্ব হচ্ছে মনে করে যেমন একদিকে আমরা বিরক্ত হতে থাকি, অন্যদিকে একটা অজানিত কৌশল কারসাজি ও তার বাহাদুরির কথা ভেবে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি! যা হো'ক এইবার সাটার কয়েক সেকেণ্ডমাত্র আলোর পরিমাণ বুঝে খুলেই আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার পর স্লাইডের কপাট এঁটে খুলে নিয়ে আবার তার স্থানে গ্রাউণ্ডগ্লাসটি ঢুকিয়ে রাখা হয়। এবার 'এক্সপোজার দেওয়া' হ'ল।

এই ব্যাপারে কি হ'ল?—ফোকাস্ করবার সময় যে প্রতিকৃতি গ্রাউণ্ডগ্লাসের উপর পড়েছিল, ঠিক সেই প্রতিকৃতি গ্রাউণ্ডগ্লাসের পরিবর্ত্তে, সেই প্লেটের উপরেই পড়ল না কি? প্লেটখানা কিছুই নয়; একটা মিশ্রিত ওষুধ মাখান কাচ। যাঁরা কারো গায়ে ডাক্তারকে 'কষ্টিক' নামক ওষুধ (silver nitrate) লাগাতে দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, কষ্টিক যতক্ষণ চিপিচিপ্ করে কালো মিশিতে থাকে, ততক্ষণ বেশ সাদা থাকে, কিন্তু বাইরের আলোর সংস্পর্শে এলে সেই প্রলিপ্ত কষ্টিক ভয়ানক কালো হয়ে ওঠে! আমাদের প্লেটের উপরে এই শ্রেণীর একটা ওষুধের (silver bromide) সঙ্গে অন্য কোন জাতীয় পদার্থের প্রলেপ লাগানো থাকে। যতক্ষণ এই অবস্থায় এতে আলোক লাগে না, ততক্ষণ এর ভিতরে কোনো রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু আলো লাগলেই যেখানে যে পরিমাণ আলো লাগে, সেখানেই সেই পরিমাণ এর রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয়। ক্যামেরার সাহায্যে এক্সপোজার দিলে আমাদের মুখাবয়ব, দেহ, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেখানকার যে পরিমাণ আলো প্লেটের উপর কোকাস্‌ড হয়ে পড়ে, সেই খানে সেই পরিমাণ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে।

এবার কি করে এই প্লেটকে নেগেটিভ বা ছবির ছাঁচ তৈরী হয়, তাই বলব। এ কাজ অন্ধকারময় ঘরে লাল আলোর সাহায্যে করতে হয়, কারণ প্লেটের উপর লাল আলোর কোনো ক্রিয়া হয় না।—এই অন্ধকার ঘরকে বলে 'ডার্করুম'। ডার্করুমে গিয়ে স্লাইড খুলে প্লেট বের করে একটা তরল মিশ্রিত ওষুধের (developer) মধ্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হয়। এর পর দেখতে পাওয়া যায় যেসব যায়গায় আলো বেশী হবার কথা, যেমন কপাল, নাক, দাড়ি, ঠোঁট, সাদা কাপড় চোপড়, সেই সব যায়গা কালো হতে থাকে। এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলে প্লেটখানা প্রায় সমস্তই অল্প বিস্তর কালো হয়ে ওঠে। তখন সময় বুঝে, এটাকে তুলে নিয়ে জলে ধুয়ে, আর একটা ওষুধে (fixing bath) দিতে হয়। কিছুক্ষণ এর

ভিতরে থাকলে প্লেটখানার উপরে দৃশ্যটি পরিষ্কার ফুটে ওঠে, এবং বাইরের আলোয় আনলে আর কোনও ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন হয় না। প্লেটের উপর এখন যে ছবি হল, আলোছায়া হিসাবে তা কিন্তু সাধারণ দৃশ্যের উল্টে। আমাদের মুখের যেখানে আলো পড়েনা, সেখানটায় রাসায়নিক ক্রিয়া না হওয়ার দরুণ হয় অল্প কিম্বা স্বচ্ছ এবং যেখানে আলো পড়ে সে সব যায়গায় রাসায়নিক ক্রিয়ার দরুণ হয় কালো এবং ঘন।—সাধারণ দৃশ্য হতে এর বিপরীত অবস্থা হয় বলে একে বলে নেগেটিভ। এখন একে পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিলেই ছবি ছাপাবার উপযোগী হল।

নেগেটিভ প্লেটের প্রথম অবস্থায় এর উপর যে ওষুধের প্রলেপ থাকে ফটো ছাপাবার কাগজের উপরেও সেই প্রকার ওষুধ লাগানো থাকে। প্রিন্টিং ফ্রেম বলে ছাপাবার ফ্রেম আছে. সেই ফ্রেমে নেগেটিভ চড়িয়ে, তার উপর ছাপাবার কাগজ রেখে এমন ভাবে আলোর সাম্নে ধরতে হয়, যেন আলো নেগেটিভের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। আবশ্যক মত কয়েক সেকেণ্ড এই ভাবে আলো দিয়ে, ঘর অন্ধকার করে, কাগজ খুলে নিয়ে, যেমন ভাবে নেগেটিভ তৈরি হয়েছিল; সেই ভাবে ওষুধের মধ্যে এই কাগজ নাড়াচাড়া করতে হয়। করতে করতেই ছবি বেশ ফুটে ওঠে; এবার নেগেটিভের স্বচ্ছ যায়গা দিয়ে আলো এসে পড়ায় সেই স্থান কালো হয় এবং সাদা ও কালো রঙে ছবিটা সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠে। এর পর আবার সেই দ্বিতীয় ওষুধ (fixing bath)এর ভিতর রেখে কিছুক্ষণ নাড়া চাড়া করলে ছবি স্থায়ী হয়ে যায়; আর আলো লাগলে কিছুই হয় না।

এবার এই কাগজকে বেশ করে ধুয়ে, শুকিয়ে, সাইজের মত কেটে, 'মাউণ্টে' লাগিয়ে দিলেই 'ফটো' তৈরী শেষ হল।

এখন ফটো তোলা সম্বন্ধে সাধারণের কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় বলে আমি আজ বিদায় নেব। ছবির কি সৌন্দর্য্য, কি সৌষ্ঠব, কি অভিব্যক্তি, সমস্ত বিষয়েরই শতকরা ৭৫ ভাগ নির্ভর করে, যার ছবি তোলা হবে তারই উপর। এই দরকারী কথাটি সাধারণ লোক ত দূরের কথা, অনেক ফটোগ্রাফারও জানেন না, ফলে আমাদের দেশে যেমন ফটোই তোলা হোক না কেন, আর্ট হিসাবে তার কোনো মূল্যই হয় না। একটা বিলাতী ছবির কলা-সৌন্দর্য্য দেখলে চে'য়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। কারণ সে দেশের লোকেরা জানে, কেমন ভাবে ছবি তুল্‌তে হয়; তাদের চাহনি এত সরল, বসবার ভঙ্গী এত সহজ, এবং ভাব এত স্বাভাবিক যে ফটোগ্রাফারের চেয়ে, যার ফটো তোলা হয়েছে, তাকেই বেশী প্রশংসা করতে হয়। এই জিনিষটা আমাদের শতকরা ৯৯ জনও এখনও শেখেন নাই। ফটো তুলতে বসে অনেকেই ভুলতে পারেন না, যে, তাঁর ফটো তোলা হচ্ছে। কেউ বা আগে থেকেই একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে এমনই চক্ষের পীড়া জন্মান, যে চেহারা অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে!—কেউ বা ক্যামেরার প্রতি অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে চেয়ে থাকেন, ফলে ছবির চাহনি অত্যন্ত বিশদৃশ হয়ে যায়!—কাকেও বা ফটোগ্রাফার মহাশয় এত বেশী উপদেশ দিতে থাকেন, যে তার মুখের অস্বাভাবিক ভাবের সঙ্গে স্বাভাবিকের ছায়াপাতে এক অদ্ভুত ভাব ফুটে ওঠে! অনেকে এসব বিষয় জানেন; তাই যথাসাধ্য ভঙ্গী দিতে চান, কিন্তু তাঁরা সর্ব্বক্ষণ মনে মনে এই চিন্তাও ভুলতে পারেন না যে, তাঁরা ফটো তুলছেন; এর ফলে তাঁদের ছবিতে ভাব অনেকটা ফোটে বটে, কিন্তু তাতে প্রাণ থাকে না।—ছবি তুলবার সময় ফটো, ক্যামেরা, ফটোগ্রাফার এসব মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে কোনও একটা বিশিষ্ট ভাবকে অবলম্বন করে থাকতে হয়। মনে প্রাণে হাস্য, ধীর, করুণ, শান্ত, মধুর, এর যে কোন রসাত্মক ঘটনায় বা ভাবে ধ্যানস্থ হলে ছবি নিশ্চয়ই সুন্দর হবে। ছোটো ছেলেদের খেলা করবার সময় ছবি তুলে নিলে, কেমন সুন্দর হয়!—এত সুন্দর হওয়ার কারণ, তাদের ছবি তাদের অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় তোলা, তাই।

সাধারণ ক্যামেরার একটা দোষ, নীল, হলুদ বা ফিকে রঙের যথাযথ রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না। এই কারণে নীল বা কোনো ফিকে রঙের শাড়ী বা জামা পড়লে, ছবিতে তা প্রায় সাদাই দেখায়; বর্ণের তারতম্য বোঝা যায় না। অতএব পোষাক পরিচ্ছদ যথাসম্ভব ঘোরালো রঙের করতে

হয়। অনেকে ফটো তুলবার সময় বেশ ধব ধবে ধোপ-দুরস্ত কাপড় পরে আসেন ; এর ফল যে কত খারাপ হয় তা সাধারণকে বোঝানো মুস্কিল। কাপড় চোপড়ের ঔজ্জ্বল্য খুব বেশী হলে, হাত পায়ের যথাযথ বর্ণের তারতম্য নষ্ট হতে পারে ; তা ছাড়া কাপড়ের ভাঁজ বা ছায়াংশ কিছুই পরিষ্কার বোঝা যায় না, এতেও পোষাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত বিসদৃশ হতে পারে। নিতান্ত সাদা কাপড় চোপড় পরতে হলে তার কয়েক দিন ব্যবহারের পর অল্প অল্প ময়লা অবস্থায় পড়া যেতে পারে।

ফটো তোলার দিনে গায়ে অত্যধিক তেল না দেওয়া ভালো। মাথায় সাবান দিয়ে সামান্য তেল জাতীয় পদার্থের হাত দিলে ঠিক হবে : অভাবে তিলের তেল বা নারকেলের তেল সামান্য পরিমাণে দিয়ে স্নান করবে। মুখে সামান্য পারল পাউডার ব্যবহার করা ভালো। মেয়েদের কারো কারো অনেক গয়না গায়ে দিয়ে ও সাজ করে ফটো তুলতে সখ হয় ; কিন্তু তাঁদের জানা উচিত সাজসজ্জা যত অল্প ও স্বাভাবিক হবে, ততই ছবির সৌন্দর্য্য বেশী হবে। গ্রুপ বা একাধিক লোকের ছবি তুলবার সময়ে প্রত্যেকেরই আগে থাকতে ঠিক করে নিয়ে একই ভাবে ভাবযুক্ত হওয়া খুব ভালো। দুই তিন জন এক সঙ্গে তুললে, একই দিকে চেয়ে একই ভাবে ভাবযুক্ত হয়ে থাকতে পারলে অতি সুন্দর ছবি হয়। গ্রুপ ছবিতে আমরা দেখি, যেন এক এক জন এক এক ভাব ও ভঙ্গী নিয়ে আছে!—কারো ভিতরে যেন একটা বিশিষ্ট আন্তরিকতা নেই। গ্রুপ তুলতে হলে আমাদের এমন ভাব নেওয়া উচিত যে, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা আন্তরিকতা ফুটে ওঠে। বিষয়টা খুব বড়, কিন্তু কাজে পরিণত করা অতি সোজা। মনে কর, পাঁচ জন লোকের গ্রুপ তোলা হচ্ছে ; ঠিক এমন সময় সামনেই অনতিদূরে এমনই একটা কৌতূহলজনক হাস্যকর ঘটনা ঘটছে যে, সবাই সেইদিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়েছে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে যদি ছবি তোলা যায়, তা হলে এই ঘটনা সংশ্লিষ্ট ভাবটিই সকলের মনে মনে একটা অন্তরঙ্গ ভাবের যোগ-সূত্র সৃষ্টি করবে।

পরিবেশন পাত্রাদি

অধ্যাপক রমেশ শর্ম্মা।

আজকাল অনেককেই বলিতে শুনি—'সাহেবদের হোটেলে ডিস, ডার, শিকলপট ইত্যাদি কেমন সুন্দর ভাবে সাজান থাকে।' অবশ্য ইহা ঐ জাতির পারিপাট্যের নিদর্শন, সন্দেহ নাই। শিক্ষার অভাবে, আমাদের জীবন-যাত্রায় নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া, আজ আমরা যেন একেবারে দিশাহারা। চিরদিনই কি ভারতের এইরূপ দুর্দ্দশা ছিল? তাহা নহে। উন্নত, অতীত যুগে ভারতের সভ্যতার বিষয় আলোচনা করিলে, ভোজনাগারের বর্ণনা এবং চষ্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়াদি খাদ্যদ্রব্য সাজাইবার প্রণালী বিষয়ে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাতে ভারত-বাসীর নৈপুণ্য, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দেশবাসীর অপেক্ষা হীন নহে ; বরং ব্যবস্থাবিশেষে উৎকর্ষেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পাকশালা (মহানস) সম্বন্ধে দেখা যায়—

পাকশালা বেশ প্রশস্ত, খোলা মেলা হইবে ; ইহা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন হইবে। পাচক এবং পরিচারকগণ বেশ বিশ্বাসী হইবে। ইহাদের সাহায্যে উত্তম এবং বিশিষ্ট গুণবিশিষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্য পাক করাইয়া, অতি পবিত্র স্থানে রাখিতে হইবে। ঐ সব প্রস্তুত খাদ্য কোন প্রকার

বিষদুষ্ট হইয়াছে কিনা, ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে, তাহা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল।

পরিবেশন পাত্র—

১। বিবিধ মণিময় পাত্রে ঘৃত, গুড় মধু এবং চিনির পানা; ২। রৌপ্য পাত্রে পানীয় দ্রব্য—তরল ও রসময় পদার্থ; ৩। মৃন্ময় বা কাচ, স্ফটিকময় পাত্রে—ফল, দুগ্ধ পানীয় জল এবং অন্যান্য দ্রব্য সমূহ; ৪। সুবর্ণময় পাত্রে—পরিশুষ্ক এবং প্রলিপ্ত দ্রব্য; ৫। প্রস্তরময় পাত্রে—তক্র, দধির সর, ব্যঞ্জন।

পরিবেশন ক্রম—

ভোজনকর্ত্তার দক্ষিণ পার্শ্বে—ফল এবং অপর অপর ভক্ষ্য দ্রব্য, বাম পার্শ্বে—তরল এবং রসময় পদার্থ সকল; রম্ভা, পানীয় পানক, দুগ্ধ, ঘৃত, এবং অপর অপর পেয় দ্রব্য সমূহ। সম্মুখে বা দক্ষিণ এবং বামপার্শ্বের মধ্যে—সর্ব্ব প্রকার শুষ্কপাক খাদ্যদ্রব্য, ঘৃত এবং জলমিশ্রিত শালীচূর্ণ (শষ্কুলাদি)।

ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যথাসময়ে উচ্চাসনে, সমভাবে, সুখে উপবিষ্ট হইয়া, পরিমাণ মত, নিজ শরীরের উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিবেন।

জাগরণ

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর।

'নারী জাগো নারী জাগো' দেশ দীঘলে আন্দোলন
আমি কিছুই বুঝি না তার মানে;
পুরুষের সব অধিকারে ভাগ বসালে অনুক্ষণ
নারীত্ব আর রইবে সে কোন্‌খানে?
'পর্দ্দা ছেড়ে বাইরে যাবে'—এ হ'ল বা কোন্ মতি
নারীর তাতে লাভ কি হবে আহা!
নারীর পুরুষ হওয়াই কি তার সত্যিকারের উন্নতি?
না—না তা নয়, মিথ্যা কথা তাহা।

ঘরে আছো, ঘরেই থাকো হিন্দুঘরের লক্ষ্মীরা,
জাগবে যদি সেখান থেকেই জাগো;
নারী তুমি, নারীত্বেরি আদর্শেরে রক্ষিয়া
অর্চ্চনীয়া হও জগতে, মাগো!
স্নেহ দয়া প্রেম মমতা নারীর যত শ্রেষ্ঠতা
ভগবানের দান যা তোমার আছে;
সব নিয়ে আজ জাগার মতন জাগো, সেতো বেশ কথা,
জগৎ তাহাই চায় যে তোমার কাছে।

ফল্গুধারার মতই তুমি বক্ষ থেকে অন্দরে
শক্তি বিলাও, মুক্তি বিলাও তবে;
পূজার দেবী শ্রীমণ্ডপেই রয় চিরকাল বন্ধ রে
তোমরাও মা তেমনি থাকো তবে।
হীরা মণি অহর যতি গোপন রাখার গহ্বরই
ওমা তুমি গোপন হয়েই থাকো;
পেটোরাতে বন্ধ থেকেও গন্ধ বিলায় কস্তুরী
ভালো কখন মন্দ হবেই না কো।

মরুর-মায়া

শ্রীমতী মৃণালিনী গুপ্তা।

শ্রাবণের বর্ষণমুখর তামসী রাত্রি; বাহিরে প্রবল বারিপাতের সহিত ঝড়ের প্রচণ্ড নৃত্য···প্রমত্ত বায়ু ধরণীকে কাঁপাইয়া দিয়া শন্ শন্ করিয়া বহিতেছে, আকাশে ঘন কালো মেঘে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝল্‌কাইতেছে।

পদ্মানদীর পাড়ে ঘন তরুচ্ছায়ার আড়ালে ছোট কুটীর—কুটীরের ভিতরে মৃত্যুশয্যায় শায়িত সুরথলাল।···বৃদ্ধের মুখে মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনায়মান। জীর্ণ দেহ বিছানার সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে; চক্ষু কোটরগত, কিন্তু দৃষ্টি তাহার তীক্ষ্ণ, দীপ্ত।

বৃদ্ধের শিয়রে বসিয়া তরুণী কন্যা লছ্‌মী; অসহ্য ভয় ভাবনায় তাহার তরুণ মুখ ম্লানায়মান ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে—জীবনের একমাত্র শোকে-সান্ত্বনায় সুখে-দুঃখে সঙ্গী সাথী তাহার এই বৃদ্ধ পিতা—ইহাকে হারাইয়া কি করিয়া বাঁচিবে সে?···

অদূরে ছেঁড়া মাদুরের উপর লছ্‌মীর আড়াই বৎসরের শিশু পুত্র অকাতরে ঘুমাইতেছিল, তাহারই মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া লছ্‌মীর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

—লছ্‌মী···

সুরথ দুই চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি মেলিয়া লছ্‌মীর মুখের দিকে চাহিল। লছ্‌মী ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি বল্‌ছো বাবা?

—সুখন্ কি একটী বারও আসবে না, মা? মরবার সময় একটী বারও যদি তার সঙ্গে দেখা হোত লছ্‌মী—

বৃদ্ধ সুরথ লালের কণ্ঠস্বরে বিশ্বের বেদনা নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িল, তাহার প্রাণের কাকুতি লছ্‌মীর চোখের সামনে মূর্ত্তি রূপে ফুটিয়া উঠিল। হায়, এ আকুল আকাঙ্খা কি সফল হইবে না?···

লছ্‌মী কহিল,—তুমি মিথ্যে আশা কর্চ্ছ বাবা, সে কখনোই আস্‌বে না!

শেষের দিকটায় লছ্‌মীর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। সুরথ নির্নিমেষে একবার লছ্‌মীর অশ্রুভারাক্রান্ত ম্লান মুখের পানে চাহিল—মুহূর্ত্তে যেন কি একটা যন্ত্রণা তাহার রোগশীর্ণ মুখে পরিস্ফুট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে সুরথ কহিল,—মরবার সময় তোর কাছে আমার অনুরোধ লছ্‌মী, জীবন থাক্‌তে কখনো তুই নিজের জন্যে কিম্বা ছেলের জন্যে ওই অকৃতজ্ঞ সুখনের কাছে সাহায্য নিতে যাস্‌নি, সুখন যেন বুঝতে পারে, সে না হোলেও তোর জীবন স্বচ্ছন্দেই কেটে যেতে পারে; বল্ লছ্‌মী, আমার এ কথা তুই রাখবি?

বৃদ্ধের অন্তিম অনুরোধে ব্যাকুল আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল, কোটর গত দুই চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি মেলিয়া সে কন্যার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অসহ্য ক্রন্দনে লছ্‌মীর নারী চিত্ত কাঁদিয়া উঠিল—ঠিক, ইহাই ঠিক—নিষ্ঠুর স্বামী তাহার; নাই বা তাহার সহিত সে কোন সম্পর্ক রাখিল? দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন ভরা সুরে লছ্‌মী কহিল,—পার্‌বো বাবা, তোমার এ কথা আমি রাখবোই।

পরম আশ্বস্ত হইয়া সুরথ চক্ষু মুদিল; ধীরে তাহার মানস পটে জাগিয়া উঠিল···পদ্মার ছায়া শীতল এক শান্তিভরা ছোট কুটীর, তাহারি অঙ্গনে খেলা করিয়া দিন কাটাইত দু'টী অস্ফুটন্ত মুকুলিত বালক বালিকা, একটি তাহার এই তরুণী কন্যা লছ্‌মী,—আর একটি পিতৃ মাতৃহীন বন্ধু পুত্র ওই সুখন। ছেলে বয়সেই সুরথ লাল তাহাদের দুজনের জীবনের গ্রন্থি একসঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছিল; তাই পরম শান্তিতে জীবন যখন তাহার শান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই সুখন হঠাৎ চৌদ্দ বছরের কিশোরী পত্নী ও বৃদ্ধ শ্বশুরের মায়া কাটাইয়া একদিন গভীর রাত্রে কোথায় যে পলাইয়া উধাও হইয়া গেল, তাহার কোন পাত্তাই মিলিল না। সুখনের এইরূপ আকস্মিক গৃহত্যাগে বৃদ্ধ সুরথ মর্ম্মাহত হইল, আর লছ্‌মী? তাহার তরুণ হিয়া ব্যাকুল ভাবে

কাঁদিয়া ফিরিল। ইহারই মাস দুয়েক পরে জন্মাইল লছ্‌মীর হতভাগ্য শিশু পুত্র বাল্লু। বেচারী একটি দিনের জন্যও পিতৃস্নেহ পায় নাই, লছ্‌মীর দুঃখ হয় শুধু বাল্লুর জন্য। কি দোষ করিয়াছে, এই কচি শিশু বাল্লু?···তার পর বৎসর দুয়েক বাদে, সুখন একজন মুরুব্বি হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে আসিল তাহার নব পরিণীতা রূপসী তরুণী বধূ চম্পা···চম্পার তরুণ দেহ ঘিরিয়া যে রূপের মোহন মাধুর্য্য—তাহাই সুখনের লোলুপ চিত্তকে প্রলুব্ধ মুগ্ধ করিয়াছিল, তাই উহারই দীপ্ত রূপের আড়ালে কিশোরী বধূ লছ্‌মীর ক্ষণিক স্মৃতি নিভিয়া গিয়াছিল বুঝি!

লোকের মুখে সুখনের এই নিষ্ঠুর ব্যবহার শুনিয়া লছ্‌মী সেদিন অসহ্য বেদনায় কি কান্নাটাই না কাঁদিয়াছিল। নিষ্ঠুর সুখন বুঝিল না সাধ্বী লছ্‌মীর অব্যক্ত মনোবেদনা: সুরথ মর্ম্মাহত হইয়া বাল্লুকে নিবিড় ভাবে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

দিন কাটিয়া যায়, সুখনের নিষ্ঠুর ব্যবহারে মর্ম্মাহত সুরথ দিনে দিনে আজ এই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। নিষ্ঠুর পিতৃ-হন্তারক অকৃতজ্ঞ সুখন···লছ্‌মীর দুই চোখেও এক একবার আগুনের হল্কা জ্বলিয়া উঠে!

তারপর এই মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া সুখনকে একটিবার দেখিবার জন্য সুরথের কি ব্যাকুল বাসনা—লছ্‌মী পিতার একান্ত অনুরোধে পড়িয়া সুখনের নিকট লোক পাঠাইয়াছে, কিন্তু আসে নাই; বলিয়া পাঠাইয়াছে,—বৃদ্ধ শ্বশুর মরিতেছে, তো তাহার কি? তাহার এত সময় নাই যে, গিয়া বসিয়া বসিয়া গল্পালাপ করিবে!

লছ্‌মীর হৃদয় প্রচণ্ড জ্বালায় জ্বলিয়াছে—হীন,—একান্ত হীন নীচ মন ওই সুখনের, তাই মানুষের অসহ্য বেদনা সে বুঝিতে পারে না···

ভগবান কি নাই?—লছ্‌মী প্রার্থনা করে—ঠাকুর, ইহার প্রতিফল উহাকে একদিন হাতে হাতে বুঝাইয়া দিও!···

ঘর নিঃশব্দ নিঃঝুম···এমনি সময়ে বাহিরের সমস্ত দুর্য্যোগ মাথায় বহিয়া এক সুবলিষ্ঠ তরুণ যুবা সেই কুটীরের ভিতরে আসিয়া ঢুকিল, যে আসিল সে মংলু—এ পাড়ারই এক ঘরের পাড়া—লছ্‌মীদেরই প্রতিবেশী।

লছ্‌মী মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল—কি হোল মংলু?

তীব্র ভ্রূকুটীর সহিত মংলু উত্তর দিল—সুখন আসবে না!

সুরথ চক্ষু মেলিয়া চাহিল, কহিল—না আসুক··· আজ এই মরবার সময় তোকে বলে' যাচ্ছি মংলু, আজ থেকে লছ্‌মীর আর বাল্লুর সমস্ত দায়ভার তোর ওপর···। আমার অনুরোধ মংলু, লছ্‌মীকে তুই নিকে করিস্।

সুরথ থামিল, তাহার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িল।

বাহিরে প্রবল কলরোলে বৃষ্টির তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছিল, ঘরের ভিতরে দুইটী মূক তরুণ হিয়া তাহারি সাথে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল···সুরথের অন্তিম অনুরোধের সাক্ষী রহিল আজিকার এই বর্ষণ মুখর শ্রাবণ রজনী, আর বাহিরের মূক শুব্ধ বন-বীথি, ভিতরে সাক্ষী স্বরূপ রহিল কেবল লছ্‌মীর আড়াই বৎসরের শিশুপুত্র বাল্লু।

• • •

সুরথের মৃত্যুর পর মাস দুয়েক কাটিয়া গিয়াছে। লছ্‌মী একলাই থাকে, কচি শিশু বাল্লুকে লইয়া; মংলু আসিয়া রোজ সাধ্য সাধনা করে, বলে—কেন এই বন জঙ্গলে একলা পড়ে' থেকে কষ্ট পাচ্ছিস্ লছ্‌মী? আমার কাছে গিয়ে থাকবি চল, তোর সব দুঃখ আমি ঘুচোতে চেষ্টা কোরব।

লছ্‌মী বিরক্ত হইয়া উত্তর দেয়—যখন দরকার বুঝবো তখন তোর কাছে গিয়ে থাকবো মংলু; এখন মিছিমিছি আমাকে জ্বালাতন করতে আসিস্‌নি।—রোজই মংলুকে এমন হতাশ হইয়া ফিরিতে হয়।

বাল্লুকে লইয়া লছ্‌মীর দিন বেশ সুখেই কাটিয়া যায়—নরম সুগোল ছোট কচি হাত দুখানিতে তরুণী মায়ের গলা জড়াইয়া বাল্লু খিল খিল করিয়া হাসে, আধো-ভাষায় সুর করিয়া ডাকে—মাম্‌মা···

গর্ব্বে পুলকে লছ্‌মীর মাতৃচিত্ত ভরিয়া ওঠে, ভাবে—পৃথিবীর ধন সম্পদ ইহার কাছে তুচ্ছ···কি প্রয়োজন ওই তুচ্ছ ধন সম্পদে?···বাল্লু দীর্ঘজীবি হইয়া বাঁচিয়া থাক্··· ইহা দেখিয়াই সে হাসি মুখে মরিতে পারিবে।···

আশ্বিনের এক মুক্ত নির্ম্মল প্রভাত···আকাশে বাতাসে সুরের ঢেউ তুলিয়া মায়ের আগমনী সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।···সকাল বেলা লছ্‌মী বাল্লুকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমনি সময়ে অন্তর্কিতে বাড়ী আসিয়া ঢুকিল—সুখন। সুখনকে দেখিয়া সর্পাহতের মতো চম্‌কাইয়া বিবর্ণ মুখে লছ্‌মী সুখনের মুখের পানে চাহিল। সুখন কহিল—তোকে নিয়ে যেতে এসেছি লছ্‌মী, এইবেলা সব গোছগাছ করে নিয়ে আমার সঙ্গে চল, চম্পি তোকে ডেকেছে!

অসহ্য রাগে লছ্‌মীর দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল···চম্পা ডাকিয়াছে, কি দাসী হইবার জন্য নাকি?...

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দৃঢ়স্বরে লছ্‌মী উত্তর দিল—তুই ফিরে যা সুখন, তোর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক অনেক দিনই চুকে গেছে, বেরো তুই আমার বাড়ী থেকে—খবর্দ্দার বলছি, এ বাড়ীতে তুই আর কখনো ঢুকবিনি—

কি এত বড় আশ্চর্য্যের কথা? রাগে দুই চোখ পাকাইয়া সুখন বলিল,—ইস্ বড় যে দেমাক দেখছি; কিন্তু মনে রাখিস্, আমার বাড়ীতে আর তোর কখনো স্থান হবে না।—সুখন্ জোরে জোরে পায়ের শব্দ করিয়া চলিয়া গেল।

লছ্‌মী বসিয়া রহিল মাটীর পুতুলের মতো। মনের মধ্যে অনেক কথাই কেনাইয়া উঠিল—যখন ওই সুখনের জন্যই দুইটী ব্যথিত হিয়া মরুময় হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তীক্ষ্ণ অবজ্ঞা ও অবহেলায় তাহাদের জীবন জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিলে কেন?—আজ এই একান্ত অবেলায় লছ্‌মীকে প্রয়োজন হইয়াছে বুঝি?...দারুণ বেদনায় লছ্‌মীর দুই চোখ বাহিয়া শ্রাবণের অঝোর ধারা ঝরিয়া পড়িল। আর বাল্লু একান্ত নিরুপায় ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মায়ের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

• • •

বাল্লুর জ্বর, আজ এক সপ্তাহ ধরিয়া মংলু দেশে নাই···কি একটা কাজে বিদেশ গিয়াছে।—অসহায়া নিরুপায় লছ্‌মী...বাল্লুকে বুকে জড়াইয়া দিন রাত বসিয়া আছে···! সুখনের সাহায্য···? অসম্ভব··· প্রাণ থাকিতে সে সুখনের সাহায্য লইবে না! অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুর সুখন, এই শিশু সন্তানের জন্য একদিনও কি তাহার পিতৃ প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে?···লছ্‌মী প্রচণ্ড বেদনায় দাঁতে ঠোঁট্ চাপিয়া বসিয়া রহিল।

গভীর রাত্রি...বাহিরে নিবিড় ঘন কালো আঁধারের সহিত তামসী নিশীথিনীর প্রচণ্ড মাতামাতি শুরু হইয়াছে··· ঘরের ভিতরে শিশুপুত্রের রোগ শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তরুণী মায়ের মনেও তেমনি গভীর অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে! এই বিপদ, তবু সে কাহারো সাহায্য লইবে না···নিষ্ঠুর ধরণী, ইহার সারা অণুপরমাণু নিষ্ঠুর কঠিনতায় গড়া··· মৃত্যুর সহিত একাই সে যুঝিয়া দেখিবে!···

—বাল্লুর জ্বরতপ্ত কপোলের উপর হাত রাখিয়া লছ্‌মী ডাকিল—বাল্লু!

বাল্লু চোখ মেলিয়া চাহিল···আধো সুরে কহিল, মাম্‌মা...

—মাণিক আমার,—পরম স্নেহে বাল্লুকে কোলে তুলিয়া লইতেই বাল্লুর ঘিম শীতল ছোট মাথাটী লছ্‌মীর কাঁধের উপর গড়াইয়া পড়িল···

এ কী—? বাল্লুর দেহ প্রাণহীন?···বাল্লুকে বুকে চাপিয়া লছ্‌মী সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল—পরক্ষণেই তাহার বুকফাটা আর্ত্ত ক্রন্দন রাত্রির গভীর নীরবতা ভেদ করিয়া ভাসিয়া উঠিল—বাল্লুরে...মাণিক আমার!···

• • •

ভোরের বেলা সর্ব্বগ্রাসী পদ্মার জলে একমাত্র অন্তরের ধন বাল্লুর মৃতদেহ ভাসাইয়া দিয়া লছ্‌মী উদ্‌ভ্রান্তের মতো পদ্মার পাড়ে বসিয়া পড়িল।

দূরে ছায়া শীতল আঁকা বাঁকা সরু পথের রেখা—ওই পথই যেন আজ লছ্‌মীকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে! লছ্‌মীর বন্ধনহারা জীবন তাই যেন আজ ওই পথের মাঝেই ছুটিয়া যাইতে চাহে!···

লছ্‌মী নামিয়া পড়িল পথের বুকে!

কোথায় আশ্রয় মিলিবে, তা সে নিজেও জানে না!···

প্রাচীনা মহিলাদের চিকিৎসা জ্ঞান

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল্-এ-এম্-এস্।

প্রাচীনা মহিলাদের চিকিৎসাজ্ঞানের কিছু কিছু পরিচয় মাতৃমন্দিরের পাঠকপাঠিকারা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন। দ্রব্য বিজ্ঞান এবং পাচন, মুষ্টিযোগ ও টোটকা চিকিৎসায় তাঁহারা বহু উৎকট উৎকট অসুখ ভাল করিতে পারিতেন। আজ প্রাচীনা মহিলাদের ব্যবহৃত কয়েকটি ঔষধের কথা বলিব। আমরা এই ঔষধগুলি ব্যবহার করিয়া অতি সুন্দর উপকার পাইয়াছি। বলিতে কি, এই ঔষধগুলি এমনই বিশেষভাবে পরীক্ষিত যে, মন্ত্রশক্তির মত কাজ করিয়া থাকে। মাতৃমন্দিরের পাঠিকারা এই ঔষধগুলি অনায়াসেই ব্যবহার করিতে পারেন।

পরিণাম শূলের চিকিৎসা

ভুক্ত বস্তুর পচ্যমান অবস্থায় যে শূল বেদনা হয় তাহাকে পরিণাম শূল বলে। এইরূপ শূল বেদনায় নিম্নলিখিত ঔষধটি বিশেষ উপকারী—

(১) একটি জলপূর্ণ নারিকেলের মধ্যে যতটা সৈন্ধব লবণ ও যোয়ান (দুইটি দ্রব্য সমানভাগে লইবে) প্রবেশ করিতে পারে, তাহা প্রবেশ করাইয়া নারিকেলের মুখটি একটি ছিপি দিয়া বন্ধ করিতে হইবে, পরে মাটি ও কাপড়ের লেপ দিয়া শুকাইয়া লইয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া লইবে। তাহার পর কাবার লেপটি তুলিয়া ফেলিয়া সব জিনিষ একত্র গুঁড়া করিয়া প্রত্যহ দুইবার আহারের পর শীতল জল সহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পরিণাম শূলে ইহা তো মহৌষধ বটেই, ইহা ভিন্ন অম্লশূলেও ইহাতে উপকার পাওয়া থাকে। অম্লশূলের বহু রোগীকে আমরা এই ঔষধ ব্যবহার করিতে দিয়া সুন্দর ফল পাইতে দেখিয়াছি। ইহার মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত।

(২) তেঁতুল গাছের চটা ভস্ম করিয়া ঐ ভস্ম দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায়—ডাবের জল অথবা শীতল জল সহ পরিণাম শূল বা অন্য শূলের বেদনার সময় সেবন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যদি একবার সেবন করাইয়া ১৫ মিনিটের মধ্যে বেদনার উপশম না হয়, তাহা হইলে আর একবার সেবন করিতে দিবে।

বাতের চিকিৎসা

(১) সজিনাছাল ও উইমাটি সমান ভাগে গোমূত্রে বাটিয়া গরম করিয়া বেদনার স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনার শান্তি হয়।

(২) আতপ চাউল ও আদা সমান ভাগে বাটিয়া লইয়া গরম করিয়া বেদনার স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হইয়া থাকে।

(৩) সজিনার ছাল, সৈন্ধব লবণ ও রসুন সমান ভাগে লইয়া রেড়ির তৈলে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার দ্বারা মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

(৪) কাঁচা এরণ্ড মূল, শুলফ, দেবদারু ও শুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ সকালে অর্দ্ধেক ও বৈকালে অর্দ্ধেক সেবন করিলে সন্ধিগত, অস্থিগত, মজ্জাগত, এবং সর্ব্বপ্রকার আমবাত প্রশমিত হয়।

(৫) রসুন, শুঁঠ ও নিসিন্দার ছাল—প্রত্যেক দ্রব্য এগার আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সকালে ও বিকালে সেবন করিলে আমবাতের বিশেষ উপকার হয়। উপরি লিখিত একটি পাচন সেবন ও একটি তৈল মর্দ্দন একসঙ্গে করিলে বাতে বিশেষ উপকার হয়।

(৬) প্রমেহজনিত বাতে—এক তোলা অশ্বগন্ধা

ও এক তোলা শ্বেত বেড়েলা একসঙ্গে বেশ করিয়া থেঁতু করিয়া লইয়া দেড়পোয়া জল ও আধপোয়া দুগ্ধ একসঙ্গে মিশ্র করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে সুন্দর ফল দর্শিয়া থাকে।

হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা

আজকাল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হিষ্টিরিয়া রোগটির বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই রোগের চলিত নাম মূর্চ্ছা। এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ গর্ভাশয়ের বিকৃতি, রজোনিঃসরণের অভাব বা অল্পতা, শোক, স্বামীর অস্নেহ বা স্বামী কর্তৃক নিষ্ঠুরাচরণ, কিম্বা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে অক্ষমতা। আমরা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি যে, অভাবের অনুভূতির জন্য মানসিক দুর্ব্বলতাই এই রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ, আর ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যুবতী স্ত্রীগণই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হন। মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য পুরুষেরাও এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন।

হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছাগ্রস্থ রোগীর স্থায়ী উপকারের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটি বিশেষ উপকারী—

(১) জটামাংসী একতোলা পরিমাণে লইয়া এক ছটাক জলে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া সেই জল পান করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

(২) ছাঁচি কুমড়ার জল সহ যষ্টিমধু দুই আনা পরিমাণে বাটিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে সুন্দর ফল দর্শিয়া থাকে।

সাধারণতঃ কবিরাজ মহাশয়েরা হিষ্টিরিয়া রোগে 'চিন্তামণি চতুর্মুখ' বা 'কৃষ্ণচতুর্মুখ'—নামক ঔষধটি জটামাংসী ভিজান জল বা ত্রিফলা ভিজান সহ (হরিতকী ১টী, বহেড়া ১টী, আমলকী ১টী আঁটি বাদ দিয়া রাত্রিতে ১ ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে ছাঁকিয়া লইয়া ঐ জলসহ) অথবা মিছরী ভিজান জল ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিয়া থাকেন এবং মহানারায়ণ তৈল প্রভৃতি কোন একটি বায়ুনাশক তৈল মর্দ্দন করিতে দিয়া থাকেন। ইহাতে হিষ্টিরিয়া রোগে আশু উপকার হইয়া থাকে। সুগন্ধি তিল তৈল মস্তকে মাখিয়া স্নান করিলেও হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছা রোগে উপকার হইয়া থাকে।

হিষ্টিরিয়া রোগীর সর্ব্বদা মানসিক প্রফুল্লতা লাভের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। রোগীর যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটী ব্যবস্থা করিবে—

আদা হরীতকী গব্য ঘৃতে মাখাইয়া ভাজিয়া লইবে। পরে উহা বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে ঐ আদাহরীতকী চূর্ণ আধ তোলা ও আধতোলা চিনি গরম জলের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

শ্বাসরোগের চিকিৎসা

আজকাল শ্বাসরোগের একপ্রকার চুরুট বা সিগারেট আবিষ্কার হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সিগারেট ব্যবহার করিলে শ্বাসরোগীর আশু শ্বাসকষ্ট নিবারিত হইয়া থাকে এমনও দেখা গিয়াছে। কিন্তু বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে শ্বাসকষ্ট নিবারণের জন্য এই প্রকার সিগারেটের ধূম লওয়ার প্রচলন আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদে বহু প্রকার দ্রব্যের ধূম লওয়ার ব্যবস্থা আছে। শ্বাসকষ্ট নিবারণের ডাক্তারী সিগারেট আবিষ্কার হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীনা মহিলারা শ্বাসকষ্ট নিবারণের জন্য ধূম লওয়ার ব্যবস্থা জানিতেন। আমরা নিম্নে কয়েকটি শ্বাস কষ্ট নিবারণের ধূমের পরিচয় দিতেছি—

(১) কনক ধুতুরার ফল, শাখা ও পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। ঐ শুষ্ক দ্রব্য কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূম প্রবল শ্বাসের সময় পান করিতে দিবে। তাহাতে সদ্যঃ শ্বাসকষ্ট নিবৃত্তি হইবে।

(২) খানিকটা সোরা জলে ভিজাইয়া সেই জলে এক টুকরা সাদা কাগজ ডুবাইয়া শুকাইয়া লইবে। তাহার পর ঐ সাদা কাগজ নলের মত করিয়া পাকাইয়া উহার ধূমপান করিতে দিবে। ইহাতেও শ্বাসরোগের সদ্যঃ উপশম হয়।

(৩) দেবদারু, শ্বেতবেড়েলা ও জটামাংসী সমান ভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া তাহার দ্বারা একটি সচ্ছিদ্র বর্ত্তী

প্রস্তুত করিবে এবং উহা শুষ্ক করিয়া সেই বর্ত্তীতে ঘৃত মাখাইয়া চুরুটের ন্যায় ধূমপান করিতে দিবে। ইহাতেও শ্বাসকষ্ট আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

উপরিলিখিত ঔষধগুলি শ্বাসকষ্ট নিবারণে আশু উপকার দর্শিয়া থাকে। কিন্তু স্থায়ী উপকারের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধটি বিশেষ উপকারী—

শুলফ, শুঁঠ, বামনহাটি, কণ্টকারী ও তুলসী—এক একটি চারি আনা ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ কাথে এক আনা পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিবে। *

* উপরিলিখিত ঔষধগুলি সম্বন্ধে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে চিত্তরঞ্জন ঔষধালয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়, পোঃ পুরুলিয়া (মানভূম)—এই ঠিকানায় লেখকের সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন।

আমি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আমি বিরাট বৃহত্তম,
আকাশ হইতে উচ্চতর ও
পাতাল হইতে গভীরতম।
সাগর চেয়েও ভীষণ ভয়াল
মরু হইতেও কঠোর করাল,
তুষার-মৌলি মেরুচূড়া দু'টি
যুগল চরণ-পদ্ম মম।

আমি দুর্জ্জয় দুর্ব্বার,
আমি গজরাজ ঐরাবত ও
বাসুকী এ শিরে ফণা হাজার।
আমিই কংস সেনা সে রাজার
আমি দশানন দর্পাবতার,
আমি কৌরব মহিষ বৃত্র
ভুবন-ত্রাস কীর্ত্তিভার।

আমি ভয় ত্রাস বিভীষিকা,
হত্যা বন্যা দুর্ভিক্ষ ও
প্রলয় মড়ক মারণ-টীকা!
আমিই ধ্বংস ভূমিকম্পন
কুরুক্ষেত্র লঙ্কার রণ,
আমি সে যাদব, গৌতমী-আর,
আমি নরকের বহ্নিশিখা।

আমি শাক্ত ও তান্ত্রিক,
আমি মস্তপ, নরহত্যা ও
বামাচাররত সে কাপালিক।
আমি আনিয়াছি হত্যা-দীক্ষা,
শাসিয়াছি নৃপে, দিয়াছি শিক্ষা,
বহায়েছি নর শোণিত-সাগর,
আমি চার্ব্বাক্ সে নাস্তিক!

আমি অজগর তক্ষক,
মূর্ত্ত মৃত্যু, অবিশ্বাসী ও
তস্কর ঘোর প্রবঞ্চক!
বিশ্বাস-ঘাতী, লম্পট স্বামী,
কুলটা বনিতা, দস্যুও আমি
অতি নৃশংস, মহানিষ্ঠুর
সৃষ্টির গতি প্রবর্ত্তক!

সঙ্কলন

পতির ধর্ম্ম

(মহাত্মা গান্ধী লিখিত)

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন :—

"আমার এক বন্ধু আছেন। স্ত্রী ভাল রাঁধিতে পারেন না, তাঁহার যা ইচ্ছা তাই খাদ্য প্রস্তুত করেন না ও ঠিকমত ঘর সাফ রাখেন না বলিয়া তিনি স্ত্রীর উপর অত্যন্ত চটিয়াছেন। তিনি বলেন, বার বার বলার পরও যদি তাঁহার স্ত্রী এ সব কাজ ঠিক ঠিক না করেন, তবে তাঁহার কামাই করা পয়সা খরচ করার অধিকার তাঁহার স্ত্রীর নাই, তিনি যেন নিজে মেহনত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং আপনার খরচ চালান। তিনি এ কথাও বলেন, যদি তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়া দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে চান, তবে তিনি তাহাও করিতে পারেন। ইহা হইতে দুইটি প্রশ্ন আসে :—

১। "পতির উপার্জ্জিত অর্থে স্ত্রীর কতখানি অধিকার আছে ?"

২। সাধারণ অসুবিধার জন্য, খরচ কমাইবার আশায় স্ত্রীকে ত্যাগ করার ইচ্ছা করা উচিত কি না ?"

"আশা করি আপনি ইহার উত্তর কৃপা করিয়া হিন্দী-নবজীবনে দিবেন।"

স্বামীরা পতি-ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সব সময় উৎসুক এবং স্ত্রীদিগকে একথা পর্য্যন্ত বলা হয় যে, তাহারা যেন নিজদিগকে স্বামীর সম্পত্তি মনে করেন। স্বামী তো মনে করেন, পুরুষ বলিয়া নিজের ঘরবাড়ী,অর্থবিত্তাদি এবং গরুবাছুর প্রভৃতির উপর যে অধিকার তাঁহার আছে, পত্নীর উপরও ঠিক ঐ অধিকার তাঁহার আছে। ইহার সমর্থন রামায়ণের মত গ্রন্থ হইতেও করা হয় :—

ঢোল গবাঁর শূদ্র পশু নারী,
যে সব তাড়ন কে অধিকারী।

(শূদ্র, মূর্খ, গৃহপালিত পশু, অন্যান্য জীবজন্তু ও নারী প্রভৃতিকে শাসনে রাখিতে হইবে—অনুবাদক)

রামায়ণের এই পংক্তিকে ভিত্তি করিয়া সমাজে পত্নীকে

শূদ্রনীয় মনে করা হয়, তাহাকে দণ্ড দেওয়া হয়। আমার বিশ্বাস, এই দোহা তুলসীদাসজীর নহে। হইলেও ইহার ভিতর তিনি তাঁহার মত প্রকাশ করেন নাই,কিন্তু তাঁহার সময়কার কুরীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, তিনি বিচার না করিয়া তখনকার প্রথা সমর্থন করিয়াছেন। রামায়ণ ভক্তি-মূলক গ্রন্থ। গোস্বামী তুলসীদাস সংস্কারকের দৃষ্টিতে রামায়ণ লিখেন নাই। এই কারণেই তিনি রামায়ণের নিজের সময়ের অবস্থার প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়া সহজভাবে তার বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা দোষযুক্ত হইলেও রামায়ণের ন্যায় অদ্বিতীয় গ্রন্থের মহত্ব কমে নাই। 'রামচরিত মানস' হইতে যেরূপ ভৌগোলিক তথ্যতা আশা করা যায় না, ঠিক ঐ ভাবে বর্ত্তমানের নূতন নূতন সমস্যা পূরণের আশাও যেন রামায়ণ হইতে না করি। পরন্তু এ তো বিষয়ান্তর আলোচনা হইতেছে। গোস্বামী মহারাজ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলুন না কেন, ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যে ব্যক্তি নারীকে পশুতুল্য মনে করে, তাহাকে নিজের সম্পত্তি মনে করে, সে আপনার অর্দ্ধাঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে।

পতির ধর্ম্ম এই যে তিনি স্ত্রীকে আপনার সাচ্চা সহকারী সহধর্ম্মিণী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী মনে করেন ও তাহার দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হন। পত্নী কখনও পতির দাসী অথবা ভোগের সামগ্রী নহেন। যে স্বাধীনতা পতি আপনার জন্য চান, পত্নীরও ঠিক সেই স্বাধীনতা থাকা চাই।

যাহারা স্ত্রীজাতির সম্মান করে না, তাহাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। সংসার শুধু পুরুষ অথবা শুধু স্ত্রীর দ্বারা চলিতে পারে না ; এজন্য একে অপরের সহযোগিতা করিবে। স্ত্রীজাতি কোপ করিলে তো পুরুষজাতিকে নাশ করিতে পারে। এই কারণেই তাহাদিগকে মহাশক্তি বলা যায়।

হিন্দু সভ্যতা স্ত্রীজাতিকে এত সম্মান করিত যে, প্রাচীনকালে স্ত্রীর নাম প্রথমে বলান হইত। উদাহরণ যথা—আমরা

সীতারাম বলি ; কখনও রাম-সীতা বলি না ; নারায়ণ লক্ষ্মীপতী বলে শুনিব। মহাদেবকে আমরা উমাপতি নামে পূজা করি। মহাভারতকার দ্রৌপদীকে এবং আদি কবি বাল্মিকী সীতা দেবীকে গৌরবের স্থান দিয়াছেন। আমরা প্রাতঃকালে সতীদের নাম লইয়া পবিত্র হই। যে সভ্যতা এত উচ্চ, তাহাতে স্ত্রীর স্থান কখনো পশু অথবা সম্পত্তির সমান হইতে পারে না।

যে প্রশ্ন করা হইয়াছে এখন তাহার উত্তর দেওয়া সহজ। আমার দুর্বিবাহ পতির কামাই করা ধনের উপর স্ত্রীর পূরা অধিকার আছে এবং পত্নী পতির সম্পত্তির ভাগীদার।

পত্নীকে রক্ষা করা এবং আপনার অবস্থানুসারে তাহার ভরণ পোষণ করা পতির ধর্ম।

[হিন্দী নবজীবন।

অনুবাদক—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন]

কি খাই

এদেশের খাদ্যকথা উঠিলেই লোকরা "পাকায়" বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন "ডাল-ভাত"। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই পাকার ডালভাত কি রুগ্নোন্মুখী বাঙ্গালীর পক্ষে যথেষ্ট? আমার মনে হয়, যথেষ্ট—যদি বাঙ্গালী সত্য-সত্যই ভেজালহীন খাদ্য পায়, যদি প্রচুর পরিমাণে দুধ ঘি পায়, এবং যদি জামাকোড়ার বাহুল্য ত্যাগ করে! আজ দেশে ডিস্‌পেপসিয়া, কলকাশ, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি বাড়িয়াই চলিয়াছে—ওলাউঠা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ত আমাদের নিত্য সহচর আছেই। এ সকল সত্ত্বেও আমি মনে করি যে, ডালভাতই যথেষ্ট, যদি তৎসঙ্গে খাঁটি ঘি, দুধ এবং প্রচুর আলো ও বাতাস পাবে লাগান হয়।

আজকাল ভাইটামীনের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহাকে বাঙ্গালার খাদ্যপ্রাণ বলিয়া তর্জ্জমা করা হয়। "প্রাণ" কোথায় থাকে, তাহার আয়তন কতটুকু প্রভৃতি কেহই বলিতে পারেন না। ভাইটামীনও খাদ্যের কোথায় কি আকারে থাকে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। [illegible] জানি যে, টাটকা খাবারে ভাইটামীন থাকে। [illegible] তাহা হইতে ভাইটামীন উপিয়া যায়। এবং [illegible] শরীরের আসল উৎস—সূর্য্যিমামা। [illegible] শরীরের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, [illegible] সূর্য্য ও সূর্য্যকিরণ হইতে ভাই-[illegible] আহার্য্য ও

টামীন গ্রহণের উপযুক্ত অবস্থায় বাস করাই উচিত। পরণের ধুতি ছাড়া, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে দেহকে কোথাও আবৃত। যাহারা করে না, তাহারা কি অটুট স্বাস্থ্য লইয়া বসবাস করে, তাহা সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতিকে দেখিলেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব সকল প্রাণের উৎস যে, সূর্য্যদেব, তাঁহার প্রচুর আলো প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে লাগাইতে পারিলে, সূর্য্যপক্ক ফল, তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিলে, রোগ হবে না, দেহ অটুট হয়। সূর্য্যালোক বা সূর্য্যকিরণ খাদ্য নহে বটে—কিন্তু যাহারা প্রচুর সূর্য্যালোক সম্ভোগ করে তাহাদেরই দেহ খাদ্যপ্রাণ লইয়া বাড়িতে পারে—যাহারা নিয়তই অন্ধকার রান্নাঘরে বাস করে বা দরজা জানালা বন্ধ করিয়া সূর্য্যালোকের অবাধ গতি রোধ করে, তাহারা যত ভাল খাদ্যই ভক্ষণ করুক—তাহাদের পুষ্টি বা রোগ-প্রতিরোধক শক্তি বাড়ে না—তাহারা যেমন তেমন করিয়া দিন কাটাইয়া দিতে পারে মাত্র।

প্রাণপ্রধান দেশে মাছ, মাংস, ডিম যত কম খাওয়া যায় ততই মঙ্গল; বিশেষতঃ অলস জীবন যাপন করিলে, রসনা—লাম্পট্য থাকায় যত ডায়াবিটিস, ডিস্‌পেপসিয়া প্রভৃতির হেতু হইয়া পড়ে। কাজেই, যাহারা নিয়মিত খুব কায়িক পরিশ্রম করে, তাহারা যৌবনকালে মাছ, মাংস, ডিম ভক্ষণ করিলে আপত্তি নাই। কিন্তু অলসজীবিরা, বৃদ্ধেরা (৪০এর উর্দ্ধ বয়স্করা) ও নিতান্ত শিশুরা যত ডিম ও মাংস না আহার করেন, তাঁহাদের পক্ষে ততই মঙ্গল।

দুধ অমৃত তুল্য। শরীর গড়িয়া তুলিতে, দেহের কান্তি ও পুষ্টি বাড়াইতে ইহার তুল্য কোন খাদ্য নাই। যদি খাঁটি ও টাটকা দুধ নিত্য একসের করিয়া খাইতে পাওয়া যায়, তবে সকল রোগবালাই দূর হয়। সহজমত দুগ্ধাহার করাও সকলেরই উচিত। ঘৃতহীন অন্ন ভোজন করার ফলে এদেশে এত অম্লের ব্যারাম। ঘৃতহীন অন্ন প্রকৃতই হীন ভোজন। অনেক স্থলে ঘি-ভাত খাওয়াইয়া অম্ল ও উদরাময় আরোগ্য করিয়াছি। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঘি বলিলে খাঁটি ঘিকেই বুঝায় এবং ভাত বলিলে ঢেঁকিছাটা চালের ভাত, যাহার ফেন ফেলা হয় না। পাতে খাঁটি ঘি না পাইয়া, ভাতের ফেন ফেলিয়া দিয়া এবং কলে ছাঁটাইয়া চাউলের ভাইটামীনকে নষ্ট করিয়া আমরা যে শুধু অর্থের অপচয় করিতেছি তাহা নহে—আমরা শরীরকেও বঞ্চিত করিতেছি। কারণ ভাতের ফেনে ও চাউলের কোণায় (স্কুরে) এবং আবরকেই ইহার ভাইটামীনের অংশ থাকে।

উদ্ভিদজগতে, যেখানেই সবুজ রং সেইখানেই ভাইটামীন। এই জন্য টাটকা শাক, পাতা, পান প্রভৃতি খাইলে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামীন শরীরে গৃহীত হয়। তদ্ব্যতীত যথেষ্ট পরিমাণে শাক পাতা খাইলে, শরীর কোষ্ঠশুদ্ধি হয় বলিয়া, দেহ সুস্থ থাকে। ফলমূলেও যথেষ্ট ভাইটামীন থাকে, কাজেই ফলমূলও স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব অনুকূল। এ ছাড়া ফলের নানা রকম রসে নানা জাতীয় লবণ (Chemical Salt) থাকে। লবণগুলি রক্ত পরিষ্কারক বিবেচনে ফলমূল ভক্ষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল কচুর সকল ফলেই তৎ-তৎকালের মত শরীরকে ভাল রাখিবার মত উপাদান থাকে।

এদেশে ডাইলের ব্যবহার কমিয়া যাইতেছে। ছাইল, ছোলা ভাজা, মটর-কলাই ভাজা, ঘুঘনি-দানা প্রভৃতির খুব প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়—এবং শৈশব হইতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাঁচা কলাইগুটি হইতে আরম্ভ করিয়া খিচুড়ী, বড়ি, বড়া, পাপর, দোঁকা—নানা আকারে পাচমিশালী ডাইল ভক্ষণ করিতে অভ্যাস করা ভাল। সীম বরবটি, সয়া-বীন্ (Soya bean) প্রভৃতি খুব চলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এসকল ব্যবহারে দাঁত ভাল থাকে, শরীরে পুষ্টি ও বল বাড়ে, প্রচুর পরিমাণে ভাইটামীন শরীরে গৃহীত হয়—এবং ক্রমশঃ দেহ ধ্বংসকারী লোকানের খাবারের বালাই করিয়া যায়। (Soya bean) খুব পুষ্টিকর খাদ্য—যদিও কতকটা বিষাদ। কাঁচা ও রাঁধা দুই অবস্থাতেই ইহার ব্যবহার বাড়িয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

ডাইল খাইতে হইলে যথেষ্ট তৈল ঘৃতের প্রয়োজন। চিনার বাদাম, বাদাম, আখরোট, পেস্তা প্রভৃতি তৈলাক্ত ফলগুলিরও প্রচুর ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাঁধা ডালে ঘি-তৈল, কাঁচা মটর কলাইয়ের সঙ্গে বাদাম, চিনার বাদাম প্রভৃতি দাংরোগ যেমন মুখ-রোচক, তেমনি দন্ত-সুখকর, কোষ্ঠ পরিষ্কারক ও দেহের পক্ষে পুষ্টিকর। জলখাবার হিসাবে শৈশব হইতে এই গুলির প্রবর্ত্তনা ঘরে ঘরে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

—কৃষক।

জর্দ্দা

বাংলার মাটি এমন চমৎকার যে যিনি এখানে যাহা আরম্ভ করুন না, বীজ বপন করিলেই তাহাতে সোনা ফলিবেই ফলিবে। বিশেষতঃ বিদেশী জিনিস হইলে ত আর কথাই নাই। দেশীয় জিনিস সম্বন্ধে ইহারা অনেক সময় ভাল মন্দ বিচার করেন কিন্তু বিদেশী হইলে আর কোন বিচারের অবসর থাকে না।

সকলই বাংলার জর্দ্দা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ

অতি অল্পদিনের অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে করিয়া বলিয়াছে। বর্ত্তমানে বেশী বড়। আমাদের বেশ জানে হয়, তাদের চাইতেও জর্দ্দা তাহার পুত্রকে দেশে একটা প্রবাদ আছে, জনৈক পাঁজাকে বলিয়া বাজারে পাঠাইয়াছিল, পাঁজার কথাও বিশেষ করিয়া দিয়াছিল। পুত্র চাউল কিনিয়া পরদার অনটন হেতু পাঁজা আনে নাই। পিতা ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন,—'যারে খাইয়া গোষ্ঠী তরে, তারে আন্‌ছে না, আন্‌ছে কতকগুলা চাউল।' জর্দ্দাও প্রায় ঐ সকল আসনে আসীন হইয়াছে।

বড় বেশী দিনের কথা নয়, যখের বউরা মধ্য বয়সের পরে পানের সাথে তামাক পাতা খাইতেন। সেটা ক্রমে বউ ও মেয়েদের হাতে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যায়। পাতা আগুনে পোড়াইয়া তদ্দ্বারা দন্তধাবন একটা ফেশনের হইয়া পড়ে। তারপর সেটার উন্নতি হইল। সেই তামাক পাতার গুঁড়ার সঙ্গে কর্পূর এলাচী প্রভৃতি মশলার সংযোগ হইয়া উহার কৌলিন্য বৃদ্ধি করিল। কিছু দিনের মধ্যেই ঐ গুঁড়ার জন্য বিবিধ কারুকার্য্য খচিত জর্দ্দান সিলভারের কৌটার আমদানী হইল। পুরুষ-মহলে অতিথি অভ্যাগতগণকে তামাক দেওয়াটা যেমন ভদ্রতার অঙ্গ, অন্তঃপুরেও তেমনই প্রত্যেকে ঐ গুঁড়ার বিনিময় না করাটা অত্যন্ত অভদ্রতার মধ্যে গণ্য করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কোন্ ফাঁকে জর্দ্দা আসিয়া ভারতের সুদূর প্রান্ত হইতে অন্তঃপুরে আমূল দখল করিয়া বসিয়াছে তার একটুও সন্ধান পাই নাই। যে ঢাকার সহরে এতকাল মাদ্রোরাধীর পাত্তা ছিল না, ঢাকাই বণিকগণ তাহাদিগকে খুবই রাখিতে সমর্থ ছিলেন, অবশ্য ও সুদূরতীর কারবার তাঁহাদিগকে বাদ করিয়া স্বচ্ছন্দে অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতি বড় বিস্ময়ের কথা যে আজকাল বাংলায় ঘরে ঘরে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে জর্দ্দা না খাওয়াটা ভয়ানক অন্যায় মনে করিতেছেন। হায় বাংলা, তোমার সন্তানদের মাথায় কখন কি খেয়াল চাপাও তাহা আর ছুটিতে চাহে না! চা আসিল,—সে আর যায় নাই। আসিল সিগারেট,—সে মৌরসী স্বত্ব লইয়া বসিয়াছে। পঞ্চাশের তান-সেন গুলি পথে ঘাটে ট্রেণে ষ্টীমারে তাহার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতেছে। সাইকেল, মোটর, চশমা, এসেন্স, কাউণ্টেন পেন সবই যে অতিশয় অনিবার্য্য প্রয়োজনীয় পদার্থরূপে আমাদের ঘরে বাহিরে দখল করিয়া, বড় সব অর্থ বিত্ত চিত্ত ও বিশেষত্ব উজাড় করিয়া লইয়া গেল!

—ঢাকা প্রকাশ।

ঘৃত পরিষ্কার করিবার উপায়

সাধারণতঃ মাখন হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ময়লা থাকে। এই ময়লা ও ঘৃত হইতে পৃথীভূত জৈব পদার্থ অল্প সময়ের মধ্যেই ঘৃতের বর্ণ ও গন্ধ নষ্ট করিয়া ইহাকে ব্যবহারের অনুপযোগী করিয়া তোলে। অতএব কাঁচা ঘৃত যাহাতে সহজে 'কটু' না হইয়া যায় তজ্জন্য ঘৃত গলাইয়া যে তাপে উহা ফেণা কাটিতে পারে, সেই তাপে উত্তপ্ত করিয়া উহার ময়লা দূর করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইহাতেও ঘৃত মাত্র আংশিক ভাবে পরিষ্কৃত হয়। অধিকন্তু অধিক তাপে উত্তপ্ত করার দরুণ ঘৃত অধিকতর শক্ত হয় ও উহার স্বাভাবিক গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং খুব তীব্র উত্তাপে ঘৃত বিশুদ্ধ করা চলে না। কারণ তাহাতে ঘৃতের বর্ণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। আবার খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কোনও প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগেও ইহা পরিষ্কার করা বিধেয় নহে। কয়েক ঘণ্টা জলের সহিত ঘৃত সিদ্ধ করিলে ঘৃতের গন্ধ চলিয়া যায়, আবার জল দূর করিয়া ঘৃত স্থায়ী করিবার চেষ্টা করিলে যদি বেশী তাপ ব্যবহৃত হয় তবে উহা শক্ত হইয়া যায়;

উল্লিখিত সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করিয়া বঙ্গীয় শিল্পবিভাগ এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত ঘৃত প্রস্তুতের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই উপায়ে ঘৃতের বর্ণ ও গন্ধ সুরক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে উক্ত উপায় লিখিত হইল।

একটী লোহার কড়াইয়ে প্রায় দ্বিগুণ ওজনের জলসহ ঘৃত মিশাইতে হইবে। পাত্রটি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে একটি হাতা দিয়া উহা অনবরত নাড়িতে হইবে। এইভাবে ঘৃত সঞ্জাত সমস্ত জৈব পদার্থ জলে মিশিয়া যাইবে ও জল ক্রমশঃ ঘোলাটে ভাব ধারণ করিবে। ঘৃত পরিষ্কৃত হইয়া উপরে ভাসিতে থাকিবে ও ময়লা ঘৃত স্তরের নীচে পড়িয়া থাকিবে। জল টগবগ করিয়া না ফুটা পর্য্যন্ত হাতা দিয়া উহা নাড়া প্রয়োজন ও প্রায় ৫ মিনিট পর্য্যন্ত এই মিশ্রিত পদার্থকে ফুটিতে দিতে হইবে। কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইলেই হাতা দ্বারা উপরের পরিষ্কৃত ও স্বচ্ছ ঘৃত অন্য পাত্রে নিয়া রাখিবে। এই সময়ে একটি ভারী নেকড়ায় উহা ছাঁকিয়া লইলে আরও পরিষ্কৃত হইবে। অবশিষ্টাংশ যাহা পাত্রান্তর করা চলে না, তাহা পরের বারে যে ঘৃত পরিষ্কার করা হইবে তাহার সঙ্গে মিশাইয়া লইলে চলিবে অথবা তিন চারি বারের গাদ একত্র মিশাইয়া আবার জল দিয়া জাল দিয়াও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পরিষ্কার করা চলে। অতঃপর ঘনীভূত গাদ কাপড়ে ছাঁকিয়া নিয়া উহা ভাল করিয়া নিঙড়াইয়া যেটুকু ঘৃত অবশিষ্ট থাকে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতি বিস্তৃত বলিয়া এই ঘৃতের দানা বড় হইবে কিন্তু বাজারে ছোট দানার ঘৃতের কাটতি বেশী বলিয়া ইহাকেও দানা বাধিবার সময় পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিয়া ছোট দানায় পরিণত করা যায়।

এই পদ্ধতিতে বিশুদ্ধিকৃত ঘৃত টিনে ভরিয়া বাজারে পাঠান যায়। কিন্তু যদি অনেকদিন অবিকৃত রাখা প্রয়োজন হয়, তবে যে জলটুকু থাকা সম্ভব তাহাও দূর করা প্রয়োজন। জল দূর হইলেই ঘৃত বেশী দিন অবিকৃত থাকিবে। ঘৃত দানা বাধিবার পূর্ব্বে ১০।২০ মিনিট কাল উত্তপ্ত বাতাস দ্বারা নাড়িয়া ঘৃতের আর্দ্রতা দূরীভূত করা চলে। অধিকক্ষণ এইরূপ উত্তপ্ত বাতাস ব্যবহারে আবার ঘৃতের গন্ধ নষ্ট হইবার ভয় আছে। এইরূপ উত্তপ্ত বাতাসে ঘৃত নাড়িবার সহজ পন্থা এই যে, একটি লৌহ নল উত্তপ্ত করিয়া উহার মধ্য দিয়া হাপরের সাহায্যে বাতাস করিলেই বাতাস উত্তপ্ত হইবে ও উক্ত নল ঘৃতে ডুবাইলেই গরম বাতাস উহার মধ্য দিয়া ঘৃতে মিশিয়া উহার আর্দ্রতা দূর করিবে। ঘৃত ১০০।দি ডিগ্রি তাপে উত্তপ্ত করিলেও উহার আর্দ্রতা দূরীভূত হয়। এই উপায়ে ঘৃত বিশুদ্ধিকরণের খরচা মনকরা ।০ আনা হইতে ১৲ টাকা মাত্র। অবশ্য অধিক পরিমাণে ঘৃত পরিষ্কার করিলে খরচ আরও কম পড়ে।

—পকায়েং।

বিল্ব

বিল্বকে বাঙ্গালায় বেল বলে। বেলের মত পবিত্র বৃক্ষ হিন্দুর নিকট আর নাই। বিশেষতঃ শৈব ও শাক্তদিগের নিকট। মহাশক্তির আবাহনে বিল্বমূল ভিন্ন অন্যত্র সংসাধিত হয় না। শিবপূজায় ও মহামায়ার পূজায় সচন্দন বিল্বপত্রই প্রধান উপাদান।

ঔষধার্থেও ইহার ফল, পত্র, ত্বক্ ও মূল ব্যবহৃত হয়।

বেল বায়ক, অগ্নিদীপক, আমের পাচক, কটুকষায় তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও কফনাশক।

চরক মতে—

১। অন্ধরোগীর মলদ্বারে কর্ত্তনবৎ যন্ত্রণা হইলে স্বীয়পরিভাষানুসারে পক্ক বেলশাঁটের কাথ পান করাইলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

২। অর্শরোগী বিল্বের শূলে কাতর হইলে ঈষৎ উষ্ণ বিল্বমূলের কাথে বসাইয়া রাখিলে যন্ত্রণা দূর হয়।

চক্রদত্ত মতে—

১। অতিরিক্ত ঘাম হইয়া যাহার শরীরে দুর্গন্ধ হয়, বিল্বপত্ররস তাহার গায়ে মর্দ্দন করিলে সেই দুর্গন্ধ দূর হয়।

২। গ্রহণীরোগাক্রান্ত রোগীকে বেলশুঁট চূর্ণ কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে পুরাতন ইক্ষুগুড়সহ সেবন করিতে দিবে এবং তৎপরে ঘোল পান করিতে দিবে।

৩। বিল্বমূলত্বকের কাথ শীতল করিয়া তাহাতে মধু দিয়া পান করিলে বমন প্রশমিত হয়।

৪। বেলশুঁঠের কাথ সেবন করাইলে রক্তার্শঃ রোগ আরোগ্য হয়।

৫। বিল্বপত্রের রস মরিচচূর্ণসহ পান করিলে শোথ আরোগ্য হয়।

৬। বেলশুঁঠ গোমূত্রে পেষণপূর্ব্বক তৎকল্ক এবং ছাগদুগ্ধসহ যথাবিধি তিল তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিলে বধিরতা দূর হয়।

কাঞ্জিকা সহ বিল্ব পানে অগ্নিবৃদ্ধি করে, দুগ্ধ কফিকর এবং আমবাত বিনাশ করে।

ভাবপ্রকাশ মতে—

কাঁচা বেল পোড়াইয়া গুড়ের সহিত খাইলে আমাতিসার আরোগ্য হয় এবং কুক্ষিরোগ বিনষ্ট হয়।

সুশ্রুত মতে—

১। স্কন্দগ্রহাক্রান্ত শিশুকে বিল্ব কণ্টকের মালা ধারণ করাইলে আরোগ্য হয়।

২। বেলশুঁঠ ও যষ্টিমধু চাউলের জলে পেষণ করিয়া চিনি ও মধুযোগে পান করিলে পিত্তরক্তোদ্ভিত অতিসার আরোগ্য হয়।

বঙ্গসেন মতে—

বিল্বমূল ত্বকের কাথ প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত চিনি ও খৈচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে শিশুর বমন ও অতিসার আরোগ্য হয়।

বিল্বমূলে ত্রিদোষ নাশ করে, মধুর, লঘু ও বাত নাশ করে। ইহার পত্রে কফ বাত শূল নাশ করে, কফিকর ও গ্রাহী। বিল্বপুষ্প অতিসার, তৃষ্ণা ও বমি নাশ করে।

বিল্বমজ্জা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাতে বাত নাশ করে এবং উষ্ণ।

মুষ্টিযোগ—

১। বেলছাল, সোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পাকল ও গণিয়ারি ইহাদের কাথ বাতজ্বরে বিশেষ উপকারী। ইহা দীপন, বাত ও কফনাশক। ইহাকেই বৃহৎ পঞ্চমূল বলে।

২। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর—ইহাদের কাথে বাত ও পিত্ত নাশ হয়।

৩। দশমূল, চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ ও শুঁঠের কাথ পান করিলে সন্নিপাত জ্বরে উপকার পাওয়া যায়। কোষ্ঠ পরিষ্কার আবশ্যক হইলে উহাতে হেউড়িচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবে।

৪। বেলপাতার রস গোলমরিচচূর্ণসহ কবলা যোগে ব্যবহার্য্য।

৫। বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মুথা ও আতিচ—ইহাদের কাথ সেবনে পিত্তাতিসার আরোগ্য হয়।

৬। বেলপাতার রস মধুসহ সেবন করিলে জ্বর নাশ করে ও কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে।

বিল্ব তৈল প্রস্তুত প্রণালী—

বেলশুঁঠ—১০০ পল, জল—৬৪ সের সহ পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে এবং তিলতৈল ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, ঘাইফুল, কুড়, শুঁঠ, দারু, পুনর্ণবা, দেবদারু, বচ, মুথা, লোধ ও মোরবস প্রত্যেকটী ৮ সের দিয়া তৈল পাক করিতে হয়।

ডাক্তারী মতে—

১। যাহাদের প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হয়, তাহাদের পক্ষে সুপক্ক বেল বিশেষ উপকারী।

২। পাকা বেলের পানা গ্রহণীরোগে উপকারী।

৩। বেলের মোরব্বা—অতিসার ও রক্তাতিসারের মহৎ ঔষধ।

৪। বেলপাতার রস—পিত্ত ও জ্বরনাশক।

৫। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় প্রত্যহ বেলের পানা সেবনে রোগাক্রমণের ভয় থাকে না।

৬। ইহা সেবনে অর্শরোগ উপশম হয়। এমন কি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়।

৭। বেল খাইয়া জল পান নিষিদ্ধ।

৮। পুরাতন জ্বরে বেল নিষিদ্ধ।

বেলের সরবৎ—

কাঁচা বেল কুটিয়া অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে মিছরী মিশাইয়া পাক করিলে সরবৎ প্রস্তুত হয়। ইহা বলকারী ও পেটের বিশেষ উপকারী। —গন্ধবণিক।

রক্তাক্ষর

শ্রীমতী নির্ম্মলা ঘোষ।

সেদিন ফুটবলের একটা ম্যাচ্ ছিল। সন্ধ্যাবেলা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাড়ী ফিরছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার এমনি অলক্ষিতভাবে দিনের আলোকটুকু গ্রাস করে এগিয়ে এলো যে, রাস্তার মাঝে পথের রেখাটা কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মেঠো পথ,—ঘাসের ওপর দিয়ে লোক চলাচলের ফলে একটী অস্পষ্ট রুক্ষ রাস্তার সৃষ্টি। যাক্, চেনা পথ; অনায়াসে বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়ালাম—দেখি,বাড়ীর মধ্য হতে তখন একটা হাসির লহরী যেন এই অন্ধকারটাকে চমকিত করে রাজপথের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো। হাসির আওয়াজে লোক চিন্‌তেও বেশী দেরী হ'ল না। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এসে দেখি, অনুমান সত্য—অজিত-দা'রা এসে হাজির;—ঘরে পাখাটা খুলে দিয়ে মাঝখানটাতে বসে সন্ধ্যার আসরটী বেশ জমিয়ে তুলেছেন।

দূরে পশ্চিম দিকের জানালার কোণে দেখি—ইলা-দি গায়ে একটা বৃন্দাবনী চাদর জড়িয়ে বসে বাহিরের অন্ধকার রাজপথটার দিকে চেয়ে কি নিবিষ্টচিত্তে দেখছে। দিদিকে এ বেশে কখন দেখি'নি,—তাই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। তখন অজিত-দা কি একটা পেত্নীর গল্পে উত্তেজিত হয়ে মোটা তাকিয়াটার ওপর একটা সজোরে চাপড় মেরে বলে উঠলো—"তুমি এটা বিশ্বাস করো কিনা সুধাংশু?"

ইলা-দি মুখ ফিরিয়ে তার দাদার উত্তেজিত মুখখানার দিকে চেয়ে সহাস্যে বল্লে—"সেজদার যেটুকু অবিশ্বাস ছিলো, তা দাদা, তোমার চপটাঘাতেই বিশ্বাস পূর্ণ হলো!" তখন সবাই হো হো করে ইলা-দির দিকে চেয়ে হেসে উঠ্‌লো। বিলু-দি কোথায় ছিল, তাড়াতাড়ি তার মুখটা আলোর দিকে তুলে ধরে বল্লে—"দেখছো কে আজ কথা কয়? সে দিদি আজ আর নেই; দিদি মন্তর নিয়েছে!"

আর একবার সবাই এই কথাটাতে তেমনি অট্টহাস্য করে উঠলো। "বলিস কিরে, মন্তর নিয়েছে ইলা?"—বলে সুধাংশু তেমনি অট্টহাস্য করে হাততালি দিয়ে বলে উঠলো—"তা হলে দেখছি হাসুকেও মন্তর নিতে হবে!"

আমি তখন ঘরে ঢুকছিলাম,—দেখি ইলা-দির মুখখানা অসম্ভব রকম লাল হয়ে উঠেছে, আর জল জমে চোখ দুটি টল্‌টল করছে। ঠিক এমনি সময় অজিত-দা একবার ফিরে বোনের দিকে চেয়ে বল্লে—"আহা তোরা রাগাস্ কেন? বেশ ভাল কাজই করেছে ত। কেন, তোরা কি ঈশ্বর মানিস নে?"

সেই সময় থিয়েটার-পাগলা সুধাংশু ভাদুড়ীমহাশয়ের আট দেখিয়ে উন্মাদ হাস্যের সহিত বিছানা হতে লাফিয়ে উঠে বল্লে—"কভু কি তাহাই আমি ভিখারী রাঘবে!··· অজিত দেখছি যে বোনের হয়ে এবার বেশ একচোট্ নিলে! Bravo!"

অজিত চশমাটা খুলে পাঞ্জাবির কোণটা দিয়ে মুছে পরতে পরতে অতি অসম্ভব রকমের গম্ভীর হয়ে বল্লে—"হাস্‌বার এতে কিছুই নেই সুধাংশু।"

তার গম্ভীর দৃঢ় উত্তরটা শুনে সবাই দেখলাম একটু চমকিত স্থির হয়ে সাগ্রহে বস্‌লো। তখন অজিত-দা তার পিঠটা চাপড়ে বল্লে—"ভাই, তোমরা হাসো আর যাই বলো, আমি কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাস করি।"

সুধাংশু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা তুমি নিজের চক্ষে দেখেছ? তা যদি দেখে থাক, ত বলো; আমি অমন পরের শোনা কথায় বিশ্বাস করি না।"

ইলা-দি জানালা থেকে উঠে এসে তার দাদার কাণে কাণে সেই শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নিত-ছাপযুক্ত মুখখানা এনে কি বল্লে; অজিত-দা শুধু ঘাড় নেড়ে বল্লে—"আচ্ছা, বল্‌বো" বলে বেশ চেপে চুপে বস্‌লো। আমরাও সব বেশ আরাম করে বস্‌লাম।

অজিত-দা গম্ভীর ভাবে বলতে লাগ্‌লো,—"সে গেল বছরের কথা। সাগর মেলার volunteer

হয়ে গেছলুম। আমাদের কাজ ছিলো, যাত্রীদের মধ্যে যারা পীড়িত হতো, তাদের সেবা করা। ২।৩ দিনের মধ্যেই দেশানে বিসূচিকা ভীষণ ভাবে দেখা দিল। আমাদের এমন কি নাবার খাবার সময় হতো না। এক দিন, তখন রাত্রি তিনটে কি চারটে হবে, হাসপাতালের কাজ সেরে সবে একটু বিশ্রাম নিতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি, সিঁড়ির কাছে একটা বৃদ্ধ লোক যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় এক রাশ পাকা চুল—সাদা দাড়ী বক্ষ অবধি নেমে এসেছে। সে যেন একটা কি বল্লে, আমি কিন্তু ঠিক কথাটা বুঝতে পারলাম না। যাক, আমি বুঝলাম যে সে কোন রোগীকে এখানে আনতে বলছে। আমি বল্লাম—"আচ্ছা, চলো।"—বলে তার পিছু পিছু চল্লাম। লোকটা দেখলাম খোঁড়া; একটা crutch-এর মত লাঠী বগলে দিয়ে আমার আগে চলতে লাগলো। উঁচু নীচু বালু পথ। কিসের খস্‌খস্ আওয়াজে মাঝে মাঝে চমকে উঠ্‌তে লাগলুম! আমার ভয়ার্ত্ত মুখখানা দেখে সেই বুড়ো লোকটা বোধ হয় অন্তরের কথা বুঝতে পেরেছিল, তাই দন্তহীন কৃষ্ণবর্ণ মাড়ীটা বার করে বল্লে—"ভয় কি বাবু, ওগুলো গোখরো সাপ।"

"সাপ?"—বলে আমি চমকে উঠলুম। কিন্তু লোকটা তেমনি গম্ভীর ভাবে বল্লে—"হাঁ, গরমের দিন কি না, ঠাণ্ডা বালিতে ওরা শুয়ে থাকে, তা তোমার ভয় কি? তুমি তো তাদের অনিষ্ট করো নি?—ভগবান কি এতই বোকা বাবু!"

"আমি কুতূহলে পথ চলতে লাগলাম। মনে মনে একটা অতি বড় কথা উঠতে লাগল—"সত্য, ভগবান এদেরও শিক্ষা দিয়েচেন।"

"পথ বেয়েই চলেছি, কোন খেয়ালই ছিল না, কারণ অযথা সর্পভয়টা মুহুর্মুহু এসে আমায় সচকিত করে তুলছিল—এমন সময় হঠাৎ মার কথাটা, যেটি তিনি আসার সময় বলে দিয়েছিলেন—'অজিত, সকল কাজে ফলাফলটা সকল সময়ে তাঁর হাতেই তুলে দিস বাবা, অমঙ্গল তিনি কখনই করবেন না'—এইটাই ভাবছিলাম; ঠিক এমনি সময় কি একটা নিশাচর পক্ষী কর্ণবিদারক চীৎকার করে উঠতেই আমার এ চমকটা ভেঙ্গে গেল, পিছনে ফিরে চাইলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য! সে লোকটাকে আর দেখতে পেলাম না! আমি সাশ্চর্য্যে দু'বার খুব চীৎকার করে ডাকলাম, কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেবল আমার সেই ডাকার অর্থহীন শূন্য প্রতিধ্বনিটা ফিরে আসতে লাগলো। এমন সময় হঠাৎ জলাশয়টার পাড়ে একটা লোকের ভয়ার্ত্ত চীৎকার শুনে কাছে গিয়ে যা দেখ্‌লাম সুধাংশু, সত্যি, তখন আমি সেই বিধাতৃ পুরুষটাকে না মেনে থাকতে পারলাম না! দেখি, একটা গেঁট্টা গোট্টা লোক,—লোকটার অঙ্গে সন্ন্যাসীর ভেক! জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। চাঁদের আলোয় তখন বিশ্বটা প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ তার হাত দুটো, পা দুটো জড়িয়ে মুখের কাছে প্রকাণ্ড ফণা তুলে ধরে হেলছে দুল্‌ছে!—আমার বড় ভয় করছিল; কিন্তু ভাই, কে যেন আমায় টেনে দিয়ে বল্লে—"যা না কাছে যানা!"—কাছে যেতেই ভাই, দেখি, চাঁদের আলোর মাঝে একটী ছোট্ট মেয়ে, ছুট্‌কুটে সুন্দরী যেন মোমের তৈরী, মাথায় তার একরাশ কোঁকড়ান চুল, মুখটী যেন ফুলের মত। মুখ নামিয়ে দেখ্‌তেই দেখি, মাথাটা তার ক্ষুদ্র পুষ্ট দেহটা হতে অর্দ্ধেক একটা পাথরের ওপর দুলছে!"

এমনি সময় পারুল, বেলা-দি ভয়ে চায়ের বাটি সরিয়ে অজিত দার কোলের কাছে মাথা লুকিয়ে করুণ সুরে বলে উঠলো—"দাদা, তুমি চুপ করো, আমাদের বড় ভয় করছে!"

অজিত-দা তাদের সস্নেহে আরো নিবিড় ভাবে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্লে—"ভয় কি বোন, ঈশ্বর আছেন।"

সুধাংশুর মনটা অনেকটা এই গল্পের নেশায় বোধহয় মেতে উঠেছিল, বল্লে—"থাক, অজিত, তার পর?"

অজিত-দা ঊর্দ্ধে চেয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলে—"তারপর দেখি ভাই সেই জায়গাটা রক্তের স্রোতে লাল হয়ে উঠেছে, আর একটা রক্তাক্ত দা' তীরে পড়ে রয়েছে! বুঝতে কিছুই বাকী রইলো না। সামান্য দুটো সোণার বালার জন্যে লোকটা তার সন্ন্যাসীর আবরণের মাঝে যেন এই অন্ধকার রাত্রিটাতে সেই অসীম পুরুষটার চক্ষে ধূলি দিতে এসেছিল, কিন্তু ভাই, এ বিশাল জগতটা এত বড় ফাঁকির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সুখে-আসলে, মায় পাপ

মাল সমেত ধরা পড়লো। শেষে লোকটা স্বীকারও করলে, যে, ঐ লাস্‌টাকে পাথরে বেঁধে জলে ফেলতে যাচ্ছিল তার তল হতে এই সাপটা এমনি ভাবে তাকে জড়িয়ে ফেলেছে যে আর নড়বার পথ নেই। সুধাংশু, আমার তখন মার সেই কথাটা স্মরণে এলো। মনে মনে মা'র চরণ দুটী স্পর্শ করে বল্লাম—"সত্যি মা, তিনি আমাদের সকল কাজেই জাগ্রত আছেন।"

ঠিক এমনি সময় সুধাংশু কি একটা জোরে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো কিন্তু ইলা-দি, বিলু-দি সজল চোখদুটী তুলে বল্লে—"আচ্ছা অজিত-দা, সে বুড়ো লোকটা কে ছিল?"

অজিত দা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—"এটাও কি তোদের বোন্ বলতে হবে, তিনি কে ছিলেন?"

ইলা-দি সানন্দে বলে উঠলো—"সেই বিশাল চক্ষু দুটোর মালিক—না দাদা?"

তখন অজিত-দা বাইরের অন্ধকারে বড় দেবদারুর দুলু মাথাটার দিকে চেয়ে কি দেখছিল, সুতরাং কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

পরিস্ফুট

শ্রীমতী চারুলতা দেবী।

অস্তগত দিবাকর, রক্ত-রশ্মি লেখা
লুকাইল নভঃ-নীলিমায়;
শ্রান্ত সন্ধ্যা ধীরে ধীরে দাঁড়াইল আসি
প্রতীচির সীমান্ত-রেখায়।
চেয়ে দেখে,—পড়িয়াছে বক্ষে ধরিত্রীর
পরিম্লান প্রতিচ্ছায়া তার,
আলোকের উৎস-মুখে আত্মসমর্পিয়া
দাঁড়াইয়া পাষাণ আঁধার।
ঊর্দ্ধে চাহি দেখিল সে, কোথা কিছু নাই—
নীলাভা সে স্বপ্ন ইন্দ্রজাল!
কেবল একটি তারা জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিয়া
স্নিগ্ধ হাসি হাসে চিরকাল।

যায় আশা, যায় তৃষ্ণা, তৃপ্তি চলে যায়,
অবসিত অঙ্গ—অভিলাষ,
সারা বিশ্ব আবেষ্টিয়া হতাশ হৃদয়
করে শুধু আপনা প্রকাশ।
কেহ তারে চাহে নাই, মর্ম্ম-কথা তার
দিকে দিকে হয় প্রতিহত,
তবু সে আকুল প্রাণে ভগ্ন বীণা ল'য়ে
গান গাহে উন্মাদের মত।
সহসা ভাঙ্গিল ভুল—দেখিল চাহিয়া,
মিথ্যা এই স্বপ্ন-সুখ তার,
ছিল সে,—আজিও আছে, র'বে চিরদিন,
সত্য শুধু ইহাই তাহার।

সমালোচনা

বৌদ্ধ রমণী—

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম্-এ, বি-এল্, পি-এইচ-ডি প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০ টাকা। বৌদ্ধযুগের বিবাহ, নারীচরিত্র, স্ত্রীশিক্ষা, খ্যাতনামা বৌদ্ধরমণী, দাসী, নর্ত্তকী প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থখানি শুধু নারীদের বিষয় লইয়া নহে, সে যুগের শিক্ষা, সমাজ, পারিবারিক রীতিনীতি, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিষয়ের সন্নিবেশে চমৎকার একখানি ইতিহাস গঠিত হইয়াছে। নারীদের সম্বন্ধে সন্নিবেশ সংগ্রহ এবং সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইতে গ্রন্থকারের নারীকল্যাণ সম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। উপযোগিতা বোধে পুস্তকখানির ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে "গৌতম বুদ্ধ ও রমণীগণ" নামক প্রবন্ধটি আমরা এই সংখ্যার "মাতৃমন্দিরে" গ্রহণ করিয়া পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দিলাম।

দীপ ও ধূপ—

"আলো ও ছায়া" প্রচয়িত্রী স্বনামধন্যা মহিলা-কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, বি-এ প্রণীত কবিতা পুস্তক। প্রকাশক—শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায়, বি-এ; ৪২।এ হাজরা রোড, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা। গ্রন্থ-প্রণেত্রীর আট নয় খানি উৎকৃষ্ট কবিতার বই আছে; তন্মধ্যে এখানি তাঁহার পাকা বয়সের পাকা লেখা। ইহার কয়েকটি কবিতা মাতৃমন্দিরে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তার প্রসারতায় বঙ্গমহিলার স্থান কত উচ্চে—এ গ্রন্থখানি তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

খেয়াল—

লেখক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা ভাবিয়া চিন্তিয়া না বলিয়া স্বাভাবিক ভাবে বলিলেও তার প্রত্যেক বাক্যটিই শুনিবার মত হইয়া দাঁড়ায়। গ্রন্থকার তাঁহার এই আত্মকাহিনী খেয়ালের মতই লিখিয়াছেন। কখন ঘরে বসিয়া ভূতের ভয়ে অভিভূত হওয়া, কখন সন্ন্যাসী হইয়া দেশদেশান্তরে ভ্রমণ—খোলা প্রাণে সব কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। খোলা প্রাণে লেখা বলিয়াই বইটির একটি স্বতন্ত্র মূল্য দাঁড়াইয়াছে। ১৬+২৬৭ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানি একের পর আর কেবল পড়িতেই ইচ্ছা করে। খুটিনাটি বিষয়াবলীর ভিতর দিয়া গ্রন্থকার বহু মূল্যবান বস্তু পুস্তকখানি গ্রথিত করিয়াছেন। মূল্য ১৷৷০ টাকা, প্রাপ্তিস্থান—আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

আদর্শ রন্ধনশিক্ষা—

শ্রীমতী নীহারবালা দেবী প্রণীত। বহুবিধ রন্ধনের প্রক্রিয়ায় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। শুধু রন্ধনের বর্ণন নহে, তাহার আনুষঙ্গিক ব্যয়াদির, উনান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আবশ্যক বিষয় গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাপের অপচয় নিবারণ বিষয়ক মাতৃমন্দির-সম্পাদিকার লিখিত একটি অত্যাবশ্যক বিষয় চিত্রসহ "মাতৃমন্দির" পত্রিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে। কতকগুলি বিলাতী "খানা" রন্ধনপ্রণালীও গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। বাস্তবিকই গ্রন্থখানি সাবেকী ধরণের এই শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে একটু অভিনব ধরণের হইয়াছে। এ গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে রন্ধনকার্য্যে সহায়তা করিবে। মূল্য ১৷৷০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—নারী-জীবনালয়, ১৮।৩, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীদুর্গাচরণ নাগ—

শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্র (নাগদুহিতা) প্রণীত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের জীবনী আলোচনা। এই মহৎচরিত ব্যক্তির জীবনী "সাধু নাগমহাশয়" "শ্রীশ্রীনাগমহাশয়" নামে দুইখানি বড় পুস্তক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে; এখানি ছোট আকার। সাধু নাগমহাশয়ের সাত্ত্বিক জীবনের আদর্শ প্রচারের আবশ্যকতা আছে। মূল্য ।৵০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—৭১ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গোরাচাঁদ—

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও ২২।৩।বি, কামাপুকুর লেন হইতে প্রবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য

৸৵০ আনা। শ্রীচৈতন্যদেবের অমিয় মধুর লীলাকাহিনী বাঙ্গালীর নিকট চিরনূতন। সত্যচরণ বাবু শিশু সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত, তাঁহার রচিত এই "গোরাচাঁদ" বাঙ্গালীর ছেলেদের পক্ষে বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, ছবি—সবই চমৎকার; উপহারের বিশেষ উপযোগী। এখানি পড়িলে ছেলে মেয়েরা একাধারে শিক্ষা ও আমোদ দুই-ই পাইবে।

আত্মবিস্মৃতের নিবেদন—

'জনৈক সমাজহিতৈষী' কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান—বিপিনচন্দ্র দাস, এল-এম-এস; সেমিটারী রোড, বরিশাল। দীর্ঘকাল ধরিয়া সমাজের উপর ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব নানাকারণে সমাজের ক্ষোভের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বেদ হইতে বচন সংগ্রহ করিয়া লেখিকা ব্রাহ্মণের দাবী খণ্ডিতেছেন। যাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা আছে, তাঁহারা চারি আনা মূল্য পাঠাইয়া একখানি গ্রহণ করিতে পারেন।

বাদলায়

শ্রীসুকুমার সরকার।

উছল হাওয়ার সঙ্গীত এলো মনের দ্বারে;
তারি সাথে সাথে আমার হৃদয়
মৃদু মৃদু সুরে কত কথা কয়
সঞ্চিত প্রীতি বাঁধন হারায় অশ্রু-ভারে!

মুহুল হইয়া ফুটেছে বনের মনের কথা;
ভরা পরিমলে পরাগে পরাগে
সে আজি আমার নিঃশ্বাস মাগে
কি জানাতে চায় লাজ-রঙ্গিন সবুজ লতা!

জল-সম্ভার সবুজ মাঠেরে শুভ্র করে;
জলদের ভাঙা হৃদয়ের পাশে
নীল-সুন্দর ক্ষীণ হাসি হাসে
তারি প্রেম-কায়া গড়ে আবছায়া জলের পরে!

কখনো মেঘেরা মধুর হইয়া উড়িয়া চলে;
তাহাদের সনে মোর আঁখি হায়
আমারে ছাড়িয়া উড়ে যেতে চায়
ফিরায়ে তাহারে আনিতে পারিনা কোনও ছলে!

আকাশে বাতাসে মাতামাতি করে দিগাঙ্গনা;
তড়িৎ হাসিতে হেসে হেসে তারা
আপনার মনে হয় মাতোয়ারা
হাসিতে বরায় হঠাৎ স্মৃতির অশ্রু-কণা!

কিসের আবেশে অরুণ আজিকে ঘুমায়ে পড়ে;
পশ্চিম-কোণে দূর নীল নভে
সে ছুটে চলেছে স্বপনোৎসবে
রুদ্র দেবতা মুগ্ধ হয়েছে মেঘের স্বরে!

নিলাজ নদীর অধীর বুকের কাঁপনখানি,
তরুণ তটের সবুজ পরাণে
কি বুঝাতে চায় কেই বা তা জানে
সারাটি ধরণী আভাসে ফোটায় মুখর বাণী!

স্বর্গের সন্ধান

শ্রীবিমল সেন।

মেয়ে

বড্ড ঘুম পেয়েছে মা, তোমার কোলে শুই।··· ওকি মা! আমি কি এখনও খুকীটি আছি যে ঘুম পাড়াতে হবে? জানো, আমি এই আট বছরে পা দিয়েছি!

মা

তাইতো রে! তুই যে আট বছরের মধ্যেই বুড়ী হ'য়ে প'ড়েছিস, তা মোটেই মনে ছিল না। আমি ভাব্‌ছিলুম, বুঝি সেই তিন মাসের খুকীকেই ঘুম্ পাড়াচ্ছি।

মেয়ে

তুমি মা বুড়ী বুড়ী ক'রনা—বুড়ী হ'তে যাব কেন? দেখে নিও—আমি কখনও বুড়ী হব না।

মা

'বুড়ী'র উপর এত চটা কেনরে খুকী?

মেয়ে

চটবো না? যা ছিরি বুড়ীর! ঐ ইয়াকুবের শাশুড়ীকে তো দেখনি মা,—দেখ্‌লে মূর্চ্ছা যেতে। চুলগুলো চুণের মত সাদা, দাঁত একটা আছে—যেন তাজা মাংসে শজারুর কাঁটা বিঁধে আছে; চোখ দুটো পাতালে তলিয়েছে।···ঠিক্ যেন মা পেত্নী!

মা

বটে! আমি বুড়ী হ'লে কি করবি মা; মূর্চ্ছা যাবি?

মেয়ে

তোমায় বুড়ী হ'তে দিলে তো!···

মা

তাই যেন হয় মা, তোর মা যেন বুড়ী হবার আগে চলে যেতে পারে।

মেয়ে

কোথায় যাবে মা; স্বর্গে? আচ্ছা মা, স্বর্গ কোথায়? স্বর্গ নাকি আকাশে মেঘের ওপরে? সেখানে নাকি সদাই সুখ...কান্না নেই, ব্যথা নেই, চোখের জলও নেই? তাহ'লে মা, সেখানে কি মায়েরা ছেলে মেয়েদের তোমার মত ভালোবাসেন না?

মা

ভালোবাসেন না কে বল্‌লে?

মেয়ে

কই বাসেন? ভালোবাস্‌লে কখন না কেঁদে পারেন? এই তো মা তুমি আমায় ভালোবাস...চোখের একটু আড়াল হ'লে চোখ তোমার ছল-ছল ক'রে ওঠে। স্বর্গেও কি এমন ধারা চোখের কোণে জল জাগে না? চাই না মা আমি অমন স্বর্গ।

মা

তবে কি রকম স্বর্গ চাস্ শুনি?

মেয়ে

যেখানে তোমার মত মা আছেন, বুকের মধ্যে ভালোবাসা আছে, চোখের কোণে জল আছে—যেখানে একা একা যেতে হয় না। সেই কি মা তেমন স্বর্গ?

মা

আছে মা। তবে তা মেঘের ওপরে নয়, সাগরের তলেও নয়; সে স্বর্গ এই পৃথিবীর বুকে লুকানো।

মেয়ে

কোথায় মা সে স্বর্গ? মৌলভী সাহেব বলেন—সে অনেক দূরে। সেথায় যেতে হয় ক্ষীর সমুদ্র পেরিয়ে, বহুরপঙ্খীতে দুলে দুলে। সে দেশের জমিন সোনার মত···পথের ধূলি আবিরের মত রাঙা। চাঁদির গাছে

মণিক দোলে। রঙ-বেরঙের পাখী তার নীলাকাশে গান গেয়ে বেড়ায়। সেখানে যা বলা যায় তা গান, যা খাওয়া যায় তা অমৃত! সেখানে কেউ মরে না, কেউ বুড়ো হয় না···দুধধবল পরীরা নীল বরণ পাখা দুলিয়ে বেড়ায়।···সেই কি স্বর্গ মা?

মা

না মা; স্বর্গ ওর চেয়েও বড়।

মেয়ে

সে তবে কেমন মা? সে কি তবে মরুভূমির মতন শুক্‌নো? যেখানে মাইলের পর মাইল একগাছি তৃণ নেই, এক ফোঁটা জল নেই···সূর্য্যের আলো যেখানে সকাল সন্ধ্যা রক্তমশাল দুলিয়ে যায়···চাঁদ যার বুকে চাঁদির মস্‌লিন পেতে দেয়, সেই কি সে স্বর্গ মা?—না? তবে কোথায় সে স্বর্গ মা? সে স্বর্গ কি এই ভারতবর্ষ?—তোমার মুখে যার কথা কোনই শুনতে পাই—যেখানে সবুজ বনানীর ফাঁকে ফাঁকে, ফেনীল নদীর কূলে কূলে হাজার রকম জাতি থাকে; যেখানে সাদা পোষাকে এক ঘেরেমি নেই···যেখানে কালা সাদা শ্যাম, বেঁটে মাঝারি লম্বা নানান রকমের লোকের সমাবেশ···নানা সুর নানা কথা যেখানে গানের মত বেজে ওঠে, বল মা, এই কি তবে সেই স্বর্গ?

মা

স্বর্গতো বাইরে নয় মা। মানুষ বাইরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে মনে করে—স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো এই খানেই। কাশ্মীরে গিয়ে দেখে লতাপাতা ছাওয়া কুঞ্জবন, ছবির মতন গ্রাম, দুধারধবল নরনারী···মনে করে এই স্বর্গ। দার্জ্জিলিঙে টাইগার হিলে দাঁড়িয়ে দেখে সূর্য্যোদয়, পুরী সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে দেখে নীলাম্বুরাশির তাণ্ডব নৃত্য, ছুহারার বুকে দাঁড়িয়ে দেখে রক্তিম সূর্য্যাস্ত···আর ভাবে এই স্বর্গ। কিন্তু মা, স্বর্গ আমাদের এ নয়। আমাদের স্বর্গ কিন্তু চাইতেও বড়—বাইরেও তাকে খুঁজতে হয় না।

মেয়ে

তবে তাকে কোথায় খুঁজবো মা?

মা

অন্তরে।

মেয়ে

কেউ কি সেখান খুঁজে স্বর্গের সন্ধান পেয়েছে মা?

মা

পেয়েছে একজন।

মেয়ে

তার গল্প বল না মা।

মা

শোন্।···মমতা ব'লে একটি মেয়ে···তার একদিন ভারি সখ হ'ল—সে স্বর্গে যাবে। স্বর্গের লোভে সে দুবাই সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়ালো। শেষটায় সে দেখে, তার নিজের ঘরের পাশ দিয়েই স্বর্গের দেয়াল চ'লে গেছে, কিন্তু তাহ'লে কি হবে, দুয়ার যে বন্ধ। মমতা দুয়ারে ধাক্কা দিয়ে ব'ললে,—খোল, দুয়ার খোল। ভেতর থেকে উত্তর এল,—কে তুমি? দুয়ার খোলার মন্ত্র কি জানো?—না, তাতো জানি না!

তবে তাই জেনে এসো! তা না হ'লে দুয়ার খুলবে না।

কেমন সে মন্ত্র, কোথায় সে মন্ত্র মিলবে?

সে সব তোমায় খুঁজে নিতে হবে।

মমতা আবার বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে চলল। এত বড় জগত, এত বিরাট তার শব্দসমুদ্র···এর কোন্‌খানে সে কোন্ মন্ত্র বেছে নেবে? ভাবতে ভাবতে সে পথ বয়ে চলল। চলতে চলতে এসে পৌঁছল তরুলতার দেশে। সেখানে দেখলে লতায় যখন ফুল ফোটে, লতা দুলে দুলে উঠে। মমতা তাকে প্রশ্ন করল—স্বর্গের মন্ত্র কি জানো? লতা কেঁপে কেঁপে জানিয়ে দিল—যুগের পর যুগ ফুল ফোটানোর যে আবেগে সে ব্যথিত-পুলকিত, তাই স্বর্গের মন্ত্র, কিন্তু ভাষায় সে তার নাম দিতে পারে না।

তরুকে জিজ্ঞাসা করল। তরু বললে, এই যে আমার বুকের রস ফল হয়ে দুলছে, এই আমার স্বর্গ। কিন্তু ভাষায় তো একে ব্যক্ত করতে পারি না।

আবার চলল মমতা যেখানে পাখীরা নীড় বেঁধে বাস করছে সেইখানে; এসে দেখে একটা চড়ুই তার বাচ্ছাটাকে ঘিরে নাচা নাচি করছে।

মমতা বললে—হাঁ ভাই পাখী, তুমি জানো স্বর্গে যাবার মন্ত্র কি? চড়ুই বললে—স্বর্গ? স্বর্গতো এই বাচ্ছাটির মাঝে কুড়িয়ে পেয়েছি, কিন্তু মন্ত্র কি তা তো বলতে পারি না।

পশুদের দেশে এসে মমতার তাক্ লেগে গেল। বড় বড় সব জানোয়ার, যাদের বাইরের চেহারা দেখে মনে হয় ওদের ভেতরটাও বুঝি অমনি ভয়ানক, তারা কি রকম শান্ত স্থির প্রসন্ন হয়ে আছে; ব্যাপার কি?

মমতা এগিয়ে দেখে, সিংহীর কোলে বাচ্ছা, বাঘিনীর কোলে বাচ্ছা, হস্তিনীর কোলে বাচ্ছা।

—ভাই তোমরা কি স্বর্গে যাবার মন্ত্র জানো?

তারা বললে—মন্ত্র কি তা তো জানি না, তবে এ জানি, স্বর্গের দূত আমাদের কোলে হাসছে, এরাই আমাদের স্বর্গের পথ দেখিয়ে দেবে।

এমনি করে নানান দেশে বেড়োলো মমতা। সমস্তই যেন স্বর্গের নিশ্চিন্ত স্পর্শ পেয়েছে, অথচ তার মন্ত্র কি, ব্যক্ত করতে পারে না।

ঘুরতে ঘুরতে মমতা এক জঙ্গলে এল।

দেখে এক পাহাড়ী রমণী ভীষণ খাঁড়া হাতে বন্য শূকর শিকার করছে। তার গা-ময় রক্ত, চোখ-মুখ আগুন।

মমতা সভয়ে প্রশ্ন করল—হ্যাঁগা, স্বর্গের মন্ত্রটা কি জানো? রমণী খাঁড়া ফেলে দিয়ে মমতাকে টেনে নিয়ে চললো···গুহায়। চারিদিকে ঘন কাঁটাবনের দেওয়াল, মাঝখানে কালো মিশমিশে কুশ্রী একটি শিশু—পাহাড়ী রমণী তাকে সস্নেহ চুমু খেয়ে বললে—এই আমার স্বর্গের মন্ত্র; এর আর কোন ভাষা নেই।

কিন্তু মমতা যে চায় ভাষা!

নিরাশায় অবসন্ন হয়ে সে দূরে পাহাড়ের কোলে বসল।

এমন সময় চোখে পড়ল, চাঁদের আলোয় ধোয়া বনোয়ার গোলাপের মত সদ্যোজাত একটি শিশু ভূমে লোটাচ্ছে ···পাশে পড়ে এক নারী, গতপ্রাণ। মমতা শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়ে চুমু খেল, তারপর হেসে বললে—তুমি জানো খোকা স্বর্গের মন্ত্র?

খোকাটি ভাবলে না, কাঁদলে না, শুধু চোখ বুজে উচ্চারণ করলে—'মা মা'। মমতার প্রাণে বিদ্যুৎ খেলে গেল, সে চীৎকার করে উঠল, পেয়েছি, পেয়েছি—মা, মা, মা।

অমনি জগতময় সাড়া পড়ে গেল,—মা, মা, মা।

মেয়েরা সেই হতে মা হতে চায়, কারণ তারা জানে, তাদের স্বর্গে যাবার মন্ত্র হল ঐ মা, আর তাদের স্বর্গ হল ঐ মাতৃত্ব।

মেয়ে

যাও তবে মা···তোমার কোলে, আবার স্বর্গে আমায় মানুষ রাখতে।

স্বাধীন জীবনের গতি

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী।

[শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ]

বাহিরের নানা রকম আক্রমণ মানুষের জীবনের স্বাধীন গতিকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। এই সকল আক্রমণকে পরাজিত করে জীবনের গতি সরল স্বচ্ছন্দ রাখাকেই স্বাধীন জীবনের গতি বলা হয়েছে। বাস্তবিক জীবনের সজীবতাই সেইখানে, যেখানে বহু বাধা বিঘ্নের সঙ্গে তার সংগ্রাম চলতে থাকে।

স্বাধীনতা কথাটা বলতে গিয়েই প্রথমে মনে পড়ে আমাদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার কথা। কিন্তু এই পরাধীনতা আমাদের জীবন পথে যতটা বাধা দেয়, তার চেয়ে বহুগুণে বাধা দেয় আমাদের আর-আর নানা প্রকারের পরাধীনতায়। নিজের অন্তরের দুর্বলতা থেকেই ভিতরের পরাধীনতার সৃষ্টি, তাই-ই বাইরে নানা মূর্তিতে প্রকাশিত। ঐ রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাও এরই একটি বিকাশ মাত্র।

অনেকের জীবন এমন দেখা যায় যে, কেবল দাঁড় টেনেই চলেছেন, কোন্ দিকে গতি, লক্ষ্যই বা কোন্ দিকে কিছুরই যেন ঠিক নাই। বাস্তবিকই পরাধীন জীবনের কোন লক্ষ্য স্থির রাখা চলে না, এমন বলতে চাই না; প্রত্যেক অবস্থার মধ্যেই নিজের মনের স্বাধীনতার স্থান আছে। জীবন-তরণীর কর্ণধার নিজেকেই হতে হবে।

বর্তমানের স্কুল কলেজের শিক্ষা নিয়েই আরম্ভ করা যাক। আমরা সবাই জানি, বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষার ধারা চলছে এর অধিকাংশই বিদেশী শিক্ষার ভরপুর। সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, ডাক্তারী এ সবই বিদেশ থেকে আমদানী করা। আর আমরা এটাও অনুমান করে নিতে পারি যে, বিদেশী রাজা তাঁর নিজেদের স্বার্থগুলি পরিপুষ্ট করবার জন্যে যতটা শিক্ষা আমাদের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন, ততটা আমাদের প্রকৃত দেশোপযোগী শিক্ষালাভের জন্যে নয়। বরং দেশকে বেশী করে তাঁদের অধীন করবার অনুকূলে যত রকম ভাল-মন্দ শিক্ষা কল্পনা করা যেতে পারে তার কোনটারই ত্রুটী রাখছেন না। আমরা কিন্তু আমাদের স্বাধীন চিন্তা বিসর্জন দিয়ে তাঁদের দেওয়া বিদ্যাগুলি সুবোধ বালকের মত গ্রহণ করেই চলেছি।

য়ুনিভারসিটি থেকে যে সকল ভারী ভারী ডিগ্রীর মুকুট আমাদের মাথায় চাপান হচ্ছে—যার প্রলোভনে সমগ্র দেশটা আজ মত্ত, এই ডিগ্রীটাই যে মস্তবড় একটা পরাধীনতার সজ্জা। ওতে আমাদের চক্ষুকর্ণ, হস্তপদ, মনপ্রাণ সবই ঐ বিদেশী রাজার প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে যায়। ঐ উপাধী ভূষিত হয়ে আমাদের হাঁ করে চেয়ে থাকতে হয় ঐ বিদেশী রাজার কোন-না-কোন প্রকার সহায়তা নিয়ে আমাদের জীবন পরিচালনের আশায়।

তারপর এর চেয়েও বেশী করে পরাধীনতার ছাপ মারার ব্যবস্থা রয়েছে পাস সরকারী উপাধী—'রায় সাহেব' 'রায় বাহাদুর' প্রভৃতিতে। ওতে জীবনটা এমনই ভাবে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় যে, একেবারে কথাবার্তা চলন-চলতিতেও সরকারী বাপ-জোক মত চলতে হয়।

এই বিদেশী শিক্ষা দীক্ষার বর্তমানের ধারা দেখে বলতে ইচ্ছা হয়, আমাদের সমগ্র জাতটা—দিন দিন বেশী করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ছে।

দেশের বেকার সমস্যার কথা ভাবলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে হয়। এই বেকার সমস্যা দিন দিনই গুরুতর আকার ধারণ করে দেশকে দুর্বহ করে তুলছে। এত বেকারীর সৃষ্টি হল কোথা থেকে? দেশের ছেলেগুলোকে ঐ বিদেশী রাজার দেওয়া শিক্ষা দিয়েই না আমরা দেশে এত বেকারী গড়ে তুলেছি! পৈত্রিক অর্থ সম্পত্তি ধ্বংস করে সারা মন প্রাণ দিয়ে এই যে বিদেশী শিক্ষায় লাভবান

হয়েছে—এখন এইশিক্ষা নিয়ে দাঁড়াবে কোথায় ? সেই চাকুরী, সেই দাসত্বের সন্ধানে ! তাদের যখন একটা চাকুরী পাওয়া গেল তখন থেকেই মনের স্বাধীনতাটি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল।

স্বাধীন দেশে কিন্তু চাকুরীতেও তার মনের স্বাধীনতা আছে ; সে তার দেশের যার অধীনেই কাজ করুক না কেন, সে মনে করে দেশের কাজই করছে।

স্কুল কলেজ থেকে বের হয়ে কোন কোন যুবক স্বাধীন জীবন যাপনের জন্যে ব্যবসায় কার্য্য করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর শিক্ষার ভিতর দিয়ে এমনই পর-নির্ভরতার অধীন হয়ে পড়েছেন যে, তাঁর ব্যবসায় কার্য্যের পুঁজির অভাবকে উপলক্ষ করে ব্যবসায়ের জন্য পুঁজি সঙ্কল্পার্থে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। ঐ যে পরাধীনতায় দীক্ষিত হলেন, তারই ফলে আর কখনও স্বাধীন জীবন যাপনের প্রয়াসকে কার্য্যকর করতে সমর্থ হন না। বাস্তবিক স্বাধীনচেতা ব্যক্তি পুঁজির অভাবকে অগ্রাহ্য ক'রে বিনা পুঁজিতেই ক্ষুদ্রভাবে যে কোন কাজ আরম্ভ করতে পারেন, এবং তা থেকে দিন দিন উন্নতি লাভ করে স্বাধীন জীবন যাপন করতে সমর্থ হন।

মানুষের স্বাধীন জীবন যাপনের সবচেয়ে গোড়ার কথা, তার দেশের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করা। প্রথম কথা এই, আর শেষের কথাও এই ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করা।

ইংরেজ জাতির ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে তার কত টুকু চলে ? কিন্তু বিশাল কানাডা দেশটি তারশস্যক্ষেত্র, বিরাট অষ্ট্রেলিয়াটিও তার খোরাক জন্মাবার স্থান, সেখানে শত শত মাইল ক্ষেত্রে কেবল যব, গম, ভুট্টা, ওট জন্মাচ্ছে, শত শত একর জমি বাগান করে তাতে আপেল, আঙ্গুর প্রভৃতি ফল ফলাচ্ছে। অন্নবস্ত্রের আর এক প্রধান উপায় সেখানে তাদের মেষ-পালন। ঐ মেষ মাংসই অন্ন, ঐ মেষ লোমই বস্ত্র। তারপর ইংরেজের আর এক পরম অন্নের ভাণ্ডার নিউজিলণ্ড। সমগ্র দেশটিতে ডায়েরী ফারম খুলে দেশটাকে তারা কেবল দুগ্ধ-ঘৃত-নবনীতের ভাণ্ডার করে তুলেছে।

আমাদের দেশে যারা সত্যি সত্যি গায়ে খেটে ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করছে—তারা সেই কৃষকশ্রেণী। শিক্ষিত শ্রেণী তাদের ছেয়, অস্পৃশ্য করে রেখেছে। পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নেই। কৃষকদের স্বাধীন চিন্তার দ্বারা উন্নতি লাভ করবার মত মগজ নেই—আর দেশে যাঁদের মগজ আছে সেই শিক্ষিতশ্রেণী, তাঁদের গায়ে খেটে রোজকার করবার মত শক্তি সামর্থ্যও নেই। এ দুয়ের মধ্যে আবার এমন কোন যোগ সূত্র নেই, যাতে করে একের বুদ্ধি আর আরের শারীরিক বল মিলিয়ে নিয়ে কাজে লাগাতে পারাযায়। তাই কৃষিজীবিরা সেই যাযাবর আমলের কৃষি-পদ্ধতি নিয়েই চলেছে. কোন রকমের উন্নতি তাদের হচ্ছে না। আর শিক্ষিত বা শিক্ষাভিমানী দল পুথি নিয়েই চলেছেন। তাঁরা যা-কিছু একটু কৃষি শিল্প বাণিজ্যের চিন্তা করেন তার সবটুকু ঐ পুথিগত বিদ্যাতেই পরিসমাপ্তি হয়, সে বিদ্যা দেশের জমি, ক্ষেত বা কারখানা পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধিটুকু যদি পুথি থেকে ধার করা হয়, তবে তা নিয়ে স্বাধীন চিন্তা পরিচালনা করবার ক্ষেত্রে মেলে না। তাই শিক্ষিত দলের কৃষিশিল্প বাণিজ্যের শিক্ষার চিন্তাও ঐ পরাধীনতার মধ্য দিয়ে। তাঁরা নিজের দেশের কৃষির কোন জ্ঞান না নিয়েই চলে যাবেন আমেরিকার কৃষিকলেজে পড়তে, দেশের শিল্পের কোন বিষয়ে হাত না দিয়েই যাবেন বিলাতে টেকনিক্যাল শিখতে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ; ফলে একটা ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফেরেন মাত্র। স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করা তাঁদের সে বিদেশী বিদ্যায় কুলোয় না। তাঁদের চাকুরী গ্রহণ করতে হয় কোন একটা সিলাই করবার আপিসে।

তারপর নিজের দেশের শিল্পের কিছুই আয়ত্ত না করে যিনি বিদেশে শিল্প শিখতে যান, তিনি সম্পূর্ণ বিদেশী ধরণের শিক্ষা লাভ করে আসেন, বিদেশী শিক্ষাকে দেশের শিল্পের অনুযায়ী কাজে লাগিয়ে দেশীয় শিল্পের উৎকর্ষ করতেও তাঁর অধিকার জন্মে না। যাক—কোন ছাত্র দেশের কৃষিবিদ্যার শিক্ষার একটা ডিগ্রি নিয়ে জর্ম্মনীতে গেলেন চামড়ার শিল্প শিখতে। তিন চার বছর সেখানে শিক্ষা লাভ করে চর্ম্মশিল্পে সুদক্ষ হয়ে দেশে ফিরলেন। তারপর যা হয় শিক্ষা এলেন, দেশের টাকা চাঁদা করে তুলে তারই একটা কারখানা খুললেন। তিনি শিখে এসেছেন বিদেশী ধাঁচের জিনিষ পত্র তৈরী করা—সেই বিদেশী চামড়া থেকে বিদেশী

চলবেনা। বিলেতে যে রকমের চামড়া পাওয়া গেল না, তার বদলে যা পাওয়া গেল তাতে যে সব জিনিস তৈরী হল তা এদেশীদের ব্যবহারে লাগল না। এই যে অন্ধানুকরণের প্রয়াস, এর সবটাই বৃথা গেল।

যে কোন রকমের হুক—পরের দেওয়া সুযোগটি নিতে আমরা অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। বিলাত যেতে হবে, তার টিকেটখানা আমরা জাহাজ কোম্পানীতে গিয়ে না করে—যাই টমাস কুকের কাছে তাতে সুবিধা এই যে টমাস কুক টিকেট করলে তারা আমাকে নিয়ে যায় একটি জাহাজের পার্সেলের মত। আমার স্বাধীন প্রকৃতি নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে চলবার আর কোন দরকার হয় না।

আমাদের দেশে ছাত্রজীবনের স্বাধীনতাটা বড় কম নয়। জ্ঞান হওয়া থেকেই [illegible] আমাদের শিখে নেয়, যে বয়সে সন্তান [illegible] থেকে যৌবনের [illegible] উৎসাহ, ভাল-থাকার [illegible] শুধু পুথি নিয়ে কাটানো, এই [illegible] কেমন করে [illegible] হবার আশা করা যায়? পুথি [illegible] চলবার পক্ষে কি দিয়েছে? [illegible] শিববাবে ছিল [illegible] সেখান থেকে, এক সপ্তাহ [illegible] এক সপ্তাহ বিয়ে বাড়ি [illegible] প্রতি সপ্তাহে চাকর বাকরের [illegible] তৈরী ইমারত তৈরী শিখুক, [illegible] এক সপ্তাহ ভাঙ্গারকম কাপড় [illegible] এক সপ্তাহ মেথরের [illegible] একটি পয়সা বিনা খরচে পায়ে হেঁটে দেশের চারিদিকে হাট-ঘাট মাঠ-বিল বাজার-বন্দর-পল্লী ঘুরে দেখে আসুক। এই রকম করে ছেলেবেলায় শিক্ষা না হলে কি আর জীবন গঠন হয়? এই রকম করে শিক্ষা না পেলে কি আর ভবিষ্যতে স্বাধীন জীবন পরিচালনের ক্ষমতা জন্মে? ছাত্র-জীবনে এর শেষ চাই। কলেজী শিক্ষা দেশের ছেলেদের [illegible] করে ফেলেছে যে, বাংলার এই নরম মাটীতেও [illegible] হাঁটতে তাদের পায়ের তলায় ফোস্কা পড়ে।

মেয়েদের স্বাধীন জীবন পরিচালনের পথে স্কুল কলেজের শিক্ষার বর্ত্তমান ধারা কতখানি অনুকূল আর কতখানি প্রতিকূল তা অত্যন্ত ভাববার কথা। এর গৃহস্থালীতে মেয়েদের যতখানি স্বাধীনতা আছে ততখানি স্বাধীনতা মেয়েদের আর কোন অবস্থাতেই আসতে পারে না। আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েদের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কাজ, ধাত্রীর কাজ প্রভৃতি যে দু'একটি স্বাধীনজীবন পরিচালনের ব্যবস্থা দেখা যায়, দেশের আবশ্যকতার দিক দিয়ে তার একটা সার্থকতা আছে বটে, কিন্তু সমাজের প্রকৃত স্বাধীনজীবন পরিচালনের পথে অথবা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগের পথে সেটা মোটেই অনুকূল দাঁড়ায়নি। বিশেষতঃ বিবাহে চাকরী নিয়ে অভিভাবক [illegible] এই প্রকারের [illegible] স্বাধীনতার নামে উচ্চ [illegible]

মেয়েদের [illegible] যে শিক্ষা পাওয়া যেতে [illegible] সাধারণ গৃহস্থজীবন যাপনের [illegible] তাতে খুব বেশী [illegible] হয়ে [illegible] স্কুল ও কলেজের মেয়েরা মনে [illegible] পারে আর তারা করে খেতে [illegible] না। [illegible] মনে [illegible] যে রকম ফুলটির মত মেয়ে তাদের [illegible] [illegible] তাদের কেটে যাবে! ডেপুটীগিরীর নাম করতে তাদের লজ্জা করে, ধার জানা, টিচে [illegible] শুধু বলে মনে হয়। এই রকম করে বাংলার নারীর বৈশিষ্ট্যটুকু বর্ত্তমান শিক্ষার আওতায় পড়ে নষ্ট হতে চলেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতার নামে নারীজাতির মধ্যে পাশ্চাত্যের অনুকরণের একটা বিস্তার হয়ে শিক্ষিত নারীজীবনকে বিশেষহারা করে তুলছে। এখানে তার সত্যিকারের স্বাধীনতার পরিবর্তে পরানুকরণজনিত পরাধীনতার বোকাই বেড়ে উঠেছে।

মেয়েদের স্বাধীন জীবন পরিচালনের অনুকূলে বর্ত্তমানে যে সব শিক্ষার প্রচলন হয়েছে তার মধ্যে শিল্প শিক্ষাটাকে খুব কার্য্যকরী শিক্ষা বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে স্কুলের শিক্ষা আর আশ্রমের শিক্ষা উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। স্কুলের শিক্ষাটা হচ্ছে শিল্পের নিছক 'আর্টের' দিক দিয়ে; কারণ স্কুলের শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনে অর্থ উপার্জ্জন করতে হবে এর কল্পনাও [illegible] পায় নাই। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে অনেকগুলি শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য

অতি মহৎ, তা স্বীকার করতেই হবে। অসহায় বা দরিদ্র নারী ঘরে বসে শিল্প কর্মের উপার্জিত অর্থের সাহায্যে স্বাধীন জীবন যাপন করবেন—এইটাই এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়—গোড়াতেই গলদ। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণের অধিকাংশ শিল্প সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই। কাজেই মেয়েদের স্বাধীন জীবন যাপনের অনুকূল শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুই হচ্ছে না। তবে ভদ্রঘরের নারীদের সৌখীন জীবন যাপনের অনুকূলে তাঁদের মেয়ে গান বাজনা শেখান' হয়ে থাকে, কেমন একটুকু চিত্রবিদ্যা, একটুকু সেলাই, তার উপর এম্ব্রয়ডারী প্রভৃতি বিলাস-শিল্প শেখানর ব্যবস্থা সেব প্রতিষ্ঠানে বেশ আছে। এর দ্বারা ভবিষ্যতে অর্থোপার্জ্জন করে স্বাধীন জীবন পরিচালন হতে থাকুক, বরং অর্থ নষ্টের ব্যবস্থাই করা হয়। আর্ট হিসাবে এর উপযোগীতা কতটুকু, সে কথা এখানে আমার বক্তব্য নয়; স্বাধীন জীবন পরিচালনের উপযোগী অর্থকর বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের সাহায্য নেওয়াই আবশ্যক।

স্ত্রীলোকের স্বাধীন গতির সম্মুখে কখনো কখনো এমনই এক একটা বাধা এসে দাঁড়ায় যে, তাকে উল্লঙ্ঘন করে যাওয়া সত্য-সত্যই শুধু দুঃসাধ্য নয়, একেবারে অসাধ্য হয়ে পড়ে। তখন কি করতে হবে? সেখানেই কি পিছুতে হবে? তা নয়। সেখানে ঠিক মনোনীত পথে না হোক, বিভিন্ন পথের সন্ধান করে পথ গ'ড়ে নিতে হবে। লক্ষ্যকে ধ্যান করলে তাকে পাবার একটা পথ কোন-না-কোন ভাবে জুটবেই—এটা চির সত্য। তাই লক্ষ্যের পথে কোন ভাবনা নাই।

মানুষের জীবনে আশানুরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভোগ অনেক সময় তার অনিষ্টের কারণ হয়। একঘেয়ে সুখের জীবনে সত্য সত্য জীবনের স্বাদ অতি কমই পাওয়া যায়। বড়মানুষের ছেলেরা অনেক সময় এই অবস্থার মধ্যে পড়েন। প্রথম জীবনটা কিছু সুখে কাটে বটে, কিন্তু পরিণামটা তাঁদের যে কষ্টকর হয়—এ দৃষ্টান্ত সব জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। যত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ জীবনে ঘটে, পরাধীনতার বাঁধন ততই দৃঢ় হয়। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দৈনন্দিন কাজগুলি সবই দাসদাসীতে ক'রে দেবে, স্বাধীন জীবন পরিচালনের পক্ষে এও একটা মস্ত বড় বাধা। জীবন পরিচালনের গতিবিধি অতি সহজ করে নেওয়া চাই। ধনীর ছেলেদের মনে রাখা উচিত, পৈত্রিক ধনসম্পত্তি আছে, থাকুক, আমাকে নিজে উপার্জ্জন করে সংসার চালাতে হবে। ছেলেবেলা থেকে এই চিন্তা নিয়ে এই অনুকূলেই তাকে মানুষ হয়ে গ'ড়ে উঠ্‌তে হবে।

আমাদের স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়েছে শুধু ইংরাজের হাতে নয়, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি, আমাদের পূজা-পার্ব্বণ, আমাদের আহার-বিহার পোষাক-পরিচ্ছদ—এ সকলের মধ্যেও আমরা অনেকখানি স্বাধীনতা হারিয়ে বসেছি। সেগুলি আমাদের দুর্ব্বলতারই সাক্ষ্য দেয়। দেবপূজার মন্ত্র নিজে পাঠ করতে গেলে সমাজ বলবে, তা হবে না, ব্রাহ্মণ চাই। কন্যা একটু বয়স্থা করে বিয়ে দিতে গেলে সমাজের ভয়। নিজের জমী চাষ করতে গেলে, সমাজে বাধা দেয়। নিজের জিনিসটি নিজে কাজে বার করতে গেলে লোকের টীকাটিপ্পনীর ভয়। এই রকম, চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ীতে চ'ড়তে নিন্দা, খালি পায়ে একটু পথ চলতে নিন্দা, ফেরী করলে নিন্দা, এই প্রকার চারিদিকের কথা নিন্দার ভয়ে আমাদের মনের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলি।

আজকাল যা কিছু একটু স্বাধীন জীবন পরিচালনের আভাষ পাওয়া যায় অবনত শ্রেণীর মধ্যে। সমাজের উচ্চ শ্রেণী তাদের যে অতি হেয় জ্ঞান করে নানা রকমে মনুষ্যত্বের দাবী থেকে তাদের যে বঞ্চিত রাখতে চেষ্টা করে,—এটা তারা সহ্য করতে না পেরে উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করে দিয়েছে। নমঃশূদ্র সমাজের একটি ছেলেকে একলা পেয়ে কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর প্রবীণ লোক প্রশ্ন ক'রলেন—'আচ্ছা বাপু, তোমরা যে আমাদের কোন তোয়াক্কা না রেখে নিজেরাই উন্নত হতে চলেছ, আমাদের ওপর খুব অবাধ্যতা দেখাচ্ছ, এটা কি তোমাদের ঠিক হ'চ্ছে? তোমরা জান যে, উন্নত হতে হলে তোমাদিগকে আগে লেখাপড়া শিখতে হবে, আর লেখা পড়া শিখতে হলে আমাদের এই বামুন কায়েতদের কাছেই শিখতে হবে।' ছেলেটি এর উত্তর করল—'তা জানি, এতে আর ভাবনা কি? আপনারা ত আমাদের দিয়ে

জমীর কাজ করিয়ে থাকেন, ঘরবাড়ী তৈরী করিয়ে থাকেন, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেয়ে এ সব আমরা করে দিয়ে থাকি। আমরাও সেইরূপ পারিশ্রমিক দিয়ে আপনাদের লোক এনে লেখাপড়া শিখে নেব—এতে আর বাধ্যতা অবাধ্যতার কথা উঠে কিসে?' দেখা গেল অবনতশ্রেণীর বালকও স্বাধীনতার দ্বারা কিছু বুঝেছে।

মনটি যদি স্বাধীন থাকে তবে জেলের ভিতর আটক থাকলেও সেখানেও আমার স্বাধীনতার ক্ষেত্র আছে। জেলের ভিতরে শরীরের যতই কষ্টভোগ হ'ক না কেন, মন স্বাধীন চিন্তার আনন্দ নিয়ে কাটাবে, কে তাকে বাধা দেবে? আর সেই ত সত্যিকারের স্বাধীনতা। মনের স্বাধীনতার শক্তি যেখানে যত বেশী, ইচ্ছানুযায়ী কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদন সেখানে তত সহজ। বুদ্ধদেব পারের জন্য নদীর ঘাটে উপস্থিত, পাটনী বলল—'মূল্য না দিলে পার হ'তে দেওয়া হবে না।' বুদ্ধ তাকে বললেন—'যারা উড়ে যেতে জানে তাদের কাছে তুমি মূল্য আদায় কর কি?' তিনি এমনই মনের জোরে কথাটি বললেন যে পাটনী বুঝল তিনি ঊর্দ্ধপথে চলবারই মত শক্তিশালী মানুষ, পাটনীর অমন তাঁকে পার হতে আপত্তি করবার শক্তি রইল না।

বধ্যভূমিতে বুদ্ধের প্রতি আদেশ হ'ল—তুমি যে নিজেকে চিরদিনের রাজা বলছ, তোমার এই মতটি প্রত্যাখ্যান কর, তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে।' তাঁকে অসংখ্য বেত্রাঘাত করা হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি তাঁর মনের স্বাধীনতা এক বিন্দুও হারান নি। তাঁর সত্য নিয়েই তিনি মুখে প্রাণ দিবার জন্য আত্মসমর্পণ করলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গিয়েছিলেন নিমন্ত্রণ খেতে কোন বড়লোকের বাড়ীতে—সঙ্গে তাঁর এক ভক্ত। বাড়ীর কর্ত্তারা সমাগত বড়লোকদের তত্ত্বাবধানেই ব্যস্ত, ফকীর বৈষ্ণবের মত পরমহংসদেবের প্রতি তাদের নজরই পড়ছিল না। দীর্ঘসময়ের পর পরমহংসদেবের খুব খিদে পেয়েছে, তাই তিনি বাড়ীর কর্ত্তাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'ওগো তোমরা আমাদের দুটো খেতে দেবার ব্যবস্থা এইবার কর।' সঙ্গের ভক্তটি বললেন, 'চলুন ফিরে যাওয়া যাক, এমন করে ভিক্ষে মাগার মত দুটো চেয়ে খেয়ে আর কাজ নেই।' পরমহংসদেব বললেন, 'গৃহস্থের বাড়ী খেতে এসে কি ফিরে যেতে আছে? তাতে যে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।' মহতের মনের কি সুন্দর সরল স্বচ্ছন্দ অবস্থা। পরের বাড়ীতে খেতে এসে এতটুকু লাঞ্ছনা, মহতের প্রাণে কিন্তু একটুকু বাধাও লাগছে না। দীনতার মধ্যেও স্বাধীন প্রাণের কি সুন্দর প্রকাশ।

শেষ কথা এই, ভগবানে নির্ভরশীল ব্যক্তির শক্তি অসীম, তাঁর কাছে কোনরূপ পরাধীনতা স্থান পায় না। তাঁর মনের বল সকল রকম পরাধীনতাকে অতিক্রম করে সত্যের পথে চলতে থাকে।

কছুন্দির ফকির

শ্রীমতী সুশীলা নন্দী।

শরতের জ্যোৎস্না দেখিলেই আমার অনেকদিন আগেকার একটি ক্ষুদ্র ভ্রমণের কথা মনে পড়ে। তখন আমার বয়স আঠার বৎসর। ১৩১৮ সালে বিজয়ার দিন স্বামী কর্ম্মস্থল হইতে আসিয়া প্রথমেই আমাকে বলিলেন, আমাদের তো ফকিরের বাড়ী যাবার কথা ছিল, এইবার চল যাই না কেন। ফকিরের লক্ষ্মী-পূর্ণিমায় মেলা দেখা হবে। নৌকা ঠিক করে রেখে এসেছি, গোপালগঞ্জের ঘাটে; নিজেদেরই নৌকা—নিজেদেরই লোক, কয়েকটি দিন চল ফরিদপুরের বিল অঞ্চলে ভ্রমণ করে আসা যাক।

একটু গোড়ার কথা বলি। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত

কছুন্দি গ্রামের বিখ্যাত ফকিরের নাম প্রায় সব মেয়েরা পরিজ্ঞাত। লোকে তাঁহাকে ঐশীশক্তি সম্পন্ন মানুষ বলিয়া জানিত। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্রই তাঁহার গতি বিধি ছিল, সর্ব্বত্রই তাঁহার শিষ্য ছিল। যত রকম আপদ বিপদ হইতে তিনি মানুষকে রক্ষা করিতে পারেন—এই বিশ্বাস লইয়া অনেকে তাঁহার শরণাপন্ন হইত। যাহারা ফল পাইত তাহারাই ফকিরের শিষ্য।

আমার মা ছিলেন ফকিরের এই প্রকার একজন শিষ্যা। মায়ের একে একে সবগুলি সন্তান মারা যায়, ঐ সময় কছুন্দির ফকির আমাদের দেশে আসিলে প্রতিবেশীদের অনুরোধে মা ফকিরের নিকট গিয়া সব কথা জানাইলেন। জানি না, ভগবানের কেমন খেলা, তাহার পর আমার দাদা ও আমি জন্মিয়া বাঁচিয়া আছি। তারপর আমার বাল্যকালে ফকির একবার আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন; তখন তিনি আমাকে দেখাইয়া আমার মাকে বলিয়া যান, বেশ নাত্‌নীটি হয়েছে আমার; এর বিয়ে হ'লে নাত্‌জামাই ও নাত্‌নীকে একবার আমার বাড়ী পাঠিয়ে দিস্।

তাই আমার বিবাহ হইবার পর মা আমাদের অনেকবার বলিতেন, একবার ফকিরের বাড়ী গিয়া দেখা করিয়া আসিতে। আমি এ কথা দুই একবার স্বামীকে জানাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন।

এবার স্বামীর মুখে ফকিরের বাড়ী যাওয়ার প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দ হইল—একটু লজ্জাও যে না হইল তাহা নহে, কারণ স্বামীর সঙ্গে এই-ই প্রথম বিদেশ যাত্রা।

যশোহর জেলায় নবগঙ্গা নদীতীরে বাটাজোড় গ্রামে আমাদের এই বাড়ী। আমরা সকাল আটটায় ষ্টীমারে চড়িয়া সন্ধ্যায় খুলনায় গিয়া রাত্রিবাস করিলাম। পর দিন খুলনা হইতে ষ্টীমারে ভাসিয়া ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জে পৌঁছিলাম। এখানেই আমাদের মাঝিসহ নৌকা প্রস্তুত ছিল। ছোট নৌকাখানি—আমাদের মাঝীটিও ছেলেমানুষ। কিন্তু সুবিশাল ভীষণমূর্ত্তি মধুমতী নদী দেখিয়া ভয় হইতেছিল। বড় বড় ঢেউএর উপর দিয়া দুলিতে দুলিতে নৌকাখানি চলিল—সত্যই ভয়ের সীমা নাই,—ভরসা এই যে, স্বামীর সঙ্গে চলিয়াছি।

নদীর দুই বাঁক গিয়াই আমরা একটি খালের মধ্যে পড়িলাম। এখান হইতে ষ্টীমার কোম্পানীর কাটা খাল মাদারীপুরের পথে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। খালের ভিতর খানিকটা পথ চলিতে চলিতে নৌকার উপরে আমাদের রান্না হইল। মধুমতীর টাইকা মাছ ছিল, বলিতেও লজ্জা করে, স্বামী রাঁধিলেন, তাঁর নূতন হাতের রান্না পাওয়া গেল। চারিদিকের দেখা শুনার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত সবই নূতন লাগিতেছিল। একটু পরেই আমরা বিল অঞ্চলে গিয়া পড়িলাম। প্রথমে ধানের ক্ষেত, তারপর দুই-একটি পদ্মের গাছ, দুই-একটি মৃণাল, তাহার পর ক্রমেই ঘন পদ্মের বন—সে কী অপূর্ব্ব শোভা! মাঝী 'লগি' বাহিয়া চলিতেছিল; ক্রমে গভীর জল,—মৃদুমন্দ বাতাস পাইয়া মাঝী পাল তুলিয়া দিল সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে থৈ থৈ জল, মাঝে মাঝে আমন ধানের ক্ষেত আর পদ্মের বন। চারিদিকের নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

সূর্য্য অস্ত গেল। মুক্ত নীলাকাশের রঙ্গিল মেঘের নানা রকম প্রতিচ্ছায়া নির্ম্মল জলের উপর ফুটিয়া উঠিল। আমাদের নৌকাখানি সেই মেঘের প্রতিবিম্ব ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া চলিতেছিল। বার বার আমাদের ঐ গানটিই মনে পড়িতেছিল—"আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।"

এদিন লক্ষ্মী-পূর্ণিমা। কাজেই সন্ধ্যা হইতেই পূর্ণ চন্দ্র আকাশে উঠিলেন। শরৎ-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পদ্ম বনের উপর পড়িল। অদূরের পল্লীগুলিতে লক্ষ্মীপূজার শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। এদিন বাঙ্গলার বুকের শোভা যা দেখিলাম, যে আনন্দ উপভোগ করিলাম—শত মুখেও তাহার বর্ণনা করিয়া ফুরায় না। সত্যই জীবনে স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছিলাম। নৌকা কখন কখন পদ্মবনের ভিতর দিয়া চলিতেছিল। পদ্মফুল গুলি নৌকার পাটাতে দুই ধারে বাঁকিয়া বাঁকিয়া পড়িতেছিল। আমরা বড় বড় ফুল অনেক তুলিলাম, নৌকার ছইএর ভিতর গুঁজিয়া গুঁজিয়া ফুলের চাঁদোয়া তৈয়ারী করা হইল। ফুল লইয়া কত খেলাই যে হইল! আমার ঘরের লক্ষ্মীপূজাটি এবার করা হইল না সেই কথা বড় মনে পড়িতে

ছিল। তাহাদের একটি মাত্র বড় নৌকার যে দুটি দেখিলাম তাহাতে মনে হইল আমরা প্রকৃতির নদী মূর্ত্তিরই পূজা করিলাম।

রাত্রে পদ্মার ধারে নৌকা বাঁধিয়া রাখা হইল। পরদিন সমস্ত দিনটাই সেই দিন—সেই সকাল, মাঝে উচ্চ চরটিতে কৃষক-পল্লী, এইসব দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার সময় কছুরির ফকিরের ঘাটে নৌকা বাঁধা হইল।

চারিদিকে বিলের জল তাহার উপর মাইলখানেক দীর্ঘ বাঁধা প্রবেশ। ফকিরের বাড়ীটি বড়। প্রায় ষাট বিঘা জমী লইয়া একটি দ্বীপের উপর। পদ্মাপূর্ণিমায় ফকিরের বাড়ী মেলা বসিয়াছে, সেই মেলাতল হইতে শিল্পীর নৌকার জিনিষপত্র বোঝাই করিয়া ফকিরের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিক নৌকায় নৌকায় ভরপুর। ফকিরের বাড়ীতে অনেকগুলি ছোট ছোট খড়ের ঘর, সেই বিদেশের যাত্রিদের থাকিবার জন্য। হিন্দু মুসলমান অনেক গিয়া তাহার। হিন্দুদের জন্য পৃথক ভাবে করা বাড়ী, মুসলমানের জন্য তা অপেক্ষা বড় সতন্ত্র ঘর একটি। হিন্দুদের আহারের সুন্দর ব্যবস্থা, রাধা দিবার লোক অনেকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া রাধা করেন, সমস্ত হিন্দুই সেই রান্নার ঘরে খায়।

পরদিন সকালে ফকিরের সহিত দেখা করিতে গেলাম। দেখিলাম, অগণন লোক [illegible] বসিয়া আছে। একজন প্রধান শিষ্য আমাদের পরিচয় লইয়া ফকিরের কাছে সংবাদ দিল—

আমাদের ডাক হইল। বাহিরে আসিয়াছি, তখনি দেখা করি নাই এবং তাঁহার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ফকিরের বয়স পাঁচ বছর হইবে। স্নিগ্ধ শক্তি, প্রখর শক্তি মিলিয়া আসিয়াছে। পরীক্ষকের আহার বুকের বুকের সে ভিতরকার আলোর তাকই আসিয়াছিল। আমাদের ফকিরের সহিত বিশেষ কিছু কথা ছিল না, কেবল দেখা করিতেই আসিয়াছি। ফকির বলিলেন, যদি এসেছ, দিন-পনেরো আমার এখানে থেকে যাও।

আমাদের থাকার সুযোগ হইবে না জানান হইল। তিনটি দিন থাকিতে পারিব জানাইলাম। আমাকে বাড়ীর ভিতর দিয়া মেয়েমহল সব দেখিয়া শুনিয়া আসিতে বলিলেন, এবং লোক নিযুক্ত করিয়া আমাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমি 'হিন্দুমহলের বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখিলাম, অনেক ঝি বউ আসিয়াছে। শারীরিক মানসিক আধিব্যাধি দূর করণের প্রার্থী হইয়া কেহ কেহ এই উৎসবের পনেরো দিন পূর্ব্ব হইতে আসিয়া বাস করিতেছে, তাহাদের ছেলেমেয়েরাও সারা বাড়ী লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। কেহই বসিয়া নাই, অনেকে রন্ধনের সাহায্য করিতেছে, অনেকে শুশ্রূষাকারী করিতেছে। নানা দেশের মেয়েরা মিলিয়া যেন একটি আনন্দের মেলা গড়িয়া তুলিয়াছে। বাস্তবিকই সেখানে আমার কয়েক দিন থাকিতেই ইচ্ছা করিতেছিল।

আহারাদির বিলম্বকালে চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম, ফকিরের মুসলমান মহলে "মেয়া আল্লা" ধ্বনি হইতেছে, হিন্দুমহলে [illegible] হইতেছে। বৎসরে দুইবার করিয়া ফকিরের বাড়ীতে এইরূপ মেলা হইয়া থাকে। এই পদ্মাপূর্ণিমায় একবার এবং মাঘী পূর্ণিমায় আর একবার। [illegible] পদ্মাপূর্ণিমার মেলাই বড়, কারণ দূর দেশ হইতে লোকজন এসময় নৌকায় আসিতে পারে। [illegible] গ্রামের চারিদিকে যে জল থাকে না, শুষ্ক হইয়া যায়—সে সময় মাত্র পাঁচ ছোশ দূরবর্ত্তী স্থানের শিষ্যগণ আসিয়া উৎসব করিয়া যায়। ফকিরের এখানে অনেকেই আসে এবং যে কয়দিন থাকিয়া যায়, তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত ফকিরের বাড়ী হইতেই হয়। শিষ্যের সেবা করিতে আসিয়া আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী কিছু কিছু জিনিষপত্র লইয়া আইসে। ফকিরের অনেক জমীজমা ওয়ালা শিষ্য আছে, তাহারা নৌকা ভরিয়া ধান, চাউল, ডাইল, ডাল প্রভৃতি আনিয়া দিয়া যায়। একটু আগেই দেখিলাম তিনখানি নৌকা বোঝাই করিয়া মানকচু, সুপারী, লঙ্কা মরিচ প্রভৃতি কোন শিষ্য পাঠাইয়া দিয়াছে। ফকিরের নিজের ব্যয় ফকিরের মতই গরীবয়ানা বটে, কিন্তু অতিথির জন্য যেরূপ আহারাদির ব্যয়, তাহা রাজা-রাজড়ার মত।

পরে আমরা ফকিরের নিকট গিয়া শিষ্যের [illegible] ফকিরের [illegible] ও ব্যবহারাদি দেখিলাম। দেখিলাম

হিন্দুমুসলমান সকল স্ত্রীপুরুষের উপরই তাহার সমানের মত ব্যবহার। কেহ নিজের দুরবস্থার বিবরণ ফকিরকে জানাইলে তিনি নতমুখ হইয়া গভীর চিন্তা করেন, তাহার পর কোন একটা ব্যবস্থা বলিয়া দেন। ফকির কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেন না; কোন বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালনের ব্যবস্থা করেন মাত্র। ফকিরের শিষ্যদের প্রতি একটি সাধারণ আদেশ ছিল—তামাক খাওয়া বা তামাক জাতীয় কোন কিছু ব্যবহার করা একেবারে নিষেধ। পান খাইতে নিষেধ ছিল না কিন্তু পানে চুণ খাওয়া নিষেধ ছিল, এটা বোধ হয় পানের ব্যবহার কমাইবার প্রকারান্তরে ব্যবস্থা। রবিবার বৃহস্পতিবারে মাছ খাওয়া নিষেধ।

দেখিলাম একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বেদনা রোগের জন্য তাঁহার নিকটে আসিয়া জানাইল; ফকির শুধু এইমাত্র তাহাকে হুকুম করিলেন—যা, এখন থেকে পুত্রবধূর মনে কোন বেদনা দিবি না, তোর বেদনা সেরে যাবে।

একটি বউকে তার কোন ঘাপ্য রোগ শান্তির জন্য উপদেশ দিলেন—শ্বশুরের তোলা জল কখনো পায়ে দিবি না; তোর রোগ সেরে যাবে।

স্বামীকে বলিলেন, আমার ঐ নিমগাছ তলা থেকে সোটাকতক পাতা তুলে নিয়ে যা, কষচে পুরে কালো সুতো দিয়ে হাতে বাঁধ্‌বি।

কোন স্ত্রীলোককে বলিলেন, মাথার চুলগুলো কেটে ফেলগে, তোর সব আপদ কেটে যাবে। শোনা যায় এই রকম যাহার উপর যাহা ব্যবস্থা করিতেন তাহাতেই সে উপকার পাইত।

শিষ্যদের আহারের ব্যবস্থা অতি মোটামুটি রকমের, চাউল, ডাউল, তরকারী, তৈল, লঙ্কা, লবণ, তেঁতুল এই পর্য্যন্ত মাত্র। এক জায়গায় দেখিলাম জলের পাড়ে নির্জ্জন স্থানে প্রচুর পরিমাণে মৃণাল-ডগা আটিবাঁধা জলে ডুবান রহিয়াছে। বুঝিলাম, এগুলি শিষ্যদের পোরাকীর জন্য তরকারী করা হইবে।

ফকিরের নিকটে আসিতে কিছু না কিছু জিনিস লইয়া আসিতে হয়, আসিবার সময় আমাদের সে কথা স্মরণ হয় নাই। বিলের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্থানীয় লোকদের নিকট বিষয়টি জানিয়া আমরা কলার আটি আঁক পথে কিনিতে পাইয়া তাহাই আনিয়া ফকিরকে দিয়াছিলাম। জিনিসটি সামান্য হইলেও উহা পাইয়া ফকির শিষ্যদের প্রতি আদেশ দিলেন, এগুলো বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাও এবং একটি করে পাত ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে দাও গিয়ে। তাহাই করা হইল।

দেখিলাম একটি কাঁসারিতলের দোকানদার বাসন বিক্রী করিতে আসিয়াছে। ফকিরের দেহের পাঁচ বৎসরের ছেলেটি একটি গেলাস লইতে ইচ্ছা করিলে একটি শিষ্য সেই গেলাসটি সমাগত শিষ্যবেষ্টিত ফকিরের নিকট উপস্থিত করিয়া বলিল, আপনার নাতি এটি নিতে চেয়েছে, কিনতে হবে। ফকির শিষ্যদের পানে তাকাইয়া বলিলেন, আমার এই বাছারাই খেতে পায় না, আমি গেলাস কিনব কোথা থেকে। গেলাস ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

ফকিরের উপাসনা করা দেখিলাম—বড় চমৎকার। সব শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া ঊর্দ্ধ পানে তাকাইয়া সজলনেত্রে প্রার্থনা করিলেন, ইয়া (হে) আল্লা, আমার এই লোক-গুলিকে তুই দেখিস্—এরা বিপদে পড়ে আমার কাছে এসেছে—এদের জন্য যা করবার তুই করিস্—এরা যেন দুটো খেতে পায়, তুই দেখিস্। এই রকম করিয়া প্রত্যহ তিনবার হিন্দুমুসলমান শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ইহা ভিন্ন নমাজের ওক্ত (সময়) হইলে মুসলমান শিষ্যদের লইয়া নিয়মিত নমাজ করিতেন। নমাজের সময় হিন্দু শিষ্যরা নিয়ন্ত্রিত স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিত। তাহারাও তখন মনে মনে আপনাপন ইষ্টদেবতার স্মরণ করিত। ঐরূপ করিতে ফকিরের আদেশ ছিল। সহস্র দরিদ্র মুসলমান শিষ্য লইয়া যখন এইরূপ নমাজ করিতেন তখন সেই দৃশ্য দেখিয়া বাস্তবিক আমাদের মনে ভক্তির উদয় হইত। ফকিরের রাজনীতি এবং শিষ্যদের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া আমার স্বামী বলিলেন, আমি ফকিরকে দেখতে আসি নি, তোমাকে নিয়ে একটু বেড়াবার ইচ্ছা ছিল, তাই এসেছিলাম; কিন্তু ফকিরকে দেখেও তৃপ্ত হলাম।

তিনটি দিবারাত্রি আমরা এই হিন্দুমুসলমান জন কোলাহলের মধ্যে কাটাইয়া ফকিরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ফিরিলাম। আবার সেই ধানের ক্ষেত, পদ্মের বন,

একটা ঘাটে ... ছোট ... নিকট (খানকদ) ... ইহার অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পট ছবি ... করিবামাত্র নৌকা তুলিয়া লইলাম। নৌকা-খানিতে আমাদের আরও কয়েক জন লোক ছিল। তাহারা বলিতেছিল যে আমরা ইহার পরের ঘাটে খুলনার দিকে না গিয়া এই নৌকা-খানিতেই দেশে ফেরা মনোনীত করিলাম।

পরদিন মধুমতী নদীতীরে ভাঙ্গাইল নামে বেশ বড় বাজারের ঘাটে আমাদের নৌকা রাখিয়া নদীর উত্তম ইলিশমাছ কিনিয়া রন্ধন ও আহারাদি সম্পন্ন করিলাম। তিনটি দিন পাল পাই নাই কারণ ফকিরের শিষ্যদের চুরি যাওয়া নিষেধ। আমি ঐ তিনটি দিন হজ্জ করিয়াই ফকিরের শিষ্যের রীতি অনুসরণ করিয়াছিলাম। ... কারণ ... যোগানীয় দ্রব্যেরও ... স্থানের অভাবে। নৌকার ... যে নাই। আমার ... ঈদিও গোপনে, কিন্তু ... প্রয়োজন হইবে, ... ধরিয়া লইয়া ... আসিলে দেখিলাম ... ফকিরের অজ্ঞাতে ... আমাদের অতিরিক্ত ক্রটি হয় তাহার যে বর্ণনা করিয়াছিলাম, ... করিয়াছিলেন, সে কথা উল্লেখ করিয়া ... আমাকে উপহাস করিয়া থাকেন।

... নৌকাখানেই নদীর বাটীর দিকে হাঁটা ... হাঁটিয়া আসিতে আসিতে সাতটী দিন গিয়াছিল। পথে পথের কষ্ট আর কষ্ট নাই কিন্তু বর্ষার জ্যোৎস্নায় নৌকায় ... এই দুই দিন আমরা অনেক উপভোগ করিয়াছিলাম। জীবনে এমন ... দিন ... ভাগ্যে অতি অল্পই ঘটে।

ফকিরের শিষ্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই মুসলমান ... হিন্দু শিষ্যও কম ছিল না। আবার হিন্দুমুসলমান ... শিষ্যই ... কৃষক শ্রেণীর, তদ্ব্যতীত জমিদার ... উকীল, আফিসের কর্ম্মচারী প্রভৃতি শিষ্যও অনেক ...।

ফকির কাহারো কাছে ... প্রার্থনা করিতেন না। ... কেহ ... দিতে আসিলে তিনি সমাগত ... সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন। সারা বৎসর ফকিরের বাড়ী এক পক্ষের উপর অতিথি হইত; ইহাদের আহারের ব্যয়ের জন্য তাঁহাকে কোন ভাবনা ভাবিতে হইত না। সত্যই যেন তাঁহার ঐশ্বরিক ক্ষমতার গুণে কোথা হইতে আসিয়া জুটিত। ফকিরের আহ্বানের ... মাসই শিষ্য সেবক আসিত যাইত। ফকিরকে আমরা ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানী বলিয়া মানিতাম। বাস্তবিকই তাঁহার ... দূরদর্শিতা, এবং প্রত্যেক বিষয়ে প্রতি যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা না করিয়া পারি নাই। বহু লোক ফকিরের আদেশ পালন করিয়া ... মুক্ত হইয়াছে, বহু লোক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ... বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছে। এরূপ ফল ... বলিয়াই তাঁহার এত শিষ্য।

... শিষ্যের প্রতি তিনি ... ব্যবহার ... তাহাদের গালি দিয়া তাড়াইয়া দিতেন, ... কাহাকেও বা বেত্রাঘাত করিতেন। এই সব সত্ত্ব করিয়াও যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হইত তাহাদিগের প্রতি ... তিনি বড়ই বাৎসল্য ভাব দেখাইতেন। এইরূপ শোনা যায়, যাহার ... তিনি সদয় হইতেন তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

ফকিরের বড় ছেলের মৃত্যুর সম্বন্ধে একটি দুঃখের খবর শুনিয়াছি। বড় ছেলের খুব ঘোড়ায় চড়ার ... ছিল। একদিন বৈশাখ মাসে ছেলেটি বেড়াইবার জন্য ঘোড়া সাজাইয়াছে, ফকির বলিলেন, কালবোশেখীর দিন, একখানা মেঘ আসছে, তুই আজ বেড়াতে যাস্‌নে। ছেলে কিন্তু ঘোড়া লইয়া গোপনে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু দূর যাইতেই ঝড় আসিল, ঘোড়া দৌড়িয়া একটি গাছের নিচে দিয়া যাইতেই গাছের ডালে ফকিরপুত্র আঘাত পাইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, আর সেই খানেই মারা গেল। ফকিরের কাছে সংবাদ গেলে, তিনি বলিলেন, আমি ওকে নিষেধ করেছিলাম, না মেনে চলে গেল, আর কি হবে! তাকে কবর দেওয়ার আদেশ করিলেন, কিন্তু নিজের কোন দুঃখ প্রকাশ করিলেন না।

কোন ধনী শিষ্য ফকিরের বাড়ীতে একটি বড় রঙ্গ

পাকা ইমারত করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, আমি কোটাবাড়ী কি করব? তা হলে তো লোকে আমাকে আর ফকির বলবে না, ধনী বলবে। আমি কোটা বাড়ী চাইনে।

শোনা গিয়াছে একদিন ফকিরের বহু শিষ্য বাহিরে খাইতে বসিয়াছিল, এমন সময় হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখা দিল। বিপদ গণিয়া তিনি ঊর্দ্ধের দিকে চাহিয়া "আল্লা আল্লা" করিতে লাগিলেন। তাহার পর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আসিল। তিনি আরও জোরে আরও ভক্তির সঙ্গে আল্লাকে ডাকিতে লাগিলেন। ফকির দেখিলেন বড় বিপদ; বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িতেই তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, বউ, তুমি একবার বাহিরে এসে দাঁড়াও দেখি। বউ ঘর হইতে নামিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া তিনবার সেলাম করিয়া ভোজনকারীদের মধ্যে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিবার সেলাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইল, বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। সকলের খাওয়া হইয়া গেলে বউ ঘরে গেলেন, আর তখনই বৃষ্টি নামিয়া পড়িল।

এইরূপ এই ফকিরের সম্বন্ধে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অনেক জনশ্রুতি আছে। ফকিরের স্ত্রী অতি শান্ত ধীর প্রকৃতির সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁহার ছিলের ছেলে মেয়ের প্রতি খুব বেশী টান ছিল না কিন্তু শিষ্য শিষ্যাদের প্রতি সন্তানের মত টান বাখিতেন।

ফকিরের পূর্ব্বনাম ছিল পরেশ উহাকরির পরে তিনি 'কছুন্দির ফকির' নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৩২০ সিনে তাঁহার এক বৎসর অগ্রপশ্চাৎ ফকির দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রীর উপর সমস্ত কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া যান।

যশোহর ও ফরিদপুর জেলার সীমান্তে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভূষণা মহাম্মদপুরের নিকট সাতৈল নামক স্থানে একটি বহু প্রাচীন মসজিদ আছে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন সংক্রান্তিতে কছুন্দির ফকির এই মসজিদে আসিয়া তিন দিন নমাজ পড়িয়া যাইতেন। এই উপলক্ষে এখানে একটি সপ্তদিবস ব্যাপী বিরাট মেলা বসিত।

অদ্যাবধি ফাল্গুন সংক্রান্তিতে সেই মসজিদে ফকিরের বহু শিষ্য সমবেত হইয়া নমাজ করিয়া থাকে। এবং ফকিরের সেই মেলা এখনও প্রতি বৎসর সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই ফকিরের কার্য্যবিধি দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ঐশী শক্তিসম্পন্ন বিশেষ পুরুষ বলিয়া মানিয়া লইবার শক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলিয়া বুঝিয়াছিলাম। হিন্দু-মুসলমান মেলে এরূপ বিরাট সম্মিলন, হিন্দুমুসলমানে পরস্পর এরূপ ভাব ভাব দেখিয়া আমরা আনন্দে মগ্ন হইয়াছিলাম এবং মনে মনে ফকিরকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়াছিলাম।

নানাকথা

বিবেকানন্দ নারী-কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান—

নারীর বিপন্ন লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশা বাংলার সমাজকে দিন দিন অধিকতর কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে। কত নারী অনাথা হইয়া বিপদে পড়িতেছে, কত নারী স্বজনের কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইয়া গৃহ হারা হইতেছে, কত কুমারী কন্যা অভিভাবক শূন্য হইয়া পতিতাদের হস্তগত হইতেছে, কে ইহাদের খবর রাখে? এই ভাবে ভবিষ্যতের জন্য যাহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত বালিকা ও যুবতীদের জন্য কতিপয় উদারহৃদয় মহোদয়ের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়া বৎসরাধিক কাল চলিয়া আসিতেছে। এখানে অনাথা বালিকাদিগকে লেখাপড়া, সেলাই প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার বিবরণ মাতৃমন্দির এবং অন্যান্য প্রধান পত্রিকা সমূহে ইতি পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

অনেকেই অবগত আছেন বাঙ্গলার নেত্রে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া কলিকাতা নবদ্বীপ কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে বালালগণের হাতে পড়িয়া পঞ্জাব প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে বিক্রীত হইয়া দাসী বা রক্ষিতার ন্যায় ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে। তাহাদের দুর্দশা বুঝিবার লোক নাই। এই দুরবস্থা দূরীকরণার্থে বাঙ্গালীর নিজস্ব কোন প্রতিষ্ঠান এ পর্য্যন্ত গঠিত হয় নাই; এই বিবেকানন্দ নারী কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানই বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। অসহায় কন্যাগণের কোথাও থাকিবার উপযুক্ত স্থান না থাকিলে তাহাকে গ্রহণ করা হয় এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সৎ জীবন যাপন করিতে পারে তাহার বিধান করা হয়।

ইহার কার্য্য ভার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার করিতে পারা যাইতেছে না। ইহা বর্ত্তমানে স্বামী বিবেকানন্দের ভবনের নিকট অবস্থিত। অনেকগুলি বড় একটী বাড়ীর একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি বাঙ্গলার গভর্ণর মহোদয়ের নিকট ঐ সম্বন্ধে প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি যাহা পাঠাইবেন তাহা সম্পাদকের নিকট [illegible]। [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] করিতেছেন।

ছাত্রীর কৃতিত্ব—

কুমারী মৃণালবালা [illegible] বর্ষের ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ পরীক্ষায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বৃত্তিতে ভর্ত্তি হইয়া গবেষণা কার্য্য করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই বিদুষী ছাত্রী উত্তরীয় স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীনাথ দাশ গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা। কুমারী মৃণালবালা পাণ্ডিত্য শক্তিতে দেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করুন—ইহাই আমাদের কামনা।

বালিকাদের বিবাহের বয়স—

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা পরিষদে সর্দার বিবাহ বিল অর্থাৎ বালিকাদের ১৪ বৎসর বয়সের কম বিবাহ হইতে পারিবেনা বলিয়া প্রস্তাব পাস হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাত্রী হিন্দু সাধারণ অনেকেই এই বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন, তাঁহার মতে ১৪ বৎসর বয়সের কম বয়স্কাদের বিবাহ হওয়া উচিত নয়। আমাদের দেশে হয় এদেশে বিধবা-বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয় যখন প্রচলিত নাই তখন কন্যা পরিণত বয়সের করিয়াই বিবাহ দেওয়া উচিত—তার পর [illegible] বিধি [illegible] আলোচনা [illegible] সমাজের হাতে [illegible] করিলেই বেশের [illegible] করিতে।

[illegible] বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলন—

[illegible] প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে নারীদের [illegible] রাজনৈতিক ব্যাপারে পুরুষের সমান [illegible] অধিকার থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। [illegible] হিন্দু জাতিকে শক্তিশালী [illegible] গঠিত [illegible] করিবার প্রস্তাব গৃহীত [illegible] কার্য্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

কাশীরাম দাসের স্মৃতিরক্ষা—

কাশীরাম দাস বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন মহাকবি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার সুললিত ছন্দে রচিত 'মহাভারত' বঙ্গের গৃহে গৃহে নিত্য পঠিত হইতেছে। তাঁহার জন্মস্থান বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীনস্থ সিঙ্গি নামক গ্রামে সম্প্রতি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য আয়োজন করা হইতেছে। ঐ গ্রামে 'কাশীপুকুর' নামক একটী পুকুর আছে। তাহার তীরবর্ত্তী স্থানে একটী প্রস্তর ফলক সন্নিবেশ করিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ভূমিতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক কর্ত্তৃক ১১ নং রাধানাথ বসুর লেন, 'বিদ্যোদয় প্রেসে' মুদ্রিত এবং ... নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আভা
ক্যাষ্টর অয়েল

এ কথা সুন্দর ভা' জানতে হ'লে নিজে মাত্র একটি শিশি মাথতেই থরচ্তে পার্বেন; তখন দেখবেন যে তেলটা দামেও বাঁটি কিন্তু মোটেও চট্চটে নয়—আর এটাই হচ্ছে আভার একটা নিজস্ব বিশেষত্ব—সেটা অন্য কিছুতেই পাবেন না। আভার গুণের বিষয় আমরা কিছু বল্তে চাইনা শুধু আপনি নিম্নের কথা গুলি পড়ুন, তা' হলেই যথেষ্ট হবে। এটা কলিকাতা মেডিকেল কলেজের স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত সিনিয়র হাউস্ সার্জ্জেন ডাক্তার শ্রীবিপিন বিহারী রায় (এম, বি) মহাশয় আভার গুণে সন্তুষ্ট হয়ে লিখেছেন।

"Certified that AVA CASTOR OIL of Messrs. Torun Chemical Works of Calcutta is one of the **best non-sticky pure Castor Oils** in the market. **It is medicated and delicately scented,** and **free from any injurious ingredients.** It **Stimulates the growth of hair** and can be used by all with impunity.

24.4.29. **Bipin Behari Roy, M.B.**

৪ আউন্স—দাম মাত্র ১৲ টাকা। কলিকাতায় সর্ব্বত্র পাইবেন; না হলে নিম্নের ঠিকানায় লিখুন।

এজেণ্ট :—রজনী ফার্ম্মেসী

১২, হ্যারিসন রোড্ (আমহার্ষ ষ্ট্রীট্ ক্রসিং) কলিকাতা।

তরুণ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

পোষ্ট বক্স—১১২, কলিকাতা।

ভারতের সনাতন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান।

শ্রীশ্রীনবগ্রহ দেব-সুপ্রতিষ্ঠিত।

১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট (মহাশক্তি আশ্রম ও জ্যোতিষ মহামণ্ডলে)

সর্ব্বশক্তিসহ গ্রহদেবতার আবির্ভাব।

সনাতন ধর্ম্মের মূলাধারস্বরূপ ও কালচক্রে অবিদ্যাদলিত দর্পণ জ্যোতিষবিজ্ঞান যুগে যুগে আপনাদের ন্যায় বহুপাপদগ্ধ হিন্দু হৃদয়ে ভারতেই রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আজ-কালবিজয়ী ত্রিকাল-দ্রষ্টা হিন্দু মহাত্মার সর্ব্বতন মহিমা বিশ্বে প্রচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর আর্য্যজাতির জীবন-প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তিম কাল পর্য্যন্ত জীবনের প্রতি পদ নির্ভর করিয়া রহিয়া যাইতেছে সেই ধর্ম্মকর্ম্মের মানদণ্ড ধৃত হইয়া রহিয়াছে অথচ মুক্তি-ভোগের নিখুঁট হস্ত গ্রহদেবতাগণের হস্তে। গ্রহদেবতাই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী, ভগবানের প্রকৃতিশক্তির পরিচালক। এই কারণে আমাদের অজ্ঞাত আপনাদের মধ্যেও কার্য্যকরী শক্তিরূপেই প্রতিভাত হইয়াছেন। জড় পদার্থরূপে কখনও উদ্ভাসিত হন নাই। তাঁহারা গ্রহদেবতার গতিবেগ, প্রভাব ও অনুগ্রহ নিগ্রহ সামর্থ্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রতীক বলিয়া ভক্তিবিনম্রচিত্তে অর্চনা করিয়াই জাগতিক আধি, ব্যাধি, শোক, তাপ, দৈন্য ও মৃত্যুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অমৃতত্বলাভের অধিকারী হইয়াছেন এবং বিশ্বকে এই মঙ্গলময় পথাই অনুসরণ করিতে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। গ্রহদেবতাদের সন্তোষবিধান না করিয়া কেহই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না।

পরিতাপের বিষয় এই যে, পূর্ব্বকর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবী একমাত্র কারণ গ্রহদেবতাদের অর্চনা করিবার কোনও প্রতিষ্ঠান, প্রণালী এবং শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থার মূর্ত্তি বা মন্দির এদেশে নাই, **যেখানে সমস্ত সমস্যার সংসারের ত্রিতাপক্লিষ্ট, দৈন্য দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনা নিবেদন করা যায়** অথবা আপনার হৃত আত্মোন্নতি পুনরুদ্ধার জন্য আকুল প্রার্থনা করা যাইতে পারে। সাধারণোপাসক হিন্দু প্রতীক ভিন্ন সমাধিস্থ হইতে পারে না। সংসারের নানা বিধ বিপত্তিতে গ্রহগণের কোপ হইতেছে বুঝিতে পারিলে তাহার একই গ্রহশান্তির ব্যবস্থা।

এই জন্য নবগ্রহ মূর্ত্তি ও মন্দিরের একান্ত আবশ্যক। এই অভাব দূর করিবার জন্য অল্ ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল্ এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল্ সোসাইটীর পৃষ্ঠপোষকগণ সন্তোষ পান নাই। দিন দিয়া স্বীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থ বলি দিয়া বহুকাল যাবৎ বহু আয়াস স্বীকারে সুবৃহৎ নবগ্রহমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। নবনির্ম্মিত মর্ম্মর প্রস্তর-খচিত শ্রীমন্দিরে বৃহৎকায় ধ্যানোক্ত নবগ্রহ-মূর্ত্তি নবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৩৩৯ সনের ২৬শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে ঐ মূর্ত্তিসকল স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই শুভদিন হইতেই তান্ত্রিক বিধান অনুসারে মহাসমারোহে পূজা, হোম, পুরশ্চরণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশেই বহুলাক্ষোক্ত এইরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও বিপুল আয়োজনে পূজা ও পুরশ্চরণাদি এবং দীর্ঘদিনব্যাপী মহোৎসব কোনও দিন হয় নাই। যাহাতে ত্রিতাপদগ্ধ নরনারী জীবনের ঈপ্সিতকে আকর্ষণ করিয়া চিরকাল দুঃখ, দৈন্য, রোগ, শোকের নিষ্ঠুর স্পর্শ হইতে ত্রাণ পাইতে পারে তাহারই জন্য এই সাধের সেতুবন্ধ।

আপনি বর্ষপ্রাপ্ত্যা দ্বীপ আর্য্যঋষির পুণ্য মহাবংশের যোগ্যাধিকারী, আপনার পূর্ব্বপুরুষের পরার্থপরতায় আজও ধর্ম্মকর্ম্ম ও পবিত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সঞ্জীবিত রহিয়াছে। আপনার ধমনীতে আজও ঋষি, দ্বিজ, কর্ণ প্রভৃতির পবিত্র শোণিতধারা প্রবাহিত হইতেছে। অহল্যা, ভবানী, মৈত্রায়ণীর দানশীলতা ভারতের ত্যাগপ্রবণতার জলন্ত দৃষ্টান্তরূপে